এম আর আখতার মুকুল

# চরমপত্র

এতগুলো বছর পরে আজ কথা বলতে দ্বিধা নাই যে, যুদ্ধকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে আমাকে প্রতিদিন অত্যন্ত সহজ ও সরলভাষায় 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের জন্য কথিকা রচনা করতে হয়েছে। 'চরমপত্র' ছিলো একেবারে ব্যাঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্বক মন্তব্যে ভরপুর একটা একক অনুষ্ঠান। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একটা মানসম্মত রেকর্ডিং ষ্টুডিওর অভাবে প্রতিদিন একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে বসে টেপ রেকর্ডারে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করতে হয়েছে এবং ৮ থেকে ১০ মিনিটের এই টেপ নিয়মিতভাবে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান ছিলো যুদ্ধরত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর আশার বর্তিকা।

এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি প্রতিদিন গল্পের ছলে দুরূহ রাজনীতি ও রণনীতির ব্যাখা করা ছাড়াও রণাঙ্গনের সর্বশেষ খবরাখবর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপন করেছি। তবে রণাঙ্গন পরিদর্শনের অভিজ্ঞতায় যখন দেখতে পেলাম যে, মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা প্রায় ৯৫ জনই হচ্ছেন গ্রাম বাংলার সন্তান, তখন 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে ভাষার ব্যবহারে আমি চমকের সৃষ্টি করলাম। এই অনুষ্ঠানের কথিকাগুলোতে অত্যন্ত দ্রুত শহুরে বাংলা ভাষা বর্জন করলাম। এখানে লক্ষণীয় যে, 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে আমি মোটামুটিভাবে ঢাকাইয়া তথা বঙ্গাল ভাষা ব্যবহার করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমি যথেচ্ছভাবে বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছি। এমনকি বক্তব্য জোরালো করার লক্ষ্যে আমি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পদাংক অনুসরণ করে উর্দু ও ফার্সী শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করেছি। আবার বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দও চয়ন করেছি। এসব শব্দ দিব্বি বাংলাদেশের সমাজ জীবনে স্থান করে নিয়েছে।

এম আর আখতার মুকুল

বেপরোয়া ও অপ্রতিরোধ্য, দুঃসাহসী অথচ সংযত ও সহিষ্ণু ৬৩ বছর বর্ষীয় 'চির যুবা' এম আর আখতার মুকুল-সেই যে ছোটবেলায় বাঙালি ঘরাণার রেয়াজ মাফিক দু'দু'বার বাড়ি থেকে পলায়ন-পর্ব দিয়ে শুরু করেছিলেন জীবনের প্রথম পাঠ—তারপর থেকে আজ অবধি বহু দুস্তর ও বন্ধুর চড়াই-উৎরাই, বহু উত্থান-পতন ও প্রতিকূলতার ভেতর দিয়ে যেতে হলেও আর কখনও তাকে পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি; রণে ভঙ্গ দিয়ে পিছ পা হননি কোনও পরিস্থিতিতেই। যা আছে কপালে, এমন একটা জেদ নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছেন অকুতোভয়ে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত সব ক্ষেত্রেই তার বিজয়ী মুকুটে যুক্ত হয়েছে একের পর এক রঙ্গিন পালক।

জীবিকার তাগিদে কখনও তাকে এজি অফিসে, সিভিল সাপ্লাই একাউন্টস, দুর্নীতি দমন বিভাগ, বীমা কোম্পানিতে চাকুরি করতে হয়েছে। কখনও আবার সেজেছেন অভিনেতা, হয়েছেন গৃহশিক্ষক, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন সংস্থার ব্যবস্থাপনা পরিচালক, সুদূর লন্ডনে গার্মেন্টিস ফ্যাক্টরির কাটার। প্রতিটি ভূমিকাতেই অনন্য সাফল্যের স্বাক্ষর। কখনও হাত দিয়েছেন ছাপাখানা, আটা, চাল, কেরোসিন, সিগারেট, পুরানো গাড়ি বাস -ট্রাকের ব্যবসায়। করেছেন ছাত্র রাজনীতি। ১৯৪৮-৪৯ সালে জেল খেটেছেন। জেল থেকেই স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। অংশগ্রহণ করেছেন ভাষা আন্দোলনে, হাসিমুখে বরণ করেছেন বিদেশের মাটিতে সাড়ে তিন বছরের নির্বাসিত জীবন; যখনই যা- কিছু করেছেন, সেটাকেই স্বকীয় মহিমায় সমুজ্জ্বল করে তুলেছেন। সাংবাদিকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন প্রায় দুই যুগের মতো। কাজ করেছেন বেশ কিছু দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও বার্তা সংস্থায়- বিভিন্ন পদ ও মর্যাদায়। বেশিরভাগ সময় কেটেছে দুর্ধর্ষ রিপোর্টার হিসেবে। সফরসঙ্গী হয়েছেন শেরে বাংলা, সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, ইস্কান্দার মীর্জা, আইয়ুব খান, বঙ্গবন্ধু, তাজউদ্দিন, ভুট্টোর মতো বড় নেতাদের। সাংবাদিক হিসেবে ঘুরেছেন দুই গোলার্ধের অসংখ্য দেশ। দেখেছেন বিচিত্র মানুষ, প্রথ্যক্ষদর্শী হয়েছেন বহু রুদ্ধশ্বাস চাঞ্চল্যকর ঘটনা প্রবাহের, সাক্ষী ছিলেন বহু ঐতিহাসিক মুহূর্তের। বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জীবন। বঙ্গবন্ধুর উষ্ণ সান্নিধ্য ও ভালবাসা তার জীবনের এক অবিস্মরণীয় স্মৃতি।

জীবনের সবচেয়ে গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তে ১৯৭১-এর ৯ ডিসেম্বর সদ্য মুক্ত স্বাধীন যশোরের মাটিতে পদার্পণ এবং ১৯ তারিখে সরাসরি মুজিবগর থেকে

সামরিক বাহিনীর হেলিকপ্টারে ঢাকা প্রত্যাবর্তন। আর সবচেয়ে বীরত্বপূর্ণ অধ্যায় : মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে স্বাধীনবাংলা বেতারকেন্দ্রের অন্যতম স্থপতি এবং নিয়মিত রণাঙ্গন পরিদর্শন শেষে একই সঙ্গে লেখক, কথক ও ভাষ্যকার হিসেবে বেতারে সাড়া জাগানো 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান পরিচালনা। সাধারণ মানুষের মনের কথাকে, সুপ্ত আশা ও স্বপ্নকে তিনি জীবন্ত ও মূর্ত করে তুলে ধরেছিলেন সেদিনের সেই বিপন্ন ও অসহায় কিন্তু বীরত্বব্যঞ্জক মুহূর্তে। চোখা হাস্য পরিহাসে, রঙ্গ রসিকতায় আদি ও অকৃত্তিম ঢাকইয়া বুলিতে দিশাহারা ছিল হানাদার বাহিনীর শিবির।

শত্রুমিত্র সব মহলে সমান জনপ্রিয়। অকৃত্রিম বন্ধুবাৎসল্য, সদালাপি, সারাক্ষণ হাসি-খুশি, চরম আড্ডাপ্রিয়, কাশফুল মাথা এম আর আখতার মুকুল যে-কোনও আড্ডায় মধ্যমণি হয়ে উঠতে সময় নেন না পলকমাত্র। একাই একশ। অতিরিক্ত সিগারেট ফোঁকার ফলে ঈষৎ খুর্খুরে গলায় যেমন আছে জলদগম্ভীর ডাক, তেমন আছে বুক কাঁপানো বাঘের হাঁক। ফুরফুরে মজলিশি মেজাজ, যার সঙ্গে বৈদগ্ধ ও অসামান্য স্মৃতিশক্তির বিরল সমন্বয় তার আলাপচারিতাকে করে তোলে খাপখোলা তরবারির মতো শাণিত ও ঝকঝকে। কুশাগ্র বাক্যবাণ তার প্রধান আয়ুধ হলেও মনে হয় এখনও অনেক অব্যক্ত কথা, অনেক তথ্য, অনেক রহস্য লুকিয়ে রেখেছেন মনের গভীর গোপন চোরা কুঠুরিতে।

সরকারী চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে বই, পত্র-পত্রিকার ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করেছেন প্রায় সার্বক্ষণিকভাবে। এসবের মাঝে দুই আদুরে নাতনি কুন্তলা আর কুয়াশা যারা একমাত্র কিছুটা সমীহ আদায় করে নিতে পারে অমন আদুরে জাঁদরেল দাদুটির কাছ থেকে।

দুই কন্যা কবিতা ও সঙ্গীতা, দুই পুত্র কবি ও সাগর। সুদীর্ঘ ৩৮ বছর ৯ মাস একনিষ্ঠভাবে সংসার ধর্ম পালনের পর তার বিদূষী গৃহিনী ডক্টর মাহমুদা খানম ১৯৯২-এর ১৯ মার্চ জান্নাতবাসী হয়েছেন। বড় ছেলে কবি তার একমাত্র প্রিয় বন্ধু ও সমস্ত সুখ-দুঃখের সঙ্গী। বাপবেটার এমন জুটি বুঝি আর দু'টি হয় না সচরাচর।

কোন সীমিত পরিসরে এম আর আখতার মুকলের কর্মবহুল ও বৈচিত্র্যময় জীবনের বৃত্তান্ত তুলে ধরা এক কথায় অসম্ভব। সিংহ রাশির জাতক এম আর আখতার মুকুল মানেই সংগ্রামী জীবন-সংগ্রামের জীবন। আপোষহীন, অসীম সাহসী এক বীর যোদ্ধা। -*বেলাল চৌধুরী।*

# চরমপত্র

এম আর আখতার মুকুল

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
anannyadhaka@gmail.com

## উৎসর্গ

যাঁর উৎসাহ ও সহযোগিতা ছাড়া
স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে
'চরমপত্র' রচনা ও পাঠ সম্ভব হতো না,
আমার সেই প্রয়াত সহধর্মিনী
ড. মাহমুদা খানম রেবার
পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

# আমার কথা

পরম সৌভাগ্য যে আমার জীবদ্দশায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিল 'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 'চরমপত্রে'র প্রতিটি অধ্যায় আমার নিজস্ব রচনা এবং ১৯৭১ সালের যুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে আমি এগুলো স্বকণ্ঠে প্রচার করেছি। সুদীর্ঘ ২৮ বছর পরে 'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমার স্থির বিশ্বাস, মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি এবং নতুন প্রজন্ম এই পুস্তক পাঠ করে নতুন করে প্রেরণালাভ ছাড়াও বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির শত্রুকে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন। আর গবেষকরা স্বাধীনতার ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে পারবেন।

'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশের জন্য বিকাশ মুদ্রণের তসাদ্দক হোসেন, ডেস্কটপ কোম্পানির সৈয়দ আমিরউল্লাহ্ ও অসীম কুমার বিশ্বাস, প্রচ্ছদ শিল্পী কালাম মাহমুদ, এবং সাগর পাবলিশার্স-এর মুস্তাফা হাসান নাসির [illegible] সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার ধন্যবাদ। কেননা এঁদের নিরলস প্রচেষ্টা ছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে বই আকারে 'চরমপত্র' প্রকাশ সম্ভব হতো না।

'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশে এতো বিলম্ব হলো কেন, তারও কিঞ্চিৎ পূর্ব-ইতিহাস রয়েছে। ১৯৭২ সালে অর্থাভাবের দরুন বাংলা একাডেমী পুস্তকাকারে 'চরমপত্র' প্রকাশে অপারগতা জানিয়েছিল। ১৯৭৫ সালে সপরিবারে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বাংলাদেশ বেতারের ট্রান্সক্রিপশন সার্ভিসে রক্ষিত 'চরমপত্রে'র সমস্ত টেপ খন্দকার মোশতাক সরকারের নির্দেশে বিনষ্ট করা হয়েছিল। টেপ পুড়িয়ে দিলেও এর কপি ও পাণ্ডুলিপি আমার কাছে রক্ষিত ছিল। আমি তখন লন্ডনে নির্বাসিত জীবন যাপন করছি। এরপর ১৯৮০-৮১ সালে তৎকালীন তথ্য মন্ত্রণালয় 'চরমপত্রে'র পাণ্ডুলিপি প্রত্যাখ্যান করেছিল। এরশাদ ও খালেদা জিয়ার আমলেও 'চরমপত্রে'র পাণ্ডুলিপি লুক্কায়িত অবস্থায় রাখতে হয়েছিল। এমনিভাবে সুদীর্ঘ ২৮ বছর অতিবাহিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বিংশ শতাব্দীতে ও 'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশ সম্ভব হলো না। বহু বাঁধা-বিপত্তি অতিক্রম করে এক্ষণে একবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে বইটি প্রকাশিত হলো। আমি ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের জন্য আমি উভয় বাংলার আপামর জনসাধারণের কাছ থেকে অপরিসীম স্নেহ, ভালোবাসা ও আশির্বাদ পেলেও বাংলাদেশে আজও পর্যন্ত সরকারি পর্যায়ে এর কোনো স্বীকৃতি পর্যন্ত হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের ভয়াবহ দিনগুলোতে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' মূলতঃ মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা দানের জন্য রচিত ও পরিবেশিত হলেও এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের শত্রু-দখলীকৃত এলাকার সাড়ে ৬ কোটি জনগোষ্ঠী এবং ভারতে অবস্থানরত এক কোটি বাঙালি শরণার্থীদের মনোবল দারুণভাবে বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। এমনকি ভারতে বসবাসকারী বঙ্গভাষীদের মধ্যেও এই 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। প্রসঙ্গতঃ বলতেই হচ্ছে যে, এসময় বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যেভাবে আমাদের সাহায্য ও সহযোগিতা করেছিল তা' ইতিহাসে বিরল।

এতগুলো বছর পরে আজ একথা বলতে দ্বিধা নাই যে, যুদ্ধকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের জন্য বোধগম্য করার লক্ষ্যে আমাকে প্রতিদিন অত্যন্ত সহজ ও সরল ভাষায় 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের জন্য কথিকা রচনা করতে হয়েছে। 'চরমপত্র' ছিল একবারে ব্যাঙ্গাত্মক ও শ্লেষাত্মক মন্তব্যে ভরপুর একক অনুষ্ঠান। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, একট মানসম্মত রেকর্ডিং স্টুডিওর অভাবে প্রতিদিন একটা ছোট্ট ঘরের মধ্যে বসে টেপ রেকর্ডারে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান রেকর্ডিং করতে হয়েছে এবং ৮ থেকে ১০ মিনিটের এই টেপ নিয়মিতভাবে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের ট্রান্সমিটার থেকে প্রচারিত হয়েছে। শুনেছি এসময় এই অনুষ্ঠান ছিল যুদ্ধরত বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর আশার বর্তিকা। আজও পর্যন্ত গ্রাম-বাংলার প্রবীণ ব্যক্তিরা রূপকথার মতো 'চরমপত্রে'র গল্প-কাহিনী তাঁদের পুত্র-কন্যা ও নাতি-নাত্‌নিদের গর্বভরে শুনিয়ে থাকেন।

পর্যবেক্ষক মহলের মতে রেডিও ও টিভিতে আজ পর্যন্ত এধরনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আর হয়নি। কেননা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি প্রতিদিন গল্পের ছলে দুরূহ রাজনীতি ও রণনীতির ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রণাঙ্গনের সর্বশেষ খবরাখবর অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে উপস্থাপন করেছি। রণাঙ্গন পরিদর্শনের অভিজ্ঞতায় যখন দেখতে পেলাম যে, মুক্তিযোদ্ধাদের শতকরা প্রায় ৯৫ জনই হচ্ছেন গ্রাম-বাংলার সন্তান, তখন 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে ভাষার ব্যবহারে আমি চমকের সৃষ্টি করলাম। এই অনুষ্ঠানের কথিকাগুলোতে অত্যন্ত দ্রুত শহুরে বাংলা ভাষা বর্জন করলাম। এখানে লক্ষণীয় যে, 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে আমি মোটামুটিভাবে ঢাকাইয়া তথা বঙ্গাল ভাষা ব্যবহার করলেও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাত্মতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আমি যথেচ্ছভাবে বিভিন্ন জেলার আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছি। এমনকি বক্তব্য জোরালো করার লক্ষ্যে আমি বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পদাংক অনুসরণ করে উর্দু ও ফার্সি শব্দ পর্যন্ত ব্যবহার করেছি। আবার বাংলা ভাষায় নতুন নতুন শব্দও চয়ন করেছি। এসব শব্দ দিব্বি বাংলাদেশের সমাজ-জীবনে স্থান করে নিয়েছে। বেয়াদপী হবে জেনেও প্রসঙ্গতঃ একটা কথা বলতেই হচ্ছে যে, কেন 'চরমপত্রে'র ভাষা এতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, সে ব্যাপারে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের জনপ্রিয়তার কারণ হিসেবে আরো একটা বিষয়ের উল্লেখ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। বিষয়টি হচ্ছে, আমার কণ্ঠস্বর সম্পর্কিত। আমি এই

অনুষ্ঠানে আমার স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর ব্যবহার করিনি। ব্যাঙ্গাত্মক 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের উপযোগী কৃত্রিম অথচ ভিন্ন কণ্ঠস্বর ব্যবহার করেছি। এটা ছিল আমার নিজস্ব সৃষ্টি। সুখের বিষয়, বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা আমার এই কণ্ঠস্বর সাদরে গ্রহণ করেছে। এই সফলতার জন্য আমি পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তা'লার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি।

এক্ষণে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করা অপরিহার্য মনে হয়। প্রথমেই পারিবারিক পরিবেশের কথা। আমরা এক মায়ের পেটে চৌদ্দজন ভাইবোন। এর মধ্যে দশজন এখনো জীবিত। জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক ড. মুস্তফা নূরউল ইসলাম এবং সর্বকনিষ্ঠ শামীম মোমতাজ দীপ্তি। আমার মরহুম আব্বা ছিলেন ইংরেজ আমলের জাঁদরেল পুলিশ অফিসার। মরহুম আম্মা ছিলেন এক স্কুল শিক্ষকের একমাত্র কন্যা, রাবেয়া খাতুন। তিনি ছিলেন দারুণ বিচক্ষণ। আমার বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন ১৯৩৪ সালে আমার পিতা সা'দত আলি আখন্দ ক্যালকাটা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে চট্টগ্রামে পুলিশ কোর্ট অফিসে বদলী হন। তিনি ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে অনার্স গ্র্যাজুয়েট এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব্যক্তিত্ব। তিনি যখন চট্টগ্রামে বদলী হলেন, তখন একটা বিশেষ ট্রাইব্যুনালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলার শুনানী সবেমাত্র শুরু হয়েছে।



তখনকার দিনে সরকারি অফিসে এত তদ্বির ছিল না। তাই আব্বার বদলীর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্কুলও বদল করতে হতো। এভাবে হিসাব করে দেখলাম যে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই আমাকে ৮টি স্কুলে লেখাপড়া করতে হয়েছে। এর সূচনা হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লায় অবস্থিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এর পরের স্কুলগুলো হচ্ছে, ১. কক্সবাজার সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হাইস্কুল, ২. বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটি হাইস্কুল, ৩. নারায়ণগঞ্জ বার একাডেমি হাইস্কুল, ৪. মানিকগঞ্জ সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত হাইস্কুল ৫. টাঙ্গাইল বিন্দুবাসিনী হাইস্কুল, ৬. ময়মনসিংহ জিলা স্কুল এবং সবশেষে ৭. দিনাজপুর মহারাজা গিরিজানাথ হাইস্কুল। এখান থেকেই ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। স্কুল-জীবনের এই খতিয়ান দেয়ার কারণ রয়েছে। প্রথমতঃ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা অতি সহজেই বিদেশী ভাষা কিংবা আঞ্চলিক ঢং-এর কথাবার্তা রপ্ত করতে সক্ষম। আঞ্চলিক বাংলা ভাষা শিক্ষা ও উচ্চারণ রপ্ত করার ক্ষেত্রে আমি তেমনিভাবে কিছুটা পারদর্শী হয়েছি বৈকি। দ্বিতীয়তঃ কচি বয়সেই বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ। এরও আবার রকম-ফের রয়েছে। এক ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, কিছুটা ভিন্ন পরিবেশ এবং জনগোষ্ঠীর কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরনের আচার-ব্যবহার থেকে। দ্বিতীয় ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছে, রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত। এজন্যই দেখতে পাই যে, দীর্ঘ ছয় দশক পরেও বেশ কিছু রাজনৈতিক ঘটনাবলী আমার মনের মুকুরে আজও পর্যন্ত জ্বলজ্বল করছে। এ সবের মধ্যে তিরিশ দশকের 'সন্ত্রাসী আন্দোলন', বিয়াল্লিশের অসহযোগ আন্দোলন, তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ, ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫-এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, সাতচল্লিশে ইংরেজদের বিদায় ও ভারত বিভাগের ঘটনাবলী আমার অভিজ্ঞতার ঝুলি পরিপূর্ণ করেছে।

ঠিক এমনি এক সময়ে ১৯৪৬ সালে কোলকাতার কারমাইকেল হোস্টেলে পরিচিত হলাম তরুণ ছাত্রনেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে। পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন দিনাজপুরের তুখোড় ছাত্রনেতা ও অনলবর্ষী বক্তা দবিরুল ইসলাম। পরিচয়ের প্রথম দিনেই মুজিবভাই-এর শিশুর মতো সরল হাসি আর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আমাকে বিমোহিত করেছিল। এরই জের ধরে ১৯৪৮ সালের ৩রা জানুয়ারি যখন ঢাকার ১৫০ মোগলটুলীতে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের জন্ম হলো, তখন দিনাজপুরের দবিরুল ইসলাম, আব্দুর রহমান চৌধুরী, মতিউর রহমানের সঙ্গে আমিও এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হলাম। পরবর্তীতে আলোচ্য দবিরুল ইসলামই হচ্ছেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের প্রথম নির্বাচিত সভাপতি।

এ সময় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ায় দারুণ দুর্ভোগের সম্মুখীন হলাম। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দিনাজপুরে আমরা জনা কয়েক কলেজের ছাত্র গ্রেফতার হলাম। এঁদের অন্যতম ছিলেন নূরুল হুদা কাদের বকশ ছোটি, মোহাম্মদ অসলেউদ্দীন, কেশব সেন, মিহির সেন, উপেন দাশ প্রমুখ। তখন আব্বা ছিলেন মাদারীপুর মহকুমা পুলিশের প্রধান। মাস কয়েক পরে মুক্তিলাভ করলেও মাত্র সপ্তাহ কয়েকের ব্যবধানে একটা ফৌজদারী মামলার আসামী হলাম। এটা ছিল এক অদ্ভুত মামলা। ঠাকুরগাঁ এলাকার তেভাগা চাষিরা মিছিল করে এসে দিনাজপুর-কাহিয়া সেকশনে প্রায় অর্ধ মাইল রেলওয়ে লাইন উপড়ে ফেলায় আমাদের বিরুদ্ধে এই 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র মামলা। কোর্টে জামিন না-মঞ্জুর হলো। ফলে তরুণ বয়সেই হাজুতে আসামীর অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম। জজকোর্টে আমাদের জামিন হয়েছিল। কিন্তু কোর্টের বারান্দায় পুলিশ আমাদের নিরাপত্তা আইনে দ্বিতীয়বারের মতো গ্রেফতার করলো। সেদিন কোর্টে গিয়েছিলাম হাজুতে আসামী হিসেবে; কিন্তু জেলখানায় ফিরে আসার পর পরিচিত হলাম রাজবন্দি হিসেবে। এখানেই সান্নিধ্য লাভ করলাম কমরেড গুরুদাশ তালুকদার, কমরেড বরদা চক্রবর্তী, কমরেড হানিফ, কমরেড অভরণ, কমরেড কম্পরাম, কমরেড ন্যাথনিয়াল দাশ, কমরেড ঋষিকেশ ভট্টাচার্জি, আন্দামান ফেরত কমরেড অরুণ রায় প্রমুখের সঙ্গে। তখন ছিলো কমরেড বি.টি. রণদিভ-এর থিসিসের যুগ। উচ্চারিত শ্লোগান ছিল, "ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়; লাখো ইনসান ভূখা হ্যায়।" অর্থাৎ রক্তাক্ত বিপ্লবের সময় সমাগত। থিসিসের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, বুর্জোয়া সমাজে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি একেবারেই মূল্যহীন।

কারাগারে নিয়মিতভাবে মার্কসিজম-এর ক্লাসে যোগদান করে এক নতুন আদর্শ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করলাম। এবার ১৯৪৮-এর শেষভাগের কথা। কমরেড অরুণ রায় আমাকে বিএ পরীক্ষা দেয়ার জন্য গোপনে পরামর্শ দিলেন। তখন দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (পরবর্তীকালে নাম পরিবর্তন হয়েছে) প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন ডঃ গোবিন্দচন্দ্র দেব। আমি 'পুওর ফান্ড' থেকে পরীক্ষার ফি'র জন্য দরখাস্ত করলাম। ফলে 'পুওর ফান্ড' থেকে টাকা মঞ্জুর করা ছাড়াও একদিন ডঃ দেব কর্তৃপক্ষের 'পারমিশন' নিয়ে জেল গেটে এসে হাজির হলেন এবং প্রয়োজনীয় ফরমে আমার দস্তখত নিয়ে

গেলেন। আমাদের পরীক্ষা হয়েছিল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাস অনুসারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। আমার রোল নম্বর ছিল রোল ডিন (দিনাজপুর) জেল ২২৪৪।

ঠিক এমনি এক সময়ে 'রেলওয়ে লাইন উপড়ে ফেলা'র সেই মামলার শুনানী শুরু হলো। প্রতি সপ্তাহেই মামলার তারিখে কয়েদীদের ভ্যানে কোর্টে হাজিরা দিতে হতো। এ সময় দিনাজপুরের প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যিক এবং অবসরপ্রাপ্ত ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার খান বাহাদুর আমিনুল হক ডোডো মিয়া (মরহুম লায়লা সামাদের পিতা) কোর্টে আমাদের পক্ষে 'সাফাই সাক্ষী' দিলেন। তবুও আমরা রক্ষা না পেলেও সাজা কম হলো। ৪ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। ফলে এ দফায় রাজবন্দি থেকে পরিণত হলাম সাধারণ কয়েদী হিসেবে। পরণে ডোরা কাটা ফতুয়া ও হাঁটু পর্যন্ত লম্বা জাঙ্গিয়া আর মাথায় ডোরা কাটা টুপি। তবে কয়েদী হওয়ায় একটা মস্ত সুবিধা ছিল। হাজুতে আসামীদের যেমন দিন-রাত একটা বিরাট হল ঘরে আটকে রাখা হয় এবং রাজবন্দিদের জেলের ভেতরেই কাঁটাতার দিয়ে ঘেরাও করা পৃথক এলাকায় যাতায়াত সীমাবদ্ধ করে রাখা হয়; সেক্ষেত্রে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের জেলের ভিতরে ঘোরাঘুরি করার অনুমতি রয়েছে। শুরু হলো আমার অন্য জীবন। নানা ধরনের কায়িক পরিশ্রমের কাজ। খুবই সহজভাবে এসব দুর্ভোগকে বরণ করে নিলাম অবশ্য সামনে বি এ পরীক্ষা থাকায় জেলার সাহেব আপাততঃ আমার ডিউটি মাফ করে দিলেন।

১৯৪৯ সালে দিনাজপুর জেল গেটে বসে বি এ পরীক্ষা দিলাম। সে বছর পাশের হার ছিল শতকরা মাত্র ২১ জন। দিনাজপুর কলেজ থেকে ৬৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ৬ জন পাশ করেছিল। আমি তাদেরই একজন। তাও আবার জেলখানা থেকে। আমার সঙ্গে আরো একজন কয়েদী পরীক্ষা দিয়েছিল। নাম কেশব সেন। বেচারা উত্তীর্ণ হতে পারেনি। এদিকে ৪ মাস সশ্রম কারাদণ্ড খাটার পর কাগজে-কলমে মুক্তিলাভ করলাম। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। মুক্তি দেয়ার পর আবার জেল গেটেই বিশেষ জননিরাপত্তা আইনে আমাকে গ্রেফতার করে রাজবন্দি হিসেবে ভিতরে পাঠিয়ে দিলো। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন রাজবন্দিকে রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগারে বদলী করে দিয়েছে। তাই ওয়ার্ডে পুরনো কমরেডদের না দেখে সেদিন মনটা গুমরে কেঁদে উঠেছিল। পরবর্তীতে ১৯৫০ সালের ২৪শে এপ্রিল রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে রাজবন্দিদের ওপর জেল-পুলিশের গুলিতে যে ৭ জন নিহত হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে দিনাজপুর জেল থেকে বদলী হওয়া ২ জন রাজবন্দি অন্যতম ছিলেন। এঁরা হচ্ছেন ঠাকুরগাঁ-এর কৃষাণ কমরেড অভরণ এবং পার্বতীপুরের শ্রমিক নেতা কমরেড মোঃ হানিফ।

অবশেষে আমার কারাজীবনের অবসান হলো। সেদিনের তারিখটা ছিল ১৯৫০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি। কারাগারের দুর্বিসহ অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অধ্যয়নের জন্য সোজা চলে এলাম ঢাকায়। আব্বার পাঠানো টাকায় ভর্তি হলাম। আস্তানা হলো বক্শি বাজারের ১১ জয়নাগ রোড। পাশের রুমেই থাকতেন মুসলিম লীগের কট্টর সমর্থক শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান। ভদ্রলোক ছিলেন অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী।

তবুও এর সামনে আমার অতীত জীবনের কোনো আলোচনাই করতাম না। সব সময়েই পাশ কাটিয়ে যেতাম। আব্বা তখন বরিশাল সদরে পুলিশের ডিএসপি। বাসা ছিল আলেকান্দায়। ঠিক এমনি সময়ে কলিকাতা ও জলপাইগুড়ির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে ঢাকা ও বরিশালেও শুরু হলো ভয়াবহ দাঙ্গা। বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। তাই ভর্তির পরেই বরিশালে আব্বা-আম্মার কাছে চলে গেলাম। এই বরিশালেই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়াবহতা দেখলাম। চারিদিকে শুধু মানুষ হত্যা আর আগুনের লেলিহান শিখা। বিস্তারিত বলার অপেক্ষা রাখে না। এ সবই হচ্ছে আমার জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর আবার ফিরে এলাম ঢাকায়। তখন সর্বত্র অঢেল চাকুরি। তাই রাতে আইন ক্লাস আর দিনের বেলায় একটা কেরানিগিরির চাকুরি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু সরকারি একটা ইউ ডি ক্লার্ক-এর চাকরিতেও নানা বিভ্রাট। একে একে তিন তিনটি সরকারি প্রতিষ্ঠানের চাকরি থেকে পদত্যাগে বাধ্য হলাম। এগুলো হচ্ছে এজিইবি, সিভিল সাপ্লাই একাউন্টস আর পুলিশের দুর্নীতি দমন বিভাগ। সর্বত্র চাকরিতে যোগদানের ৬ মাসের মধ্যে গোয়েন্দা বিভাগের ক্লিয়ারেন্স-এর প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই এই রিপোর্ট কোনো সময়ই ইতিবাচক ছিল না।

এরই জের হিসেবে সাংবাদিকতা পেশাকে বেছে নিলাম। ১৯৫১ সালে ঢাকায় বিভিন্ন পত্রিকায় সাব-এডিটরের চাকরি করলাম। এগুলো হচ্ছে, সাপ্তাহিক নও বেলাল ও পাকিস্তান পোস্ট এবং দৈনিক আমার দেশ। সর্বত্র স্বল্প বেতন এবং অনিয়মিত। এজন্য একই সঙ্গে সকালে পলাশী ব্যারাকে দুইবেলা খাওয়ার পরিবর্তে একটা প্রাইভেট টিউশনি নিলাম। এল ১৯৫২ সাল। দারুণভাবে জড়িয়ে পড়লাম ভাষা আন্দোলনে। এমনকি একুশে ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে পুলিশের গুলিবর্ষণের সময় পর্যন্ত আমি ঘটনাস্থলেই উপস্থিত ছিলাম। সে এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। এরপর ২২শে ফেব্রুয়ারি নেতৃবৃন্দের নির্দেশক্রমে সলিমুল্লাহ হলের দোতলায় অবস্থিত রেডিওর রুম থেকে আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা ও ক্রমাগতভাবে বক্তৃতা দেয়ার দায়িত্ব পালন করলাম। কিন্তু ২৭শে ফেব্রুয়ারি অতর্কিতে একদল সৈন্য এসে উত্তর দিকের বিরাট দরজা ভেঙ্গে হলের ভিতর প্রবেশ করলে ছেঁড়া শার্ট ও ময়লা লুঙ্গি পরে অনেক কষ্টে বেরিয়ে এলাম। রাতের ট্রেনে লালমনিরহাট হয়ে পাটগ্রাম। পরদিন সন্ধ্যায় সীমান্ত অতিক্রম করে আসামে প্রবেশ করলাম। তখনও ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পাসপোর্ট প্রথা চালু হয়নি।

একেবারেই অজানা ভবিষ্যৎ। এর আগেও দুইবার বাড়ি থেকে পলায়ন করেছিলাম। প্রথমবার ১৯৪৫ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর এবং দ্বিতীয় দফায় আইএ পরীক্ষার পর ১৯৪৭ সালে। দুই বারেই গন্তব্যস্থল ছিল কলিকাতা মহানগরী। এবার আসামের মল জংসন থেকে রাতের ট্রেনে রওয়ানা হয়ে পরদিন বিহার রাজ্যের পূর্ণিয়া জেলার অন্তর্গত কাটিহারে পৌঁছলাম। জায়গাটা আমার পূর্ব পরিচিত। দিনাজপুর থেকে আগত এক বিত্তশালী হিন্দু পরিবারে দিন দুই অবস্থানের পর ট্রেনযোগে এক কাকডাকা ভোরে শিয়ালদহে পৌঁছলাম। এরপর আস্তানা হলো কারমাইকেল হোস্টেলে গোলাম রহমান নামে এক ছাত্রের গেস্ট

হিসেবে। ইনি বছর কয়েক আগে রাজশাহী কলেজের ছাত্রনেতা ছিলেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। গোলাম রহমানের আদি বাড়ি জলপাইগুড়িতে এবং তাঁরও পিতা পূর্ববঙ্গে পুলিশের ডিএসপি পদে চাকরিরত। গোলাম রহমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হচ্ছেন পরবর্তীকলের প্রখ্যাত চীনপন্থী কম্যুনিস্ট নেতা কমরেড মোহাম্মদ সুলতান।

মাস কয়েক কোলকাতায় ভালোই কাটালাম। হঠাৎ করেই কাগজে দেখলাম যে, দুই দেশের মধ্যে পাশপোর্ট চালু হতে যাচ্ছে। তাই ভারতে বসবাস আর নিরাপদ মনে হলো না। ঢাকায় ফিরে এলাম। এবার উঠলাম ব্যারাক ইকবাল হলে। কমরেড সুলতানের সঙ্গে নিবিড় সখ্যতা গড়ে উঠলো। কিন্তু দু'জনেই বেকার। স্থির করলাম বই-এর ব্যবসা করবো। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের (বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়) পূর্ব পাশে একটা মাজার শরীফের ওয়াকফ এস্টেট রয়েছে। সেখানেই বেড়ার ঘর ও টিন দিয়ে ঘর বানিয়ে বই-এর দোকান চালু করলাম। মূলধনের পুরোটাই ধার করলাম রংপুরের এক জোতদার তনয়ের কাছ থেকে। ভদ্রলোকের নাম আব্দুল মান্নান। তিনিও আইন ক্লাসের ছাত্র। দোকানের নামটা আমিই দিয়েছিলাম 'পুঁথিপত্র'। মাস কয়েক ব্যবসা ভালোই চললো। এমনকি ধার করা মূলধনের কিছুটা পরিশোধও করলাম। এসময় কোলকাতা থেকে আমদানী করা সোভিয়েট বুক্‌স-এর লাভের পরিমাণ ছিল আশাতিরিক্ত।

দোকানের পিছনের অংশে বেড়া দিয়ে পার্টিশন করে ছোট্ট একটা ঘর। ওখানেই ছোট্ট একটা কাঠের চৌকিতে দু'জনের শোয়ার ব্যবস্থা। আর মসজিদ থেকে বালতিতে পানি এনে রাস্তার ধারে গোসল এবং কাছেই একটা সাধারণ হোটেলে মাসিক চুক্তিতে দু'বেলা খাওয়া। এক কথায় বলতে সেতো দারুণ বোহেমিয়ান জীবন। তখনকার দিনে এই পুঁথিপত্র দোকানে মাঝে মাঝে রাজনৈতিক গোপন বৈঠক হতো। এতে ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে চিন্তা করে বার কয়েক আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু ফায়দা হলো না। এই প্রথমবার দুই বন্ধুতে মনোমালিন্য হলো। মনে মনে ঠিক করলাম স্বজনবন্ধু সুলতানকে দুঃখ দেবো না। তাই গোপনে একটা চাকরির চেষ্টা করলাম। পেয়েও গেলাম একটা চাকরি। দৈনিক সংবাদের বিজ্ঞাপন বিভাগে সহকারী বিজ্ঞাপন ম্যানেজার। ম্যানেজার ছিলেন সুসাহিত্যিক সরদার জয়েনউদ্দিন। একদিন দুপুরে খাওয়ার সময় সুলতানকে বললাম, এখন থেকে 'পুঁথিপত্র' শুধু তোমার একার। আমি চললাম।

নতুন আস্তানা হলো তাঁতিবাজারে মাসিক 'অগত্যা' অফিসে। এটা ছিল অফিস-কাম-রেসিডেন্স। আরো দু'জন থাকতেন এখানে। মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম আর অগত্যা সম্পাদক ফজলে লোহানী মন্টু। তাঁতি বাজারের লাগোয়া হচ্ছে একদিকে রায় সাহেবের বাজার এবং ওপাশটায় শাঁখারী বাজার। তাই এখানে থাকার সময় অত্যন্ত অন্তরঙ্গ আলোকে অবলোকন করলাম ঢাকার নিম্নমধ্যবিত্ত হিন্দু পসারী ও শাঁখারীদের বিচিত্র জীবন। এই 'অগত্যা' অফিসে সে আমলের তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের অনেকেই আড্ডা দিতে আসতেন। এঁদের মধ্যে কবি হাসান হাফিজুর রহমান, মঞ্চাভিনেতা আবিদ হোসেন, কবি সাইয়িদ আতিকুল্লাহ্,কবি আহসান হাবিব, কবি

তাসিকুল আলম খাঁ এবং পটুয়া কামরুল হাসান প্রমুখ আর ইহজগতে নেই। জীবিতদের মধ্যে শামসুর রাহমান, মাহবুব জামাল জাহেদী, সৈয়দ শামসুল হক, আলাউদ্দীন আল আজাদ প্রমুখ অন্যতম ছিলেন। এসব আড্ডায় প্রায়ই দেশীয় ও বিশ্ব সাহিত্য, শিল্প ও দর্শন এবং রাজনীতি সম্পর্কে উচ্চ মার্গের আলোচনা হতো। আবার কখনো বা হালকা হাস্যরসে জমজমাট হয় উঠতো এসব আড্ডা। বলাই বাহুল্য যে, আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন 'অগত্যা' সম্পাদক ফজলে লোহনী মন্টু। ফলে আমার অভিজ্ঞতা ব্যাপকভাবে বিস্তারলাভ করলো।

এ সময় ১০৫ তাঁতিবাজারের কাছেই ৩নং রামাকান্ত নন্দী লেনে পাইওনিয়ার প্রিন্টিং প্রেস। দুই ভাই মোহায়মেন আর মুকিতকে দেখতাম প্রেসটা দাঁড় করাবার জন্য দিন-রাত অমানুষিক পরিশ্রম করছেন। এই প্রেস থেকেই অনিয়মিতভাবে ছাপা হতো মাসিক 'অগত্যা'। অবশ্য এই অনিয়মের কারণ ছিল। সঠিকভাবে বকেয়া বিল পরিশোধ না করা। 'অগত্যা' পত্রিকায় সবচেয়ে মজার ব্যাপার ছিল, মফঃস্বল থেকে ডাকে আসা কোনো লেখাই ছাপা হতো না; এমনকি এসব খাম পর্যন্ত খোলা হতো না। সবই সের দরে বিক্রি হয়ে যেতো। 'অগত্যা'র চিঠিপত্রের কলাম খুবই আকর্ষণীয় ছিল। অবশ্য এর প্রশ্ন এবং উত্তর অফিসে বসেই লেখা হতো। নমুনা হিসেবে একটা চিঠিপত্রের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। প্রশ্ন : আমি মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট এবং দৈনিক আজাদ-এর মালিক মওলানা আকরাম খাঁ-কে একটা চিঠি লিখতে চাই। কী বলে তাঁকে সম্বোধন করবো? উত্তর : 'আয় মেরে জান, পেয়ারে দামান, নূর-এ-চামন, আস্‌মান কি চাঁদ, আঁখো-কা-তারা, পেয়ারে মাওলানা মোহাম্মদ ফাঁকরাম খাঁ সমীপেষু'।

রমাকান্ত নন্দী লেন পেরিয়ে ইসলামপুরের রাস্তা (এর অংশ বিশেষ লয়াল স্ট্রিট নামে পরিচিত)। ওপাশটায় নাসিরউদ্দীন সাহেবের 'সওগাত' প্রেস ও 'সাপ্তাহিক বেগম' পত্রিকার অফিস। এখানেই নিয়মিতভাবে বৈঠক হতো 'পাকিস্তান সাহিত্য সংসদে'র। সভাপতিত্ব করতেন ড. কাজী মোতাহের হোসেন। এ সময় 'সওগাত' প্রেসে গেলে সবসময়েই দু'চারজন কবি-সাহিত্যিক এবং সাংবাদিকদের দেখা পাওয়া যেতো। 'সওগাত' প্রেসের আড্ডা জমবার মূল কারণ ছিল কবি হাসান হাফিজুর রহমান। তখনও মাসিক সওগাত পুনঃপ্রকাশিত হয়নি। তবে 'সাপ্তাহিক বেগম' পত্রিকার সার্কুলেশন ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। স্বজনবন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান এই 'বেগম' পত্রিকায় চাকুরি করতেন। আমরা ইয়ার্কি করে হাসানের নাম দিয়েছিলাম 'হাসিনা বেগম।' এই নামে গোটা কয়েক লেখাও ছাপা হয়েছে 'বেগম' পত্রিকায়। তবে একটা কথা বলতেই হচ্ছে যে, হাসান হাফিজুর রহমানের মতো এতো উদার হৃদয়ের মানুষ খুবই বিরল। পকেটে টাকা থাকলে বন্ধু-বান্ধবের জন্য খরচ করতে দ্বিধাবোধ করতো না। এমনও দেখেছি যে, বাড়িতে যেয়ে জমি বিক্রি করে সেই টাকা থেকে ব্যয় করেছে বন্ধু আলাউদ্দিন আল্ আজাদ-এর উপন্যাস 'জেগে আছি' প্রকাশের জন্য।

দিনকাল আমার ভালোই কাটছিল। দৈনিক সংবাদের চাকরিতে প্রতিমাসে নিয়মিত

বেতন আর 'অগত্যা' ও 'সওগাত' অফিস ও বিশ্ববিদ্যালয়ে মধুর স্টলে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা। ঠিক এমনি এক সময়ে 'বিনা মেঘে বজ্রপাত' হলো। বগুড়া থেকে আব্বার লেখা একটা লম্বা চিঠি পেলাম। চিঠির সারমর্ম হচ্ছে, আমার বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। চিঠিটা পড়বার পর আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। কেননা আমার বড় দুই ভাই-এর তখন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি। বিয়ের খবরে মহাচিন্তায় পড়লাম। এখন উপায়? শেষ পর্যন্ত লটারি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। এই লটারিতে আমি পরাজিত হলাম। তাই আব্বা-আম্মার অনুগত সন্তান হিসেবে বন্ধু-বান্ধব কাউকে কিছু না জানিয়ে ১৯৫৩ সালের জুন মাসের পহেলা সপ্তাহে বগুড়ায় চলে গেলাম। যাওয়ার আগে 'সংবাদ' অফিসে দুই সপ্তাহের জন্য ছুটির দরখাস্ত রেখে গেলাম। মনে পড়লো, গেল কোরবানীর ঈদের ছুটিতে আমরা বড় তিনভাই বগুড়ায় গিয়েছিলাম। তখন একটা পারিবারিক কনফারেন্স হয়েছিল। সেই কনফারেন্সে আব্বা তাঁর মনোভাব পরিষ্কারভাবে জানিয়েছিলেন। তিনি এমর্মে বলেছিলেন যে, 'আমি এখন চাকুরি থেকে অবসরপ্রাপ্ত। তোদের আমি বিয়ে দিতে চাই। তোরা কে কেমন মেয়ে পছন্দ করিস, জানাতে হবে।' বড়ভাই সাফ বললেন যে, তিনি উচ্চ শিক্ষিতা ছাড়া বিয়ে করবেন না। মেঝো ভাই বললেন, মেয়ে যেরকমই হোক না কেন, আপত্তি নেই; তবে শ্বশুরের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে হবে। আমি দুরু দুরু বুকে বললাম, 'জীবনে আপনাদের অনেক কষ্টই দিয়েছি। তাই বিয়ের ব্যাপারটা আপনাদের উপরই ছেড়ে দিলাম। আপনাদের পছন্দই আমার পছন্দ।' এটাই আমার জন্য কাল হলো। তখনকার দিনে উচ্চ শিক্ষিতা মেয়ে খুঁজে বের করা সময়ের প্রয়োজন। মেঝো ভাই-এর টাকাওয়ালা শ্বশুর জোগাড় করাটাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। আব্বা-আম্মার কাছে শুধু আমার জন্য পছন্দ মতো একটা কনে খুঁজে বের করাটা খুব সহজ মনে হলো। তাই মাত্র তিন মাসের মধ্যেই বিয়ের ব্যবস্থাটা একেবারে পাকাপোক্ত করে ফেললেন। বিয়ের তিন দিনের মাথায় ঢাকা থেকে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি এল। বিয়ের জন্য ছুটি প্রার্থনা করে অফিসে যে দরখাস্ত করেছিলাম তা' নামঞ্জুর হয়েছে। দৈনিক সংবাদ থেকে আমার চাকুরিটা চলে গেছে। শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়-স্বজনের মন্তব্য হচ্ছে 'জামাই অপয়া আর জেল খাটুয়া'।

দিন সাতেকের মধ্যেই ঢাকায় ফিরে এলাম। এসেই শুনলাম লোহানী সাহেব এক দিল্লীওয়ালার কাছে ১০৫ তাঁতি বাজারের 'পজেশন' বিক্রী করে আজিমপুর কলোনীতে বোনের বাসায় উঠে গেছেন। তাই আবার উঠলাম ব্যারাক ইকবাল হলে। শুরু হলো নতুন জীবন। বিয়েতে উপহার পাওয়া গোটা কয়েক আংটি বিক্রি করে খরচ চালালাম। এভাবেই মাস কয়েক কাটিয়ে দিলাম। ঠিক এমনি এক সময়ে জানতে পারলাম যে, ৯ নম্বর হাটখোলা রোডের প্যারামাউন্ট প্রেস থেকে দৈনিক ইত্তেফাক প্রকাশিত হচ্ছে। সোজা যেয়ে হাজির হলাম সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার কাছে। দৈনিক 'আমার দেশ' ও সাপ্তাহিক 'নও বেলালে'র অভিজ্ঞতার কথা বলায় তিনি আমাকে সাব-এডিটরের চাকুরি দিতে রাজী হলেন। কিন্তু মাইনে নিয়ে গণ্ডগোল বাঁধলো। সাব-এডিটর, চিফ রিপোর্টার ও এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটরদের বেতন ধার্য করা হয়েছে মাসিক

পঁচাত্তর টাকা করে। শুধুমাত্র বার্তা-সম্পাদকের বেতন দেড়শ' টাকা। প্রথম খণ্ডকালীন বার্তা-সম্পাদক হিসেবে নিযুক্ত হয়েছিলেন লেবার ফেডারেশনের আব্দুল কাদের। তিনি আমাকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করালেন। মোট ৪ জন সাব-এডিটর, একজন চিফ রিপোর্টার, একজন এ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর ও একজন নিউজ এডিটর– এই ৭ জন নিয়ে দৈনিক ইত্তেফাকের যাত্রা শুরু। সেদিনের তারিখটা ছিল ১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর। চার পৃষ্ঠার পত্রিকা এবং মুল্য ছিল প্রতি কপি এক আনা মাত্র।

এল ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন। একদিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ এবং অন্যদিকে এর মোকাবেলায় হক, ভাসানী ও সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে সদ্য গঠিত 'যুক্তফ্রন্ট'। নির্বাচনী ফলাফল ছিল নিম্নরূপ ঃ–

| মুসলিম আসন | | অমুসলিম আসন | |
|---|---|---|---|
| যুক্তফ্রন্ট | : ২২২ | কংগ্রেস | : ২৪ |
| মুসলিম লীগ | : ৯ | তফশিলী ফেডারেশন | : ২৯ |
| স্বতন্ত্র | : ৫ | সংখ্যালঘু যুক্তফ্রন্ট | : ৯ |
| খেলাফতে রব্বানী | : ১ | কম্যুনিষ্ট | : ৫ |
| | | গণতন্ত্রী দল | : ২ |
| | | বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান | : ৩ |
| মোট | ২৩৭ | মোট | : ৭২ |

১৯৫৪ সালের ৪ঠা এপ্রিল শেরে বাংলা ফজলুল হক নির্বাচিত হলেন পূর্ববঙ্গের নয়া মুখ্যমন্ত্রী। এদিকে মে মাসে স্টকহোম নগরীতে আয়োজিত বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য মওলানা ভাসানী লন্ডনে রওয়ানা হলেন। সফর সঙ্গী হলেন খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস ও ইত্তেফাকের একমাত্র রিপোর্টার ফয়েজ আহমদ। ফলে রিপোর্টিং-এর দায়িত্ব পড়লো আমার উপর। এদিকে হঠাৎ করেই আমার জীবনসঙ্গিনী এসে হাজির হলো ঢাকায়। মাত্র পঁচাত্তর টাকা বেতনের চাকুরিতে ঢাকায় স্বামী-স্ত্রীর সংসার চালানো অসম্ভব ব্যাপার–এই কথাটা তাকে বুঝাতেই পারলাম না। শেষ পর্যন্ত ৪৩/১ যোগীনগরের দোতলায় কমরেড তোয়াহার ছোট্ট বাসাটা ব্যবহার করতে শুরু করলাম। পুলিশের হুলিয়ার দরুণ কমরেড তোয়াহার তখন পলাতকের জীবন। তিনি ফ্যামেলি পাঠিয়ে দিয়েছেন নোয়াখালী গ্রামের বাড়িতে। তাঁর ঢাকার বাসায় উঠে দেখতে পেলাম সংসারের প্রয়োজনীয় সবকিছুই রয়েছে। তাই বাড়তি আর খরচ করতে হলো না। তখন ঢাকায় চালের মন ১০ টাকা আর টাকায় ৩/৪টি ইলিশ মাছ পাওয়া যায়। তরিতরকারিও খুবই সস্তা। তাই অসুবিধা হলো না।

রমনার সেই সরু সরু পীচ ঢালা রাস্তা, হিজল ও মেহগিনি গাছের সারি; মনমাতানো রক্তকরবীর ঝাড় আর সেই সার্পেন্টাইন লেকের পাড়– সবকিছু মিলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র এই রমনায় বিকেলের দিকে দু'জনে যখন পায়ে পায়ে হেঁটে বেড়াতাম, তখন এক অদ্ভুত মাদকতায় মনটা ভরে উঠতো। রমনার সবুজের

অপরূপ সমারোহ আমাদের এক অদ্ভুত মায়াজালে বেঁধে ফেলেছিল। তাই প্রায় প্রতিদিন বিকেলে আমরা দু'জনা পায়ে হেঁটে রমনায় ঘুরে বেড়াতাম। ফেরার পথে চার আনা ভাড়ায় রিকশা করে। কিন্তু সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। যান্ত্রিক সভ্যতা এসে যেনো সবকিছুকে গ্রাস করে ফেলেছে।

বেশি দিন বিনা ভাড়ার বাসায় থাকতে পারলাম না। ছেলেমেয়েসহ তোয়াহাভাবী ঢাকায় ফিরে এলেন। কাছেই যোগীনগরের আর একটা বাসায় উঠে গেলাম। এরপর মাত্র বছর ছয়েকের মধ্যে পুরানা ঢাকায় যেসব বাসা বদল করেছি, তার একটা খতিয়ান দিতেই হচ্ছে। এগুলো হচ্ছে, দক্ষিণমুশুন্ডী, ভার্সিটি হোটেলের তিনতলা (ডাক্তারদের জন্য নির্মিত ফ্ল্যাট), ৩৭ আগামসি লেন, কয়েতটুলী, আগা সাদেক রোড, গোপীবাগ ফার্স্ট লেন, পাতলা খান লেন, কমলাপুর, ১৩ অভয় দাশ লেন ও নারিন্দা। পুরানা ঢাকায় এসময় আমি ঢাকাইয়াদের সঙ্গে নিবিড়ভাবে মেলামেশা করেছি। শুধু কি তাই-ই? আমি ঢাকাইয়াদের তীব্র কটাক্ষপূর্ণ হাস্যরস ও ঢাকাইয়া ভাষা পর্যন্ত রপ্ত করতে সক্ষম হয়েছি। এসব অভিজ্ঞতা আমি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানে হৃদয়-মন উজাড় করে কাজে লাগিয়েছি। এজন্যই 'চরমপত্রে'র মুল ভাষাই হচ্ছে ঢাকাইয়া বাংলা। এর সঙ্গে রয়েছে দৈনিক ইত্তেফাকের চিফ রিপোর্টার হিসেবে কাছে থেকে দেখা হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দী আর বঙ্গবন্ধুর মতো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মকাণ্ড আর পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর অভিজ্ঞতা।

১৯৫৪ সালে মাত্র ৫৮ দিনের ব্যবধানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ববঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারকে কলমের এক খোঁচায় বরখাস্ত করে দিলো। পূর্ববঙ্গে জারী হলো ৯২-ক ধারার গভর্ণরের শাসন। নতুন গভর্ণর হয়ে এলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) ইস্কান্দার মির্জা। প্রায় সহস্রাধিক রাজনৈতিক নেতা ও কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন। পূর্ববঙ্গের সংবাপত্রে তখন পূর্ণ সেন্সরশিপ। অবশ্য সবই ছিল তৎকালীন পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় অবাঙালি নেতৃত্বের ষড়যন্ত্রে। এরা পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে কিছুতেই বরদাশত করতে পারেনি। অচিরেই যুক্তফ্রন্ট দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল। শেরে বাংলা ফজলুল হকের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের একাংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে সহযোগিতা করে ক্ষমতার অংশীদার হলো। এদিকে ১৯৫৫ সালের ২৩শে অক্টোবর ভাসানী-মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক পার্টি হিসেবে ঘোষণা করা হলো এর কাউন্সিল অধিবেশনে। করাচীতে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার রাজনীতিতে নয়া গভর্ণর জেনারেল হলেন মেজর জেনারেল (অবঃ) ইস্কান্দার মির্জা।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পেশাগত দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে দিন দশেকের জন্য করাচীতে অবস্থান করেছিলাম। এসময় পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের স্বার্থ-বিরোধী একটা সংবিধান পাশ করা হয়েছিল। এই সংবিধানে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও সংখ্যাসাম্যের অজুহাতে পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর শতকরা ৬ ভাগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিহ্ন করা হয়। অর্থাৎ বাঙালি প্রতিনিধিত্ব

শতকরা ৫৬ ভাগের জায়গায় শতকরা ৫০ ভাগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব শতকরা ৪৪ ভাগের জায়গায় শতকরা ৫০ ভাগ করা হয়। এছাড়া পূর্ববঙ্গের নাম বদল করে 'পূর্ব পাকিস্তান' করা হয়। ৮০ জন সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩ জন। প্রতিবাদ হিসেবে সেদিন শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে এঁরা কেউ-ই সেই সংবিধানে দস্তখত পর্যন্ত করেননি। এসময় এক ছুটির দিনের সন্ধ্যায় মুজিব ভাই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন আরব সাগরের তীরে ক্লিফ্‌টন বিচ-এ। সঙ্গে ছিলেন জহীরউদ্দীন এমএনএ। অনেক আলাপ হলো। কথায় কথায় মুজিবভাই বললেন, "দেখিস্ যদি বেঁচে থাকি, তা'হলে এই পূর্ব পাকিস্তানকে "বাংলাদেশ" বানাবোই। কথাটা শুনে সেদিন চমকে উঠেছিলাম। আজও পর্যন্ত মুজিবভাই-এর কণ্ঠে "বাংলাদেশ" শব্দের উচ্চারণ আমার হৃদয় স্পর্শ করে রয়েছে। এই অভিজ্ঞতা তো' কিছুতেই ভুলবার নয়।

১৯৫৬ সালেই এয়ার ভাইস মার্শাল আসগর খানের অতিথি হিসেবে আমরা ৬ জন বাঙালি সাংবাদিক ব্যাপকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান সফর করলাম। ঢাকায় ফিরে এসেই প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার সঙ্গে তুরস্ক সফরে গেলাম। প্রেসিডেন্ট মির্জার সফরসঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন তৎকালীন সামরিক বাহিনীর প্রধান সেনাপতি মেজর জেনারেল আইয়ুব খান। স্বাভাবিকভাবেই তুরস্ক সফরকালে এসব পাকিস্তানী সামরিক জেনারেলদের আচার-ব্যবহার ও চলাফেরা লক্ষ্য করা ছাড়াও আলাপচারিতা করার সুযোগও লাভ করেছিলাম। আমি বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্ধান লাভ করলাম।

আমার জীবনে পঞ্চাশ দশকের সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর অভিজ্ঞতা হচ্ছে ১৯৫৭ সালের ৮-৯ই ফেব্রুয়ারিতে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন। মওলানা সাহেবকে দিয়ে এই বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন আহবান করানোর বিষয়টি ছিল আওয়ামী লীগে যোগদানকারী বামপন্থীদের এক সুচতুর পদক্ষেপ। এঁদের হিসাব ছিল, সভাপতি মওলানা ভাসানী, কোষাধ্যক্ষ ইয়ার মোহাম্মদ খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক অলি আহাদ ছাড়াও ওয়ার্কিং কমিটিতে ১৩ জন বামপন্থী মেম্বার রয়েছেন, সেখানে সাধারণ সম্পাদকের পদটি দখল করতে সক্ষম হলে পুরা আওয়ামী লীগ পার্টিটিকেই বামপন্থীদের কব্জায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে। এ সময় আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে এ মর্মে একটা শর্ত ছিল যে, দলের কোনো অফিস-বেয়ারার মন্ত্রীত্ব-পদ গ্রহণ করলে তাঁকে দলীয় অফিস-বেয়ারারের পদ থেকে পদত্যাগ করতে হবে। একই সঙ্গে ২টি পদ রাখা যাবে না। ১৯৫৭ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন পূর্ববঙ্গের শিল্পমন্ত্রী। এজন্যই কাগমারীতে বিশেষ কাউন্সিল আহবান করা হয়েছিল। কিন্তু কাউন্সিলের সমাপ্তি দিবসে শেখ মুজিবুর রহমান মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগের কথা ঘোষণা করলে, বামপন্থীরা একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়। ফলে বামপন্থীদের চাপে স্বয়ং মওলানা ভাসানীই আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন। এ বছর ১৩-১৪ই জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর পদত্যাগপত্র গৃহীত হলে তিনি ২৬শে জুলাই

ঢাকায় গঠন করলেন 'ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, সংক্ষেপে 'ন্যাপ।'

১৯৫৭ সালে কেন্দ্রে ১৩ মাসব্যাপী সোহ্‌রাওয়ার্দী মন্ত্রীসভার পতন হলে আমি পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক সফরের সুযোগ লাভ করলাম। তখন বিরোধী দলীয় নেতা হচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। দৈনিক মিল্লাতের সৈয়দ আসাদুজ্জামান বাচ্চু ও আমাকে সঙ্গে করে তিনি পশ্চিম পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রতিটি জেলা সফর করলেন। দুই সপ্তাহব্যাপী এই সফরের দরুণ চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম।

আমি হচ্ছি কালের নীরব সাক্ষী। ১৯৫৮ সালে পূর্ববঙ্গের বাজেট অধিবেশনের চরম রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ক্ষমতায় আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার। কেএসপি– কংগ্রেসের (একাংশ) সমন্বয়ে গঠিত বিরোধী দলের কথা হচ্ছে, কোনো অবস্থাতেই বাজেট পাশ করতে দেয়া হবে না। দুই দলই তখন মারমুখী। রিপোর্টাররা পর্যন্ত অধিবেশন বয়কট করেছে। ব্যতিক্রম শুধু দু'জন। ইউপিপি'র আবুল মতিন (বর্তমানে লন্ডন প্রবাসী) আর আমি। সেদিনের তারিখটা ছিল ২৩শে জুন। আমরা দু'জন প্রেস গ্যালারিতে পর্যন্ত বসতে সাহসী হলাম না। ডেপুটি স্পিকার চাঁদপুরের শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টেবিল-চেয়ারের ভাঙ্গা অংশ হাতে নিয়ে মোহন মিয়া ও লতিফ বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিরোধী দলীয় এমএলএ-রা একযোগে ডেপুটি স্পিকারের উপর হামলা চালালো। রক্তাক্ত অবস্থায় শাহেদ আলী বিরাট চেয়ারে নেতিয়ে পড়লেন। তাঁকে দ্রুত ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। কিন্তু তাকে বাঁচানো গেল না। তিনি ইন্তেকাল করলেন। এভাবে ব্যবস্থাপক পরিষদের অধিবেশন চলাকালে ডেপুটি স্পিকারকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ইতিহাসে বিরল। এটাও আমার জীবনে এক ভিন্নধর্মী অভিজ্ঞতা।

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর সমগ্র পাকিস্তানে জারী হলো প্রথমে সামরিক শাসন। ক্ষমতায় এলেন ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খান। তাঁর রাজত্বকাল প্রায় সাড়ে ১০ বছরের মতো। আগেই উল্লেখ করেছি যে, ১৯৬০ সালের মাঝামাঝি আমি দৈনিক ইত্তেফাক থেকে পদত্যাগ করে দৈনিক আজাদে যোগদান করি। তবে চাকরিস্থল হচ্ছে করাচীতে। দৈনিক আজাদের ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার।

প্রায় বছর দেড়েক করাচীতে অবস্থানকালে অন্তরঙ্গভাবে অবাঙ্গালি মুসলমানদের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করলাম। আমাদের সঙ্গে আসমান-জমিনের ফারাক। আমাদের ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়লে কবিতা পড়ে, বনভোজনে যায়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান-বাজনায় মেতে উঠে, টেলিফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রেমালাপ করে, বিশেষ দিনগুলোতে ফুলের তোড়া উপহার দেয়– আরো কত কিছু! ওদের ছেলেমেয়েরা প্রেমে পড়লে একত্রে সিনেমা দেখে আর রেস্টুরেন্টে খেতে যায়–এর বেশি ওদের জীবনে অন্য কোনো রোমাঞ্চ নেই। বাঙালিদের সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা হচ্ছে, ভদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েদের নাচ, গান, আবৃত্তি ও নাটক অভিনয়। কিন্তু ওদের 'কালচারাল ফ্যাংশন' বলতে হিন্দি ও উর্দু সিনেমার গান আর বাঈজীদের নাচ। লাহোরের 'হীরামণ্ডি কালচারে'র কথা নাই-ই বা বললাম।

বাঙালিদের সংস্কৃতি যেখানে অঙ্কন ও আবৃত্তি শিক্ষা এবং নৃত্য, সঙ্গীত ও অভিনয় চর্চার মাধ্যমে বিকশিত হয়; সেখানে ওদের মধ্যে সুকুমার বৃত্তির চর্চা মোটামুটিভাবে অনুপস্থিত বলা যায়। খাদ্যাভাসেও দারুণ তফাৎ। আমাদের মূল খাদ্য যেখানে ডাল-ভাত-মাছ-মাংস; সেখানে ওদের খাদ্য হচ্ছে, রুটি-আচার-গোস্ত। বাঙালি পরিবারে কারো জ্বর হলে ভাত বন্ধ করে রুটি খেতে দেয়। অথচ অবাঙালিদের জ্বর হলে রুটি বন্ধ করে ভাত-এর ব্যবস্থা করে। বাঙালি পরিবারের সবাই নিয়মিতভাবে গোসল করে। কিন্তু অবাঙালিদের মধ্যে গোসলের ব্যাপারটা বাধ্যতামূলক নয়। আমরা আপ্যায়ণের জন্য অতিথিকে আমন্ত্রণ করলে বাসায় রান্নাবান্না করে খাওয়ার ব্যবস্থা করি। কিন্তু ওরা মেহমানকে দাওয়াত করলে হোটেলে নিয়ে খাওয়ায়। আমরা বাংলা ভাষা বাঁ দিক থেকে লিখি এবং পড়ি। কিন্তু ওরা উর্দু ভাষায় ডান দিক থেকে লেখাপড়া করে। আমরা ধর্মভীরু– কিন্তু ধর্মান্ধ নই। ওরা ধর্মান্ধ– কিন্তু ধর্মভীরু নয়। আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতা নিজস্ব স্বকীয়তায় গ্রহণ করেছি; কিন্তু ওদের বিত্তশালীরা পাশ্চাত্য সভ্যতা হুবহু অনুকরণ করেছে। সবশেষে বলতেই হচ্ছে যে, আমরা হচ্ছি "পূর্ব" আর ওরা "পশ্চিম"। এই দু'য়ের মিলন কখনোই সম্ভব নয়। ওরা শোষক, আর আমরা শোষিত। আমার অভিজ্ঞতায় এজন্যই একাত্তরের স্বাধীনতা যুদ্ধ ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

১৯৬১ সালের জুলাই মাসে সাংবাদিক হিসেবে জঙ্গী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফরসঙ্গী হলাম। মোট ১২জন সাংবাদিকদের ১১ জনই অবাঙ্গালি এবং তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন পত্রিকার প্রতিনিধি। বাঙালি বলতে 'সবেধন নীলমণি' আমি। অবশ্য আইয়ুব খানের সঙ্গে এটা আমার দ্বিতীয় সফর। প্রথমবার ১৯৫৬ সালের তুরস্কে সফরের সময়। তবে এবারের সফর ছিল আরো চমকপ্রদ। বিচিত্র অভিজ্ঞতার সন্ধান পেলাম। শুধু যে পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের চালিকা শক্তি সামরিক নেতৃবৃন্দকে কাছে থেকে দেখলাম, তাই-ই-নয়– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের কার্যক্রমও নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করলাম। এমনকি প্রেসিডেন্ট কেনেডি ও ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে পর্যন্ত পরিচিত হয়েছিলাম। এর পরের ঘটনাবলী তো আর এক ইতিহাস।

দেশে ফেরার সময় সাংবাদিকদের সবাই দলছুট হয়ে গেল। আমি লন্ডনে এসে প্রায় ৬ সপ্তাহ অবস্থান করলাম। একবার ভেবেছিলাম দেশে আর ফিরবো না। সেই মোতাবেক করাচীতে সহধর্মিনীকে যোগাযোগও করেছিলাম। কিন্তু ভদ্রমহিলা ঘোরতর আপত্তি জানালেন। তাই করাচীতে ফিরে এলাম। এতে 'শাপে বর' হলো। অক্টোবর মাসে নতুন নির্দেশ এল। আমাকে ঢাকায় দৈনিক আজাদের বার্তা-সম্পাদক হিসেবে বদলী করা হয়েছে।

মাত্র বছর দেড়েকের ব্যবধান। বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ১৯৬১ সালের নভেম্বর মাস নাগাদ ঢাকায় ফিরে এলাম। এবার মাসিক দেড়শ' টাকায় বাসা ভাড়া করলাম বক্‌শি বাজারের ৪নং অরফানেজ রোডে। পিছনে লালবাগ এবং ওপাশটায় ঢাকেশ্বরী মন্দির আর আজাদ অফিস। এখানেই খাজা দেওয়ান ফার্স্ট লেনে মরহুম

এ্যাডভোকেট ইকবাল আনসারী খান হেনরির পৈত্রিক বাড়িতে পরিচয় হলো এক ঢাকাইয়া বেকার যুবকের সঙ্গে। নাম আসাদুল্লাহ্। ইনি ছিলেন বাল্যবন্ধু। বেচারা প্রাইমারি স্কুলের গণ্ডি পর্যন্ত পার হতে পারেনি। আর হেনরি বিশ্ববিদ্যালয়ের সবগুলো ধাপ উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন এমএ এলএলবি। তবুও দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল অটুট এবং সম্পর্ক ছিল "তুই"-এর পর্যায়ে। বেকার আহসানউল্লাহ্ কিন্তু টাকা পেলেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে ভাড়া খাট্‌তো। আর একেবারে হাত শূন্য হলে বন্ধু হেনরির স্মরণাপন্ন হতো। তার চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল মহল্লা পাহারা দেয়া এবং কারো বিপদে পরিশ্রমজনিত সমস্ত কাজ সম্পন্ন করা। এহেন আসাদুল্লাহ্ হচ্ছে একাত্তর সালে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত আমার 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের বিখ্যাত ছক্কু মিয়ার চরিত্র। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে একদিন আহসান উল্লাহ্‌র খোঁজ নিতে বকশি বাজারে গিয়েছিলাম। তার দেখা পাইনি। শুনেছি যুদ্ধের সময় আহসানউল্লাহ রাজাকার-এর তালিকায় নাম লিখিয়েছিল। এতেই কাল হলো। মুক্তিযোদ্ধারা আহসানউল্লাহকে হত্যা করলো।

তৎকালীন পূর্ববঙ্গে ৬০-দশকের রাজনীতি ছিল দারুণ ঘটনাবহুল। এসময় অবিভক্ত পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন ছিলেন ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান। প্রথমে ৪৫ মাসের জন্য সামরিক ডিরেক্টর হিসেবে এবং ১৯৬২ সালের ১লা মার্চ গণবিরোধী 'মৌলিক গণতন্ত্রী' মার্কা সংবিধান চালু করে পরবর্তী ৭ বছর সিভিলিয়ান 'প্রেসিডেন্ট' হিসেবে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এক্ষণে রাজনৈতিক দলগুলো সম্পর্কে কিছু কথাবার্তা। এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, ১৯৬২ সালের ২৭শে এপ্রিল শেরে বাংলা ফজলুল হক ইন্তেকাল করার জের হিসেবে পরবর্তীকালে তাঁর সৃষ্ট কৃষক শ্রমিক পার্টিকে (কেএসপি) আর খুঁজেই পাওয়া যায় নি। এর পাশাপাশি মার্কসিজম-এর প্রয়োগের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মস্কো ও বেজিং-এর মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিলে উপ-মহাদেশেও তার ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া হয়। বছর কয়েক ধরে বাদানুবাদের পর তৎকালীন পূর্ববঙ্গে কম্যুনিস্ট পার্টি ও ন্যাপ আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এরই ফলশ্রুতিতে আমরা দেখতে পাই যে, ১৯৬৩ সালে ন্যাপ-ভাসানীর সভাপতি মওলানা ভাসানী পাকিস্তান সরকারের এক উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে গণচীন সফর করলেন। প্রকাশ, এসময় চেয়ারম্যান কমরেড মাও সে-তুং এশীয় কূটনীতির স্বার্থে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আইয়ুব খানকে বিরোধিতা না করার জন্য মাওলানা সাহেবকে অনুরোধ জানান। এটাই হচ্ছে 'Don't Disturb Ayub' নীতি। মওলানা ভাসানী এতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। সেদিন এই একটি মাত্র সিদ্ধান্তে পূর্ববঙ্গের রাজনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। তখন প্রশ্নটা হচ্ছে, মার্কসিজম-এর নামে এশীয় রাজনীতিতে গণচীনকে সমর্থন ও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আইয়ুব-বিরোধিতার মঞ্চ থেকে সরে আসা এবং পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে ক্ষমতাচ্যুত করা–এই দু'টোর মধ্যে কোন্‌টা আগে?

মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে প্রগতিশীল গোষ্ঠীর মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে শেখ মুজিবের বাঙালি জাতীয়তাবাদ মহলের চিন্তাধারার মধ্যে বিস্তর ফারাক হয়ে গেল। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এই ৬০-দশক হচ্ছে একজন সার্থক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমানের উত্থানের সময়কাল। তাঁর বুকে তখন অদম্য সাহস ও মনোবল। আমরা পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রকে দেখতে পেলাম। আমি তখন আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা ইউপিআই-এর ঢাকাস্থ প্রতিনিধি। এ সময় অন্তরঙ্গ আলোকে প্রত্যক্ষ করলাম শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের রক্তাক্ত ৬-দফা আন্দোলন। এটা খুবই আশ্চর্যজনক যে, এসময় পূর্ববঙ্গে প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলোর কেউই সক্রিয়ভাবে ৬-দফা আন্দোলনকে সমর্থন জানায়নি। অথচ ৬-দফা বিরোধী পক্ষগুলো ছিল দারুণভাবে সোচ্চার। পিপলস্ পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভূট্টো ৬-দফাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র সামিল বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। গভর্ণর মোনায়েম খাঁ এ মর্মে বলেছিলেন যে, আমি যতদিন গভর্ণর থাকবো, 'ততদিন শেখ মুজিবকে জেলখানায় পচতে হবে; আর আমি ৬-দফার সমর্থক দৈনিক ইত্তেফাকের ভিটায় ঘুঘু চরাবো।' কমরেড তোয়াহা বলেছিলেন, '৬-দফা হচ্ছে সিআইএ প্রণীত দলিল।' আর জঙ্গী প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ময়মনসিংহের এক জনসভায় এ মর্মে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছিলেন, '৬-দফার জবাব অস্ত্রের ভাষায় দেয়া হবে।' এসব কিছু আমার অভিজ্ঞতার ঝুলিতে সঞ্চয় করে রাখলাম। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় ৬০ দশকের ঘটনাবলী ছিল নিম্নরূপ ঃ-

১৯৬২ : 'মৌলিক গণতন্ত্র' ভিত্তিক সংবিধান প্রবর্তন। গণপরিষদ নির্বাচন অন্তে সামরিক আইন প্রত্যাহার। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ঢাকায় 'এনডিএফ' গঠন। সরকার-বিরোধী প্রচণ্ড ছাত্র-বিক্ষোভ।

১৯৬৩ : লেবাননের বৈরুত নগরীর এক হোটেল কক্ষে হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়াদীর ইন্তেকাল। শেখ মুজিব কর্তৃক দলবলসহ এনডিএফ' ত্যাগ ও আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত। মওলানা ভাসানীর বিতর্কিত চীন সফর।

১৯৬৪ : ঢাকা ও খুলনায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। শেখ মুজিবের উদ্যোগে 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক ঐতিহাসিক দাঙ্গা-বিরোধী প্রচারপত্র বিলি।

১৯৬৫ : কাশ্মীর প্রশ্নে ১৭ দিনব্যাপী পাক-ভারত যুদ্ধ। পূর্ববঙ্গ অরক্ষিত থাকায় বাঙালিদের মধ্যে ধূমায়িত অসন্তোষ।

১৯৬৬ : সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্যোগে তাসখন্দ নগরীতে জানুয়ারি মাসে আইয়ুব-শাস্ত্রীর মধ্যে পাক-ভারত শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত। ৫ই ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলীয় সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সর্বপ্রথম ৬-দফা দাবী উত্থাপন।

১৯৬৭ : পাক-ভারত শান্তিচুক্তির প্রতিবাদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভুট্টোর পদত্যাগ। ৩০শে নভেম্বর রংপুরে ন্যাপের কাউন্সিল অধিবেশনে চরম তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব। ন্যাপ দ্বিধা খণ্ডিত। ভাসানীর নেতৃত্বে চীনপন্থী ন্যাপ গঠন। ডিসেম্বরে ঢাকায় রুশপন্থী ন্যাপ-এর জন্ম।

১৯৬৮ : শেখ মুজিবসহ ৩৪ জন বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধে

'রাষ্ট্রদ্রোহিতা'র অভিযোগে তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের ও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বিচার শুরু। ৬-দফার পাশাপাশি ছাত্রদের ১১ দফা আন্দোলন আরম্ভ। প্রায় ৫ বছর পরে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর সক্রিয় ভূমিকা। ঢাকা ও রাওয়ালপিণ্ডিতে পুলিশের গুলিবর্ষণে কয়েকজন ছাত্র নিহত।

১৯৬৯ : তথাকথিত ষড়যন্ত্র মামলার শুনানী সমাপ্ত। পূর্ববঙ্গের সর্বত্র আইয়ুব বিরোধী প্রচণ্ড বিক্ষোভ। পুলিশের গুলিতে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত। সেনাবাহিনী মোতায়েন। বেপরোয়া গুলিবর্ষণ। জনতা কর্তৃক কারফিউ অগ্রাহ্য ও 'জয় বাংলা' শ্লোগানে ঢাকা নগরী প্রকম্পিত। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক ও রাজশাহীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. শামসুজ্জোহা সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত। ভয়াবহ আইয়ুব-বিরোধী গণ-অভ্যুত্থানের জের হিসেবে ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও রাওয়ালপিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার বিশাল জনসভায় শেখ মুজিব "বঙ্গবন্ধু" উপাধিতে ভূষিত। ভুট্টো ও ভাসানী কর্তৃক বৈঠক বর্জন। কিন্তু ঘোষণা মোতাবেক বঙ্গবন্ধুর বৈঠকে যোগদান। ৬-দফার দাবীতে বৈঠকে আলোচনা এবং বঙ্গবন্ধুর আপোষহীন ভূমিকায় বৈঠক ব্যর্থ। উপায়ন্তরহীন অবস্থায় ২৫শে মার্চ আইয়ুব খানের পদত্যাগ। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের শাসন ক্ষমতা লাভ। দ্বিতীয় সামরিক শাসন জারী ও আইয়ুব শাসনতন্ত্র বাতিল। জনগণকে সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের 'এক ইউনিট'-এর বিলুপ্তি এবং পূর্ববঙ্গের জন্য এক বছরের মধ্যে সামরিক প্রহরায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাঝ দিয়ে নতুন গণপরিষদ সৃষ্টির ওয়াদা। সংখ্যাসাম্য বাতিল হওয়ায় প্রস্তাবিত ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদে পূর্ববঙ্গের হিস্যা ১৬২ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৩৮টি আসন। এছাড়া পূর্ববঙ্গে মহিলাদের সংরক্ষিত ৭টি ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৬টি আসন।

১৯৭০ : ১১ই নভেম্বর দিবাগত রাতে দক্ষিণ বাংলায় প্রচণ্ড ঘুর্ণিঝড়। ১০ লাখ আদম সন্তান নিহত। ত্রাণ তৎপরতায় প্রশাসনিক ব্যর্থতায় পূর্ববঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া। মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উপদ্রুত এলাকায় ব্যাপক সফর। সামরিক প্রহরায় ডিসেম্বরে সমগ্র পাকিস্তানব্যাপী সাধারণ নির্বাচন। পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করেও ৩১৩টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ। পূর্ববঙ্গে ধর্মীয় মৌলবাদী এবং মার্কসিস্ট দলগুলো সবগুলো আসনে পরাজিত। এরই প্রেক্ষিতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর কথা হচ্ছে, আওয়ামী লীগ এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করায় গণপরিষদ এক্ষণে 'কসাইখানা'য় পরিণত হয়েছে। অতএব আওয়ামী লীগকে গণপরিষদের বাইরে এসে প্রস্তাবিত সংবিধান সম্পর্কে বিশেষ করে পিপলস পার্টির সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। সামরিক জান্তার প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানও ভুট্টোর সমর্থনে একই ধরনের কথা বললেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তিনি বললেন যে, নির্বাচনের মাধ্যমে ৬-দফা সম্পর্কে একটা গণভোট হয়ে গেছে। এরই ফলশ্রুতিতে ৬-দফা এখন জনগণের

সম্পত্তি। এটাকে পরিবর্তন, পরিবর্ধন কিংবা সংশোধন করা সম্ভবপর নয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি মোতাবেক জনগণের ভাগ্য নির্ধারণের প্রকৃষ্ট জায়গা হচ্ছে গণপরিষদ। এজন্য গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সমস্ত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে– গণপরিষদের বাইরে নয়। এখানেই শেষ নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু অবিলম্বে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং গণপরিষদের অধিবেশনের দাবি জানালেন। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, একদিকে ভয়ঙ্কর ধরনের চাপ ও ভীতি প্রদর্শন এবং অন্যদিকে নানা ধরনের প্রলোভন সত্ত্বেও বঙ্গবন্ধুকে তাঁর দাবী থেকে সামানতম সরিয়ে আনা সম্ভবপর হয়নি। তিনি ৬-দফার দাবীতে অটল ও অবিচল রইলেন।

আমার সৌভাগ্য যে, একজন সাংবাদিক হিসেবে এসময় আমি প্রতিদিনের ঘটনাবলি একেবারে কাছে থেকে দেখেছি। সামরিক প্রহরায় এত বড় একটা সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পর তখন পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে আবার দেখা দিলো দুর্যোগের ঘনঘটা। সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত লারকানায় ভুট্টোর পৈত্রিক বাসভবন 'অল্ মারকাজ প্যালেসে' ইয়াহিয়া-ভুট্টো গোপন বৈঠক হলো। এরপরেই ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ দুপুরে আকস্মিকভাবে বেতারে ঘোষণা হলো যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় ৩রা মার্চের প্রস্তাবিত গণপরিষদের অধিবেশনে অনির্দিষ্টাকলের জন্য মুলতবী ঘোষণা করেছেন।

আগুনের লেলিহান শিখার মতো সবার মুখে মুখে কথাটা রটে গেল। মাত্র আধঘণ্টার মধ্যে ঢাকা শহরের চেহারাই বদলে গেল। দোকানপাট বন্ধ; স্কুল-কলেজ থেকে সব ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে এল। স্টেডিয়ামে পাকিস্তান বনাম এমসিসি'র ক্রিকেট খেলা বন্ধ করে খেলোয়াড়রা সব ছেড়ে গেল। রাজপথে নেমে এল অসংখ্য মিছিল। বাঙালি জনতার কণ্ঠে উচ্চারিত স্লোগান হচ্ছে "৬-দফা মানতে হবে– জয় বাংলা।" সাংবাদিকদের কাছে বঙ্গবন্ধু বললেন, "আমরা যেকোনো পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে সক্ষম এবং ৭ কোটি বাঙালির মুক্তির লক্ষ্যে আমি চরম মূল্য দিতে প্রস্তুত রয়েছি। ষড়যন্ত্রকারীদের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে, আমরা নতুন ইতিহাস রচনা করবো।"

শুরু হলো আওয়ামী লীগের আহ্বানে সমগ্র পূর্ববঙ্গে অসহযোগ আন্দোলন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অঙ্গুলি হেলনে তখন পূর্ব বাংলায় সরকার পরিচালিত হতে শুরু করেছে। ঠিক এমনি এক সময়ে তিনি ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে নীতি-নির্ধারণী বক্তৃতা প্রদান করবেন বলে ঘোষণা দিলেন। এদিকে ৬ই মার্চ পরিস্থিতির আরো অবনতি হলো। পাকিস্তানী সৈন্যরা টঙ্গী, খুলনা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে গুলিবর্ষণ করলো। কয়েক জায়গায় জারী হলো সান্ধ্য আইন। অবশেষে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এগিয়ে এল বঙ্গবন্ধুর সমর্থনে।

৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এক নির্দেশে পূর্ববঙ্গের তৎকালীন গভর্ণর ভাইস-এ্যাডমিরাল এস এম আহসানকে অপসারিত করে তার জায়গায় "বেলুচিস্তানের কসাই" নামে পরিচিত লেঃ জেনারেল টিক্কাকে নিয়োগ করলেন। সাংবাদিক হিসেবে আমার মতে ৬ই মার্চের রাত ছিল বঙ্গবন্ধুর জীবনের এক দারুণ সমস্যাপূর্ণ রাত। তখন এক ত্রিশংকু

অবস্থা। নেতার জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামান্য ভুল হলে তার ফলাফল হবে ভয়ঙ্কর। এরকম এক অবস্থাতে পূর্ব বাংলার একশ্রেণীর প্রগতিশীল নেতা "দর্শকের ভূমিকায়" বসে রইলেন। মনে হয় এঁদের মনে এমর্মে ধারণা ছিল যে, প্রধানমন্ত্রীত্বের লোভে বঙ্গবন্ধু হয়তো শেষ পর্যন্ত ৬-দফার প্রশ্নে সামরিক জান্তার সঙ্গে কিছুটা সমঝোতা করবেন। সেক্ষেত্রে এঁদের পক্ষে রাজনৈতিকভাবে ফায়দা গ্রহণে সুবিধা হবে। ইতিহাস প্রমাণ করে যে, সেদিন প্রগতিশীল নেতৃবৃন্দের চিন্তাধারা দারুণভাবে ভ্রমাত্মক ছিল। বঙ্গবন্ধু আপোষ করেননি।

পরদিন ৭ই মার্চ সকালে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিনী রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে গোপন বৈঠক করলেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে আলোচ্য বৈঠকে মার্কিনী রাষ্ট্রদূত পরিষ্কার ভাষায় ওয়াশিংটনের সিদ্ধান্তের কথা বঙ্গবন্ধুকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে "পূর্ব বাংলায় স্বঘোষিত স্বাধীনতা হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা' সমর্থন করবে না।" এরপর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ পুনরায় বৈঠকে মিলিত হলেন এবং ৭ই মার্চের প্রস্তাবিত বক্তৃতা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন। এবার এলেন ইকবাল হল (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) থেকে উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদী ছাত্রনেতৃবৃন্দ। এদের দাবি ছিল, পূর্ব বাংলার জন্য "স্বঘোষিত স্বাধীনতা উচ্চারণ" করতে হবে।

শেষ পর্যন্ত ৭ই মার্চ অপরাহ্নে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আওয়ামী লীগের ঐতিহাসিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জীবনের সবচেয়ে স্মরণীয় বক্তৃতা প্রদান করলেন। তিনি জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে লক্ষ্য করে বললেন, "... গুলি করার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারব না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউই আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবা ন। ... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দিবো। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো- ইন্‌শা আল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম- এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।" পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ঐদিন বেলা ৩টা ২ মিনিট থেকে ১৮ মিনিটকাল ভাষণে বঙ্গবন্ধু একদিকে যখন শর্তাধীনে গণপরিষদে যোগদানের কথা বলেছেন, অন্যদিকে তেমনি 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'- কথাটাও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। এক কথায় বলতে গেলে এই অবিস্মরণীয় ভাষণে সেদিন সব মহলকেই সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এদিন জারীকৃত এক প্রেসনোটে বলা হয় যে, ৬ই মার্চ ঢাকায় কেন্দ্রীয় কারাগার ভেঙ্গে কয়েদীরা পালিয়ে গেছে এবং ঘটনাস্থলে গুলিতে ৭জন নিহত হয়েছে। গত এক সপ্তাহে সমগ্র পূর্ববঙ্গে ১৭২ জন নিহত এবং ৩৫৮ জন গুরুতররূপে আহত হয়েছে। এ ধরনের এক উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ৭ই মার্চের ভাষণের পর নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অলিখিতভাবে প্রদেশের বেসামরিক প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। এদিন তিনি ১০ দফা নির্দেশ জারী করলেন। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে তাজউদ্দিন আহমদ জারী করলেন আরো ২৫ দফা নির্দেশ। এই ৩৫ দফা নির্দেশই ১৯৭১ সালের ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের চালিকা-শক্তি। অথচ সামরিক জান্তার সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত গভর্ণর লেঃ জেনারেল টিক্কা খান

তখন ঢাকায়। ইতিহাসের এসব চাঞ্চল্যকর ঘটনার প্রতিটি মুহূর্ত আজও পর্যন্ত আমার হৃদয়ে জাগরুক রয়েছে।

এমনি এক নাজুক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনার লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ কড়া প্রহরার মধ্যে জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের আগমন হলো ঢাকায়। ১৬ই মার্চ থেকে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত পুরনো গণভবনে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও সামরিক জেনারেলদের মধ্যে আলোচনা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এসময় সমগ্র পূর্ববঙ্গে প্রতিদিনই জনতা ও সামরিক বাহিনীর মধ্যে রক্তাক্ত সংঘর্ষ অব্যাহত থাকে। এদিকে এক পর্যায়ে পিপল্‌স্ পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোও আলোচনায় যোগদানের জন্য ঢাকায় আগমন করেন। তবে নেতৃবৃন্দের কথাবার্তায় এটুকু বুঝতে পেরেছিলাম যে, আলোচনার অগ্রগতি মোটেই আশাপ্রদ নয়। জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বক্তব্য হচ্ছে, ৬-দফার প্রশ্নে কাট-ছাট্ করতেই হবে। অন্যথায় সামরিক "এ্যাকশন"– গণহত্যা। বিপরীতে বঙ্গবন্ধুর জবাব হচ্ছে ৬-দফার সংশোধন সম্ভব নয়– প্রয়োজনে এক দফা অর্থাৎ স্বাধীনতার লড়াই। বাস্তবে তাই-ই হলো। আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে ইয়াহিয়া খান করাচীর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করলেন। যাওয়ার আগে সর্বাধিনায়ক হিসেবে গণহত্যার দলিল 'অপারেশন সার্চ লাইট'-এ দস্তখত করে গেলেন। রাত ৯টা নাগাদ ঢাকা ও চট্টগ্রামসহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় শুরু হলো বাঙালি হত্যা। মানবজাতির ইতিহাসে এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ঢাকার আকাশ আগুনের লেলিহান শিখায় লাল হয়ে উঠলো। বাতাসে শুধু বারুদের গন্ধ। এটা ছিল এক বীভৎস হত্যাযজ্ঞ।

এই গণহত্যার মোকাবিলায় নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দলের নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৫শে মার্চ গভীর রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন। সেন্ট্রাল টেলিগ্রাফ অফিসের মাধ্যমে যখন এই স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তা চট্টগ্রামে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ হান্নানের কাছে পৌঁছলো, তখন রাত ১২টা বেজে গেছে; অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডারে তারিখ পরিবর্তন হয়ে গেছে। এজন্যই ২৬শে মার্চ হচ্ছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

অবশ্য এর আগেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে গোপনে সীমান্ত অতিক্রম এবং প্রবাসী সরকার গঠন করে স্বাধীনতার লড়াই শুরু করার নির্দেশ দান করেন। একমাত্র ড. কামাল হোসেন ছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নেতার আদেশ পালন করেন। এদিকে ২৫শে মার্চ দিবাগত রাত দেড় ঘটিকার দিকে হানাদার পাকিস্তান বাহিনী কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ষোল দিনের ব্যবধানে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্মতিক্রমে সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও তাজউদ্দীন আহমদ-এর নেতৃত্বে প্রবাসের মাটিতে গঠিত হলো 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।' ইতিহাসের পাতায় এটাই হচ্ছে মুজিবনগর সরকার। তবে লক্ষ্যণীয় যে, এই [illegible]নগর সরকার ছিল প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির সরকার। বঙ্গবন্ধু ছিলেন

রাষ্ট্রপ্রধান। কিন্তু তিনি পাকিস্তানের কারাগারে আটক থাকায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছিলেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক এবং প্রধানমন্ত্রীর পদে তাজউদ্দীন আহমদ।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বল্পদিনের ব্যবধানে মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছিল। এসবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঃ-

রণাঙ্গনকে ১১টি সেক্টরে (নৌ-কমান্ডদের সেক্টরসহ) ভাগ করে সেক্টর কমান্ডার নিয়োগ এবং সমরাস্ত্র ও রসদপত্র সরবরাহ।

কেন্দ্রীয় সচিবালয় স্থাপন ও বেসামরিক প্রশাসন চালু।

শরণার্থী শিবিরের কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে ভারত সরকারকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করা।

বিদেশে ক্যাম্প-অফিস স্থাপন ও কূটনৈতিক তৎপরতার ব্যবস্থা করা এবং বন্ধু-রাষ্ট্র ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

প্রচার ও প্রোপাগান্ডার জন্য নিয়মিতভাবে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং পোস্টার ও বুকলেট ছাপিয়ে হানাদার দখলীকৃত এলাকায় বিতরণের ব্যবস্থা করা।

মুক্তিযোদ্ধা, শরণার্থী ও দখলীকৃত এলাকার জনগোষ্ঠীর মনোবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র স্থাপন ও অনুষ্ঠান প্রচারিত করা।

আমার সৌভাগ্য যে, আমি একটা নির্বাসিত সরকারের এতসব কর্মকাণ্ড অন্তরঙ্গ আলোকে অবলোকন করতে সক্ষম হয়েছি। শুধু তাই-ই নয়। আমি ছিলাম এই নির্বাসিত মুজিবনগর সরকারের তথ্য ও প্রচার অধিকর্তা। এই দায়িত্ব পালন করতে আমাকে প্রায়শঃই রণাঙ্গন পরিদর্শন করতে হয়েছে। ফলে যুদ্ধের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভে সক্ষম হলাম। এসময় আমাকে আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। সেটা হচ্ছে নিয়মিতভাবে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান লিখে তা' স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচার করতে হয়েছে। এজন্য কি অমানুষিক পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫শে মে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মবার্ষিকীতে। এর ৫০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছিল রাজশাহী সীমান্তে পলাশীর আম্রকাননে। এটা সংগ্রহ করেছিলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং তিনি অবিলম্বে স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার ও প্রোপাগাণ্ডা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এসময় অস্থায়ীভাবে একটা রেকর্ডিং স্টুডিও ও অফিস স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দিলে মন্ত্রীসভার সদস্যরা যে বাড়িটাতে থাকতেন, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে সেই বাড়িটাই খালি করে দেয়া হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, আলোচ্য ট্রান্সমিটার থেকে প্রতিদিন টেপে ধারণকৃত যে অনুষ্ঠান প্রচার করা হতো, তার পুরোটাই রেকর্ডিং করা হতো কোলকাতার বালীগঞ্জের এই অস্থায়ী রেকর্ডিং স্টুডিও থেকে। এই বাড়িটার একাংশে বেতার কর্মী ও শিল্পীদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

'চরমপত্র' অনুষ্ঠান রচনার জন্য আমাকে প্রতিদিন ভোর রাত ৪টায় ঘুম থেকে উঠতে হতো এবং লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার সহধর্মিনী আমাকে সকালের নাস্তা পর্যন্ত

দিতো না। শুধু বলতো, "দারুণ কষ্ট হলেও তোমাকে 'চরমপত্র' লিখতেই হবে। মনে রেখো, তোমার কণ্ঠে এই 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান শোনার জন্য রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধারা, আশ্রয় শিবিরে শরণার্থীরা আর দখলীকৃত বাংলাদেশে কোটি কোটি মানুষ অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।" সত্যি কথা বলতে কি, এসময় আমার সহধর্মিনী মাহমুদা খানম রেবার উৎসাহ ও শাসন না থাকলে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান সফল হতো কিনা সন্দেহ। প্রতিদিন সকালে 'চরমপত্র' স্ক্রিপ্ট রচনার পর পাম এ্যাভেন্যু থেকে হেঁটে যেতে হতো বালীগঞ্জ সার্কুলার রোডে অবস্থিত বেতারের স্টুডিওতে রেকর্ডিং-এর জন্য। অথচ 'চরমপত্রে'র প্রতিটি অনুষ্ঠানের রচনা ও ব্রডকাস্টিং-এর জন্য আমার পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়েছিল ৭ টাকা ২৫ পয়সা মাত্র।

'চরমপত্র' অনুষ্ঠানের নামকরণ করেছিল স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্রের একনিষ্ঠ কর্মী ও নিবেদিত প্রাণ আশফাকুর রহমান খান। 'চরমপত্র' অনুষ্ঠানটি স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র চালু হওয়ার দিন ২৫শে মে থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার দিন পর্যন্ত প্রতিদিন প্রচারিত হয়েছে। এই অনুষ্ঠান ছিল সাংবাদিক হিসেবে কাছে থেকে দেখা সংঘাতবহুল রাজনৈতিক ঘটনাবলি আর আমার ৪২ বছর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফসল। তাই ইতিহাসের কোন্ প্রেক্ষাপটে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান রচনা ও প্রচার করা সম্ভব হয়েছে, এই নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে তা উপস্থাপিত করলাম। আমার জীবনের সার্থকতা এই যে, যুদ্ধের সেই ভয়ংকর দিনগুলোতে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের বুকে জুগিয়েছিল অদম্য সাহস, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিল অপরিসীম মনোবল আর দখলীকৃত এলাকার কোটি কোটি মানব সন্তানের জন্য এই অনুষ্ঠান ছিল আলোক বর্তিকা।

সবশেষে একটা কথা বলতেই হচ্ছে যে, সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যার পর বিগত ২৪ বছরে আমার জীবনে নানা দুর্যোগ নেমে এলেও আমি 'যক্ষের ধনে'র মতো 'চরমপত্রের'র মূল পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছি। তবে সবগুলো নয়। গুটি কয়েক হারিয়ে গেছে। তবুও স্বাধীনতাযুদ্ধের ঐতিহাসিক দলিল হিসেবে 'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হলো। এতে রয়েছে তৎকালীন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির বর্ণনা, প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের অভূতপূর্ব কর্মকাণ্ড, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের রোজনাম্চা আর স্বাধীনতাযুদ্ধের গবেষণার বিষয়বস্তু। ধৃষ্টতা হবে জেনেও বলতে হচ্ছে যে, স্বাধীনতাযুদ্ধের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে 'চরমপত্র'। অতএব 'চরমপত্র' ছাড়া স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস কখনই সম্পূর্ণ হবে না।

'চরমপত্র' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়ায় আমি জাতির প্রতি আমার দায়িত্ব পালনে সক্ষম হলাম। জয় বাংলা! খোদা হাফেজ!

৩বি প্রোপার্টি ম্যানশন
নিউ বেইলি রোড
ঢাকা−১০০০

এম আর আখতার মুকুল
১লা জানুয়ারি ২০০০ সাল

# ১

## ২৫ মে ১৯৭১

ঢাকা শহর ও নারায়ণগঞ্জ থেকে ভয়ানক দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছে। গত ১৭ই এবং ১৮ই মে তারিখে খোদ ঢাকা শহরের ছ'জায়গায় হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়া হয়েছে। এসব জায়গার মধ্যে রয়েছে প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, হাবিব ব্যাংক, মর্নিং নিউজ অফিস, রেডিও পকিস্তান আর নিউ মার্কেট। পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যদের দখলকৃত ঢাকা নগরীতে মুক্তিফৌজদের এধরনের গেরিলা তৎপরতা সামরিক জান্তার কাছে নিঃসন্দেহে এক ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ বৈকি।

তবে যে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সদম্ভে ঘোষণা করেছিলেন যে, ঢাকা নগরী সম্পূর্ণ করায়ত্ত আর জীবন যাত্রা 'স্বাভাবিক' হয়ে গেছে। তা'হলে মুক্তিফৌজদের এধরনের কাজকর্ম সম্ভব হচ্ছে কিভাবে? এছাড়া ঢাকা শহরে এর মধ্যেই নাকি মুক্তিফৌজের পক্ষ থেকে প্রচারপত্র পর্যন্ত বিলি করা হয়েছে। এই না বলে প্রশাসন ব্যবস্থা আবার চালু করা হয়েছে? তা'হলে পাকিস্তানী জেনারেলদের নাকের ডগায় কীভাবে মুক্তিফৌজওয়ালারা প্রচারপত্র বিলি করতে পারে? আপনাদের 'অশান্তি কমিটি'-মাফ করবেন, তথাকথিত 'শান্তি কমিটির' তথাকথিত নেতৃবৃন্দ করে কি? এদের ঘেটি ধরে active করতে পারেন না? জনসাধারণের উপর নাকি এদের দারুণ প্রভাব? এদের অংগুলি হেলনে নাকি বাংলাদেশ ওঠাবসা করছে!

না, না, না ও ব্যাপারে আপনারা কিস্সু চিন্তা করবেন না। আপনারা ভুল করে একটা সাধারণ নির্বাচন নিজেদের তত্ত্বাবধানে করিয়েছিলেন। আর সেই নির্বাচনে আপনাদের পোঁ-ধরা নেতারা সব বাঙালিদের 'বিশ্বাস ঘাতকতার' জন্যে হেরে গেছে। বাংলাদেশের ভোটাররা সব মহাপাজী—একেবারে পাজীর পা-ঝাড়া। না'হলে কক্সবাজারের ফরিদ আহমেদ, সিলেটের মাহমুদ আলী, চট্টগ্রামের ফ, কা, চৌধুরী, ঢাকার খাজা খয়েরউদ্দিন, মোহাম্মদপুরের গোলাম আজম আর পাকিস্তান অবজার্ভার হাউসের মাহবুবুল হকের মতো নেতারা নির্বাচনে হেরে যায়? আর নির্বাচনে এরা হারলেই বা কি আসে যায়— এরা তো এক একজন বিরাট দেশপ্রেমিক। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধররা এদের নাম চমৎকারভাবে মীরজাফরের সঙ্গে পড়ে মুখস্থ রাখবে— তাই না?

যাক্ যা বলছিলাম। ব্রাদার মিঠ্ঠা খান, সরি জেনারেল মিঠ্ঠা খান— একেই তো

দু'মাসের যুদ্ধে তোমার প্রায় হাজার কয়েক সৈন্য মারা গেছে, তার উপরে আবার বাংলাদেশ দখলের যুদ্ধেরও সমাপ্তি ঘটাতে পারোনি। এবার খোদ শহরেই মুক্তিফৌজ ছোকড়াদের গেরিলা action! তা'হলে কি বুঝবো তোমার সৈন্যরা মুক্তিফৌজ যোদ্ধাদের সামান্যতম ক্ষতি পর্যন্ত করতে পারেনি।

ওকি আঁতকে উঠো না! ঢাকার আর্মানীটোলা আর কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনির কাছে আজমপুর গ্রামে গেরিলারা যে টহলদার হানাদার সৈন্যদের হত্যা করেছে, সেকথা কাউকে জানাবা না। কেমন কিনা, এবার খুশি হয়েছো তো! মরুভূমির উটপাখির মতো তুমি মুখটা বালুর মধ্যে লুকিয়ে ফেলো, কেউই তোমাকে দেখতে পাবে না।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ। এতে লজ্জার কি আছে? খোদ্ ঢাকাতেই যখন গেরিলা action শুরু হয়েছে, তখন নারায়ণগঞ্জেও যে একটু বড় আকারে ওসব হবে তাতে সন্দেহ নেই। তাই নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষ্যা নদীর উপরে আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন সংস্থার টার্মিনালটার ক্ষতি একটু বড় রকমেরই হয়েছে। যাক লেঃ জেনারেল নিয়াজী এর মধ্যেই সামরিক হেলিকপ্টারে বাংলাদেশের কয়েকটা শহর সফর করে হানাদার সৈন্যদের মনোবল তৈরীর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি যে আবার কয়েকটা খারাপ সংবাদ নিয়ে এলেন! বর্ষার আগেই হানাদার সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্টে ফিরে যাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছে। কেননা মুক্তিফৌজের চোরাগোপ্তা মারের চোটে ওরা ছোট ছোট দলে টহল দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বাংলাদেশের নদীর সাইজ দেখেই নাকি ওরা ভিমৃরি খেয়ে পড়েছে।

মিঠ্ঠা খান ভাইয়া। শুনলেও হাসি পায়। ঢাকার কাছে পালাতে তোমার নির্দেশেই তো হানাদার সৈন্যরা সাঁতার কাটা আর ছোট নৌকা চালানো শিখছে। আরে ও সাঁতার তো মায়ের পেট থেকে পড়েই শিখতে হয়! বাংলাদেশের ছেলেগুলো তো পাঁচ বছর বয়স থেকেই সাঁতার শেখে। এ তো আর পাঞ্জাবের এক হাঁটু পানিওয়ালা নদী নয়–এ যে বিরাট দরিয়া। শুনেছি তোমার হানাদার সৈন্যরা যখন চাঁদপুর থেকে বরিশাল যাচ্ছিল তখন তারা ভেবেছিল তারা বোধ হয় বঙ্গোপসাগরে এসে গেছে। ওদের একটু ভালো করে ভূগোল শিখিয়ে দিও– ওটা তো মেঘনা নদী। আর শোনো, একটা কথা তোমাকে গোপনে বলে দি। বাংলাদেশের বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলা আর মাদারীপুর ও গোপালগঞ্জ মহকুমায় এক ইঞ্চি রেল লাইন কোনো সময়ই বসানো সম্ভব হয়নি। ওখানে অনেক নদীর নাম পর্যন্ত নেই– গ্রামের নামেই নদীর নাম। এসব এলাকার হাটগুলো পর্যন্ত নদীর উপরে বসে, বুঝেছ অবস্থাটা! এখানেই একটা নদী আছে– নাম তার আগুনমুখো। নাম শুনেই বুঝেছো বর্ষায় ওর কি চেহারা হবে?

না, না, তোমাকে ভয় দেখাবো না। একবার যখন হানাদারের ভূমিকায় বাংলাদেশের কাদায় পা ডুবিয়েছো– তখন এ পা আর তোমাদের তুলতে হবে না। গাজুরিয়া মাইর চেনো? সেই গাজুরিয়া মাইরের চোটে তোমাগো হগ্‌গলরেই কিন্তুক এই ক্যাদোর মাইধ্যে হুইত্যা থাকোন লাগবো।

সামরিক সাহায্যের বদৌলতে আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অবস্থা এখন একেবারে ছেরাবেরা হয়ে গেছে। বাংলাদেশে স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে পদানত করতে যেয়ে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী এরকম একটা বিপর্যস্ত অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। কুর্মিটোলা, ময়নমতী, যশোর, চট্টগ্রাম আর রংপুরের সামরিক ছাউনী এলাকার গোরস্তানগুলো পাকিস্তানের হানাদার জওয়ানদের কবরে ভরে গেছে। এ'ছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গন থেকে বহু হানাদারের লাশ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। এদিকে ঢাকা থেকে প্রতিদিনই পিআইএ বিমানে নিহত পাকিস্তানী সামরিক অফিসারদের কফিন পশ্চিম পাকিস্তানে আত্মীয়স্বজনদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। লাহোর, সারগোদা, লায়ালপুর, মুলতান, শিয়ালকোট, কোহাট, পেশোয়ার, কোয়েটা, লারকানা, শুক্কর প্রভৃতি এলাকায় এসব কফিন যেয়ে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেছে।

মাত্র দু'মাসের লড়াইয়ে বাংলাদেশে হানাদার পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর অফিসারসহ কয়েক হাজারের মতো জওয়ান নিহত হয়েছে। এছাড়া বিপুল সংখ্যক পাক সৈন্য আহত হয়েছে। তাই আজ বাংলাদেশে হানাদার অধিকৃত শহরগুলোতে রোজই সামরিক বাহিনীর এম্বুলেন্স রক্ত সংগ্রহের জন্য টহল দিচ্ছে।



মাত্র চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে বেপরোয়া হত্যালীলা চালিয়ে জেনারেল টিক্কা খান, জেনারেল মিঠ্ঠা খান আর জেনারেল পীরজাদার দল বাংলাদেশকে পদানত করবার যে স্বপ্ন দেখেছিল, তা আজ ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে। সমগ্র বাংলাদেশব্যাপী মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা তৎপরতায় হানাদার সৈন্যের দল অস্থির হয়ে উঠেছে। অতর্কিত আক্রমণে প্রতিদিনই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য নিহত হচ্ছে। এমন কি খোদ্ ঢাকা শহরের আর্মানীটোলায় আর কুর্মিটোলার অদূরে আজমপুর গ্রামে টহলদারী পাক সৈন্যদের দল নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনীতে শোকের ছায়া নেমে এল। একদল সৈন্য গার্ড অব অনার দেখাবার জন্য প্রস্তুতি নিলো। আখাউড়া সেক্টর থেকে হানাদারদের গোটা কয়েক সাঁজোয়া গাড়ি মন্থর গতিতে কুমিল্লা আর ময়নামতীর উপর দিয়ে দাউদকান্দি হয়ে ঢাকার দিকে এগিয়ে এল। কাচপুরের ফেরি পার হয়ে বাওয়ানী মিলের পাশ দিয়ে যাত্রাবাড়ীর মাঝ দিয়ে ঢাকা নগরীর হাটখোলায় প্রবেশ করলো। প্রায় জনশূন্য ঢাকার রাস্তায় দু'চারজন পথচারী কনভয়টা মন্থর গতিতে এগিয়ে যাওয়ায় অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলো। প্রথম গাড়িটার উপর পাকিস্তানী পতাকা দিয়ে ঢাকা একটি কফিন। এর পেছনে বাকিগুলোতে সৈন্য বোঝাই রয়েছে।

কনভয়টা ধীরে ধীরে বিধ্বস্ত ঢাকা নগরীর মাঝ দিয়ে মন্থর গতিতে এগিয়ে গেল। মাঝে মাঝে রাস্তার দু'ধারে টহলদারী সৈন্যরা 'এ্যাটেনশন পজিশনে' স্যালুট দিয়ে সম্মান দেখাচ্ছে। শেষ অবধি কনভয়টা এয়ারপোর্ট হয়ে কুর্মিটোলার সামরিক ছাউনিতে গিয়ে হাজির হলো। সমগ্র এলাকায় নীরবতা নেমে এল। এরপর শুরু হলো আনুষ্ঠানিক সম্মান প্রদর্শন।

আবার কনভয়টা এগিয়ে চললো তেজগাঁ বিমান বন্দরের দিকে। বিমান বিধ্বংসী কামান, মর্টার, ট্রেঞ্চ আর বাংকার দিয়ে ঘেরাও করা বিমান বন্দরে যখন কনভয়টা গিয়ে পৌঁছলো তখন বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে দাঁড়িয়ে থাকা পিআইএ বিমানের উপর পড়ে চক্ চক্ করছিল। এমন সময় জেনারেল মিঠ্ঠা খান এসে কফিনে রাখা লাশটার প্রতি সম্মান দেখালো। একটু পরেই বিমানটা স্বদেশে রওনা হলো।

এই বিমানেই ফিরে গেলেন পাকিস্তান আর্টিলারী ডিভিশনের কমান্ডিং অফিসার নওয়াজেশ আলী। তিনি করাচী হয়ে লাহোরে তাঁর স্ত্রী-পুত্র-পরিজনের মাঝে ফিরে গেলেন। তবে জীবিত অবস্থায় নয়। ঐ কফিনটাতেই নওয়াজেশের লাশ রয়েছে। আখাউড়া সেক্টরে তিনি যখন একটা জিপে করে রুটিন-ভিজিটে বেরিয়েছিলেন, তখন অসীম সাহসী মুক্তিযোদ্ধারা একটা ঝোপের আড়ালে বসে তাঁকে হত্যা করতে সক্ষম হয়। শুধু নওয়াজেশ কেন, গত দু'মাসে পাকিস্তান আর্মির বেশ কিছু কমিশন্‌ড অফিসারের লাশ বিমানযোগে দেশে পাঠানো হয়েছে। অবশ্য যে হাজার কয়েক আর্মি জওয়ান এর মধ্যেই বাংলাদেশে নিহত হয়েছে তাদের লাশ তো আর স্বদেশে পাঠানোর প্রশ্ন ওঠে না। ওদের লাশ বাংলাদেশেই দাফন করা হচ্ছে। এছাড়াও গত দু'মাসে কয়েক হাজার পাক সৈন্য মুক্তিফৌজের হাতে প্রচণ্ড মারের মুখে আহত হয়ে কাতরাচ্ছে।

এদের জন্যে বাংলাদেশের বেসামরিক লোকদের জোর করে ধরে ধরে রক্ত সংগ্রহ করা হচ্ছে। কিন্তু তবুও পাকিস্তানী আর্মি বাংলাদেশে আর হালে পানি পাচ্ছে না। পাকিস্তানের মোট তেরো ডিভিশনের মধ্যে চার ডিভিশন সৈন্য বাংলাদেশে লড়াই করছে। কাশ্মীর ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা থেকে আর সৈন্য উঠিয়ে বাংলাদেশে আনা সম্ভব নয়। এদিকে বাংলাদেশেও দ্রুত সৈন্য ক্ষয় হচ্ছে। তাই এখন সেনাপতি ইয়াহিয়া পশ্চিম পাকিস্তান থেকে মিলিশিয়া বাহিনীদের 'কাফের নিধনের' কথা বলে বাংলাদেশে পাঠাচ্ছে। কিন্তু এখানে যুদ্ধ জয়ের কোনো আশা নেই দেখে আর মুক্তিফৌজের গেরিলা যুদ্ধের দাপটে এদের মনোবল একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে। তাই বলছিলাম বাংলাদেশে পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অবস্থা একেবারে ছেরাবেরা হয়ে গেছে।

## ২৭ মে ১৯৭১

ঢাকার সংবাদপত্রগুলোর এখন কুফা অবস্থা। পাঞ্জাবের মেজর সিদ্দিক সালেক এ সমস্ত দৈনিক পত্রিকাগুলোর প্রধান সম্পাদকের আসন অলঙ্কৃত করে রয়েছে। কেননা এই মেজর সালেকই হচ্ছেন বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর আর্মি পি.আর.ও। ঢাকার

সংবাদপত্র ছাড়াও বেতার টিভির উপর তার দোর্দণ্ড প্রতাপ। মেজর সালেক প্রত্যেকটি সংবাদের উপর সেন্সরড ও পাস্‌ড সিল দিয়ে দস্তখত করলে খবরের কাগজগুলো তা ছাপাতে পারছে। অবশ্য তিনটা পত্রিকার সম্পাদকের এতে কিস্‌সু যায় আসে না। কেননা এরা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক হওয়া সত্ত্বেও কোনো দিনই সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন নি। তাই বলে ভাববেন না যে, এ দু'জনের লেখার ক্ষমতা অদ্ভুত– কেবল ইচ্ছে করেই লিখছেন না। আসলে এরা দু'জন ঐ লেখার বিদ্যেটা ছাড়া আর সব কিছুতেই পারদর্শী। এদের একজনের আদি নিবাস ভারতের বিহার প্রদেশে। নাম- এস.জি.এম. বদরুদ্দিন। ইনিই হচ্ছেন পাকিস্তান সরকার পরিচালিত প্রেস ট্রাস্ট মালিকানার ইংরেজি দৈনিক মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদক। মাস কয়েক আগে এই বদরুদ্দিনই মর্নিং নিউজের ঢাকা ও করাচী এ দু'টো এডিশনের প্রধান সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন। এর কৃতিত্ব হচ্ছে, গত পনেরো বছরের মধ্যে ইনি কোনো সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেননি। বিদ্যার দৌড় পেটে বোমা মারলে বোমাটাই ভোঁতা হয়ে ফিরে আসবে। কিন্তু তবুও ইনি ইংরেজি মর্নিং নিউজ পত্রিকার সম্পাদক। তাহলে এর আর কি কি যোগ্যতা রয়েছে? প্রথমতঃ ইনি হচ্ছে উর্দুভাষী– আঠার বছর ঢাকায় বসবাস করা সত্ত্বেও বাংলা বলতে বা পড়তে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল অর্থাৎ পাকিস্তান আর্মির এজেন্ট। আর তৃতীয়তঃ ইনি একটু তরল জাতীয় পদার্থ পানে অভ্যস্ত।

আরেকজন সম্পাদক ফেনী নিবাসী বঙ্গভাষী। কেবলমাত্র লেখার বিদ্যাটা ছাড়া ইনি সমস্ত রকমের বিদ্যায় পারদর্শী। ইনি একদিকে শ্রমিক নেতা ও রাজনীতিবিদ। অন্যদিকে ইনি একজন টাউট সম্প্রদায়ের লোক। ইনিই হচ্ছেন পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকার বাংলা সংস্করণ দৈনিক পূর্বদেশের সম্পাদক মাহবুবুল হক। আজ পর্যন্ত জনাব হক পূর্বদেশ পত্রিকায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা তো দূরের কথা, একটা মফস্বল সংবাদ পর্যন্ত লিখতে পারেননি। অর্থাৎ কিনা লেখার ক্ষেমতা নেই। তবে হ্যাঁ ইনি একজন শ্রমিক নেতা। রেলওয়ে এমপ্লয়িজ লীগের সভাপতি হিসেবে বছরের পর বছর ধরে বাংলাদেশের শ্রমিক আন্দোলনে ইনি যেভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন,তা মীরজাফরকেও হার মানিয়ে দেয়। এই মাহবুবুল হকের বদৌলতেই বাংলাদেশের রেলওয়ে কর্মচারীরা তাদের ন্যূনতম অধিকার পর্যন্ত আদায় করতে পারেনি।

জনাব মাহবুবুল হক একজন রাজনৈতিক নেতাও বটে। ইনি মনেপ্রাণে একজন খাঁটি জামাতে ইসলামী। অবশ্য নামাজ রোজার বালাই পর্যন্ত নেই। কিন্তু বন্ধু সমাজে ইনি নিজেকে প্রগতিশীল বলে দাবি করে থাকেন। সত্তুরের সাধারণ নির্বাচনে জনাব হক তার মুনিব আর পাকিস্তানের ক্লিক রাজনীতির সদস্য হামিদুল হক চৌধুরীর নির্দেশে ফেনীর একটা আসন থেকে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

জনাব মাহবুব ফেনীতে খুবই জনপ্রিয় কিনা! তাই মাত্র হাজার খানেক ভোটের জন্য তার জামানতটা রক্ষা পেয়েছে। তার সবচেয়ে বড় যোগ্যতা হচ্ছে, তিনি পাকিস্তান আর্মির খুবই আস্থাভাজন লোক। মেজর সালেকের মতো লোকদের সংগে তার বহু আগে থেকেই নিবিড় সম্পর্ক ছিল। অবশ্য বিদেশী দূতাবাসের লোকদের সংগে তার দহরম

মহরম রয়েছে।

এছাড়া দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদকের কথা না-ই বা বললাম। এই পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দিন অনেকদিন আগে থেকেই নিজেই নিজেকে চিঠিপত্র লিখছেন। অর্থাৎ কিনা পত্রিকার সম্পাদকীয় লেখার ব্যাপারটা উনি জুনিয়রদের উপর ছেড়ে দিয়ে সম্পাদকের কাছে চিঠিপত্র লেখার দায়িত্ব নিয়েছেন। সে এক অদ্ভূত ব্যাপার! রোজ এই বৃদ্ধ ভদ্রলোক দোতলার কোণার ঘরটাতে বসে চিঠিপত্র তৈরী করছেন আর নিজের পত্রিকায় ছাপাচ্ছেন।

তাই বলছিলাম, ঢাকার পত্রিকাগুলোর এখন এক কুফা অবস্থা। এসব সংবাদপত্রগুলো এখন হানাদার বাহিনীর কুক্ষিগত। হানাদার বাহিনীর তাবেদাররাই এখন সংবাদপত্রগুলো নিয়ন্ত্রণ করছে। অবশ্য যে ক'টা দৈনিক পত্রিকা বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের কথা ছাপাতো সেসব পত্রিকাগুলোর ছাপাখানা, মায় অফিস ভবন পর্যন্ত কামানের গোলায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। আর এদিকে দালাল মার্কা সংবাদপত্রগুলো চার থেকে ছ'পৃষ্ঠাওয়লা ইস্যু বের করে দালালীর প্রতিযোগিতা করছে। এরা কয়েকটা জায়গায় স্টাফ রিপোর্টার পাঠিয়ে 'অবস্থা স্বাভাবিক' বলে খবর ছাপানোর প্রচেষ্টা করছে। কিন্তু কি লাভ? এখন ঢাকায় গড়ে একটা খবরের কাগজের প্রচার সংখ্যা এক থেকে দেড় হাজারের মতো। কেননা ঢাকায় কাগজ কেনার মতো লোক কই? আর মফস্বলের সঙ্গে ঢাকার তো কোনো যোগাযোগ ব্যবস্থাই নেই। অবজার্ভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স এর মধ্যেই তো ছাঁটাই-এর নোটিশ দিয়েছে।

তাই ঢাকার পত্রিকাগুলোর সুপ্রিম সম্পাদক মেজর সালেকের কাছে একটা আরজ, যে কোনো একটা খবরের কাগজের ছাপাখানা থেকে তো সমস্তগুলো কাগজই ছাপার ব্যবস্থা করা যায়। কেবল এক দেড় হাজার করে ছাপা হবার পর কাগজের নামের হেড পিস্‌টা বদলে দিলেই তো চলে। খামোখা প্রতিদিন তকলিফ করে জিপে চড়ে প্রত্যেকটা খবরের কাগজ অফিসে ঘুরে বেড়াবার কষ্ট করছেন। পালের গোদা হামিদুল হক চৌধুরীর কাছ খেকে একটা advice নিন। কাজ দিবে। এই চৌধুরী সাহেবের advice ই তো পূর্বদেশের প্রেস ম্যানেজার আহসান উল্লাহ সেদিন কল্যাণপুরে বাসার অবস্থা দেখতে যেয়ে বিহারীদের হাতে নিহত হলো। পরে লাশ উদ্ধার করে অফিসে নিয়ে আসলে চৌধুরী সাহেব শুধু একটা কথাই বলেছিলেন, "ভালো করে লাশ সনাক্ত করেছো তো? লাশটা কি ঠিকই আহসান উল্লার?"...হত্যাকারী কাকে বলবো?

# ৪

**২৮ মে ১৯৭১**

ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন ঠ্যালার মুখে পড়েছেন। কেননা বিদেশী মারণাস্ত্রে বলীয়ান হয়ে ইয়াহিয়ার ইঙ্গিতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েও বাংলাদেশকে দখল করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই

ইয়াহিয়ার এখন চিড়ে চ্যাপ্টা অবস্থা। হাজার হাজার হানাদার জওয়ানদের হতাহত হবার সংবাদ এখন পশ্চিম পাকিস্তানে পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দারুণ– উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সেখানকার সংবাদপত্রের উপর পূর্ণ সেন্সরশিপ থাকা সত্ত্বেও এরা বিদেশী সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু কিছু খবর পুনর্মুদ্রিত করাতেই এই বিদিকিচ্ছিছি অবস্থা দেখা দিয়েছে। এছাড়া প্রতিদিনই পি,আই,এ, বিমানে পাকিস্তান সামরিক অফিসারদের লাশ পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের আত্মীয়স্বজনদের কাছে পৌছাচ্ছে বলে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠেছে। লাহোরের 'মিয়ানী সাহেব কবরস্থানে' রোজই বাংলাদেশ থেকে এসব নিয়ে আসা লাশ দাফন করা হচ্ছে। তাই আজ পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে কান্নার মাতম্ পড়ে গেছে।

সেনাপতি ইয়াহিয়া এ অবস্থার মোকাবিলা করতে যেয়ে সেখানকার সংবাদপত্রের উপর দারুণভাবে ক্ষেপে গেছেন। এমনকি লাহোরের সরকার পরিচালিত পাকিস্তান টাইমস এবং ইমরোজ, জামাতে ইসলামীর 'নওয়ায়ে ওয়াক্ত' আর ভুট্টো সমর্থক 'মুসাওয়াৎ' পত্রিকার উপর সামরিক বিধি জারি করেছেন। কেননা এসব কাগজগুলো বাঙালি হত্যার ষড়যন্ত্র 'জি হুজুরের মতো' সমর্থন করলেও, এদের প্রোপাগাণ্ডা লাইনটা গড়বড় হয়ে গেছে। আর এর ফলেই পশ্চিম পাকিস্তানে একথা ফাঁস হয়ে গেছে যে, বাংলাদেশে মুক্তিফৌজের হাতে হানাদার সৈন্যরা বেধড়ক মাইর খাচ্ছে– আর এ ধরনের গাবুর মাইরের চোটে পাক সেনারা একেবারে 'ঘাউরা' হয়ে উঠেছে।

তাই সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন লাহোরের চারটি সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সামরিক আইনে বিচারের কথা ঘোষণা করেছেন। হায়রে দালালী! 'যার লাইগ্যা চুরি করি সেই কয় চুর'। নিয়তির বিধান কে খণ্ডাতে পারে? ইয়াহিয়ার সমস্ত দালালদের খুব শিগ্‌গিরই এ ধরনের অবস্থায় পড়তে হবে।

এদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের যেসব শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীর দল মাত্র মাস দু'য়েক আগেও হত্যালীলা চালিয়ে বাংলাদেশের বাজার ঠিক রাখার উদ্দেশ্যে জেনারেল ইয়াহিয়াকে সমর্থন জানানোর জন্য প্রাণ জারে জার করেছিল, তারা এখন নাখোশ হয়ে উঠেছেন। কেননা গত দু'মাস ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো শিল্পজাত দ্রব্য আর বাংলাদেশের বাজারে পাঠানো সম্ভব হয়নি। সেখানকার মিলের গুদামগুলো তৈরি মালে পাহাড় হয়ে রয়েছে। ফলে শ্রমিক ছাঁটাই শুরু হয়ে গেছে। এছাড়া অনেকগুলো কলকারখানা বাংলাদেশের কাঁচামালের অভাবে লালবাতি জ্বালিয়েছে।

পাকিস্তানের বৈদেশিক বাণিজ্যে এক ভয়াবহ রকমের 'গ্যানজাম' দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ থেকে কাঁচাপাট আর পাটজাত দ্রব্যের রফতানী একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। চা আর চামড়ার সরবরাহ নেই বললেই চলে। তাই বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে গত দু'মাস ধরে কোনো রফতানী না হওয়ায় পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে এক মারাত্মক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে। আর এরই ফল হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানে বিদেশী জিনিষপত্র আমদানী দারুণভাবে নিয়ন্ত্রিত করা হয়েছে। শুধু তাই-ই নয়, লজ্জার মাথা খেয়ে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা পরিষ্কারভাবে বিশ্বকে জানিয়ে দিয়েছে যে, আগামী নভেম্বর মাসের আগে পাকিস্তানের পক্ষে ধার পরিশোধের কোনো কিস্তি দেয়া অসম্ভব।

এমনকি সুদ পর্যন্ত পরিশোধ করা সম্ভব নয়।

বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে যেয়ে পাকিস্তান সরকারকে প্রতিদিন দেড় কোটি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে বলে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তাই সেনাপতি ইয়াহিয়ার চ্যালা এম.এম. আহম্মদ ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে যেকোনো শর্তে পশ্চিমা দেশগুলো থেকে টাকা ধার নেয়ার জন্যে এখন দরজায় দরজায় 'ল্যালপার' মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো কোনো দেশ অবিলম্বে বাংলাদেশের সঙ্গে একটা রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার জন্য পরামর্শ দেয়ায় আহম্মদ সাহেব তার মুনিব সেনাপতি ইয়াহিয়ার কাছে জরুরি আঞ্জম পাঠিয়েছেন। আর অমনি 'সোনার চাঁদ পিতলা ঘুঘু' ইয়াহিয়া ঘোষণা দিয়েছেন যে, 'হে আমার বেরাদারানে বঙ্গাল, আপনারা যারা সীমান্তের ওপারে চলে গেছেন, তাঁরা তখলিফ করে হানাদার দখলকৃত এলাকায় ফিরে আসুন। পাক সেনারা বাংলাদেশের শহর এলাকায় হত্যা করার মতো নিরস্ত্র লোকদের হাতের কাছে না পেয়ে পেরেশান হয়ে উঠেছে।' কিন্তু দিন কয়েক অপেক্ষা করেই খান সাহেব বুঝলেন যে, হ্যাঁ কিছু বাঙ্গালি দখলকৃত শহরগুলাতে ফিরে এসেছে বৈকি। তবে তাঁরা নিরস্ত্র নয়– তাঁরা হচ্ছেন সশস্ত্র গেরিলা যোদ্ধার দল। সাদা-পাকা মোটা ভ্রূ দু'টো খান সাহেবের আবার কুঁচকে উঠলো। একটা সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করে বললেন, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলেই 'দেশপ্রেমিক নির্বাচিত সদস্যদের হাতে ক্ষ্যামতা হস্তান্তর করা হবে।' কেন আবার কি হলো? পরাজিত রাজনৈতিক নেতাদের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ক্ষ্যামতা হলো না? এইনা বলে বাংলাদেশে ক্ষমতা নেয়ার মতো কেউই নেই? এই না বলে আওয়ামী লীগাররা রাষ্ট্রদ্রোহী– আওয়ামী লীগারদের হাতের কাছে পেলে শির কুচাল দেঙ্গা? তাই আওয়ামী লীগ বেআইনী ঘোষণা করেছো? তাহলে আবার দেশপ্রেমিক আওয়ামী লীগারদের খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন?

হায়রে ইয়াহিয়া! কত কেরামতি না তুমি জানো! বাম্বু চেনো? এখন বুঝি বাম্বু এসেছে। আর সেই বাম্বুর ঠ্যালায় কেরামতি দেখাচ্ছো? কিন্তু বাপধন– ময়না আমার– কোনো কেরামতিই যে আর কাজে লাগবে না। এখন বুঝি চান্দি গরম হইছে। আর হেই গরম চান্দি লইয়া পাগল অইয়া তুমি আবোল তাবোল কইতাছো! কিন্তুক একটা কথা কইয়া দেই– ঠ্যালা চেনো? হেই রাম ঠ্যালার নাম কিন্তুক জশমত আলী মোল্লা– বুঝছো?

## ২৯ মে ১৯৭১

জেনারেল ইয়াহিয়া খান এখন ঝিম্ ধরেছেন। বাঙালি জাতিকে পদানত করবার সমস্ত প্ল্যান আর ফর্মূলা বানচাল হয়ে যাওয়াতেই জেনারেলের এই অবস্থা হয়েছে। বাংলাদেশে বর্বর আক্রমণ শুরু করবার পর পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হওয়াতে সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন চোখে সরিষার ফুল দেখতে পাচ্ছেন। চারপাশটা কেমন যেন হল্‌দে হয়ে যাচ্ছে। এছাড়া তরল জাতীয় পদার্থের মাত্রাধিক্য ঘটায় তাঁর চোখের সামনে সবকিছু যে ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে। এখন তিনি ভুট্টো সাহেবকে

না চেনার ভান করছেন। বেচারা ভুট্টো সেদিন করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে আফ্‌সোস করে বলেছেন যে, 'ইসলামাবাদের এখনকার কায়-কারবার পিপলস পার্টির অজ্ঞাতেই চলছে। অথচ আগের ওয়াদামতো আওয়ামী লীগ বেআইনী ঘোষণা করার পর পিপলস পার্টিকেই ৩০শে জুলাই-এর মধ্যেই ক্ষমতা দেয়ার কথা।' ক্ষমতার লোভে ভুট্টো সাহেব এখন ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দিয়েছেন। কিন্তু ভুট্টো সাহেব একটা কথা– ষড়যন্ত্র রাজনীতিতে যাঁর জন্ম– ষড়যন্ত্রের মধ্যেই যে তার মৃত্যু! তাই এখন আর কাঁউ কাঁউ করে লাভ কি?

এদিকে আগায় খান পাছায় খান– খান আব্দুল কাইউম খান আবার খুলেছেন, মাফ্‌ করবেন 'মুখ' খুলেছেন। তিনি আবদার করেছেন– আবার আদমশুমারী করে নির্বাচন করতে হবে। অবশ্য তিনি ইসলামাবাদের সামরিক কর্তৃপক্ষকে আরও ক'টা দিন সবুর করতে বলেছেন। কেননা 'দন্তবিহীন সীমান্ত শার্দুল'- খান কাইউম খান পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে আরও কিছু বাঙালিকে উচেচ্ছদ করবার পর আদমশুমারী ও নির্বাচন করতে হবে। আয় মেরে জান, পেয়ারে দামান, খান কাইউম খান, তোমার ক্যারদানী আর কত দেখাবে? মনে নেই তুমি যখন সীমান্ত প্রদেশের পেরধান মন্ত্রী ছিলে, তখন সেখানকার সাধারণ নির্বাচনে তোমার মনোনীত প্রার্থীরা এক একটা এলাকায় মোট ভোটার সংখ্যা থেকেও বেশি ভোট পেয়েছিল? কিন্তু সত্তুরের নির্বাচনে তোমার মুরুব্বী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে বাংলাদেশে তোমার পার্টির প্রার্থীদের অবস্থা একেবারে ছেড়াবেড়া হওয়াতেই কি তোমার উর্বর মস্তিষ্কে নতুন প্ল্যান গজাচ্ছে? কি বুদ্ধি তোমার? এত বুদ্ধি নিয়ে রাতে তুমি ঘুমাও কেমন করে?

জামাতে ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারী তোফায়েল আহমদ আরও এক ডিগ্রি এগিয়ে গেছেন। ইনি ধূয়া তুলেছেন প্রথম নির্বাচনের ভিত্তিতে আবার সাধারণ নির্বাচন করতে হবে। এ যেন বাচ্চা মেয়েদের এক্কা দোক্কা খেলা আর কি? থুক্কু দিলেই– ফেন্‌ পহলেসে। কিন্তু তোফায়েল আহমদ ভাইয়া; sorry মাওলানা তোফায়েল, পশ্চিম পাকিস্তানে আপনারা যা খুশি তাই করতে পারেন; আপনাদের খাসী ইচ্ছে করলে আপনারা লেজ দিয়ে জবাই করতে পারেন– তাতে আমাদের কিস্‌সু যায় আসে না। কিন্তু দোহাই আপনার, বাংলাদেশের ব্যাপারে আর মাথা গলাবেন না।

এবারের সাধারণ নির্বাচনে তো আপনাদের Candidate দের অবস্থাটা দেখেছেন? এমনকি মীরপুর-মোহাম্মদপুরের অবাঙ্গালি এলাকা থেকেও আপনার জামাতে ইসলামীর মাইনে করা আমীর গোলাম আজম পর্যন্ত ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। বাংলাদেশের মাটি খুবই পিছ্‌লা কিনা? কয়েক কোটি টাকা খরচ করার পরেও তো একজন প্রার্থীও নির্বাচিত করাতে পারলেন না। এই দুঃখেই কি এখনও পর্যন্ত সিনা চাপড়াচ্ছেন?

কিন্তু এদিকে যে, আপনাগো নেতা সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন উল্টা-পাল্টা কথা বলতে শুরু করেছেন। সেদিন ভট্‌ করে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেই বসলেন, 'শেখ মুজিব আমাকে গ্রেফতার করতে চেয়েছিলেন।' সম্মেলনে হাজির থাকলে বলতাম, 'একটু আস্তে কন। ঘোড়ায় হুন্‌লে হাইস্যা দিবো।' শুধু এখানেই শেষ নয়, ইয়াহিয়া চমৎকার

ভাষায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের হানাদার দখলকৃত এলাকায় ডেকে পাঠিয়েছেন। সেকি করুণ আবেদন! বাঙালির দরদে তাঁর দু'চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় পানি পড়িয়ে পড়লো। তিনি বাঙালি শরণার্থীদের হানাদার দখলকৃত এলাকায় ফিরে আসার আহ্বান জানালেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আর এক শ্রেণীর অবাঙালি রাজাকার এসব বাঙালিদের মদত্ করবে। কিন্তু মদত্ জিনিষটা যে কি, তা বাঙালিরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছে। তাই সেনাপতি ইয়াহিয়ার কথায় কেউই কান দিলো না। এদিকে লন্ডন টাইম্স পত্রিকা আবার ভাণ্ডা ফুটা করে দিয়েছে। এ পত্রিকায় ২৬শে মে তারিখের এক খবরে বলা হয়েছে যে, জেনারেল ইয়াহিয়া যখন বাঙালি শরণার্থীদের ফিরে আসার আহ্বান জানাচ্ছেন, ঠিক তখই হানাদার সৈন্যরা সাতক্ষীরা সীমান্তে ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে আসা নিরস্ত্র বাঙালি শরণার্থীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালাচ্ছে।

ইয়াহিয়া সাহেব জ্ঞানপাপী। যে মুহূর্তে তিনি খবর পেয়েছেন যে বাংলাদেশে ছলে বলে কৌশলে কিছু নির্বাচিত সদস্য জোগাড় করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলেই, পশ্চিমা দেশগুলো থেকে আবার সমস্ত রকমের সাহায্য পাওয়া যাবে, সেই মুহূর্তেই তিনি ভোল্ পাল্টে ফেললেন। গেল ২৬শে মার্চ যে আওয়ামী লীগকে তিনি রাষ্ট্রের শত্রু, দেশের শত্রু আখ্যায়িত করে চৌদ্দ পুরুষের বাপান্ত করে ছেড়েছিলেন; এখন আবার সেই আওয়ামী লীগের মাঝ থেকে কিছু কিছু দেশপ্রেমিক সদস্যদের খুঁজে বের করার হুকুম জারি করে পোঁ-ধরা নেতাদের ভুলতে বসেছেন। কিন্তু দিন দু'য়েকের মধ্যেই আবার ইসলামাবাদে ঘোরতর দুঃসংবাদ এসে পৌঁছলো। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে দালালী করবার মতো জনা আড়াই-এর বেশি নির্বাচিত সদস্য পাওয়া যায়নি। বাকি সদস্যরা সব একেবারে গায়েব হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে হানাদার সৈন্যরা এখন মুক্তিফৌজের গেরিলা মাইরের মুখে একেবারে পাগলা হয়ে গেছে। জেনারেল ইয়াহিয়া, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। হা-ডু-ডু খেলা দেখেছো কখনো? সেই হা-ডু-ডু খেলায় কেচ্কি বলে একটা প্যাঁচ আছে। বাংলাদেশে তোমার হানাদার বাহিনী এখন সেই কেচ্কিতে পড়েছে। আর তুমি বুঝি হেই কেচ্কির খবর পাইয়া আউ-কাউ কইর‍্যা বেড়াইতাছো। তাই বলেছিলাম– জেনারেল ইয়াহিয়া এখন ঝিম্ ধরেছেন।

## ৩০ মে ১৯৭১

বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় আজকাল একটা শব্দের বড্ড বেশি চল্ হয়েছে। শব্দটা হচ্ছে 'প্রাক্তন'– ইংরেজিতে যাকে বলে Ex কিংবা Former। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হানাদার বাহিনী এসব Former-ওয়ালাদের সংগেই খুব বেশি রকম দহরম-মহরম চালাচ্ছেন। আজকে এসব Former লোকদের কিছু পরিচয় দিতে চাই। অবশ্য এঁদের Informer-ও বলতে পারেন। কেননা দালালীর সংগে সংগে চোক্লামি মার্কা খবর সংগ্রহও এদের মস্ত বড় যোগ্যতা। এদের পরিচয় দিতে যেয়ে কার নাম যে প্রথমে

বলবো, সেটাই ভেবে পাচ্ছি না। কেননা এক্‌সে এক বড়া। কাকে রেখে কার কথা বলি? যাক্ প্রথমে শুক্‌কুয্যাকে দিয়েই শুরু করা যাক। হায় আল্লাহ্, শুক্‌কুয্যাকে চেনেন না! আঁরার চাঁটগার শুক্‌কুয্যা। হ-অ-অ বুঝছি ফ কা কইলে চিনতে পারবেন। যিনিই শুক্‌কুয্যা তিনিই ফা কা– অর্থাৎ কিনা চট্টগ্রামের ফজলুল কাদের চৌধুরী। এই চৌধুরী সাহেব আইয়ুব খানের আমলে পাকিস্তানের পার্লামেন্টে একবার স্পিকার হয়েছিলেন। ব্যাস্ আর যায় কোথায়! সারা জীবনের মতো প্যাডের মাস্তুলে নিজের নামের পাশে Former Speaker, Pakistan Parliament কথা ক'টা ছাপিয়ে ফেললেন। এবারের সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে জনৈক সাংবাদিক তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'স্যার আপনার Election Prospect টা কি রকম? অমনি বিকট এক অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন। গলাটা একটু নিচু করে বললেন, 'আমার Result খারাপ হলে তো Riot শুরু হয়ে যাবে।' আমাদের ফ কা চৌধুরীর যেরকম দশাসই চেহারা, তেমনি মোটাবুদ্ধি। তাই Election-এর সময় উনি তাঁর এলাকার Minority ভোটারদের পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, 'আমি হেরে গেলে কিন্তু আপনাদের ঘরবাড়ি ছাড়তে হবে, সে বুঝে ভোট দিবেন।' এদিকে নির্বাচনের ডামাডোলে শেখ মুজিবুরের পক্ষেও আর চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চল সফর করা সম্ভব হলো না। তাই সব্বাই ভেবেছিলেন অন্ততঃ কনভেনশন মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব ফ কা চৌধুরী এবারে নির্বাচনে জিতবেনই। কিন্তু আওয়ামী লীগ প্রার্থী অধ্যাপক মোঃ খালেদ এহেন ফ কা চৌধুরীকে Election-এ ল্যাং মেরে দিলেন। তাই চৌধুরী সাহেব সেই Former Speaker-ই থেকে গেলেন। Current হওয়া আর তার কপালে জুটলো না। পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী যে চট্টগ্রাম থেকে এধরনের একজন পরাজিত নেতাকে দলে ভিড়াতে পারবে না, তা একেবারে সুনিশ্চিত ছিল। ইনি এখন খালি মাঠে গদা ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। আর চোখে মুখে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা করছেন।

দু'নম্বরে যাঁর কথা বলবো, তিনি নিজেই এক ইতিহাস। লোক চক্ষুর অন্তরালে তিনি পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র-রাজনীতির সংগে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন। জীবনে কোনো দিন কোনো প্রত্যক্ষ নির্বাচনে ইনি জয়লাভ করতে পারেননি। তাই নির্বাচন জিনিষটাকে ইনি বরাবরই পছন্দ করেননি। আর বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে এঁর বেশ এলার্জি আছে। এঁর অদ্ভুত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও রয়েছে। গরমের সময় একদিন তিনি অফিসে বসে তাঁর পিওনকে একটা ডাব আনতে বললেন। কাচের গ্লাসে সেই ডাবের পানি খেলেন। খালি গ্লাসটা তখনও তাঁর টেবিলের উপর পড়ে রয়েছে। কিন্তু গ্লাসটার তলায় সামান্য একটু ডাবের তলানী পানি ছিল। এমন সময় পিওনটা এসে খালি গ্লাসটা নিয়ে গেল। মিনিট দু'য়েক পরেই সাহেব গর্জন করে উঠলেন। দৌড়ে পিওন ঘরে প্রবেশ করলো। সাহেব হুংকার দিয়ে বললেন, 'অর্ধেক গ্লাস ডাবের পানি কি হলো?' পিওনের চোখ কপালে উঠলো। বেচারা শুধু আম্‌তা আম্‌তা করে হাত দু'টো কচলাতে লাগলো। সাহেবের হুকুম হলো, 'ওসব বুঝি না, আমার ডাবের পানি আইন্যা দাও।' পিওন মুখ কাচুমাচু করে বেরিয়ে যেয়ে নিজের গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে ডাব কিনে এনে পরিবেশন করলো। আর ভদ্রলোক বেশ আরামসে সেই ডাবের পানি খেলেন। হায় খোদা! এখনও একে চিনতে

পারলেন না। ইনিই হচ্ছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিষ্টার জনাব হরিবল হক– না, না, না জনাব হামিদুল হক চৌধুরী। এঁরই পরামর্শে তো' এবার ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বস্তি এলাকাগুলো হানাদার সৈন্যরা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক্ করে দিয়েছে আর হত্যার তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। এই হামিদুল হক চৌধুরীই তো ঢাকার পাকিস্তান অবজার্ভার, পূর্বদেশ আর উর্দু দৈনিক ওয়াতান ছাড়াও উর্দু এবং বাংলা সাপ্তাহিক চিত্রালির মালিক।

মে মাসের গোড়ার দিকে হঠাৎ করে একদিন দুপুরে দেখা গেল একটা লাল রঙের গাড়িতে চৌধুরী সাহেব নারায়ণগঞ্জের নবীগঞ্জে ঘুরে গেলেন। সে রাতেই নবীগঞ্জের আকাশ আগুনের লেলিহান শিখায় লাল হয়ে উঠলো। পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর আক্রমণে নবীগঞ্জের শত শত সুখের সংসার লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল।

জনাব চৌধুরী করিৎকর্মা লোক। তাই নিজের আইন ব্যবসা আর খবরের কাগজের ব্যবসা ছাড়াও ছাপাখানা, প্যাকেজেস ইন্ডাস্ট্রিজ, চা বাগান মায় চিটাগাং রিফাইনারির জন্য আমদানীর বিরাট ইম্‌পোর্ট লাইসেন্স পর্যন্ত রয়েছে। আর এদিকে কবে গাওয়া ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিলেন– সে ঘি-এর গন্ধের কথা তিনি এখনো বড় গলায় বলে বেড়াচ্ছেন। তিনি হচ্ছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার। আর এই ফরিন মিনিস্টার থাকার সময়েই তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরলোকগত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেসের সংগে সিয়াটো চুক্তিতে দস্তখত করেছিলেন। এছাড়া সুয়েজ খাল সংকটের সময় পাকিস্তানের এই ফরিন মিনিস্টারই সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নাসেরকে বিরাট ধাপ্‌পা দিয়েছিলেন। এ ধাপ্‌পাবাজী ধরা পড়ায় বহু বছর পর্যন্ত পি.আই.এ. বিমানের কায়রো বিমানবন্দরে অবতরণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এ্যাই-ই যাঃ জনাব চৌধুরীর সবচেয়ে বড় যোগ্যতার কথাটাই তো বলা হয়নি। ভারত বিভাগ হওয়ার পর পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগ সরকারের ইনি কিছুদিন অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সে এক ভয়াবহ ব্যাপার। পুকুর চুরি চেনেন! দিনে দুপুরে সেই পুকুর চুরি শুরু হলো। শেষ পর্যন্ত এ্যালেন বেরির ড্রাম চুরির ব্যাপারে ভদ্রলোক অক্করে হাতে-নাতে ধরা পড়ে গেলেন। এই বিদিকিচ্ছি ব্যাপারের ঠ্যালাতেই ভদ্রলোকের অবস্থা একেবারে কেরাসিন হয়ে উঠলো। হামিদুল হক চৌধুরীর অবস্থা একেবারে ছেরাবেরা হয়ে গেল। এখন নোয়াখালীর এহেনো হরিবল হক চৌধুরী আর চাঁটিগার ফ.কা. চৌধুরীর মতো Former লোকেরাই পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর স্যাংগাৎ হয়েছেন। চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা আর কি? কিন্তু আর কতদিন? বয়স তো হলো। 'বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান এইবারে ঘুঘু তোমার বধিব পরাণ'।

# ৭

**৩১ মে ১৯৭১**

মাস ছয়েক আগেকার কথা। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর দিয়ে তখন এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় আর সামুদ্রিক জলোচ্ছাস হয়ে গেছে। সে এক ভয়ংকর দৃশ্য। মানব সভ্যতার

ইতিহাসে এরকম প্রাকৃতিক ধ্বংসলীলা আর হয়নি বললেই চলে। এই ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশের আট হাজার বর্গমাইল এলাকার প্রায় দশ লাখ লোক নিহত আর প্রায় ত্রিশ লাখ লোক গৃহহারা হয়েছিল। তাই বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতা থেকে শুরু করে সংবাদপত্রগুলো পর্যন্ত সাহায্যের জন্যে করুণ আবেদন করলেন। একমাত্র পশ্চিম পাকিস্তান ছাড়া বিশ্বের সমস্ত সভ্যদেশ থেকে সাহায্য ও রিলিফ দ্রব্য এসে পৌঁছাতে শুরু করলো। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার দুর্গম দ্বীপাঞ্চলের গলিত লাশ দাফন আর রিলিফের কাজের জন্য সিঙ্গাপুর থেকে দুই জাহাজ ভর্তি সৈন্য পাঠালো।

অমনি ইসলামাবাদের জঙ্গি সরকারের টনক নড়লো। কয়েক কোম্পানি পাক সৈন্যকে দ্রুত ঘূর্ণিবিধ্বস্ত এলাকায় হাজির হওয়ার নির্দেশ এল। দুটো উদ্দেশ্য; এক নম্বর হচ্ছে– বৃটিশ সৈন্যদের কাজকর্মের উপর কড়া নজর রাখা। আর দু'নম্বর– বিশ্বকে বোঝানো যে, পাকিস্তানী সৈন্যরাও রিলিফ কাজে লেগে পড়েছে। এধরণের পাকিস্তানী এক কোম্পানি সৈন্যের সংগে ঘূর্ণিঝড়ের দিন দশেক পর নোয়াখালীর চর বাটায় দেখা হলো। তখন বেলা প্রায় চারটা বাজে। সমস্ত ভৌতিক এলাকাটার উপর বিকেলের পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে। শ'দুয়েক গজ দূরে কিছু ছাত্র আর স্বেচ্ছাসেবকের দল একটা ভেঙ্গে যাওয়া মসজিদ মেরামত করছে। হঠাৎ করে লক্ষ্য করলাম সৈন্যদের মধ্যে খানিকটা চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। কোম্পানির কমান্ডার এগিয়ে যেয়ে ছাত্র আর স্বেচ্ছাসেবকদের একটু দূরে সরে যেতে বললেন আর নিজের সৈন্যদের মসজিদ মেরামতের কাজে হাত লাগাবার নির্দেশ দিলেন। দেখে মনটা খুশিতে ভরে উঠলো। একটু ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম আর্মির একজন ফটোগ্রাফার দৌড়ে যেয়ে সৈন্যদের মসজিদ মেরামতের বেশ কয়েকটা ছবি তুললো। এখানেই ঘটনার ইতি হয়ে গেল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই সৈন্যরা হাত ধুয়ে নোয়াখালীর দিকে ডবল মার্চ করে ফিরে চললো। আর কমাণ্ডার সাহেব ছাত্র আর স্বেচ্ছাসেবকদের আবার তাদের কাজে হাত দেয়ার নির্দেশ দিলো। দিন দু'য়েকের মধ্যেই এসব ফটো ঢাকা, করাচী, লাহোর আর পিন্ডির সমস্ত কাগজে ফলাও করে ছাপা হলো। পাকিস্তানী সৈন্যরা নাকে কর্পূরের পোটলা বেঁধে কি সোন্দর ভাবে রিলিফের কাজ করছে। এটাই হচ্ছে পাকিস্তানীদের Propaganda লাইনের একটা ধারা।

এধরনের Propaganda চালাবার জন্য ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষের যতগুলো মাধ্যম রয়েছে, তার মধ্যে A.P.P. সংবাদ সংস্থা অন্যতম। পশ্চিম পাকিস্তান সরকার বছরে এই সংবাদ সরবরাহ সংস্থাকে বারো লাখ টাকা সাহায্য দিচ্ছে। এর একমাত্র কাজই হচ্ছে সরকারের সমস্ত মিথ্যা প্রচারণাগুলেকে সাজিয়ে গুছিয়ে টেলিপ্রিন্টরের মাধ্যমে খবরের কাগজ আর রেডিও অফিসে পৌঁছে দেয়া। তাই ২৫শে মার্চ থেকে দু'মাস ধরে অবিরামভাবে এই A.P.P. একটা খবরই দিয়ে চলেছে– পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ঢাকা এবং প্রদেশের সর্বত্র দোকান-পাট অফিস-আদালত চালু হয়েছে।

আর অমনি ঢাকার দখলকৃত বেতারকেন্দ্র থেকে তারস্বরে চিৎকার শুরু হয়ে গেল 'পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে– দোকানপাট সব খুলে গেছে।' হ্যাঁ ঢাকার দোকানপাট

সবই খোলা রয়েছে। নবাবপুর-ইসলামপুর রোড দিয়ে হেঁটে গেলেই তো তা বোঝা যায়। কেননা এসব এলাকার সমস্ত দোকানগুলো হয় ছাই হয়ে গেছে, না হয় খোলা রয়েছে। দোকানগুলোর দরজা নেই কিনা? তাই দূর থেকে খোলাই মনে হয়। দোকানের দরজাগুলো ভেঙ্গে লুট করাতেই দোকানগুলো এখন হা-করে খুলে আছে। তা দেখেই আর্মী পি.আর.ও মেজর সিদ্দিক সালেক ঢাকার পুরানা পল্টনের A.P.P. অফিসের দোতলায় বসে নিউজ দিচ্ছেন– পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে গেছে। আর ঢাকার দু'হাজার সার্কুলেশনওয়ালা কাগজগুলো বগল বাজিয়ে সেই সব সংবাদ আজও পর্যন্ত পরিবেশন করে বেড়াচ্ছে। প্রতিদিন সকালে আবার মেজর সিদ্দিকের মতো লোকেরাই ছাপার অক্ষরে সে সংবাদ পড়ে খুশিতে গদ্‌গদ্‌ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আহম্মক আর কাকে বলে!

এর সঙ্গে আবার জুটেছে হারু মিয়ার দল। হারু মিয়াদের চিনলেন না? এবারের নির্বাচনে বাঙালিদের জ্বালায় যারা হেরে গেছেন– তাদেরই Shortcut-এ 'হারু' মিয়া বলা হয়। হানাদার দখলকৃত এলাকায় এসব হারু মিয়ার দল এখন দারুণ active হয়েছে। সামরিক প্রহরায় কোনো বাড়ির মধ্যে একদল অবাঙ্গালির সংগে বৈঠক করেই এঁরা মেজর সিদ্দিকের কাছে দৌড়াচ্ছেন। আর অমনি সিদ্দিক সাহেব A.P.P.-র মাধ্যমে সে সংবাদ জায়গা মতো পৌঁছে দিচ্ছেন।

অবশ্য কয়েকটা লাইন সেখানে এই বলে জুড়ে নেয়া হচ্ছে যে, বিরাট জনসভা আর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা। এবারের সাধারণ নির্বাচনের সময়েও এই হারু মিয়ার দল হাজারে হাজার বিরাট জলসা করেছিলেন আর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা পেয়েছিলেন। খালি ইলেক্‌শনের result-টা out হওয়ার পর জানতে পারলেন যে, তারা লাড্ডু পেয়েছেন। সমস্ত বাঙালিরা দেশের শত্রু হওয়াতেই তাদের এই কুফা অবস্থা। তাই তো এখন এই হারু মিয়ার দল মিলে আর নিরীহ বাঙালির উপর প্রতিশোধ নেয়ার কাজে নেমেছে। কিন্তু হ্যালো, হারু মিয়ার দল একটা কথা কাইয়্যা রাখি– ওস্তাদের মাইর কিন্তু বিয়্যান রাইতে। হপায় তো খেলার শুরু!

**১ জুন ১৯৭১**

বাংলাদেশের হানাদার দখলকৃত এলাকায় এখন প্রাক্তন নেতা উপনেতা এম.এন.এ. আর এম.পি-এর দল গিস্‌ গিস্‌ করছে। সবাই প্রাক্তন, কেউই আর Current নন। সম্প্রতি প্রাক্তন পাকিস্তানের প্রাক্তন পার্লামেন্টের প্রাক্তন নেতা খান সবুর খান একটা ঘরের মধ্যে খুলনা অশান্তি কমিটির এক সভা করেছিলেন। সেই সভায় পূর্ব বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী আমজাদ হোসেন আর প্রাক্তন পাকিস্তানের প্রাক্তন পার্লামেন্টের প্রাক্তন এম.এন.এ. মওলবী ইউসুফ বক্তৃতা করেছেন। সে কি বক্তৃতার জোশ্‌! পাকিস্তানের প্রেমে সব্বাই একেবারে প্রাণ জারে-জার করে দিলেন। সভাকক্ষ গম্‌ গম্‌ করতে লাগলো। এর দিন কয়েকের মধ্যেই নাটোরের প্রাক্তন এম.এন.এ. আব্দুল মজিদ এই খুলনাতেই এসে

মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হলো। খুলনার দালাল সম্রাট আর পালের গোদা সবুর খান বোতলটা উজাড় করে খেয়ে আমজাদকে বললেন, 'আর খাস্‌নে, তোকে এখন ঝাপসা দেখছি আমজাদ।' এমন সময় খবর এল বাগেরহাট মিউনিসিপ্যালটির প্রাক্তন চেয়ারম্যন কতল হয়ে গেছে। আবার লোক মারফৎ সংবাদ এল ঢাকায় প্রাক্তন এম.পি.এ. আব্দুল হামিদকে চাকু মেরে হত্যা করা হয়েছে আর রাজশাহীর প্রেমতলীর মুসলিম লীগ নেতা সিরাজুল ইসলাম নিহত হয়েছে। সবুর খান সবার অজ্ঞাতে Army protection চেয়ে বসলেন।

এদিকে পূর্ব বাংলার প্রাক্তন পরিষদের প্রাক্তন স্পিকার আর জেলা লুটপাট সমিতির সভাপতি দিনাজপুর গমিরুদ্দিন প্রধানের বাড়িতেও হামলা হয়েছে। বেচারা গমির এখন গুমরে মরছে। এতো এক মহাগ্যাঁড়াকল দেখছি! হানাদার বাহিনী আর অবাঙালিদের সংগে হাত মিলিয়ে একটু টু-পাইস বানাচ্ছি, তাও লোকদের সহ্য হবে না?

পাবনার ঘটনা আরো এক ডিগ্রি উপরে। সেখানে জনৈক ক্যাপ্টেন জায়েদীকে জেলার কর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলো জেনারেল ইয়াহিয়াকে বলেছেন যে, অন্ততঃ দখলকৃত এলাকায় বেসামরিক প্রশাসনিক ব্যবস্থা চালু করো। তাই ক্যাপ্টেন জায়েদীর কপাল খুলেছে। ইনিও একজন প্রাক্তন এম.এন.এ। পাবনাতে এ ভদ্রলোকের শাহীন এজেন্সিস বলে একটা কোম্পানি ছিল। এই শাহীন এজেন্সিসই পাবনা-জোনে পি.আই.এর এজেন্ট ছিল। কিন্তু যখন হিসেব চাওয়া হলো, তখন দেখা গেল এই ক্যাপ্টেন জায়েদী কয়েক লাখ টাকা গ্যাঁড়া মেরে দিয়েছে। বেচারার নামে তহবিল তসরুপের মামলা হলে সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ভাগ্যিস পাকিস্তান হানাদার বাহিনী এসেছিল। তাইতো রতনে রতন চিনলো! দাগী আসামী ক্যাপ্টেন জায়েদীকে এরা পাবনার কর্তা বানিয়েছে। এখন বুঝুন পাবনার দখলকৃত শহর এলাকায় কি সোন্দর প্রশাসন ব্যবস্থা চালু হয়েছে। চোর-বদমাইশ আর গুণ্ডার দল সব অফিসার হয়েছে। হবুচন্দ্র দেশের গবুচন্দ্র মন্ত্রী আর কি?

হায় হায়! একটা জব্বর কথা কইতে কিন্তুক ভুইল্যা গেছি। এই ক্যাপ্টেন জায়েদী কিন্তু প্রাক্তন পাকিস্তানের প্রাক্তন পার্লামেন্টের প্রাক্তন পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি ছিলেন। আর আইয়ুব খান সাহেব এঁকে খুবই পেয়ার করতেন। কিন্তুক চান্দু আমার! একটু সাবধানে থাইকো। তোমার নাম কিন্তু লিস্টির মধ্যে রইছে!

যাক আমার মনটা একটু শান্ত হয়েছে! আমাগো কক্সবাজারের প্রাক্তন মন্ত্রী মওলবী ফরিদ আহম্মদ ৭৯টা নাম জোগাড় করতে পেরেছেন। এই ৭৯টা নাম জোগাড় করে সেখানে একটা অশান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কী বললেন? আমি ভুল তথ্য দিয়েছি? কিছুতেই না। ফরিদ আহম্মদও একজন প্রাক্তন মন্ত্রী। আমি মনে করাইয়া দিতাছি। মুসলিম লীগ নেতা বোম্বাইয়ের ইব্রাহিম চুন্দ্রীগড়ের কথা মনে আছে? সেই চুন্দ্রীগড় সাহেব যখন মাস কয়েকের জন্য প্রাক্তন পাকিস্তানের পেরধানমন্ত্রী appoint হয়েছিলেন, তখন আমাগো ফরিদ সাব জেল-ওয়াজির হয়েছিলেন। সেই থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ইনি প্রাক্তন মন্ত্রীই থেকে যাবেন– বুঝেছেন! এবারের নির্বাচনে হেরে গেলেও তার এ Credit

নষ্ট হয়নি— হবেও না।

সবচেয়ে টেক্কা দিয়েছেন প্রাক্তন মন্ত্রী বগুড়ার ফজলুল বারী। বেচারা মোনেম খাঁর উজীর সভায় সাত বছর ধরে মন্ত্রী ছিলেন। অবশ্য এবারের নির্বাচনে এক তরুণ আওয়ামী লীগ কর্মী মোঃ মোজাফ্ফরের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কী? দেশপ্রেমিক নেতাদের কি ঘাপ্‌টি মেরে থাকা চলে? তাই তিনি গেল মার্চ মাস থেকেই গোপনে একটু নড়াচড়া শুরু করেছিলেন। কিন্তু এ যে একেবারে সেম-সাইড হয়ে গেল? মার্চ মাসের শেষের দিকেই রংপুর থেকে একদল হানাদার সৈন্য বগুড়া শহরের নিকটে এসে হাজির হলে, দু'পক্ষেই প্রচণ্ড লড়াই হলো। কিন্তু কথা নেই বার্তা নেই একদিন দিনে-দুপুরেই হানাদার বাহিনী বগুড়ার কালীতলায় কয়েকটা বাড়ি তল্লাশী করলো। এর একটা বাড়ি হচ্ছে ফজলুল বারীর। দরজায় ধাক্কা পড়েই বারী সাহেব বেরিয়ে এলেন। হানাদাররা জিজ্ঞেস করলো, 'ইয়ে মোকাম তোমহারা হ্যায়?' জবাব এলো 'I am Ayub Khan's man. হাম সাত সাল Minister থা। কিসের কি! ততক্ষণে মেসিন গান গর্জন করে উঠেছে। প্রাণহীন দেহটা তাঁর মেঝেতে পড়ে গেল। নিজের জীবনের বিনিময়ে তিনি হানাদার বাহিনীর বর্বরতা উপলব্ধি করলেন। পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী দালালীর পুরস্কার পেলেন।



## ৯

**২ জুন ১৯৭১**

বাংলাদেশে একটা কথা আছে— জাতে মাতাল, তালে ঠিক। সেনাপতি ইয়াহিয়ার এখন সেই অবস্থা। বাহ্যত তাঁর কথাবার্তা আবোল-তাবোলের মতো হলেও আসল কারবারে তার জ্ঞান একেবারে টনটনে। বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যখন দেখলেন যে, আওয়ামী লীগ অবিশ্বাস্য ধরনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, তখনই তিনি দেহি পদ-পল্লব-মুদারম্ হয়ে শেখ মুজিবকে ভাবী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ডাকতে শুরু করলেন। ভেবেছিলেন শেখ সাহেব ক্ষমতার লোভে পাকিস্তানের ক্লিক রাজনীতির সঙ্গে আপোষ করবেন। কিন্তু যখনই সেনাপতি ইয়াহিয়া বুঝতে পারলেন যে, এ বড্ড শক্ত হাড্ডি, তখনই লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কের ধমক দেখালেন। শুধু তাই-ই নয়, নতুন ফর্মুলার মন্ত্র দিয়ে জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ঢাকায় পাঠালেন। সা'বে কইছে কিসের ভাই আল্হাদের আর সীমা নেই। ভুট্টোর চোখে মুখে কথার খই ফুটতে শুরু করলো। তিনি দৌড়ে এসে ঢাকায় শেখের সংগে বৈঠকে মিলিত হলেন। কথার জাল বিস্তার করে তিনি বঙ্গবন্ধুকে নরম করার প্রচেষ্টা করলেন। কিন্তু শেখের এক কথা 'আমরা সবাই যখন গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে চেচাচ্ছি, তখন পার্লামেন্টের ফ্লোরেই সব কিছুর ফয়সালা হবে।' ভুট্টো তাঁর যুক্তি ঘুরিয়ে বললেন, 'পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ আর পশ্চিম পাকিস্তানে পিপল্স পার্টি যখন বেশি আসন পেয়েছে তখন পার্লামেন্টের বাইরে এ দুটো পার্টির মধ্যে একটা সমঝোতা হওয়া দরকার।' কিন্তু শেখ ছোট্ট একটা হাসি

দিয়ে বললেন, 'ভুট্টো সাহেব আশা করি আমার জবাব আগেই পেয়ে গেছেন। আমি গরিব বাঙালিদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারব না।' ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেয়ে চিৎকার করে বললেন, 'আমার পার্টি ইলেকশনে জিতেছে বিরোধী দলে বসবার জন্য নয়–ইলেকশনে জিতেছে মন্ত্রীত্ব করবার জন্য। কিন্তু আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করায় পাকিস্তানের পার্লামেন্ট এখন কসাইখানায় পরিণত হয়েছে।' পশ্চিম পাকিস্তানে তার ঘোষণায় একেবারে 'এনকোর' 'এনকোর' পড়ে গেল। গাঁড়োল আর কাকে বলবো?

ব্যাস্ এতেই কাজ হলো। সেনাপতি ইয়াহিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ পার্টি আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবুরের সাথে কোনোরকম আলাপ আলোচনা ছাড়াই পার্লামেন্টের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করলেন। ভাবলেন, এতেই শেখ সাহেব নরম হবেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বান জানালেন। সমগ্র বাংলাদেশ এই জননেতার প্রতি আস্থা জানালো। শুরু হলো সংগ্রামের নতুন পর্যায়। সেনাপতি ইয়াহিয়া নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠলেন। লোক চক্ষুর অন্তরালে রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক ছাউনিতে মানব সভ্যতার সবচেয়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের Blue Print তৈরী হলো।

আর ইয়াহিয়া লোক দেখাবার জন্য শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার উদ্দেশ্যে ঢাকায় এলেন। দিনের পর দিন ধরে শেখের সঙ্গে বৈঠক হলো। আর রাতের অন্ধকার নেমে আসবার সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল টিক্কা, জেনারেল মিঠ্ঠা, জেনারেল পীরজাদার সঙ্গে শলাপরামর্শ হলো। বিশ্বের ইতিহাসে এতবড় বিশ্বাসঘাতকতা আর ভণ্ডামীর নজীর নেই। ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নির্দেশ দিয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া চোরের মতো করাচীতে পালিয়ে গেলেন।

২৬শে মার্চ বেতার ভাষণে ইয়াহিয়া তার আসল চেহারায় বেরিয়ে এলেন। প্রায় দশদিন ধরে ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পর তিনি হঠাৎ করে ঘোষণা করলেন, শেখ মুজিব হচ্ছে রাষ্ট্রের শত্রু– এবার আর তাকে রেহাই দেয়া হবে না। তিনি সদম্ভে প্রকাশ করলেন, শেখ মুজিব তাকে পাকিস্তানকে খণ্ডবিখণ্ড করবার ফর্মুলায় প্রায় রাজি করিয়ে ফেলেছিলেন আর কি? ভাগ্যিস এম.এম. আহমদ কর্নেলিয়স আর ভুট্টো ঢাকায় যেয়ে হাজির হয়েছিল? সেনাপতি ইয়াহিয়া কচি খোকা আর কি! নাক টিপলে তার দুধ বেরিয়ে আসে। শেখ মুজিব সেই কচি খোকা ইয়াহিয়ার হাতে মুড়ির মোয়া দিয়ে ভুলাচ্ছিলেন। কি অদ্ভুত যুক্তি! খান সাহেব আরো বললেন, আওয়ামী লীগাররা সব রাষ্ট্রের শত্রু। তাই আওয়ামী লীগ বেআইনী করা হলো। তাহলে এই রাষ্ট্রের শত্রুদের সংগে বাছাধন এতদিন কথাবার্তা বলছিলেন কেন? নাকি শেখ সাহেব তোমার সাথে গোপন আঁতাত করলেই দেশ প্রেমিক হয়ে যেতো?

মাস খানেক যেতেই সেনাপতি ইয়াহিয়া আবার ভোল পাল্টে ফেললেন। কিন্তু তাল তার ঠিকই রয়েছে। এম.এম. আহমদ লন্ডন-ওয়াশিংটন করেই এত্তেলা পাঠালেন, যেনোতেনো প্রকারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পাঁয়তারা করতে হবে। অমনি সব নির্বাচিত প্রতিনিধিদের খোঁজ পড়লো। ইয়াহিয়ার হাতের ব্যাটনটা

মাটিতে পড়ে গেল। ধ্যাৎতারি না! পূর্ব বাংলা থেকে তো ১৫৯-এর মধ্যে ১৬৭টা নির্বাচিত সদস্যই আওয়ামী লীগার। হাতের কাছে যে সব বাঙালি নেতা পাচ্ছি, সব ব্যাটাই তো হারু মিয়ার দল। সঙ্গে সঙ্গে নতুন ফরমান এল– আওয়ামী লীগারদের মধ্যে সবাই খারাপ নয়– দু'চারটা সেই জিনিস পাওয়া যেতেও পারে। বহু খোঁজাখুঁজির পর আড়াইজন পাওয়া গেল। এখন উপায়?

এবার আগাশাহীর কাছ থেকে 'মেসেজ' এল। যদি কোনোমতে বাঙালি শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনা যায়। তবে পশ্চিমা দেশ থেকে সাহায্যের ফোয়ারা আসবে। অমনি সেনাপতি ইয়াহিয়া ইয়া-ইয়া করে উঠলেন। করাচীর এক সাংবাদিক সম্মেলনে গলাটাকে একটু Base-এ এনে অক্করে কাইন্দা হালাইলেন। লজ্জার মাথা খেয়ে বাঙালি শরণার্থীদের ফিরে আসবার আবেদন জানালেন। কিন্তু হিসেবে একটু ভুল হয়ে গেছে গোলাম হোসেন! কেননা করাচীর সাংবাদিক সম্মেলনে যখন তিনি এ আবেদন জানাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই পাকিস্তানী হানাদার সৈন্যরা সীমান্ত এলাকায় বাঙালি শরণার্থীদের উপর বেধড়ক গুলি চালাচ্ছিল। তাই খান সাহেবের এই আবেদন পাকিস্তানের বেতারকেন্দ্রগুলো থেকে হাম্বা-হাম্বা শব্দে রব উঠালেও একজন শরণার্থী ফিরে এল না। তাই এবারে 'ছত্রিশা মহাশক্তি জীবন রক্ষক বটিকা' দিয়েছেন। অর্থাৎ কিনা পাকিস্তানী সেনাবাহিনী, অবাঙালি রাজাকার আর মুসলিম লীগের গুণ্ডা, থুক্কু ভলানিটয়ার দিয়ে অনেক ক'টা Reception Counter খুলেছেন। কি বিচিত্তির এই দেশ সেলুকাস্! বাঙালি শরণার্থীরা ইয়াহিয়া খানের প্রেমে গদগদ হয়ে দেশে ফিরে আসুক আর কি? তারপর বুঝতেই পারছেন এদের অবস্থা। তাই বলেছিলাম, বাংলদেশে একটা কথা আছে– জাতেমাতাল তালে ঠিক– J.M.T.T. সেনাপতি ইয়াহিয়ার এখন সেই অবস্থা।



# ১০

### ৩ জুন ১৯৭১

আজ একটা ছোট্ট কাহিনী দিয়ে শুরু করা যাক। বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা। তখন কলকাতা থেকে স্টেট্স্ম্যান বলে ইংরেজি কাগজটা আমাদের বাংলাদেশে বিক্রি হতো। একদিন হঠাৎ করে দেখা গেল যে, এই Stateman পত্রিকার সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় একটা ছোট্ট সংবাদ ছাপানো হয়েছে। সংবাদটা হচ্ছে ঢাকার বুড়িগঙ্গার পানি দূষিত হওয়ায় সমস্ত মাছ মরে গেছে। আর যায় কোথায়? ইডেন বিল্ডিংস-এ ডিরেক্টর অব পাবলিক রিলেসন্স অফিসে জোর দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। পেপার Clippings থেকে শুরু করে নতুন ফাইল তৈরি হলো। Very Urgent-এর লাল Flap দেয়া ফাইল Noting-এ ভরে গেল। পূর্ব বাংলার অবাঙালি চিফ সেক্রেটারি প্রেসনোট ইস্যু করবার নির্দেশ দিলেন। প্রেসনোটে বলা হলো, ভারতীয় সংবাদপত্রের নির্লজ্জ আর মিথ্যা প্রচারণা। বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষিত হয়নি এবং মাছও মরেনি। পাকিস্তানের

সংবাদপত্রগুলোতে ফলাও করে এ সংবাদ প্রকাশিত হলো আর বেতার কেন্দ্রগুলো কয়েক দফায় এই একই প্রেসনোট প্রচার করলো। কিন্তু মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মাথায় পূর্ব বাংলার অবাঙালি চিফ সেক্রেটারি জিহ্বায় কামড় দিয়ে বসলেন। পুরো attack টাই Misfire হয়ে গেছে। লেজ তুলে ভালো করে দেখাই হয়নি যে, এ'টা খাসী না পাঁঠা।

স্টেটস্‌ম্যান কাগজে 'আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে'–এ নামে একটা কলাম রয়েছে। আর সেই কলামেই ছাপানো হয়েছে যে, পঁচাত্তর বছর আগে ঠিক এই দিনে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীর পানি দূষিত হওয়ায় মাছ সব মরে গেছে। সংগে সংগে order হলো চাপিস– অর্থাৎ কিনা চে-পে যাও।

পাকিস্তান হানাদার বাহিনী অধিকৃত ঢাকা বেতার কেন্দ্রের এখন এই চাপিস্-এর অবস্থা হয়েছে। এক একটা Propaganda misfire করছে আর পর মুহূর্তেই তা চাপিস্ হয়ে যাচ্ছে। তাইতো এক সময় এ বেতার কেন্দ্রের নাম হয়েছিল– 'ইয়ে গায়েবী আওয়াজ হ্যায়।' হফ্‌তা খানেক আগে হানাদার হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ এল 'জোর Propaganda চালাও যে লাখ লাখ বাঙালি শরণার্থী পশ্চিম বাংলায় চলে গেছে বলে India সরকার যে দাবি জানাচ্ছে তা মিথ্যা। সব লোক কলকাতার ফুটপাতে পড়েছিল। সেসব বেকার লোকগুলোকে কতকগুলো Camp-এ এনে India Government এই প্রচারণা চালাচ্ছে। দিন কয়েক পরেই order এল চাপিস্। অর্থাৎ এ Propaganda লাইনটা গড়বড় হয়ে গেছে।

কেননা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মায় জাতিসংঘ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে লাখ লাখ বাঙালি ভারতে চলে যাওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে সাধ্যমতো সাহায্য দেয়ার চেষ্টা করছে। এর মধ্যেই কানাডা সরকার ভারতে চলে যাওয়া শরণার্থীদের জন্যে দেড় কোটি টাকা সাহায্যের কথা ঘোষণা করেছেন। নরওয়ে সরকার ৭৯ লাখ ২০ হাজার টাকার সাহায্য মঞ্জুর করেছে। আর পশ্চিম জার্মান সরকার দুই দফায় ৪০ লাখ টাকার রিলিফের কথা প্রকাশ করেছেন। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের আবেদনেই বিভিন্ন দেশ ভারতে চলে যাওয়া বাঙালি শরণার্থীদের জন্যে সাহায্য দিতে শুরু করেছে। সুইডিশ সরকার বিশ লাখ সুইস মুদ্রা মঞ্জুর করেছে। আর ফরাসি সরকার জাতিসংঘের মাধ্যমে সাহায্য দানের কথা বলেছে। এমনকি নিউজিল্যান্ড সরকার ৪ লাখ ৩২ হাজার টাকা রিলিফ দিয়েছেন। অমনি পাকিস্তানের জঙ্গী সরকারের মুখ দিয়ে লালা পড়তে শুরু করলো। ই-ই-ই এতো টাকা হতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

সেবার তো বাংলাদেশে নভেম্বরের সাইক্লোনে দশ লাখ লোক মারা যাওয়ায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে যে নগদ ৮৫ কোটি টাকা সাহায্য এসেছিল তা গ্যাঁড়ামারা হয়েছিল। সেই টাকার জোরেই তো মাত্র নব্বুই দিনের মাথায় সংখ্যাগুরু বাংলাদেশে সশস্ত্র আক্রমণ চালানো সম্ভব হলো। তাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের-advisor দের বুক মোচড় দিয়ে উঠলো। এখন এই টাকাগুলো হাত করার বুদ্ধি কি? অমনি আব্বাজান অর্থাৎ ইয়াহিয়াকে দিয়ে করাচীতে একটা সাংবাদিক সম্মেলন করানো হলো।

একি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে! সেনাপতি ইয়াহিয়া বাঙালি শরণার্থীদের বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় দাওয়াত করে পাঠিয়েছেন। শুধু তাই-ই নয়, ২০টা

Reception counter খোলার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন order তেমনি কাজ। সামরিক ট্রাকে করে কিছু ছোরা, চাকু, রাইফেল আর মেসিনগান এসব Reception counter-এর সাজ-সরঞ্জাম হিসেবে হাজির হলো। আর ঢাকার 'গায়েবী আওয়াজ' থেকে হুক্কা হুয়া, হুক্কা হুয়া রব উঠলো। ভাইসব আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আপনারা Back করুন। আপনাদের জন্য Reception counter খোলা হয়েছে। কিন্তু কিসের কি? Reception counter-এর বড় বড় গোঁফওয়ালা লোকগুলো বসে বসে মাছি মেরে পাহাড় করে ফেললো। তবুও একটা শরণার্থী ফিরে এল না।

বরং এদিকে এক উল্টো দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার অবস্থাপন্ন অবাঙালিরা প্রতি সপ্তাহে ২/৩ জাহাজ ভর্তি করে চট্টগ্রাম থেকে করাচীতে চলে যাচ্ছে। সিলেট, কুড়িগ্রাম, বরিশাল আর সাতক্ষীরা এলাকায় মুক্তিফৌজের হাতে হানাদার বাহিনী গাবুর মাইর খাওয়াতেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। জেনারেল ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন চোখে মুখে সর্ষের ফুল দেখছেন। তাই পাঞ্জাবের লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ্ খান নিয়াজীকে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার ইস্টার্ন কম্যান্ডের জি.ও.সি. নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া জেনারেল নিয়াজীকে আবার ডেপুটি মার্শাল ল' এ্যাডমিনিস্ট্রেটরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। জেনারেল টিক্কার শরীরটা একটু খারাপ যাচ্ছে বলেই এ নয়া Arrangement করা হয়েছে।

এদিকে পূর্বাঞ্চলের Nineth Infantry Division-এর প্রধান মেজর জেনারেল মোহাম্মদ নেওয়াজকে 'অপদার্থ' বলে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলি করা হয়েছে। এর জায়গায় মেজর জেনারেল শের আলী এসেছেন। গত দু'মাসের যুদ্ধে হাজার কয়েক হানাদার সৈন্য বাংলাদেশের মাটিতে নিহত হওয়ায় ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের কতকগুলো বেয়াড়া সংবাদপত্রে এসব খবর প্রকাশ হওয়াতেই সেনাপতি ইয়াহিয়ার সাঙ্গ-পাঙ্গোরা রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠেছেন। লাহোরের 'আফাক' পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এর আগে বাংলাদেশ থেকে পাওয়া খারাপ খবরগুলো চাপিস না করায় পাঁচ হাজার টাকা জামানত নেয়া হয়েছিল। কিন্তু 'সাপ্তাহিক আফাক' গোমর ফাঁক করে দিয়েছে।

এরা লিখেছে, বাংলাদেশে যুদ্ধ শেষ হওয়া তো দূরের কথা, সেখানে বিপুল সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্য মারা যাচ্ছে। আর বাঙালিদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়াতেই বাংলাদেশের এই স্বাধীনতার লড়াই শুরু হয়েছে। আর যায় কোথায়? 'আফাকের' ভিটায় এখন ঘুঘু চরছে। এদিকে লাহোরের উর্দু দৈনিক আজাদের সম্পাদক ও প্রখ্যাত সাংবাদিক আব্দুল্লাহ মালেককে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ড আর ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বেচারা আব্দুল্লাহ বাংলাদেশের সংবাদ চাপিস্ না করে ফাঁস করে দিয়েছিল। একেবারে আস্ত আহাম্মক আর কি? ঢাকার 'গায়েবী আওয়াজ' অফিস থেকে কিছুদিনের ট্রেনিং নিলেই ঠিক লাইনটা বুঝতে পারতো। এখন Mango Gunny bag both gone! আমও গ্যালো, ছালাও গ্যালো! জেলও হলো– জরিমানাও হলো। বাছাধন কিসের পাল্লায় পড়েছো এখন বুঝেছো তো?

৪ জুন ১৯৭১

সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় এক 'বিদিকিচ্ছিরি' অবস্থায় পড়ে গেছে। কেননা বহু তেল পানি খরচ করে ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতা এম.এম. আহম্মদ বিশ্ব ব্যাংকের একটা ছয় সদস্য মিশনকে দাওয়াত করে এনেছেন। এই মিশন এখন সরেজমিনে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পর্যলোচনা করছেন। এম.এম. আহম্মদ নিউ ইয়র্কে বড় গলায় বলে এসেছিলেন যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি এখন সম্পূর্ণ আয়ত্বাধীনে আর অবস্থা শান্ত হয়ে গেছে। বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য পেলেই প্রাচুর্যের জোয়ার এসে যাবে। বিশ্ব ব্যাংক মিশন ঢাকায় এসে ভিমৃরি খেয়েছেন। তেজগাঁও বিমানবন্দরের চেহারাটা একেবারে ভিয়েতনামের নিউ বিমানবন্দরের মতো মনে হচ্ছে। চারদিকে বিমানবিধ্বংসী কামানগুলো আকাশের দিকে হা-করে তাকিয়ে রয়েছে। আর অজস্র বাংকার তৈরি করে হানাদার সৈন্যরা তাদের স্বদেশের পালিয়ে যাবার একমাত্র বিমানবন্দরটা পাহারা দিচ্ছে। আশেপাশে কোনো বেসামরিক লোক নেই বললেই চলে। খালি দলে দলে আর্মি জওয়ানরা মার্চ করে যাচ্ছে।

একটু খবর নিয়েই বিশ্ব ব্যাংকের সদস্যদের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বাংলাদেশের বেশির ভাগ এলাকাতেই কোনো ট্রেন চলাচল করছে না। দু'একটা জায়গায় হানাদার সৈন্যরা অনেক কষ্টে ট্রেন সার্ভিস চালু করেছিল। কিন্তু মুক্তিফৌজের গেরিলা Action-এ তাও বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অসংখ্য ব্রিজ আর Culvert ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। রাস্তাঘাটগুলোর অবস্থা আরও কুফা হয়ে রয়েছে। Inter District-ট্রাক-সার্ভিসগুলো অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গেছে। চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর দুটো বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। সেখানকার ডকগুলেতে কোনো শ্রমিক নেই বললেই চলে। হানাদার বাহিনী বিপুল বিক্রমে নিরস্ত্র ডক শ্রমিকদের হত্যা করাতেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন সেই হানাদার বাহিনী আবার ডক শ্রমিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। কী করুণ অবস্থা।

আর এদিকে আভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন সংস্থার কর্মচারীদের কাজে যোগ দেয়ার জন্যে আবার আহ্বান জানানো হয়েছে। গত দশ সপ্তাহে এবার দিয়ে ছ'বার এ ধরনের আবেদন করা হলো। এবারের আবেদনে আগের মতোই ভয়াবহ শাস্তি দেয়া হবে বলে শাসানো হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ, তেজগাঁ আর টঙ্গীর শিল্প এলাকার খবর নিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সদস্যদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেছে। তিন পার্সেন্ট। অর্থাৎ কিনা শতকরা তিন ভাগ শ্রমিক কাজে যোগ দিয়েছে। অবশ্য এদের কেউই বঙ্গভাষী নয়। এদের এখন একটাই Duty, সেটা হচ্ছে তেল দেয়া। অর্থাৎ কিনা মিলের যন্ত্রপাতিগুলোতে যাতে জং না পড়ে তার ব্যবস্থা করা। তাই বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার কলকারখানাগুলোর চাক্কা বন্দ্। অবস্থা

বেগতিক দেখে হানাদার সৈন্যের একটা দল রফতানী ব্যবসায়ে নেমেছেন। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ আর চট্টগ্রামের পাটের গুদামগুলো লুট করে কিছু কাঁচা পাট হানাদার সৈন্যরা জাহাজ বোঝাই করে শিপিং বিল ছাড়াই বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছে। ব্যাস, ওইখানেই রফতানী ব্যবসার খতম-তারাবি হয়ে গেল। হাতের কাছে লুট করার মতো আর পাট নেই– ব্যবসাও নেই।

কিন্তু ঢাকার 'গায়েবী আওয়াজ' থেকে এই রফতানী ব্যবসার কথাই জোর গলায় প্রচার করা হলো। কেননা একথা শুনলেই বাংলাদেশের লোকরা ভাববেন যে, অবস্থা একেবারে Normal হয়ে গেছে। অপূর্ব চিন্তাধারা এদের। আর এরই জন্য ঢাকার 'গায়েবী আওয়াজ' অফিসে এদের নোক্‌রি একেবারে পোক্ত হয়ে গেছে।

যাক্‌ যা বলছিলাম। করাচী আর লাহোরের Stock Exchange থেকে বড্ড দুঃসংবাদ এসে পৌঁছেছে। সেখানকার শেয়ার মার্কেট ধড়-ধড় করে পড়ে যাচ্ছে। তিন মাস ধরে বাংলাদেশের ব্যবসা বন্ধ হওয়াতেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বেশি না, এর মধ্যেই এসব ব্যবসায়ীর মাত্র চল্লিশ কোটি টাকার লোকসান হয়েছে। আর তাতেই পশ্চিম পাকিস্তানে একটার পর একটা কলকারখানা বন্ধ যাচ্ছে। এখানেই কাহিনীর শেষ নয়। মারাত্মক শ্রমিক অসন্তোষ যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তান আচ্ছন্ন করতে না পারে, তার জন্যই বহু ট্রেড ইউনিয়ন নেতাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এদিকে বাংলাদেশ থেকে আদায় পত্র নেই বললেই চলে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার চলতি আর্থিক বছরে বাংলাদেশ থেকে প্রায় চারশ' কোটি টাকা বিভিন্ন খাতে ট্যাকস আদায় করতে পারবে বলে যে হিসেব করেছিলেন, তা খাতা-কলমেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। তাই জঙ্গী সরকারের উন্নয়ন বাজেটের ২৩০ কোটি টাকার প্ল্যান শিকেয় তুলে রাখা হয়েছে।

পাকিস্তান একটা অদ্ভুত দেশ। প্রতি বছর এই পাকিস্তান থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ' কোটি টাকার মাল বিদেশে রফতানী হতো। এর মধ্যে পূর্ব বাংলা থেকে রফতানীর পরিমাণ ছিল প্রায় দু'শ কোটি টাকা। আর বোনাস ভাউচারে বদৌলতে পশ্চিম পাকিস্তান দেড়শ' কোটি টাকার মাল রফতানী করতো। কিন্তু আমদানীর ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান বছরে পাঁচশ' কোটি টাকার মাল আমদানী করতো আর পূর্ব বাংলাকে মাত্র পৌনে দু'শ' কোটি টাকার দ্রব্য আমদানীর Permission দেয়া হতো। বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির সমস্ত টাকাটাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার পশ্চিমা দেশগুলোকে ছাড়াও চীনের হাতে পায়ে ধরে সংগ্রহ করতো। কিন্তু এবার case খুবই খারাপ। বাংলাদেশ আক্রমণ করতেই এক নাস্তানাবুদ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তানের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ও রিজার্ভ সোনার পরিমাণ যেখানে ৯০ কোটি টাকা ছিল; তা এখন ৬০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। 'মাফ চাই মহারাজ' বলে বৈদেশিক ঋণের কিস্তি না দিয়ে আর মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ থেকে বাকিতে মাল আমদানীর পরও অবস্থা 'কুফা'ই রয়ে গেছে। অবশ্য সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারকে চীন ১০ কোটি টাকা সাহায্য করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধ চালাতেই তো দিনে দেড় কোটি টাকা খরচ হচ্ছে।

অর্থনৈতিক পরিস্থিতির এহেন অবনতির দরুণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যিক সংস্থাগুলো পাকিস্তানের সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শতকরা একশ' ভাগ L.C. মার্জিন দাবি করা ছাড়াও আন্তর্জাতিক ব্যাংকের গ্যারান্টি চেয়েছেন।

এদিকে পশ্চিমা অর্থনীতিবিদরা হিসেব করে দেখেছেন যেভাবে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটছে তাতে করে আগামী আগস্ট মাসের মধ্যেই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার সোজা লালবাতি জ্বালাবে। তাই বৃটেন ও জাপানের বীমা কোম্পানিগুলো পর্যন্ত পাকিস্তানে রফতানীকৃত মালের ইন্স্যুরেন্স করতে অস্বীকার করেছে। এমনি এক অবস্থায় সেনাপতি ইয়াহিয়ার পরামর্শদাতা এম.এ. আহম্মদ Where is your leg? বলতে বলতে বিশ্ব ব্যাংকের দরজায় একটা ডুগ্গি হাতে হাজির হয়েছিলেন। আর সে জন্যেই বিশ্ব ব্যাংকের একটা প্রতিনিধি দল এখন হানাদার দখলকৃত এলাকা সফরে এসেছেন। অবশ্য বিশ্ব ব্যাংক জানিয়েছে যে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমঝোতা আর শান্তি ফিরিয়ে আনবার পরই কেবল মাত্র সাহায্য আর ঋণ দেয়া হতে পারে। আর একটা কথা। বিশ্ব ব্যাংক মিশনের এই রিপোর্ট দাখিল হলে নিদেন পক্ষে তিন মাস পর শর্ত সাপেক্ষে সাহায্য আসবে। ততদিন সেনাপতি ইয়াহিয়ার দম থাকলে হয়!

# ১২

**৬ জুন ১৯৭১**

'অল্প শোকে কাতর আর অধিক শোকে পাথর'। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন পরায় পাথর হয়ে গেছেন। আজকাল কারও সাথেও বিশেষ বাত্‌চিত্‌ পর্যন্ত করছেন না। এখন বেচারার একেবারে ধান্‌ধা লাগার অবস্থা। কোন্‌ দিক রেখে কোন দিক সামলায়। অফিসে বসে টেবিলের দিকে নজর দিলেই দেখতে পাচ্ছেন, একগাদা Urgent File তার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। একটাতে রয়েছে বাংলাদেশে কয়েক হাজার সৈন্য নিহত হবার কাহিনী। পাশের ফাইলটাতে লেখা আছে আরো কয়েক হাজারের মতো আহত সৈন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরগুলোতে কাতরাচ্ছে। ওপাশের ফাইলটাতে রয়েছে পাকমুদ্রা Devalue করতে হবে আর কেবলমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেয়ার পরই বৈদেশিক সাহায্য আসবে। এদিককার একটা ফাইলে বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের গণঅসন্তোষের কথা রয়েছে। আশ্চর্য, সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক গ্রেফতারের নির্দেশ দেয়ার পরও এসব সংবাদ আসে কিভাবে?

ঐ ফাইলটা আবার কি? এ্যাঁ– ঢাকার ৬৫ জন বাঙালি দালাল বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতিটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো খবরের কাগজে ছাপানো সম্ভব হয়নি। ওয়াশিংটন আর নিউ ইয়র্কের পাকিস্তান এমব্যাসির স্টাফগুলো করে কি? কত চেষ্টা করে এসব দালালদের দস্তখত সংগ্রহ করা হলো। আর মার্কিন কাগজগুলোতে তা ছাপনো সম্ভব হলো না? জেনারেল টিক্কার নির্দেশে হামিদুল হক চৌধুরীই তো চমৎকার Draft টা

করেছিল। এখন আমার হুকুম হচ্ছে, নিউ ইয়র্কে টাইম্‌স পত্রিকায় বিজ্ঞাপন হিসেবে বিবৃতিটা ছাপানো হোক।

আরে এটা আবার কি? করাচী চেম্বার অব কমার্সের চিঠি মনে হচ্ছে। এ ব্যাটাদের নিয়ে আর পারা গেল না। তোদের বাজার ঠিক রাখার জন্যই তো বাংলাদেশ আক্রমণ করতে হলো। যার জন্য চুরি করি সেই বলে চোর? আহঃ আবার অসময়ে টেলিফোন কেন? হ্যালো : হ্যাঁ কথা বলছি। কি বললে? জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বিবৃতি দিয়েছেন?

বহু প্রচেষ্টার পরেও সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার কথা লুকিয়ে রাখতে পারেনি। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট তীব্র ভাষায় ইয়হিয়া সরকারের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন, 'পূর্ব বাংলার ঘটনাবলি মানব জাতির ইতিহাসে এক মর্মান্তিক অধ্যায়।' জাতিসংঘ সাংবাদিক সমিতির এক মধ্যাহ্ন ভোজে উথান্ট এ বিবৃতি দিয়েছেন। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার সংবাদপত্র ও বেতারকেন্দ্রগুলোর উপর পূর্ণ সেন্সরশিপ দিয়েও মানব সভ্যতার সবচেয়ে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের কাহিনী চেপে রাখতে পারেনি। দাবানলের মতো এসব কাহিনী বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে।

এদিকে ওয়াশিংটন থেকে এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ এসে পৌচেছে। সিনেটের এডওয়ার্ড কেনেডি বলেছেন, আর কতদিন ধরে জেনারেল ইয়াহিয়ার সরকার অবস্থা স্বাভাবিক বলে দাবি করতে থাকবেন? অথচ প্রতিদিনই হাজার হাজার বাঙালি শরণার্থী সীমান্তের ওপারে চলে যাচ্ছে?

সঙ্গে সঙ্গে Agency for International Development সংস্থা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের কাছে কৈফিয়ৎ চেয়েছে? ইয়াহিয়া সরকারের বড় বড় গোঁফওয়ালা জেনারেলরা সব মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে শুরু করলো। হ্যাতাইনরা জানলো ক্যামনে? সবার কপাল কুঁচকে উঠলো। নভেম্বরের সাইক্লোনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রিলিফের মালপত্র আনা নেওয়ার জন্য যে পঞ্চাশটা বড় ধরনের যান্ত্রিক নৌকা দিয়েছিল, সেগুলো আসল কামে না লাগিয়ে এখন বাংলাদেশে সৈন্য যাতায়াতের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। ঢাকা-করাচী-ইসলমাবাদের বড় বড় মহরথীরা এই ব্যাপার সম্পর্কে Inquiry করে আহম্মক বনে গেছেন। ধর্মের কল নাকি বাতাসে নড়ে। রিলিফের যান্ত্রিক নৌকাগুলো নিয়ে মওলবী সা'বেরা এখন এরকম একটা অবস্থায় পড়েছেন। অদ্ভুত আর অপূর্বভাবে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মাথায় হঠাৎ করে এক জব্বর প্ল্যান এসেছিল। পাকিস্তানের লোকদের বোঝাতে হবে যে, হানাদার সৈন্যরা বাংলাদেশের নদীমাতৃক বরিশাল, পটুয়াখালী আর গোপালগঞ্জ এলাকায় নির্বিবাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। নভেম্বর সাইক্লোনের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রিলিফের কাজের জন্য যে সব যান্ত্রিক নৌকা দিয়েছিল, সেসব নৌকায় হানাদার সৈন্যদের বরিশালের অভ্যন্তরে নিয়ে যাবার কয়েকটা ফটো তোলা হলো। Special Messenger দিয়ে এসব ফটো করাচীতে এনে পাকিস্তানের বিভিন্ন কাগজে ছাপাবার

ব্যবস্থা হলো।

আমেরিকান ইনফরমেশন সার্ভিস থেকে করাচীর Dawn-এ ছাপানো এমনি এক ছবি কেটে ওয়াশিংটনের হেড অফিসে পাঠানো হলো। মার্কিনী অফিসাররা ছবিটা পরীক্ষা করে আঁতকে উঠ্‌লো। হ্যাঁ কোনোই ভুল নেই। রিলিফের যান্ত্রিক নৌকাগুলো পাক ফৌজরা এখন দিব্বি বাংলাদেশে ব্যবহার করছে। এখন উপায়? মার্কিন জনসাধারণের ট্যাক্সের টাকায় মানবতার খাতিরে রিলিফের জন্য এসব যান্ত্রিক নৌকা দেয়া হয়েছিল; সেসব যান্ত্রিক নৌকাই এখন ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার মানব নিধনের জন্য ব্যবহার করছে। তাই মার্কিন সরকার সেনাপতি ইয়াহিয়ার পাষণ্ড সরকারের কাছে এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার ঘুণাক্ষরেও চিন্তা করেনি যে সামান্য একটা ফটোর জন্য তারা এতটা হেনস্থা হবে। আরে ও ধরনের বেআইনী ও বেইনসাফী কাজ তো হর-হামেশাই করা হচ্ছে। এদিকে এশীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় সাব কমিটির চেয়ারম্যান মিঃ কর্নেলিয়াস গ্যালাগার সেনাপতি ইয়াহিয়ার সরকারকে শাসিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ২৫শে মার্চ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য দেয়া সাস্‌পেন্ড করেছে। কিন্তু অবিলম্বে পূর্ব বাংলায় বর্বর হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে নির্বাচিত সদস্যদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে শান্ত পরিবেশের সৃষ্টি না করলে, কনসর্টিয়ামের সদস্যভুক্ত সমস্ত দেশের উপর চাপ সৃষ্টি করে ইসলামাবাদকে বেসামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধের ব্যবস্থা করা হবে।

কেননা প্রথম দিকে আমরা ভেবেছিলাম এটা হচ্ছে পাকিস্তানের 'ঘরোয়া ব্যাপার'। কিন্তু মানব ইতিহাসের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের ফলে ৫০ লাখ শরণার্থী দেশ ত্যাগ করায় এখন এটা পরিষ্কারভাবে একটা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটায় ইয়াহিয়ার চান্দি অক্করে গরম অইছে। তাই বলেছিলাম, 'অল্প শোকে কাতর, আর অধিক শোকে পাথর।' সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন পরায় পাথর হয়ে গেছেন।



## ১৩

৭ জুন ১৯৭১

খাইছে রে খাইছে। ঢাকার গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা আবার জব্বর খবর আইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এবার নতুন চাল চেলেছেন। তাঁরা ঘোষণা করেছেন যেসব বাঙালি সৈন্য, ইপিআর জওয়ান আর পুলিশ হানাদার বাহিনীকে পথে বসিয়ে মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে, তাঁরা ফিরে এলে 'সহানুভূতির সংগে তাদের case consider করা হবে'। এসব জওয়ানরা তাঁদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কিংবা আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়াই ফিরে আসতে পারেন। বেশি মাত্র ৩৬ হাজার পুলিশ, ১২ হাজার ইপিআর আর ৬ হাজার বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি জওয়ান স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মুক্তিফৌজে যোগ দিয়েছে। আর এর সঙ্গে হাজার হাজার ছাত্র, শ্রমিক আর যুবক পাকিস্তানের নরপশুদের হত্যার জন্য গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে। এর মধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজ

গেরিলার গাবুর মাইরের চোটে হানাদার সৈন্যরা দিশেহারা হয়ে উঠেছে। কথায় বলে ওস্তাদের মাইর বিয়ান রাইতে। এখন সেই মাইর কেবল শুরু হয়েছে। তাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এবার নতুন চাল চেলেছেন।

তাঁরা ঢাকার গায়েবী আওয়াজ থেকে অবিরামভাবে বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইপিআর ও পুলিশদের call করেছেন। সে কি আকুলি বিকুলি। এসব বাঙালি জওয়ানদের বিরহে জেনারেল টিক্কা পর্যন্ত ভেউ ভেউ করে কেঁদে 'হ্যায় ছইরদ্দি,' 'হায় গয়জদ্দি' করে বেড়াচ্ছেন। তিনি ঢাকার গায়েবী আওয়াজকে অর্ডার দিয়েছেন খুব মেলায়েম আর গদগদ স্বরে এদের আহ্বান জানাতে হবে। হেড কোয়ার্টারের নির্দেশ, যেভাবে হোক এসব জওয়ানদের মুক্তিফৌজের হাত থেকে ফিরিয়ে আনতেই হবে। কেননা এদের হাতে গত আড়াই মাসে পাঁচ হাজারেরও বেশি হানাদার সৈন্য নিহত হয়েছে আর দশ হাজারের মতো আহত হয়েছে। যুদ্ধ যে ভাবে চলছে তাতে আরো কত সৈন্য যে পটল তুলবে তার ইয়ত্তা নেই। তাই সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন এক ঢিলে দুই পাখি মারতে চেয়েছেন। য-দি কোনোমতে এসব বাঙ্গালি জওয়ানদের ফিরিয়ে আনা যায়, তাহলে মুক্তিফৌজ দুর্বল হয়ে পড়বে। এছাড়া এরা যাতে জীবনে আর যুদ্ধ না করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। অর্থাৎ কিনা হেই কাম করা হবে।

মে মাসের গোড়ার দিকে হঠাৎ করে নারায়ণগঞ্জ এলাকার লোকেরা দেখতে পেলো, প্রায় শ'দেড়েক লাশ নদীতে ভাসছে। লাশগুলোর হাত পা বাঁধা। খোঁজ করে দেখা গেল ঢাকার অদূরে কিছু ইপিআর জওয়ান রিপোর্ট করেছিল। এরপর ঘটনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। ট্রাক বোঝাই করে এদের নারায়ণগঞ্জের এক বটিতে নিয়ে যাওয়া হলো। রাতের ঘন অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে এদের হাত-পা বেঁধে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। নিশীথ রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে এক ঝাঁক মেশিনগানের গুলি কড়কড় আওয়াজ করে বেরিয়ে গ্যালো। বাঙালি যুবকদের আর্তক্রন্দনে খোদার আরশ পর্যন্ত কেঁপে উঠলো। নরঘাতকের দল লাশগুলো নদীর পানিতে ফেলে দিলো। শীতলক্ষ্যার পানি বাঙালি তরুণদের তাজা লহুতে লাল হয়ে উঠলো। দিন কয়েক পর্যন্ত আশ পাশের লোকেরা নদীতে হাত পা বাঁধা লাশগুলো দেখে ক্ষোভে দুঃখে উন্মাদ হয়ে উঠলো।

আশ্চর্য এই বীভৎস হত্যাকাণ্ডের মাত্র এক মাসের মাথায় বাংলাদেশের সেই নরপিশাচের দল বাঙালি জওয়ানদের জন্য মায়াকান্না শুরু করে দিয়েছে। দুনিয়ার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা গেছে যে, নাদির শাহ, তৈমুর লঙ্গ, চেঙ্গিস খান ও হিটলারের মতো হত্যাকারীর দল নিরস্ত্র মানুষ আর আত্মসমর্পনকারীদের নির্বিচারে হত্যা করেছে। এদের কোনো সময়েই সামান্যতম বিবেক কিংবা নৈতিকতাবোধ দেখা দেয়নি। তাই এদের বংশধর সেনাপতি ইয়াহিয়া আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে হত্যার নেশায় মেতে উঠেছে। কিন্তু মুক্তিফৌজের পাল্টা মারে এখন এই হানাদার বাহিনীর নাভিশ্বাস হওয়ায় নয়া মুখোশের আড়ালে তারা নিজেদের কীটদষ্ট বীভৎস জল্লাদের চেহারাটা লুকোবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তু পাপ কোনোদিন চাপা থাকে না।

প্রথমে এই ফ্যাসিস্ট বাহিনী পরাজিত রাজনীতবিদদের দিয়ে একটা ধামাধরা

সরকার গঠনের চেষ্টা করেছিল। কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এতে সামান্যতম উৎসাহ দেখালো না। তাই নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে কিছু হেই জিনিষ খুঁজে বের করবার কাজে নেমেছিল। সেটাও বানচাল হয়ে গেছে। এদিকে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় কোনোরকম প্রশাসন ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়নি। উপরন্তু ওরা বিশ্বের ইতিহাসে বর্বরতম হত্যালীলা চালিয়েও বাঙালি জাতিকে পদানত করতে পারেনি। এর সঙ্গে সঙ্গে গণতান্ত্রিক বিশ্ব আজ ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে জঘন্য ভাষায় ধিক্কার দিতে শুরু করেছে। সেখানে আজ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়ায় সেনাপতি ইয়াহিয়া সরকার একটার পর একটা নতুন চাল চালতে শুরু করেছে।

আন্তর্জাতিক ঠ্যালার চোটে মওলবী সা'বরা দখলকৃত এলাকায় বিশটা Reception counter খুলে চাকু, ছোরা আর মেসিনগান নিয়ে বাঙালি শরণার্থীদের প্রতীক্ষায় রয়েছে। ঢাকার সামরিক কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের কাজে যোগ দেয়ার জন্য প্রাণ জারে জার করে আবেদনের পর আবেদন চালিয়ে যাচ্ছেন। জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি আগা হিলালী সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডির সংগে সাক্ষাতে ব্যর্থ হয়ে খত্ মানে কিনা চিঠি লিখেছেন। হিলালী সা'ব অক্করে হিলাল হয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন ভারতই যত নষ্টের মূল। ভারত আটকে না রাখলে এদ্দিনে বাঙালি শরণার্থীরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে সব্বাই Reception counter-এর মাধ্যমে দখলকৃত এলাকায় ফিরে আস্তো। কি অপূর্ব আর অদ্ভুত যুক্তি। যেনো বিশ্বের কেউই জানে না যে কি অবস্থায় এসব শরণার্থী বাপ-দাদার ভিটে ছেড়েছে।

কিন্তু এদিকে যে হানাদার বাহিনীর হালুয়া একেবারে টাইট। ছলে বলে কৌশলে ও ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নিয়েও ভুড়িওয়ালা জেনারেলরা আর হালে পানি পাচ্ছেন না। অবস্থা কুফা দেখে এখন খোদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ভাইসব, চইল্যা আসুন। কিস্সু কমু না। কেইসটা কী? মুক্তিফৌজের পাল্টা মাইরের একটু নমুনাতেই Nervous হয়ে গেছেন? কবে না স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রতিই আহ্বান জানিয়ে বসেন। আপনাদের পক্ষে অসম্ভব কিছুই নেই। তাই বলেছিলাম খাইছে রে খাইছে। ঢাকার গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা আবার জব্বর খবর আইছে।

# ১৪

৮ জুন ১৯৭১

ইসলামাবাদ থেকে লালবাতি জ্বালার খবর এসেছে। সেখানকার টাকাগুলো সব কাগজ হয়ে গেছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এবারে একাশি নম্বর ছেড়েছেন। গত আড়াই মাস ধরে 'অবস্থা স্বাভাবিক' বলে চেঁচিয়ে মুখের গাইলস্যা দিয়ে ফেনা বের করার পর এখন একদম হঠাৎ করে একাশি নম্বর সামরিক বিধি জারি করেছে। এই সামরিক বিধির ভাষা পরিস্কার আর প্রাঞ্জল। আজ থেকে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় কোথাও পাঁচশ' ও একশ' টাকার নোট চলবে না। এখন বুঝুন অবস্থাটা কোথায়

গিয়ে দাঁড়িয়েছে? কথা নেই, বার্তা নেই ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা কলমের এক খোঁচায় কিছু লোককে পথে বসিয়ে দিলেন। আর পথে বসাবেন নাই-ই বা কেন? নিজেরাই যে পথে বসে রয়েছেন। তাই একাশি নম্বর সামরিক বিধিতে বলা হয়েছে, যাদের কাছে পাঁচশ' ও একশ' টাকার নোট রয়েছে, সেসব নোট ৯ই জুনের মধ্যে ব্যাংকে জমা দিতে হবে। তাই বলে জমা দেয়ার সংগে সংগে ভাংচা পাবেন না। পাবেন একটা রসিদ। তাও আবার বাপ-দাদার নাম ঠিকানা লেখাতে হবে। সেই রসিদটা ট্যাঁকে গুজে বাসায় ফিরে মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকবেন। কেননা সরকারের হাতে এখন মাল-পানি একটু Short হয়েছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার একটা কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি তদন্ত করে দেখবেন যে এসব টাকার ট্যাক্স দেয়া হয়েছে কিনা– এসব টাকা ব্যাংক থেকে লুট করা হয়েছে কিনা? এরপর যখন ন'মন তেল পুড়িয়ে রাধা টুং টুং করে নাচবে অর্থাৎ কিনা সামরিক জান্তার কপাল ফিরবে, তখন ভাংচা দেওয়া হবে। অথচ একটু ভালো করে লক্ষ্য করলেই দেখবেন পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোটের উপর দস্তখত দিয়ে লেখা আছে 'চাহিবামাত্র পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক সমপরিমাণের মুদ্রা দিতে বাধ্য।' এ ব্যাপারে যাতে কোনো 'ক্যাচালের' সৃষ্টি না হয় তার জন্য ৮১ নম্বরে চমৎকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পাকিস্তান কিংবা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার কোনো কোর্টে এই ৮১ নম্বরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা যাবে না। কি চমৎকার আর কি অদ্ভুত নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

যার এক কান কাটা সে রাস্তার একপাশ দিয়ে হাঁটে। আর যার দুই কানকাটা সে রাস্তার মাঝ দিয়ে যায়। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের এখন সেই অবস্থা। লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে তিনি এখন দু'দিক কান কাটা রমজান হয়েছেন। তালকানা হয়ে একটার পর একটা সামরিক বিধি জারি করে চলেছেন। নিজের দেশের মুদ্রা নিজেই বেআইনী ঘোষণা করে বসেছেন। আবার নোটিশ দিয়ে দোকান খোলার ব্যবস্থা করেছেন। অর্থাৎ কিনা ব্যাংকগুলো আজ থেকে তিনদিন পর্যন্ত সমস্ত কারবার বন্ধ রেখে প্রত্যেক দিন সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোট জমা নিয়ে রসিদ দিবে। অবশ্য ব্যাংকগুলোর কারবার আগে থেকেই বন্ধ রয়েছে। সোজা ভাষায় বলতে গেলে আজ থেকে ব্যাংকগুলোকে তিন দিনের জন্যে খোলা রাখার নির্দেশ দেয়া হলো। অবশ্য বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকায় ব্যাংক খোলা বা বন্ধের কোনো বালাই-ই নেই। কেননা ব্যাংকের কোনো কর্মচারীই নেই। হানাদার বাহিনীর স্যাঙাৎরা পয়সা লুটপাটের পর চেয়ার টেবিল পর্যন্ত নিয়ে গ্যাছে। ভাঙ্গা লোহার গেটের চেহারা দেখে বুঝতে হয় অতীতে কোনো এক সময় এখানে একটা ব্যাংকের অস্তিত্ব ছিল।

ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা ৭ই জুন রাতে যে প্রেস নোট জারি করেছে তাতে আসল কথাটা ফাঁস হয়ে গ্যাছে। মুক্তিফৌজওয়ালারা পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোটে জয় বাংলা সিল দিয়ে মুক্ত এলাকায় চালু করেছে।

সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন শুধু ইয়া ইয়া করে বেড়াচ্ছেন। তাঁর থলিতে আর মাত্র পঞ্চাশ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা রয়েছে। অথচ জুন মাসের শেষেই পাকিস্তানকে

বেশি না মাত্র চার কোটি পাউন্ড অর্থাৎ প্রায় ৪৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার ঋণ পরিশোধ করতে হবে। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের কলকারখানাগুলো চালু রাখার জন্য নিদেন পক্ষে দশ কোটি টাকার মাল আমদানী অপরিহার্য। এর সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর জন্য দিনে দেড় কোটি টাকার খরচা। তাই বিশ্ব ব্যাংকের দক্ষিণপূর্ব এশীয় ডিরেক্টর মিঃ পিটার কারঘিল সম্প্রতি আলোচনার জন্য ইসলামাবাদ সফরে এলে সেনাপতি ইয়াহিয়া তাঁর হাত ধরে হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠেছেন। মিঃ কারঘিলের কাছে পরিস্কার করে বলেছেন, এই মুহূর্তে পাক মুদ্রা Devalue করতে কোনোই আপত্তি নেই। তবুও কিছু মাল-পানি ঝাড়ো। আর যে পারি না বাবা!

এদিকে পাকিস্তানী শিল্পপতিরা চিৎকার করতে শুরু করেছে। শ্রমিকরা ধর্মঘটের জন্য ঘন ঘন বৈঠক করছে। উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো শিকেয় উঠেছে। হাজার হাজার হানাদার সৈন্যের নিহতের সংবাদে পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে গেছে। মুক্তিফৌজের গাজুরিয়া মাইরের চোটে হানাদার বাহিনীর ত্রাহি মধুসূদন ডাক শুরু হয়ে গেছে। এখন আবার বাংলাদেশে মুক্তিফৌজ গেরিলারা হানাদার সৈন্যদের জ্যান্ত ধরে নিতে শুরু করেছে। বাংলাদেশ থেকে অবাঙালি ব্যবসায়ীরা অবস্থা বেগতিক দেখে 'ভাগো হুয়া রুস্তম' হচ্ছে। অর্থাৎ প্রত্যেক সপ্তাহে জাহাজে ভাগতে শুরু করেছে উপজাতীয় সৈন্যরা লুটের মাল বগলদাবা করে দেশে ফেরবার জন্যে উস্‌খুস করছে।

জেনারেল টিক্কা বেসামরিক কর্মচারীদের বেতনের শতকরা ৭৫ ভাগের বেশি দিতে পারছেন না। বিদেশে পাকিস্তান এ্যাম্বাসির স্টাফরা শতকরা মাত্র ৬০ ভাগ বেতন বৈদেশিক মুদ্রায় পাচ্ছেন। যে কোনো মুহূর্তে সেটাও বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। বেসামরিক সাহায্যের নাম-গন্ধও পর্যন্ত নেই। সেনাপতি ইয়াহিয়ার চারপাশটা দ্রুত ঝাপসা আর অন্ধকার হয়ে আসছে। বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাঁকের মধ্যে যে হাটু তিনি ডুবিয়েছেন, এখন আর তা উঠানো সম্ভব হচ্ছে না। এ রকম একটা 'নট্ নড়ন নট্ চড়ন' অবস্থায় সেনাপতি ইয়হিয়ার জঙ্গী সরকার নিজেদের মুদ্রা একশ' রুপেয়া কা নোট সব কাগজ্ বন্ যাও। এর পরের ইনস্টলমেন্টে পঞ্চাশ আর দশ টাকার নোটের পালা। তারপর অক্করে বাগোয়াট। তাই বলেছিলাম ইসলামাবাদ থেকে এখন লাল বাতিজ্বালার খবর এসেছে। সেখানকার টাকাগুলো সব কাগজ হয়ে গেছে।

**৯ জুন ১৯৭১**

১৮৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়কার ছোট্ট একটা কাহিনী দিয়ে আজকের কথা শুরু করা যাক। আমি তখন ঢাকার ইকবাল হলের ছাত্র। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল তিনটা দশ মিনিটে মেডিকেল ছাত্রাবাসে পুলিশের গুলি বর্ষণে ছ'জন ছাত্র নিহত হলে ঢাকা শহর এক ভয়ংকর রূপ পরিগ্রহ করলো। ঢাকার আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যাদুমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ

হয়ে বিক্ষুব্ধ ছাত্রসমাজের পাশে এসে দাঁড়ালো। মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে সবাই আক্রোশে ফেটে পড়লো। সন্ধ্যার একটু আগে পলাশী ব্যারাকে রেলওয়ে ক্রসিং-এর ওপাশটায় একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্টে বসে চা খাচ্ছিলাম। আমার পাশের টেবিলটাতে একজন বয়স্ক ঢাকাইয়া বসে বিড়ি টানছিল। এমন সময় মাইক লাগানো একটা ভ্যান এসে হাজির হলো। ভ্যানটার পেছনে সৈন্য বোঝাই একটা জিপ পাহারা দিচ্ছে। মাইকে ঢাকা শহরে কারফিউ জারির কথা ঘোষণা করা হলো। ঢাকাইয়া ভদ্রলোক নিজে নিজেই বলতে লাগলেন 'কারফিউ দিছে, হালায় কারফিউ দিয়া ডর দেহায়। বাইশ সাল থাইক্যা কারফিউ দেখত্যাছি। কারফিউর মধ্যে মাইয়া অইছিলো। মহল্লার মাইনষে কইলো, মাইয়ার নাম কি থুইবা? হেই মাইয়ার নাম থুইছিলাম কারফিউ বিবি। আর আইজ কারফিউ দিয়া ডর দেহায়?'

সেই ঢাকা শহরে গত ২৫শে মার্চ থেকে আজ পর্যন্ত প্রায় আড়াই মাস ধরে রোজই কারফিউ জারি রেখে সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অবিরামভাবে চেঁচিয়ে চলেছে 'অবস্থা একেবারে স্বাভাবিক হয়ে গেছে।'আর ঢাকার অবস্থা স্বাভাবিক বলে প্রমাণ করতে যেয়ে টিক্কা সরকার অদ্ভুত আর অপূর্ব সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এরা হঠাৎ করে এক নির্দেশ জারি করে বসেছেন। ঢাকা শহরের যেসব পাকা বাড়িতে কামানের গোলার ভয়াবহ চিহ্ন রয়েছে, সেসব বাড়ির মালিকদের বাড়ি মেরামত করতে হবে। বিশ্ব জনমতের চাপে পড়ে যখন ছ'জন বিদেশী সাংবাদিককে নিয়ন্ত্রিত সফরে আনা হয়েছিল, ঠিক সেই সময় এ নির্দেশ জারি করা হলো। কিন্তু ব্যাপারটা পুরো Misfire করলো। কেননা পাকা বাড়িগুলোর মালিকরা হয় হানাদার বাহিনীর শিকারে পরিণত হয়েছে, না হয় গ্রামের অভ্যন্তরে চলে গেছেন। আর সেখানে হানাদার বাহিনীর স্যাঙাৎরা দিব্বি বসে শিক-কাবাব খাচ্ছে। জেনারেল টিক্কার সাধ্য নেই এ হুকুমনামা ফিরিয়ে নেয়ার। কেননা ইসলামাবাদের নির্দেশেই এ হুকুম দেয়া হয়েছে। স্যাঙাৎরা বাড়ি মেরামতের order শুনে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে টিক্কার দরবারে হাজির হলো। আবার হুকুম হলো বেড়া বানাও। বাঁশের বেড়া বানিয়ে খুঁটি পুতে কামানের গোলার চিহ্নগুলো ঢেকে রাখো। রাতারাতি ঢাকায় বাঁশের দাম আগুন হয়ে গেল।

কিন্তু যত গণ্ডগোল বাঁধলো ঢাকার প্রেস ক্লাবকে নিয়ে। জেনারেল টিক্কার সাগরেদরা বাড়ি মেরামতের হুকুম জারি করলো। কেননা ২৫শে মার্চ রাতে হানাদার বাহিনীর ট্যাঙ্ক থেকে গোলা মেরে প্রেস ক্লাবের দোতলার উপরের লাউঞ্জটা গুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু একি? ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারি গেল কোথায়? দু'জনেই লা-পাত্তা। তাই বাড়িটার original মালিকের খোঁজ পড়লো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর দেখা গেল মালিক হাতের কাছেই রয়েছে। আর সে মালিক হচ্ছে পূর্ব বাংলা সরকার স্বয়ং। অনেক ভেবে জেনারেল টিক্কা নিজেই নিজের সরকারের উপর নোটিশ জারি করলেন। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার হানাদার সরকারের সি এন্ড বি বিভাগ ঢাকার প্রেস ক্লাব মেরামত [illegible]। না করে উপায় নেই। বিদেশী সাংবাদিকেরা তো এই প্রেস ক্লাবেই

প্রথমে এসে হাজির হবেন।

ঢাকার বাজার ও বস্তি এলাকাগুলো আগুন ধরিয়ে আর মেসিনগানের বেপরোয়া গুলিতে হাজার হাজার আদম সন্তান হত্যা করার পর যে ধ্বংসস্তূপগুলো অবশিষ্ট ছিল সেসব বুলডোজার দিয়ে সমান করে দেয়া হয়েছে। যে সমস্ত জায়গা এক সময়ে জনপদের কলকোলাহলে মুখরিত ছিল, সেখানে এখন কবরের নিস্তব্দতা নেমে এসেছে।

কিন্তু এতে করেও জেনারেল টিক্কা তার নৃশংসতাকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি। সরকার নিয়ন্ত্রিত সফর সত্ত্বেও বিদেশী ঝানু সাংবাদিকদের নজরে সব কিছুই পড়েছে। একজন লিখেছেন 'হানাদার সৈন্যরা এরকমই বেপরোয়া নিধন কাজ চালিয়েছে' যাতে লাশ খেয়ে উদর পূর্তির পর শকুনগুলো পর্যন্ত আর উড়তে পারছে না। খুলনাকে এখন মৃত্যুপুরী বলেই মনে হয়।'

এর দিন দশেক পর আবার ন'জন বিদেশী সাংবাদিককে সরকার নিয়ন্ত্রিত সফরে আনা হলো। জেনারেল টিক্কা এদের বললেন, 'সব কিছুই স্বাভাবিক হয়ে গেছে, এমন কি স্কুলগুলো পর্যন্ত চালু হয়েছে। 'হাজার হলেও সাংবাদিক। তাই একটু খোঁজ করতেই আসল ব্যাপারটা এঁদের চোখে ধরা পড়ে গেল। হ্যাঁ, ঢাকায় অনেক ক'টা স্কুলই খোলা হয়েছে। একজন লিখেছেন, 'একটা স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হচ্ছে আটশ' সেখানে ছাত্র হাজিরার সংখ্যা হচ্ছে বিশ থেকে তিরিশ জন; আর একটা অবাঙালি অধ্যুষিত স্কুলে ৭৫০ জন ছাত্র পড়তো, সেখানে মাত্র ৭০ জন ফিরে এসেছে। অনেক স্কুলে মিলিটারি ক্যাম্প করেছে। ঢাকার প্রখ্যাত শাহীন স্কুল এর মধ্যে অন্যতম।'

সাংবাদিকটি আরো লিখেছেন "খোদ ঢাকা শহরেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাজকর্ম শুরু হওয়ার নমুনা পাওয়া গেছে। ঢাকায় অবস্থানরত বিদেশী নাগরিকরা এ ব্যাপারটা সমর্থন করেছেন। ঢাকায় একজন বাঙালিকে সন্তর্পনে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের আওয়ামী লীগ আর বাংলাদেশ কি এখনো বেঁচে আছে?' একটু হেসে ভদ্রলোক বললেন, 'বাংলাদেশ আর আওয়ামী লীগের মৃত্যু নেই।' বুকের কাছটাতে হাতের ইশারা করে দেখিয়ে বললেন, 'এই খানটাতে রয়েছে।' ভদ্রলোকের অদ্ভুত মনোবল দেখে আমি বিমূঢ় হয়ে পড়লাম। আর একজন বাঙালি জানালেন, হানাদার সৈন্যরা দখলকৃত এলাকায় যেভাবে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, তাতে আমাদের অনেকেই হয়তো বা বিজয়ীর বেশে ঢাকা নগরীতে মুক্তিফৌজের প্রবেশের সময় হাজির থাকতে পারবে না। কিন্তু তারা আসবেই আর খুব শিগ্‌গিরই আসবে।"

মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টার operation-এ বাংলাদেশকে পদানত করে জেনারেল টিক্কা আর জেনারেল মিঠ্‌ঠার দল ঢাকা ক্লাবে 'বড়া পেগ হুইস্কি' খাওয়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তা আজ ভেঙ্গে খান্ খান্ হয়ে গেছে। গত পঁচাত্তর দিন ধরে লড়াই করেও অবস্থার সামান্যতম পরিবর্তন হয়নি। বরং দিন দিন হানাদার বাহিনীর অবস্থা কুফা হয়ে উঠেছে। এর মধ্যে বেশ কিছু কমিশন্ড অফিসার আর কয়েক হাজারের মতো হানাদার সৈন্য চির নিদ্রায় শায়িত হয়েছে। এছাড়া বিপুল সংখ্যক আহত হয়ে ছটফট করছে। এর মধ্যে

আবার পাবনা-যশোর এলাকায় হানাদার সৈন্যদের মধ্যে এক কলেরা শুরু হয়েছে। এর উপর আবার মুক্তিফৌজের ক্যাচকা মাইর শুরু হয়ে গেছে।

বাংলাদেশের অনেক ক'টা জায়গায় মুক্তিফৌজের এই আন্ধারিয়া মাইরের চোটে এখন হানাদার বাহিনী হাউ-কাউ করতে শুরু করেছে। সে এক অদ্ভুত ব্যাপার। দিনের বেলায় এসব হানাদার সৈন্যরা নিরস্ত্র মানুষের উপর অত্যাচার করছে; আর রাতের অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে ক্যাম্প আর ট্রেঞ্চের মধ্যে পেলিয়ে যাচ্ছে। তাই রাতের বেলায় শুরু হয়েছে গেরিলাদের এই আন্ধারিয়া মাইর। ফলে হানাদার বাহিনী এখন অক্করে হুইত্যা পড়ছে। হ্যাতাইনরা অহন থাইক্যা নাকি হুইত্যা হুইত্যা Fight করবো। কেননা সেনাপতি ইয়াহিয়া ওদিকে ইসলামবাদে অখন হুইত্যাই আছেন। আর জেনারেল টিক্কার শরীলডা ম্যাজ ম্যাজ করতাছে। অগো রাইত্যের ঘুম অক্করে ছুইট্টা গেছে।

১০ জুন ১৯৭১

করাচীতে শুরু হয়ে গেছে। মানে কিনা করাচীতে গ্যানজাম শুরু হয়ে গেছে। এখানকার লোকজন সব মাতম করতে করতে দৌড়াদৌড়ি শুরু করেছে। সবার মুখে এক কথা। "গিয়া, গিয়া, তাবা হো গিয়া। পানশ' আওর এক'শো রুপেয়াকা নোট সব তাবাহ্ হো গিয়া।" সকাল থেকেই করাচীর প্রত্যেকটা ব্যাংকের সামনে বিরাট লাইন। ধাক্কা-ধাক্কি, মারামারি আর চিল্লাচিল্লাতে করাচীর প্রতিটা মহল্লায় এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সবাই ব্যাংকের লকার থেকে সোনাদানা আর গয়নাগাটি উঠিয়ে নেয়ার জন্যে পাগল হয়ে গেছে। করাচীতে আগে থেকেই খবর রটে গেছে যে, খুব শিগ্গিরই তাদের সাধের ইয়াহিয়া সরকার দেশের সমস্ত সোনাদানা বাজেয়াফ্ত করবে। কেননা ইসলামবাদের জঙ্গী সরকারের হাত একেবারে শূন্য। বাংলাদেশে যুদ্ধ চালাতে যেয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া অক্কর চিত্তর অইয়া পড়ছেন। যখন যা বুদ্ধি মাথায় আসছে, তখন সেই নির্দেশ জারি করে চলেছেন। পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের সিন্দুকগুলো এখন একেবারে সাফা—সোনা নেই।

তাই আন্তর্জাতিক বাজারে পাকিস্তানী টাকা আর কেউই নিতে চাচ্ছে না। সবারই পরিষ্কার কথা, সোনা দিয়ে ব্যবসা করো। আর এর ফলে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার দেশের বৃহত্তর স্বার্থে এবারে সোনা সংগ্রহের এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনার দুটো অংশ। একটা অংশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় হানাদার সৈন্যের বদলে এখন থেকে সরকারের আঁওতায় ব্যাংকের লকারগুলো খুলে পাকিস্তানের মালকড়ি পাঠাতে হবে এবং সমস্ত সোনার দোকান লুট করতে হবে। আর একটা অংশে হচ্ছে, ইসলাম আর দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সোনা জমা দেয়ার জন্য Appeal করতে হবে।

করাচীতে এ খবর প্রকাশ হবার পরেই এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এখন

সবাই মাটির নিচে লাখ লাখ ভরি সোনা পুঁততে শুরু করেছে। আর বড়লোকেরা ব্যাঙ্কের লকারগুলোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। এখন মওলবী সা'বরা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন বাংলাদেশ আক্রমণ করে তাদের হাল-হকিকত কিভাবে কেরাসিন হচ্ছে অবস্থা বেগতিক দেখে উজিরে খাজানা থেকে ঘন ঘন প্রেস নোট জারি করা হচ্ছে। আর রেডিও গায়েবী আওয়াজ থেকে ভ্যা ভ্যা করে তারই প্রতিধ্বনি হচ্ছে। জেনারেল টিক্কা এখন মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। এত ঢাক ঢোল পিটিয়েও বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে পাঁচশ' ও একশ' টাকার নোট একরকম বলতে গেলে ফেরতই পাওয়া যায়নি। কেননা বেশির ভাগ জায়গায় পাকিস্তানী ব্যাংকগুলোর কোনো ব্রাঞ্চের অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। লুট হয়েছে। হানাদার সৈন্য ও রাজাকারের দল এসব ব্যাংক লুট করেছে। মায় এসব ব্যাংকের ফার্নিচার পর্যন্ত গায়েব হয়ে গেছে। হানাদার সৈন্যদের বেপরোয়া আক্রমণে এসব ব্যাংকের কর্মচারীরা হয় নিহত হয়েছে না হয় আত্মগোপন করেছে। তাই সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার বেহায়ার মতো ব্যাংকের কর্মচারীদের কাজে যোগ দেয়ার জন্য অবিরাম ভাবে call করে চলেছেন। শেষ পর্যন্ত নতুন Appointment দেয়া থানার দারোগা C.O. Developments এস.ডি.ও আর জেলার ডেপুটি কমিশনারদের পাঁচশ' আর একশ' টাকা জমা নেয়ার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। কি অপূর্ব ব্যবস্থা আর দায়িত্ববোধ। অবশ্য জঙ্গী সরকারের এতে কিস্‌সু যায় আসে না। কেননা টাকা জমা নেয়ার পরে তো আর ভাংচা দেয়া হবে না। দেয়া হবে সাদা কাগজের রসিদ। মাঝ থেকে লোকগুলোর বাপ-দাদার ঠিকানা পাওয়া যাবে আর বাড়ির অবস্থাও জানা যাবে।

কিন্তু এ কি? এত হৈ চৈ করার পরেও বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার লোকগুলো টাকা জমা দিল না? মিলিটারি Wireless-এ এসব দুঃসংবাদ যেয়ে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গী সরকারের Advisor রা মাথার চুল ছিড়তে শুরু করেছে। এখন উপায়? মাঝ থেকে হানাদার সৈন্যরা অক্করে চেইত্যা গেছে। এদের মধ্যে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কেননা হ্যাতাইনগো কাছে বেশ কিছু পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোট রয়েছে। লুটের বখরা হিসেবে এসব নোট এদের পকেটে এসেছে। এরা কাঁধের স্টেনগান আর মেসিনগান মাটিতে রেখে বুক চাপড়িয়ে 'ইয়া আলী, ইয়া আলী' করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার প্রতিটি সামরিক ছাউনী থেকে শুরু করে ট্রেঞ্চ আর বাংকারগুলোতে বিষাদের ছায়া নেমে এসেছে। কিন্তু উপায় নেই গোলাম হোসেন! ইসলামাবাদের খোদ জঙ্গী সরকারেরই এখন পেরেশান অবস্থা। আল্লাহ্‌র মাইর, দুনিয়ার বাইর। টাকা টাকা করেই সেনাপতি ইয়াহিয়া একেবারে ঘাউয়া হয়ে উঠেছেন।

ঠিক এমনি একটা অবস্থায় করাচীতে আবার একটা জব্বর খবর রটে গেছে। পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোট ফেরৎ না পাওয়ায় জঙ্গী সরকার এবার পঞ্চাশ আর দশ টাকার নোটেরও হেই কাম করে দেবেন। আর যায় কোথায়? জাঁতির চোটে করাচীর স্টক এক্সচেঞ্জ অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এখন বুঝুন কোথাকার water

কোথায় যেয়ে stand করবে। সেনাপতি ইয়হিয়া বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে আর একটা রেকর্ড করতে চলেছেন। ধ্যাৎতারি না বলে কবে না দেশের সমস্ত ধরনের মুদ্রাই বেআইনী করে বসেন। অবশ্য দিনকে দিন অবস্থা যে দিকে চলেছে তাতে সে অবস্থার আর বেশি দেরী নেই। কি সোন্দর তখন পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় Barter system চালু হবে। হেট্ গরু হেট্ বলে গলায় দড়ি লাগিয়ে গরু টেনে একজনের উঠানে দাঁড় করিয়ে দু'মন চাল নিতে হবে। গোটা দশেক লাউ এনে একসের সাবান কিনতে হবে কিংবা ছেলের অসুখ ভালো করবার জন্য ডাক্তার সা'বের কাছে একটা খাসী নিয়ে হাজির হতে হবে।

সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন অক্করে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়েছেন। মধ্যপ্রাচ্যের দোস্ত দেশগুলোর আবার এর মধ্যে বাকিতে মাল দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। কনসর্টিয়ামের দেশগুলো টাকা দেয়ার ব্যাপারে আও-শব্দ পর্যন্ত করছে না। আর এদিকে বাংলাদেশে মুক্তিফৌজের গাবুর মাইর শুরু হয়ে গেছে। বড় বড় গোঁফওয়ালা জেনারেলরা সব বাংলাদেশের আঁঠালে মাটির মধ্যে আটকা পড়েছেন। তারা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছেন– আইতে শাল যাইতে শাল– হ্যার নাম বরিশাল। এখন হেই বরিশালের পানিতে হক্বাই চুবানি খাইতাছে। আর করাচীতে শুরু হয়ে গেছে। মানে কিনা গ্যান্জাম শুরু হয়ে গেছে। সবার মুখে এক কথা। "গিয়া, গিয়া সব তাবা হো গিয়া। হ্যায় ইয়াহিয়া তুমনে ইয়ে কেয়া কিয়া?"



# ১৭

**১১ জুন ১৯৭১**

আগেই কইছিলাম হ্যাগো দিয়া কিছুই বিশ্বাস নাই। হ্যারা হগল কাম করতে পারে। কেননা সুযোগ পেলেই পাকিস্তানের এই নরপশুর দল যেমন নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর পৈশাচিক বর্বরতার উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠতে পারে, তেমনি ক্যাদোর মধ্যে পড়লে এরা পা পর্যন্ত ধরতে দ্বিধা বোধ করে না। এখন সেনাপতি ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী সেই ক্যাদোর মধ্যে হুইত্যা আছে। আর তাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার আজকাল আবোল-তাবোল বলতে শুরু করেছে। ২৫শে মার্চ রাতে বাংলাদেশের বীভৎস হত্যাকাণ্ড শুরু করার পর যে হানাদর বাহিনী ঢাকা থেকে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিকদের বের করে দিয়েছিল, সেই হানাদার বাহিনী মাত্র একমাসের মাথায় আবার ছ'জন বিদেশী সাংবাদিককে দাওয়াত করে এনেছিল। কিন্তু জঙ্গী সরকারের কপালটাই খারাপ। এসব সাংবাদিকরা ভাণ্ডা একেবারে ফুট করে দিয়েছে।

বাংলাদশে ভয়াবহ নরহত্যা আর নরপশুদের তাণ্ডবলীলার খবরে মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আন্তর্জাতিক রেডক্রস বিমান বোঝাই মেডিকেল সাহায্য পাঠালে যে ইয়াহিয়া সরকার এক সময় তা ফেরত দিয়ে সদম্ভে ঘোষণা করেছিল 'কৈ Aid কা জরুরত নেহী

হ্যায় ইয়ে সব্ হমলোককা Internal Affair হ্যায়'– সেই ইয়াহিয়া সরকার এখন আন্তর্জাতিক রেডক্রশ ছাড়াও বিশ্বের সমস্ত সাহায্য সংস্থার কাছে দরবার করে বেড়াচ্ছে। অবশ্য এরা হচ্ছেন জ্ঞান-পাগল। অর্থাৎ যে মুহূর্তে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার বুঝতে পারলো যে কাজটা খুবই খারাপ হয়ে গেছে আর ভারতে চলে যাওয়া বাঙালি শরণার্থীদের জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশ থেকে মাল-পানি আসতে শুরু করেছে, সেই মুহূর্তে কাঁউ কাঁউ শুরু করলে। 'হে বাবা, অন্ধ নাচার বাবা, চাইট্টা ভিক্ষা দাও বাবা।'

যে মুহূর্তে ইয়াহিয়া সা'ব টের পেলেন যে জাতিসংঘ আর বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিনিধি বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা সফর করবেন, সেই মুহূর্তে অন্তত দখলকৃত ঢাকা শহরের অবস্থা স্বাভাবিক দেখাবার জন্য আরও গোটা কুড়ি সামরিক ক্যাম্প খুলে কারফিউ উঠিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। কেননা বিশ্ব ব্যাংক থেকে ইসলামাবাদে এর মধ্যেই একটা টেলিগ্রাম এসেছে 'দেখ অমাাদের বোকা বানাবার চেষ্টা করো না। আমরা তদন্ত করে আসল ব্যাপারটা জানতে পারবই?'

যখনই জঙ্গী সরকার বুঝতে পারলেন যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষ্যামতা না দেয়া পর্যন্ত পশ্চিমা দেশগুলো থেকে কি বলে মাল-পানি আসবে না, তখনই এদের ঘেটুরা 'দেশপ্রেমিক' আওয়ামী লীগ মেম্বারদের খুঁজতে শুরু করে দিলেন। কেননা নিজেদের ইসলাম-পছন্দ নেতারা তো ইলেকশনে গব্বা মেরেছে।

কিন্তু এদিকে ধোলাই শুরু হয়ে গেছে। ইসলামাবাদের সামরিক জান্তার উপর জাতিসংঘ আর পশ্চিমা দেশগুলোর জোর ধোলাই শুরু হয়েছে। চোর ধরা পড়লে পুলিশ যেমন করে কথা আদায়ের জন্য ধোলাই করে, অহন অক্করে হেই ধোলাই হইত্যাছে। কোবানির চোটে জঙ্গী সরকার হগ্গল কথা কইয়্যা ফালাইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন মানুষের চামড়া দিয়ে বানানো ডুগডুগি বাজাতে শুরু করেছেন। আর কসাই টিক্কা রক্তমাখা হাত মুছে চোঙ্গা হাতে নিয়েছেন। মেসিনগানটা টেবিলের উপর রেখে রেডিওতে বক্তৃতা ঝেড়েছেন। আগের দফায় টিক্কা সা'ব মুক্তিফৌজের বেঙ্গল রেজিমেন্ট, পুলিশ ও ইপিআরের জওয়ানদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপর বাঙালি শরণার্থীদের দরদে দিল জারে জার করে ফিরে আসবার জন্য call করেছিলেন। আর এবার বাঙালি কৃষক, শ্রমিক, ডাক্তার, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, শিক্ষক, ছাত্র, মুক্তিফৌজ মায় রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের পর্যন্ত বাড়ি ঘরে ফিরে আসবার দাওয়াত করেছেন। টিক্কা বলেছেন, 'আপনাদের জন্যে আঃ বাঃ ফ্রি অর্থাৎ কিনা আহার ও বাসস্থান ফ্রি'। এখন বুঝুন কোবানির চোট্‌টা কি পরিমাণে হয়েছে।

এদিকে হানাদার বাহিনী লাল সালুর উপর তুলা দিয়ে সাইন বোর্ড লিখে দখলকৃত এলাকায় বিশটা Reception counter খুলেছে। কোরবাণীর খাসি যেমন করে জবাই করবার আগে ভালো করে গোসল করিয়ে জবাই করা হয়, এইড্যা অক্কারে হেই ব্যাবস্থা। কাঁদবাম না হাঁসবাম! বাংলাদেশে হানাদার বাহিনী পাঁচ লাখ নিরস্ত্র লোককে হত্যা, দুই কোটি লোকে বাস্তচ্যূত আর পঞ্চাশ লাখ লোককে সীমান্তের অপর পারে পাঠিয়ে দিয়ে

এখন আবার দাওয়াত দিয়ে Reception counter খুলে বসেছে। কি বিচিত্র এ দেশ সেলুকাস! নরখাদকদের বোঝা উচিত যে, নেড়ে বেলতলায় একবারই যায়।

হঠাৎ করে সেদিন ঢাকা শহর একেবারে সরগরম হয়ে উঠলো। ধূসর রংগের জিপগুলো সব মেসিনগান উঁচিয়ে গবর্ণমেন্ট হাউস অর কুর্মিটোলার মধ্যে জোর দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল। জব্বর খবর। মেহেরপুর থাইক্যা জব্বর খবর আইছে। সেখানে এক হাজার শরণার্থী ফিরে এসেছে। জেনারেল নিয়াজী হেলিকপ্টারে দৌড়ালেন। যেয়ে দেখলেন তার রাজাকারের দল Reception counter-এ মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। এক হাজার লোক তারা ঠিকই পেয়েছে। রাতে তাদের ভালো করে খাওন-দাওনের পর হেই কামের জন্য নেয়া হয়েছিল। কিন্তু হায় আল্লাহ্! এগুলো তো বাংলায় কথা কয় না, এগুলো উর্দূতে কথা কয়! নিয়াজী অক্করে পিঁয়াজী হয়ে গেলেন। লগে লগে order দিলেন ওসব কিছু বুঝি না। 'হামকো বাঙালি রিফ্যুজি চাহিয়ে। ও লোগ আগর নেহি আতা হ্যায় তো গাঁও সে পাকড়কে লাও।' তারপর বুঝতেই পারছেন হেগো কারবারটা।

বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় এখন জ্যান্ত লোক ধরবার জন্য হা-ডু-ডু খেলা শুরু হয়ে গেছে। জাতিসংঘের প্রতিনিধি আসার আগেই এসব Reception counter বাঙালি দিয়ে ভরে প্রমাণ করতে হবে যে, শরণার্থীরা পাকিস্তান পা-পা-পায়েন্দাবাদ বলে ফিরে আসতে শুরু করেছে। আর তা হলেই কাম্ ফতে। কোটি কোটি টাকার সাহায্য আসবে। 'হারবান দেখতে চমৎকার ভাই, হারবান দেখতে চমৎকার।'

আর এদিকে টিক্কা খান সবার উপরে টেক্কা মেরে দিয়েছেন। তিনি বাঙালি শরণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন, 'আপনারা আইস্যা দেখুন আপনাদের আত্মীয়স্বজনরা কি সোন্দর দেশ গঠনের কামে লাইগ্যা পড়ছে।' আত্মীয়স্বজনরা বাঁইচ্যা থাকলে তো কাম করবো? নাকি মরা মানুষও আইজ কাইল কাম করে!

কিন্তু বেচারা টিক্কা করবে কি? জাঁতি আর কোবানির চোটে অহন আর মুখ দিয়া অক্করে খই ফুটতাছে। তাই টিক্কা সাব এখন সবাইকে ডেকে পাঠিয়েছেন। উনি বৈষ্ণব হয়েছেন।

তাই আগেই কইছিলাম হেগো দিয়া কিচ্ছুই বিশ্বাস নেই। হেরা হগল কাম করতে পারে। হেরা যে কোনো দিন অক্করে পগার পার হইতেও পারে। কেননা হেই টাইম তো আইস্যা গ্যাছে।

# ১৮

**১২ জুন ১৯৭১**

আজ একটা ছোট্ট কাহিনী দিয়ে শুরু করা যাক। সেটা ছিল ১৯৫৪ সাল। আমি তখন ঢাকার ওয়ারী এলাকায় থাকি আর একটা বাংলা কাগজে সাংবাদিকতা করি। প্রথম

সাধারণ নির্বাচনের ডামাডোলে সমগ্র পূর্ব বাংলা তখন সরগরম হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় সরকার নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রায় হাজার কয়েক যুক্তফ্রন্ট কর্মীকে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করে বসলো। কিন্তু তবুও হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী অভিযান অব্যাহত থাকলো। ঠিক এমনি একটা সময়ে ঢাকার নারিন্দা এলাকায় একটা জনসভায় গিয়ে হাজির হলাম। যুক্তফ্রন্টের সভা। তাই অসংখ্য লোক হয়েছে এ সভায়। একের পর এক বক্তারা সব বক্তৃতা করে গেলেন। এরপর সভা মঞ্চ থেকে ঘোষণা করা হলো, আপনাদের মধ্যে কেউ কিছু বলতে চাইলে আসতে পারেন। হঠাৎ করে দেখলাম গলায় মোটা তাবিজ লাগানো একজন ঢাকাইয়া ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার কিছু কওনের আছিল।'

সভার উদ্যোক্তারা ভদ্রলোককে জায়গা করে সভামঞ্চে নিয়ে এলেন। এরপর শুরু হলো সেই বক্তৃতা। কেন জানি না আজ সতেরো বছর পরেও এ ঢাকাইয়া ভদ্রলোকের বক্তৃতা মনে রয়েছে। ভদ্রলোক শুরুতেই বললেন, 'ভাইসব বাপ-মায়ে লেখাপড়া হিকায় নাই, তাই আপনাগো মতো লেখচার দিবার পারুম না। তয় আপনাগো কিছু মেছাল হুনামু।' পাশের লোককে জিজ্ঞেস করে জানালাম 'মেছাল' শব্দের অর্থ গল্প। বক্তা বলেই চলেছেন 'আমাগো মহল্লার মইধ্যে এক ছ্যামরায় নতুন সাদী করছে। হেই ছ্যামরা অহন হউর বাড়ি যাইবো। খুব সাইজ্যা-গুইজ্যা রওনা অইছে। যাওনের আগে হের মায়ে কইলো 'দেখ কাউল্যা, হউর বাড়ি যাইতাছোস যা, কিন্তুক একটু শরিয়ত মাইনা চলিস্।' কাউলা কইলো 'আম্মা এই শরিয়তটা কেমন এলায় একটু বুঝায়্যা দেন।' 'আবে কাউলা হেইড্যা বুঝলি না? এই যে কিস্তি টুপি হাতে দিলাম, এইড্যারে মইরা গেলেও মাথায় থনে ফ্যালাইবি না। এলায় বুঝছস্।'

ছ্যামরার হউর বাড়ি আরেক গেরামের মইধ্যে। যাওনের টাইমে একটা নদী পার হইতে হয়। কাউল্যা যহন নাও দিয়া নদী পার হইত্যাছিলো, তহন আত্‌কা মাথার টুপিডা হাওয়ার চোটে অক্করে উড়াল দিয়া পানির মধ্যে পড়লো। কাউলা তো মাথায় হাত দিয়া বইলো– এলায় করি কি? আম্মায় কইছে শরিয়ত ঠিক রাহিস। মাথার টুপিডা য্যান ঠিক থাকে। তাই অনেক চিন্তা করণের পর কাউলার মাথায় এক জব্বর প্ল্যান আইলো। হে করলো কি পেন্দনের তপনডা খুইল্যা মাথায় বাইন্দ্যা ফ্যালাইলো। হের পর ঘাটে নাইম্যা টিনের সুটক্যেসডা হাতে লইয়্যা হউর বাড়ি রওনা হইল। এদিকে হইছে কি কাউলার হাউড়ী খিড়কি দিয়া দেখত্যাছে এক পাগলায় মাঠের মধ্যে দিয়া হের বাড়ির দিকে আইত্যাছে। কাছে অওনের পর হাউড়ী অক্করে ভিমড়ি খাইয়া পড়লো। কি লজ্জা, কি লজ্জা! এইডাতো পাগলা না– এইড্যা হের দামান্দ। এদিকে কাউলা চিল্লাইতাছে 'আম্মা আমি কিন্তুক শরিয়ত ঠিকই রাখছি। গতর খালি অইলে কি অইবো, মাথার মাইধ্যে কাপড় ঠিকই রাখছি।'

নরঘাতক ইয়াহিয়ার এখন কাউলার অবস্থা, গণতন্ত্রকে দলিত-মথিত করে, কয়েক লাখ আদম সন্তানকে নির্বিচারে হত্যার পর যখন বাংলাদেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে,

আর মুক্তিফৌজের আন্ধারিয়া মাইরের চোটে যখন হানাদার বাহিনীর নাভিশ্বাস শুরু হয়েছে আর অর্থনৈতিক দুরাবস্থা ইসলামাদাদের জঙ্গী সরকারকে উন্মাদ করে তুলেছে, তখন সেনাপতি ইয়াহিয়া ইসলাম, শরিয়ত আর সংহতির বিভ্রান্তিকর শ্লোগানকে সম্বল করে বিশ্বের দরবারে যেয়ে হাজির হয়েছেন। সমগ্র গণতান্ত্রিক বিশ্ব ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের নায়ক জল্লাদ ইয়াহিয়া খান এখন ভণ্ডামীর মুখোশ পরে কীটদষ্ট রক্তমাখা নরখাদকের চেহারাটা লুকাবার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন।

যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিবেক জাগ্রত হয়ে তথাকথিত পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু বাঙালি জাতির স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নেওয়ার জন্যে বুলন্দ আওয়াজ তুলেছে, তখন সেনাপতি ইয়াহিয়া পাঁচ লাখ মানুষের কংকাল মাথায় বিশ্বের দরবারে নির্লজ্জ আর বেহায়ার মতো এখনো চেঁচিয়ে চলেছে 'আমি কিন্তুক শরিয়ত ঠিকই রাখছি– পেন্দনের তপনডা খুইল্যা মাথায় বাইন্দ্যা ফালাইছি।' কিন্তু হায় ইয়াহিয়া, তুমি যে একবারে ন্যাংটা। তুম্ আভি একদম ন্যাংগা হ্যায়। তুমহারা শরিয়ত আওর হামলোগকা শরিয়ত্‌মে আস্‌মান-জমিনকা ফারাক হো গিয়া হ্যায়। তুম আভি কাউলা বন গিয়া।

# ১৯

**১৩ জুন ১৯৭১**



সারছে রে সারছে! হেগো কামডা সারছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া অক্করে চিৎ হইয়া পড়ছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এখন চোখে মুখে সরষের ফুল দেখতে শুরু করেছেন। একাশি নম্বরের সামরিক বিধি একেবারে ব্যুমেরাং হয়ে নিজেদের গায়ে এসে লেগেছে। পাকিস্তানের ধ্বসে পড়া অর্থনীতিকে সামাল দেয়ার উদ্দেশ্যে আর বাঙালিদের শায়েস্তা করবার জন্যে সামরিক জান্তা রাতারাতি পাঁচশ' ও একশ' টাকার নোট বেআইনী ঘোষণা করে যে বগল বাজিয়েছিলেন, সেই বগল অহন অক্করে ফাইট্টা গেছে। করাচী থেকে একটা মার্কিন সংবাদ সরবরাহ সংস্থা খবর দিয়েছে যে, সেখানকার রাস্তাঘাট ও নালাগুলো হাজার হাজার পাঁচশ' ও একশ' টাকার নোটে ভরে গেছে। কি চমৎকার ব্যবস্থা। ইয়াহিয়া সরকার কলমের এক খোঁচায় ভানুমতীর খেল দেখিয়েছেন। আর খেল্ না দেখিয়েই বা উপায় কি? দিনকে দিন পরিস্থিতি যা দাঁড়াচ্ছে, তাতে এখন যে একেবারে গ্যাঁড়াকলের অবস্থা।

এদিকে পেশোয়ার আর কোয়েটা থেকে খুবই খারাপ খবর আইছে। ইরান ও আফগানিস্তানের সীমানা বরাবর কাস্টম্‌স Checking দারুণভাবে কড়াকড়ি করবার নির্দেশ হয়েছে। কেননা এলায় হেগো পালা। সেখানকার শিল্পপতি আর ব্যবসায়ীরা সব সোনা পাচার করতে শুরু করেছে।

কেন আপনাগো আবার কি অইলো? এর মধ্যেই ইয়াহিয়া সরকারের উপর আস্থা

হারিয়ে ফেল্‌লেন? বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে পশ্চিমা শিল্পপতিদের ভাগো হুয়া রুস্তমের একটা অর্থ বুঝি। কেননা এখানকার কারবার লাটে উঠেছে। এছাড়া দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, সাতক্ষীরা এমনকি খোদ ঢাকা শহরেই যখন Action মানে কিনা গেরিলা Action শুরু হয়েছে আর মুক্তিফৌজের কোদালিয়া মাইর শুরু হইছে, তহন টাইম থাকতে কাইট্যা, পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু করাচী, লাহোর, কোয়েটা, পেশোয়ার থেকে পাত্‌তাড়ি গুটাবার অর্থডা কি? নাকি সেখানেও হেই কাম Begin হয়ে গেছে!

করাচীর কনট্রাকটারদের মাথা চামড়াতে শুরু করেছে। জুন মাসের মাঝামাঝি। তবু মাল-পানির দেখা সাক্ষাৎ পর্যন্ত নেই। অর্থাৎ কিনা Government থেকে কোনো পেমেন্টই হয়নি– হবার সম্ভাবনাও নেই। এর সঙ্গে সঙ্গে আবার এখন থেকে ব্যাঙ্কের টাকা তোলাই বন্ধ ঘেষণা করা হয়েছে। এখন বুঝুন কেস্‌টা কি? বাংলাদশে যুদ্ধ চালাতে গিয়ে ইয়াহিয়া সা'ব অক্করে পাগলা হয়ে গেছেন। পশ্চিমা দেশগুলোর কাছ থেকে ধার-কর্জ পাওয়ার কোনো আশা নেই দেখে এবার 'মুসলমান, মুসলমান ভাই ভাই' শ্লোগান দিয়ে জঙ্গী সরকার আরব দেশগুলোর কাছে একটা Chance নিতে চাচ্ছে। করাচী আর ইসলামাবাদে এখন একেবারে সাজ সাজ রব উঠে গেছে।

শিল্পপতি আর ব্যাংকারদের একটি প্রতিনিধিদল সৌদী আরব, সিরিয়া ও কুয়েত সফরে যাবেন। সেখান থেকে ১০ কোটি ডলার ধার আসবে। গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল। নিজেদের Idea তে নিজেরাই ফাল পাড়তে শুরু করেছেন। সৌদী আরবের কাছ থেকে ছ'কোটি আর সিরিয়া ও কুয়েতের কাছ থেকে চার কোটি– এই হচ্ছে একুনে দশ কোটি ডলার। বড় বড় গোঁফ আর ভুঁড়িওয়ালা জেনারেলদের মুখ থেকে লালা পড়তে শুরু করেছে। যদি আবার কিছু মাল-পানি কামানো যায়।

কিন্তু একি? মধ্য প্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো আবার এর মধ্যেই বাকিতে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। তাদেরও ঘটে কিছু বুদ্ধি আছে তো। নাকি তাও নাই? ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের স্টেট ব্যাংক অক্করে সাফা হওনের খবরেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমি বলি কি ব্রাদার কসাই– থুক্কু ব্রাদার ইয়াহিয়া একডা কাম্‌ কর্‌বাইন। হগ্‌গলেই যখন আপনারে ট্যাহা দিতে চায় না– তহন এলায় কাবুলীয়ালাগো কাছে একবার Chance লউন। আপনার পেয়ারা এম.এম. আহম্মক্‌কে এবার তোরখামে পাঠিয়ে দিন। কপালডা ভালো থাকলে কিছু মাল-পানি পেতেও পারেন। যা পারেন গুছিয়ে নিন।

কেননা এদিকে চট্টগ্রাম, কুমিল্লা আর ঢাকায় জোর হ্যান্ড গ্রেনেড ছোড়া হয়েছে। ঢাকা, কুমিল্লা আর নোয়াখালীর গ্রামাঞ্চলে আবার দিব্বি জয় বাংলার পতাকা উড়ছে। কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, সাতক্ষীরা আর সিলেটে বিচ্ছুর লাহান পোলাগুলা আরামসে মেসিনগান কাঁধে ঘুরতাছে।

এদিকে আপনার হানাদার বাহিনীর সোলজাররা লুট করা টাকার শোকে আর মুক্তিফৌজের কোদালিয়া মাইরের চোটে আন্ধারের মধ্যে আইজ কাইল বাইর হওন বন্ধ

কইর‍্যা দিছে। হেরা তো শ্যাষ। বাংলাদ্যাশে হেগো উপর আজরাইলে আছর করছে। কিন্তুক আপনার লাইগ্যা পরানডা অক্করে ফাইট্টা যাইতাছে। সেইজন্য বলেছিলাম, সারছে রে সারছে। হেগো কাম্‌ড়া সারছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন অক্করে চিৎ হইয়া পড়ছে। আর হুইত্যা হুইত্যা ছাড়তাছে। মানে কিনা সামরিক বিধি ছাড়তাছে। একাশিডা হইছে। আর উনিশডা হইলেই শ্যাষ।

**১৪ জুন ১৯৭১**

চেইত্যা গেছেন। লাহোরের জামাতে ইসলামীর নেতা মওলানা আবুল আলা মওদুদী অহন অক্করে চেইত্যা গেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য বন্ধের প্রস্তাবের কথা শুনে মওলানা মওদুদী এখন একেবারে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছেন। তিনি বলেছেন, জাতীয় সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে ইয়াহিয়া সরকারের মার্কিন সাহায্য প্রত্যাখ্যান করা উচিত। শুধু তাই-ই নয় মওলানা সা'ব আরও বলেছেন যে, নিকসন-সরকারের মুখের উপর মার্কিন সাহায্য ছুঁড়ে ফেলে আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের এই মুহূর্তে তল্পিতল্পা গুটিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেয়া উচিত। পাকিস্তানী শিল্পপতিদের আদরের দুলাল মওলানা আবুল আলা মওদুদী এলায় গোস্বা করেছেন। পশ্চিমা দেশগুলা থেকে সাহায্য আসার ব্যাপারে সন্দেহ হওয়ায় মওলানা মওদুদী আগে থেকেই মাথার ঘোমটা টেনে মেহেন্দি মাখা দাড়ি লুকিয়ে অভিমান করেছেন। মওদুদী সা'ব করিৎকর্মা লোক। একবার লাহোরে তার জামাতে ইসলামী দল কাফের ফতোয়া দিয়ে প্রায় দশ হাজার কাদিয়ানী মুসলমানকে হত্যা করেছিল। শেষ পর্যন্ত সেখানে 'মার্শাল ল' জারি করে মেজর জেনারেল আজম খান জামাতওয়ালাদের ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করেছিলেন। আর নরহত্যার দায়ে বিচারে মওলানা মওদুদীর উপর ফাঁসীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠী ভবিষ্যতে কামে লাগতে পারে এই আশায় ফাঁসীর নির্দেশ বাতিল করে দিয়েছিল।

এরপর জামাতে ইসলামী দলের মাইনে করা আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদী তথাকথিত পাকিস্তানে মধ্যযুগীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জোর সুপারিশ করতে থাকেন। তাঁর মতে বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন করে মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা চালু করা উচিত। মেয়েদের লেখাপড়া সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। নাটক, সিনেমা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বেআইনী ঘোষণা করতে হবে। চুরি ডাকাতির শাস্তি হিসেবে জ্যান্ত মানুষের হাত কেটে দোররা মারতে হবে, আর অমুসলিমদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে 'জিম্মী' বলে ঘোষণা করতে হবে।

১৯৫৬ সাল। মওলানা আবুল আলা মওদুদী পৃথক নির্বাচনের শ্লোগানওয়ালা পতাকা কাঁধে ঢাকায় এসে হাজির হলেন। পল্টন ময়দানে বিরাট সভামঞ্চ তৈরী হলো।

আলাদা ডায়নামা ফিট করে ইলেকট্রিক লাইটের ব্যবস্থা। মঞ্চের উপর এক ইঞ্চি পুরু গালিচা পেতে সোফা সেট বসানো হলো। আর হুজুরদের পানের পিক ফেলবার জন্যে কুলুক-দান আনা হলো। সভাক্ষেত্র একেবারে লোকে লোকারণ্য। হল্‌কুম দিয়ে উচ্চারণ করে চমৎকারভাবে পবিত্র কোরান তেলাওয়াত করা হলো। এর পর হুজুর বাঙালি মুসলমানদের সবক্ দেয়ার জন্যে যেই মাত্র উর্দুতে মুখ খুলেছেন। আর যায় কোথায়? মাইর রে মাইর– গাজুরিয়া মাইর। হুজুর অক্করে 440yds রেসে ফার্স্ট হইয়্যা গেলেন। এক দৌড়ে কাপ্তান বাজারের কসাই পট্টি। এদিকে ভাঙ্গা সভামঞ্চের পাশে বেশি না আধফুট পরিমাণ ইটের স্তূপ আর কুলুক-দানগুলো উল্টে রয়েছে। পরদিনই মওলানা সাব লাহোর পালিয়ে গেলেন। চল্লিশ হাজার টাকা ব্যয়ে তার সাধের আম জলসার এই পরিণতি হলো।

এরপর মওলানা আবুল আলা মওদুদীর চোট্‌পাট্ পশ্চিম পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ থাকলো। আইয়ুব খান সামরিক অভ্যুত্থানের মধ্যে ক্ষমতায় আসলে জামাতে ইসলামী তাকে পূর্ণ সমর্থন দিলো। কিন্তু আইয়ুব খানের ফ্যামিলি প্ল্যানিং আর এক লগে চারটা সাদী বন্ধ করণের আইনে হুজুর খুবই খাপ্‌চুরিয়াস হয়ে উঠলেন। তাই আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সময় জামাত-আলারা শুধু একটা কামই করলেন। সেটা হচ্ছে, রাস্তার ধারের সমস্ত ফ্যামিলি প্ল্যানিং-এর সাইন বোর্ড ভেঙ্গে ফেললেন।

জেনারেল ইয়াহিয়া ক্ষেমতায় আসার পর মওদুদী সা'বের জামাত অক্করে আহ্লাদে আটখানা। কেননা আইয়ুব খানের যহন দম্ ফাট্‌ফাট্ অবস্থা, তখন একটা চিঠি লিখে তিনি সেনাপতি ইয়াহিয়াকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হস্তান্তর করলেন। কি অদ্ভুত আর অপূর্ব ব্যবস্থা। সেই চিঠিটা বগলে করে সেনাপতি ইয়াহিয়া দিব্বি এসে গদীতে বসে দেশবাসীর প্রতি ফরমান ঝাড়তে শুরু করলেন। ছাগলের দুইটা বাচ্চা দুধ খায় আর বাকীগুলো এমনি আনন্দে লাফাতে থাকে। পাকিস্তানের মওদুদী, ভুট্টো দওলতানার দল ছাগলের বাচ্চার মতোই ফাল্ পাড়তে শুরু করলেন।

১৯৭০ সালের পহেলা জানুয়ারি। সেনাপতি ইয়াহিয়া সমগ্র দেশে রাজনৈতিক কাজকর্ম করবার পারমিশন দিলেন। মওলানা মওদুদীর খুবই খায়েশ ঢাকার পল্টন ময়দানে চৌদ্দ বছর পর একটা জলসায় তকবির ফরমাবেন। যেমন চিন্তা তেমনি কাজ। জামাতে ইসলামীর মাইনে করা কর্মীরা সব কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। রং বেরং-এর অফসেটে ছাপা পোস্টারে ঢাকা শহর ছেয়ে গেল। চব্বিশটা বেবীট্যাকসিতে মাইক ফিট করে আমজলসার প্রচার করা হলো। বিরাট উঁচু ডায়াস তৈরি করে গালিচা পেতে আবার কুলুক-দানের ব্যবস্থা হলো। আর এবার ট্রাক বোঝাই করে চাকু, ছোরা ও লাঠি মসজিদের ওপাশটায় লুকিয়ে রাখা হলো। হুজুরের আম জলসার এগুলো হলো সরঞ্জাম। এছাড়া মফস্বলের মক্তব-মাদ্রাসা থেকে পাঁচ টাকা দিন হিসেবে বিনা ভাড়ায় ট্রেনে করে তালবেলেম আনা হলো। হাজার হাজার লোক পল্টনে এসে হাজির হলো।

সভার উদ্যোক্তাদের দিল আনন্দে একেবারে ভরে উঠলো। কিন্তু একি? মাইকে

অবিরাম চিৎকার করা সত্ত্বেও কেউই বসতে রাজী নয়। জলসার শুরুতেই চট্টগ্রামের জামাতে ইসলামীর আমীর উর্দুতে খালি একটা লাইন বলেছেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানরা সব হিন্দু হয়ে যাচ্ছে। ব্যাস্ ওইখানেই Full Stop. বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। আপনারা মনে করবেন না যে পানির বৃষ্টি। এটা হচ্ছে ইটের বৃষ্টি। আরে ইটরে ইট! হাজারে হাজার ইট এসে পড়তে লাগলো। ওদিকে মাইকে অবিরাম চিৎকার হচ্ছে 'ভাইসব বদরের জঙ্গ শুরু হয়ে গেছে। আপনারা ইয়া আলী বলে লাঠি-ছোরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন।' কিন্তু কিসের কি? এদিকে নারায়ে তকবির আর জয় বাংলা শ্লোগানের মধ্যে ইটের চোটে হুজুররা সব মতিঝিলের দিকে ভাগোয়াট্। লড়াই শেষ হলো। দু'জন নিহত আর ১০৬ জন আহত। বাঙালিদের জাত তুলে গালাগালি দেয়ার পরিণতি।

এটাই শেষ। এরপর মওলানা মওদুদীকে আর ক্রেন দিয়ে টেনেও ঢাকায় আনা যায়নি। ১৯৭০-এর ইলেকশনের রেজাল্ট হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে সাত আর বাংলাদেশে রসগোল্লা অর্থাৎ শূন্য। একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। এক ছেলে পরীক্ষায় Result out হবার পর বাপের কাছে Progress রিপোর্ট দেখাচ্ছে। বাপ বললো, 'ইংরেজিতে মাত্র চার পেয়েছিস।' ছেলেটা উত্তর দিলো 'হ্যাঁ'। এরপর বাপ আবার জিজ্ঞেস করলো, 'একি, অংক যে শূন্য পেয়েছিস।' ছেলেটা গম্ভীরভাবে জবাব দিলো, 'ইংরেজিতে ভালো Result করলে অঙ্কে একটু খারাপই হয়।' মওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামীর এবারের নির্বাচনে এরকমই Brilliant Result হয়েছে।

এহেন মওলানা মওদুদী যে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় হানাদার বাহিনীর কুফা অবস্থায় একটু চেইত্যা যাবেন তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। এর মধ্যে মুক্তিফৌজ আবার অনেক ক'টা জামাত নেতাকে কোতল করেছে। আর বাকিগুলোকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাই বলেছিলাম, চেইত্যা গেছেন। লাহোরের জামাত ইসলামীর আমীর মওলানা মওদুদী অহন অক্করে চেইত্যা গেছেন।

**১৬ জুন ১৯৭১**

ওদিকে দম্ মওলা কাদের মওলা হয়ে গেছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের ভাণ্ডটা ফুটা হয়ে গেছে। কত কষ্ট আর পেরেশানের মধ্যে প্ল্যান করা হলো। রাস্তাঘাটে যাতে করে হানাদার বাহিনীর নৃশংসতার চিহ্ন দেখতে না পায়, তার জন্যে হেলিকপ্টারে সফরের ব্যবস্থা হলো; অন্য কাজ বন্ধ রেখে বেছে বেছে ভদ্রলোকের মতো চেহারাওয়ালা আর চৌকশ কথা বলতে পারে এমন সব অফিসারদের পাঠিয়ে কসাইখানাগুলো– আরে নাঃ নাঃ নাঃ Reception counter- গুলো সাজানো হলো। আর কত কষ্টে গেরামের মধ্যে থেকে কিছু জ্যান্ত বাঙালি ধরে এনে রিফ্যুজি হিসেবে দেখানো হলো। বেডাদের পোলাও-কোর্মা কত কিছু খাওয়াইয়া খুশি করা হলো! আর সেই বেডাগুলা কিনা মাত্র

ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে উল্‌ডা-পাল্টা কথা কইলো। কলিকাল, অহন অক্করে কলিকাল পড়ছে। না অইলে, হের জাতভাইগো দিয়া কত রকমের কথা কওয়াইয়া হেগো চ্যাতইলাম। তবুও বেডাগুলা অওগ্‌গা কথার মধ্যে আমাগো আসল কামডা সারলো।

হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন। জাতিসংঘের শরণার্থী হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানের কথাই বলছি। বেচারা সদরুদ্দিন। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় Reception counter গুলোর ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে অবস্থা দেখে চমৎকৃত হয়েছেন। বার বার করে সেই সার্টিফিকেটই দিলেন। বললেন, ইসলামাবাদ সরকার বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় আসল শরণার্থীদের জন্য জব্বর এন্তেজাম করেছেন। ভাইয়া লোকসব 'হায় বাঙালি! হায় বাঙালি! বলে জিগির তুলেছেন। কেননা অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে বাঙালি শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনতে না পারলে, বিশ্বের সমস্ত দেশের সাহায্য সব হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে।

তাই দশ লাখ বাঙালিকে হত্যা, পঞ্চাশ লাখকে দেশত্যাগ আর দু'কোটি বাঙালিকে বাস্তুচ্যুত করবার পর সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এখন নতুন ভ্যাস্‌ ধরেছেন। তারস্বরে চিৎকার করেছেন, 'ভাইসব আইস্যা পড়ুন। আইস্যা দেখফাইন, আনাগো লাইগ্যা কেমন সুন্দর ব্যবস্থা করছি।' শুধু এখানেই শেষ নয়, জঙ্গী সরকার এবার জাতিসংঘের কাছ থেকে কিছু মাল-পানি কামাবার জন্য একটা নতুন প্ল্যান Submit করেছে। ইয়াহিয়া সরকার বলেছে, দেশের সংহতি রক্ষার জন্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে দু'কোটি লোককে বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে, তাদের পূনর্বাসনেরর জন্যে টাকা চাই। কি অদ্ভুত এ অপূর্ব যুক্তি। একথাটা প্রকাশ করে প্রিন্স সদরুদ্দিন বলেছেন যে, ঢাকায় তার প্রতিনিধি এখন এই পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখছেন। ইয়াহিয়া সরকার এখন লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে বসে আছেন। টাকা, টাকা করে হগ্‌গল কথাই ফাঁস করে দিয়েছেন।

এরা প্রথমে বলেছিল যে, ভারত সরকার মিথ্যে কথা বলছে। কোনো শরণার্থীই সীমান্তের ওধারে যায়নি। কলকাতার ফুটপাথ থেকে কিছু বেকার লোককে ধরে এনে শরণার্থী শিবিরে রেখে ভারত Propaganda চালাচ্ছে। কিন্তু যখন সমস্ত বিশ্ব একমত হয়ে মত প্রকাশ করলো যে, মানবজাতির ইতিহাসে এত অল্প সময়ে এত বেশি শরণার্থী আর কোনো সময় দেশত্যাগ করেনি। অমনি সোনার চাঁদ পিত্‌লা ঘুঘুর দল বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় অক্করে Reception counter খুইল্যা মেসিনগান– মাফ করবেন, মাইক ফিট করে বইস্যা রইলেন। আর সদর ইয়াহিয়া বলতে লাগলেন 'আসল পাকিস্তানীরা' ফিরে আস্‌লে তার কোনোই আপত্তি নাই। যেমন উনি ধরে নিয়েছেন তার এই দাওয়াতের চোটে লাখ লাখ বাঙালি শরণার্থী ফিরে আসবেন। শুধু তাই-ই নয়। এর সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার ভারতীয় নাগরিকও এসে হাজির হবেন। কি চমৎকার চিন্তাধারা। মুরগি ঠোটের মধ্যে চাক্কু লইয়া ফেকু ওস্তাগার লেনে অনেক পেরেশান কইর‌্যা কসাই-এর বাড়িতে হাজির হইলো। অহন খালি কষ্ট কইর‌্যা আড়াইড্যা পোঁচ

দেওন বাকি আর কি!

এদিকে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এত দিনে কবুল করলেন যে, হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর ঝাঁপায়ে পড়ায় বেশি না মাত্র দু'কোটি লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে। এদের দোহাই পেড়ে যদি জাতিসংঘের কাছ থেকে কিছু খসানো যায়। কেননা মাল-পানির অভাবে যে ওদের অবস্থা এখন একেবারে ছেরাবেরা হয়ে গেছে। হানাদার বাহিনীর লোকদের এর মধ্যেই পুরো বেতন দেয়া আর সম্ভব হচ্ছে না। শতকরা পঁচিশ ভাগ বেতন আজকাল কি বলে Defence Savings Certificate-এ দেয়া হচ্ছে। এভাবে ভাড়াটিয়া হানাদার বাহিনীকে কতদিন ঠিক রাখা যাবে কে জানে? অবশ্য টিক্কা সাব' এদের বলেছেন, যা পারো লুটে নাও। কিন্তু কারবারটা আরেক জায়গায় খতর নাক হয়ে গেছে। পাঁচশ' আর একশ' টাকার নোট বেআইনী করায় হানাদার বাহিনী এখন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন যে এতদিন ধরে তারা টাকা মনে করে যা লুট করেছিলেন– সেগুলো টাকা নয়– সেগুলো হচ্ছে কাগজ। তাই পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় একেবারে হাহাকার পড়ে গেছে। চারদিকে শুধু একটাই আওয়াজ 'ইয়া আল্লাহ্ গজব নাজেল হো গিয়া। হায় ইয়াহিয়া তুমনে ইয়ে কেঁউ কিয়া? যাক, যা বলছিলাম। সাংবাদিকরা হচ্ছে যত নষ্টের মূল। জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন আগাখান গত মঙ্গলবার পশ্চিমবাংলার রিফিউজি ক্যাম্পগুলো পরিদর্শন করতে গেলে সাংবাদিকরা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে হেতাইনেরে অক্করে কাইত কইর্যা ফেলাইছেন। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, কত শরণার্থী ফিরে গেছে? প্রিন্স একটু মিষ্টি হেসে বললেন, 'তা তো বলতে পারি না। ওরা যে Figure দিয়েছে, সেটাই আমাদের গ্রহণ করতে হয়েছে।'-আবার প্রশ্ন হলো, 'ঢাকা, যশোর, কুমিল্লা প্রভৃতি জায়গায় কি আপনি বাংলাদেশের ভয়াবহ চেহারা দেখেননি?' এবারে উত্তর এলো, 'যেখানে এত বড় একটা ঘটনা ঘটলো, তার চিহ্ন কি এত তাড়াতাড়ি মুছে ফেলা যায়। সেখানে আমি অনেক পোড়া ঘরবাড়ি দেখেছি।' লাখ লাখ সর্বহারা শরণার্থীদের মাঝ দিয়ে প্রিন্স সদরুদ্দিন যখন গাইঘাট শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করছিলেন, তখন হঠাৎ করে এক তরুণী–নাম তার হাসিনা– একটা এগারো মাসের বাচ্চা কোলে প্রিন্সের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার স্বামী সিরাজুল হক ছিলেন ঢাকার রমনা থানার দারোগা। ২৫শে মার্চ রাতেই নরপশুর দল রমনা থানা আক্রমণ করে আমার স্বামীকে হত্যা করেছে। আমার সোনার সংসার জ্বালিয়ে দিয়েছে। কিন্তু ক্যানো? কে এর জবাব দেবে? কে এর ক্ষতিপূরণ করবে?'

কোনো জবাবই দিতে পারলেন না প্রিন্স। শুধু ক্ষণিকের তরে চোখ দুটো তাঁর ছল ছল করে উঠলো। এরপর সদরুদ্দিন আগাখান সাংবাদিকদের বললেন, 'শরণার্থীদের দেশে ফিরে যাওয়াই হচ্ছে সমস্যার সবচেয়ে সন্তোষজনক সমাধান।' সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হলো, 'কিন্তু কেমন করে ফিরে যাবে?' প্রিন্স বললেন, 'আমি রাজনীতির বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে চাই না। আমার এজেন্সি মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ।' বনগাঁ হাসপাতালে গুলিবিদ্ধ শরণার্থীদের আর্ত চিৎকারে তিনি ক্ষণিকের তরে দো-মনা হয়ে পড়লেন। পকেটের সাদা

রুমালটা বের করে মুখের ঘাম মুছে বেড়ে শুয়ে থাকা যশোরের কোট চাঁদপুরের বৃদ্ধা পুঁটি মনির বুলেটে ঝাঁঝরা হওয়া পা-দুটোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।

আবার তাঁর যাত্রা শুরু হলো। এবার বয়ড়া সীমান্ত। কিন্তু পথেই হেলেঞ্চায় একদল শরণার্থী তাঁর গাড়ি থামিয়ে দিলেন। একজন ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বললেন, 'মাত্র গত বুধবার যখন নরঘাতকের দল তার গ্রাজুয়েট ভাইকে মাটির নিচে গলা পর্যন্ত পুতে মেসিনগান চালিয়ে হত্যা করলো, তখন তারা নিঃস্ব হয়ে সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে।' দুপুরের কড়া রোদের বয়ড়া সীমান্তে দাঁড়িয়ে সদরুদ্দিন আগাখান দেখলেন তাঁর সামনে দিয়েই বাঙালি শরণার্থীদের কাফেলা এগিয়ে আসছে। ওরা হিন্দু নয়, ওরা মুসলমান নয়, ওরা মানুষ, ওরা আল্লাহ্‌র বান্দা। ওদের ফরিয়াদে খোদার সাত আসমান পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে। তাঁর সঙ্গের সাংবাদিকরা প্রশ্ন করতেই তিনি বললেন, 'শরণার্থীরা দেশে ফিরে গেলে আমি নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারি না। আমি তো আর Prophet নই।' তাই বলেছিলাম ওদিকে দম মওলা, কাদের মওলা হয়ে গেছে। প্রিন্স সদরুদ্দিন অউগৃগা কথার মধ্যে হেগো আসল কামডা সাইর‍্যা ফ্যালাইছে।

# ২২

**১৭ জুন ১৯৭১**

আজ-আর একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। মেয়ের বিয়ে। তাই মেয়ের বাবা তার হবু জামাই-এর চরিত্র সম্পর্কে খোঁজ নিচ্ছিল। গ্রামের একজন মাতব্বর গোছের লোকের কাছে ছেলের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেই মাতব্বর সাহেব বললেন, 'পোলাখান অক্করে সোনার লাখাল, তয় একটা কথা আছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ছেলে যখন সোনর মতো তখন আবার এর মধ্যে কিন্তু রয়েছে কেন?'

—'না, না, না, আমি কইছিলাম কি পোলাডা তো ভালোই, কিন্তু একটুক্ পিঁয়াজ খায়।'

'সে কি কথা আজকালকার ছেলেপেলে একটু পিঁয়াজ-টিয়াজ তো খাবেই।'

'খালি পিঁয়াজ খাইলে তো আপনারে কোনো কিছুই কইতাম না।'

তার মানে?

'না— এই আর কি? যখন একটুক বেশি ঝাল্‌টাল্ দিয়ে গোস খায় তহন একটুক পিঁয়াজ খাইতেই হয়, কি কন?'

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আজকালকার ছেলেরা মাংস খাবে না সেটা কি করে সম্ভব?'.

মাতব্বর সাহেব মাথাটা খাউজাইয়া বললেন, 'না, কইছিলাম কি যখন একটুক পানিটানি খাওনের খায়েশ হয়, তহন এই ঝাল্‌গোস খায় আর কি?'

মেয়ের বাবার চোখ জোড়া ততক্ষণে চশমা ভেদ করে প্রায় বেরিয়ে এসেছে। মাতব্বর ভদ্রলোক তখন মাটির দিকে তাকিয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে মাটির মধ্যে আঁচড় কেটে বললেন, 'পোলাটার আবার এই কামডাতে একটুক Habit হইছে কিনা। কিন্তুক আপনে ডরাইবেন না। পোলাখান অক্করে সোনার লাখাল।'

সেনাপতি ইয়াহিয়ার এখন এই পোলার অবস্থা। মানুষ মারার ব্যাপারে তার আবার Habit হইয়া গেছে। উনি অহন চাক্কু-ছোরা লইয়া বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় Reception counter খুইল্যা বইয়্যা আছেন। কি বললেন Reception counter? কিন্তু এর আগে তো কখনও এ ধরনের জিনিস আর দেখিনি? 'না– এই আর কি? পঞ্চাশ লাখ বাঙালিকে দেশের থনে খেদাইবার পর আবার দাওয়াত করতাছেন।' কেন আবার দাওয়াত কেন? 'মুরুব্বী গো কাছ থনে প্যালা খাইছে। অবশ্য পহেলা কইছিল– হেইগুলো বাঙালি রিফিউজি না– হেইগুলো কইলকাত্তার ফুটপাতের মানুষ। হের পরে কয়, না পঞ্চাশ লাখ না–হাজার চল্লিশেক হইবার পারে। এলায় যখন সমস্ত দুনিয়ার মাইনষে কইছে যে, পঞ্চাশ লাখ বাঙালিই হিন্দুস্তানে চইল্যা গেছে, তখন দম খিছ্চ্যা খালি দোয়া দরুদ পড়তাছে। তা বলছিলাম কি, এই বাঙালি লোকগুলোকে তাড়িয়ে দিলো কেন?– 'তাড়াতে হয়নি এরা নিজেরাই ভাগ্ছে।'

'কেন– ভাগবার মতো কি হয়েছিল?'

'না বেশি কিছু না। এগো বাড়িঘর সব লুট কইরা জ্বালাইয়া দিছে।

'এতেই লোকগুলা ভাইগ্যা গেল?'

'না, সা'ব এগো বাজারের দোকানগুলো সব মোস্লেম লীগ, জামাত আর বেহারীরা দখল করলো?'

'মিলিটারির কাছে কইলে তো বিচার করতো?'

'কি কইলেন মেলিটারি করবো বিচার? হ-অ-অ মেলিটারি সোন্দর বিচার কাইর‍্যা হেগে জোয়ান মাইয়্যাগুলারে লইয়া গ্যাছে।'

'তা ওদের ছেলেগুলা কি করলো?'

'হেই পোলাগুলারে গুলি কইরা মাইর‍্যা ফ্যালাইছে। বাকিগুলা মুক্তিফৌজ হইছে।'

'এতেই পঞ্চাশ লাখ লোক সীমান্তের ওপারে চলে গেল?' বাকি লোক সব করলো কি?'

'হেরা সব টাউন বন্দর আর রাস্তার দুই পাশ থাইক্যা গেরামের মধ্যে পলাইছে।'

'এদের সংখ্যা তো আর বেশি হবে না?'

'না– তেমন আর বেশি কি, কোটি দু'য়েক হইব আর কি?'

'তাহলে এরা তো খেয়ে-পরে বাঁচবে, তাই না?'

'তা তো কইতে পারি না– তবে এইটুকু কইতে পরি যে, গেরামের মধ্যে চাল হইতাছে একশ' টিয়া মন, নুন পাঁচ টিয়া সের আর কেরাসিন গায়েব হইছে।'

'তাহলে টাকা দিলে তো জিনিষ পাওয়া যায় কেমন কিনা?'

'টিহা, টিহা পাইবেন কই?' পাঁচশ' আর একশ' টিহার লোট আর চলে না। এক টিক্কা লোটের দাম পাঁচ সিকা হইছে– অহন তো জিনিস বদলা-বদলি শুরু হইছে। আমাগো ব্যাংকের কারবার আর নাইক্যা।'

'তা এসব কথা ডি.সি.এস.পি.র কাছে বললেই পারেন?'

ডিসি, এসপি? হেগোতো মাইরা ফালাইছে, না হয় হেরাও ভাগ্‌ছে– অহন দাগী আর 'বি'–কেলাসীগো ডি.সি. বানাইছে। হেরাই অহন আগের ডিসি, আর এসপি গো ধরবার লাইগ্যা ঘুইরা বেড়াইত্যাছে। এলায় কেমন বুঝতাছেন, হেগো কাম কারবার?'

'এসব কেমন করে সম্ভব?'

'হোনেন, কইতাছি। পাকিস্তানের মধ্যেই বাঙালিরা এত বেশি হইলো কেন?– আর বেশি যখন হইছোসই তহন আবার শেখ সাহেব-এ ইলেকশনে হগ্‌গল সিট লইলো কেন? খান কুড়ি সিট যদি ছাইড়া দিতো?'

কি বললেন, গণতন্ত্রের আবার সিট ছেড়ে দেওয়ার কি আছে– তাহলে গণতন্ত্র কিভাবে হলো?'

'আরে আপনারে আর ক্যামতে বুজামু? পাহিস্তানে সবই সম্ভব। না হইলে দাগী আর 'বি' কেলাসিরা ডি.সি. হয়? আর ছোরা, চাক্কু, মেশিনগান সাজাইয়া Reception counter-এ হেগো দাওয়াত করে?'

তাই বলেছিলাম, 'সেনাপতি ইয়াহিয়া খানখান অক্করে সোনার লাখাল। কিন্তু একটু পৈঁয়াজ খায় এলায় বুজছেন কারবারটা কি হইত্যাছে।'

# ২৩

**১৮ জুন ১৯৭১**

চেইত্যা গেছে। ইসলমাবাদের জঙ্গী সরকারের প্রচার যন্ত্রগুলো অহন অক্করে চেইত্যা গ্যাছে। পশ্চিমা দেশগুলোর সংবাদপত্রে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার আসল খবরগুলো রোজ ফলাও করে ছাপা হওয়াতেই এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। করাচী বেতারকেন্দ্র এখন তিন ভাষায় উর্দু, বাংলা আর ইংরাজিতে গাল শুরু করেছে। Voice of America বলেছে, বাংলাদেশে পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী মানবতা বিরোধী এক কল্পনাতীত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। জেনারেল ইয়াহিয়া বাঙালি শরণার্থীদের দেশে ফিরে যাবার যে আহ্বান জানিয়েছেন আর জেনারেল টিক্কা সবাইকে ক্ষমা করে দেবার যে ঘোষণা করেছেন তা' চাতুরী ছাড়া আর কিছুই নয়। আসলে বাংলাদেশের পরিস্থিতির কোনো উন্নতিই হয়নি। লন্ডনের 'ডেইলি মেল' পত্রিকা বলেছে যে, এখন আমরা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পেরেছি কোন্ অবস্থায় ভীত সন্ত্রস্ত পঞ্চাশ লাখ বাঙালি দেশত্যাগ করেছে? ডেইলি মেল পাকিস্তান সরকারকে সন্ত্রাসবাদী সরকার হিসেবে আখ্যায়িত

করেছে। ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা লিখেছেন যে, সম্প্রতি জেনারেল ইয়াহিয়া একটা বৃটিশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দলের কাছে স্বীকার করেছেন যে, বাংলাদেশে তার সৈন্য বাহিনী খুবই দ্রুত Action নিয়ে চলেছে। 'ডেলি মিররে'র মন্তব্য, বাংলাদেশের ঘটনাবলী শুধুমাত্র উপমহাদেশের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে তাই-ই নয়– এর ফলে বিশ্বশান্তি পর্যন্ত বিঘ্নিত হতে চলেছে।'

এদিকে 'মাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা জাতিসংঘের কাছে আহ্বান জানিয়ে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে বাংলাদেশের সংকটের নিরসনের কথা বলেছেন। শুধু তাই-ই নয়– গার্ডিয়ান পত্রিকা ১৪ই জুনের এক সম্পাদকীয় নিবন্ধে জেনারেল ইয়াহিয়াকে বাংলাদেশে নিধনযজ্ঞ বন্ধ করে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবি জানিয়েছেন। গার্ডিয়ান পত্রিকা অবিলম্বে বাংলাদেশে শরণার্থীদের ফিরে যাবার পরিস্থিতি সৃষ্টির কথা বলেছেন। গডিয়ানের মতে পাকিস্তানের বর্তমান সংকট কোরিয়া, ভিয়েতনাম, প্যালেষ্টাইন আর বায়াফ্রার চেয়েও ভয়ঙ্কর ও ভয়াবহ।

এরপর আবার বিবিসি এ মর্মে তথ্য প্রকাশ করেছেন যে, দিন দশেক বিরতির পর আবার লাখ লাখ শরণার্থী বাংলাদেশের সীমান্ত অতিক্রম করতে শুরু করেছে। আর যায় কোথায়? সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের প্রচারযন্ত্রগুলো একেবারে রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেছে। অবিরাম ভাবে প্রলাপ বকে চলেছে। এই প্রলাপের ফাঁকে যেটুকু কথা পাওয়া যাচ্ছে তাতে বোঝা যায় যে, করাচী বেতার থেকে শুরু করে জঙ্গী সরকারের সমস্ত প্রচারযন্ত্রগুলো অহন অক্করে ঘাউয়া হয়ে উঠেছে। কেননা এখন এদের একটা মাত্রই দায়িত্ব যে, দুনিয়াকে বোঝানো বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে আর কেউই সীমান্ত পার হচ্ছে না। বরং হাজার হাজার শরণার্থী এখন বগল বাজাতে বাজাতে ফিরে আসছে।

কিন্তু মেহেরপুরে এক হাজার শরণার্থী ফিরে আসবার খবরে টিক্কা-সরকার একেবারে আহ্লাদে আটখান হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন তার বক্তৃতা আর রেডিও গায়েবী আওয়াজের propaganda-র চোটে সব ফিরে আসতে শুরু করেছে। ভালো করে Enquiry-র পর যখন দেখা গেল, যারা ফিরে এসেছে তারা তন্দুর রুটি আর শিক কাবাব খায়, তারা ডাহিনা মুড়া দিয়া ল্যাহে আর গোসলের কারবার করে না; তখন টিক্কা সা'ব অক্করে চিৎ হইয়া পড়ছেন। অহন উপায়?

সংগে সংগে Order হলো, বর্ডার সিল করে Bunker বানিয়ে শরণার্থী যাওয়া বন্ধ করো। আর গ্রামের মধ্যে থেকে বাঙালি ধরে এনে Reception counter ভরে ফেলো। দিন কয়েক কারবার ঠিকই চললো। কিন্তুক তার পরেই শুরু হলো মুক্তিফৌজের ক্যাচকা মাইর। মাইর রে মাইর– মাইরের চোটে মছুয়াগো লাশ ফালাইয়া সব ভাগোয়াট। কিন্তুক ভাগোয়াট মছুয়ারা গ্রামের মধ্যে নিরস্ত্র মানুষের উপর অত্যাচার চালালো। ফলে আবার লাখ লাখ বাঙালি শরণার্থী সীমান্ত পাড়ি দিতে শুরু করলো। বেচারা B.B.C. এই শরণার্থীদের সীমান্ত পাড়ি দেবার খবরটা শুধু ফাঁস করে দিয়েছে। আর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও

আমেরিকার টেলিভিশনে এসব ছবি দেখাতে শুরু করেছে। তাই জঙ্গী সরকার এখন গরম ঝাড়তে শুরু করেছেন। পশ্চিমা দেশগুলোর সংবাদপত্রের উপর ইয়াহিয়া সরকারের প্রচারযন্ত্রগুলোর বেধড়ক চোট্‌পাট্‌ শুরু হয়েছে। হলুদ রং-এর চশমা পরে এরা সমস্ত দুনিয়াটাকেই এখন হলদে দেখতে শুরু করেছে। কিন্তু গোলাম হোসেন, উপায় নেই গোলাম হোসেন। World Bank-এর একটা টিম সম্প্রতি চিটাগাং-এ গিয়ে দেখতে পেয়েছেন যে, হানাদার বাহিনী বেয়নেটের আগায় চিটাগাং পোর্টে কিছু অধ্যাপক আর শিক্ষিত লোককে কাজ করতে বাধ্য করেছে। বিশ্ব ব্যাংক টিম আরো দেখেছে যে, প্রায় শ'খানেক অবাঙালি শ্রমিক একটা কাপড়ের কল চালু করবার জন্য কি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই না চালিয়ে যাচ্ছে! ইপিআইডিসির একটা শিল্প প্রকল্পের সমস্ত শ্রমিকদের সংগে জাপানি কারিগরেরাও ভেগে গেছেন। সেখানে কিছু তেলাপোকা আর ইঁদুর ছাড়া আর কিছুই নেই।

বিশ্ব ব্যাংকের তদন্তকারী টিম একটা ট্যানারিতে যেয়ে হতবাক হয়ে দেখলেন কাঁচা চামড়া পাহাড় হয়ে পড়ে রয়েছে আর তার দুর্গন্ধে আশে পাশে এগুনো যাচ্ছে না। মার্চ মাসের পর কোনো আদম সন্তানই এ ট্যানারিতে পা বাড়ায়নি। তাই বিশ্ব ব্যাংক টিমের সদস্যরা চট্টগ্রাম শহরের মাঝ দিয়ে যাবার সময় জনশূন্য নগরী ও ধ্বংসস্তূপগুলো দেখে অবাক বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তাঁরা বুঝলেন, যে, ইসলামাবাদের আলোচনা আর সরেজমিনে তদন্তের মধ্যে আসমান-জমিনের ফারাক্। এসব ঘটনার আন্দাজ করেই এদিকে জাপান সরকার ঘোষণা করেছেন সব কিছুর পরিষ্কার রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে সাহায্য দেয়া সম্ভব হবে না। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও জঙ্গী সরকারকে সাহায্য দেবার ব্যাপারে তুমুল বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। তাই বলেছিলাম চেইত্যা গেছেন। হানাদার বাহিনীর আসল কাণ্ড-কারখানার কথা ফাঁস কইর্‌যা দেয়ায় সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের প্রচারযন্ত্রগুলো পশ্চিমা সংবাদপত্রের উপর অক্করে চেইত্যা গেছেন।

# ২৪

**১৯ জুন ১৯৭১**

ঝিমাইতেছেন। আমাগো জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'ব আইজ কাইল ঝিমাইতেছেন। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের কাজকারবার দেইখ্যা ভুট্টো সা'ব পহেলা গর্‌গর্‌ করছেন। হের পর অভিমান করছিলাইন। হ্যাষে গোস্বা কইর্‌যা বইস্যা ছিলেন– আর অহন ঝিমাইতেছেন। একটা ছোট গল্পের কথা মনে হয়ে গেল। বেশ কিছুদিন আগেকার কথা। ঢাকার মওলবী বাজারে এক ছ্যারায় মুরগি বিক্রি করতে এনেছে। মুরগিটার চুনা ব্যারাম হয়েছিল। তাই দুর্বল হয়ে পড়ায় একেবারে নেতিয়ে পড়ে ঝিমাচ্ছিল। এর মধ্যে একজন গ্রাহক এসে জিজ্ঞেস করলেন, এই ছ্যাড়া মুরগি বেচবি নাহি? তা কত লইবি?'

ছেলেটা তড়িৎ উত্তর দিলো, 'আপনার কাছে থোনে আর কত লইমু– সাতসিকা পহা দিয়েন কি? শেষ পর্যন্ত দরাদরির পর পাঁচ সিকায় রফা হলো। কিন্তু মুরগি নেয়ার আগের মুহূর্তে গ্রাহক ভদ্রলোক লক্ষ্য করে দেখলেন মুরগিটা অবিরামভাবে ঝিমুচ্ছে। তাই জিজ্ঞেস করলেন, 'আরে কি হইলো? তোর মুরগি দেহি খালি ঝিমাইতেছে।' ছেলেটা ফিক করে হেসে দিয়ে বললো, 'আরে কি কন সাব? মুরগি অক্করে ফার্স্ট কেলাস। তয় বুঝছেন নি, কাইল এই মুরগিটা হারা রাইত ধইর‍্যা কাওয়ালী হুনছে। তাই রাইতে ঘুম না হওনেই মুরগিটা অহন একটুক্‌খানি ঝিমাইত্যাছে। জান মোহাম্মদ কাওয়ালের কাওয়ালী আপনেও যদি কাইল হারা রাইত ধইর‍্যা হুনতেন, তা হইলে অহন আপনেও ঝিমাইতেন কিনা কন?'

ভুট্টো সা'ব এখন মুরগি হয়েছেন। গত আড়াইমাস ধরে তাঁর নেতা সেনাপতি ইয়াহিয়ার কাণ্ডকারখানা দেখে এখন তিনি ঝিমাইতে শুরু করেছেন। বেচারা এতদিন হাড়ে হাড়ে বুঝতে পেরেছেন যে, বাঘে একবার রক্তের গন্ধ পেলে মানুষের খোঁজে পাহাড় থেকে ধান ক্ষেতে নেমে আসে। তখন সেই বাঘকে হত্যা করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার যখন একবার ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষেমতার স্বাদ পেয়েছে, তখন এদের হত্যা না করা পর্যন্ত যে এরা গদী ছাড়বে না– সে কথাটা ভুট্টো সা'ব এতদিন মর্মে মর্মে উপলব্দি করেছেন।

বেচারা ভুট্টো ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য কত প্ল্যানই না করলেন? একবার বুদ্ধি করলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে পিপল্‌স পার্টি আর পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগ যখন বেশি সিট পাইছে তখন দু' এলাকায় দুটো দল ক্ষেমতায় আসলেই তো ল্যাটা চুকে যায়। আর সেনাপতি ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনী যখন পাকিস্তানে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল, তখন কেন্দ্রের ক্ষেমতাটা ওদের হাতে ছেড়ে দিলেই তো হয়। কিন্তু যত নষ্টের গোড়াই হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান। এ লোকটা খালি গণতন্ত্র, গণতন্ত্র বলে চেঁচিয়ে সমস্ত কেসডাই মার্ডার করে দিলো। Election-এ যখন জিতেছিস তখন ক্ষেমতায় যাওয়াটাই তো আসল কথা। তা'না, উনি খালি নীতি-বাক্য আর জনসাধারণের কথাই বলে চললেন। কি রে বাবা, জনসাধারণের কাজ তো Election-এর আগে– ভোট দেয়ার সময়। Election-এর পরে কোন ব্যাটা আহম্মক জনসাধরণের কথা চিন্তা করে?

এরপর ভুট্টো সাব মেলিটারি পাহারায় ঢাকায় এলেন। Hotel Intercontinental-এর চারপাশে ফুলের বাগানের মধ্যে পাকিস্তানী আর্মি জোয়ানরা মেসিনগান হাতে পজিশন নিলো। হোটেলের গেটে এক দল মেলেটারি গার্ড বসালো। Lift-এ দু'জন পাঞ্জাবি ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে রইলেন। আর সাদা পোষাকে Foreign Trained অবাঙালি কমান্ডোরা Hotel Intercontinental-এর এগারো তলায় গিস্‌ গিস্‌ করতে লাগলো। এমনকি ভুট্টো সা'বের থাকার বিরাট স্যুটটার মধ্যে পর্যন্ত জনা কয়েক পাঞ্জাবি Commando ডিউটিতে রইলো। আর দু'জন পাকিস্তানী আর্মি ক্যাপ্টেন হগ্‌গল সময়

ভূট্টো সা'বের লগে ছায়ার মতো ঘুরতে লাগলো। এই নাহলে জননেতা? এতদিনে ধইর‍্যা হুনছিলাম Commando রা জঙ্গলে লড়াই করে। অহন ভুট্টো সা'বের বদৌলতে পাকিস্তানী Commndo-রা দিব্বি ঢাকার Intercontinental-এ লড়াই করবার জন্য ঘাপটি মাইরা রইলা। ভুট্টো সা'বের জনপ্রিয়তা দেখে বিদেশী সাংবাদিকদের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। এ কি রে বাবা! মধ্যপ্রাচ্য কিংবা আফ্রিকাতেও তো এ ধরনের দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়নি।

জেদ বড্ড ভয়ংকর জিনিষ। ভুট্টো সা'ব সেই জেদের বশবর্তী হয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়ার বাঙালি হত্যার সমস্ত পরিকল্পনা আর দুরভিসন্ধিতে সায় দিলেন। ২৬শে মার্চ একটা মিলিটারি জিপে 'ভুট্টো জিন্দাবাদ' করতে করতে একদল হানাদার সৈন্য ভুট্টোকে করাচীগামী একটা বিমানে তুলে দিলো। ভুট্টোকে দিয়ে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের যেটুকু কাজ দরকার ছিল, সে কাজ হয়ে গেছে।

সপ্তাহ দু'য়েক পরে পিপল্‌স পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো রাগে গর্‌গর্‌ করে এক বিবৃতি ঝেড়ে বললেন, 'আওয়ামী লীগ বেআইনী ঘোষণার পর আমার পার্টি হচ্ছে সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক পার্টি। তাই অবিলম্বে এই পিপল্‌স পার্টির হাতে ক্ষেমতা দিতে হবে।' কিন্তু ওদিক থেকে তখন No Reply হচ্ছে। কেননা মাত্র ৪৮ ঘণ্টার লড়াই-এ বাংলাদেশ দখলের যে স্বপ্ন সেনাপতি ইয়াহিয়া দেখেছিলেন, তা ভেঙ্গে খান্‌ খান্‌ হয়ে গেছে। কয়েক হাজার হানাদার সৈন্য বাংলাদেশে চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছে। আর বাকি সৈন্যরা বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাকের মধ্যে আটকা পড়ছে। এই অবস্থায় শুরু হয়েছে মুক্তিফৌজের মাইর।

মাস দু'য়েক পরও যখন বাংলাদেশের কোনো ফয়সালা হলো না, তখন ভুট্টো সা'ব অভিমানের সুরে এক বিবৃতিতে বললেন, 'শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেমতা হস্তান্তর করা হোক। আর এই অঞ্চলে পিপল্‌স পার্টি যখন বেশি সংখ্যক আসন পেয়েছে, তখন এই পার্টির কাছেই ক্ষমতা দেয়া উচিত।' কিন্তু কিসের কি? তখন সেনাপতি ইয়াহিয়া দেশের ধ্বসে পড়া অর্থনীতিকে বাঁচাবার জন্য বিশ্বের সমস্ত দেশের কাছে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে হাজির হয়েছেন। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা থেকে রফতানীর পরিমাণ একেবারে শূন্যের কোঠায় যেয়ে পৌছেছে। স্টেট ব্যাংকের তহবিল অক্করে সাফা।

এরপর শুরু হলো পশ্চিমা দেশগুলোর পালা। বাংলাদেশের অবস্থা যদি স্বাভাবিক হয়, তাহলে পঞ্চাশ লাখ শরণার্থী দেশে ফিরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করো; আর একটা রাজনৈতিক সমাধানে আসো। দু'দল সাংবাদিককে জঙ্গী সরকার দাওয়াত করে আনলেন। কিন্তু এরা কর্মক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে যে রিপোর্ট দিলেন, তাতে সমস্ত সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হয়ে গেল। এরপর আটজন পশ্চিম পাকিস্তানী সাংবাদিক বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা ঘুরে এলেন। কিন্তু এর মধ্যে একজন এন্টনি ম্যাসকারেনাস আবার বউ পোলাপান লইয়া লন্ডনে ভেগে যেয়ে Sunday Times-এ এক Report দিয়ে

ইসলামাবাদ সরকারকে অক্করে হোতাইয়া ফালাইছেন। অবার বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধিদল সফর করতে এসে অবস্থা দেখে ভিমৃড়ি খেয়ে পড়েছেন। আর জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন আগাখান তো বলেই দিয়েছেন, 'শরণার্থীরা দেশে ফিরে গেলে এদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারি না।' হগ্‌গলের শেষে আইলেন বৃটিশ পার্লামেন্টারি দল।

ভুট্টো সা'ব এলায় গোস্‌সা হয়ে এক Statement ঝাড়লেন। 'এটা পাকিস্তানের পক্ষে খুবই অপমানজনক। আমাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এভাবে বাইরের শক্তিকে নাক গলাতে দেয়া উচিত নয়।' কিন্তু ইয়াহিয়ার যে উপায় নাইক্যা। যে গাই দুধ দ্যায় হের লাথিডাও তো মিডা লাগে। অহন যে সা'বের মাল-পানির দরকার হইছে, বুঝছেন। তাই আড়াই মাস ধরে কাওয়ালী হুইন্যা অর্থাৎ কিনা ইয়াহিয়া সা'বের কায়-কারবার দেখবার পর জুলফিকার আলী ভূট্টো অহন অক্করে ঝিমাইয়া পড়ছেন।

আর ঝিমাইতে ঝিমাইতে একটা বিবৃতি ঝাড়ছেন, 'বাজেট লইয়া ব্যস্ত থাহনের জন্যি ইয়াহিয়া সা'বের ক্ষেমতা হস্তান্তরের কাম্‌ডা একটুক দেরী হইতাছে। না হইলে ওনার মনডা খুবই পরিস্কার। খালি কতকগুলা অফিসার, ব্যবসায়ী আর হারু পার্টির দল তেহাইনরে ভুল পথে চালাইতেছে।' তাই বলেছিলাম, ভুট্টো সা'ব এলায় মুরগি বন্ গিয়া। হেই মুরগির আবার চুনা-বিমার হইছে। তাই সা'বে আইজ-কাইল সিন্ধুর লারকানায় বইস্যা শুধু ঝিমাইতছেন।



## ২৫

**২০ জুন ১৯৭১**

'যব দিল হি টুট গিয়া, ম্যায় জী কে কেয়া করু?' 'যহন মনডাই ভাইঙ্গ্যা গেছে, তহন বাইচ্যা থাইক্যা আর লাভ কি?' সেনাপতি ইয়াহিয়ার দিল্‌ডা অক্করে ফাতা ফাতা হইয়া গেছে। অনেক বুদ্ধি আর প্রচেষ্টার পর বাংলাদেশের নৃশংস হত্যাকাণ্ডকে ধামাচাপা দিয়ে ইয়াহিয়ার দূত এম.এম. আহম্মদ এইড পাকিস্তান কনসর্টিয়ামে কয়েকশ' কোটি টাকা ধার করবার যে দরখাস্ত করেছিলেন তা অহন অক্করে চাংগে উঠছে। কনসর্টিয়ামের চেয়ারম্যান মিঃ পি.এম. কারঘিল একটা ছোট্ট চিঠিতে সেনাপতি ইয়াহিয়াকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত নতুনভাবে মাল-পানি ঝাড়া সম্ভব নয়। অবশ্য স্বাভাবিক অবস্থা বলতে কি বুঝায়, হেইডাই ইয়াহিয়া সা'বের দেমাগে আইতাছে না ইসলামাবাদের শাসকচক্রের মতে পাকিস্তানে বছরের পর বছর ধরে সামরিক শাসন চালু থাকাটাই তো স্বাভাবিক অবস্থা? এর আগে তো সামরিক শাসন চালু থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমা দেশগুলো থেকে অবিরাম সাহায্য এসেছে? এমনকি মস্কো-পিকিংও টাকা পয়সা দিতে কসুর করেনি। কিন্তুক এই বছর এইড্যা কি কারবার হইতাছে? বাংলাদেশের ব্যাপারটা তো Internal Affair?

'হায় হায় হামি ইডা কি করছিনু রে? হামি ক্যা নানীর বাড়ীত্ আছ্ছিনু? হামি ক্যা এই বোকামী করিছিনু রে?' গল্পটা তাহলে বলেই ফেলি। মহা ধুরন্ধর ছেলে। তার দুষ্টামীতে শুধু বাড়ি নয়, সমস্ত পাড়াটা পর্যন্ত অস্থির। এহেন ছেলের খত্না করানোর ব্যাপারে বাপ-মা খুবই বিপদের মধ্যে পড়লেন। দু'তিনবার চেষ্টা করে বিফল হইবার পর ছেলের নানীর শরণাপন্ন হলেন। কাছেই নানীর বাড়ি। নানী খতনা করানোর সমস্ত ব্যবস্থা করে নাতিকে পিঠা খাওয়াবার লোভ দেখিয়ে নিয়ে এলেন। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর কারবার হয়ে গেলে ছেলেটা চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'হায়, হায় হামি ইডা কি করছিনু রে? হামি ক্যা নানীর বাড়ীত্ অচ্ছিনু রে? হামি ক্যা এই বোকামী করিছনু রে?' সেনাপতি ইয়াহিয়ার এখন সেই অবস্থা। বেচারা এখন চিৎকার করে বলছে, 'হামি ক্যা ইলেকশন দিছিনু রে? হামি ক্যা এক মাথা এক ভোট করছিনু রে? হামি ক্যা এই বোকামী করনু রে?'

সমস্ত গণতান্ত্রিক বিশ্ব এখন শুধু একটা কথাই বলছে যে, 'নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সৈন্য প্রত্যাহার করো। তাহলেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।' কিন্তু ওরা উডা বুঝবার পারে না, হামি যে ভোগা মারছিনু রে। হামি ভাবছিনু হামাগোরে দালালরাও তো কিছু সিট পাবি? ফ-কা, ফরিদ-মাহমুদ-সবুর-আজম সবই যে Election-এ গুড়া হবি– ইডা ক্যাংকা করে হয়? হামার লোকজন যে সবাই হারু পার্টি হয়ে গেল? অহন উপায়! পাকিস্তানের পার্লামেন্টের ৩১৩ ডা সিটের মাইদ্দে শেখের বেডাই যে ১৬৭ডা পাইছে। আর হেতাইরা অহন আমারে বুদ্ধি দিতাছে হের কাছে ক্ষেমতাডা দিয়া দেই আর কি? তয় তো বাংলাদেশ ছাড়াও গোডাল পাকিস্তানডাই তো শেখের হাতে যাইবো? তা হইলে আমরা কি বুড়া আঙ্গুল চুসবাইম?

এ হেন অবস্থাতে সেনাপতি ইয়াহিয়া একমাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষেমতা হস্তান্তর ছাড়া বাংলাদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে বুঝাবার জন্য সমস্ত রকমের ফন্দি আটলেন। প্রথমে মুক্তিফৌজের ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট আর পুলিশদের ডেকে পাঠালেন। তারা এল বটে। কিন্তু তারা গেরিলার বেশে এসে ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরে কিছু হ্যান্ড গ্রেনেড ছুড়ে গেল। এরপর সেনাপতি ইয়াহিয়া হঠাৎ করে বললেন, 'মাফ্ করে দিলাম। আপনাদের সব মাফ্ করে দিলাম। বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক, কৃষক-মজুর, ডাক্তার, এডভোকেট, আওয়ামী লীগ নেতা মায় মুক্তিফৌজ পর্যন্ত ফিরে এসে দেশ গঠনের কাজ করুন।

দিন কয়েকের মধ্যে দখলকৃত এলাকার শ'খানের ব্রিজ আর কালভার্ট উড়ে গেল। এবার সেনাপতি ইয়াহিয়া বাঙালি শরণার্থীদের জন্য বিশটা Reception counter খুলে পোলাও-কোর্মা পাকিয়ে বসে রইলেন। মুক্তিফৌজের গেরিলারা ৫৯ জন হানাদার সৈন্য জ্যান্ত ধরে নিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সেনাপতি মহাশয় বিশেষ করে হিন্দু রিফিউজিদের দাওয়াৎ করে বসলেন। সবাই কানের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে চুলকিয়ে ব্যাপারটা ভালো করে

বুঝতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু তার আগেই রিপোর্ট এলো মুক্তিফৌজের ক্যাচ্‌কা মাইর আরো জোরদার হয়েছে। ঢাকার আশপাশেই এখন বিচ্ছুগুলা ঘুইর‍্যা বেড়াইতেছে। Situation এখন Normal হওয়ার বদলে দিনকে দিন আরো Abnormal হইতাছে। হানাদার বাহিনীর কয়েক হাজার ঘুমাইতেছে। মানে কিনা হেই ঘুম আর ভাংগবো নাইক্যা।

আর হাজার দশেক জখমী হইছে। বাকিগুলা আল্লাহ্ আল্লাহ্ করতাছে। হেইদিন ঢাকায় এক ক্যাপ্টেন বারো কপি ফটো তুইল্যা গুজরানওয়ালাতে আম্মাজানের কাছে পাঠাইছে– 'যদি আর ফিরতে না পারি।'কারবারটা এলায় ক্যামন বুঝতাছেন?

আল্লাহ্‌র মাইর, দুনিয়ার বাইর। বাংলাদেশ আক্রমণের মাত্র এক মাসের মাথায় ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের ভগ্নদূত এম.এম. আহম্মদ এইড-পাকিস্তান কনসর্টিয়ামকে জানালো যে, তাদের পক্ষে জুন মাসের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকার ধার পরিশোধ করা সম্ভব নয়। এখন হাত খুবই টান। কনসর্টিয়ামের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর প্রতিনিধিদের ভ্রু কুঁচকে গেল। ব্যাপারটা কি? তাহলে তো ডাল্ মে কুচ্ কালা মালুম হোতা হ্যায়। ৩০শে এপ্রিল প্যারিসে কনসর্টিয়ামের এক বৈঠক হলো। বৈঠকে ঢাকাস্থ বৃটিশ হাইকমিশনার মিঃ সার্জেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হলো। মিঃ সার্জেন্ট ধীর স্থির ভাবে ২৫শে মার্চের পর থেকে বাংলাদেশের ঘটনার হুবহু বর্ণনা দিয়ে বললেন, অবস্থা যা চলছে তাতে নতুন করে ধার দেয়া তো দূরের কথা আগের টাকাই পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। শ্যাষ– মানে কিনা পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা অক্করে শ্যাষ হইয়্যা গেছে। অহন হেইখানে Mango আর Gunny ব্যাগ হগ্‌গলই যাইবো। সুদ তো দূরের কথা আসলডাও আর পাওয়া যাইবো না। এই রিপোর্টই কাম হইলো। কনসর্টিয়ামের চেয়ারম্যান মিঃ পি.এম. কারগিল ইসলামাবাদের আইস্যা হাজির হইলেন।

কারগিল সা'বে যাওনের সময় করাচীতে কইলেন, 'এইডের কথা কইতে পারি না, তয় চাল ডাল দিতে পারি।' এরপর ঘটনার দ্রুত পরিবর্তন ঘটলো। বিশ্ব ব্যাংকের একটা প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদ আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা সফর করলেন। ফিরে যেয়েই রিপোর্ট দিলেন 'Case' খুবই খারাপ।' ইয়াহিয়া সরকারকে কোনো রকম সাহায্য দেয়া পশ্চিম দেশগুলোর উচিত হবে না।' নিউইয়র্ক টাইমসের এই খবরে ইসলামাবাদে অহন Black out হইছে। মানে কিনা শোকের ছায়া পড়ে গেছে। এর আগেই সুইডেন সরকার জঙ্গী সরকারকে সমস্ত রকমের সাহায্য দান বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছেন। আর এইড পাকিস্তান কনসর্টিয়ামের বৈঠক অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত হয়ে গেছে।

এদিকে ফরমোজার প্রেসিডেন্ট চিয়াংকাইশেক বলেছেন যে, 'সৌদী আরবের বাদশাহ ফয়সাল হচ্ছেন স্বাধীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা।' সেই সৌদী আরবের

বাদশাহ ইয়াহিয়া সা'বের কাছে নস্যির গুড়ার মতো তিন কোটি টাকা সাহায্য পাঠিয়ে সমর্থন দিয়েছেন। আর যায় কোথায়?রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা হেই কথাডাই বার বার কইর‍্যা চিল্লাইত্যাছে। কিন্তুক খোদ্ ইয়াহিয়া সা'বে অহন বিছানার মইধ্যে হুইত্যা পড়ছেন। আর হুইত্য হুইতা কইত্যাছেন, 'হায়! হায়! হামি ইডা কি করছিনু রে? হামি ক্যা ইলেকশন দিছিনু রে? হামি ক্যা এই বোকামী করনু রে? হামি ক্যা নানীর বাড়ীত্ আচ্ছিনু রে?' যব্ দিল হি টুট গিয়া ম্যায় জ্বীকে কেয়া করু?' যহন মনডাই ভাইঙ্গ্যা গ্যাছে, তহন বাঁইচ্যা থাইক্যা আর লাভ কি?

**২২ জুন ১৯৭১**

ছক্কু মিয়া। আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়ারে চেনেন না? বেডা একখান! অক্করে বাদশার জাত। কিন্তু অইজ কাইল অবস্থাটা একটুক্ খারাপ হইছে। কামাই-পাতি নাই কিনা। হেইর লাইগ্যা মাইনষের থনে পরায়ই ধার কর্জ করে আর কি? কিন্তুক হের একটা আবার Habit আছে। যদি কাউর তনে একবার ধার লইবার পারে, তয় হেই লোকের কাম্‌ডা সারা। মানে কিনা ঘুরতে ঘুরতে পায়ের চাম্ ছিল্যা ফেলাইলেও ছক্কু মিয়ার থনে আর টাকা ফেরত পাইবো না। তাই মহল্লার যেসব মাইনষের দেমাকে একটুক বুদ্ধি আছে, তারা ছক্কু মিয়ার লগে দেহা হইলেই কয়, 'আবে এই ছক্কু মিয়া, খুবই বিপদের মইধ্যে পড়ছি, কয়ডা টিহা ধার দিবা?' অমনি ছক্কু মিয়া বাইশ হাজার টাকা দামের একটা হাসি দিয়া কইবো, 'এঃ হেঃ, কাইলও যদি কইত্যা? কিন্তুক আইজ তো আমি নিজেই বাইর হইছি ধার করণের লাইগ্যা।' এ হেনো ছক্কু মিয়া একবার কাল্লু মিয়ার হাতে ধরা পড়লো। কাল্লু মিয়ার থনে দশটা টাকা ধার করেছিল। কিন্তুক ছয় মাসের মধ্যেও হেই ধার আর Clear হইলো না। কাল্লু মিয়া বহু ঘোরাঘুরি কইর‍্যা ঠিক করলো একবার কায়দা মতো পাইলেই ছক্কু মিয়ারে তক্তা বানাইবো।

হেইদিন ছিল জুম্মা। দোকানপাট সব বন্ধ। দুপুর বেলায় ছক্কু মিয়া যাইতাছিল খাজে দেওয়ানের দিকে। কিন্তু হের কপালডা খারাপ। বোর্ড অফিসের সামনে আত্‌কা কই থনে কাল্লু মিয়া আইয়া হের ঘেডিটা ধইর‍্যা দে মাইর। মাইর-মুইর খাইয়া ছক্কু মিয়া বাড়ির দিকে গেল গা। হের পরের দিন মহল্লার মাইনষে কইলো, 'আবে ওই ছক্কু মিয়া, কাইল বলে কাল্লু তরে মেরামত করছে?'

ছোট্ট একটা উত্তর এল, 'হ-অ-অ।'

'কিরে এই ছক্কু, তোর বলে ঘেডি ধরছিল?'

এবার উত্তর এল, 'হ-অ-অ।'

'আবার বলে গালে থাপড়াইছে?'

'হ-অ-অ, দুইডা থাপ্পর দিছিলো।'

'তোরে বলে আবার লাথ্ মারছে?'

এবার ছক্কু মিয়া একটু উত্তেজিত হয়ে বললো, 'লাথ্ মারছে, লাথ্ মারলে কি অইবো– আমারে তো আর Idiot কইতে পারে নাইক্যা?'

পাকিস্তানের অবস্থা অহন এই ছক্কু মিয়ার অবস্থা। সমস্ত গণতান্ত্রিক বিশ্ব পাকিস্তানের কার্যকলাপে ধিক্কারে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। গণতান্ত্রিক রায়কে ধূলিসাৎ করে লাখ লাখ নিরস্ত্র মানুষকে হত্যার মধ্য দিয়ে একটা দানবীয় পশুশক্তি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে রাখবার যে হীন আর কুৎসিত প্রচেষ্টা চালাচ্ছে প্রতিটি বিবেকসম্পন্ন মানুষই আজ তার সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছে। নিউইয়র্ক টাইম্স, লন্ডন টাইম্স, সানডে টাইম্স, ডেইলি মিরর, ডেইলি মেল, আশাহি সিমবুন, আল-আখবার, টাইম, নিউ টাইম্স প্রভৃতি বিশ্বের প্রতিটি সংবাদপত্র ছাড়াও বিবিসি, ভোয়া, এবিসি থেকে শুরু করে রেডিও প্রাগ ও স্টকহোম রেডিও আর টেলিভিশন কেন্দ্রগুলো ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইন পরিষদগুলো বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করে সেনাপতি ইয়াহিয়া সরকারের মারাত্মক সমালোচনা করে চলেছে। বুদাপেস্ট শান্তি সম্মেলন আর জেনেভার আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের নিন্দা করা হয়েছে।

জাপান সরকার বলেছেন যে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষ্কার রিপোর্ট না পাওয়া পর্যন্ত এবং রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাদের পক্ষে আর সাহায্য দেয়া সম্ভব হবে না।

সুইডিশ সরকার তো এর মধ্যেই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে সমস্ত রকমের সাহায্য বন্ধের কথা ঘোষণা করেছে। ফরাসি সরকার অবিলম্বে বাংলাদেশে একটা গণতন্ত্র সম্মত রাজনৈতিক সমাধানের দাবি জানিয়েছে। কানাডা সরকারও এক বিবৃতির মাধ্যমে নিজেদের মনোভাব স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া অবিলম্বে বাংলাদেশে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে রাজনৈতিক ফয়সালার কথা বলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ২৫শে মার্চ থেকেই পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য দেয়া বন্ধ রেখেছে। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি, সিনেটর গ্যালাগার প্রমুখ সেনাপতি ইয়াহিয়ার সমালোচনা মুখর হয়ে উঠায় আর বাংলাদেশের বিস্তারিত তথ্য পাওয়ার পর নিকসন সরকারও বেসামরিক সাহায্য দেয়া আপাততঃ বন্ধ করেছে।

করাচীর দৈনিক ডন পত্রিকায় প্রকাশিত একটা ফটো থেকে যখন একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশের নভেম্বর সাইক্লোনের দুর্গত মানুষদের সেবায় দ্রুত রিলিফ দ্রব্য পাঠানোর জন্যে যেসব যান্ত্রিক নৌকা দেয়া হয়েছিল, সেগুলো এখন হানাদার সৈন্যরা নিজেদের কাজে লাগাচ্ছে, তখন মার্কিন জনসাধারণ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছে। জল্লাদের কার্যকলাপে আজ সমস্ত সভ্য জগৎ স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে।

পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা দেখা দেয়ায় মার্কিন সরকার দারুণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। নতুন ধার দেওয়া তো দূরের কথা, আগের টাকার চিন্তাতেই যুক্তরাষ্ট্র এখন অস্থির হয়ে উঠেছে। পাকিস্তানের মিল আর কলকারখানাগুলো চালু রাখবার জন্য আমেরিকা যে আট কোটি ডলারের Commodity Aid দিবে বলে আভাষ দিয়েছিল, তা এখন বন্ধ করে দিয়েছে। কেননা গত তিন মাস ধরে পাকিস্তানের মিলগুলো বাংলাদেশের তৈরী মাল বিক্রি করতে না পারায় সেখানকার গুদামগুলো ভর্তি হয়ে গেছে। শুধু তাই-ই না, এর মধ্যেই অনেকগুলো মিল বন্ধ হয়ে গেছে। আর অন্য মিলগুলোতে মাত্র এক Shift-এ কাজ হচ্ছে। এমন একটা অবস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলামাবাদকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে, অবস্থা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আট কোটি ডলারের Commodity Aid দেয়া বন্ধ রাখা হলো। কেননা বাংলাদেশের বাজার যখন পাকিস্তানীদের হস্তচ্যুত হয়েছে তখন পাকিস্তানের মিলগুলো চালু রাখার জন্য সাহায্য দেয়া অর্থহীন।

এদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া সরকারের অবস্থা কুফা দেখে এইড পাকিস্তান কনসর্টিয়ামের বৈঠক অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ কিনা আপাতত মাল-পানি আর দেয়া হবে না।

কিন্তুক যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ্। তাই ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অহন দম খিচ্চা Fight করতাছে। হেতাইনের কেউ ঘেডি ধরছে, আবার কেউ থাপ্পর মারছে, তা'হলে কি হইবো। সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন মরিয়া অইছে। দাঁত বাইর কইর‍্যা কইতাছে, 'আমারে তো কেউ Idiot কয় নাইক্যা।'



# ২৭

**২৩ জুন ১৯৭১**

আজ থেকে সতোরো বছর আগেকার কথা। আমি তখন ঢাকার দৈনিক ইত্তেফাকের রিপোর্টার। পূর্ব বাংলায় প্রথম সাধারণ নির্বাচন। তাই চারদিক একেবারে সরগরম। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সরকারকে অক্করে কেচ্‌কি মাইর‍্যা চিৎ করণের লাইগ্যা মরহুম শেরে বাংলা ফজলুল হক, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী আর মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মিলে একটা যুক্তফ্রন্ট গঠন করলেন। প্রথম দিকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এই যুক্তফ্রন্টকে বিশেষ আমলই দিলেন না। কেননা তখনও তারা গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে আরামসে কুয়াতে হালুয়া খাইতাছেন। হঠাৎ করে রিপোর্ট এল Position কেমন জানি এ-ক-টু-ক খারাপের দিকে কান্নি মারতাছে। অমনি নির্দেশ হলো যুক্তফ্রন্ট নেতাদের জন্য যেসব গাইল ঠিক করা হইছে, হেগুলার কয়েকটা ছাপিয়ে দিন। পরদিন 'আয় মেরে জান, পেয়ারে দামান, নূরে চামান, আসমানকে চাঁদ,

আখোঁকে তারা' মওলানা আকরাম খাঁর দৈনিক আজাদে ছাপা হলো, 'মওলানা ভাসানী কম্যুনিস্ট, সোহরাওয়ার্দী ভারতের দালাল আর শেরে বংলা ফজলুল হক উজিরে আজম হলে পাকিস্তান বিক্রি করে ফেলবে।

এমনি একটা সময়ে সাংবাদিক হিসেবে শেরে বাংলার সঙ্গে ফরিদপুর সফরে গেলাম। বিরাট জনসভা। হক সাহেব বক্তৃতা দিতে উঠেই বললেন, 'চোরার পুত্ চোরারা, চোরার পুত্ মুসলিম লীগে কইছে আমি নাহি পেরধান মন্ত্রী অইলে পাকিস্তানডা বেইচ্যা ফেলামু। আরে চোরার পুত্ চোরারা, কিছু রাখছোস্ যে বেইচ্যা দুইডা পয়সা পামু। পাটের দাম নামাইছোস্ তিন ট্যাহায়। দুনিয়ার মাইনষে কেনবে? এতো লোকরে খাওয়াবো কেডায়?'

আশ্চর্য, রাজনীতির কি অপার মহিমা! মাত্র সতেরো বছর পরে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার আজ পাকিস্তানকে বন্ধক রেখে দুটো পয়সার জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশের দরজায় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিন্তুক যে মুহূর্তে আন্তর্জাতিক বিশ্ব টের পেয়েছে যে জঙ্গী সরকার অহন বাংলাদেশের কেদোর মধ্যে আটকা পড়ছে, আর এই গভর্ণমেন্টের অবস্থা ছক্কু মিয়ার মতো হইছে, মানে কিনা টাকা শোধ দেওনের ক্ষেমতা নাইক্যা, সেই মুহূর্তে হেগো দিয়া বাসন মাজাইতেছে।

কি কইলেন, বাসন মাজনের কারবারটা ঠিক মতন আন্তাজ করতে পারলেন না? তয় কইতাছি হোনেন। আমাগো ঢাকার রমনার মাইধ্যে একটা হোটেল আছিল। খুবই চালু। খাওন দিয়া সারণ যায় না আর কি দুপুর থনে হন্ধ্যা পর্যন্ত অক্করে হাটের লাহাল। এইর মাইদ্দে একদিন এই হোডেলডার বাসন মাজুইন্যা লোগগুলো Strike কইর্যা বইলো। ম্যানেজার সা'ব গলাডার মইধ্যে এটা খ্যাকরানি দিয়া মহাজনরে কইলো, 'হাজি সা'ব, আই দোকানদারী চলবো কেম্‌তে?'

হাজী সা'বে মাথার টুপিডা ঠিক কইর্যা বহইয়া জবাব দিল। 'হেই বুদ্ধি যদি তোমার দেমাগে থাক্‌তো, তয় এদ্দিন ম্যানেজার থাকতানা, মালিক হইয়া যাইতাগা।'

হাজী সা'বে এর হোডেলে সাবেদ আলী বইল্যা একটা লোক রাখছিল। হের কামডাই আছিল, খাওনের পর যে বেডায় দাম না দিয়া কাডনের চেষ্টা করতো, হেরে ধইর্যা ফেলা। তখন কেউ হাতের ঘড়ি, গায়ের কোট বন্ধক থুইয়্যা বাড়ির থনে টাকা আনতে যাইতো। হাজী সা'বে সাবেদ আলীর কানে কানে কি যেনো কইলো। হেই দিন বেলা সাড়ে এগারোটার মাইদ্দেই সাবেদ আলী তিন ব্যাডারে এক লগে লইয়্যা আইলো। হাজী সা'ব হেগো উপরে কোন-অ-অ চোটপাট করলো না, খালি ম্যানেজাররে কইলো, 'ওই মিয়া ম্যানেজার, এলায় এই তিনডারে বহাইয়া দাও, বুঝছো?'

'কি কইলেন? কই বহাইমু?'

হাজী সাহেব ধমক দিয়ে উঠলেন, 'ধূর মিয়া হেই কামে বহাও।'

এলায় বুঝতেই পারতাছেন হের পর কি কারবারটা অইলো। তিনডা বেডারে

সোন্দর লাইন কইর‍্যা পাকঘরের পাশে কলতলায় বাসন ধুইতে বহাইয়া দিলো। হোডেলডা খুবই চালু। তাহলে বুঝতে পারতাছেন। হেরা বাসন ধুইতছে এক দিক দিয়া আর ঝুটা বাসন আইতাছে আর একদিক দিয়া। বাসনের আর শেষ নাইক্যা। তিনডা ব্যাডা অক্করে ল্যাড় ল্যাড়া হইয়া শেষে চিল্লাইতে শুরু করলো, 'আওর ইসতরাহ্ কি কাম নেই করুংগা (আর এ ধরনের কাম করুম না)। মাফ্ কর দেও বাবা।'

ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের এখন এই অবস্থা হয়েছে। প্রথম খুবই চোটপাট 'বঙ্গাল মুলুক্কা কারবার সব Internal Affair হ্যায়।' তাই পঁয়ত্রিশ জন বিদেশী সাংবাদিককে ২৬শে মার্চ একেবারে একবস্ত্রে বের করে দিলো আর আন্তর্জাতিক রেডক্রসের মাল বোঝাই বিমানটাকে করাচী বিমানবন্দর থেকে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলো। কিন্তু তিন মাসের মধ্যেই যখন বাংলাদেশের লড়াই শেষ হলো না, আর দিন দিন মুক্তিফৌজের গেরিলা Action জোরদার হয়ে উঠেছে, তখন সেনাপতি ইয়াহিয়ার সরকার বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মাল-পানি পাবার জন্য অক্করে ঘাউয়া হয়ে উঠেছে। পশ্চিমা দেশগুলো এখন ইয়াহিয়া-হামিদ-টিক্কারে দিয়া বাসন মাজাইতাছেন। পহেলা কইলো, দুই দল সাংবাদিকরে বাংলাদেশ ঘুরতে দিতে অইবো– 'রাজি'। বিশ্ব ব্যাংক প্রতিনিধি দল ঢাকা, চিটাগাং, খুলনা Tour করবো– 'রাজি।' জাতিসংঘের লোকজন অফিস করবো– 'রাজি।' আওয়ামী লীগ, মুক্তিফৌজ হগলরে ভাইসা'ব কইয়া ডাইক্যা রেডিওতে বক্তৃতা দাও– 'কবুল।'; ঢাহার থনে কারফিউ উডাইতে অইবো– 'রাজি'। বৃটিশ পার্লামেন্টোরি ডেলিগেশন আইবো– 'রাজি।' বিদেশী সাংবাদিকরা ইচ্ছামতো সফর করবো– 'রাজি।' বাঙালি শরণার্থীদের ফেরৎ আননের লাইগ্যা Reception counter খুলতে অইবো– 'অহনই রাজি।' বাংলাদেশের সমস্যা, বিশ্ব সমস্যা–'হ-অ রাজি'। বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিতে হবে– 'হেডাও রাজি'। না, না, না, থুক্কু– মুক্তিফৌজের মাইর আর একটুক কড়া অইলেই এর জবাবটাও কইতে পারমু।

ভাই সা'বরা এলায় কিছু মাল-পানি ঝাড়ুন। আর যে পারি না। দমড়া অহন খালি খিঁছবার লাগছে।' কিন্তুক বাসন ধোওনের আর শেষ নাই। এতো কিছু করণের পরেও Aid-Pakistan Consortium-এর মিটিংটা পিছাইয়া দিলো। এলায় করবাম কি?

তাই বলেছিলাম, ইয়াহিয়া, হামিদ, টিক্কা অহন সাবেদ আলীর হাতে ধরা খাইছে। বাসন মাজতে মাজতে তিনডা ব্যাডায় অক্করে ল্যাড় ল্যাড়া হইয়া চিল্লাইতাছে, "আওর ইসতরাহ্ কি কাম নেই করুংগা। মাফ্ কর দেও বা-বা।'

২৬ জুন ১৯৭১

আরে হুনছেননি কারবারটা। হেরা বলে বাজেট ঘোষণা করবো। মানে কিনা এম.এম. আহম্মক সা'বে একটা সাইক্লোস্টাইল করা কেতাব আনলে, সেনাপতি ইয়াহিয়া হুইত্যা হুইত্যা বল পয়েন্ট দিয়া হেইডা দস্তখত করবো। ব্যাস তা' অইলেই হেই কেতাবডা

বাজেট হইয়া গ্যালোগা। এলায় বুঝছেন বাজেট কারে কয়? হেগো তো আর হেই কাম নাইক্যা। Assembly Session ডাকো– বাজেট Place করো– দফায় দফায় ভোট লও– পাবলিকের পছন্দ না হইলে ট্যাক্স কমাও– প্রত্যেক কামের জন্য জবাব দাও– কত কিছু ঝামেলা। তাই হেতাইনারা এসব কারবার অক্করে Short cut কইর‍্যা ফালাইছে। হেগো মেম্বরের দরকার নাইক্যা, মিনিস্টারের কারবার নাইক্যা, আর হেগো কোনো Assembly-ই নাইক্যা।

হেরা তো রাজা বাদশার জাত কিনা। গ্রিক-শক-হুন-মোগল-পাঠান হগ্‌গলই হেগো পূর্বপুরুষ। তাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের বাজেট ঘোষণাও এক অদ্ভুত আর অপূর্ব বাদশাহী ব্যাপার। হেগো কাছে পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার পেয়ারা সাংবাদিকগো একটা লিস্ট আছে। হেই লিস্টি ধইর‍্যা হেগো একজন অফিসার প্লেনের টিকিট কাডে আর হোটেলের সিট রিজার্ভ করে। তারপর বুঝতেই পারতাছেন– যে সব এডিটররা জীবনে এক লাইন লিখতে পারে না, আর যাদের পেটে বোমা মারলে বোমাটাই ভোঁতা হয়ে ফিরে আসে, তাঁরা নতুন স্যুট পরে মুখে জর্দা পান দিয়ে আর মোটা চামড়ার বেল্টে ভুঁড়ি আটকিয়ে এসে হাজির হন। তাদের একটাই মাত্র কাজ। সেটা হচ্ছে ঘণ্টাখানেক ধরে প্রতিবছর জঙ্গী সরকারের বাজেটটার রিডিং পড়া শুনতে হয়। এরপর ছদ্‌র মানে কিনা প্রেসিডেন্ট ভবনে গার্ডেন পার্টি।

হুর-পরী আর শরাবন তহুরার মাইধ্যে হেই পার্টি দেইখ্যা এডিটর সা'বরা মাঝে মাঝে মনে করেন এইডা কি বেহেশ্‌তে আইয়া পড়লাম নাহি? আর যদি হেই পার্টিতে ছদ্‌র ইয়াহিয়ার মতো লোক কোনো এডিটরের কান্ধের উপর হাত থুইয়্যা কথা কয়, তা হইলে তো হেই এডিটর সা'বে অক্করে আহ্লাদে গুলগুল্লা হইয়া পড়লেন। আনন্দের চোটে তিন দিন তিন রাইতের জন্য হের চোখের থনে ঘুম ছুইট্টা গেল।

কি হইলো, বিশ্বাস হইতাছে না? তয় কইতাছি হুনেন। ঢাকার মর্নিং নিউজ কাগজের এডিটর হইতাছেন এস.জি.এম. বদরুদ্দিন। খুবই ইসলামভক্ত মানুষ। বাড়ি ভারতের বিহার শরীফ। রঙিন পানি খাইতে খাইতে বেচারার নিচের ঠোঁটটা একটুক ঝুইল্যা পড়ছে। আগে খবরের কাগজে বিড়ি পাতা, তামুক, গুন্ডি, চুগা পাতা, জর্দা আর পানের বাজার দর পাডাইতো। একদিন ফজরের আজানের সময় টেলিগ্রাম পাইলো, আইজ থনে হে এডিটর হইছে। এলায় বুঝতেই পারতাছেন কি সোন্দর Appointment.

আরেকজন হইতাছেন ব্ল্যাক মেইল কাগজের– আরে না, না, না, মেইল কাগজের এডিটর আজিজুর রহমান। কি কইলেন, এই কাগজের নামই হোনেননি? তয় তো মরছেন। এই কাগজডার বিক্রি খুবই বেশি কিনা তাই রাস্তাঘাটে পাওনই যায় না। থাইক্‌গা আপনাগো আসল কতাডাই কই। মেইল কাগজডার কোনো সার্কুলেশন ম্যানেজারই নাইক্ক্যা। আর দেশের লোক ইংরেজি জানে না দেইখ্যা রহমান সা'বে কাগজ বিক্রি বন্ধ রাখছে। খালি শ'দুয়েক কাগজ মাগ্‌না দেওনের লাইগ্যা ছাপায় আর

কি? কিন্তু গবর্ণমেন্টে হগ্‌গল বিজ্ঞাপনই এই মেইল কাগজেই ছাপা হয়। আজিজুর রহমান সাহেবের আদি বাসস্থান বিহারের ছাপড়ায়– হার সাং ঢাকার হোটেল গ্রিন। মানে কিনা ঢাকার হোটেলগুলোর যে কোনো বার বয় হের ঠিকানা কইতে পারবো। উনি আবার টিক্কা খানের Expert on Indian Affair. আইজ কাইল খারাপ হওয়া সত্ত্বেও রহমান সা'বে এই প্রোগ্রামডা করতেছে। দেশের জন্য ত্যাগ আর তিতিক্ষা কইর‍্যা বেচারার অহন যক্ষ্মা হইছে।

এরপর আহেন পূর্বদেশের এডিটর মাহবুবুল হক। এক সময় রেলওয়ের কেরানী আছিলেন। পরে চট্টগ্রামে মিল্লাত কাগজের এজেন্ট হয়েছিলেন। কিন্তু দুষ্ট লোকে যাই বলুক না কেন, আমার মনে হয় এজেন্সির হিসেবটাই কেমন জানি ভুল হওয়াতেই কিছু মাল-পানি তার পকেটে এসে গিয়েছিল। পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার হরিবল হক চৌধুরী এলেনবেরির ড্রাম চুরির মামলা থেকে অব্যাহতি পাবার খবর পাওনের লগে লগে মাহবুবুল হক্‌রে তার 'ঘেটু' বানাইয়া ফ্যালাইলেন। (ঘেটু শব্দের আসল অর্থ গ্রাম বাংলায় কিশোর বালক যুবতীর ছদ্মবেশে নৃত্যগীত পরিবেশন করলে তাকে ঘেটু বলে।) কিন্তু বড় বড় স্টিমারের উপর যেমন ছোট ছোট Life saving নৌকা থাকে কিংবা বড় বড় গহনা নৌকার পিছনে যেমন একটা ছোট ডিঙ্গি নৌকা থাকে তাকেও 'ঘেটু' বলে।

প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার হক চৌধুরী সা'ব এহেনো মাহবুবুল হককে এনে যুক্তফ্রন্টের নমিনেশনে ১৯৫৪ সালে ফেনীর থেকে Election-এ দাঁড় করালেন। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের নৌকামার্কা পাওনের পরও যখন বেড়ায় অক্করে ডাব্বা মারলেন, তখন চৌধুরী সা'ব খুশিতে ডগমগ হইয়া কিছুদিন বাদ হেরে পাকিস্তান অবজার্ভারে চাকরি দিলেন। হেরপর বুঝতেই পারতাছেন, মাহবুবুল হক পূর্বদেশের এডিটর হইলেন। অবশ্য এই বারের Election-এও ফেনীর থনে হেতাইনে আওয়ামী লীগের লগে Fight করণের খায়েশ হইছিল। কিন্তুক খাসীর পায়ার শুরুয়া আর গুর্দার কালিয়া খাইয়া বেচারা হক কোনো কুলই করতে পারলেন না। Election-এ মাহবুবুল হক অক্করে ছেরাবেরা হয়ে গেলেন। তা অইলে কি হইবো। হেতাইনের এডিটরশিপ ঠিকই থাকলো। এলায় বুঝতেই পারতাছেন এডিটরের নমুনা হান কেমন?

চাইর নম্বরে আমাগো হরলিকসের বোতল। দূর থনে দেখলে মনে হয় একখান হরলিক্‌সের বোতল আইতাছে। কিন্তুক আসলে তিনি ছহি আজাদের সম্পাদক শ্রীহট্ট নিবাসী ছৈয়দ ছাহাদত হোসেন। একটা বিশেষ কাম করণের লাইগ্যা ইনি আবার গভর্ণমেন্টের ছিক্রেট ফাণ্ড থাইক্যা মালপানি পান। তয় ইনি নিজেই ল্যাহেন। হেই ল্যাহার নমুনা দিতাছি– 'সরকার যাহা করিয়াছেন তা ভালোই করিয়াছেন। তবে আরো একটুকু করিলে বোধ হয় ভালো হইলেও হইতে পারিত। তবু যাই হোক, সরকার যখন ইহা করিয়াছেন তখন ইহা অভিনন্দনযোগ্য।

এর পরেই আসে আমাগো মওলানা সা'বের কথা। মানে কিনা জামাতে ইসলামীর

কাগজ দৈনিক সংগ্রামের এডিটর মওলানা আখতার ফারুক। বাড়ি বরিশাল– তয় এই কথাডা কইতে তার খুবই শরম। ভাব-চক্কর অক্করে শিক-কাবাব। মনে হয় এই আধা ঘণ্টা আগে পাটনার থনে তশ্‌রিফ আনছেন। হে বলে রবীন্দ্রনাথের নাম হোনে নাইক্য। খালি একডা কথা কইয়া থুই– একটুক সাবধানে থাইক্কেন। আপনের নাম কিন্তুক লিস্টির মাইদ্দে উঠা পড়ছে।

যাক্ যা বলছিলাম। পাকিস্তানও একটা দেশ– তারও আবার একটা বাজেট। এইডা যেমন লাগে ল্যাঙ্গটের বুক পকেট আর কি। আয়ের বেলায় ঠন্‌ঠনা। আর ব্যয়– হেইডার তো কোনো হিসাবের দরকার নেই। কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া, মাছ– এসবের রফতানী থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা 'শূন্য।' জমির খাজনা, আয়কর, সেল্‌স ট্যাক্স, আবগারি ট্যাক্সের আয়ের একই অবস্থা। বৈদেশিক ধারকর্জ 'গোল্লা' আর ব্যয় আল্‌হামদুলিল্লাহ্। বাংলাদেশে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য রাখার Operation cost, প্রশাসন ব্যবস্থার খরচা, পাকিস্তানের কলকারখানাগুলোর কাঁচামাল আমদানী, উন্নয়ন পরিকল্পনা, রাস্তাঘাট তৈরি, পেট্রোল, কেরোসিন ও Aviation Fuel আমদানী, বৈদেশিক দূতাবাসের খরচা, নতুন দুই ডিভিশন সৈন্য রিক্রুটমেন্টের খরচা, কাশ্মীর ও ভারত সীমান্ত ছাড়াও বেলুচিস্তান ও সীমান্ত প্রদেশের সৈন্য রাখার খরচা এবং খাদ্য আমদানী– এসব কিছু মিলে অবস্থা অক্করে ল্যাজে-গোবরে হইয়া গ্যাছেগা। তাই রিলিফের টাকা, রেডক্রসের টাকা, বিদেশের দান খয়রাত, মার্কিন-চীন-সৌদি আরবের টাকা সব অহন একটা মাত্র গাতাতে ঢুকতাছে। কিন্তু হেই গাতা ভরণ হেগো কাম না। সেনাপতি ইয়াহিয়ার অহন ঘাম ছুটতাছে। হের মাইদ্দে আবার নিজেরাই নিজেগো পাঁচশ' আর একশ' টাকার লোট বেআইনী কইর‍্যা হুইত্যা পড়ছে। করাচীতে অহন মাইনষে Marketing করণের সময় চাংগাড়িত কইর‍্যা কুলির মাথায় টাকা আনতাছে। অক্করে ম্যাজিক খেলা আর কি? এক টাকা লোটের দাম অহন পাঁচ সিকা আর একশ' পাঁচশ' টাকার লোট ড্রেনের মইধ্যে গড়াগড়ি খাইতাছে।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। আরে হুনছেননি হেগো কারবারটা? হেরা নাকি সাংবাদিকগো ডাইক্যা বাজেট ঘোষণা করবো? পাগলে কি না কয় আর ছাগলে কি না খায়। পাকিস্তানও একটা দেশ, হেরও আবার বাজেট। সব হালায় ছক্কু মিয়ার কারবার আর কি?

## ২৯

২৭ জুন ১৯৭১

আজ একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। আমি তখন ঢাকার পাতলা খানের গল্লির মইধ্যে থাকি। এয়েই রায় সাহেব বাজারের মুখে একটা রেস্টুরেন্টে আড্ডা মারতে

যেতাম। কেন জানি না হঠাৎ খেয়াল হলো এসব রেস্টুরেন্ট কিভাবে ব্যবসা করে তা জানতে হবে। সেদিন থেকেই রেস্টুরেন্টের বয়-বেয়ারা আর মালিকদের কাজকর্ম লক্ষ্য করতে শুরু করলাম।

রেস্টুরেন্টে চমৎকার ব্যবস্থা। গ্রাহকরা খাওয়া-দাওয়া করবার পর বেরিয়ে যাবার সময় দেখতে পান একটা টেবিলে ফ্যান চালিয়ে স্বয়ং মালিক ক্যাশ-বাক্সওয়ালা কাউন্টারটার পিছনে বসে রয়েছেন। গ্রাহকরা মুখে খিলাল চালাতে চালাতে ভদ্রলোকের সামনে হাজির হতেই তিনি ইলেকট্রিক কলিং বেলটা বাজিয়ে দেন। আর তখনই পিছন থেকে বয়ের গলার আওয়াজ ভেসে আসে 'আগেওয়ালা চার সাহাব–তিন আদমী গপসপ কিয়া, এক আদমী চা পিয়া, ছে পয়সা। পিছেওয়ালা দো'সাহাব খায়ে পিয়ে কুছ নেহি গেলাস তোড়া বারে আনে।' বয়ের কথাবার্তা শুনে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। বেটা বলে কি? চার জনের তিনজনেই বসেছিল আর একজন চা খেয়েছে?

ভালো করে লক্ষ্য করে দেখলাম দেয়ালে লেখা রয়েছে 'এখানে ফল্স কাপ দেয়া হয় না'। এ ব্যাপরটা না হয় বুঝলাম। কিন্তু পরের দু'জন তো কিছুই খায়নি? অ-অ-অ এলায় বুঝছি, হেরা বিসমিল্লাহ কইয়া টেবিলে বওনের লগে লগে গ্লাস ভাংগছে। পকেডে মাল-পানি বেশি নাইক্যা, তাই হুদা মুখেই ফেরত যাইতাছে। কিন্তুক গ্লাস ভাঙ্গনের বারো আনা তাগো দিতেই অইবো।

সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বের Advisor এম.এম. আহম্মকের এই একই অবস্থা হয়েছে। বেচারা প্যারিস Aid Consortium-এর এগারোটা সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগো লগে বওনের সাথে সাথে গ্লাস ভাঙ্গছে। অর্থাৎ কিনা বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর কায়-কারবার ফাঁস হইয়া গেছে। হেইর লাইগ্যা ব্যাডায় খালি হাতে বাড়ির দিকে রওনা দিছে। কিন্তুক গ্লাস ভাঙ্গনের বারো আনা।

এদ্দিনে বুঝলাম ল্যাঙ্গোটের বুক পকেট হইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী সরকারের বাজেট হইছে। হেই বাজেটের কথা হুইন্যা আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া ফিক্ কইরা হাইসা দিছে। ছক্কু মিয়া এলায় কইতাছে, 'এম.এম. আহম্মকের লগে তো আমার কোনোদিন দেখা হয় নাইক্যা? তবুও হেই ব্যাডায় আমার Plan পাইলো কেমতে? কি কইলেন? ছক্কু মিয়ার বাজেট করণের Plan জানেন না? তয় তো আপনার জীবনই বৃথা। ছক্কু মিয়া হেইদিন চূনা বেমারী মুরগি বেইচ্যা পাঁচটা টাকা পাইছিল। টাকা লইয়াই মওলবী সা'বে বড় একটা ছালা লইয়া কেরামতের দোকানে যাইয়া হাজির অইলো। হেইদিন তার চোটপাটই আলাদা। বত্রিশ টাকার মতো চাইল-ডাইল কেননের পর ছক্কু কইলো, 'আরে এই কেরামত মিয়া আগের যেমন লাগে কয়ডা টাকা পাইত্যা আমার কাছে?' কেরামত মিয়া খুশিতে ডগমগ হইয়া কইলো 'হ-অ-অ চাওর গা টাকা পাইতাম।' ছক্কু মিয়া সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পাঁচ টাকার লোটটা বাইর কইর্যা কইলো, 'লও, লও, আগের হিসাবটা সাফ কইর্যা লও।' আর আইজকার হিসাবে একটাকা জমা

কইরা থোও।' কেরামত মিয়া কিছু বোঝনের আগেই ছক্কু মিয়া অক্করে ভিড়ের মইধ্যে হারায়ে গেলো গা।

তাই ছক্কু মিয়া অহন এম.এম. আহম্মকের বাজেটের কথা রেডিওতে হুইন্যা অক্করে তাজ্জব বইন্যা গেছে। এম.এম. আহম্মক সা'বে কইছে, বাংলাদেশের গড়বড় কারবার শুরু হওনের পর রাজস্ব আদায় কমে গেছে, বৈদেশিক মুদ্রার পরিমাণ দ্রুত হ্রাস পেয়েছে, রফতানীর অবস্থা শোচনীয় আকার ধারণ করছে। তবুও ব্যাডায় আদায়পত্র নাই দ্যাহনের পরও ছয়শ' কোটি টাকার বাজেট বানাইলো কোন সাহসে? নাকি আমি যেমন পাঁচটা ট্যাহা দিয়া কেরামতের দোকান থনে বত্রিশ টাকার মাল কিনছিলাম– হেই রকম একটা কারবার করবো?

ছক্কু মিয়া দৌড় দিয়া তেহারীর দোকান থনে মেরহামত মিয়ারে ধইরা আইন্যা কইলো, 'বুঝছো আমি যহনই কিছু করি, তখন তোমরা আমার পিছনে লাগো।' এলায় এম.এম. আহম্মক সা'বে বাজেটের মইধ্যে কি কারবারটা করছে দেখছো?' মেরহামত মিয়া হাতের বগা ছিকরেটটা ধরাইয়া কইলো, 'ধূর ব্যাডা কাইলা, এম.এম. আহম্মক যে সেভিংস সার্টিফিকেটে বেশি মাইনাওয়ালাগো মাইনা দেওনের ব্যবস্থা করছে, হেইডা জানস্ নি?'

ছক্কু মিয়া লাফিয়ে উঠ বললো, 'হ-অ-অ-অ, তোমার মাথায় তো আইজ কাইল খুবই বুদ্ধি খেলবার লাগছে? যেহানে গবর্ণমেন্ট নিজেই পাঁচশ' আর একশ' টাকার লোট লেওন বন্ধ করছে, হেয়নে পাবলিকে লইবো সেভিংস সার্টিফিকেট? দেখলাম এরই মাইদ্দে ইয়াহিয়া সা'বে পাবলিকের থনে ধার করণের লাইগ্যা যে কাগজ বাজারে ছাড়ছিলেন, হেইগুলা কেউ-ই লয় নাইক্যা?

ছক্কু মিয়ার কথাবার্তায় মেরহামত মিয়া অক্করে Shut up হইয়া গেল। খালি কইলো, 'ছক্কু মিয়া তুমি ল্যাহাপড়া না হিক্‌লে কি অইবো, তোমার যেমন বুদ্ধি দেখতাছি, সেনাপতি ইয়াহিয়া তোমারে মিনিস্টার না বানাউক, এম.এম. আহম্মকের মতো একটা Advisor বানাইয়া দেয়?'

তয় তোমারে একখান মেছাল হুনাইয়া দেই। বুঝলা, শেরে বাঙলা ফজলুল হক সা'বে একবার প্রধানমন্ত্রী অইলে তার এক খুবই দোস্ত লোক পোলার একখান চাকরির লাইগ্যা আইলো। হক সা'বে কইলো, 'তুমি যহন আইছে, তহন চাকরিতে একখান দেওনই লাগ্‌বো। তয় পোলাডা ল্যাহাপড়া কতদূর হিকছে?'

তার দোস্ত একটা হাসি দিয়া কইলো, 'ল্যাহা-পড়া? না, পোলায় আমার ল্যাহা-পড়ার মইধ্যে নাইক্যা।'

হক সা'বে আবার জিগাইলো, 'টেকনিক্যাল কোনো কাম হিকছে তো?' এবারে জবাব অইলো, 'তা অইলে এহানে চাকরির লাইগ্যা আনতাম না।'

এলায় হক সা'বে একটা হাসি দিয়া কইলো, 'মিয়া খুব মছিবতে ফেলাইল্যা

যাউকগা তুমি যহন আইছো তহন তোমার পোলারে একখান চাকরি দিমুই।'– কি কইলেন আমার পোলাডার চাকরি হইবো?' হক সা'বে রসিকতা কইরা কইলো, 'হ-অ-অ, আর কিছু না পারি একটা মিনিস্টার তো বানাইতে পারুম।'

মেরহামত মিয়া এবারে লাফিয়ে উঠে বললো, 'তয়তো, ছক্কু মিয়া তোমারে পায় কেডা। এইবার তোমার খুবই কড়া Chance দেখতাছি।' ছক্কু মিয়া কইলো, 'কি অইলো, কি অইলো Chance দেহেনের কি পাইল্যা?' মেরহামত মিয়া হাইস্যা কইলো, 'হক সা'বে মইর‍্যা গেলে কি অইবো? হের ব্যাডাতো ফয়জুল হক– এইবার তো জহিরুদ্দিন কো লগে মিনিস্টার হওনের Chance রইছে। আর হেই ফয়জুল হক তো তোমারে ভালো কইর‍্যা জানে। বাপে হেই কামডা পারে নাইক্যা, ব্যাডায় হেই কামডা করবো– দেখবা।' কি মজা, কি মজা, আমাগো ছক্কু মিয়া ফয়জুল হক আর জহিরুদ্দিনগো লগে লগে মিনিস্টার অইবো।'

কিন্তুক আমাগো ছক্কু মিয়া মিনিস্টার হওনের কথা হুইন্যা অক্করে হাউ মাউ কইর‍্যা কাইন্দা ফালাইলো। কইলো, 'দেখছি, দেখছি আমি হেই লিস্টি দেখছি, হেইডা তো মউতের লিস্টি। হায়, হায়, মের্‌হামত মিয়া এইডা কি কইল্যা? আমি মইর‍্যা গেলেও মিনিস্টার হমু নাইক্যা। হেই লিস্টিতে আমাগো বকশী বাজারের আসাদুল্লাহর নামও উডছিলো। হেউ বেডা মার্ডার হইছে। হের পরেই রইছে জহিরউদ্দিন, ফয়জুল হক, হরিবল হক, মাহমুদ আলী, ফ, কা, ফরিদ কত কি? আমারে মিনিস্টার বানাইলেই হেই লিস্টির মাইদ্দে নাম উডবো। তা হইলেই তো কারবার শ্যাষ। হায়, হায়, মেরহামত মিয়া, এইডা কি কইল্যা– এইডা কি কইল্যা। আমি মিনিস্টার হমু না।'

**২৮ জুন ১৯৭১**

অক্করে সাফ্। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের স্টেট ব্যাংকের খাজাঞ্চীখানা অক্করে সাফ্ হইয়্যা গেছে। বাংলাদেশের লড়াইয়ের চোটে হানাদার সৈন্যদের খরচা যোগাইতেই এই কারবারটা হইছে। বেশি না– দিনে দেড় কোটি টাকা কইর‍্যা খরচ হইতাছে। তিন মাসের লড়াই চালাতে যেয়েই সেনাপতি ইয়াহিয়ার সরকারের অবস্থা একেবারে কেরাসিন হয়ে গেছে। তাই এবারের বাজেটে এক চমৎকার ব্যবস্থা হয়েছে। যেসব অফিসারের বেতন পাঁচশ' টাকার উপর তাদের পাঁচশ' পর্যন্ত পাঁচ টাকা-দশ টাকা-এক টাকার নোটে আর বাকি বেতন ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটে দেওয়া হচ্ছে। এলায় হেগো কারবারটা কি হইতাছে বুঝতেই পারতাছেন। বাংলাদেশের যুদ্ধের জন্যই ওদের এ অবস্থা হয়েছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া এহন তার অফিসারগো মাইনার টাকার থনে যুদ্ধের খরচা যোগাইতেছেন। আর অফিসারগো দশ বছর মেয়াদী ডিফেন্স সেভিংস

সার্টিফিকেট দিতাছেন।

'আহলাদের সখের ময়রাণী আর কি?' দশ বছর বাদ ইয়াহিয়া সা'বে বাঁইচা থাকলে— আর যদি হের গদি টিক্যা থাকে— আর যদি হের হাতে মাল-পানি হয়, তা' হইলে এইসব অফিসারেরা দেড়গুণ টাকা পাইবো। এলায় বুঝছেন, তিনমাস লাড়াই চালাইতেই যাগো কাপড় বাসন্তী রং হইছে, তাঁরা হেগো অফিসারগো কি একটা গেনজামের মধ্যে ফেলাইছে। জিনিষপত্রের দাম যা হয়েছে তাতে পাঁচশ' টাকায় তো একজনেরই পক্ষে মাস চালানো বিপদ। অহন বেডারা পোলাপানরে খাওয়াইবো কি? আর মাঝে-সাঝে একটুক পানি-টানি খাইতো হেইডার বা কি হইবো?

এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে পাকিস্তানী টাকার অবস্থা খুবই কাহিল হয়ে পড়েছে। যেখানে এক ডলারের সরকারি দাম হচ্ছে চার টাকা ছিয়াত্তর পয়সা, সেখানে এখন একুশ টাকা দিয়েও একটা মার্কিন ডলার কিনতে পাওয়া যাচ্ছে না। আন্তর্জাতিক ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো এর মধ্যেই পাকিস্তানে পাঠানো জিনিষপত্রের বীমা করতে অস্বীকার করেছে। আর বিদেশী কোম্পানিগুলো একশ' পার্সেন্ট মার্জিন না হলে কারবার করছে না। অবশ্য হেগো Export-Import-এর কারবার গেল তিন মাস ধইরাই বন্ধ রইছে। বাঙালিরা Export বন্ধ করছে। মানে কিনা পাট, চা, চামড়া, পাটজাত দ্রব্যের Export বন্ধ রইছে। আর ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার Import বন্ধ করছে। পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকের খাজাঞ্চীখানায় মাল-পানি নাই দেইখ্যা ইয়াহিয়া সা'বে ২৪শে এপ্রিলের যে ফরমান মোতাবেক ১২৪ রকমের মাল Import বন্ধ রেখেছিলেন, হেই order এখানো চালু রইছে। আর না থাইক্যাই বা উপায় কি? অবস্থা খুবই খতরনাক।

সেনাপতি ইয়াহিয়ার ধারকর্জ শোধ দেওনের ক্ষেমতা নাই দেইখ্যা Aid-Pakistan consortium-এর দেশগুলো এখন টাকা দেয়া বন্ধ রাখছে। হেইর লাইগ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়ার Advisor এম.এম. আহাম্মক খালি হাতে ফিইর‍্যা আইস্যাই খুব চোট্‌পাট্ শুরু করছেন। মওলবী সা'ব তার বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন, 'বিশ্বের ধার দেউন্যা দেশগুলোর অহন আমাগো টাকা না দেওনের Policy হইতাছে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হাত দেওনের মতো।' এলায় বুঝছেন, আহম্মক সা'বের Point টা কেমন কড়া। টাকা ধার দিলেই আরো মানুষ মারুইন্যা যন্ত্র কিনতে পারতো। আর হেই সব যন্ত্র দিয়া বাংলাদেশে সোন্দর Fight টা চালাইতে পারতো। অহন টাকা ধার না দেওনে সব গড়বড় হইয়া গ্যাছেগা।

তাই আহম্মক সা'বে তার বাজেট বক্তৃতায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে বলেছেন, 'কারো উপর নির্ভরশীল না হয়ে আমরা নিজেরাই নিজের পায়ে দাঁড়াবো।' এই কথাডা না কইয়্যাই বেডায় অহন ডিফেন্স সেভিংস সার্টিফিকেটে অফিসারদের বেতন দেওনের ব্যবস্থা করেছেন। আর এদিকে রেডিওতে এই গরম বক্তৃতা শুনে জঙ্গী সরকারের সামরিক আর বেসামরিক অফিসারেরা সার্টের বোতাম খুলে সাদা পাকা চুলওয়ালা বুক

থাপড়িয়ে মাতম্ করতে শুরু করেছেন।

কিন্তু ইসলামাবাদের বাজেটটা ভালো মতো লক্ষ্য করে অনেকেই দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। ছয়শ' কোটি টাকা বাজেটে ২৪০ কোটি টাকার সিভিল বাজেট। এর মধ্যে বেশি না মাত্র ৯৪ কোটি টাকা ঘাটতি। অবশ্য আসলে ঘাটতি সবটাই। কেননা সবটাইতো ফাঁকি। কিন্তু আহম্মক সা'বে তার এই কেতাবেও ৯৪ কোটি টাকা ঘাটতি দেখিয়েছেন। তাহলে ২৪৬ কোটি টাকা সিভিল বাজেট। এটাতো সমুদ্রে বারি বিন্দু সম। মানে কিনা নস্যির গুড়া।

অবস্থা যেভবে চলছে তাতে মনে হচ্ছে পয়লা এক-আধমাস ডিফেন্স সার্টিফিকেট আর নগদ টাকা মিলিয়ে মাইনে দিবো। তারপর বুঝতেই পারতাছেন– হুদা সার্টিফিকেট দিবো। কেননা এছাড়া তো হেগো লাইগ্যা আর কোনো রাস্তা নাইক্যা। বর্ষার শুরুতেই যখন এই অবস্থা, তহন মুক্তিফৌজের পুরা ক্যাচ্‌কা মাইর শুরু হইলে– হায় আল্লাহ্ হেগো না জানি কি হয়? ঢাকা টাউনে কয়েকবার গ্রেনেড চার্জ, ফেনী সেক্টরে মুক্তিফৌজের গাবুর মাইর আর কয়েক হাজার ব্রিজ-কালভার্ট উড়নেই যখন হেগো হেঁচকি উঠছে, তহন পুরা কারবার শুরু হইলে হেগো, কি অবস্থা হইবো হেইডাই ভাবতাছি।

সেদিন একদল মুক্তিফৌজের সঙ্গে Action দেখতে গিয়েছিলাম। বিচ্ছুর লাহাল পোলাগুলো আমারে কইলো কি জানেন? কইলো, দেখেন আমরা আইজ রাইতে নদীর হেই পারে পূব দিকে কারবার করমু, তাই এই দুইডা পোলারে পশ্চিম দিকে নদীর ধারে হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পের দিকে গুলি বর্ষণের লাইগ্যা পাডাইলাম। আমি বললাম, 'আপনাগো Action হইবো পূব দিকে আর এগো পাঠাইলেন পশ্চিম দিকে, কেইসডা কি?'– 'আরে দূর আপনে দ্যাখলেন না কারবারডা।' এর কিছুক্ষণের মধ্যেই হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প থেকে গুলির জবাব শুরু হলো। মুক্তিফৌজের নেতা বললেন, 'এই যে হেগো দিয়া শুরু কইর‍্যা দিলাম, অহন এই গুলি হারা রাইতের মতো চললো। আশে পাশে কোনো গেরাম না থাকলে কি হইবো– ডরের চোটে অহন এগো এই অবস্থা হইছে।' এরপর মুক্তিফৌজের দলটা দিব্বি পূব দিকে যেয়ে বাকি রাইত ধইরা তাদের কারবার করলো অর্থাৎ হানাদার বাহিনীর পালিয়ে যাওয়ার রাস্তাটার বারোটা বাজিয়ে এল।



এরকম একটা অবস্থায় এখন আবার ভাড়াটিয়া সৈন্যদের বেতন নিয়ে গড়বড় শুরু হয়েছে। আর রোজই হানাদার সৈন্যদের নিহতের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই এহেনো একটা ছেরাবেরা অবস্থায় জঙ্গী সরকারের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আব্দুল হামিদ খান তার জোয়ানদের মনোবল ঠিক রাখবার জন্য অহন এই বুড়া বয়সে ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরতাছেন। আর সেনাপতি ইয়াহিয়া নিজের পিঠের চাম্ বাঁচাইবার জন্য একটার পর একটা ফর্মূলা ঝাড়তাছেন।

যদি কেনো একটা ফর্মূলায় কাম হয়। আইজ মগরেবের ওয়াক্তে এই রকম একটা

ফর্মূলার মাইদ্দে বড়শিতে যেমন মাছ গাঁথে হেই রকম মাল গাঁথতে চাইতাছেন। কিন্তুক মওলবী সা'বে যে কারাবারডা করছেন, হের পর সব পাখি উড়াল দিয়া গ্যাছেগা। অহন বারবার আঙ্গুলে গুনতাছন কয়ডা পাওয়া গেছে। ১৬৭-এর মধ্যে পনেরো– কি সোন্দর Result?

এইবারে ইয়াহিয়া সরকার কি করফাইন? নাকি য্যামন আইছ্লাইন হমনে যাইফাইন। হ-অ-অ আর হেইদিগে তো আবার জেনারেল আব্দুল হামিদেরও একবার গদীতে বহনের খায়েশ হইছে। পাকিস্তান যহন শ্যাষই হইছে তহন হের একবার খায়েশটা মিটুক। History-তে নামড়া তো ছাপা হইবো।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, অক্করে সাফ্। জঙ্গী সরকারের স্টেট ব্যাংকের খাজাঞ্চীখানা অক্করে সাফ্।

২৯ জুন ১৯৭১

কুফা। অহন সেনাপতি ইয়াহিয়ার অক্করে কুফা অবস্থা। যাঁরা ভেবেছিলেন ইয়াহিয়া সা'বে তাঁর বেতার বক্তৃতায় বাঙালিগো লাইগ্যা দিল জারে জার কইর‍্যা না জানি কি একটা হেকিমী সরবৎ দিবো, তারা অহন চিন্তিত হইয়া পড়ছেন। আইয়ুব খান দিয়েছিলেন 'বেসিক ডেমোক্রেসি' আর ইয়াহিয়া সা'বে দিয়েছেন মেলেটারি ডেমোক্রেসি। বাহান্ন মিনিট সাড়ে বাইশ সেকেন্ড ধরে এক বেতার ভাষণে সেনাপতি ইয়াহিয়া পয়লা মিছা কথা কইলেন, তারপর ধমকাইলেন, তারপর নিজেই নিজের প্রশংসা করলেন, তারপর 'পাকিস্তান' 'পাকিস্তান' কইয়্যা বুক থাপড়াইলেন, তারপর মেলেটারি ডেমোক্রেসির ফর্মূলা দিলেন আর হগ্‌গলের লাষ্টে কাইন্দ্যা ফেলাইলেন।

কি কইলেন! মেলেটারি ডেমেক্রেসির কথা বুঝতে পারেন না। তয় কই হুনেন। ১৯৭০ ইলেকশনডা যহন ইয়াহিয়া সা'বের জোয়ানরা খাড়া থাইক্যা করছিল তহন ইলেকশনডা তো আর ভণ্ডুল করা যায় না। কিন্তু মাত্র ১৬৭টা বাই ইলেকশন হইবো। ১৬৯-এর মাইদ্দে ১৬৭টা সিট আওয়ামী লীগে পাইছিল কিনা। কি হইলো– এহনও Clear হইলো না। জেনারেল টিক্কা, রাও ফরমান আলী আর জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ আর পিডিপির হারু পাট্রির নেতারা মিল্ল্যা একটা কমিটি করবো। যেমন ধরেন খুনের আসামী নিজহই যাইয়া জজ সা'বের গদীতে বইলো আর কি! হেই কমিটি যদি কয় মীরপুর আর মোহাম্মদ পুরের থনে দালাল সম্রাট গোলাম আজমরে Elect করতে অইবো। ব্যস্ তা হইলেই আলহাজ্ব জহির উদ্দিন সা'ব 'গণ-ফট'। হাজার দালালী করলেও এইডারে আর কেউ ঠেকাইতে পারবো না। কেননা হেরা আর সামান্যতম Risk লইতে চায় না। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় ইসলাম-পছন্দওয়ালাগো ১৬৭ডা নেতা

বাইর করন খুব একটা অসুবিধা অইবো না। এইবার হেরা দুনিয়ারে দেহাইবো Election কারে কয়।

এরপর পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার সদস্যরা যখন পার্লামেন্টে আসন গ্রহণ করবেন, তখন তাদের আসল কাম– মানে কিনা শাসনতন্ত্র তৈরী করার জন্য কোনো কিচ্ছুই করতে দেয়া হবে না। কেননা সেনাপতি ইয়াহিয়া অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করে দেখেছেন এই শাসনতন্ত্র তৈরির ব্যাপারটাতেই পলিটিসিয়ানরা খুবই টাইম নষ্ট করেন। তাই আগের বার যে ১২০ দিনের সময় নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, এবার সেটাও আর তিনি করবেন না। এবারের পার্লামেন্টের সদস্যরা রাওয়ালপিন্ডির ক্যান্টনমেন্ট থেকে তৈরি করা একটা শাসনতন্ত্র পাবেন। এলায় বুঝছেন সেনাপতি ইয়াহিয়া তার মেলেটারি ডেমোক্রেসিতে খটমট ব্যাপারগুলো কত সহজ আর সোজা করে ফেলেছেন।

এর পরেও ইয়াহিয়া সা'বের কয়েকটা কিন্তুক রইছে। পয়লা কিন্তুক– পার্লমেন্ট বইলেই যে ক্ষেমতা দেওয়া হইবো, তা নয়। পোলাপানে নতুন বই-খাতা কিন্ন্যা য্যামতে মলাট লাগায়, হেই রকম গবর্ণমেন্টের উপর মার্শাল 'ল'র কভার থাকবো। মানে কিনা খাকি পোষাকের হাত থনে রক্ষা নাইক্যা– হেরা থাকবোই। দুস্‌রা কিন্তুক– বাংলাদেশের পরিস্থিতি আয়ত্বের মাইধ্যে আইলে কি অইবো, যদ্দিন পর্যন্ত রাস্তাঘাট মেরামত আর ট্রেন-স্টিমার পুরা চালু করণ যাইবো না– যদ্দিন পর্যন্ত বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করা সম্ভব হইবো না– তদ্দিন পর্যন্ত টিক্কা-নিয়াজী-ফরমানের রাজত্ব থাকবোই। তিস্‌রা কিন্তুক– স্বাভাবিক অবস্থা ফিরনের লাইগ্যা আরো চার মাসের দরকার হইতে পারে। তবে এই সময়ের মধ্যে যদি অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কায়-কারবার আগের মতোন না হয়, তা হইলে বুঝতেই পারতাছেন মেলেটারি ডেমোক্রেসি দেওন আরো Late হইবো।

সেনাপতি ইয়াহিয়া আর একটা জব্বর কথা কইছেন। তার মেলেটারি ডেমোক্রেসি কায়েম হলে প্রদেশগুলো স্বায়ত্বশাসন পাবে, আবার সেন্টারও শক্তিশালী হবে। এ্যাও হয়, অও হয়। ক্যামন বুঝতাছেন। অক্করে ভানুমতির খেল আর কি? বাঙালি দালালেরা খুশি, মেলেটারিও খুশি। যাঁতির চোটে বেচারা ইয়াহিয়া খান মিছা কথা কইতে-কইতে মুখের গাইলস্যার মধ্যে একেবারে ফেনা তুলে ফেলেছেন। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস থেকে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সাবের এই অবস্থা হয়েছে।

২৮শে জুন তারিখে ভদ্রলোক তার বেতার ভাষণে ভট্‌ করে বলে ফেললেন 'আঙ্গুর ফল চুকা'। যখন দেখলেন তেল দিয়ে কোনো কাজ হলো না। আর হেগো কথামতো কাম করতে করতে হেঁচকি উঠে গেল তবুও Aid-Pakistan Consortium-এ ডাইল গল্‌লো না। মানে কিনা বাঙালি মারনের লাইগ্যা মাল-পানি পেলো না। তখন ইয়াহিয়া সা'ব চিল্লাইয়া কইলেন, 'কুচ্‌ পরোয়া নেহি হ্যায়। হেগো Aid খুবই খারাপ জিনিষ। হেইডা ছাড়াই কাম চালামু।' ব্যাডা একখান? কিন্তু আর কয়দিন? এদিকে তো ঘণ্টা পড়ে গেছে। বুড়ো জেনারেল হামিদ খান আইজ কাইল কেন জানি না খুবই আর্মি ক্যাম্পে ঘুরতাছেন। নাকি হেরও দিলের মাইদ্দে চিরকিৎ অইছে?

যাউগ্গা যা কইতাছিলাম। আমাগো সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আর একটা ফার্স্ট কেলাস্ কথা কইছেন। তিনি বলেছেন, 'বাঙালি শরণার্থী যারা সীমান্তের ওপারে চলে গেছেন তাঁরা এখনই ফিরে এসে প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন।' কি সোন্দর দাওয়াৎ। শরণার্থীরা ফিরে আইলে তো তাঁদের প্রিয়জনদের মাটির নিচে দেখতে পাইবো। তা হইলে কি এসব শরণার্থীদেরও তিনি মাটির নিচে হোতনের দাওয়াৎ দিতাছেন? আমি কই কি ব্রাদার ইয়াহিয়া, আপনে তো এর মধ্যেই বাংলাদেশে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য, পাঁচ হাজার সশস্ত্র পুলিশ, নর্দার্ন স্কাউট, গিলগিট স্কাউট আর উপজাতীয় এলাকার ফৌজ এনেছেন। এখন বাকি যা' আছে তাও নিয়ে আসুন। না হলে মুক্তিফৌজের গেরিলারা কোবাইবো কাগো? কেবল তো মাইর শুরু হইছে। এর মধ্যেই আপনাগো হাজার কয়েক পটল তুলছে আর হাজার কয়েক গতরের মাইদ্দে ব্যান্ডেজ বানছে। ভিয়েতনামের দিয়েন বিয়েন ফুতে যে রকম হইছিল আমাগো গেরিলারা বাংলাদেশে হেইরকম একটা কারবার করবার জন্য অস্থির হইয়্যা উঠেছে। তাই কইতাছি আগেই কিস্তুক ভাগ্বেন না। আপনাগো অফিসারগো মাইদ্দে হেইরকম একটা Tendency দেখতাছি। লুট আর লাড়াইর মাইদ্দে কিস্তুক আশমান-জমিনের ফারাক।

# ৩২

**৩০ জুন ১৯৭১**



গোস্বা করছেন। আমাগো জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'বে গোস্বা করছেন। হের আব্বাজান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কায়-কারবার দেইখ্যা ভুট্টো সা'বে অহন অক্করে Deaf and Dumb স্কুলের হেড মাস্টার হইছেন। রেডিওর লোকেরা ভুট্টো সা'বের কাছে সেনাপতি ইয়াহিয়ার বক্তৃতার Reaction চাইলে তিনি কোনো কথা বলতে অস্বীকার করেছেন। তার দিলের মাইধ্যে খুবই চোট্ লাগছে। আইজ ছয় মাস ধইর‍্যা তাঁর সাধের পিপলস পার্টির মেম্বররা Elect হইয়া বেকার রইছে। অথচ এখনও পর্যন্ত ক্ষমতা পাওয়া তো দূরের কথা এসব মেম্বাররা মাইনে পর্যন্ত পাচ্ছে না। কি রকম একটা গেনজাম কারবার। ভুট্টো সা'বরে Consult না করে সেনাপতি ইয়াহিয়া Insult করেছেন। তাই বেচারা ভুট্টো শুধু একটা কথাই বলেছেন, 'জেনারেল ইয়াহিয়া যে বেতার ভাষণ দিয়েছেন সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করার আগে পিপল্স পার্টির লিডারদের সঙ্গে Discussion করতে হবে।' এলায় বুঝতাছেন ভুট্টো-ইয়াহিয়ার মাইধ্যে ফারাকটা কেমন জানি দিন দিন বাড়তাছে।

২৫শে মার্চের আগে তো দু'জনার মধ্যে খুবই পিরীত আছিল। ভুট্টো সা'বে বাংলাদেশের Election Result দেইখ্যা কইলেন, 'সর্বনাশ হয়েছে, শেখ মুজিব ১৬৭টা সিট পাওয়ায় পাকিস্তানের পার্লামেন্ট এখন কসাইখানায় পরিণত হয়েছে। এই পার্লামেন্টে আমার একাশি জনের পার্টি যোগ দিব না।' কি সোন্দর যুক্তি। শেখ সা'বে

বেশি সিট পাইলো ক্যান, হেইর লাইগ্যা Parliament বয়কট্। বুঝছেন, হেগো Democracy র নমুনাডা। জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'বে অক্করে আড়ি, আড়ি, আড়ি– তিন আড়ি দিয়ে সিন্ধু প্রদেশের লারকানার 'আল মারকাজ্' নামে বিরাট বাড়িতে দরজা বন্ধ করে বালিশের উপর উপুড় হয়ে ফোঁপাতে লাগলেন।

আর যায় কোথায়? জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান জঙ্গী সরকারের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আব্দুল হামিদ খানকে সঙ্গে করে লারকানায় যেয়ে হাজির হলেন। তারপর দরজার কড়া নেড়ে সে কি ডাকাডাকি, 'আয় মেরে লাল, আয় মেরে চিড়িয়া, আয় মেরে জান।' তার পরের খবর হচ্ছে, সেনাপতি ইয়াহিয়া আর জেনারেল হামিদ মিলে 'আল-মারকাজে' রাত কাটালেন। অনেক বুঝিয়ে যখন সদর ইয়াহিয়া ভুট্টোকে আসল প্ল্যানটার কথা বললেন, তখন স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর পোলার থারটি টু বেরিয়ে গেল। মানে কিনা বত্রিশ পার্টি দাঁত বের করে হাসলেন। আর্মি দিয়ে বাঙালিদের আচ্ছা করে পিটিয়ে আওয়ামী লীগ ব্যান করে দিলেই তো পিপল্‌স পার্টি পার্লামেন্টে মেজরিটি হয়ে গেল। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে যে ব্রিফিংই আসে ভুট্টো সাহেব চুটিয়ে সেই কথাই বলেন। তার কথার চোটে জামাতে ইসলামী আর মুসলিম লীগ মার্কা হারু পার্টির নেতারা পর্যন্ত তাকে Coungratulate করলেন। পাকিস্তানের খবরের কাগজগুলোতে ভুট্টো সাহেবের রং-বেরং-এর ফটো ছাপা হলো। এমনকি তাঁর বিবি সাহেবার স্পেশাল ইন্টারভিউ পর্যন্ত প্রকাশ হলো। মায়ের চেয়ে মাসির দরদ বেশি হয়ে দাঁড়ালো। সিন্ধিদের চাইতে পঞ্চনদ এলাকায় ভুট্টোর জয় জয়কার পড়ে গেল।

যে লোক আইয়ুব খানের আমলে পররাষ্ট্র মন্ত্রী থাকার সময় একবার কইছিলেন, 'দরকার হলে ঘাস খেয়েও হাজার বছর ধরে ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করবো।' সেই লোক আবার Full Form-এ অইস্যা পড়লেন। লাহোর বিমান বন্দরে এস, পি.কে সঙ্গে করে দিব্বি ইন্ডিয়ার হ্যাইজ্যাকিং করা বিমানের দস্যুদের কান্ধে হাত দিয়া সাবাস দিয়ে এলেন। একটা হাত উঁচু করে খবরের কাগজে ফটো ছাপবার ব্যবস্থা করলেন।

ভুট্টো সাবের চোট্‌পাট্ই আলাদা। একজনরে ধমকাইতাছেন, একজনরে ডর দেখাইতাছেন, আর একজনরে শাসাইতেছেন। এরই মধ্যে সেনাপতি ইয়াহিয়া পহেলা মার্চ এক অর্ডারে পার্লামেন্টের সেশন বন্ধ করে দিলেন। ভুট্টো সা'বে আহ্লাদে গইল্যা পড়লেন। পার্টির লোকজনরে গোপনে কইলেন, 'দেখছো, ইয়াহিয়া অহন আমার হাতের মুঠায়। যখন যা কইমু তাই হোনন লাগবো। এ্যার নাম পলিটিক্‌স। বুঝছো?

এদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া ঢাকায় শেখ মুজিবের সঙ্গে লোক- দেখানোর জন্য আলোচনা করতে এসে দিন ক'য়েক পরে 'তু' করে ভুট্টোরে ডাকতেই, ব্যাডায় অক্করে লাইফ Risk কইর্‌যা ঢাকায় হাজির হলেন। 14th ডিভিশনের একটা পুরা কোম্পানি Hotel Intercontinental-এ জননেতাকে গার্ড দিলো। এমনকি হোটেলের এগারো

তলায় একটা সাংবাদিক সম্মেলনের আগে সমস্ত সাংবাদিকদের পরিচয় পত্র দেখে দেহ তল্লাশী করে ঢুকানো হলো। জুজুর ভয়। যদি কোনো বাঙালি ভূট্টো সা'বরে হেইকাম কইর‍্যা দেয়।

পাকিস্তান নামে দেশটার দাফন করার order দিয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া করাচীতে পালিয়ে যাবার পর জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ২৬শে মার্চ একটা আর্মি জিপে তেজগাঁ বিমানবন্দরে এনে করাচীগামী প্লেনে উঠিয়ে দেয়া হলো। ব্যস্ এইখানেই ভুট্টোর খেইল খতম্। উনি ছিব্ড়া হয়ে গেলেন। নারিকেলের শাঁস খাইয়া য্যাম্তে লোকে ছিঁব্ড়া ড্রেনের মাইদ্দে ফেলায়, কাম শ্যাষ হওনের পর জঙ্গী সরকার ভুট্টো সা'বরে হ্যাম্তে ফালাইয়া দিছে।

দুই একবার সেনাপতি ইয়াহিয়ার সরকার পোলাডারে বুঝাইবার চাইছিল, মুখে যতই চোট্পাট্ করি না কেন, আসলে বাংলাদেশে পাকফৌজ অহন কেদোর মাইদ্দে পড়ছে। তিন মাসেও লাড়াইডা খতম করণ গেল না। এর মাইদ্দে আবার বাঙালি ফৌজের মাইর দিনকে দিন কড়া হইতাছে। এদিকে মাল-পানির খুবই টানাটানি। তাই মেরে লাল ভুট্টো একটুক্ খামোশ থাকো।

কিন্তু পোলা খুবই গরম। সেনাপতি ইয়াহিয়া নাকি তাঁরে ভোগাস্ মারছে। ফুটবল খেলায় যেমন একজন আরেকজনরে ফাউল করে, ইয়াহিয়া সা'বে নাহি ফাউল-হ্যান্ডবল সবই করছে। কিন্তুক বেডায় কি জানে না যে, প্রেমে, রাজনীতি আর যুদ্ধে ফাউল বইল্যা কিছু নাইক্যা। জেতনডাই আসল কথা।

মিষ্টির দোকানের সামনে যেমন এক রকমের চাম-ওঠা জীব, দূরে আরেক জাতভাইরে দেখলেই কেঁউ কেঁউ কইরে ওঠে। ভুট্টো সা'ব অহন দূর থনে গলায় শিকল বাঁধা হরিবল হক, সবুর, মাহমুদ আলী ফকা–ফরিদ'রে দেইখ্যা হেইরকম আওয়াজ করতাছেন। কেননা ইয়াহিয়া সা'বের শেষ ফর্মূলায় নাকি এইসব জাতভাইগো Elect হওনের খুবই কড়া Chance রইছে।

সেইজন্য বলেছিলাম গোস্বা করছেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো অহন গোস্বা করছেন। কাইন্দা বালিশ ভিজাইতাছেন। উনি অহন অক্করে Deaf and Dumb স্কুলে হেডমাস্টার হইছেন। তার দিলের মাইদ্দে জব্বর চোট্ লাগছে।

## ৩৩

১ জুলাই ১৯৭১

এগুলা কি কারবার হইতাছে? আইজ আটানব্বই দিন ধইর‍্যা বাংলাদেশে তুফান Fight করতাছি, তবুও এ লড়াই-এর একটা হিল্লে হলো না? আমি ইয়াহিয়া খান একবারও কইতে পারলাম না যে, সমস্ত বাংলাদেশ অক্করে জয় কইর‍্যা ফেলাইছি। কেবল একটা কথাই বার বার কইর‍্যা চিল্লাইতাছি, Situation Normal–অবস্থা সম্পূর্ণ আয়ত্বের মধ্যে

এসে গেছে। কিন্তুক আমি তো Report পাইতাছি হেইখানে অহন কি করবারটা চলতাছে? পিআইএ-এর মধ্যেই ছয়শ' একানব্বইডা অফিসারের লাশ ঢওয়াইছে। আর জোয়ানগো তো আল্লারওয়াস্তে লিল্লাহ্ কইর‍্যা দিছি। কত কষ্ট কইরা পাকিস্তানে এইসব খবর চাপিস্ করতাছি। এদিকে পাকিস্তান স্টেট ব্যাংকটারে তো গাং করছি, একশ' টাকা পাঁচশ' টাকার নোট বেআইনী করছি, নতুন ট্যাক্স বহাইছি, ডাক মাশুল বাড়াইছি, চেক ভাঙ্গাইলে– ড্রাফট বানাইলে পহা লইতাছি, তবু– তবুও কোনো কিনারা করতে পারতাছি না।

সেনাপতি ইয়াহিয়ার অহন মনডা খুবই খারাপ। খালি ফিস্‌ফিস্ করে বলছেন, 'এই কাল্লু এলায় হাইর‍্যা যা, অনেকক্ষণ তো হইছে।'

কি কইলেন? কেইস্‌ডা ঠিক মতন বুঝতে পারলেন না? তয় কইত্যাছি হুনেন। একবার বরিশাল গিয়েছিলাম। শীতকাল। আলেকান্দায় পাড়ার ছেলেরা সব নাটক করছে। নিজেরাই লিখে একটা ঐতিহাসিক নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছে। সময় কাটাবার জন্য একটা র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে হাজির হলাম। একটা দৃশ্যে দেখলাম অক্করে তুফান কারবার। দর্শকদের কেউই আর সিটে বসে নেই। সব্বাই চিৎকার করতে শুরু করেছে। দৃশ্যটাতে সুন্দর হ্যাংলা চেহারার নায়ক বিরাট স্বাস্থ্যবান প্রতি-নায়কের সঙ্গে মল্লযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। নাটকে লেখা আছে কিছুক্ষণ লড়াই-এর পর নায়ক তার প্রতিদ্বন্দ্বীর বুকের উপর চেপে বসে বিজয় উল্লাস করছে। কিন্তু নাটক অভিনয়ের সময় এক কুফা অবস্থার সৃষ্টি হলো। সুদর্শন নায়ক নিচে চিৎ হয়ে পড়ে আছে আর ফিস্ ফিস্ করে বলছে, 'এই কাল্লু এলায় হাইর‍্যা যা। অনেকক্ষণ তো হইছে।' আর মোটাসোটা লোকটা নায়কের বুকের উপর বইস্যা জোরে জোরে চিল্লাইতছে 'পারলে ফালাও– কেমন বেডাখান দেখুম।'

বাংলাদেশের কেদো আর প্যাকের মধ্যে এখন এরকম একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। মুক্তিফৌজের কেচ্‌কা মাইরের চোটে হানাদার ফৌজ চিত্তর হইয়া ফিস্ ফিস্ কইর‍্যা কইতাছে, 'এলায় হাইর‍্যা যা, অনেকক্ষণ তো হইছে।' কিন্তুক ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের জানা উচিত এটা নাটকের অভিনয় নয়– এটা হচ্ছে বাস্তব সত্য। ১৯৫১ সনে যেখানে আধা ডিভিশন সৈন্য রাইখ্যা কাম হইছিল, ১৯৭১ সনে সেখানে পাঁচ ডিভিশনেও কোনো কাম হইতাছে না। কেমন বুঝতাছেন– মাসে কতদিন যাইতাছে? কোবানীর চোটে অহন কান্দলে কি অইবো? চিয়াংকাইশেকের তো ফরমোজায় জায়গা হইছিল, কিন্তু আপনাগো লাইগ্যা তো বঙ্গোপসাগর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাইতাছি না।

একদিনের রিপোর্ট দিতাছি। রংপুরে তিন জায়গা থনে মুক্তিফৌজ গেরিলাগো কোবানীর চোটে হানাদার সৈন্য ভাগছে। হেগো Moral খুব Strong কিনা? সে কি দৌড়? ঢাকার ইসলামপুরে ভীড়ের মধ্যে 2 (A) টাউন সার্ভিসের বাস আটকে গেলে যেম্‌তে কইর‍্যা বাসের কন্ডাক্টর বাস থুইয়া দৌড়ে সদর ঘাট যাইয়া হাজির হইয়া কয়, 'আইয়্যা পড়ছি'– ঠিক একইভাবে এই হানাদার সৈন্যরা এক দৌড়ে রংপুরের টাউনের

কামাল কাচ্‌নায় হাজির হইছে। কিন্তুক যা গেছিল হেই নাম্বার ফেরৎ আইতে পারে নাই। বাকিগুলা পডল তুলছে।

রংপুরের অমরখানাতেও একই অবস্থা হয়েছে। আর রংপুর থনে মাত্রক তিরিশ মাইল উত্তরে হাতিবান্ধা আর বড়খাতাতে আহা-রে কি মাইর! মাইরের চোটে ভাগনের সময় গুলি– মেসিনগান, ট্রাংক, স্যুটকেস– এমন কি নীলো আর সাবিহার ফটো পর্যন্ত লওনের টাইম পায় নাইক্যা।

কথা নেই বার্তা নেই মুক্তিফৌজের গেরিলারা ঠাকুর গাঁ-এর পূব দিকে হানাদার সৈন্যদের একটা ফাঁড়ি অক্করে ডাবিশ্ কইর‍্যা ফ্যালাইছে।

সিলেটের জাফলং আর সোনাপুরায় হানাদার বাহিনী একবারে তক্তা হয়ে গেছে। যশোর সেক্টরের কথা আর কওন যায় না। মুক্ত এলাকায় হামলা করণের লাইগ্যা হেগো চিরকিৎ হইছিল। মাত্র বারো ঘন্টার লড়াই। তারপর হেরা আর ভাগোনেরও টাইম পাইলো না। হগ্‌গলেই রইয়্যা গ্যালো। হেগো আর দৌড়াইয়া ভাগোনের কষ্টডা করতে হয় নাই।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় হানাদার সৈন্যরা তিনটা মোটর বোটে 'মউতের খোঁজে' বেরিয়েছিল। হ-অ-অ 'মউতের' লগে হেগো মোলাকাত হইছে। অহন তিনডা মোটর বোটের মাইদ্দে জয় বাংলার ফ্ল্যাগ উড়তাছে।

এতো কইর‍্যা না করলাম। যাইস্ না। হেই রাস্তায় যাইস্ না। হাতি যেমন বরই গাছ তলায় যায় না– তোমরাও হেই রকম হেই রাস্তায় যাইয়ো না। নাঃ আমার কথা হুন্‌লো না। অহন মাইরের চোটে হেগো সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করছে। কুমিল্লা, রাজশাহী, বগুড়া আর ফরিদপুরের কথা হুনলে বাকিগুলা ডরাইবো। তাই আজ আর বেশি খবর দিমু না। মাইর খাওনের আগেই যদি ভাগে?

সেই জন্য বলেছিলাম, সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন চেইত্যা গেছেন আর চিল্লাইয়া কইতাছেন, 'এগুলা কি কারবার হইতাছে? আইজ আটানব্বই দিন ধইর‍্যা বাংলাদেশে তুফান Fight করতাছি, তবুও এ লড়াই-এর একটা হিল্লে হলো না?

সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন চিৎ হইয়া ফিস্ ফিস্ কইর‍্যা কইতাছেন, 'এই কাল্লু এলায় হাইর‍্যা যা, অনেকক্ষণ তো হইছে। এলায় হাইর‍্যা যা'।

**৪ জুলাই ১৯৭১**

ফাতা-ফাতা। ওদিকে অহন ফাতা-ফাতা অবস্থা শুরু হয়ে গেছে। আর লুকোচুরির কারবার লাইক্যা। অহন দিনে দুপুরে ডাকাতি শুরু হয়েছে। রেডিও গায়েবী আওয়াজ থনে একটা জব্বর খবর বাইরাইছে। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার হগ্‌গল জুটমিল আর পাটের গুদামের যত পাট আছে তামাম জুট বোর্ডের সম্পত্তি। এলায় বুঝছেন টিক্কা

সা'বের রাজত্বে ক্যামন সোন্দর সব ব্যবস্থা হইতাছে। এতোদিন হুনছিলাম পাকিস্তানের বেবাক সম্পত্তি আল্লাহ্‌র সম্পত্তি। কিন্তু আইজকাইল মুক্তিফৌজের গাবুর মাইরের চোটে সব অক্করে গড়বড় হইয়্যা গ্যাছেগা। হগ্‌গল সম্পত্তি অহন ইয়াহিয়া-টিক্কার সম্পত্তি। হ্যাগো যা খুশি তাই-ই করবো, আপনার তাতে কি? জানেন না, আগে আপ্ তার পরে বাপ্।

একটা গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন। ঢাকায় আমাগো হুমায়ুন বশীর সা'বের লগে গোলাম কাদের সা'বের Fight হইতাছে। বশীর সা'বের লণ্ঠন আর কাদের সা'বের নৌকা। তুফান Fight। তখন আমি যোগীনগর লেইনের মাইদ্দে থাকি। একদিন সন্ধ্যায় নারিন্দায় যুক্তফ্রন্টের এক জনসভা। যেয়ে দেখি এক ঢাকাইয়া লোক জোর বক্তৃতা করছেন, 'বুঝছেন ভাই সা'বরা, বাপ মায়ে আমারে বেশি ল্যাহা-পড়া হিকায় নাইক্যা। তাই লেকচার দিতে পারুম না। তয় আপনাগো কিছু মেছাল হুনামু। অমাগো মহল্লার মাইদ্দে এক মওলবী সা'ব আছিল। একদিন মহল্লার লোকজনে সব সর্দার সা'বের কাছে আইস্যা নালিশ করলো। সর্দার সা'ব, এই মওলবী আমাগো মসজিদের মাইদ্দে উল্ডা-পাল্ডা নামাজ পড়াইতাছে। সর্দার সা'বে লগে লগে মহা গরম। উল্‌ডা-পাল্‌ডা নামাজ পড়াইতাছে, কারবারডা কি? পাড়ার পোলাপানে দৌড় দিয়া মওলবী সা'বরে ধইর‍্যা আনলো। সর্দার সা'বে কইলো, 'আবে এই মওলবী সা'ব— এলায় গাট্টি-বোচ্‌কা বান্‌ধেন আর কি? আপনের কাটনের টাইম্ আইছে।' মওলবী সা'ব হাত কচলাইয়া কইলো, 'দ্যাহেন সর্দার সা'ব আমার লগে যে কেতাব আছে, হেই কেতাব দেইখ্যাই তো নামাজ পড়াইতাছি।'

সর্দার সা'বে কেতাবডা হাতে লইয়া দ্যাহে কি পয়লাই ল্যাখা আছে মুসলিম লীগ-জিন্দাবাদ, লবণের সের ষোল ট্যাহা, নারিয়েল তেল বারো ট্যাহা, কাপড়ের জোড়া পঞ্চাশ ট্যাহা, আর চাল কেরাসিন ব্ল্যাক্। সর্দার সা'বে কইলো আমাগো এহানে এই কেতাব চলবো না— এইডা তো লাহোরে ছাপা অইছে। আমাগো চক বাজারের ছাপা কেতাব লইয়্যা আহেন।' হেইডার মাইদ্দে লেখা রইছে যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ। এক আনা সের লবণ। দুই টাকা সের নারিকেল তেল। সাত টাকা মন চাল আর আট টাকা জোড়া শাড়ি।

সেই জন্য বলেছিলাম লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডিতে ছাপা ইয়াহিয়া-টিক্কার ডাহিনা-মুড়া দিয়া লেখা কেতাবে তাজ্জব সব কারবার হইতাছে। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় হানাদার সৈন্য দিয়ে পাবলিক ছাড়াও গবর্ণমেন্টের ২৬ কোটি টাকার বাড়ি-ঘর ভাঙ্গানোর পর এলায় ১৫ কোটি টাকা দিয়া মেরামত কইর‍্যা চুনা লাগাইতাছে। বাঙালি পোলাপান Murder-এর পর মীরপুর-মোহাম্মদপুরের মক্তব-মাদ্রাসার থনে শেখ কাল্লুগো পোলাপান ধইর‍্যা, নতুন ফুলপ্যান্ট পিন্দাইয়া, গাড়িতে কইর‍্যা আইন্যা স্কুলের কেলাসের মধ্যে বহাইয়া টেলিভিশনের ফিলিম তুলতাছে। পহেলা গ্রামের মধ্যে ঢুইক্যা খুন, জখম আর আগুন লাগাইয়া বেবাক মানুষরে খেদানোর পর অহন আবার Reception counter-এর লাইগ্যা হা-ডু-ডু খেইল্যা জ্যান্ত মানুষ ধরনের লাইগ্যা পেরেশান হইয়া উঠছে। টঙ্গী-

তেজগাঁ, ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, খুলনা-খালিশপুর আর চিটাগাং-হালি শহর থনে হগ্‌গল মজদুরগো খুন আর খেদানোর পর অহন আবার মিল-ফ্যাক্টরি চালু করনের লাইগ্যা কয়েকদিন বাদ বাদই রেডিওর মাইদ্দে আম-দাওয়াত দিতাছে।

এতো সব কারবার করণের পরও যখন খালি No-reply হইতাছে, তখন মোক্ষম কাম শুরু করছে। হেই যে কইছিলাম হেগো কাছে লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডির কেতাব আছে। হেই কেতাব মোতাবেক অহন পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার হগ্‌গল সম্পত্তি আল্লাহ্‌র বদলে হেরাই দখল কইর্‌য়া বইছে। ট্যাকা-পহা-ধনসম্পত্তি সব হেগো।

কি সোন্দর এলান করছে। সমস্ত জুটমিল আর গুদামের পাট এখন জুট বোর্ডের সম্পত্তি। জুট বোর্ড এ'সব কাঁচাপাট বিদেশে রফতানী কইর্‌য়া বাঙালি মারণের জন্য গুলি-বন্দুক কিনবো। জুটমিলগুলো সমস্ত বন্ধ থাকনের জন্য দেশের মাইদ্দে আর কাঁচা পাটের দরকার নাইক্যা। সেজন্য টিক্কা-সা'বের মার্শাল ল' গবর্ণমেন্টে এক সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘোষণা করেছেন যে, ব্যাংকের অধীনে গুদামে যেসব পাট রয়েছে সেগুলো জুট-বোর্ড রফতানী করে দিবে। আর এজন্য এই মুহূর্তে কোনো মাল-পানি দেওন সম্ভব না। সবই টিক্কা-সা'বে তাঁর নোট বইয়ের মাইদ্দে ঢুইক্যা থুইতাছেন।

কিন্তু ভাই সা'ব, অহন পাট, পাট কইর্‌য়া চিল্লাইলে কি আইবো খুবই লেইট কইর্‌য়া ফ্যালাইছেন। হগ্‌গল গুদাম খালি। হেই সব গুদামে অহন চামচিকা ঘুরতাছে। আর এই বচ্ছর পাট চাষ হয় নাইক্যা– সবই ঠন্ ঠন্। আমি বলি কি, একটা কাম করবাইন– পাকিস্তান থাইক্যা আরো কিছু সৈন্য আর গাঁয়ের এলাকার ফৌজ এনে পাট বোননের লাইগ্যা duty দেন। হেরা তহন বুঝবের পারবো কত ধানে কত চাল হয়। আর এদিকে ফকা, ফরিদ, সবুর তো খালি হুইত্যা হুইত্যা টাইম কাডাইতেছে– হেগো এই পাট বোননে Advisor কইর্‌য়া দেন। কামে দিবো। আর চা-বাগানগুলা?

অ-অ-অ হেইগুলাও তো জ্বালাইছেন। চা-গাছ বোননের ব্যাপারে হরিবল হক চৌধুরী খুবই ভালো Appointment। খালি হের হাতে নগদ টাকা দেবেন না। তা হইলেই এলনবেরির ড্রাম ফ্যাক্টরি।

সেইজন্য বলেছিলাম ফাতা-ফাতা। ওদিকে অহন ফাতা-ফাতা অবস্থা শুরু হয়েছে। হেরা নতুন কেতাব ছাপাইছে। এতোদিন হুনছিলাম পাকিস্তানের বেবাক্ সম্পত্তি আল্লাহ্‌র সম্পত্তি। কিন্তুক নতুন কেতাবে হগ্‌গল সম্পত্তি অহন ইয়াহিয়া-টিক্কার সম্পত্তি। তবুও হেগো রাইতের ঘুম ছুইট্টা গেছে।

## ৫ জুলাই ১৯৭১

আধা-খ্যাঁচড়া। এই একটা শব্দের উপরেই অহন মাইর-পিট চলতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের বড় বড় গোঁফ আর ভূঁড়িওয়ালা জেনারেলদের যাঁরা

বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় মুক্তিফৌজের আৎকা আর গাবুর মাইরের চোটে ধান্‌ধা মাইরা গেছেন, তাঁরা আধা-খ্যাঁচড়া কাম করবো না বইল্যা এহনও চিল্লাইতাছেন। হানাদার ফৌজের 9th Division-এর কম্যান্ডিং অফিসার মেজর জেনারেল শওকত রাজা বলেছেন যে, আমরা খামোখা এতো মাল-পানি খরচ কইর‍্যা এতো দূর থনে আহি-নাইক্যা। আমরা একটা মিশন লইয়া আইছি। আর এই মিশনের কাম শ্যাষ না হওয়া পর্যন্ত আমাগো Action চলবোই। আমরা তো আর বার বার আইতে পারুম না? আধা-খ্যাঁচড়া কাম কইর‍্যা পলিটিশিয়ানগো হাতে এই মুলুক্‌টা দিয়া গেলে আবার গড়বড় শুরু হইবো। তাই দুশ্‌মনগো পুরা খতম করণের পরই আমরা আবার দ্যাশে ফিইর‍্যা যামু।'

একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। একবার আমাগো ঢাকার মাইদ্দে ছক্কু মিয়া আর মের্‌হামত মিয়া মিল্যা রেস খেলবার গেছিলো। ময়দানে যাইয়া ছক্কুর মুখ দিয়া খালি খই ফুটতাছে। রাজা-উজির মাইরা চলছে। মানে কিনা ছক্কু রেস খেলবার আইলেই খালি বাজি জিত্যা ফ্যালায়। হেই লাইগ্যা বেশি আহে না। তা' অইলে অন্য মাইনষে করবো কি? হ্যাযে হেই দিন ছক্কু মিয়া হীরামনের উপর টিকিট কিনলো। আর মোর্‌হামত মিয়ারে কইলো, 'বুঝছো নি, হীরামন অক্করে পঙ্খিরাজ। যহন রেস শুরু অইবো তহন দেখবা অক্করে উড়াল দিয়া যাইতাছে। আর হীরামনের জকি পবন বাহাদুররে তো তুমি চেনোই? আঃ হাঃ তুমি দেখি অক্করে কাউলা হইছো? পবন বাহাদুরের মেডেলের ওজন তো এক মনের মতে অইবো। একবার করেছিল কি— এই পবন বাহাদুর দুলদুল লইয়া রেসে নামছে। পয়লা থনেই ফাস্ট যাইতাছে। খানিক দূর যাওনের পর আত্‌কা দুলদুল ঠ্যাং ভাইঙ্গা পইড়্যা গেল। হ্যাযে পবন বাহাদুর ঘোড়া ছাড়াই দৌড়াইয়া অক্করে পয়লা যাইয়া হাজির হইল। হের পর শুরু হইল মহা গ্যানজাম। তারপর বুঝছোনি। ছয় মাস ঢাকায় রেস খেলাই বন্ধ।' মের্‌হামত মিয়া বগ সিগরেটটার মাইদ্দে একটা কড়া টান দিয়া কইলো, 'হ-অ- বুঝছি। আইজ যহন তোমার লগে আইছি, তহন আমার কপালে না জানি কি আছে? যাউগ্‌গা, তোমার হীরামনে আইজ কার লগে Fight করবো?'

ছক্কু মিয়া একটা অবজ্ঞার হাসি দিয়া কইলো, 'হুনতাছি কই থনে Diamond Queen বইল্যা একটা ঘোড়া আইছে। হেইডাই নাহি হীরামনের লগে টক্কর দিবো। আরে কিসের লগে কি?

মিনিট কয়েকের মধ্যেই সাত নম্বর রেস শুরু হয়ে গেল। তুমুল চিৎকার। আর বিকট হৈ চৈ। এর মধ্যে দেখা গেল Diamond Queen বাকি সবগুলো ঘোড়াকে বহু পিছনে ফেলে Victory Stand-এ পৌঁছে গেছে। আর বাকি ঘোড়াগুলোর মধ্যে কে সেকেন্ড হবে সেটা নিয়েই সাংঘাতিক Fight চলতাছে। হঠাৎ করে মের্‌হামত মিয়া লক্ষ্য করে দেখলো যে বাকি ঘোড়াগুলোর সবচেয়ে পেছনে মুখে ফেনা বের করে হীরামন হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। তাই মের্‌হামত মিয়া আর মন্তব্য না করে পারলো না।

'আবে এই ছক্কু মিয়া, তোমার হীরামনরে লইয়া পবন বাহাদুর যে অক্করে লাস্টে আইতাছে? খেল্‌ শুরু হওনের আগে তো খুবই চোটপাট করতাছিলা? এলায়?

ছক্কু মিয়া তার সাদা দাঁতগুলো বের করে বললো, 'আবে ধূর আইজ আমাগো পবন বাহাদুর হীরামনরে লইয়া নতুন কিসিমের খেল্ করতাছে। দেখছো কেমন সুন্দর বাকি হগ্‌গল ঘোড়াগুলারে খেদাইয়া আনতাছে? ব্যাডা একখান আর কি? সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন পবন বাহাদুর হইছে। আর হের হানাদার বাহিনী অহন হীরামন হইছে। যে মুক্তিফৌজের লগে টক্কর লাগবো, তাগো তালাশ কইর‍্যাই পাইতাছে না। তাই দম্ খিচ্চ্যা হিয়াহিয়া সা'বে অহন হানাদার বাহিনী দিয়া গেরামের লোকগুলারে খালি ধাওয়াইয়া বেড়াইতাছে।

এদিকে ঢাকা থাইক্যা খুব জব্বর খবর আইছে। এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার প্রতিনিধি জানিয়াছেন যে, ২২শে জুন মঙ্গলবার যখন একদল বিদেশী সাংবাদিক ভোর রাতের দিকে Anti Aircraft Gun, ট্রেঞ্চ আর বাংকারে ঘেরা তেজগাঁ বিমান বন্দরে অবতরণ করছিলেন, তখন মুক্তি ফৌজ গেরিলাদের ডিনামাইট আর হ্যান্ড গ্রেনেড চার্জের বিকট আওয়াজে সমস্ত শহরের পূব দিকটা প্রকম্পিত হচ্ছিল। অথচ প্লেনের মধ্যেই নাকি হানাদার বাহিনীর একজন অফিসার জোর গলায় সাংবাদিকদের বুঝাচ্ছিলেন যে, বাংলাদেশে আইজ-কাইল সব কিছুই আমাগো কন্ট্রোলের মধ্যে এসে পড়ছে। গেরিলা যুদ্ধের কথা যারা কয়, তারা ভোগাস মারতাছে। ঢাকার মাটিতে পা দিলেই বুঝতে পারবেন।

হ-অ-অ ঢাকার মাডিতে পা দিয়াই হেই জোয়ানেরা বুঝতে পারছে মাসে কয়দিন যাইতাছে। আর ইয়াহিয়া-টিক্কা সা'বের জোয়ানগো দিন অহন ক্যাম্‌ত কাটতাছে। রয়টারের সংবাদদাতা হাওয়ার্ড হুইটেন ঢাকায় পৌঁছেই এক রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, এর মধ্যেই আট দফায় মুক্তিফৌজেরা খোদ ঢাকা শহরে হাতবোমা আর গ্রেনেড চার্জ করেছে। জেনারেল টিক্কার অফিসারেরা এর কোনো হদিসই করতে পারছে না। এ'ছাড়া মুসলিম লীগ ও জামাতে ইসলামীর লোকজন ছাড়াও যেসব বেসামরিক কর্মচারী ইয়াহিয়া সরকারের সাথে সহযোগিতা করেছে তারা মুক্তিফৌজের 'মৃত্যু পরোয়ানা পাচ্ছে। এসব মৃত্যু পরোয়ানা সরকারি খামে করে পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া ঢাকায় যে সামরিক হাসপাতাল রয়েছে, সেখানে প্রতিদিনই গড়ে ষাটজনের মতো গুরুতররূপে আহত পাকফৌজ ভর্তি হচ্ছে। বাকি হাসপাতালের হিসেব পাওয়া যায়নি।

হাওয়ার্ড হুইটেন ঢাকা থেকে আরো জানিয়েছেন যে, প্রায় ৮০ কিলোমিটার দূরে টাঙ্গাইল থেকে যেসব লোক ঢাকায় পালিয়ে এসেছেন, তাদের মতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা টাঙ্গাইল দখলের পর লাহোর-পিন্ডি থেকে আমদানী করা সশস্ত্র পুলিশের হাতে টাঙ্গাইলের শাসনভার দিয়ে কুমিল্লা সেক্টরের দিকে চলে গিয়েছিল। কিন্তু কাদেরিয়া বাহিনীর গাবুর মাইরের চোটে টাঙ্গাইল থনে অহন হেরা অক্করে সাফ হইয়া গ্যাছে। টাঙ্গাইল এখন মুক্ত।

এদিকে ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল-এর একজন সংবাদদাতা বাংলাদেশের পশ্চিমাঞ্চল সফর করে বলেছেন যে, ক্যান্টনমেন্ট আর শহরাঞ্চল ছাড়া পাকফৌজ বিশেষ

দেখা যাচ্ছে না। অবশ্য– এসব ফৌজরা মাঝে-সাঝে গ্রামের মধ্যে এসে অত্যাচার চালিয়ে সন্ধ্যার আগেই আস্তানার দিকে দৌড়াচ্ছে। মুক্তিফৌজের আত্কা মাইরের ভয়ে এরা সব সময়ই আল্লাহ্ বিল্লাহ্ করতাছে। আবার লন্ডন টাইম্স কাগজে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশের অনেকগুলো এলাকাই এখন মুক্তিফৌজের নিশানা দেখতে পেয়ে বেশ খানিকটা আশ্চর্য হয়েছেন। সংবাদদাতা তাঁর রিপোর্টে আরো বলেছেন যে, মুক্তিফৌজ গেরিলারা তাকে পরিষ্কার জানিয়েছে যে, 'বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এ সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে। শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করে এ মুক্তি সংগ্রাম সফলতা লাভ করবেই করবে। লাখো বাঙালির লাশের নিচে আজ পাকিস্তান নামে দেশটার দাফন হয়ে গ্যাছে।

তাই কইছিলাম– আধা-খ্যাঁচড়া। এই একটা মাত্র শব্দের উপরেই অহন হগ্গল মাইর-পিট চলতাছে। হানাদার বাহিনীও কইতাছে, আধা-খ্যাঁচ্ড়া কাম কইর‌্যা যামু না। আবার মুক্তিফৌজও কইতাছে আধা-খ্যাঁচড়ার মধ্যে আমরা নাইক্যা। মুক্তিফৌজ গেরিলারা পয়লা থনেই এই একটা মাত্র কথাই কইতাছে– আধা-খ্যাঁচ্ড়া কামে আমরা বিশ্বাস করি না। কাম অক্করে পাক্কা। হানাদার বাহিনীর মউত অহন তাগো Call করতাছে। আর আজরাইলে তাগো উপর আছর করছে।

## ৬ জুলাই ১৯৭১

গুনাহ্। কবিরা গুনাহ্। সেনাপতি ইয়াহিয়া খান গুনাহ্-এ কবিরা করছেন। বিশ্বাসঘাতকতা, নরহত্যা, নারী নির্যাতন, গণহত্যা, আর মিছা কথার মাস্টার জেনারেল হয়ে ভদ্রলোক এখন সাধু সাজবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু পাপ কোনোদিন চাপা থাকে না। তাই বাংলাদেশের আসল তথ্য বিশ্ববাসীর কাছে প্রকাশ হবার পর মাস্টার সা'বে অহন খুবই গরম হইছেন। শেষ পর্যন্ত তার পরাণের দোস্ত পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার হরিবল হক চৌধুরীরে পশ্চিমী দেশগুলোতে জনমত গঠন আর টিভি, রেডিও সংবাদপত্রগুলোকে ব্রিফ করবার জন্য পাঠিয়েছেন। হরিবল হক চৌধুরী নিজেই নিজের পরিচয়। সারাজীবন ধরে পলিটিক্স করছেন; কিন্তুক হগ্গল সময়েই Back-Door-মানে কিনা পিছনের দরজা দিয়ে ঢুকবার রাজনীতি। মওলবী সা'বে আইজ পর্যন্ত পাবলিকের ভোটে মেম্বর হতে পারেননি। তাই পাবলিকের উপর তাঁর খুবই রাগ। কেউ কেউ কয়, এবার ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের বস্তি এলাকাগুলো নিশ্চিহ্ন করবার বুদ্ধিটা নাকি এই চৌধুরী সা'বই দিয়েছিলেন। কেননা রাস্তা দিয়ে মার্সিডিস গাড়িতে যাওনের সময় 'গিধ্ধড়' বস্তিগুলো তার কাছে খুবই খারাপ লাগতাছিল।

সেনাপতি ইয়াহিয়া ক্ষেমতায় আসার পর যখন এক মাথা-এক ভোটের কথা ঘোষণা করেছিলেন, তখন পাকিস্তানের এই প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার ঘৃণায় মুখ বেঁকিয়ে

ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'রাজনীতির ব্যাপারে বুদ্ধি-টুদ্ধিগুলো আমাদের কাছ থেকে নিলেই পারে। দেশের অশিক্ষিত আর অর্ধশিক্ষিত লোকগুলো ভোটের কি দাম বুঝে? যত সব মাথা গরমের কাজ আর কি?'

এরপর থেকে চৌধুরী সাবে মাঝে মাঝেই সীলমোহর করা খামে লোক মারফৎ চিঠি পাঠিয়ে সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বকে Advice করতেন। তাঁর সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হচ্ছে একগাদা খবরের কাগজ। ইংরেজি পাকিস্তান অবজার্ভার, বাংলা পূর্বদেশ আর উর্দু ওয়াতান পত্রিকা ছাড়াও উর্দু এবং বাংলা সিনেমা সাপ্তাহিক চিত্রালীর মালিক এই চৌধুরী সা'বে। তাই মাঝে-সাঝে এসব কাগজে তার চেহারা মোবারকের মানচিত্র দিয়ে ফলাও করে বিবৃতি ছাপা হয়। আবার এ.পি.পি. এবং পি.পি.আই. এর মতো সংবাদ সরবরাহ সংস্থাকে বিবৃতির কপি দিয়ে তা সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কাগজগুলোর কছে পাঠাবার জন্যে– সে কি চোটপাট!

গত বছর নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর দিয়ে সর্বনাশা ঘূর্ণিঝড় হয়ে যাবার পর যখন সমস্ত জননেতাদের দুর্গত এলাকা সফর সমাপ্ত হলো, আর যখন গরু-ভেড়া আর মানুষের লাশ সরানো শেষ হয়েছে; তখন একদিন চৌধুরী সা'ব তার একজন রিপোর্টার ও ফটোগ্রাফার নিয়ে নোয়াখালীর চর যাত্রায় যেয়ে হাজির হলেন। পাকিস্তানের এককালীন ফরিন মিনিস্টার গামবুট পায়ে কর্পূর দেয়া রুমাল নাকে চেপে ধরে রাস্তার পাশে আঙ্গুল চারেক কাদার মধ্যে দাঁড়ালেন। অমনি বার কয়েক ক্লিক ক্লিক আর Flash Bulb জ্বলে উঠলো। ঢাকায় ফিরে এসে তিনি এক এফতার পার্টিতে তাঁর অভিজ্ঞতার বর্ণনা করলেন। অবশ্য ৭২ বছর বয়সেও তাঁর নামাজ-রোজার বালাই পর্যন্ত নেই। ইসলামের খুবই পায়েরবন্দ লোক কিনা! পরদিন সকালে তার কাগজগুলোতে বিরাট ফটো সহকারে খবর ছাপা হলো, 'দুর্গত অঞ্চলে হামিদুল হক।' অবশ্য অন্যান্য খবরের কাগজে এই সংবাদটার নাম নিশানা পর্যন্ত নেই।

এহেনো চৌধুরী সা'ব আবার একটা Chance লইছেন। হেই দিন জেনারেল টিক্কার লগে আমাগো প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার একটা হেলিকপ্টারে বরিশাল গিয়েছিলেন। পরদিন পাকিস্তান অবজার্ভার, পূর্বদেশ আর ওয়াতান কাগজে চার কলাম করে দুটো ফটো ছাপা হলো। উপরেরটা হচ্ছে General Tikka in Barisal. কিন্তু নিচের ফডোডা আমাগো হরিবল হক চৌধুরীর। বরিশালে হ-রি-বল।' কি রকম বেডা একখান। ঢাল নেই, তলোয়ার নেই নিধিরাম সর্দার।

কিন্তুক হের উপায় নাইক্যা। হের মাল-পানির পরিমান খুবই বেশি কিনা। নিজের আইন ব্যবসা, দুইডা বাংলা, দুইডা উর্দু আর একটা ইংরেজি কাগজ ছাড়াও প্যাকেজেস ইন্ডাস্ট্রিজ, সদর ঘাটের এসোসিয়েটেড প্রিন্টিং প্রেস আর একটা চা-বাগান রইছে। এ'ছাড়া আবার জাপান থনে চিটাগাং রিফাইনারি আর চিটাগাং স্টিল মিলের জন্য কেমিক্যালস ইমপোর্ট লাইসেন্স রইছে। এদিকে আবার কেম্‌তে জানি পাকিস্তান অবজার্ভারের জাপান সাপ্লিমেন্টের কিছু টাকা ফরেন ব্যাংকে রইছে।

চৌধুরী সা'বের জামাই বিশিষ্ট সাংবাদিক এজাজ হোসেন ছিলেন পাকিস্তান অবজার্ভারের ইউরোপীয় সংবাদদাতা। কিন্তু দুরারোগ্য ক্যানসার ব্যাধিতে ভদ্রলোকের মৃত্যু হলে, চৌধুরী সা'ব নিজের বিধবা মেয়েকেই অবজারভারের সংবাদদাতা হিসাবে নিয়োগ করে বৈদেশিক মুদ্রায় বেতন দিতে শুরু করেছেন।

এ হেনো চৌধুরী সা'ব অহন সেনাপতি ইয়াহিয়ার দূত হিসেবে বিদেশ সফরে বেরিয়েছেন। তাঁর কামডাই হইতাছে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের সপক্ষে বিশ্বের জনমত সংগ্রহ করা ছাড়াও টিভি, বেতার ও সংবাদ-পত্রগুলোকে বাগে আনা। কেননা ব্রিটিশ ও মার্কিন সংবাদপত্রগুলো জঙ্গী সরকারের ভাণ্ড অক্করে ফুটা করে দিয়েছেন।

নিউইয়র্ক টাইমসের দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় সংবাদদাতা মিঃ সিডনী সেনবার্গ ঢাকায় যেয়ে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন,তাতে সেনাপতি ইয়াহিয়া অক্করে হুইত্যা পড়ছেন। উনি খুবই সিনা চিতাইয়া Foreign Correspondent গো দাওয়াত করছিলেন। কিন্তুক সিডনী সা'বের ডোজ্‌টা খুবই কড়া অইছে। হেইর লাইগ্যা হেরে মাত্র বারো ঘণ্টার নোটিশে Get-out কইর‍্যা দিছেন। এদিকে আবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পার্টির চারজন সদস্য রয়্যাল এয়ার ফোর্সের প্লেনে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা আর সীমান্তের ওপরের শরণার্থী ক্যাম্প Visit কইর‍্যা যেটুকু বয়ান করেছেন, তাতেই জঙ্গী সরকারের কাম্‌ড়া সারা হইছে। ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন দলের নেতা মিঃ টবি জেসেল বলেছেন, 'হেই দিকের কারবার যা দেখছি, তাতে কইর‍্যা বিহারীজিগো দ্যাশে ফেরনের কথা কইতে পারি না।' সঙ্গে সঙ্গে ইসলামাবাদ থেকে লন্ডনে Urgent মেসেজ গ্যাছে "Protest"। লগে লগে লন্ডনের পাকিস্তানী হাইকমিশনার চিল্লাইয়া উঠছেন, 'জেসেল সা'বে খুবই খারাপ কথা কইছেন। ইয়ে সব ঝুট হ্যায়।' এদিকে ব্রিটেনের প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী মিঃ আর্থার বটমলি বলেছেন, 'দেখেশুনে যা বুঝেছি, তাতে শেখ মুজিবুর রহমান আর আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেউই বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।' কিন্তুক সেনাপতি ইয়াহিয়া কবিরা গুনাহ্ করার পরেও বাংলাদেশের সমস্যার সমাধান করবার জন্য শ্যাষ পর্যন্ত একটা বাই-ইলেকশনওয়ালা মিলিটারি ডেমোক্রেসির ফর্মূলা দিছেন। বেডাগো ধারণা দুনিয়ার মাইদ্দে কেউই এর 'মজমাডা' বুঝতে পারবো না। এদিকে বাংলাদেশ সরকার কইছে সেনাপতি ইয়াহিয়া ক্যান আমাগো ব্যাপারে 'ফুচি' মারতাছে? মানে কিনা নাক গলাচ্ছেন। হেতাইনে কেডা? ১৯৭১ সনের ২৫শে মার্চ জুমেরাতে পাকিস্তান নামে দ্যাশটার দাফন হয়ে গেছে। সবই কবিরা গুনাহ্‌র ফল।

৭ জুলাই ১৯৭১

দিনা দুই আছিলাম না। হের মাইদ্দেই জেনারেল টিক্কা সা'বে চান্স লইছেন। হেতাইনে North Bengal-এর নাম কইর‍্যা মেহেরপুর, রাজশাহী, আর নওগাঁ Tour করেছেন।

শরীলডা ম্যাজ ম্যাজ করতাছে বইল্যা ভোগা মাইর‍্যা রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁ, কুড়িগ্রাম এলাকায় যায় নাইক্যা। এইসব এলাকা আইজ-কাইল নাকি খুবই Risky হইয়া পড়ছে। হের কাছে ছিকরেট রিপোর্ট আইছে। খুবই খতরনাক্। তাই বেচারা টিক্কা North Bengal Tour এবেলা ওবেলার কারবার করছেন। মানে কিনা এবেলা ঢাকার থনে গেছেন, আর ওবেলা Back করছেন। কিন্তু ঢাকায় ফেরনের পর তার কি চোট্‌পাট্।

একটা ঠ্যাং একটু খুড়িয়ে প্লেন থেকে নেমেই রেডিও গায়েবী আওয়াজের রিপোর্টাররে খুঁজলেন। কিন্তু আমাগো জিল্লুর সা'বে কাঁচা-কাম করে না। রেডিওর নিউজ এডিটরকে লইয়া পুরা স্যুট পিনধ্যা এয়ারপোর্টে হাজির। বহু চেষ্টা করণের পর ব্যাডায় আবার দোবারা রেডিও গায়েবী আওয়াজের রিজিওনাল ডিরেক্টর অইছেন। এর আগে সেন্ট্রাল মিনিস্টার হবিবুর রহমান বুলু মিয়ার প্রাইভেট সেক্রেটারি থাকনের সময় W.T.-এর মানে কিনা বিনা পহায় ট্রেনে ট্যুর কইর‍্যা টি.এ.-র টাকা লওন আর রেডিওর Commercial প্রোগ্রামের টাকা গ্যাড়া মারণের লাইগ্যা পাকিস্তান কাউন্সিলে Executive Director হিসেবে ট্রান্সফার হইছিলেন। হেরপর করাচীতে রেডিওর Director Transription থাকনের সময় ইলেকশন রেজাল্ট দেইখ্যা আওয়ামী লীগরে মাস্‌কা মারণের জন্যি আজাদ রহমানের জয় বাংলা গানের রেকর্ডডা প্রডিউস করছিলেন। কিন্তুক যখনই জিল্লুর সা'বে বুঝছেন কেইস খুবই খারাপ, তখনই একটা সেলাম ঠুইক্যা কইছেন, 'মেরে মাদারি জবান উর্দু হ্যায়, হাম্‌কো ঢাকামে ভেজিয়ে। আমি হগ্‌গলরে সুফিয়া আমীনের গান হুনামু।'

ব্যস। কাম্ ফতে। অর্ডার পাওনের লগে লগে ঢাকায় আইয়া এজাজ মিয়ারে কনুই মাইর‍্যা আউট কইর‍্যা দোতলার বড় চেয়ারডার মাইদ্দে বইয়া পড়ছেন।

এহেনো জিল্লুর সা'বের কামের মাইদ্দে কোনোই গলদ পাওন সম্ভব না। তাই সা'বে কইছে কিসের ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই। জেনারেল টিক্কার কথাবার্তা হুবহু লিখ্যা অফিসে দৌড়াইলেন।

যখন দুনিয়ার হগ্‌গল খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশন কইতাছে বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খল নাইক্যা, যাতায়াতের অবস্থা খুবই খারাপ, স্কুল-কলেজ, কোর্ট-কাচারী, হাট-বাজার আর ব্যবসা-বাণিজ্যের কারবার নাইক্যা আর অখনই দুর্ভিক্ষ দেখা দিছে, তহন রেডিওর মাইদ্দে টিক্কা সা'বের Statement আইলো, 'সব কুচ্ ঠিক হ্যায়। খাদ্য পরিস্থিতি খুবই চমৎকার। পিস্ কমিটি সোন্দর কাম করতাছে।'

কিন্তু লাহোরের পাকিস্তান টাইম্‌স পত্রিকা জেনারেল টিক্কাকে একেবারে পথে বসিয়েছেন। এ কাগজে ছাপা হয়েছে যে, 'পূর্ব বাংলার খাদ্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। সেখানে যে Stock রয়েছে তা'তে দু'মাস চলবে কিনা সন্দেহ।' এলায় ক্যামন বুঝতাছেন! পাকিস্তান টাইমস আউর লিখ্‌খিস্, 'দু'বছর পর এবার পশ্চিম পাকিস্তান এক ভয়াবহ খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়েছে। বেশি না, হেইখানে মাত্রক দশ লাখ টন গেহুঁ 'শর্ট' পড়ছে। তাই ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এবার দেড়শ' কোটি টাকা দিয়া একুশ

লাখ টন খাদ্য আমদানী করবো।' কিন্তু মাল-পানি?– নাইক্যা। কওনের লগে লগে স্টেট ব্যাংকের গবর্ণর রশ্‌দি সা'বরে Shunting কইর‍্যা দিচে। আর সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন থাইক্যা বাকিতে কারবার করবো। এইডা যেমন লাগে বেচারাম দেউড়ীর মুদীখানা আর কি? পোলাডারে পাডাইয়া বাকিতে দুই আনার কাড়ুয়ার তেল আনাইলাম, আর কী?

এদিকে ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকায় মার্টিন উলকট্ লিখেছেন, 'একমাত্র ঢাকা ছাড়া বাংলাদেশের অধিকাংশ জেলা হেড কোয়ার্টার্সে এখন কারফিউ চলতাছে। দিন কয়েক আগেই রাজশাহীতে মুক্তিফৌজ গেরিলারা তিনটা বোমা ফাটিয়েছে। যে ক'জন বেসামরিক অফিসার কাজ করছে তারা চিঠির মারফৎ মৃত্যু পরোয়ানা পেয়েছে। এর মধ্যেই পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ১৫,০০০ সশস্ত্র পুলিশ আমদানী করা হয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে রেল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর অনেক জায়গায় মুক্তিফৌজের অস্তিত্ব রয়েছে।'

হেইদিন আবার মেহেরপুর সেক্টরে এক জব্বর কাম হইছে। একজন শিক্-কাবাব খাওইন্যা দারোগা একডা অশান্তি কমিডি করণের লাইগ্যা মিটিং ডাকছিল। হেই মিডিং-এ শও খানেক লোক দেইখ্যা দারোগা সা'বে মুসলমান ভাই-ভাই কইয়্যা একটা লেকচার দিতাছিলেন। কিন্তুক যারা লেকচার হুনতাছিলেন হেগো মাইদ্দে যে অনেকগুলো মুক্তিফৌজের বিচ্চু আছিল তা জানতো না। তারপর কি হইছে পারতাছেন। নাঃ নাঃ নাঃ আমি কমু না। হেই গাড়োল আর তার সাঙ্গোপাঙ্গো গো লাইগ্যা দুঃখে আমার পরাণডা Weep করতাছে। এদিকে সাতক্ষীরায় আবার অশান্তি কমিটির ২৯ জন কত্‌লে আম হইছে। আর দিনাজপুর-রংপুর সেক্টরে মুক্তিফৌজ গেরিলারা অহন কোবাইয়্যা সুখ করতাছে। বেশি না ১০৫ দিনের লড়াই-এ হানাদার বাহিনীর দশ হাজারের মতো জখমি হইছে। হেইর লাইগ্যা জেনারেল নিয়াজীর চান্দি অক্করে গরম হয়ে গেছে। অনেক SOS পাঠানোর পর জর্ডানের আম্মান থেকে reply এসেছে। দিন কয়েক আগে আম্মান থেকে এ'সব জখ্‌মি সৈন্যগো মেরামত করণের লাইগ্যা দশ টন ওষুধ, ব্যান্ডেজ আর সার্জারির যন্ত্রপাতি নিয়ে একটা বিমান করাচী এসে পৌঁছেছে। এলায় বুঝছেন মাইরটা কি আন্দাজ হইতাছে।

তাই বলেছিলাম বিপদ, আপদ আর মুসিবত– এরা কখনও একা আহে না। যহন আহে, তহন দল বাইন্দ্যা আহে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের অহন শনি রাশিতে পাইছে। তাই হেতাইনে যে কামেই হাত দিতাছেন, হেই কামেই বালা-মুসিবত হেরে আছর করতাছে।

৮ জুলাই ১৯৭১

হয়ে গেছে। হেগো কুফা অবস্থা হয়ে গেছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের হানাদার বাহিনীর লগে আইজ-কাইল একজন কইর‍্যা মওলবীসা'ব দিতাছে। মুক্তিফৌজের

গেরিলা বাহিনীর আত্কা আর আন্ধারিয়া মাইর খাওনের পর যহন হেগো সোলজাররা শেষ দমডা ফালাইবার জন্য শরীলডা খিচ্তে শুরু করে, তহন এই মওলবী সা'বে এটুক আল্লাহ্র নাম হুনাইয়্যা দেয়। ব্যস, লাহোরে যে পোলাডা পয়দা অইয়া পয়লা দম পাইছিল, আমাগো ভুরুঙ্গ্যামারীতে হেই ব্যাডায় আখেরী দমডা ছাড়লো। এরপর ক্যাদোর মাইদ্দে হোতনের পালা– আর কোনো নিশানা রইলো না।

আগেই কইছিলাম এক মাঘে শীত যায় না। অহন এগুলা কি হুনতাছি? পয়লা দিকে বাংলাদেশে ইয়াহিয়া-সা'বের সোলজাররা যেমন শতশত 'মাইলাই' করছিল, অহন আবার বিচ্চুর লাহাল পোলাগুলা হেইখানে 'দিয়েন বিয়েন ফু' করতাছে। এর মাইদ্দেই এইসব গেরিলারা রাজশাহী, চিটাগাং, কুমিল্লা আর ঢাকাতে বোমাবাজি করছে। সাতক্ষীরা, যশোর, ঠাকুরগাঁ, কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ আর নোয়াখালীর অনেকগুলা জায়গা অহন মুক্ত এলাকা হয়ে গেছে। পিডানীর চোটে হেতাইনরা ভাগোয়াট হইছে। হের মাইদ্দে আবার হেগো জখ্মি সোলজাররা এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। হেগো ফালাইয়া আইলে বাকি সোলজাররা ভাবে, গুলি খাইলে তো অমাাগো এ্যাম্তেই ফালাইয়া আইবো। আবার কান্ধে কইর‍্যা ক্যাম্পে আনলে মেজর সা'বে খুবই গরম হইগ্যা চিল্লায়। কিন্তুক চিল্লাইলে কি অইবো? বিচ্চুগো কাম বিচ্চুরা করবোই।

এইরকম একটা ছ্যাছছেরা অবস্থায় লেঃ জেনারেল নিয়াজী সা'বে বেশি না– ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের কাছ থেকে আরও দু'ডিভিশন সৈন্য চেয়ে পাঠিয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাপ্তাহিক নিউজউইক পত্রিকা এখবরটা Disclose কইর‍্যা কইছে, ভিয়েতনামেও ঠিক এম্তেই কারবার শুরু হইছিল। নিউজউইক আরো কইছে, যতই দিন যাইতাছে ততই মুক্তিফৌজরা জোরদার হইয়া উঠতাছে।

এদিকে লাহোর রেডিওর এক ঘোষণায় বলা হয়েছে যে, রাওয়ালপিণ্ডির National Service Directorate General Head Quarters থেকে এ'মর্মে এক নির্দেশ জারি করা হয়েছে যে, সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এমনকি মিল-ফ্যাক্টরিতেও যেসব জোয়ান লোক কাম করতাছে তাগো সোলজার হিসেবে ট্রেনিং লওনের জন্য ডাকনের লগে লগে 'ইয়েস স্যার' কইয়্যা হাজির হইতে হইবো। এ'ছাড়া রাওয়ালপিণ্ডির থনে পাঞ্জাবি আর পশ্তু জবানে এলান করা হইতাছে, নাথিয়াগলি, মনশেরা, আটক, পিন্ডি, মুলতান, মণ্টগোমারি, পেশোয়ার, কোহাট আর ডেরা গাজীখাঁতে সোলজার রিক্রুটমেন্ট চলতাছে। অহন ক্যামন বুঝতাছেন! হেরা কি রকম সোন্দর মউতের রাস্তা ধইরা আগাইতাছে। আলজেরিয়া আর ভিয়েতনামেও ফরাসিরা এই রকম একটা কপিকলে আট্কা পড়ছিল। আর অহন কাম্বোডিয়া-ভিয়েতনামে মার্কিনীরা হাইদ্দ্যা শাল নিতাছে।

বাংলাদেশের গেরিলাগো বাড়ীর চোটে মওলবী সা'বরা অহন ঢাকার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরো মজবুত করতাছে। কেন আবার হইলো ডা কি? হ-অ-অ-অ বুঝছি। হেগো মোছ নামাইবার টাইম আইছে। হেরা ডরাইছে।

এর মাইদ্দে করাচীর থনে আবার এক জব্বর খবর আইছে। হেই খানকার মর্নিং নিউজ কাগজে লন্ডন টাইমস্, বিবিসি, ডেইলি টেলিগ্রাফ, গার্ডিয়ান আর বৃটিশ পার্লামেন্টের সফরকারী দলরে Warning দিছে। কেমন ব্যাডা একখান! চামচিকাও একটা পাখি। মর্নিং নিউজ গোস্বা হইয়া কইছে, 'এইটা কি কারবার হইতাছে, বিদেশ থনে যাগোলগেই Permission দিয়া বঙ্গাল মুলুক ঘুরবার দিতাছি, হেরাই ছদর ইয়াহিয়া সা'বরে ধোলাই করতাছে? আমাদের মহব্বতের কি কোনোই দাম নাইক্যা? ব্যাডারা কি একটুক্ মিছা কথা লিখতে পারে না? হেগে ট্যুর করণের Permission দিয়াই ভুল হইছে। এই রকম যদি চলতে থাকে তয় হুঁশিয়ার কইর‌্যা দিতাছি, আংরেজগো লগে কিন্তু আমাগো Connection cut off হইয়া যাইতে পারে?'

মর্নিং নিউজ কাগজটার একটা Colurful History আছে। এই কাগজের জন্ম কইলকাত্তায়। কিন্তু হিন্দুস্তান-পাকিস্তান হওনের লগে লগে কইলকাত্তার মুসলমানগো থুইয়া এক রাইতে ঢাকায় হাজির। তারপর ১৯৫২ সালে ঢাকায় রাষ্ট্র ভাষা আন্দোলনের সময় বাঙালি পোলাপানগো ইংরেজিতে গা'ল দেওনের জন্যি এই কাগজরে একটুক দুরস্ত করা হইছিল। মানে কিনা ভিক্টোরিয়া পার্কের কাছে এই কাগজের জুবিলী প্রেসটারে আগুন লাগাইয়া ছাই বাননো হইছিলো। আর এডিটর সাহেব গবর্ণর হাউসে ভাগোয়াট হইয়াছিলেন।

এর পর মর্নিং নিউজ কাগজ করাচীতে হেড অফিস চালান করলো। আর ঢাকা-করাচী দুই জায়গা থনে ছাপানোর ব্যবস্থা করলো। [illegible] কপির বেশি সার্কুলেশন হইল না। আর এইদিকে ঢাকা মর্নিং নিউজ পুরানা অফিসে আবার বাঙালিগো সম্পর্কে কি যেনো লিখ্ছিলো। ব্যস্ ১৯৬৯ সালে আইয়ুব-বিরোধী গণঅভ্যুত্থানের সময় একদিন লাখখানেক লোক ঢাকার মর্নিং নিউজের নতুন অফিসের দেয়ালে খালি একটা কইর‌্যা থাপ্‌ড়া মারলো– দেয়াল শ্যাষ। হের পর আগুন– মেসিন, অফিস পুইড়্যা সাফ্।

এই রকম একটা কাগজ ব্রিটিশ প্রেসরে হাঁচা কাথা ল্যাহনের জন্যি ধমকাইছে। যাই কই? এদিকে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার ব্রিটেনের কাছে তিনটা প্রতিবাদ জানিয়েছে আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি পার্টির নেতা মিঃ আর্থার বটম্‌লীর টেলিভিশন ইন্টারভিউ দেখানো বন্ধ করেছে। কিন্তু হের মুখ বন্ধ করতে পারে নাইক্যা। মিঃ বটম্‌লী যেসব তথ্য প্রকাশ করেছেন, সমস্ত সভ্যজগত তাতে স্তম্ভিত হয়ে পড়েছে। কানাডা, পশ্চিম জার্মানি, হাঙ্গেরি, যুগোশ্লাভিয়া, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন হগ্‌গলেই সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের কাণ্ডকারখানা Criticise করতাছে। ভুট্টো-হরিবল্-বজ্জাত হোসেন কোনো ডেলিগেশনই আর কোনো কাম হইতাছে না।

আর এইদিকে কোরবানীর খাসী জবাই-এর পর মাইনষে য্যাম্‌তে খাসীর চাম খোলে, হেই রকম মুক্তিফৌজরা অহন হানাদার সৈন্যগো চাম ছিলতে শুরু করছে। লাহোর রেঞ্জার্স, গিলগিট স্কাউট, নর্দান রেঞ্জার্স, আর্মড পুলিশ, উপজাতীয় এলাকার ফৌজ, 9th আর 12th Division কোনোটাতেই কিছু কাম হইতাছে না। হেরা অহন

পুকুরকে দরিয়া আর নদীরে সমুন্দর ভাবতাছে। আর হেই পানির মাইদ্দে অহন চুবানি শুরু হইছে। হবায় তো সাড়ে তিন মাস হইছে। অহনই কান্দলে চলবো ক্যাম্‌তে?

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। হয়ে গেছে। হেগো অহন কুফা অবস্থা হয়ে গেছে।

## ৩৯

**৯ জুলাই ১৯৭১**

আইজ কেন জানি না মোনেম খাঁর কথা মনে পড়তাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ওস্তাদ আইয়ুব খান বাংলাদেশ থনে বহুত খুঁইজ্যা মালডারে বাইর করছিলো। মোনেম খাঁর যোগ্যতা– বটতলার উকিল আছিল আর জীবনে কোনোদিন পাবলিকের ভোটে জিততে পারে নাইক্যা। কিন্তু আইয়ুব খানের বেসিক ডেমোক্রেসিতে মোনেম খাঁ এক রাইতে বি ডি হইয়া গেল গা। তাই ফার্স্ট চান্সেই ভদ্রলোক সেন্ট্রাল মিনিস্টার। হের পরের ঘটনা মোনেম খাঁ নিজেই Disclose করছিল।

ঢাকায় মুসলিম লীগের গুণ্ডা সম্মেলন– আরে না না না কর্মী সম্মেলন। আইয়ুব খান একটা মোটা চেয়ারে মখমলের কুশনের উপর বসে রয়েছেন। কিস্তি টুপী মাথায় মোনেম খাঁ বক্তৃতা করছেন, "ভাইসব আমার ছদর সাক্ষী। আমি তখন সেন্ট্রাল হেলথ মিনিস্টার। একদিন রাইতে আমার ছদর আমারে ডাইক্যা পাঠাইলো। আমার বুকের মাইদ্দে তখন ঢেঁকির আওয়াজ শুরু অইছে। কাঁপতে কাঁপতে রাওয়ালপিণ্ডির প্রেসিডেন্ট হাউসে যাওনের লগে লগে ছদর আমারে কইলো কি জানেন? 'মোনেম তুমি বঙ্গাল মুলুকের গবর্ণর হও।' আমি কইলাম, 'মা গো-মা, আমি এইডা পারবাম না।' ছদর কইলো, 'চব্বিশ ঘণ্টা টাইম দিলাম, ভাইবা কইও।' দৌড়াইয়া অইয়া ময়মনসিংহ-এ জ্ঞানদার কাছে টেলিফোন বুক করলাম। জ্ঞানদা হইতাছেন আমার সিনিয়ার– সব কিছু হুইন্যা জ্ঞানদা কইলো কি জানেন?– 'মোনেম তুমি মা কালীর নাম লইয়্যা ঝুইল্যা পড়ো। ভাইসব হেই যে ঝুললাম– আইজও ঝুললাম কাইলও ঝুললাম; ঝুল্‌লাই রইলাম।"

এর পরের টুক আর মোনেম খাঁ কইতে পারে নাই। কওনের মতো অবস্থাও আছিল না। পাবলিকের মাইরের চোটে মোনাইম্যা অক্করে বনানীর দোতালায় যাইয়া হুইত্যা থাকলো। আর আইয়ুব খান? থাউক হেইডা আর কমুনা। হেতাইনে ইয়াহিয়া খানরে ছিক্রেট লেটার লেইখ্যা হাউ-মাউ কইর‍্যা কাইন্দা ফ্যালাইল।

এখন আমাগো টিক্কা খানের অবস্থা মোনাইম্যার মতো অইছে। মোনেম খাঁ তো কড়ি কাডের মাইদ্দে ঝুলতাছিল। কিন্তু টিক্কা? বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাকের মাইদ্দে আট্‌কা পড়ছে। যতই বাইরাইবার চেষ্টা করতাছে, ততই আরো গ্যাইড়্যা যাইতাছে। মোনেম খাঁর টাইমে বাংলাদেশে দুই ডিভিশন সৈন্য আছিল, কিন্তু টিক্কা সা'বে পাঁচ ডিভিশন সৈন্য, ১৫ হাজার পশ্চিম পাকিস্তানী সশস্ত্র পুলিশ আর রাজাকার বাহিনী হগ্‌গলরে লইয়া প্যাকের মাইদ্দে হান্দাইতাছে। কিন্তু চিল্লাইতে পারবো না। চিল্লাইলেই

যদি Leak out হইয়া যায় যে, মুক্তি বাহিনীর গাবুর মাইর চলতাছে! মনে লয় দুনিয়ার মাইনষে জানে না যে, ঢাকার আশেপাশেই অহন হেই কাম Begin হইছে। আর কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, সিলেট, ময়মনসিং, রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহীতে কেন জানি না টিক্কার সোলজাররা পেট্রোলে বাইরাইলে আর ফেরনের নাম লয় না। কেমন একটা কুফা অবস্থা। এইসব মাইরের কথা স্বীকার যাইবো না। ছোট ভাই-এর ওয়াইফ যেমন ভাসুরের নাম লয় না, হেই রকম ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজী-ওমরের দল মুক্তিবাহিনীর নাম লইতে পারবো না। খালি চিল্লাইতে চিল্লাইতে কইবো দুষ্কৃতিকারী, রাষ্ট্রের দুশমন আর বিদেশী চরেরা এগুলা করতাছে। তা হইলে তোমার সোলজাররা করে কি? ও-ও-ও হেরা তো কোবানী খাইতাছে।

বাংলাদেশে অহন জব্বর Development Work চলতাছে। নতুন নতুন সব হাসপাতাল খোলা হচ্ছে। কিন্তু হেই হাসপাতালে সব খাকী পোষাক পিন্দুইন্যা পেসেন্ট হুইত্যা গোঙ্গাইতাছে। ডাক্তার-নার্স খুবই Short কিনা। মুসলমান ভাই-ভাই কওনের চোটে একবার ইরান থনে কিছু নার্স আইছিল। কিন্তু হেরা হেইগুলারে বিসমিল্লাহ কবুল কইয়্যা সব হাংগা কইর‍্যা ঘরের বিবি বানাইয়া ফ্যালাইছে। তাই এইবার ইরান থনে গোঁফওয়ালা মেইল নার্স পাডাইছে।

একটা ছোট ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। পাকিস্তান আমলের ঘটনা। ঢাকার জিন্না এভিন্যুতে আমার এক দোস্ত দাঁতের ডাক্তার আছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় হেইখানে আড্ডা মারতে গেছিলাম। হের রোগীরা সব লাইন কইর‍্যা রইছে। এই সব রোগীর মাইন্দে একটা পাঠান রোগী দাঁতের ব্যথার চোটে গাল পাট্টা বাঁইন্ধ্যা অনেকক্ষণ ধইর‍্যা বইয়া আছে। আমি দোস্ত ডাক্তাররে কইলাম, 'এইডা খুবই অন্যায়, পাঠানডাও তো তোমার Patient, ওরে একটু দেইখ্যা দাও।' আমার কথা হুইন্যা ডাক্তার সা'বের এ্যাসিস্টেন্ট থর থর কইর‍্যা কাঁপতে শুরু করলো। আর আমার ডাক্তার বন্ধু পাঠানডার কাছে যাইয়্যা কি যেনো কইতেই ব্যাডায় গেলোগা। আমি জিগাইলাম, 'কি কইল্যা? ডাক্তার একটা হাসি দিয়া কইলো, 'না ওরে লোক আনতে পাডাইলাম। এই জিন্না এভিন্যুতেই দারোয়ান আছে, হেইগুলার জনা দুই আনতে কইলাম। না অইলে হের দাঁত উডানের সময় ধরবো কেডা? হের পর বুঝতেই পারতাছেন। রাইত নয়ডার সময় সিনেমা দেখলাম। মাটিতে চিৎ করে শোয়ানো অবস্থায় রোগীকে দু'জন পাঠান দারোয়ান চেপে ধরে আছে। রোগী তখন গোঁ-গোঁ আওয়াজ করছে। আর ডাক্তার সাঁড়াসী দিয়ে দাঁত তুলছে।' কিন্তু তখনও বুঝতে পারি নাই যে, এই রকম সিনেমার সিরিয়াল শো দ্যাহনের টাইম খুবই নজদিগ্। টিক্কা সাবের সোলজার গো হোতাইয়া বেঙ্গল রেজিমেন্ট ঠাইস্যা ধরছে আর গেরিলারা মনের সুখে ডাক্তারি করতাছে।

এই রকম এক সময়ে লেঃ জেনারেল নিয়াজীর উপর অর্ডার হইছে, রিফিউজি পাকড়াও করতে হবে। Reception Counter গুলা অনেক দিন ধইর‍্যা খালি যাইতাছে। নিয়াজীসা'বে তন্দুর রুটি-শিক কাবাব খাইয়া সিলেট যাইয়া হাজির। প্লেনে আহনের

সময় জনাকয়েক আর্মী অফিসার আর টেলিভিশনের ক্যামেরা ম্যানরে লগে আনছে। দুনিয়ার মাইদ্দে সিনেমায় দেহান লাগবো যে, টিক্কা-নিয়াজীর মহব্বতে বেচাইন হইয়্যা বাঙালি রিফিউজিরা সব ফেরৎ আইতাছে। Reception Counter-এর সামনে গোটা চারেক আর্মি জিপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। বগলে ব্যাটন নিয়াজী সা'ব তার ঘেটু অফিসারগো লগে বাত্‌চিত্‌ করতাছেন। এমন সময় জনা চল্লিশেক সোলজার কয়েকটা গ্রাম থেকে শ' দেড়েক লোক ঘেরাও করে নিয়ে এল। একজন অফিসার চিৎকার করে বললো, 'সব দেহাতী আদমি কো ইস তরফ লে যাও! অউর কদম বাড়াকে Reception Counter কি তরফ আনে বোলো। জোয়ান লোগ দূর মে Position লেও।' এর পর টেলিভিশনের মুভি ক্যামেরায় দিব্বি রিফিউজি ফেরনের ছবি তোলা হলো আর লোকগুলাকে ডাণ্ডা মেরে খ্যাদানো হলো। অফিসার মার্চ করে নিয়াজীর সামনে এসে স্যালুট করে বললো, 'ইস্‌ আম লোগকা অন্দর কুছ বিহারী ভি থে। উও লোগ ধোতি পেন্‌হাথা। ইসলাম কে লিয়ে ও লোক হিন্দু বনে থে।' ক্যামন বুঝতাছেন? পাবলিসিটি কারে কয়?

আমাগো টিক্কা সব আর নিয়াজী সা'বের মাইদ্দে আবার একটুক খেট্‌মেট্‌ রইছে। Eastern Command-এর দায়িত্বটা টিক্কার কাছ থনে নিয়াজীরে দ্যাওনের পর থাইক্যাই খেট্‌মেট্‌ আরো বাড়ছে। তাই সিলেটের রিফিউজি ফেরনের কারবার করণের পর চিত্তের মাইদ্দে সুখ লইয়্যাই জেনারেল নিয়াজী ক্যান্টনমেন্টে ফেরত আইলেন। কিন্তু লগে লগে রিপোর্ট পাইলেন, ঢাকা থনে মাত্র ত্রিশ মাইল উত্তর পশ্চিমে দেওহাট্টাতে হানাদার বাহিনীর যে ক্যাম্প আছিলো, হেইডারে গেরিলারা হামামদিস্তা কইর‍্যা ফ্যালাইছে। অহন আর্মী হেড কোয়ার্টারের কাছেই কারবার শুরু হইছে। টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহে ক্যাম্‌তে জানি তিনটা থানা মুক্ত এলাকা হইছে।

আত্‌কা মাইর দুনিয়ার বাইর। রংপুর, দিনাজপুর কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, যশোর, কুষ্টিয়াতে আবার গেরিলাগো আত্‌কা মাইর শুরু হইছে। হেরা আরামসে হানাদার সৈন্যগো খুঁইজ্যা বেড়াইতাছে। মোনেম খাঁ তো কড়িকাডের মাইদ্দে ঝুলতাছিল, কিন্তু টিক্কা নিয়াজীর দল যতই ফাল পাড়াতছে, ততই বাংলাদেশের প্যাঁক আর ক্যাদোর মাইদ্দে গাইড়্যা যাইতাছে। আহা-রে কোন খান্‌কার পোলার কোনখানে মউত? ইরাবতীতে জন্‌ম যার ইছামতীতে মউত।

# ৪০

১০ জুলাই ১৯৭১

আইজ একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। আমাগো মহল্লার মাইদ্দে ছলিমুদ্দিন বইল্যা একজন মানুষ আছিলো। বেড়ায় গাং-এর হেই পার বিয়া করছিল। একদিন হাউড়ীর কাছে হুনলো হের একজন বড় শালী আছে। বারো বচ্ছর আগে হেই শালীর বিয়া হইছিল। কিন্তুক বিয়ার পর থনে হেরে আর মায়ের কাছে আইতে দেয় নাইক্যা।

এই কথা হুইন্যা ছলিমুদ্দিন শালীর বাড়ি রওনা হইলো। বড় শালীর বাড়িতে তার খুবই খাতির। ছলিমুদ্দিনও বুবু কইতে অজ্ঞান। পরদিন জুম্মার নামাজ বাদ ছলিমুদ্দিন কইলো, 'বুবু তোমার পোলাডারে লইয়া আমি একটু হাটে যামু।' বুবু কইলো, 'এই কামডা কইরো না– হেরে সামলাইতে পারবা না।' ছলিমুদ্দিন মহাগরম; 'এইটুক্ একটা পোলারে সামাল দিতে না পারলে আমার নাম ছলিমুদ্দিন না জহিরউদ্দিন?'

বিরাট হাট। ছলিমুদ্দিন পোলার হাত ধইর‍্যা খুবই হিসাব কইর‍্যা চলতাছে। হঠাৎ বড় বড় কই মাছ দেইখ্যা কেনার সখ হইলো। নিচু হইয়া অনেক দরাদরির পর মাছ লইয়্যা দ্যাহে কি পোলায় নাইক্যা। ছলিমুদ্দিন চাইর দিক অন্ধকার দেখলো। এলায় উপায়? বুবুর কাছে জবাব দিমু কি? ভালো কইর‍্যা ঠাহর কইর‍্যা দ্যাহে কি; ছলিমুদ্দিন পোলাডার নামডা পর্যন্ত জানে না। তাই পোলাডার নাম ধইর‍্যাও চিল্লাতেইও পারতাছে না। অনেক খোঁজাখুঁজি আর চিন্তা করণের পর ছলিমুদ্দিনের মাথয় একটা জব্বর প্ল্যান আইলো। গরু হাটের পাশে একটা বাঁশের মাচাং-এর উপর খাড়াইয়া ছলিমুদ্দিন চিল্লাইতে শুরু করলো, 'আমি কার খালুরে? হুনছেন নি, আমি কার খালুরে?' কেমন বুঝতাছেন ছলিমুদ্দিনের কারবারটা। বড় শালীর পোলা হারাইয়া চিল্লাইতাছে, 'আমি কার খালুরে?'

সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন ছলিমুদ্দিন হইছে। বাংলাদেশের গাড়ার মাইদ্দে ঠ্যাং আটকানোর পর অহন পিকিং-ওয়াশিংটনরে ডাইক্যা কইতাছে, 'আরে হুনছেন নি? আমি কার প্রেসিডেন্টরে? আমি কার প্রেসিডেন্টরে?'

এদিকে করাচীতে রোশেন আলী ভীমজী অহন ভিমরি খাইয়া হুইত্যা আছেন। কি কইলেন? ভীমজী সা'বরে চিনলেন না? তয় কই হোনেন। রোশেন আলী ভীমজী হইতাছেন ইস্টার্ন ফেডারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেকটর। এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস চিটাগাং-এ হইলে কি হইবো– হেড অফিস করাচীত্। চব্বিশ বছর ধইর‍্যা বাঙালিগো প্রিমিয়ামের হগ্‌গল পহা হেতাইনে করাচীতে পাচার কইর‍্যা তুলার ব্যবসাতে খাডাইতাছে। এর মাইদ্দে আবার ভীমজী সা'বে মেলেটারির জেনারেলগো দোস্ত বানাইছিল– যদি কিছু মাল-পানি পাওন যায়?

সবুর, সবুর ডরাইয়েন না– অক্‌খনই Explain করতাছি। ভীমজী সা'বে জেনারেল গো শরাবন তুহুরা খাওয়াইয়া একটা চিঠির কোণার মাইদ্দে হেগো দিয়া 'ইয়েচ' লিখ্যা লইলো। হেরপর সোলজারগো গ্রুপ ইন্স্যুরেন্সের নাম কইর‍্যা বচ্ছর ঘুরলেই মাল-পানির ব্যবস্থা করলেন। কোম্পানির ডিরেকটররা সব আলহামদু লিল্লাহ্ কইলেন। দিনকাল ভালোই কাটতাছিল। কিন্তুক সন ১৯৭১ মার্চ পঁচিশ তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মাইদ্দে বাঙালিগো ঠাণ্ডা করণের জন্যি বাংলাদেশে সোলজার নামাইলো। ব্যাইস্। হাতি অক্করে দৌড়াইয়া আইস্যা ক্যাদোর মাইদ্দে হান্দাইলো। সারগোদা, রিসালপুর, কোহাট, কোয়েটা, লাহোর আর রাওয়ালপিণ্ডির অফিসার্স মেসে যেসব পোলাগুলো স্যুট পিন্‌দ্যা বিলিয়ার্ড খেলতাছিল, তারা হাওয়াই জাহাজে আইস্যা

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম আর টাঙ্গাইল, ময়নমনসিংহে কাফনের কাপড় পিন্দলো আর জঙ্গী সরকারের ফাইটিং ফোর্সগুলো– না থাউক কমু না। অহন ভীমজী সাবের কথা আবার কই। হেতাইনে Top ছিক্রেট লেখা আর গালা দিয়া সিলমোহর করা একটা চিঠি পাইছে। বিসমিল্লাহ বইল্যা চিঠি খোলনের লগে লগে একটা আওয়াজ হইলো, ভীমজী সাবে ভিমরি খাইছে।

ছক্কু মিয়া কইলো, 'আবে এই-ই কাল্লু, খত্কা অন্দর কেয়া লিখ্খিস্ রে? কাল্লু মিয়া গলা খ্যাকরাণী দিয়া থুক্ ফালাইলো, আংরেজি মে লিখ্খিস্।'

বেশি না দশ হাজার। মাত্রক্ দশ হাজার হানাদার ফৌজের মউত আর ঘাউয়া জখমী গো লাইগ্যা ইয়াহিয়া সা'বে ইন্স্যুরেন্সের টাকা চাইছে। লাশ পিছু দুই হাজার টাকা কইর‍্যা ধরলে 'দো ক্রোড় রুপেয়া।' বিশ লাখের কোম্পানি। কিন্তু অউগ্‌গা Demand দুই কোটি। কি হইলো ভীমজী সা'ব? আর সোলজার গো গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স করবেন না? অহন বন্দর রোডের হেড অফিসের উপর লাল ফ্ল্যাগ তুললে কি অইবো? কার পাল্লায় পড়ছেন বোঝেন নাই তো?

ভীমজী সা'বে কাঁপতে কাঁপতে একটা জবাব লিখ্যা পাকিস্তান অবজার্ভার আর মর্নিং নিউজের Cutting পাডাইছে। ইয়াহিয়া সা'বে কইছে এইডা তো যুদ্ধ না, এইডা হইতাছে Internal Affair. রাওয়ালপিণ্ডির মিলিটারি হেড কোয়াটার্স মহা গরম। তাইলে কিন্তুক আসল Demand কইর‍্যা দিমু। জেনারেল নিয়াজীর বুদ্ধিমতো অনেকগুলায় সোলজার তো কলেরা আর নিমোনিয়া রোগে মরছে বইল্যা দেখানোর পর লিস্টি কমাইয়া দশ হাজার করা হইছে। নাঃ নাঃ নাঃ সহ্য করন যায় না। শিগ্‌গিরই মাল-পানি ঝাড়ো। এর মাইদ্দেই লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডিতে বোরখা-ওয়ালীগো চাইরডা মিছিল হইছে।

হ-অ-অ-অ এইদিকে এইগুলা কি হুনতাছি। মেহেরপুর থনে হানাদার ফৌজ সাফ্। অহন মেহেরপুর টাউনের মাইদ্দেই Fight হইতাছে। আর হেগো ভাগোনের জায়গা নাইক্যা। এ্যার মাইদ্দে সোলজারগো মওলবী সা'বও ভাগছে। তাই হেরা ইয়া আলী কইয়্যা ক্যাদোর মাইদ্দে হুইত্যা পড়তাছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা চীনা রাইফেল ও ওয়্যারলেস সেট আর আমেরিকান মর্টার ও এল.এম.জি. পাইয়্যা মহাখুশি। আহারে, ধাওয়াইয়া কি আরাম রে! বেশি না মেহেরপুরে গেরিলারা পঞ্চান্নটা হানাদার সৈন্যের লাশ পাইছে। রংপুর, দিনাজপুরে, সাতক্ষীরা, সিলেটে একই রকম কারবার চলতাছে। এদিকে টাঙ্গাইলের রিপোর্টে হাস্‌বাম না কাঁদবাম। হেইখানে ছ্যাল কুত্ কুত্, ছ্যাল কুত্ কুত্, ছ্যাল কুত্ কুত্– মানে কিনা হা-ডু-ডু খেলা শুরু হইছে। কাদেরিয়া বাহিনী যখনই টের পাইছে যে, নরসিংদী-কুমিল্লার হেইদিকে কি যেনো একটা কারবার হওনের ঠ্যালায় টাঙ্গাইল থনে কিছু সোলজার হেইদিগে গ্যাছে গা, বাইস কাদেরিয়া বাহিনী জঙ্গল থনে বাইরাইয়া গাবুর মাইর। এক চোটে হানাদার বাহিনীর ৭৭ জন সোলজার আর পুলিশ আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাইয়্যা হাজির হইলো।

এই খবর পাইযা নিয়াজী সা'বে ময়নামতী ক্যানটনমেন্ট থনে কিছু সোলজার

আনলো। ব্যাস্, কুমিল্লার জাঙ্গালিয়াতে ঘ্যাটাঘ্যাট, ঘ্যাটাঘ্যাট্-কি জানি একটা ব্যাপার হইয়্যা গেলোগা। কুমিল্লা টাউনে কারফিউ, Blackout দুইভাই হইলো আর এই দিকে কাদেরিয়া বাহিনী যহন দেখলো দখলদার বাহিনী, ট্যাংক, মর্টার লইয়্যা আইতাছে, তখন টাঙ্গাইল টাউনে ৪৮ ঘণ্টার কারফিউ দিয়া আবার জঙ্গলের জায়গা মতো যাইয়া বইলো। ইয়াহিয়া সা'বের সোলজার, টাঙ্গাইলে আইয়া দ্যাহে কি, মুক্তিবাহিনী তো নাই-ই, রাস্তাঘাটে মানুষ পর্যন্ত নাই। কেইসটা কি? অনেক কষ্টে জনা দুই দালাল খুঁইজ্যা জানতে পারলো গেরিলারা কারফিউ দিয়া গ্যাছেগা। হেইর লাইগ্যা রাস্তায় কোনো মানুষ নাইক্যা। লগে লগে হেগো চান্দি গরম হইয়া গেলোগা। হেরা চিল্লাইয়া কইলো, 'ইয়ে কারফিউ তোড়ো। ইয়ে কারফিউ ঝুট হ্যায়।'

ক্যামন দিনকাল পড়ছে? মেলেটারি কারফিউ ভাঙ্গতে চাইতাছে আর পাবলিক কারফিউ মানতে চাইতাছে। কবে না জানি হুনুম গেরিলারা কাপড় পিন্ধ্যা আছে দেইখ্যা ইয়াহিয়া সা'বের সোলজাররা আর কাপড় পিন্‌বো না। হেরা আদম হইয়া ফাইট্ করবো। হেইদিনের কথা চিন্তা কইর‌্যা বুক আমার অক্করে ফাট্‌ফাট্ করতাছে।

# ৪১

**১১ জুলাই ১৯৭১**



হামাম দিস্তা। হামাম দিস্তার মাইদ্দে দেশী হেকিম-কবিরাজ যেমতে গাছ-গাছড়া থ্যাত্‌লা কইর‌্যা 'ছত্রিশা মহাশক্তি জীবন রক্ষা বড়ি' বানায়, হেই রকম সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অহন ক্যাম্‌তে জানি হামাম দিস্তার মধ্যে থ্যাত্‌লা হইতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের অবস্থা অহন অক্করে ক্যাড়াবেরাচ্ হয়ে গ্যাছেগা। খালি কলসের আওয়াজ বেশি। তাই জঙ্গী সরকারের চোপার চোটপাট আইজ-কাইল খুবই বাড়ছে। পশ্চিম পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার সংবাদপত্রের উপর গত তিন মাস ধরে পুরা সেন্সরশিপ জারি রেখে এখন পশ্চিমী দেশগুলোর রেডিও টেলিভিশন আর খবরের কাগজের উপর হেতাইনরা খুবই চ্যাত্‌ছেন। এর মধ্যেই ইয়াহিয়া সরকার ব্রিটেনকে জানিয়েছে যে, ব্রিটিশ হুকুমত্ যদি হেইখানকার পরচা, টেলিভিশন, বিবিসি আর পার্লামেন্টের মেম্বরগো কন্ট্রোলের মাইদ্দে না আনতে পারে, তা অইলে খুবই খারাপ একটা কিছু হইতে পারে। ইংলিশস্থানের লগে তাগো যে Connection রইছে হেইডা পাংচার করতে পারে। একশ বিশ ঘণ্টার মাইদ্দে ইসলামাবাদ দুই নম্বর ছাড়ছেন। মানে কিনা দুইটা Warning দিছেন। ডর-ভয়, লজ্জা-শরম হেগো সব গ্যাছেগা। হেরা খেন্দল বর্মন অইছেন।

কি কইলেন? খেন্দল বর্মন কেডা তা' চেনেন না? তয় কই হোনেন– এর মাইদ্দে পঁচাগড়-ঠাকুরগাঁ গেছিলাম। হেইখানে খেন্দল বর্মনের লগে দেখা। হের সমস্ত মুখের মাইদ্দে একটা মাত্র দাঁত রইছে।

হেরে জিগাইলাম, 'আপনার নাম?'

একটা ফোকলা হাসি মাইর‍্যা কইলো, 'মোক্‌তো মাইনষে খেন্দল বর্মন কহি ডাকে। তোমরাও লা খেন্দলই কহিবা পারেন।'

আমি আবার জিগাইলাম 'আপনার বয়স?'

এইবার মোক্ষম জবাব আইলো তোমরা লা লেখাপড়া শিখিছেন, তোমরা গেট মেট ইংরাজী কহিবা পারেন। তোমরা এতো কিছু জানেন তো মোক্ দেখি মোর বয়স কহিবা পারেন না? মুই তো নেখাপড়া শিখি নাই, মুই ক্যাম্‌নে বয়স কহিম্?'

এলায় খেন্দল বর্মনের চিন্‌ছেন, কেমন মাল একখান?

সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন খেন্দল বর্মন অইচে। বিদেশী সাংবাদিক, পার্লামেন্ট সদস্য, বিশ্ব ব্যাংকের মেম্বর আর জাতিসংঘের প্রতিনিধি যাঁরাই তাকে বাংলাদেশের গণহত্যার কথা জিজ্ঞেস করছেন, তাঁদেরই তিনি বলছেন, 'আপনারা হিটলার-মুসোলিনী-তোজো'র কারবার দেখছিলেন আর ভিয়েতনাম কাম্বোডিয়ার খেইল দেখতাছেন। আপনারা আমারে দেইখ্যা Understand করতে পারেন না বাংলাদেশে হেগো ঠাণ্ডা করণের লাইগ্যা আমি কতটুকুই বা করতে পারি?'

কোরবানীর গরুর যেমন দাঁত দেইখ্যা বয়স আন্দাজ করে, হেই রকম ইয়াহিয়ার কাটা-কাটা কথা হুইন্যা হগ্‌গলেই কারবারটা বোঝনের লাইগ্যা একবার কইর‍্যা বাংলাদেশে আইছিল।

তারপর, বুঝতেই পারতাছেন। World Bank-এর মিঃ কারঘিল কইছেন ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে আর এক পয়সাও দেয়া যায় না। বৃটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী আর্থার বটম্‌লী বলেছেন, 'পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য যে কাণ্ড করে চলেছে, তা জিন্দেগীতেও হুনি নাই বা দেহি নাই। টিক্কা খানের Upper chamber খালি। আর সেনাপতি ইয়াহিয়া একজন ক্ষমতালোভী জেদী মানুষ।' ব্রিটেনের ক্ষমতাসীন রক্ষণশীল দলীয় সদস্য মিঃ জেসেল বলছেন, 'একজন রিফিউজিরেও দেশে ফেরনের কথা কওন যায় না। ব্রিটিশ শ্রমিক দলীয় সদস্য মিঃ স্টোন হাউস বলেছেন, 'ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী বীভৎস গণহত্যায় হিটলারকেও ছাড়িয়ে গ্যাছে। লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকা বলেছে, 'নৃশংসতাই হচ্ছে পূর্ব বাংলার নিত্যকার ব্যাপার।' নিউজ উইক হগ্‌গলের উপর টেক্কা মারছে। এই আংরেজী পর্‌চা মে লিখ্‌খিস্, 'টিক্কা খানের রক্তস্নান।' এদিকে বিবিসি নিউইয়র্ক টাইমস্, ওয়াশিংটন পোস্ট, ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর আর লন্ডন টাইমস্ পত্রিকা ধোপা যেম্‌তে নদীর ঘাটে কাঠের উপর কাপড় বাইড়ায়, হেম্‌তে কইরা জঙ্গী সরকাররে বাইড়াইতেছে। কানাডার পার্লামেন্টের মেম্বর মিঃ এ্যানড্রু ব্রুডইন আর আইরিশ এম.পি. মিঃ কোনার্ড ও ব্রায়েন জাতিসংঘরে দিয়া ইয়াহিয়া সরকাররে মেরামতের কথা কইছেন।

এতো সব কারবার হইতাছে দেইখ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া এলায় টিরিক্‌স করছেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল শিরোমণি ডাঃ সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ দীন মোহাম্মদ আর ডাঃ মোহর আলীরে নিউইয়র্ক পাডাইছেন। কিন্তুক আমাগো

বাঙালি পোলাপানেরা হেগো হোডেলের মাইদ্দে ঘেরাও কইর‌্যা থুইছে। হেই খবর পাইয়া পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার হরিবল হক চৌধুরী ইউরোপে যাইয়া লাপাত্তা হইছেন। উনি আবার ফরিনে খুব পপুলার কিনা? আর পশ্চিম পাকিস্তানের রুস্তম ভুট্টো সা'বে পিপলস্ পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি জে,এ, রহিমরে বগলদাবা কইর‌্যা তেহরান গেছেন। কিন্তুক এই লোকগুলোর সার্টের মাইদ্দে এখনও রক্তের দাগ রইছে। তাই হেতাইনরা Silent work মানে কিনা U.G. work করতাছে। না হইলে মাইনষে যদি গতরের মাইদ্দে থুক্ দ্যায়।

এদিকে আবার ধূনকর যেমতে কইর‌্যা লেহাপ বানানোর সময় তুলা ধোনে, ঠিক হেম্‌তে কইর‌্যা মুক্তিফৌজের গেরিলারা ইয়াহিয়ার সোলজারগো ধূন্‌তাছে। ব্রিটিশ এম.পি. মিঃ জন স্টোন হাউস আর পশ্চিম জার্মানির স্টেট মন্ত্রী ডঃ আর্নেষ্ট হেইনসেন তিস্‌রা জুলাই বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা সফর করেছেন। মুক্তিফৌজরা তাগো পাসপোর্টের মাইদ্দে বাংলাদেশ গবর্ণমেন্টের সিল মাইর‌্যা লগে কইর‌্যা যহন ভিতরে নিয়ে গেছে, তহন হেরা তাজ্জব বইন্যা গ্যাছে। গ্রামের মাইনষে মেহমান গো 'জয় বাংলা' আর 'শেখ মুজিব জিন্দাবাদ' কইয়্যা ওয়েলকাম করছে। হের পর হেরা একটুক Action দেখছে। মাররই রে মাইর! বাংলাদেশের মাইদ্দে মুক্তিফৌজের অহন হাটুরিয়া মাইর শুরু অইছে।

হেগো অবস্থা অহন তা-না-না-না হয়ে গ্যাছেগা। রংপুরের অমরখানায় হানাদার বাহিনী অক্করে সাফ্। মরণের আগে হেরা চিল্লাইছিল, 'ইয়া আল্লাহ ইয়ে কেয়া গজব আ গিয়া।' এদিকে আবার রাজশাহী-নাটোর রুটটা ক্যামতে জানি কাটিং হইয়া গ্যাছেগা। পাবনায় রাইতের বেলায় হেগো একটুও পেট্রোল গায়েব। ঠাকুরগাঁ আর বগুড়ায় অহন দাঁইড়াবান্দা খেইল শুরু অইছে। কুমিল্লার জাঙ্গালিয়াতে কি জানি একটা কারবার হইছে। বিবিসির খবরে কইছে ঢাকার থনে মাত্রক ৩২ মাইল দূরে শ্রীপুরে পাক ফৌজ মাইর খাইয়া তক্তা হয়ে গেছে। মনে লয় এই সব গেরিলারা আস্‌মান থাইক্যা আত্‌কা আইয়া হাজির হইতাছে। না হইলে টিক্কা সা'বে কয়, 'সব কুচ্ Normal হ্যায়।' আর ময়দানে নামলেই আজরাইলে ধাওয়ায়। কেইসটা কি?

সেইজন্য বলেছিলাম হামাম দিস্তা। হামাম দিস্তার মাইদ্দে দেশী হেকিম-কবিরাজ যেম্‌তে গাছ-গাছড়া থ্যাত্‌লা কইল্যা 'ছত্রিশা মহাশক্তি জীবন রক্ষক বটিকা' বানায়, হেই রকম সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অহন কেম্‌তে জানি হামাম দিস্তার মাইদ্দে থ্যাত্‌লা হইতাছে।

# ৪২

**১২ জুলাই ১৯৭১**

রেকর্ড করছে। আমাগো কক্সবাজারের মওলবী ফরিদ আহমদ সা'বে রেকর্ড করছে। ইলেকশনে আওয়ামী লীগের কাছে বাড়ি খাওনের পর মওলবী সা'বে একটুক্ খামুশ

হইয়াছিলেন। কিন্তু যেই মুহূর্তে দেখলেন যে, হেতাইনের আব্বাজান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে সোলজার নামাইয়া বেশুমার মানুষ মারতে শুরু করছে, হেই মুহূর্তে ফরিদ সা'ব চাঙ্গা হইয়া বিছানার মাইদ্দে বইলেন। দিলডা তার খুশ হইয়া গেলগা। কেমন ব্যাডারা ভোটের সময় আমারে কাঁচকলা দেখাইছিলা। অহন ঠ্যালাডা বোঝ! তোমাগো লাইগ্যা আমি কত বছর আগের থনে নূর রাখতাছি। আইজ-কাইল লুঙ্গি পরতাছি। রাস্তাঘাটে সময়ে-অসময়ে নামাজ পড়তাছি। তবু এইবার ইলেকশনের টাইমে আমি ভোগা খাইছি। অহন? সেনাপতি ইয়াহিয়ার মেলেটারি ডেমোক্রেসির জমানায় হারু পার্টির নেতা হিসাবে আমার মিনিস্টার হওনডা ঠ্যাকায় কেডা? তাই আমার শ্লোগানই হইতাছে 'দুনিয়ার হারু পার্টি এক হও।'

এ হেনো ফরিদ সা'ব আইজ-কাইল ফুর্চি মারতে শুরু করছে। আঃ হাঃ আপনাগো লইয়্যা তো মহাবিপদ! সব কথাই জানবার চান? একটুক ছিক্রেট রাখন যায় না। তয় কইতাছি হুনেন। বাংলাদেশে না থাইক্যা বাঙালি, আর বাংলা কথা না কইয়্যা বাঙালি। এইরকম একজন লেডী, মরহুম হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মাইয়্যা বেগম আখতার সোলায়মান। হেই বেগম ফকা-ফরিদ, দুদু-সবুর, খাজা-আজমের মতো হারু পার্টির নেতাগো পথে বহাইছে। 'বেগম সাহেবা'– হেরে আবার বেগম না কইলে চেইত্যা যায়। সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বরে যাইয়্যা কইলো, 'আপনে হারু পার্টির নেতাগো লইয়্যা ফাল পাড়তাছেন কেন? আমি আপনারে জিতাইন্যা পার্টির মাইদ্দে থাইক্যা মীর জাফর বাইর কইর‍্যা দিমু।' এর-প-র বেগম সাহেবা ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টালে আস্তানা গাড়লো। এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের রিপোর্টারকে ডাইক্যা কইলো, 'ঢাকায় আহনের লগে লগে বাইশ জন এম.এন.এর Support পাইয়া গেছি। তয় দেশের Interest-এর জন্যি নাম কমু না। অবিশ্যি এর মাইদ্দে জনা কয়েক জেলে আছে।'

পয়লা আমাগো হাজী সা'বে বেগমরে আস্‌সালামু-আলায়কুম কইয়া হাজির হইলো। হাজী সা'বরে চিনলেন না? আসল বাড়ি কইলকাত্তায় আর হাল সাং ঢাকা। বাড়িতে উর্দু ছাড়া কথা কইতে পারে না। পুরা নাম আলহাজ্ব জহিরুদ্দিন। বেগম সাহেবার লগে দেখা হওনের আগে হাজী সা'বের লগে জেনারেল টিক্কার একটুক্ কথাবার্তা হইছিল। হেই থাইক্যা হাজী সা'বে সাইজ্যাগুইজ্যা বায়তুল মোকাররমে নামাজ পড়তে যাইতো আর কেউ কওনের আগেই আস্‌সালামু অলায়কুম কইতো।

একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। এক গরিব বিধবা। নিকট আত্মীয়স্বজন নাইক্যা। অনেক দিনের পুরনো এক মামলার রায়ে আত্‌কা এক লাখ টাকার সম্পত্তির মালিকানা পাইলো। কিন্তুক বিধবা হেই খবর জানে না। কোর্টের এই অর্ডার লইয়্যা একজন বটতলার ধ্বচা মারা মোক্তার বিধবার বাড়িত রওনা হইলো। কিন্তুক মোক্তার সা'বরে কোর্ট থনে বার বার কইর‍্যা কইয়্যা দিছে, আত্‌কা এই জব্বর ভালা খবরডা হুনলে বিধবা খুশি[illegible]ত হার্টফেল করতে পারে। তাই খুবই খাতির জমা কইর‍্যা আস্তে আস্তে খবর[illegible]া। মোক্তার গেরামে যাইয়্যা দেহে কি, হেই বুড়ি বিধবা ভাঙ্গাবাড়ির

উডানডা লেপতাছে। মোক্তার সা'বরে দেইখ্যা বুড়ি মুখ হাত ধোওনের পানি দিলো আর একটা বাডির মইদ্দে গুড়মুড়ি খাইতে দিলো। মুড়ি খাইতে খাইতে মোক্তার সা'বে বুড়িরে কইলো কি, 'আরে এই সোনার মা, আচ্ছা ধরো যদি তুমি আত্‌কা একশ' টাকা পাও তা হইলে কি করবা?'

বুড়ি কইলো, 'তয় বাড়িডা মেরামত করমু।'

এরপর মোক্তার জিগাইলো, 'যদি পাঁচশ' টাকা পাও, তা অইলে কি করবা? বুড়ি ফোক্‌লা দাঁতের হাসি দিয়া কইলো, 'তা হইলে দুইডা গাই কিনুম।' এদিকে মোক্তারের কিন্তুক প্রশ্নের শেষ হইতাছে না।

'যদি এক হাজার টাকা পাও?'

'বাড়ি মেরামত আর গাই কেননের পর যে পহা থাকবো হেইডা দিয়া বন্ধকী ছুডামু।'

'যদি দশ হাজার টাকা পাও?'

'তয় এক ধার্‌সে জমি কিনুম।'

'যদি পঞ্চাশ হাজার পাও?'

'নতুন দালান বানামু।'

'আর যদি এক লাখ টাকা পাও?' সোনার মা আর চিন্তা কইর‍্যা কুল পায় না। তাই ভট্‌ কইর‍্যা কইয়্যা ফালাইলো, 'একলাখ পাইলে–একলাখ টাকা পাইলে, অর্ধেকটা আপনারে দিমু।'

যেই না কওয়া, মোক্তার অক্কারে মাটির বারান্দা থনে বেহুঁশ অইয়া উঠানের মাইদ্দে ঠাস্‌ কইর‍্যা পড়লো। মাথায় অনেকক্ষণ ধইর‍্যা পানি ঢালনের পর মোক্তারের হুঁশ আওনের লগে লগে চিল্লাইয়া কইলো, 'তুমি আমারে পঞ্চাশ হাজার দিলে আমি করবাম কি?'

আমাগো জহির উদ্দিন অহন ধ্বচা মারা মোক্তার হইছে। বেগম আখতার সোলেমানের কথাবার্তা হুইন্যা পরায় সেন্‌স-লেস হইয়াছিল। কয়েকদিন জহির সা'বের চোট্‌পাট্‌ খুবই বাড়ছিল। মাইনষের ভোগা মারণের লাইগ্যা হেতাইনে সোহরাওয়াদী-লীগ করনের খোয়াব দেখছিল। কিন্তুক বেগম সাহাবা আসুর দরিয়া বহাইয়া করাচীত্‌ ফেরৎ যাওনের সময় যহন ছিক্রেট রিপোর্ট দিলো যে, মাত্রক নয়জন পাওয়া গেছে– মানে কিনা ১৬৭ জন আওয়ামী লীগ মেম্বারের মাত্র নয়জন টোপ গিলছে আর বাকীরা মুক্ত এলাকায় গ্যাছেগা। তহন হাজী সা'বে বাড়ির কপাট লাগাইয়্যা weep করতাছে। বায়তুল মোকাররমে আর যায় নাইক্যা।

এদিকে ফরিদ সা'বে এক রেকর্ড করছেন। মাইনষের উপহারে হের বাড়ি ভইরা গ্যাছেগা। এ্যার মাইদ্দেই বেশি না, এগারোটা কাফনের কাপড় পাইছে। মানে কিনা লিস্টিতে আলহাজ্ব ফরিদ আহমদ সা'বের নাম অক্করে প্রথম দশ জনের মাইদ্দে রইছে। আজরাইল ফেরেশতার লগে তাঁর মোলাকাতের টাইম খুবই নজদিগ্‌। এ্যার মাইদ্দে আবার রেডিওতে খবর হইছে, 'হেই জিনিস আপনাগো আশেপাশেই আছে।' এখন বলে

আবার নতুন কিসিমের উপহার আইতাছে। 'কাফনের কাপড় Short পড়নের গতিকে 'আগর বাত্তি, আতর, সাবান পাঠাইলাম।' কারণডা বোধ করি আর কওন লাগবো না। তাই ফরিদ সা'বে আইজ-কাইল ফুচি পাড়তাছেন। দরজার মাইদ্দে যদি-ই কোনোরকম আওয়াজ হয়, তা হইলেই সা'বে জানালার ছ্যাদা দিয়া ফুচি মাইর‍্যা দেখতাছেন 'আজরাইলে আইলো কিনা?'

খাইছে রে খাইছে! এইদিকে দুই হাজীর কথা কইতে যাইয়্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ফাইটিং ফোর্সের কথাই কওয়া হয় নাইক্যা। হেইদিকে বারান্দায় খাট পড়ছে। খালি একটা হাসপাতালের কথা কইতাছি। কিতা কন আমাগো সিলট হাসপাতালে, কথা কন? হ-অ-অ-অ বুঝছি। বারান্দার কথা হুইন্যাই বুঝি টের পাইচুইন। সিলেট সদর হসপিটালের মাইদ্দে বেড হইতাছে দুইশ'। কিন্তু অহন রোগীর সংখ্যা চারশ' বিশ। স্টোর রুম, লাশ কাডার ঘর, সূতিকা ঘর, কলেরা ওয়ার্ড, টি.বি. ওয়ার্ড– হগ্‌গল জায়গায়ই মোডা-মোডা গোঁফওয়ালা রোগীরা খাকী পোষাক পিন্‌ধ্যা খালি চিল্লাইতাছে।

হ্যালো, টিক্কা-নিয়াজী এই ব্যাপারটাতে আমরা খুবই Sorry হইছি। গেরিলারা যহন ট্রেনিং লইতাছিল তহন গেরামের বাঙালি পোলাপানগুলা আন্ধারিয়া গুলি মারণের গতিকেই আপনাগো জখমি বেশি হইছে। কিন্তুক অহন সেনাপতি ইয়াহিয়ার হেই চিন্তা গ্যাছেগা। হাজারে হাজারে বিচ্ছুগো ট্রেনিং Complete হইছে। পঙ্গপালের মতো আরো ট্রেনিং চলতাছে। তাই অহন Bull's Eye, মারে কিনা হাত পইট্। গুলি মারণের লগে লগে হেগো আওয়াজ বন্ধ– দম নাই– খালি একটুক্ শরীলডা খিঁচাইয়াই ঠাণ্ডা।

দ্যাহেন না, হেইদিন বিবির বাজারে [illegible]০ জন হানাদার সোলজার সাফ, মেহেরপুরে ৭৭ জন খতম, কুমিল্লার মালখা বাজারে সাতজন গায়েব, ঢাকায় তিন জনের মউত। আবার লগে লগে সিলেট টাউনের মাত্রক সাত মাইল পশ্চিমে ৭০ ফিট লম্বা ব্রিজটা বোম-ফাটাস্ হয়ে গ্যাছেগা। আল্লাহ্‌র রাইত পোহানের টাইমে ব্রিজ ভাঙ্গনের যে আওয়াজ হইছিলো তাতে হানাদার ফৌজের জোয়ানগো সে কি কাঁপন! যেমন লাগে ম্যালেরিয়া জ্বরের ১০৪ ডিগ্রি।

হেই জন্যই কইছিলাম, 'তেল, তিসি, তাল মাখনা– খায় জানানা হয় মরদানা।' সেনাপতি ইয়াহিয়ার সোলজারগো অহন কুয়াতে হালুয়া আর তাল মাখনা খাওনের টাইম হইছে।

১৩ জুলাই ১৯৭১

বার বার কইর‍্যা না করছিলাম। ঘি যহন তোমাগো পেটে হজম হয় না, তখন হেইডা খাইও না। চব্বিশ বছরের মাইদ্দে যহন ডেমোক্রেসি করলা না, তহন ডেমেক্রেসির বাহানা কইরা দুনিয়ার হগ্‌গল মাইনষের ভোগা মারণের জন্যি ক্যান এই কামড়া করবার

গেছিলা? গণহত্যা শুরু করার পর পহেলা দিকে তো ভালোই চাপিস করছিলা। সাতদিন ধইর্যা ঢাকা-চিটাগাং-এর সমস্ত খবরের কাগজ বন্ধ। পশ্চিম পাকিস্তানে পুরো সেন্সরশিপ। আর ধোপায় যেমতে ময়লা কাপড় গাট্টি বাইন্ধ্যা নদীর ঘাটির দিকে রওনা দেয়, হেম্‌তে ৩৫ জন বিদেশী সংবাদিকরে অক্করে পগার পার কইর্যা থুইয়া আরামসে বাঙালি মারলা। হেরপর যখনই দেখ্‌ল্যা মাল-পানি Short হইয়া গ্যাছে, আর কেম্‌তে জানি তোমাগো কারবারডা জানাজানি হইছে, তহনই বুঝি উল্‌ডা-পাল্‌ডা কাম শুরু করলা। তাই না? তোমাগো ছদর ইয়াহিয়া চিল্লাইয়া উঠলো সব Normal। যে কেউ আইস্যা দেখতে পারে।'

অবিশ্যি সেনাপতি ইয়াহিয়ারে এ ব্যাপারে বেশি দোষ দেয়া যায় না। কেননা হেতাইনে টিক্কা-নিয়াজীর কাছ থনে যে রিপোর্ট পাইছিল, হেই রিপোর্টের উপরেই চিল্লাইছিলেন। ব্যস্‌, পশ্চিম পাকিস্তান থাইক্যা যে কয়জন সাংবাদিক মেলেটারিগো কোলে বইয়্যা দখলকৃত এলাকা সফর করলা, তাগো একজন এন্টনী মাস্‌কারেনহাস্‌ করাচীতে ফিইর্যা আইস্যা বাড়ি ঘর, সহায় সম্পত্তি থুইয়া খালি বউ পোলাপান লইয়া লন্ডনে যাইয়া হাজির। সানডে টাইম্‌সে ষোল কলাম ধইর্যা তার রিপোর্ট বারাইলো। কেমন বুঝতাছেন? এই এন্টনী ১৯৬৫ সালে ইন্ডিয়া-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় দিল্লীতে করাচী-মর্নিং নিউজের Reporter আছিলো আর হারাটা জীবন ধইর্যা হেগো দালালী করছিল। কিন্তু এইবার! বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা ট্যুর করনের লগে লগে বউ পোলাপান লইয়া লন্ডনে ভাগোয়াট। হেরও বুকের মাইন্দে ধড়-ধড়ানি উঠছে। বেডায় আবার খ্রিষ্টান।

বিশ্ব ব্যাংকের নেতা মিঃ পিটার কারঘিল বাংলাদেশের কয়েকটা Town সফর করলো। ব্যস, এক রিপোর্টেই এইড-কনসর্টিয়ামের টাকা বন্ধ। ঢাকায় মার্কিন কনসাল জেনারেল মিঃ আর্থার ব্লাড একটা রিপোর্ট দিলো। ব্লাড সা'ব ৪৮ ঘণ্টার লোটিশে ট্রান্সফার। চটি জুতার ফিতা– আবার টিক্কা সা'বও গবর্ণর। মার্চ মাসে যহন টিক্কা সা'ব বাংলাদেশের গবর্ণর হিসেবে শপথ নেয়ার জন্য বগল বাজাইয়া ঢাকায় হাজির হইল, তখন ঢাকা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস্‌ একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট দ্যাখাইয়া টিক্কা সা'বকে Refuse কইরা দিলো। কিন্তু জেনারেল টিক্কা দশ দিনের মাইদ্দে লাখ কয়েক লোক মাইর্যা হেই সব লাশের উপর বইয়্যা যহন গবর্ণরের শপথ লইলো, তহন ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশনার হেই Function-এ গেল না। বাস, জঙ্গী সরকার ইজ্জতের সওয়াল কইয়্যা ব্রিটেনের হাত-পা ধইর্যা হেরেও ট্রান্সফার করাইল।

এইবার আইলো জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন। হেতানে কইলো, রিফিউজিরা ফেরৎ গেলে তাগো লাইফের Risk লইতে পারি না। হেরপর আর্থার বটমলীর নেতৃত্বে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি দল বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকা ট্যুর কইর্যা কইলো, 'হেইদিকে অক্করে বীভৎস আর ভয়ংকর অবস্থা।'

এইবার নিউইয়র্ক টাইম্‌সের সংবাদদাতা মিঃ সিড্‌নি সেনবার্গ হপ্তাখানেক ঢাকায়

থাইক্যা রিপোর্ট পাঠাইলো। আমাগো মওলবী বাজারের কসাইরা যেম্‌তে খাসীর গোসের কিমা বানায়, সেনবার্গ সা'ব হেই রকম তাঁর রিপোর্টে সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকাররে কিমা বানাইলো। লগে লগে সিড্‌নি সেনবার্গ সা'বরে অক্করে পাকিস্তান থাইক্যা Gate out করলো।

এলায় আইলো বিবিসি। তাগো রিপোর্টের ঠ্যালায় সমস্ত ইংল্যান্ড গরম হইয়্যা গেল। হগ্‌গলে কইলো, সেনাপতি ইয়াহিয়ার কারবার অ্যাটিলা দি হুন থেকে শুরু করে তৈমুর লঙ্গ, চেঙ্গিস খান এমনকি হিটলার-মুসোলিনী-তোজোরে পর্যন্ত Defeat দিছে। এদিকে ওয়াশিংটন পোস্ট জঙ্গী সরকাররে criticize কইর‌্যা হোতাইয়া ফ্যালাইছে।

দিন কয়েক বাদে মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকা নিউজ উইকের সংবাদদাতা ঢাকার থনে রিপোর্ট পাডাইলো, টিক্কা-নিয়াজী রাওয়ালপিন্ডির কাছে আরো দুই ডিভিশন সোলজার চাইছে। রয়টারের হাওয়ার্ড হুইটেন বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা ট্যুর কইর‌্যা কইলো, মুক্তিফৌজরা আত্‌কা দিন কয়েকের জন্য টাঙ্গাইল দখল করছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মিঃ স্টোন হাউস অন্য এক রাস্তা দিয়া বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা Tour কইর‌্যা কইছে, 'মুক্তিফৌজের গেরিলারা আমার পাসপোর্টের মাইদ্দে সিল মাইর‌্যা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া তাগো Action দেখাইছে।' লন্ডন টাইম্‌সের এক সংবাদদাতা তার রিপোর্টে কইছে, 'মুক্তিফৌজেরা অনেকগুলা এলাকার থনে হানাদার সৈন্যগো খ্যাদাইছে।'

হগ্‌গলের উপর টেক্কা মারছে সানডে টাইম্‌সের ম্যুরে সেইল। হেতাইনে সাফ্ লিখছে যে, ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার পুরা মিছা কথা কইতাছে। বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকার কোথাও স্বাভাবিক অবস্থা নেই। ম্যুর সা'ব একটা Reception Centre-এ গেছিল। হেইখানে দেখে কি পাঁচ জন! তাই বইল্যা মনে করবেন না যে, পাঁচজন আদম-সন্তান? ম্যুরে সেইল সা'ব লিখ্‌খিস্ 'উস্ সেন্টারমে পাঁচঠো কুত্তা দেখ্‌খিস্।' মানে কিনা এই আংরেজ রিপোর্টার Reception Centre-এ পাঁচটা খেঁকি কুত্তা দেখতে পেয়েছেন। এলায় বুঝছেন। এই যে স্কুলগুলারে হেরা Reception Centre বানাইছে, হেই সব জায়গায় কি কারবার চলতাছে। ধলী–অক্করে ধলী– কেউ নাইক্যা।

এইবার লন্ডন অবজার্ভার। এই কাগজের রিপোর্টার কলিন স্মিথ অহনও ঢাকায় বইয়া আছেন। হেতাইনে লিখ্‌ছে আইজ-কাইল ঢাকা শহরের মাইদ্দে গেরিলাগো খুবই বোমাবাজি হইতাছে। সন্ধ্যা হইলেই বোমার আওয়াজ পাওয়া যাইতাছে। হেইদিন আব্দুল মতিন বইল্যা একজন মুসলিম লীগের নেতা– অবিশ্যি স্মিথ সা'বে জানে না যে হের আসল নাম হইতাছে চোরা-মতিন, হেই মতিনে অল্পের জন্যি বাঁইচ্যা গেছে। হের বাড়িতেও মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা বোমা মারছিল। কলিন স্মিথ আরো লিখেছেন, 'দেইখ্যা-শুইন্যা মনে হইতাছে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিই একটা স্বাধীন বাংলাদেশ বানানোর জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। তাই মাত্র আড়াই ডিভিশন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য দিয়ে এদের কন্ট্রোল করা সম্ভব নয়।

হায় হায়! স্মিথ সা'বে আসল কথাডা Disclose কইরা দিছে। রাওয়্যালপিন্ডির

হিসাবে পাঁচ ডিভিশন পাইটিং ফোর্স বাংলাদেশে পাডানো হইছে। আর এই আংরেজের বাচ্চা রিপোর্ট দিলো সাড়ে তিন মাসের যুদ্ধে আড়াই ডিভিশন সোলজার হয় সাফ্ না হয় জখমি হইছে। হইবো না গাবুর মাইরের চোট্টা ক্যামন? হের মাইদ্দে আবার নতুন রিপোর্ট আইতাছে। গেরামের লোকরা অহন থাইক্যা পুরা রাস্তার বেবাক মাডি চাঁইচ্যা লইতাছে। তাই যেই সব জায়গায় আগে রাস্তা আছিল, অহন হেইখানে কোমর পানি। আর হেই পানির মাইদ্দে চুবানি। ক্যামন বুঝতাছেন? খেইল কি রকম জইম্যা উড্তাছে? হবায় তো হেরা অফিসারগো লাইগ্যা বেশি না মাত্র ছ'হাজার কফিন বানাইছে। আর হানাদার সৈন্যরা মুক্তিবাহিনীর গাজুরিয়া মাইরের চোটে নিজেগো কম্যান্ডিং অফিসারগো মাইরা ভাগোনের রাস্তা করতাছে।

হেই জন্যি বার বার কইর‍্যা না করছিলাম। ঘি যহন তোমাগো পেটে হজম হয় না, আর খাইলেই চাম উইঠ্যা যায়; তহন ঘি জিনিষডা না খাওনই ভালো! ডেমোক্রেসির বাহানা কইর‍্যা বিদেশী রিপোর্টারগো আর ডাইক্যা হাইন্দা শাল লইও না।

## ৪৪

### ১৫ জুলাই ১৯৭১



আরে গাইল্ রে গাইল্। হেইদিন করাচী রেডিওর থনে World Bank-এর গুষ্টি তুইল্যা গাইল্। বহুত কোশেশ্ করণের পরও যহন World Bank সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকাররে কোনো মাল-পানি দিলো না, আর Pakistan aid Consortium-এর হগ্গল মেম্বাররে একটা পয়সাও না দেওনের সুপারিশ করলো, তখন ইয়াহিয়া সাবে World Bank-রে গাইলাইয়া সুখ করলো। শুধু তাই-ই নয়, ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের যক্ষ্মা হইছে বইল্যা World Bank যে রিপোর্ট দিলো, আর যে রিপোর্ট আমেরিকার খবরের কাগজের মাইদ্দে ছাপা হইলো, তহন ইয়াহিয়া সবে একটা ট্রিক্স করলো। গাইল দ্যাওনের জন্য যে কোম্পনিডা আছিল, হেইডারে কামে লাগাইলো। বহুত মাল-পানি খরচ কইর‍্যা এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান নামে যে কোম্পানিডারে জঙ্গী সরকার বাঁচাইয়া রাখছে, তারে গাইল দেওনের জন্যি অর্ডার দিলো। ব্যস্ আর যায় কোথায়? লাহোরের হীরামণ্ডীর থনে গাইল দ্যাওনের নতুন Dictionary মানে কিনা কেতাব কিইন্যা এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তান– অফিসে বইস্যা এক জব্বর রিপোর্ট বানাইলো। হেই রিপোর্টের মাইদ্দে খালি 'পর্যবেক্ষক মহলের মতে', 'রাজনৈতিক মহলের মতে' এইসব উছিলা কইর‍্যা World Bank-রে আরে গাইল্রে গাইল্। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু, পাঞ্জাবি, পশ্তু, সিন্ধি আর আরবি ভাষায় গাইল। হেই গাইলের মাইদ্দে খালি এটা কথাই বোঝা গেল, 'আমরা যক্ষ্মা বিমার লইয়া Gentlemen গো লগে উডা বসা করতাছি–আর হেই বিমারের কথা যহন তোমরা টের পাইছো, তখন কেনেস্তারা পিডাইয়া হেই কথাটা Disclose করা খুবই বেইমানী ব্যাপার।'

কিন্তু আমি ভাবতাছি আমাগো বখশী বাজারের ছক্কু মিয়ার কথা। কেম্‌তে জানি মাহবুবুল হকের মুদীর দোকানে রেডিও খুইল্যা– ছক্কু মিয়া, সেই সব গাইল হুনলো। যে ছক্কু মিয়া কোনোরকম গাইল্ ছাড়া কথা কয় না– হেই ছক্কু মিয়ার কান পর্যন্ত সবুজ হইয়া উডলো। ব্যাডায় আবার টেলিফোনের মতো কালো কিনা? তাই কান লাল হইলে সবুজ মনে হয়। হেই ছক্কু মিয়া খালি কইলো, 'হেগো মরণের আগে হিক্কা উডছে। না অইলে আমি পর্যন্ত জানি না হেই সব গাইল্ পাইলো কই? তা হইলে কিন্তু আমি ডবলদিমু।'

আহ্ হা। গাইলের ডবল জিনিষটা বুঝলেন না? তয় তো আবার মেছাল দিয়া কইতে হইবো। হোনেন। দিনাজপুরের মুন্‌শীপাড়ায় দুই উকিল আছিলো। হেগো মাইদ্দে খুবই দোস্তি। কিন্তুক রোজ রাইতে দুইজন ক্লাবে তাস খেলতে যাইতো। তাই বইল্যা টোয়েন্টী নাইন খেলা না– ব্রিজ খেলা। একদিন হেই কেলাবে দুইজনের মাইদ্দে এই খেলা লইয়াই একটুক খেডিমেডি হইলো। পয়লা কথা কাড়া-কাড়ি, তারপর রাগারাগি–তারপর শুরু হইলো গাইল্। লেখাপড়া জানা উকিল কিনা! তাই ইংরেজিতে গাইল্ আরম্ভ হইলো। কিন্তু মজা হইতাছে– একজন উকিলের গলা খুবই শোনা যাইতাছে। আরেকজন খালি ঠোঁট লাড়ে– আওয়াজ পাওয়া যায় না। এর মাইদ্দে যে উকিল সা'বের গলা পাওয়া যাইতাছে হেতনে চিল্লাইয়া কইলো, 'ইডিয়ট, ননসেন্স'। আবার আরেক জন ঠোঁট নাড়ালো। এক নম্বর উকিল সাবে এলায় অক্করে পাগ্‌লা হইয়্যা উড্‌লো– কইলো, 'রাস্কেল'– আবার দুই নম্বর আস্তে কইর‍্যা ঠোঁট লাইড়া কি যেনো কইলো। বাকি লোকেরা তাড়াতাড়ি হেগো দুইজনের কাছে গেল– ব্যাপারটা কি?

যাইয়া দ্যাহে কি? এক নম্বর উকিল সাবে ইংরেজিতে যে গালিই দেউক না কেন– দুই নম্বর উকিল ঠোঁড লাইড়া খালি কইতাছে 'ডবল।'– মানে যে গাইলই দাও– তুমি হেই গাইলের 'ডবল।' এলায় বুঝছেন ছক্কু মিয়া করাচী রেডিওর গাইল্ শুইন্যা হেগো 'ডবল' দিছে!

হ-অ-অ-অ আপনাগো ডবলের কথা হুনাইতাছি আর এইদিকে বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইদ্দে অহন 'ডবল' কারবার শুরু হইছে। 'ফোরাত নদীর কূলে আমার নানী মরেছে, ফোরাত নদীর কূলে আমার নানা মরেছে।' ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। মহররমের মাতমের একটুক্ বাংলা কইর‍্যা কইলাম। গড়াই– বাংলাদেশের একটা নদীর নাম। হেইখানে অহন মহররমের মাতম্ শুরু হইছে। হেই নদীর পাড়ে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা গরু যেম্‌নে পানটি দিয়া কোবায়, হেই রকম ভোমা-ভোমা ব্যাডাগুলারে কোবাইতাছে। মাইরের চোটে সেনাপতি ইয়াহিয়ার সোলজারগো অক্করে ধান্ধা লাইগ্যা গ্যাছেগা।

সমস্ত কুষ্টিয়া জেলা অহন পরায় সাফ্। বিচ্ছুগুলা চুয়াডাঙ্গা টাউনের মাইল চাইরের মাইদ্দে আইস্যা হাজির হইছে। এই জেলার রাস্তাঘাট, ব্রিজ-কালভার্ট, টেলিফোন-টেলিগ্রাম সব কিছুই মুক্তিবাহিনী একেবারে ছেরাবেরা কইর‍্যা Advance করতাছে। আর World-এর Best সোলজাররা খালি নিয়াজীর কাছে খবর পাডাইতাছে Air Force

পাড়াও। আমাগো হেই জিনিষ নষ্ট হইছে। কিন্তুক গেরিলারা এর আগেই কুষ্টিয়ার নতুন Airport-রে বিল বানাইয়া রাখছে। জঙ্গী সরকারের নৌ-বাহিনী প্রধান ভাইস এডমিরাল মুজাফফর হাসান সা'বে তো এই রিপোর্ট পাইয়া কুষ্টিয়াতে Navy পাডাইতে চাইছিল। টিক্কা-নিয়াজী মিইল্যা অনেক কষ্টে এইডা বন্ধ করছে। এই দিকে রংপুরের খবর খুবই খত্‌রনাক্‌। চাইর্‌ দিন ধইর্‌যা বড়খাদা এলাকায় গাবুর মাইরের চোটে যহন হেগো তিরিশটা লাশ পড়লো-তহন কি হইলো? যে কোনো একটা গ্যানদা পোলারে জিগাইলেও কইতে পারবো। মানে কিনা ভাগোয়াট্‌। দুই দুইটা ঘাঁটি অক্করে পরিষ্কার। আর কুমিল্লায় অহন কামানের মাইর শুরু হইছে। মুক্তিবাহিনীর কামানের গোলার চোটে ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট অহন থর্‌ থর্‌ কইরা কাপ্‌তাছে।

আরে ছ্যাঃ ছ্যাঃ ছ্যাঃ। ঢাকা শহরে চোরা মতিনের পর মার্ক্সিস্ট-মুসলিম লীগার মাহমুদ আলীর বাড়িতে হেই কারবার হইছে। মানে কিনা পোলাপানরা Hand grenade দিয়া একটুক হাত নিশানা করছে। ফরাশগঞ্জেও কথা নাই বার্তা নাই কিচ্ছুগুলা একটা সিগারেটের গুদাম মাটির লগে সমান করছে। আর একটা কথা কমু, না কমু না। আচ্ছা কইয়াই হেলাই। হেই দিন সেনাপতি ইয়াহিয়ার তিনজন অফিসার ঢাকার এক চীনা রেস্টুরেন্টে চৌ-মিন খাইতাছিলা। ব্যস্‌ ওইখানেই ফুলস্টপ। আজরাইল ফেরেশ্‌তা আরো তিন জন কমিশন্‌ড অফিসার পাইলো।

এই রকম একটা কুফা অবস্থায় জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'ব সেনাপতি ইয়াহিয়ার রেডিও পাকিস্তানরে ধুম গাইলাইছে। ভুট্টো সা'ব কইছে করাচী-লাহোর রেডিও তারে ভোগা মারছে। হেতনে কোনো সময়েই সেনাপতি ইয়াহিয়ার ক্ষেমতা হস্তান্তরের পুরা প্ল্যান মানে নাইক্যা। অনেক জায়গায় দুইজনের মাইদ্দে গড়বড় রইছে। আসল গড়বড়ডা কিন্তুক আর এক জায়গায়। হেইডা হইতাছে সেনাপতি ইয়াহিয়ার ২৮শে জুনের ফর্মূলা লাটে উঠছে। তাই ভুট্টো সা'বে নতুন লাইনের ধান্দায় ঘুরতাছেন। হেইদিন People's Party-র ওয়ার্কারদের কইছে 'নিকসন সা'বে চীন সফরের দাওয়াত পাওনের পর আর মার্কিন-বিরোধী শ্লোগান চলবো না। অহন মাও-নিকসন ভাই-ভাই কইতে হইবো। ক্যামন বুঝতাছেন– ভুট্টো সাবে আইজ-কাইল ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওনের মতলব করছে। কিন্তুক্‌ মুক্তিবাহিনীর পাল্‌টা মাইর শুরু হওনের গতিকে হগ্‌গল কিছু ভণ্ডুল হইয়া যাইতাছে।

# ৪৫

**১৬ জুলাই ১৯৭১**

খুলেছেন। মুখ খুলেছেন। জুলফিকার আলী ভূট্টো অহন মুখ খুলেছেন। দিন কয়েক আগে কোয়েটা বিমান বন্দরে হেতাইনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্তগুলো প্রদেশে তার প্রিয় পিপল্‌স পার্টি মন্ত্রীসভা গঠন

করতে সক্ষম। কেমন ব্যাডা একখান! যহন দুনিয়ার সব্বাই সেনাপতি ইয়াহিয়ার ২৮শে জুন তারিখের বেতার ভাষণরে 'ভোগাচ' কইছে, তহন ভূট্টো সাব ভট্ করে পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ এমনকি বেলুচিস্তানে পর্যন্ত মন্ত্রীসভা গঠনের কথা বলেছেন। কি রকম একখান ফাস্ট কেলাশ লিডার। সীমান্ত প্রদেশের ভূট্টো সা'বের পিপলস পার্টি মাত্রক কয়েকটা সিট পাইছে, কিন্তুক তা অইলে কি অইবো? সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বে তারে Call করলেই তিনি 'ছুম ছুম ইন্দর মারার কল' বলে তিনটে ফুঁ দিলেই মন্ত্রীসভা হয়ে যাবে। অন্যান্য পার্টির মেম্বাররা সব ফাল্ দিয়া এই Cabinet-এ জয়েন করবো। অনেক দিন ধইর‍্যা হেরা ভূখা রইছে কিনা!

আর বেলুচিস্তানের রেজাল্ট আরো চমৎকার। হেইখানে বিশের মাইদ্দে শূন্য। অর্থাৎ কিনা বিশটা সিটের মাইদ্দে পিপলস পার্টি একটাও পায় নাইক্যা। কিন্তু তা অইলে কি অইবো? আইয়ুব খানের কাছে ট্রেনিং প্রাপ্ত ভূট্টো সা'বে যদি কোনো রকমে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের দোয়াখায়ের পায় তা হইলেই কেল্লা অক্করে ফতে। মানে বেলুচিস্তানের মরুভূমির মাইদ্দে তিনি ফুল ফুটাইবেন। কেমন মরদের বাচ্চাখান! বিশটা সিডের একটাও পায় নাই, তবুও সেই বেলুচিস্তানের গবর্ণমেন্ট বানাইবো। এলায় ক্যামন বুঝতাছেন? পশ্চিম পাকিস্তানের মেলেটারি ডেমোক্রেসির নমুনাডা?

অবিশ্যি ভূট্টো সা'বের এ ধরনের চিরকিৎ হওয়াটা স্বাভাবিক। কেননা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার যদি বাংলাদেশে ১৬৯ টা সিটের মাইদ্দে ১৬৭টা সিট দখলওয়ালা আওয়ামী লীগরে ব্যান কইর‍্যা পাঁচ ডিভিশন সৈন্য লামাইয়া দশ লাখ লোক খুন করণের পরও সব কিছু Normal বলে চিল্লাইতে পারে, তা হইলে বেলুচিস্তান আর সীমান্ত প্রদেশেও ভূট্টো সা'বরে দিয়া গবর্ণমেন্টও বানাইতে পারে। হেগো দিয়া কিছুই অসম্ভব নাই।

দ্যাহেন না, সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন জাতিসংঘের কাছে নালিশ করছে। তাগো কিছু প্রজা আর অফিসার গো নাকি ইন্ডিয়ার মাইদ্দে আটকে রাখছে। তাই হেগো দিলের মাইদ্দে খুবই চোট্ লাগছে। Reception Centre খুইল্যা বহু কান্দাকাটি করার পরও এইসব রিফিউজি দেশে না ফেরনের গতিকে জঙ্গী সরকার অহন খুবই Angry হইছেন। কিন্তুক জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন বলেছেন, 'রিফিউজিরা দেশে ফিরে গেলে এদের জীবনের গ্যারান্টি দিতে পারি না, আবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের সদস্যরা বলেছেন 'একটা Reception Centre-এ দশ দিনে মাত্র ২২৬ জন রিফিউজি দেখেছি। কিন্তুক তারা হাঁচাই রিফিউজি কিনা হেই ব্যাপারে খুবই Doubt রইছে।' আরেকজন ব্রিটিশ নেতা বলেছেন, 'বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় যেসব কাণ্ড দেখেছি, তাতে রিফিউজিদের দেশে ফিরে যেতে বলতে পারি না।' তা হইলে কি হইবো? জঙ্গী সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, 'আমাগো মহব্বতের কি কিছুই দাম নেই? রিফিউজিরা কেনো আইতাছে না? নিশ্চয় ইন্ডিয়া আটকাইয়া রাখছে।' কিন্তুক হেগো জানা উচিত, নাইড়্যা মাইনষে বেলতলায় দুইবার যায় না। যারা যায়, তারা মাথার মাইদ্দে লোহার টুপি পিনদ্যা যায়। হেই লোহার টুপিওয়ালা মানুষগুলোর নাম মুক্তিফৌজ।

ঢাকা থেকে রয়টারের এক সংবাদদাতা জানিয়েছেন, ‘এই বিচ্ছুর লাহাল পোলাগুলা কুমিল্লায় একটুক্ ডাংগুলি খেলছে। আর হেইর লাইগ্যা পাঁচ দিন ধইর্যা হেইখানে বিজলী বাতি নাইক্যা। আবার সেনাপতি ইয়াহিয়া যখন রেডিওর থেকে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন কুমিল্লার এয়ারপোর্ট এলাকায় চারটা বড় আকারের বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। বিবিসির সংবাদদাতা মিঃ মার্ক টালি জানিয়েছেন, খোদ্ ঢাকা শহরেই পরিস্থিতি আয়ত্বের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। পাঞ্জাব থেকে আমদানী করা সশস্ত্র পুলিশ দল এখন মিলিটারির সংগে ঢাকার রাস্তায় টহল দিচ্ছে। এদিকে বাঙালিরা জেনারেল ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাই অবস্থা খুবই নাজুক বলে মনে হচ্ছে।

হগ্গলেই অহন বুঝতে পারতাছেন, ইয়াহিয়া সা’বের ঘুড্ডি আইজ-কাইল খুবই কান্নি আর গোত্তা মারতাছে। যে কোনো টাইমে এই ঘুড্ডি জমিনের মাইদ্দে হুইত্যা পড়তে পারে। এরই মধ্যে আবার জোর বারিষ শুরু হইছে। হানাদার সৈন্যরা এদ্দিন ধইর্যা যত ম্যাপ বানাইছিলো হেইগুলা আর মিলতাছে না। তাই শুগ্লি শামুক যেমতে ডরাইলে খোলের মাইদ্দে হান্দায়, ইয়াহিয়া সা’বের সোলজাররা অহন ক্যান্টনমেন্টের মাইদ্দে ভাগ্তাছে। হের মাইদ্দে শুরু হইছে মুক্তিফৌজের কোদালিয়া মাইর। সাতক্ষীরা, মেহেরপুর, চাপাইনওয়াবগঞ্জ, পাঁচবিবি, ঠাকুরগাঁ, কুড়িগ্রাম, সিলেট, টাঙ্গাইল আর কুমিল্লা এলাকায় অহন কি রকম জানি একটা হাউকাউ ব্যাপার চল্তাছে। তাই আইজ-কাইল করাচী এয়ারপোর্টে বোরকাওয়ালীগো মেজাজ খুবই বাইড়্যা গ্যাছে। আহ্হা এই জায়গ্যাডা বুঝলেন না? এইসব বোরকাওয়ালীরা কখন তার সা’বের লাশ পিআইএ বিমানে আইস্যা হাজির হয়, হের বইস্যা Airport- এ Wait করতাছে। অবিশ্যি জোয়ানগো বিবিরা লাশ দ্যাহনেরও Chance পায় না। জোয়ানগো কবর বাংলাদেশের প্যাঁকের মাইদ্দেই হইতাছে।

এতো সব কারবার দ্যাহনের পর ভুট্টো সা’বে খুবই ‘ট্রিক্স’ কইর্যা মুখ খুলতাছেন। হেতাইনে বাংলাদেশের ব্যাপারে একবারে খামুশ রইছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন হেইখানে অহন ‘খতম-তারাবী’ শুরু হইছে। এই বর্ষাটা পার হয় কিনা সন্দেহ। তাই বুট্টো সা’বে তার পার্টি ঠিক রাখার চেষ্টায় শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতে মন্ত্রীসভা গঠন করণের জন্য ম্যান ম্যান কইর্যা কথা কইছেন। বেডায় খালি টিরিক্সের পর টিরিক্স করতাছেন।

# ৪৬

**১৭ জুলাই ১৯৭১**

আইজ একটা ছোট্ট কাহিনীর কথা মনে পড়ে গেল। আমাগো বকশী বাজারের ছক্কু মিয়া আর কাপ্তান বাজারের কাল্লু মিয়া মাঝে মাঝে হেই জিনিষ খাইতো। মানে কিনা হেগো একটুক্ গাঁজ্জা খাওনের অভ্যাস আছিল। একদিন রথখোলায় তাজ হোটেলের বগলের

গাঞ্জার দোকানে যাইয়া দ্যাহে কি, Strike.দোকানের মালিকরা Strike করছে। কাল্লু আর ছক্কু দোকানের জানালার গন্ধ হোঙ্গনের পর মাল খাওনের লাইগ্যা অক্কর কুলবুল কইর‍্যা উঠলো। অহন উপায়? গাঁঞ্জা পায় কই? ছক্কুর মাথায় মাইদ্দে আত্‌কা একটা জব্বর প্ল্যান আইলো। নবাবপুর দিয়া এত লোক যাইতাছে– কারু না কারু পকেটে মাল থাকবোই থাকবো। দুই জনে মিল্‌লা নবাবপুরের রাস্তার দুই মুড়া বইলো। হেরপর বইয়্যা বইয়্য হাতের তাউল্যা দুইডারে এমনভাবে ঘষতে শুরু করলো যাতে মনে হয় যেনো দুইজনে মিইল্যা একটা দড়ি পাকাইতাছে। আসলে কিন্তুক পুরা ব্যাপারটাই False. রিকসা, ঠেলাগাড়ি, মোটর, বেবি ট্যাক্‌সি, বাস সব কিছু হেগো চোখের সামনে দিয়া চইল্যা যাইতাছে; আর যাইতাছে পায়ে হাইট্যা হাজারে হাজারে মানুষ। আধা ঘণ্টা ধইর‍্যা দুইজনে রাস্তার দুইমুড়া বইয়্যা এই রকম False দড়ি বানানোর Acting করণের পর দ্যাহে কি একজন গোঁফওলা আর খাঁকী সার্ট প্যান্টুল পিন্দুইন্যা লোক আত্‌কা হেই জায়গায় আইস্যা থামলো। ব্যাডায় মাথা ঘুরাইয়া রাস্তার দুই মুড়া ছক্কু আর কাল্লুর দিকে Angle কইর‍্যা তেরছি নজর মারলো। তারপর রাস্তার মাইদ্দে এমনভবে ঠ্যাং উডাইয়া ডিঙ্গাইলো, যেমন মনে লয় হেইখানে হাঁচাহাঁচিই একটা দড়ি রইছে। কেমন বুঝতাছেন?

তারপর ব্যাডায় হেই দড়িডা ডিঙ্গাইয়্যা গেলো গা, ছক্কু লাফাইয়া উডড্যা কইলো, 'আবে এই কাল্লু, পাইছিরে পাইছি– দৌড়।' দুইজনে যাইয়া রায় সাহেব বাজারের মুখে ব্যাডারে পাকড়াইলো।

ব্যাডায় একটু মুচকি হাইস্যা কইলো, 'কেইসটা কি? মাল Short পড়ছেনি" ছক্কুমিয়া বাইশ হাজার টাকা দামের একটা হাসি দিয়া কইলো, 'কি কইলেন Short? অক্করে ধলী– কিছুই নাইক্যা।'

জবাব আইল,'– এই রকম ভুখা অবস্থা হইলে লগে আইতে পারেন। কিন্তুক একটা কথা। এতো লোকের মাইদ্দে আমারে চিনলেন ক্যাম্‌তে?'

সেনাপতি ইয়াহিয়া, থুক্কু ছক্কু মিয়া ব্যাডারে অক্করে জড়াইয়া ধইর‍্যা কইলো, 'হেই যে রখখোলার মুহে আপনে দড়ি ডিঙ্গাইলেন, লগে লগে বুঝলাম এইডা আমার মামু না হইয়া যায় না। মা-আ-মু এলায় মাল দেন।'

'দিমু, দিমু, আমারে যহন চিনছস্‌, তহন মাল পাইবি।' অহন বুঝছেন, ইয়াহিয়া আর টিক্কা সাবে মামুর খোঁজ ক্যামতে পাইছে?

হ-অ-অ-অ। এইদিকে কাম সারা– আন্ধার। ঢাকা শহর অ-ন্ধ-কা-র। মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুর লাহাল পোলাগুলা সেনাপতি ইয়াহিয়ার নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস্‌ এডমিরাল মুজাফফর হাসানরে ওয়েলকাম করছে। ব্যাডায় তেজগাঁয় প্লেনের থনে নাইম্যাই দ্যহে দুনিয়া আন্ধার। কেইসটা কি? এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা ঢাকার থনে নিউজ পাডাইছে, মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ঢাকা শহর আর শহরতলী এলাকার তিন তিনডা Power station ছাতু বানাইছে। এই তিন জায়গায় এক লগে কারবার হইছে। এক এক জায়গায় বিচ্ছুগুলা ঢোকনের লগে লগে গার্ডগুলা সব কিছু ফালাইয়া দৌড় রে দৌড়!

হেরপর খাতির জমা কইর্য়া ঘেডাঘ্যাড্, ঘেডাঘ্যাড্, ঘেডাঘ্যাড্। তিয়াত্তর মেগাওয়াট পাওয়ারের ও চল্লিশ মেগাওয়াট পাওয়ার বু-ই-ত্যা গেল গা। ষোল ঘণ্টা পরেও এইগুলো মেরামত করণ যায় নাই। এই রকম একটা অবস্থায় ভাইস-এডমিরাল মুজাফফর হাসান ঢাকায় তশ্‌রিফ আনছেন।

পহেলায় জেনারেল নিয়াজী সা'বরে জিগাইলো, 'আমাগো Best সোলজারগো খবর কি? নিয়াজী সা'বের বগলের ব্যাটনটা মাটিতে পইড়্যা গ্যালো। গলার মাইদ্দে একটা খ্যাক্‌রানী দিয়া কইলো, 'আইজ-কাইল জোনাকী পোকার লগে আমাগো সোলজাররা তুফান পাইট করতাছে।' হাসান সা'বে জিগাইলো, 'এইটা কেমন কথা? জোনাকী? সেইডা আবার কি জিনিষ?' নিয়াজী ভেউ ভেউ কইর্য়া কাইন্দ্যা ভরাইলো। তারপর রুমালে আঁসু মুইছ্যা কইলো, 'বঙ্গাল মুলুক্ মেঁ যাদু হ্যায়। হিয়াঁ রাতমে এক কিসিমকা কিড়া উড়তা হ্যায়। আওর হামারা জোয়ান লোগ উস্ কিড়াকা উপর গুলি চালা রহা হ্যায়। ইয়ে সব কিড়াকো দেহাতী লোক জোনাকী বল্‌তা হ্যায়। আজিব চীজ হ্যায়। ইয়ে সব জোনাকী কো Back Side মেঁ আগ জ্বলতা হ্যায়।' হাসান সা'বে বুঝলো World-এর Best সোলজারগো টাইম হইয়্য গ্যাছেগা। তবুও Position টা ঠিক মতন ঠাহর করনের লাইগ্যা জিগাইলো, 'আমাগো সোলজাররা আর কি কি করতাছে? ফট্ কইর্য়া রাও ফরমান আলী মুখ খুললো, 'যেগুলা বাঁইচ্যা আছে হেইগুলা– না যেগুলা হুইত্যা আছে হেইগুলা?'

মুজাফফর হাসান তো রাইগ্যা টং। হেইগুনের গুলাতো খরচের খাতায়। যেইগুলা জিন্দা হেইগুলার কথা জিগাইতাছি। অ বুঝছি 'হেইগুলা পাট গাছ কাডতাছে।'– 'তা হইলে তো ভালো কামই করতাছে– আমরা এই পাট Export কইর্য়া কিছু Foreign Exchange পামু– তাই না?'

'না, স্যার, পাট ঠিক মতন বাত্তি হওনের আগেই কাড্‌তাছে। কত কষ্ট কইর্য়া পাবলিকরে ভোগা মাইর্য়া আনা দুই ক্ষেতের মাইদ্দে পাট বুনাইছিলাম। অহন দেখ্‌তাছি হেইসব পাটক্ষেতের মাইদ্দে বিচ্ছুগুলা বইয়্যা আমাগো জোয়ানগুলারে কতল করতাছে। তাই ছিক্রেট Order-এ সেলজারগো দিয়া পাট গাছ কাডাইতাছি। না হইলে হাওয়ার চোটে পাট গাছের আগাটা একটুক লইড়া উড়লেই আমাগো জোয়ানরা বেশুমার Firing করতাছে।

আর এইদিকে ঢাকা টাউনে মাইদ্দে শুরু হইছে বোমা। সন্ধ্যা লাগলেই খালি বোমা আর গুলির আওয়াজ। দিনের বেলায় শুরু হইছে বোমা-আতংক। রাস্তাঘাট, অফিস-আদালত, পেট্রোল পাম্প এইসব জায়গায় কাগজের দলা দেখলেই পুলিশ-সোলজার হগ্‌গলেই খালি 'বোমা', 'বোমা' কইর্য়া চিল্লাইতাছে। হেইদিন ঢাকার রেডিও গায়েবী আওয়াজ অফিসে একটা কাগজের দলা দেইখ্যা একজন মেলেটারি গার্ড খালি একবার কইলো, 'ইসকো বোমা মালুম হোতা হ্যায়।' ব্যস্–আর যায় কোথায়? কয়েক মিনিটের মাইদ্দে সব ভাগোয়াট্। আর পশ্চিম পাকিস্তানী সোলজাররা একজন বাঙালি পিওনরে

ধমকাইয়া হেই কাগজের দলাডা সরাইতে কইলো। হেই বাঙালি পিওন পেছনে বেয়নেট দেইখ্যা কাগজের দলাডা ধরলো আর ধরনের পরই হাইস্যা ফ্যালাইলো। মোডা মোডা মোছওয়ালা সোলজাররা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এলায় বুঝছেন? বোমার আতংক কারে কয়?

কিন্তুক এইডা কি শুনতাছি। দেশী দালালগো রাস্তাঘাটে দেখলেই রিক্‌শাওয়ালারাও ব্যাডার লাহাল কইতাছে, 'ঠিকভাবে শ্যাষ খাওয়া দাওয়াটা কইর‍্যা লন। আপনাগো হেই টাইম আইস্যা গ্যাছে।' আর এইদিকে কে বা কাহারা এই সকল দালালদিগের বসত বাটিতে আতর লোবান এবং সাবান ইত্যাদি পৌঁছাইয়া দিতাছে। আবার কেহ কেহ মনি অর্ডার যোগে দশ টাকা পাইতেছেন। মরণের আগে শ্যাষ খাওনের দশ টাকা। ক্যামন বুঝতাছেন? আমাগো গোপালগঞ্জের ঠাণ্ডা মিয়া নাকি মনি অর্ডার পিওন দেখলেই কান্দতে শুরু করেন। কখনো জোরে– আবার কখনো ফোঁপাইয়া কান্দতে থাকেন। এলায় বুঝছেন, কেইসটা কি?

# ৪৭

**১৮ জুলাই ১৯৭১**



আমাগো ছক্কু মিয়া দিন দুই উপোস থাকনের পর হেইদিন এক ঝুড়ি আম লইয়া বেগম বাজারে বেচনের লাইগ্যা গেছিল। তাই বইল্যা ভাববেন না যে আমগুলা ছক্কু মিয়ার। আসলে আমগুলা হইতাছে কাপ্তান বাজারের কাউলার। কাউলা অনেক Think কইরা দেখলো কাপ্তান বাজারে আমগুলা বেচনে যাইবো ঠিকই। কিন্তু পহা? হেইডা পাওন খুবই মুস্কিল। কেননা ঠাটারী বাজার-কাপ্তান বাজারের দিকে আবার অশান্তি কমিটির মেম্বরের নম্বর খুবই বেশি। আর হেই মেম্বারগো কেন জানি না Habit হইছে মাল কিন্যা পহা না দেওনের। তাই কাউল্যা ভাবলো ছক্কুতো অহন উপাস যাইতাছে তাই হেরে দিয়া আমগুলা বেইচ্যা আনা কয়েক পহা দিলেই ছক্কুও কিছু পাইবো আমার আমগুলাও বেচন যাইবো।

ছক্কু মিয়া বেগম বাজারে আম লইয়া বইয়া আছে তো আছেই– গ্রাহক পাতি নাইক্যা। হ্যাষে যহন ছক্কুর শূল বেদনাটা একটুক কইর‍্যা চাড়া মারতাছে, তখন দেখে কি খুব লম্বা এক সাব আইস্যা হাজির। সাবে দর করনের কথা কইতেই ছক্কু কইলো কি, 'যদি পিডানী না দেন তয় একটা কথা কমু?' সাব কইলো, 'হ্যা বলতে পারো।' ছক্কু কইলো, 'যদি পকেটের মাইদ্দে এক টাকার লোট থাহে তয় দর করতে পারেন।' লম্বু গায়েক খুব গরম, 'কেন, এক টাকার নোট ছাড়া নেবে না নাকি?' ছক্কু একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিয়া কানডা একটু চুলকাইয়া কইলো, 'দ্যাহেন ছ্যার, আইজ-কাইল কেন জানি না স্টেট ব্যাংকের গবর্ণরের দস্তখতঅলা লোট লইতে খুবই ডর করে।'

'ক্যানো পঞ্চাশ টাকা-দশ টাকার নোট নিতে ভয় কিসের?'

'আহ্-হা ছ্যার, আপ্নে যদি একটুক খেয়াল করেন তয় দেখ্বেন, এক টাকার লোটের মাইদ্দে কোনো ওয়াদা নাইক্যা। মানে কিনা আইন মতো এক টাকার লোটের কেউ স্টেট ব্যাংকের কাছে ভাংচা চাইতে পারে না।– আহ্হা অহনও Clear হইলো না। তয় কই হোনেন, 'এক টাকা ছাড়া সমস্ত লোটের মাইদ্দে লেহা আছে 'চাহিবা মাত্র স্টেট ব্যাংক সমমূল্যের টাকা দিতে বাধ্য'– তারপর একটা দস্তখত। আর এক টাকার লোটের মাইদ্দে এই সব কিছুই লেখা নাইক্য। কিন্তুক ইয়াহিয়া সাবে যে লোটের মাইদ্দে হেই ওয়াদার কথা যত বড় কইর‍্যা লেখা আছে হেই লোট তত তাড়াতাড়ি মন্ত্র পইড়া কাগজ বানাইতাছে।'

এলায় লম্বু সা'ব ঠাণ্ডা হইলো। কইলো, 'ঠিক আছে, এক টাকার নোট দিয়েই দাম দেবো।' হের পর বহুত মোলামূলির পর ছক্কু পুরা চাঙ্গাড়ি আম বেইচ্যা ফ্যালাইলো। ছক্কু, সা'বের থলিয়ার মইদ্দে যহন আমগুলো তুলতাছে তহন সা'বে আত্‌কা কয় কি?' আরে কি হলো? এতোক্ষণ তো লক্ষ্যই করি নাই। তোমার আমগুলার সাইজ এতো ছোট ক্যানো?' ছক্কু একটা তেরছি নজর মাইর‍্যা কইলো, নাহ্ সা'ব কিযে কন! আমের সাইজ ঠিকই আছে। আপনে আবার দোতালার থনে দেখতাছেন কিনা, তাই সাইজগুলো ছোড লাগতাছে। আপনার সাইজ আমাগো মতো হইলেই আমের সাইজটা ঠিক মতো নজরে আইতো, বুঝছেন।'

আমাগো ইয়াহিয়া সা'বে আম কিনইন্যা লম্বু সা'ব হইছে। অনেক দূর রাওয়ালপিণ্ডিত্ বইয়্যা আছেন কিনা তাই বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর কায়-কারবার কিছুই দেখতে পাইতাছেন না– সবই হের কাছে Normal লাগতাছে।

কিন্তুক যারাই নজদিগে গেছে, মানে কিনা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা ট্যুর করছে, তাগো কেউ ভিমৃরি খাইছে, কেউ ডরাইছে, কেউ গাইলাছে, আবার কেউ খুব খরাপ খরাপ কথা হইছে। এই রকম একটা কারবারের মাইদ্দে World Bank-এর পুরা রিপোর্ট দুনিয়ার সমস্ত খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। এই রিপোর্টের একটুক্ হুনাইতাছি, 'বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে হলে ইয়াহিয়ার সমস্ত সৈন্য প্রত্যাহার করতে হবে আর অবিলম্বে বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা দরকার। বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। যানবাহন চলাচল বিপর্যস্ত। জনসাধারণের মনে দেখা দিয়েছে আতংক ও আস্থার অভাব। আর সঙ্গে সঙ্গে চলছে পাল্টা প্রতিশোধ ও বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ।'

এই ধরনের রিপোর্ট হইলে তার কি রকম result হয় তা তো একটা মক্তব-মাদ্রাসার পোলাও কইতে পারবো। "ফক্কা", বুঝছেন। Aid Pakistan consortium ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকাররে একটা আধ্লা পহাও দিবো না– দিতে পারে না।

দেখছেননি কারবারটা? আপনাগো লগে মাল-পানির আলাপ করতাছি আর এই দিকে হেগোজান খতর্নাক হয়ে গ্যাছেগা। ছেরাবেরা আর ফাতা-ফাতা শব্দের অর্থ এতোদিন ঠিক মতো বুঝি নাইক্যা। অহন মেহেরপুরের খবর হুইন্যা শব্দ দুইডার অর্থ

খুবই ভালো রকম বুঝতাছি। ইয়াহিয়া সাব একটা খুবই খারাপ কাম করছেন। ক্যানো এইসব সোলজারগো অলিম্পিক গেমে না পাডাইয়া বাংলাদেশে পাডাইছে। আরে দৌড় রে দৌড়। খাল, বিল, গর্ত, খন্দক, জঙ্গল-খেত সব Don't care কইর‍্যা ঝাইড়্যা দৌড়। হন্ধ্যা বেলায় মাঠের মাইদ্দে গরু যেমন খুঁডি উডানের লগে লগে বাড়ির দিকে দৌড় দেয় হেই রকম দৌড় দিয়া ইয়াহিয়া সা'বের সোলজাররা খালি চিল্লাইতাছে 'মামু আগে আইল।' আর মুক্তি ফৌজের বাড়ির চোটে হেগো সমস্ত বাংকার গুড়া আর ট্রেঞ্চগুলা লাশে ভইর‍্যা গ্যাছেগা। বাকী মালেরা মালপত্র ফালাইয়া এক দৌড়ে পনেরো মাইল। চাইনিজ রাইফেল, আমেরিকান মর্টার আর ওয়াহ্‌র তৈরী বুলেট সব বিচ্চুর লাহাল পোলাগলা লইয়্যা গ্যাছেগা।

আমি কই কি, এক কাম করলে হয় না? যেসব সোলজাররা মেহেরপুর থনে পিডানীর চোটে ভাগোয়াট হইছুইন, তারা গতরের মিলিটারি ড্রেস খুইল্যা Reception Centre-এ রিপোর্ট করলেই তো এক ঢিলে দুই পাখি মারা যায়। খুবই সুন্দর Reception পাওনের Chance আছে। আর পাকিস্তান অবজার্ভার, মর্নিং নিউজে ব্যানার হেড লাইনে খবর ছাপা হবে, দলে দলে 'রিফিউজিগো' দেশে প্রত্যাবর্তন। চাই কি– প্লেনে কইর‍্যা টেলিভিশনের ক্যামেরা ম্যান, এ.পি.পি.-র রিপোর্টার মায় রেডিওর জিল্লুর সা'বে পর্যন্ত আইতে পারে। কিন্তুক একটা কথা কইয়্যা দেই– বেশি হাউকাউ কইরেন না। মুক্তিবাহিনীর গেরিলাগো কাছে আইজ-কাইল আমেরিকান মর্টার আর চাইনিজ মেসিনগানের নম্বর খুবই বাইড়্যা গ্যাছেগা। যে কোনো টাইমে, যে কোনো জায়গায় এমনকি ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত, আমের বাগান, পানের বোরো, বাঁশের ঝাড়, মসজিদের পিছন থাইক্যা এই বিচ্চুগুলা হাজির হইতে পারে। হেগো অহন একটাই শ্লোগান 'আরে আব ভাগো, পিন্ডি যাও।– কাঁহে ভাই শও শও মখর বানাও– 'আরে আব ভাগো, পিন্ডি যাও।'

# ৪৮

**১৯ জুলাই ১৯৭১**

আন্‌ছে। মাল আন্‌ছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার বহুত্ পুরানা ফাইলপত্র ঘাইট্যা আইয়ুব খানের টাইমের একটা Original মালের খবর পাইছে। এম.এম. আহম্মক আর দরবার আলী শাহ্ মিল্যা পকেটের রুমাল দিয়া পুরানা ফাইলটা মুইচ্ছা ভিতরে ফুচি মাইর‍্যা দ্যাহে কি, এক আংরেজ প্রফেসারের নাম লেখা রইছে। কোণার মাইদ্দে নোট রইছে ফরিন পাবলিসিটি করণের টাইমে কোনো রকম গ্যানজাম কারবার করণের দরকার হইলে এই মাল খুবই কামে লাগবো। তয় খালি হাত তো আর মুখে ওঠে না। হেই জন্যি এই মালেরে কামে লাগাইতে হইলে ফরিন একচেঞ্জে মাল-পানি দেওন লাগে।

লাহোরের মঞ্জুর কাদেররে চেনেন? হেই মঞ্জুর কাদের এই আংরেজ মালের পহেলা

খরিদ্দার। তহন সেনাপতি ইয়াহিয়ার ওস্তাদ আইয়ুব খান সা'ব তার 'বেছিক ডেমোক্রেসি'র প্রোপাগাণ্ডা শুরু করছিল। ইংল্যান্ড-আমেরিকার জাতির চোটে আইয়ুব খান দুনিয়াটারে ভোগা মারণের লাইগ্যা তহন বেছিক ডেমোক্রেসির 'আদিও অকৃত্রিম ডেমোক্রেসি' বইল্যা চালু করণের কোশেশ করতাছিল। মঞ্জুর কাদের সা'ব বেছিক ডেমোক্রেসির ফ্লাগ লইয়্যা ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লেকচার দিতে আইস্যা পোলাপানের ধাওয়া খাইয়্যা অক্করে লন্ডন যাইয়্যা হাজির। হেই সময় কাদের সা'ব এই আংরেজ মালের খোঁজ পাইলো। দাম-দর ঠিক হওনের পর এই আংরেজ সা'বে ইংলন্ডের কাগজগুলার মাইদ্দে বেছিক ডেমোক্রেসির প্রশংসায় অক্করে গুলগুল্যা হইয়া পড়লো। এলায় বুঝছেন? এই মালডা কি রকম জিনিষ? এর নাম প্রফেসর রাশব্রুক উইলিয়াম্স। ব্যাডা একখান?

লন্ডনের পশ্চিম পাকিস্তান হাইকমিশন অফিস থাইক্যা মাল-পানি বুইঝ্যা পাওনের পর আর তোতা পাখির মতন কথাবার্তা মুখস্ত কইর্‌্যা এই আংরেজের বাচ্চা করাচীতে আইস্যা সব ওগলাইয়া ফ্যালাইছেন। লন্ডনের হাইকমিশনার সাব একটুক ভুল কইর্‌্যা সমস্ত কারবরডা গড়বড় করছেন। হেতনে প্রফেসর সা'বরে কয় নাইক্যা যেসব কথা হিকাইয়া দিলাম, হেইগুলা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা Tour করণের পর কওন লাগবো। আগে কইলে কোনোই কামে আইবো না।

ধর্মের কল বাতাসে লড়ে। তাই প্রফেসর উইলিয়াম্স সা'বে বাংলাদেশ সফরের আগেই লন্ডন থাইক্যা করাচীত্ আহনের লগে লগে সাংবাদিকগো কাছে কইয়্যা ফেলাইছেন, 'বাংলাদেশ অক্করে Normal আর হেইখানে ইয়াহিয়া সা'বের সোলজাররা এমন কিছুই করে নাইক্যা যার লাইগ্যাই হৈ চৈ করণ লাগবো।' ক্যামন বুঝতাছেন? লন্ডনেও দুই চারটা হেই জিনিষ পাওয়া যায়। আর কি রকম মাল-পানি খাইলে একজন আংরেজ প্রফেসর এইরকম কথা কইতে পারে?

আর এই দিকে গেইট-কিপারের খবর হুনছেন নি? আহ্হা এতোকিছু খুইল্যা কইতে গেলে তো মহামুসিবত্! তবুও কইতে হইবো। খুবই খেয়াল কইর্‌্যা হুইনেইন। আমাগো মের্‌হামত মিয়া হেইদিন হোসেনী দালানের বগলে বইয়্যা ছক্কুর লগে রাজা-উজীর মারতাছিল। আত্‌কা মের্‌হামত মিয়া কয় কি? 'আবে এই ছক্কু হুনছোসনি? আমাগো কাল্লুর পোলা কাউলা একটা জব্বর চাক্‌রি পাইছে।' ছক্কু লাফাইয়্যা উইড্যা কইলো, 'তয় তো এইডা খুবই Good News. কাউলা কি কামে লাগছে?' মের্‌হামত মিয়া ফচ্চত কইর্‌্যা পানের পিক ফ্যালাইয়া কইলো, 'কাম?' কি কস্ ছক্কু?– জব্বর কাম পাইছে। কাউলা এমন সোন্দর একটা চাক্‌রি পাইছে যে, আইজ-কাইল রোজই রাইতে হের দোস্তগো পিকচার দেখাইতাছে।'

'কি কইলি? এতো বড়ো চাক্‌রি পাইছে? পোলাডার কপাল আছে। তা দোস্ত কাউলায় কি চাকরি পাইছে রে?' হুঁঃ হুঁঃ কমু-কমু। এতো ঘাটের পানি খাইয়্যা ছক্কু তুমি ধরতে পারলা না?' 'ফলসিং-এর মাইদ্দে পড়লা। ছক্কু চিল্লাইয়া উডলো, 'খামুখা

কেইসটারে মোচড়াইতাছোস ক্যান?' মের্‌হামত মিয়া কালা দাঁতগুলি বাইর কইর‍্যা কইলো, 'চেতিস্ না– চেতিস্ না, আমাগো কাউলা সিনেমা হলের গেইট-কিপারের চাকরি পাইছে!

আমাগো সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন কাউলার মতো গেইট-কিপারের চাক্‌রি পাইছে। হেই গেইট দিয়া ডক্টর কিসিঞ্জার চীনে সিনেমা দেখতে গেছিলো। আর নিকসন সা'বে পিকচার দেহনের লাইগ্যা তাওয়াইতাছেন। কিন্তুক গেইট-কিপার ইয়াহিয়া সাবে জব্বর খুশ হইছেন। বক্‌রির তিন বাচ্চা দুইডা দুধ খায়– আর একটা কিছু না খাইয়া খুশিতে ফাল পাড়ে।

হ-অ-অ-অ। এই দিকে কারবার হয়ে গেছে। আইজ থনে ষোল বচ্ছর আগে এক ব্যাডায় রাওয়ালপিণ্ডি সরকারের ফরিন মিনিস্টার আছিলো। হেই ব্যাডায় অহন সেনাপতি ইয়াহিয়া সাবের এক জোড়া পুরানা জুতা হাতে World Tour-এ বাইরাইছেন। কিন্তুক নিউইয়র্ক ওয়াশিংটনে আমাগে বঙ্গভাষী Student রা হোটেলে হেই ফরিন মিনস্টার হামিদুল হক চৌধুরী আর তার ঘেটু চোস্ পাজামারে ঘেরাও করছিল। হেই দুঃখে ব্যাডায় কানাডার অটোয়ায় যাইয়া সাংবাদিক সম্মেলনে 'খুলছেন'– মানে কিনা মুখ খুলছেন। লগে লগে গন্ধ–অ-অ। সাংবাদিকরা নাকে রুমাল লাগাইয়া নোট বইয়ে লিখলো, 'বাংলাদেশ গণহত্যা হয় নাইক্যা'– বলেছেন হামিদুল হক চৌধুরী। ক্যামন বুঝতাছেন? চৌধুরী সা'ব এই কাথাটা একটা সাংবাদিক সম্মেলনে কওনের লাইগ্যা অটোয়া গেছেন। অবশ্য তার পাবলিক মিটিংডা আফ্রিকার ঘেটুয়ানা ল্যাণ্ডে হইবো বইল্যা ইসলামাবাদ থাইক্যা Order পাইছে।

এই দিকে "গ্যাছে গ্যাছে" কারবার। মানে কিনা কুষ্টিয়ার অবস্থা অহন কি তহন? হেইখানে আখেরি লড়াই শুরু হইছে। World-এর বেষ্ট সেলজাররা হেইখানে ক্যাদোর মাইদ্দে হোতনের লাইগ্যা অহন খালি কুলবুল করতাছে। হেরা টের পাইছে যে মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুর লহাল পোলাগুলা কুমারখালি, খোক্‌শা, চিত্রা ও আলমডাঙ্গা এলাকায় সব কিছু ছেদা-বেদা কইর‍্যা খুঁটি গাইড়্যা বইস্যা আছে। আর আজরাইল ফেরেশ্‌তা এলায় নতুন খাতা-কলম লইয়্যা তৈরী হইছেন। এর লগে লগে আবার চুয়াডাঙ্গার উপর গাবুর মাইর চলতাছে। আর মেহেরপুরের পাওয়ার স্টেশন বাড়ির চোটে গুড়া হইছে।

এছাড়া ময়মনসিংহ, সিলেট, কুমিল্লা, রংপুর এলাকায় অহন ধাওয়াইয়া কারবার চলতাছে। আর রাজশাহীতে? খাইছে রে খাইছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা পদ্মা নদী পার হইয়্যা হেইদিন রাজশাহী টাউনের আশেপাশে ঘুইর‍্যা হেগো Position দেখছে। ক্যানো জানি না আইজ-কাইল রাজশাহী ক্যান্টনমেন্ট থাইক্যা খালি কান্দনের আওয়াজ আইতাছে।

এই রকম একটা অবস্থায় হেরা আনছে। মানে কিনা মাল আনছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া [illegible]রের সাফাই গাওনের জন্যি লন্ডন থাইক্যা প্রফেসর রাশব্রুক

উইলিয়াম্‌সরে আনছে। কিন্তুক আংরেজের বাচ্চায় বাংলাদেশ Tour-করণের আগেই করাচী Airport-এ হগ্‌গল কিছু কইয়্যা ফ্যালাইছেন। অথচ এইগুলা বাংলদেশ Tour করণের পর কওনের কথা আছিলো। কিন্তু মাল-পানি খাইয়া করাচী শহররে ঢাকা টাউন মনে কইর‍্যা ব্যাডায় পাকিস্তান অবজার্ভারের Editorial মুখস্ত কইছে। কারবারটা অহন কোন স্টেজে বুঝছেন?

# ৪৯

**২০ জুলাই ১৮৭১**

হইছে। আবার আমাগো ঢাকা শহরডা Normal হইছে। মধ্যে দিন কয়েক বাদ দিয়া আবার কারফিউ হইছে। ফার্মগেট, নিউ মার্কেট, কমলাপুর, গুলিস্তান, সদরঘাট, হাটখোলা এইসব জায়গায় Check post বইছে। সালোয়ার-পাঞ্জাবি পরা হেই জিনিষের দল মহল্লার মাইদ্দে ঘুইর‍্যা বেড়াইতাছে। আবার খালি বাড়ি দেখলেই উর্দুতে নাম লিখ্‌খ্যা দেয়ালে লাগাইয়া দখলী লইতাছে। একটু বাদ্‌ বাদই বড় বড় রাস্তা দিয়া মেলেটারি ভর্তি ট্রাক যাইতাছে। আর নবাবপুর রোডের মাইদ্দে বেওয়ারিশ দোকানগুলার দরজার কড়াতে আরে তালারে তালা। মানে বাড়ির থনে একটা তালা আইন্যা কড়াতে লাগাইলেই দখলী হইলো। তাই খালি সেম্‌ সাইড হইতাছে। এক একটা দোকানে পাঁচটা-সাতটা কইর‍্যা তালা পড়তাছে। তালার মালিক হগ্‌গলেই ডাহিনা মুড়া দিয়া লেখইন্যা লোক। তা হইলে বুঝতেই পারতাছেন ক্যাচালডা কি রকম লাগছে।

আর চলতাছে বোমাবাজি। আমেরিকান কনসালের বাড়ি, হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল, সেক্রেটারিয়েট, হাবিব ব্যাংক, কমলাপুর রেলস্টেশন, গুলিস্তান সিনেমা, চোরা মতিনের বাড়ি, মেলেটারি ট্রাক এসবের উপর এর মাইদ্দেই মুক্তিবাহিনীর Hand Grenade মারা হইছে। আরো বহুত কিছু এ্যাগো লিস্টির মাইদ্দে রইছে। এই দিকে আবার কুর্মিটোলা মিলিটারি হাসপাতালে জায়গা হইতাছে না দেইখ্যা মীরপুরের তেরো নম্বর সেক্‌শনে একটা নতুন Under Ground হাসপাতাল খুলছে। অবিশ্যি এইসব হাসপাতালে যারা ব্যাণ্ডেজ বাইন্ধ্যা আইতাছে, তারা মফস্বলের মাল। মানে কিনা বাংলাদেশের ক্যাদো পানির মাইদ্দে ছ্যাল-কুত্‌-কুত্‌ খেলার পর হেগো এই অবস্থা হইছে। বাকিরা গোরের আজাব পাইতাছে।

যাউকগ্যা যা কইতাছিলাম। পেরতেক্‌ দিন সন্ধ্যার মাইদ্দেই আমাগো ঢাকা শহর ফাঁকা। এই রকম একটা Normal অবস্থা যহন চলতাছে, তহন ঢাকা টাউনডারে Abnormal কারণের লাইগ্যা তাগো খায়েশ হইছিল। বিদেশ থাইক্যা মেহমান আহনের গতিকে কারফিউ উডানো হইছিল। রাওয়ালপিণ্ডির থনে Order হইছিল, যেসব পার্লামেন্টের মেম্বর, World Bank-এর প্রতিনিধে আর সাংবাদিকগো পাডাইতাছি তারা যেনো ঢাকায় যাইয়া কারফিউ না দেখতে পায়। জেনারেল নিয়াজী রাওয়ালপিণ্ডিরে

জানাইল যে, ২৫শে মার্চ থাইক্যা বাঙালিগো যে পিডানী দিছি, হেরপর কারফিউ উডাইলে কিছুই অইবো না।

World Bank-এর মেম্বররা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সুইমিং পুলের পাশে দুইজন মিলিটারি দেইখ্যা এইডার কারণ জিগাইলো। মেজর সা'বে হেই দুইডারে সরাইবো কিনা চিন্তা করতাছে– এমন সময় দম্ দম্ হেই কারবার হইলো। অ-ল-পের জন্যি একজন সাদা চামড়ার সাব আজরাইলের হাত থনে বাঁইচ্যা গেল। হের পরেই ঢাকা টাউনের পাঁচ জায়গায় বোমাবাজি হইলো। রাও ফরমান আলী আর জেনারেল টিক্কা মাগো-মা কইয়্যা টাউনের মাইদ্দে আবার কারফিউ দিলো। শুধু তাই-ই নয়। আরো কয়েক কোম্পানি সৈন্য নামাইলো। ব্যস্, আবার ঢাকা টাউন Normal হইয়া গেলোগা। বিকাল থনেই ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা-ডেমরা রাস্তা বন্ধ আর ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তা তো অক্করে ছেরাবেরা অবস্থা।

এ্যার মাইদ্দে ব্যাডাগো কি সাহস! কুমিল্লা সেক্টরে গাবুর মাইরের চোটে টাঙ্গাইল থনে সোলজার Withdraw কইর‍্যা পশ্চিম পাকিস্তানী পুলিশ বহাইছিল। মনে লয় আজরাইলেই এই বুদ্ধিটা দিছিলো। তারপর বুঝতেই পারতাছেন, যা হওনের তাই-ই হইলো। মধুপুরের জঙ্গলের কাদেরিয়া বাহিনীর গেরিলারা হেই পুলিশগো মধু খাওয়াইলো। এই দিকে Prestige ঢিলা হওনের গতিকে নিয়াজী সা'ব টাঙ্গাইলে হাওয়াই হামলা চালাইলো। কিন্তুক ভানুমতীর খেইল। জব্বর ফাইট কইর‍্যা হানাদার সোলজার টাঙ্গাইল আহনের পর গেরিলাগো নাম নিশানা পর্যন্ত পাইলো না। আর ঢাকা-টাঙ্গাইল রাস্তা আইজও পর্যন্ত ঠিক হইলো না। যশোর, চুয়াডাঙ্গা, চাপাই নওয়াবগঞ্জ, চট্টগ্রামে হানাদার বাহিনী আর আউগ্‌গাইতে পারতাছে না।

এরপর থনেই ছোট ভাইয়ের Wife গোপনে ভাসুরের নাম লইতে শুরু করছে। খবরের কাগজ আর রেডিওর মাইদ্দে ইশারা- ইঙ্গিত কইরা দম খিছাইতাছে। কিন্তু লাখ লাখ হ্যান্ডবিল ছাপাইয়া প্লেনের থনে ছাড়তাছে। হেই সব হ্যান্ডবিলে ভাসুরের পুরা নাম লিখ্‌খিস্।

আর ঢাকা এয়ারপোর্ট। থাউক হেইটার কথা আইজ আর কমুনা। হেগো ছিক্রেট আর Disclose করুম্ না। শ্যাষ ভাগোনডা এই রাস্তা দিয়াই হইবো কিনা। অহন বুঝছেন, ঢাকা টাউন আইজ-কাইল কি রকম Normal হইছে। কারফিউ, মিলিটারি চেকপোস্ট, সোলজার গো টহল, এ্যার মাইদ্দে দুই-একটা Item কম হইলেই কেমন জানি Abnormal মনে হয়।

এদিকে ওয়াশিংটনে রেয়ান-রিপোর্টে আমেরিকান গবর্ণমেন্টের অফিসাররা তাজ্জব বইন্যা গ্যাছেগা। রেয়ান-রিপোর্টে কইছে বাংলাদেশে পহেলা আগস্টের পর ইতিহাসের সবচাইতে ভয়াবহ রকমের দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। কিন্তু ইয়াহিয়া টিক্কারে দিয়া মুছিবতই হইতাছে বাংলাদেশের মানুষগুলার জন্যি যে মালই পাঠানো হউক না কেন তা হেগো সোলজারগো কমে লাগাইতাছে। হেইখানে কোনো রাস্তাঘাট নাই আর ট্রেন চলতাছে না

দেইখ্যা কিছু ধান-চাল গেরামে ঢওয়ানের জন্যি তিরিশটা USAID সিল মারা ইঞ্জিল বহানো বড় নাও দেয়া হইছিল। কিন্তু এর মাইদ্দে সাতাইশটা টিক্কার সোলজাররা রং বদলাইয়া বরিশাল, মাদারীপুর আর ফরিদপুরে বাঙালি মারনের লাইগ্যা কামে লাগাইছে। ক্যামন বুঝতাছেন? হেগো অবস্থা যা দাড়াইছে তাতে হেরা রোগীর পথ্য, বাচ্চার খাবার, বুড়ার Diet সব খাইতে পারে। হেরা সব পারে– খালি মুক্তিবাহিনীর লগে Fight করণ ছাড়া।

রেয়ন-রিপোর্টে আরো কইছে, বহুত কোশেশ্ করনের পরও ইয়াহিয়া টিক্কার সোলজাররা ঢাকা-চট্টগ্রাম রাস্তা আর রেললাইন ঠিক করতে পারে নাই। পারবো ক্যাম্‌তে? হেই এলাকায় গেলেই মাইর– গেলেই মাইর। ক্যাদো-পানি আর ইরি ধানের ক্ষেতের মাইদ্দে পাইয়া গেরিলারা মাইরা সুখ করলো রে! এতো কইর‍্যা কইলাম দরিয়ার মাইদ্দে যাইস্ না– যাইস না। নাহ্, হেরা ঘুইর‍্যা ফিইর‍্যা হেই দরিয়ার মাইদ্দেই যাইবো। অহন বোঝ্ ঠ্যালাটা কারে কয়? হেইদিন কুমিল্লার মুরাদনগরে দুই নাও-এ ৬০ জন আছিলো। ব্যাস, আজরাইল অহন আর জনে জনে নাম ল্যাহনের টাইম পাইতাছে না। খালি ল্যাখতাছে 7th ডিভিশনের ইয়ারজান খান গয়রহ। সাং-পশ্চিম পাকিস্তান, হাল সাং–ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট। এলায় বুঝছেন কারবার সব ক্যামতে Short Cut হইয়্যা গ্যাছেগা?

আর দালালগো কিস্‌মত কি হইতাছে জানেন? হেইদিন কুমিল্লা-চাঁদপুর রাস্তায় মুজাফফরগঞ্জ ব্রিজের লগে চাইরজন দালালরে বাইন্দ্যা ডিনামাইট লাগাইয়া ব্রিজ আর দালাল সব শুদ্দা উড়াইয়া দিছে। মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রিকা 'নিউজ উইকে' লিখছে, খুলনায় যাইয়্যা দ্যাহে দুই দালাল সিক্রেট লাল চিডি পাইছে। হেরা আবার গার্ড লইয়া ঘুরতো। কিন্তুক মউত যারে ধাওয়ায় তারে বাঁচাইবো কেডা? দিন দুই বাদে দুই দালালই শ্যাষ। মাথা ধড়ের থনে আলদা হইয়্যা গ্যাছেগা। আমেরিকান রির্পোটার এই কারবার দেইখ্যা বুইঝ্যা হেলাইছে ইয়াহিয়া সাবের Normal জিনিষটা কি?

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম আমাগো ঢাকা শহর আর বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা অহন অক্করে Normal হইয়্যা গ্যাছেগা। খালি আজরাইল ফেরেশতা আর জনে জনে নাম ল্যাহনের টাইম পাইতাছে না। হেতনে খুবই ব্যস্ত।

## ২১ জুলাই ১৯৭১

যা ভাবছিলাম, তাই হইছে। মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগুলার গাবুর, ক্যাচ্‌কা আর গাজুরিয়া মাইর, কেবল একটুক কইর‍্যা কড়া হইয়া উঠতাছে আর খেইলডা জমতাছে। এর মাইদ্দেই টিক্কা-নিয়াজীর হেই জিনিষ খারাপ হইয়া গ্যাছেগা। তাগো মাইদ্দেই 7th, 12th আর 14th ডিভিশনের Best সোলজাররা বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইদ্দে ঘুমাইয়া

পড়ছে। এছাড়া নর্দান রেঞ্জার্স, গিলগিট স্কাউট, লাহোর রেঞ্জার্স, পাকিস্তানী পুলিশ যাগোই ময়দানে নামাইতাছে তারাই খালি আছাড় খাইতাছে। আর এইগুলা আছাড় খাইলে আর কান্দে না। লগে লগে আখেরি দমডা ছাইড়্যা দেয়। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় হানাদার সোলজাররা ট্রেনে চাপলে ডিনামাইট, রাস্তায় গেলে মাইন, টাউনে ঘুরলে Hand Grenade আর পানিতে নামলেই খালি চুবানি শুরু হইছে। এই রকম একটা অবস্থায় পরায় চাইর মাস যুদ্ধ হওনের পর টিক্কা-নিয়াজী জমা-খরচের হিসাব কইর‍্যা ভিমরি খাইছেন। এলায় করি কি? দশ লাখ লোক মারলাম ঠিকই, কিন্তুক আমাগো সোলজারগো খবর পাইতাছি না ক্যান? হেরায় গেল কই?

হের পর বুঝতেই পারতাছেন? টিক্কা সা'বে পিণ্ডিতে খবর পাডাইতাছে কয়েক হপ্তার মাইন্দে অবস্থা খতরনাক হইয়া উঠছে– সব কিছুই ক্যান জানি গোলমাল মনে হইতাছে। তাই আব্বাজান, আপনারে ২৪শে জুলাই থনে ২৯শা জুলাই পর্যন্ত বঙ্গাল মুলুক সফরের যে দাওয়াত দিছিলাম তা Withdraw করতাছি। এই রিপোর্ট পাওয়ার লগে লগে আরও দুই ডিভিশন সোলজার পাডাইবেন। এছাড়া কিছু মাল-পানি না হইলে কেইস খুবই খারাপ হইবো। এই খবরগুলা আবার লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজে ছাপাইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া কত আশায় বুক বাঁধছিল। টিক্কা-নিয়াজী সব কিছু কন্ট্রোল কইর‍্যা ফ্যালাইছে।

এইদিকে মেলেটারি ডেমেক্রেসির খসড়া শাসনতন্ত্র তৈরী। সমস্ত কামই প্লান-মতো হইতাছে। অবশ্যি ভুট্টোর লগে একটুক খিটিমিটি লাগছে। কিন্তু টিক্কার কাছ থনে এইডা কি রিপোর্ট আইলো? রিপোর্টের ভিতরে কুচি মাইর‍্যাই ইয়াহিয়া সা'বে নাকের ডগায় চশমা বহাইলো। রিপোর্টকা অন্দরমে লিখ্‌খিস্‌, পাকিস্তানী সোলজাররা অহন ঢাকা, কুর্মিটোলা, ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট আর চট্টগ্রাম পোর্ট গেরিলাগো মাইরের হাত থনে বাঁচার জন্যে সিলেট-চিটাগাং রাস্তায় যাতায়াত তো দূরের কথা, অনেক জায়গায় টেলিফোন লাইন পর্যন্ত ঠিক করতে পারে নাই। এই এলাকায় গেল এক মাসের মাইন্দে গেরিলারা নব্বুইটা কামিয়াবী হামলা চালানোর গতিকে পরায় সতেরোশ' সোলজারের হয় মউত হইছে, না হয় জখমি হইছে। অহন ঢাকা ছাড়াও নরায়ণগঞ্জেও গেরিলা এ্যাকশন শুরু হইছে।

এদিকে সয়লাব। মানে কিনা বন্যার পানির গতিকে রাওয়ালপিণ্ডির থনে পাঠানো ম্যাপের লগে এইখানকার রাস্তাঘাডের কোনোই মিল পাইতাছি না। এর মাইন্দে আবার গেরিলারা বহু চীনা আর মার্কিন অস্ত্রপাতি মছুয়া জোয়ানগো কাছ থনে কাইড়্যা লইয়া গ্যাছেগা। বঙ্গাল মুলুকের পানিরও কোনো দিশা পাইতাছি না। কোথাও দুই তিন ফুট আবার কোথাও পঞ্চাশ ষাইট ফুট। গেরামের রাস্তাঘাট মাইনে ভইর‍্যা গ্যাছে– ব্রিজগুলা গায়েব। তাই ইস্টার্ন সেক্টরে সেকেণ্ড লাইন অব ডিফেন্সের কথা চিন্তা কইর‍্যা সোলজার Withdraw করতাছি। অবিশ্যি Withdraw করণের আগেই ধাওয়ার চোটে অনেকেই ভাইগ্যা আইতাছে। এইগুলা গেরিলাগো ধাওয়ানীতে এতোই ডর খাইছে যে, হেরা দ্যাশে

ফেরৎ যাওনের লাইগ্যা অক্করে পাগলা হইয়্যা উডছে।

এই দিকে কুষ্টিয়া এলাকার রিপোর্ট আর চাইপ্যা থুইতে পারলাম না। হেইখানে আমগো সমস্ত সাপ্লাই লাইন দুষ্কৃতিকারীরা অক্করে ছেদাবেদা কইর‍্যা ফ্যালাইছে। অহন হেইখানে আমাগো যেসব জোয়ান আটকা পড়ছে তাগো সাপ্লাই-এর কথা চিন্তা কইর‍্যা জেনারেল নিয়াজী মাথার চুল ছিড়তাছে। এক আধ-দিনের মাইদ্দে সাপ্লাইয়ের ব্যবস্থা না করলে একটা কেলেংকারীয়াস ব্যাপার হইয়া যাইবো। ইদানীং দুশমন সৈন্যগো সংখ্যা খুবই বাইড়্যা গেছে আর আমাগো লম্বর তুরন্দ কইম্যা যাইতাছে। নর্দার্ন রিজিয়নের রংপুর-দিনাজপুর সেক্টরের খবর খুবই দেরীতে পাইতাছি। মনে হইতাছে আমাগো সেক্টর কমান্ডাররাই খবর খতরনাক দেইখ্যা চাপিস করতাছে। এর মাইদ্দে আবার আমাগো বহু এই দেশী Supporter গো হেরা কতল করণের গতিকে কাজকামে খুবই অসুবিধা হইতাছে। এছাড়া পেরতেক্ দিনই আমাগো পাঞ্জাবি ব্যবসায়ীরা করাচীতে ভাগতাছে।

এই রিপোর্টে সবই খুইল্যা লেখলাম। সন্ধ্যার লগে লগে ঢাকা টাউনের মাইদ্দেই খালি বোমাবাজি শুরু হয়। হেইদিন কমলাপুর রেল ষ্টেশনেই এইরকম একটা কারবার হইছে। যাত্রাবাড়ী ব্রিজ ভাঙ্গছে। রাইতে বোমা আর গুলির আওয়াজ না হইলে বলে বাঙালিগো ঠিক মতন ঘুম হয় না– এইগুলা মানুষ না আর কিছু! হেইদিন আমাগো এক জোয়ান হাসপাতালে মরণের টাইমে জয়-বাংলা শ্লোগান দিছে। এনকোয়ারি কইর‍্যা দেহি কি, এই জোয়ানডা জখ্মী হইয়া আহনের পর হের শরীরের মাইদ্দে বাঙালি পোলাপানগো শরীল থাইক্যা বাইর কইর‍্যা রক্ত ঢুকানো হইছিল। হের লাইগ্যাই নাকি মরনের আগ দিয়া ব্যাডায় খালি 'জয় বাংলা' শ্লোগান দিছে।

এই রিপোর্ট পাওনের পর আপনারা আন্দাজ করতে পারেন সেনাপতি ইয়াহিয়ার কি রকম ধ্যাড়-ধ্যাড়া অবস্থা হইতে পারে। হের মোটা আর কাঁচা পাকা ভ্রুগুলা কুঁচকাইয়া গেল। হেতনে একটা ট্রিক্স করলো। হেই সময় কানাডার একটা পার্লামেন্টারি প্রতিনিধি দল ইসলামাবাদ সফর করণের লাইগ্যা গেছিলো। সেনাপতি ইয়াহিয়া লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়া খু-ব-ই আস্তে হেই মেম্বরগো কানে কানে কইয়্যা ফ্যালাইলো, 'ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লগে যে কোনো টাইমে যে কোনো জায়গায় মোলাকাত করতে পারি।' মনে লয় এই ট্রিক্সটা কেউই বুঝতে পারলো না। কেইসটা হইতাছে বাংলাদেশ আর ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মাইদ্দে ফাটাফাটির কেইস। হেইখানে 'সাবে আলাপ করতে চায় ভারতের প্রধানমন্ত্রীর লগে। ক্যামন বুঝতাছেন? হেতানের হইছে ম্যালেরিয়া বিমার আর দাওয়াই লইতে চান আমাশয়ের। তাই যা হওনের তাই হইছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী 'সরি' কইয়্যা ফেলাইছে। ব্যস সা'বের চান্দি অক্করে গরম, লাল হইয়্যা উডলো। এর থনে 'ইডিয়ট' কইলেও ভালো আছিল। এরপরই হইলো হেই কারবার।

খালি কলসের আওয়াজ বেশি। ঠং ঠং কইর‍্যা আওয়াজ হইলো। বাংলাদেশে ক্যাদোর মাইদ্দে আড়াই ডিভিশন সোলজার নষ্ট করণের প-র ইয়াহিয়া সা'ব এলায় আত্কা ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করণের ধমক দেখাইছেন। ব্যাডা একখান! হেতাইন কইছে

ইন্ডিয়া যদি বাংলাদেশের কোনো এলাকায় দখলী লইতে চায়, তয় যুদ্ধ ঘোষণা করুম। আর আমি একলা নাইক্যা– আমার লগে মামু আছে।

ক্যামন বুঝতাছেন? হেতনে জ্ঞান পাগল হইছে। যারা বাংলাদেশ থনে ইয়াহিয়া সা'বের সোলজারগো খ্যাদাইয়া, পিটাইয়া, মাইর‍্যা, ধাওয়াইয়া একটার পর একটা এলাকা মুক্ত করতাছে; বেডা হেগো নাম উচ্চারণ করতাছে না। মওলবী সা'বে কিন্তুক পরায় চাইর মাস ধইর‍্যা তাগো লগে যুদ্ধ করতাছে দুনিয়ার হগ্‌গল মাইনষে মুক্তিফৌজের বিচ্ছুগুলার এই ক্যাচ্‌কা মাইর দেখতাছে। তয় তো ইয়াহিয়া সা'বরে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দোবারা যুদ্ধ ঘোষণা করতে হইবো। কিন্তু বাংলাদেশের যুদ্ধে তো অহনও পর্যন্ত সেনাপতি ইয়াহিয়ার মামুগো দেখা পাইলাম না। নাকি মারা যাওনের পর জানাজা পড়াইতে মামু আইবো। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম– যা ভাবছিলাম তাই-ই হইতাছে।

## ২২ জুলাই ১৯৭১

এলায় সেনাপতি ইয়াহিয়ার পালা। টিক্কা সা'বে কইছে তিনটা কামের দুইডা কাম হে কইর‍্যা হেলাইছে। অহন খালি তিন নম্বর কামডা ইয়াহিয়া সা'বের লাইগ্যা রাখছে। যেই সব মাইনষের হাতে কোনো অস্ত্রপাতি নাইক্যা আর যারা ছা-পোষা মানুষ, তাগো বেশুমার মার্ডার আর দেশ থাইক্যা খ্যাদানের কাম দুইডা টিক্কা সা'ব চাইর মাস ধইর‍্যা করতাছে। অহন বাকি রইছে মাত্রক একটা কাম– হেইডা হইতাছে মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুগুলারে খতম করণ। তাহলেই কেল্লা ফতেহ্‌। খালি এই সামান্য কাম্‌ডা টিক্কা সা'বে একটা ছিক্রেট চিঠি লিইখ্যা, আমার মেরে জান, পেয়ারে দামান, নূরে চামান, আসমান কি চাঁদ, আঁখো কি তারা পেয়ারে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান খামখা-এ-পাকিস্তানরে করতে হইছে। আহ্‌হা আপনাগো লইয়্যা মহামুস্কিল। সব ব্যাপারেই একটা মেছাল দিয়া না কইলে ঠিক মতন আন্তাজ করতে পারেন না।

তয় কই হোনেন। আমাগো গেরামে মওলানা মোনতাসির রহমান রহমানী বইল্যা একজন মওলবী সা'ব আছিলো। মুরিদানগো বাড়ির থনে মুরগি, লাউ, কুমড়া, আণ্ডা–এই সব আননের জন্যি মওলবী সা'ব আবার ছাইকেলে কইর‍্যা ঘোরাফিরা করতো। কি কইলেন, ছাইকেল-মওলবী? হ-অ তাও কইতে পারেন। হেই-ই মওলবী সা'ব একদিন তার সাগরেদ ছক্কু মিয়রে লইয়্যা এক মুরিদের কাচারী ঘরের মাইদ্দে হুইত্যা আছে। অনেক দিন ধইর‍্যা আধা-পেডা থাকনের পর ছক্কু এই ছাইকেল-মওলবীর সাগরেদ হইছে। মওলবী সা'ব তারে খাওন দেয় বটে, কিন্তু খুবইকাম করায়। রাইত তহন পরায় বারোটা। ছক্কু আবার একবার হুতলে আর উড্‌তে চায় না। ছক্কুর চোখ দুইডা কে-বল একটুক লাইগ্যা আইছে; অমতেই মওলবী সা'বে কইলো, 'আরে এই ছক্কু মিয়া, যেমন লাগে বাইরে বারিষ আইলো? ছক্কু চকির মাইদ্দে পাশ ফিইর‍্যা কইলো, 'আরে না-না

হুজুর, অখ্‌খনেই আমাগো বিল্লিটা ঘরের মাইদ্দে হাঁন্দাইছে। বিল্লির গতর হুক্‌না দেখছি।'আবার দশ-পনেরো মিনিট বাদ কেবল ছক্কুর চোখের মাইদ্দে নিন আইছে, আর মওলবী সা'ব কইলো, 'আরে এই ছক্কু মিয়া, কেরাসিনের বাত্তিডা নিবাইলা না?' ছক্কু দেখলো মহামুস্কিল– এই মওলবী সা'বে তো ঘুমাইতে দিবো না। তাই হুইত্যা থাইক্যা বুদ্ধি কইর‍্যা কইলো, 'হুজুর চক্ষু বন্ধ কইর‍্যা হুইত্যা থাকেন– তয়বুঝবেন বাত্তি নিইব্যা গ্যাছে। আর দুনিয়া-আসমান তামাম আন্ধার।'

হের পর ছক্কু মিয়া ঘুমাইয়া গ্যালো গা। কিন্তু আত্‌কা মওলবী সা'বের চিল্লাচিল্লিতে ছক্কুর ঘুম ভাইঙ্গা গ্যালো। দ্যাহে কি, জোর বারিষ আইছে আর টিনের চালের মাইদ্দে ঝম্‌ঝম্‌ কইর‍্যা পানির আওয়াজ হইতাছে। ছাইকেল-মওলবী চিল্লাইয়া কইলো, 'ছক্কু মিয়া, আমার কিস্তি টুপিডা যে বাইরে উডানের মাইদ্দে রইছে– হেইডা তো ভিইজ্যা গেল।' এলায় ছক্কু দেখলো মহামুসিবত। এইবার তো উডন লাগবোই– না হইলে তাড়াতাড়ি একটা বুদ্ধি বাইর করণ লাগবো। ভট কইর‍্যা কইয়্যা হেলাইলো, 'হুজুর, আইজ রাইতে আনে আমারে তিনডা কাম দিছিলেন, হের মাইদ্দে দুইডা আমি কইর‍্যা হেলাইছি। অহন এই তিন নম্বর কামডা আপনের লাইগ্যা রাখছি। ক্যামন বুঝ্‌তাছেন। টিক্কা সা'বে তিন নম্বর কাম্‌ডা সেনাপতি ইয়াহিয়ার লাইগ্যা রাখছে।

খুবই সোজা কাম। বাংলাদেশের ঝোপ-ঝাড়, ক্যাদো-পানি আর জঙ্গলের মাইদ্দে থনে এইসব মুক্তি বাহিনীর পোলাগুলারে খতম করতে হইবো। এইডা তো জঙ্গী সরকারের কাছে অক্করে পানি-পানি। তাগো সোলজাররা তো দুনিয়ার মাইদ্দে Best! একবার কচ্ছের রানে যাইয়্যা রান খোয়াইছিল, আর একবার হাজী পীর পাস দিয়া হাজার চল্লিশেক কম্যান্ডো পাডাইছিল– ওই হাজার লা-পাত্তা আর খোদ হাজী পীর পাস হাত-ছাড়া। হের পর মাত্রক সত্তেরো দিনের একটা লড়াই করছিল। হেই সময় হেরা সব বীরের মতো লাহোর থাইক্যা ভাগোয়াট্‌। ভাগ্যিস বেঙ্গল রেজিমেন্ট হেই সময় লাহোরে আছিলো, আর এয়ার ফোর্সের বাঙালি পাইলটগুলা Action করছিল।

হের পরেও রাওয়ালপিন্ডির হেই সময়কার আব্বাজান আইয়ুব খান আর তাঁর পোষ্যপুত্র ভুট্টো সা'ব অক্করে দৌড় দিয়া তাসখন্দে যাইয়্যা দম ফেলাইলো। আর এইবার! বেঙ্গল রেজিমেন্টের হেই সব পোলাগুলা মুক্তিবাহিনীতে গেরিলা হইছে আর বাঙালি পাইলটগুলোর Action নাইক্যা। হের মাইদ্দে আবার এতোদিন ধইর‍্যা না-না বাহানায় যেসব বাঙালি জোয়ানগো মেলেটারিতে Refuse করছিলো, তারা হাজারে হাজার অহন গেরিলা ট্রেনিং লইয়া ময়দানে নামতাছে। মুক্তি বাহিনীর এইসব পোলাগুলা আবার ক্যাদো পানির মাইদ্দে খেইলটা পছন্দ করে। বড়শির মাইদ্দে মাছ গাথনের পর যেমন অনেকক্ষণ ধইর‍্যা পানির মাইদ্দে 'খেইল' কইর‍্যা হ্যাঁচকা টানে তুলতে হয়। মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা অহন মোছওয়ালা ব্যাডাগো লইয়্যা হেই রকম একটা কারবার করতাছে। ভোমা ভোমা সোলজারগো মারতে কি আরাম রে?

এই ধরেন সিলেট-কুমিল্লা। অক্করে One way traffic.কুর্মিটোলা-ময়নামতী

ক্যান্টনমেন্ট থাইক্যা যে সব হানাদার সৈন্য একবার এই রাস্তা দিয়া যাইতাছে তারা আর ফেরৎ আহনের নাম লইতাছে না। হেই সব এলাকায় সোজা যাইয়্যা হুইত্যা পড়তাছে। কি আর কমু! জেনারেল নিয়াজী আবার এই সব সোলজারগো Missing List-এ রাখছে। এই দিকে আজরাইল ফেরেশ্‌তা অন্ধরে তাজ্জব বইন্যা গ্যাছেগা। হিসাব কইর‍্যা দেহে কি? তার Under-এই অহন এক ডিভিশন হইয়্যা গ্যাছেগা। আরও দেড় ডিভিশন জয়েন করণের লাইগ্যা ব্যান্ডেজ বাইন্ধ্যা কাতরাইতেছে। হেই জন্যেই কইছিলাম সিলেট-কুমিল্লা অহন মরণ ফাঁদ অইছে। হেইখানে অহন প্লেন থাইক্যা হ্যান্ডবিল ফ্যালাইলে আর কাম অইবো না।

গেল জুম্মায় দিনের বেলায় সিলেট টাউনের মাইদ্দে কারবার অইছে। আর হানাদার বাহিনীর একজন লেঃ কর্ণেল তার দলবল লইয়্যা হেইদ্দিনে ছাতক যাইতাছিল। ব্যস, গেরিলারা হেগো ছাতু বানাইছে। সিলেটের বড়লেখা আর দিলখুস এলাকায় ক্যাম্‌তে জানি দিলখুস ব্যাপার হইছে। মানে কিনা হেগো বাইশজন আইছিল। ভাইগোয়াট্‌ আর জখ্‌মি একজনও হয় নাইক্যা। স-অ-ব ফত্‌তে আলী হইছে। চাপাইনওয়াবগঞ্জ-রাজশাহীর আমবাগানে অহন লুকাচুরি খেইল হইতাছে। যশোরে একদিনে পাঁচ জায়গায় হেরা ক্যাচ্‌কা মাইর খাইছে। আইজ-কাইল রাইত-বিরাইতে হেগো বাইরাইন পরায় বন্ধ। রংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে 'হাম ইডা কি করছিস্‌ রে! হামি ক্যা নানীর বাড়ীত্‌ আচ্‌চিনু? এইরকম আওয়াজ আইতাছে। কিশোরগঞ্জ আর মাদারীপুরেও অহন ফুট্‌ফাট্‌ শব্দ হইতাছে। আর ঢাকা টাউনে তো এইডা Normal ব্যাপার।

এই রকম একটা অবস্থায় টিক্কা সা'বে তিন নম্বর কাম্‌ডা সেনাপতি ইয়াহিয়ারে করতে কইছে। এলায় বুঝছেন, ছাইকেল- মওলবী আর হক্কু মিয়ার মেছালডা কি রকম।

# ৫২

**২৩ জুলাই ১৯৭১**

পাওয়া গেছে। হেই জিনিসের খবর পাওয়া গেছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন 'ফরিন মিনিস্টার হামিদুল হক চৌধুরীর খবর পাওয়া গেছে। ব্যাডা একখান। জেনিভাতে মাইয়ার লগে দেখা কইর‍্যা আর হাবিজবি পাবলিসিটির মাইদ্দে না যাইয়্যা একেবারে লেক সাকসেসে জাতিসংঘের সদর দফতরে হাজির হইছেন। সত্তুর বছর বয়স অইলে কি হইবো, ফুলপ্যান্ট আর পুরাহাতা রঙ্গীন হাওয়াইন সার্ট পিন্দ্যা, মাথায় ফেল্ট ক্যাপ লাগাইয়া দিনা দুই নিউইয়র্কের ব্রডওয়েতে ড্যান্সিং দেহনের পর, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের লগে মোলাকাতের টাইমে ভট কইর‍্যা কাইন্দ্যা ফেলাইছেন। তারপর কইলেন, 'আমাগো মহব্বতের কি কিছুই দাম নাইক্যা। আমরা রেডিও আর পাকিস্তান অবজার্ভারে (চৌধুরী সা'ব আবার মর্নিং নিউজের নাম মুখে লয়না আর বাংলা কাগজরে হিসাবের মাইদ্দেই ধরে না) এতো কইর‍্যা রিফিউজি গো ডাকাডাকি করতাছি, তবুও হেরা আহনের

নাম করতাছে না।

ভাগ্যিস ইয়াহিয়া আর টিক্কা সা'বের সোলজাররা বাংলাদেশের বেবাক লোকগো বাড়ী ছাড়া করছে। ষাইট লাখের মতো বর্ডারের হেই মুড়া গেলে কি অইবো? বাংলাদেশের মাইদ্দেও তো কয়েক কোটি বাঙালি টাউন থাইক্যা বন্দরে আর বন্দর থাইক্যা গ্রামে ঘুইর‍্যা বেড়াইতাছে। আমরা অহন হেইগুলারে বাড়িঘর বানাইয়া দিমু। হেইর লাইগ্যা মাল-পানি চাই। সব পয়সা দুশমনরা বাঙালি রিফিউজিগো খাওনের নাম কইর‍্যা লইয়্যা যাইতাছে। তা হইলে আমরা কি বুড়া আঙ্গুল চুষুম। আমার ছদ্র ইয়াহিয়া সা'ব আপনার কাছে কবুল করতে কইছে যে, বাংলাদেশে অহন দানা-পানি নাইক্যা আর লোকগুলার খুবই খারাপ অবস্থা যাইতাছে।

উথান্ট সা'বে জিগাইলো, 'এই অবস্থা কেডা করছে? চৌধুরী সা'বে কইলো, 'সোলজাররা করছে।'— কইয়্যাই জিবলায় এক বিরাট কামড়। নাঃ নাঃ. স্যার দুঃ-দুঃ-দুষ্কৃতিকারীরা করছে। ব্যাডায় কিন্তুক্ বুঝতেই পারে নাইক্যা যে, হেতাইনে টিক্কার সোলজরগো দুষ্কৃতিকারী কইলো। যাউগ্গা, এই রকম উলডা-পালডা কথাবার্তা চৌধুরী সা'ব অনেক বচ্ছর আগে থাইক্যাই কইতাছেন। পাকিস্তান অবজার্ভারের পুরনো ফাইল ঘাটলেই এই রকম ভূরি ভূরি Sample পাওন যাইবো। যেমন ধরেন আইয়ুব খানের টাইমে দুই চার দিন খুব বাঙালিগো দরদে কাইন্দা বুক ভাসাইলো। কিন্তুক যহনই বুঝলো অহন ধাবাড় আহনের টাইম হইছে, তহনই আবার ঢলা পাতায় চাইর কলাম কইর‍্যা আইয়ুব-মোনেমের কোলাকুলির ফটো ছাপাইয়া ম্যানেজ করলো।

ইলেক্‌শনের আগে পাকিস্তান অবজারভার খুবই রাজা-উজীর মারলো। কিন্তু Result বাইর হওনের লগে লগে শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগের প্রেমে অক্করে গুলগুল্লা হইয়া পড়লো। এমনকি দাইত-বিরাইতে যাতায়াত কইর‍্যা লাইন বাইর করণের লাইগ্যা জান অক্করে ফাতা-ফাতা কইর‍্যা ফেলাইলো। আবার যখনই দেখলো যে ভোমা-ভোমা গোঁফওয়ালারা কামান-বন্দুক লইয়্যা আইয়্যা পড়ছে, তখনই লেজ গুটাইয়া গবর্ণমেন্টের প্রেস নোট পর্যন্ত Correction করতে লাগলো। না-না-না এই জায়গাটাতে একটুক মনে হইতাছে Abnormal Situation-এর গন্ধ রইছে। সব অক্করে Normal হইছে লিখতে হইবো। তাই শেষ পর্যন্ত অইজ-কাইল ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী পাকিস্তান অবর্জাভার অফিসে বইস্যাই প্রেস নোট তৈরী করতাছে। কামন্ বুঝতাছেন?

নতুন সাহেবের মোছ্ উডলে আয়না দিয়া দ্যাখে। যাইগ্গা, যা কইতাছিলাম জাতিসংঘের হেড কোয়ার্টারে বইয়্যা অনেক আলাপ আলোচনার পর উথান্ট সা'ব জাতিসংঘের ঢাকা অফিসের মারফৎ সাহায্যের নির্দেশ দিলেন। লগে লগে ঠাস্ কইর‍্যা একটা আওয়াজ হইলো। চেয়ার শুদ্ধা হামিদুল হক চৌধুরী সা'ব কাইত হয়া পড়লো। অনেক কষ্টে খাড়া হওনের পর কইলো, 'মাথাডা ক্যামতে জানি একটুকু ঘুর্ণা দিছিলো।'

কিন্তুক আসল ব্যাপারডা অন্যখানে। সেই আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ সালের এ্যালেন বেরী ড্রাম ফ্যাক্টরির পর এইবার মুফতের মাল-পানি কামাইবার একটা Chance

হইছিল। হেই Chance ডাও মাঠে মারা গ্যালো। কেইসটা কি? রুমাল দিয়া মুখ মুইছ্যা বাইরে আইস্যা ঘেটুরে কইলো, 'আইজ আর ব্রডওয়েতে যামু না।' কি কইলেন? চৌধুরী সা'বের ঘেটুরে চিনলেন না? এইবার সিলেট থনে ইলেকশনে লড়ছিলেন। তার মিডিং-এ লোক আছে জনা পঞ্চাশেক। কিন্তু তা হইলে কি হইবো? মিটিং-এর পর সোজা ঢাকা। মিটিং-এর লোকসংখ্যা পনেরো-বিশ হাজার বইল্যা নিজ হাতে রিপোর্ট লিখ্যা সোজা মতিঝিলে চৌধুরী সা'বের কাছে হাজির। হেরপর পাকিস্তান অবজার্ভারে হেই নিউজ ছাপা হইলো। কিন্তু ইলেকশনে result-'ঘাউয়া'। যেইসব Candidate কতল হইছিলেন, সেই লিস্টির অক্করে উপরের দিকে তার নাম রইছে। উনি আবার বাংলাদেশের একটা Leftist পার্টির মুসলিম লীগ Fraction কিনা? অহন চিনলেন না? তয় কই হুনেন। চোস্ পাজামা। অহন চিনছুইন– আমাগো মাহমুদ আলী। বাঙলাদেশে যহন যে পার্টিতেই ইনি ছিলেন তহনই সেই পার্টিরই বারোটা বাজছে। হগ্‌গল সময়েই ইনি Vice-President.

এদিকে আবার কেলেংকারিয়াস কারবার হইছে। 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই নিধিরাম সরদার।' সীমান্তের হেই পার থাইক্যা রিফিউজি ফেরতের নাম নাইক্যা। কিন্তু দুনিয়ার মাইনষেরে আর একবার ভোগা মারণের লাইগ্যা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার ছদর ইয়াহিয়ার একজন Special Asstt. for Refugee Rehabilitation বানাইছে? ক্যামন বুঝতাছেন? যেখানে একজন আংরেজ রিপোর্টারে লিখ্ছে একটা Refugee Reception Counter-এ মাত্রক পাঁচটা খেঁকী কুত্তা দেখতে পাইছেন। সেইখানে এই Special Asstt. সা'ব কি কামডা করবো? নাকি এই চাইর ঠ্যাংওয়ালা জিনিষগুলার ঘরবাড়ি বানাইবো?

তয় ইয়াহিয়া সা'বের খুবই বুদ্ধি। হেইর লাইগ্যা Special Asstt. ভদ্রলোকরে মন্ত্রী না বানাইয়া মন্ত্রীর সম্মান দিছে। পুরা মন্ত্রী বানাইলে তো আবার ভূট্টো সা'বে কেঁউ কেঁউ কইর‍্যা চিল্লাইয়া উডবো। কিন্তু বেচারা ডাঃ আবদুল মোত্তালেব মালেক সা'ব মাত্র মাস ন'য়েক আগেও ইয়াহিয়া সা'বের Cabinet-এ শুধু সিনিয়র মন্ত্রী ছিলেন তাই-ই নয়, আব্বাজান বিদেশে গেলে মাঝে-সাজে ক্ষ্যামতাহীন Acting President-ও হইতেন। আর এইবার ডাঃ মালেক Special Asstt. হইছুইন। মিনিস্টারের Rank পাইতেই অবস্থা কেরাসিন।

কিন্তুক আমি ভাবতাছি কার মুরগি কে খায়? চৌধুরী সা'বে মুরগি তাওয়াইয়া বড় করলো, আর মালেক্ক্যা হেইডা খাইলো।

২৪ জুলাই ১৯৭১

চাইর মাস। আইজ লইয়া বাংলাদেশের লড়াই চাইর মাস পুরা হইলো। লড়াই-এর শুরুতে হেগো আরে চাপা রে চাপা। World-এর Best সোলজারগো কাছে তো এই রকম লড়াই অক্করে পানি পানি। দুশমন গো হাতে কোনো অস্ত্রপাতি নাইক্যা। নিয়াজী-

টিক্কা-মিঠ্ঠার দল ঘন ঘন সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে মেসেজ পাডাইলো বাহাত্তর ঘণ্টার মাইদ্দে 'সব কুচ ঠিক কব্জা কর লেঙ্গে।' হেরপর বুড়িগঙ্গা দিয়া কত পানি গেলোগা আর কত যে বাহাত্তর ঘণ্টা শ্যাষ হইলো তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তুক বাংলাদেশ কন্ট্রোল হওয়া তো দূরের কথা অহন ডি-কন্ট্রোল হইতে চলছে। পশ্চিম পাকিস্তান থনে মোট পাঁচ ডিভিশন সোলজার আইছিল– হের মইদ্দে আড়াই ডিভিশন লা-পাত্তা। পনেরো হাজার পুলিশ আনছে– টাঙ্গাইলে আতকা মাইর খাওনের পর মুক্তি বাহিনীর নাম হুনলেই হেগো খালি ঠ্যাং কাঁপে। নর্দান রেঞ্জার্স, গিলগিট স্কাউট আর লাহোর রেঞ্জার্সের ব্যাডাগুলা কেন জানি না বাংলাদেশের দেড়হাতের মাইদ্দে যাইতেই চায় না। রাইত হইলেই খালি কান্দে। এই চাইর মাস ধইর‍্যা পিআই এর প্লেনগুলা পাকিস্তানের ফ্ল্যাগ দিয়া ঢাকা ভোমা ভোমা লাশগুলারে ঢওয়াইতে ঢওয়াইতে World Record কইর‍্যা বইছে। আর হাসপাতালগুলাতে No vacancy, গতরে ব্যান্ডেজ বাধা ব্যাডাগুলা খালি হুইত্যা হুইত্যা চিল্লাইতাছে, 'আরে এ ইয়াহিয়া, তুমনে ইয়ে কেয়া কিয়া?'

এই চাইর মাসে হেরা নিজেগো টাকা নিজেরাই বেআইনী ঘোষণা করছে। নিজেরাই ব্যাংক লুট করছে। এক্সপোর্টের বদলে সিংহল থাইক্যা চা আর চীন থাইক্যা নিউজ প্রিন্ট আমদানীর ব্যবস্থা করছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় পাট বোননের প্রোপাগাণ্ডা কইর‍্যা আবার ক্ষেতের পাট বাত্তি হওনের আগেই বিচ্ছুগো ডরে কাডতাছে। টাউনগুলা কামান-ট্যাঙ্ক দিয়া নষ্ট করণের পর বিদেশী মেহমানগো দেখান লাগবো বইল্যা মেরামত করতাছে। সত্তুর লাখ বাঙ্গালি খেদাইয়া আবার ইংল্যান্ড-আমেরিকার জাতির চোটে Reception Counter খুইল্যা 'ভাই মুসলমান' বইল্যা চিল্লাইতাছে। হেইখানে পাঁচটা খেঁকী কুত্তা যাইয়া হাজির হইছে। আমি কই কি? হেগো চিনলো ক্যামনে?



সেনাপতি ইয়াহিয়া পয়লা দিন কয়েক Internal Affiar বইল্যা গলাবাজী করছিল। পরে জাতিসংঘরে ডাইক্যা আইন্যা ঢাকায় অফিস বানাইয়া দিছে। World Bank রে দাওয়াত কইর‍্যা জুতার বাড়ি খাইছে। আর ইন্ডিয়ারে যুদ্ধের ডর দেখাইয়া কইছে 'হেগো লগে মামু আছে।' এই চাইর মাসে ইয়াহিয়া সা'ব এম.এম. আহম্মকরে প্যারিস, মোহর আলী-দীন মোহাম্মদরে লন্ডন, ভূট্টো রহিমরে তেহরান আর একজন প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টাররে নিউইর্য়ক– অটোয়াতে পাঠাইছে। কিন্তু রেজাল্ট শূন্য। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান পহেলা হারু পার্টির লীডারগো দিয়া কাম চালাইতে চাইছিল, তারপর আওয়ামী লীগের দুই-চাইরজন হেই জিনিষ বাইর কইর‍্যা Publicity করতে চাইছিল। আর হগ্‌গলের শ্যাষে আটাশে জুন তারিখের ফর্মূলা। এইগুলা সব অহন চাঙ্গে উডছে।

কারণ? বিচ্ছু। এই চাইর মাসে লাখ লাখ বিচ্ছুরা যে গেরিলা ট্রেনিং লইতে শুরু করছে তার মাইদ্দে মাত্রক কয়েকটা দল ময়দানে নামছে। লগে লগে খেইল খুবই জইম্যা উডছে। ঢাকা টাউনের মাইদ্দেই অহন এইসব গেরিলারা হাতের নিশানা ঠিক করতাছে।

মেহেরপুর, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়াতে, গেরিলারা হানাদার সোলজারগো অক্করে ছ্যাচ্ছেড়া

কইর‍্যা ফেলাইছে। পাগলা হাতি যেমতে কইর‍্যা কলাগাছ খাইতে যাইয়্যা হাতি-ধরা খেদার মাইদ্দে পড়ে, ইয়াহিয়া সা'বের সোলজার ঠিক তেমতে কইর‍্যা ফাঁদের মাইদ্দে পড়ছে। আর গেরিলারা হেগো মাইর‍্যা সুখ করতাছে। তিন দিক দিয়া বাড়ির চোটে হেরো খালি ইয়া নফসি, ইয়া নফসি করতাছে।

যশোর এলাকায় গেরিলাগো চোরাগোপ্তা মাইর শুরু হইছে। সাতক্ষীরা খুলনায় দালাল আর রাজাকাররা রোজই দুই চাইর জন কইর‍্যা আজরাইল ফেরেশতার লগে Hand-shake করতাছে। রাজশাহীতে অহন খালি পজিশন দ্যাহা দেহি চলতাছে। দিনাজপুর-রংপুর এলাকায় সমানে চুপচাপ কারবার চলতাছে। সিলেটে হানাদাররা Second Line of Defence করণের লাইগ্যা খালি ভাগতাছে। কুমিল্লা টাউনে মুক্তি বাহিনী কামান দিয়া গোলা মারতাছে। এইখানে আবার টিক্কা-নিয়াজীর চিরকিৎ হইছিল। ফেনী-কুমিল্লা বড় রাস্তাডা গায়েব হওনের পর হেগো ট্রেনে কইর‍্যা সোলজার পাডানোর খায়েশ হইছিল। লগে লগে কয়েকটা বড় ব্রিজ হাওয়া হইয়্যা গেল। আর নোয়াখালী– হেইখানে One way traffic.ফেনীর থনে যে মেলেটারির দলই চরের দিকে যায় তারা আর ফিরা আহে না। পাবলিকেই হেগো তামুক বাইর করতাছে। হেইখানে খালি আচম্বিত কারবার চলতাছে।

এই রকম কারবার দেইখ্যা পালের গোদা জেনারেল আবদুল হামিদ খান দুই দুই বার বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর করছেন। আর নৌবাহিনীর চিপ্ ভাইস-এ্যাডমিরাল হাছন সা'ব অহন ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা ভানুমতীর খেইল দেখতাছেন। টিক্কা-নিয়াজী আরো দুই ডিভিশন সোলজার চাইয়্যা পাডাইছেন দেইখ্যা হাছন সা'বে অহন Enquiry করতে আইছেন। এই না দেইখ্যা আমেরিকার এক কাগজের মাইদ্দে লিখছে 'বাংলাদেশ আর ভিয়েতনামের ব্যারামের মাইদ্দে কোনোই ফারাক নাইক্যা।' ভিয়েতনামেও এমতেই কারবার শুরু হইছিল এইখানকার মাডি ভিয়েতনামের থাইক্যাও পিছ্লা। সতেরো বচ্ছর ধইর‍্যা আমেরিকান টাকায় পশ্চিম পাকিস্তানে যে আর্মি বানানো হইছিল, বাংলাদেশে মাত্র চাইর মাসের যুদ্ধেই হেরা অক্করে ছেদা-বেদা হইয়া গ্যাছে গা। ভিয়েতনামেও যেম্‌তে পয়লা দিয়েম সরকার ফরাসিরা ভাগোয়াট হওনের পর আমেরিকার কাছে পুলিশ এক্সপার্ট চাইছিল, সেনাপতি ইয়াহিয়া সরকার হেইরকম একটা কারবার করছে।

ওয়াশিংটনে সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডী এই ছিক্রেট কথাডা ফাঁস কইর‍্যা কইছেন, 'যেমন লাগে আমেরিকা ভিয়েতনামের মতোই বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইদ্দে হান্দাইতে শুরু করতাছে।' US Aid Director ডঃ হাওয়ার্ড রীস্ স্বীকার করেছেন যে, 'মার্কিন পুলিশ এক্সপার্ট রবার্ট জ্যাকসন শিগ্‌গিরই ঢাকায় যাইতাছেন। কেইসটা কি? এর মানে বুঝতাছেন? ইয়াহিয়া সা'বের সোলজারগো খতম-তারাবী হওনের টাইম হইছে। কিন্তুক ভিয়েতনামে আমেরিকানরা পাঁচ লাখ সৈন্য নামাইয়া গেরিলাগো গাবুর মাইরের চোটে চুল ছিড়তাছেন আর মান-সম্মান লইয়্যা কাডনের চান্স খুঁজতাছে। হইখানে

বাংলাদেশের ব্যাপারে অহন হেগো নিজেগো মাইদ্দেই ফাটাফাটি শুরু হইছে। একদল 'ইয়েচ' কয় তো আরেকদল 'নো' কইতাছে। আমেরিকান গবর্ণমেন্টের মাইদ্দে আগে কিন্তুক এই রকম হয় নাইক্যা। আর রেডিও, টেলিভিশন, খবরের কাগজগুলা তো রোজই সেনাপতি ইয়াহিয়ার নাঙ্গা তস্বির ছাপাইতাছে। ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, ইটালি, ডেনমার্ক–এই সব দেশ আগে থাইক্যাই কইতাছে, 'আমরা কিন্তুক আর বেলতলায় যামু না। বাংলাদেশের লোকসংখ্যাই হইতাছে সাড়ে সাত কোটি। হেইখানে এক রকম ধরতে গেলে খালি হাতেই মুক্তি বাহিনীর বিচ্চুগুলা খান সেনাগো চিত্তর কইর‍্যা ফ্যালাইছে। এর মাইদ্দে আবার লাখ লাখ গেরিলা ট্রেনিং লইতাছে।

হেইগুলা ময়দানে আইলে যে কি অবস্থা হইবো হেই কথা চিন্তা কইর‍্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া অহনই ইন্ডিয়া, ব্রিটেন, ইসরাইলি হগ্গলরেই গাইলাইতে শুরু করছে। হের লাইগ্যাই ব্যাডারে এতো কইর‍্যা কইলাম এক মাঘে কিন্তুক শীত যায় না। হবায় তো খেইল শুরু হইছে– অহন কান্দলে চলবো কেম্তে?

# ৫৪

**২৫ জুলাই ১৯৭১**

বার বার তিনবার। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার এর মধ্যেই ব্রিটেনরে তিন তিনবার হুঁশিয়ারী দেওন সত্ত্বেও কোনো কাম হয় নাই দেইখ্যা ডর দেখাইছেন। ইয়াহিয়া সা'বের একজন অফিসার কইছে, 'এই রকম কারবার যদি চলতে থাকে তয় আমরা তালাক লমু? মানে কিনা এতো দিনের সংসার ভাইঙ্গ্যা কমনওয়েলথ থনে বারাইয়া আমু। আর এই যন্ত্রণা সহ্য হয় না। ব্রিটেনের মিনিস্টার আমাগো যা ইচ্ছা তাই গালি দিছে, পার্লামেন্টের মেম্বররা ডেঞ্জারাস কথা কইয়া রিফিউজি ফেরৎ আহনের রাস্তা বন্ধ করছে আর খবরের কাগজের মাইদ্দে আমাগো নাঙ্গা ফডো ছাপাইছে। বারবার কইর‍্যা আংরেজগো কইলাম আমাগো লগে মহব্বত ঠিক রাখতে অইলে বিবিসিরে সামলাও, খবরের কাগজগুলারে কন্ট্রোল করো আর পার্লামেন্টের মেম্বারগো একটুক কথাবার্তা কম কইতে কও। নাহ্। হেরা বলে ডেমোক্রেসি করছে। আবার হের উপর মাল-পানি, মানে কিনা খোরপোষ দেওনও বন্ধ করছে। তয় তো খেইল খতম, পয়সা হজম।

ইসলামাবাদের একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, 'ব্রিটেনের দেখাদেখি কমনওয়েলথের অন্যান্য সদস্যরাও সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের কার্যকলাপের ব্যাপারে এমন সব কথাবার্তা বলেছেন যেইডা Internal ব্যাপারে নাক গলানো ছাড়া আর কিছুই না।' হগ্গলের শ্যাষে কানাডা আর অস্ট্রেলিয়া হেগো ঢেঁকীর মাইদ্দে ফালাইয়া পাড় দিয়া মাস কালাই-এর ডাইল বানাইছে। এরপর তালাক লওন ছাড়া পাকিস্তানের আর কোনো রাস্তাই খোলা নাইক্যা। কবে না জানি 'ইডিয়ট' কইয়্যা গাইল দ্যায়– হেগো আবার একটু Prestige আছে কিনা?

এদিকে দম মওলা কাদের মওলা হয়ে গেছে। বিশ্ব ব্যাংক ও এইড ফর ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিজ-এর পরামর্শদাতা এবং পাকিস্তান সরকারের প্রাক্তন উপদেষ্টা ও হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ মিঃ রবার্ট ডর্ফম্যান বলেছেন, 'যেভাবে পাকিস্তানে কারবার চলছে তাতে করে আগস্ট মাসের শেষ নাগাদ সেখানকার সরকারের পেট্রোল আর খুচরা যন্ত্রপাতি পর্যন্ত কিনবার পয়সা থাকবে না। এলায় বুঝতাছেন ব্যাপারটা? বিদেশ থনে মাল-পানি না পাইলে ইয়াহিয়া সা'বের পজিশনডা কি অবস্থায় দাড়াইবো? লালবাত্তি চিনছুইন– হেই লালবাত্তি জ্বালাইবো।

সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডী বলেছেন, 'পূর্ব বাংলায় মানুষ হত্যার জন্য প্রকারান্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই দায়ী। নিরপেক্ষতার ভান করে আগের মতোই পাকিস্তানকে সাহায্য দেয়ার অর্থই হচ্ছে হত্যার ইন্ধন যোগানো। মার্কিনী অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব বাংলার নিধনযজ্ঞে ব্যবহার করা হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের ঘটনা আর আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। অবশ্যি আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে আখ্যায়িত করতে হলে এটাকে সমগ্র মানব জাতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলতে হয়।

এদিকে বিশ্ব ব্যাংকে এক চমৎকার ঘটনা ঘটে গেছে। ব্যাংকের একজন ডিরেকটর পিটার কারঘিল পশ্চিম পাকিস্তান আর বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর করণের পর যে রিপোর্ট দিছেন তাতেই ইসলামাবাদের কাপ্তোটা বাজছে। Aid Pakistan Consortium সেনাপতি ইয়াহিয়ারে ধারকর্জ সমস্ত বন্ধ কইর‍্যা দিছে। আহ্হা! ব্যাডায় কি কান্দন! অক্করে ঘং ঘং কইর‍্যা আওয়াজ হইলো। অহন আবার কারঘিল সা'বের হেই রিপোর্ট ছাপাইয়া বিশ্ব ব্যাংকের হগ্গুল ডিরেক্টরগো মাইদ্দে বিলি করা হইতাছে। ইয়াহিয়া সরকারের কাঁউ-কাঁউয়ানির চোটে বিশ্ব ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা কারঘিল সা'বের রিপোর্ট চাপিস্ করণের অর্ডার দিছিলো। কিন্তুক যখনই ম্যাকনামারা সা'ব টের পাইলো যে, ওয়াশিংটন পোস্ট কাগজে এই রিপোর্ট ছাপা হইবো, তক্ষুনি রিপোর্টের কপি ডিরেকটরগো বাড়ি বাড়ি দেওনের অর্ডার দিলো।

ক্যামন বুঝতাছেন? হেই সব দ্যাশে খবরের কাগজের চোটটা কেমন? কারঘিল সা'ব রিপোর্টে লিখছে, 'এ্যাটম বোমা ফেলনের পর হিরোশিমা আর নাগাসাকির শহরের যে অবস্থা হইছিলো, পূর্ব বাংলায় এখন এই রকম একটা অবস্থা চলতাছে। টাউনগুলার মাইদ্দে শতকরা দশজন লোকও নাইক্যা। পশ্চিম পাকিস্তানী সোলজারগো বেশুমার বাঙালি মার্ডারের গতিকেই এই অবস্থা হইছে। হেইখানে ট্রেন চলতাছে না। রাস্তাঘাট খাল হইয়্যা গ্যাছে, মিল-ফ্যাক্টরি একরকম বন্ধ আর রফতানীর অবস্থা কুফা। আবার এইদিকে শুরু হইছে ক্যাচকা মাইর। তাই নতুন ধার-কর্জ তো দূরের কথা আগের পয়সাই পাওনের চান্স নাইক্যা। ব্যাস্– বিশ্ব ব্যাংক, যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, কানাডা, ফ্রান্স আর ইটালির থনে বেসরকারি খাতে হগ্গল রকমের মাল-পানি বন্ধ হইলো। তবুও এম.এম. আহম্মকটা ফাল্ পাড়তাছে 'কুয়েত, বাহরায়েন, ইরান আমাগো পয়সা দিবো।' ব্যাডার মাথায় এতো বুদ্ধি যে, রাইতে তার ঘুম হইতাছে না।

কাম সারা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অব স্টেট মিঃ রজার ডেভিস বলেছেন যে, 'পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার অবস্থা খুবই শোচনীয়। আর ধার-কর্জ শোধ দ্যাওনের ক্ষ্যামতা নাইক্যা। শ্রমিকদের খুঁইজ্যা পাওন যাইতাছে না বইল্যা পূর্ব বাংলায় মিল-ফ্যাক্টরী আর ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ।' ডেভিস সা'বে এইটুকু বইল্যা ক্ষ্যান্ত হইলে সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বে কোনো Mind করতো না। কিন্তুক রজার ডেভিস সা'ব একটা ছিক্রেট কথা কইয়া ফেলাইছেন। তিনি বলেছেন, 'পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর মধ্যে হতাহতের সংখ্যা খুবই বাইড়্যা গ্যাছে।' সাড়ে তিনমাস ফাটাফাটি হওনের পর এই পয়লা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্ট আন্দাজ করতে পারছেন যে, সতেরো বছর ধইর‍্যা খাওয়াইয়্যা World-এর যে Best পাইটিং সোলজার হেরা তৈরী করছিল আর যাগো চোপার কাছে পর্যন্ত যাওন যাইতো না, হেইসব সোলজাররা বিচ্চুর লাহাল পোলাগুলার বাড়ির চোটে বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইদ্দে হুইত্যা পড়তাছে। আমেরিকান গবর্ণমেন্টের অফিসাররা এই রিপোর্ট পাইয়া অহন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতাছে।

কিন্তুক বুঝতে বহুত লেট কইর‍্যা ফেলাইছেন। এর মাইদ্দেই গাং-এ ঢল নামছে। অহন তো বাংলাদেশের মাইদ্দে আচম্বিত ব্যাপার ঘটতাছে। কুমিল্লা-নোয়াখালী-ফেনীর হেইদিকে গেরিলাগো মাইরের চোটে হানাদার সোলজাররা আর কান্দনের টাইম পর্যন্ত পাইতাছে না। হোতনের লগে লগে শ্যাষ। কুমিল্লা-ফেনীর রাস্তা গায়েব। আইজ-কাইল ইয়াহিয়া সা'বের সোলজাররা কাঁচা রাস্তা দিয়া যাতায়াত করনের Try করতাছে। কিন্তুক্ মাইন, ডিনামাইট আর Hand Grenade-এর খালি আচম্বিত কারবার চলতাছে। বাঙালির মাইর দুনিয়ার বাইর।

এই দিকে মেহেরপুরে জবর খবর হইচে। এর মানে বুঝতে পারতাছেন? ধাওয়ানী। ধাওয়ানী কারে কয়– মেহেরপুরের ফাইট না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আরে ধাওয়ানী রে, ধাওয়ানী। টিক্কা সা'বের সোলজাররা সব ফালাইয়া দৌড়। এক ধাওয়ানীতে মেহেরপুর Clear. অহন চুয়াডাঙ্গার ছয় মাইল দূরে তুফান ফাইট শুরু হইছে। এইখানে ননীদত্ত, জাগতি ব্রিজ আর রেলস্টেশন গুড়া। আলম ডাঙ্গা থানা আর চেনন যায় না। দর্শনা থনে হানাদার ফৌজ ভাগোয়াটা সুগার মিল অহন মুক্তি বাহিনীর Control-এ। ট্রেনিং Complete হওনের পর অহন হাজারে হাজার মুক্তি বাহিনী ময়দানে নামতাছে। আর দিনা দুইয়ের মাইদ্দেই চুয়াডাঙ্গার কাম ফতে হইবো। হ-অ-অ, রংপুরের কথাতো কই-ই নাই। সেটি এখন চ্যাঙ্গু-পাণ্ঠি খেলা হচ্ছেরে। ধরলা নদীর ধারত্ খালি ক্যামা কোবানী। এতো কইর‍্যা কছ্‌লাম, 'হা-করারা, নদীর ধারত্ যাস্ নারে। উটি উস্‌টা খাবু। তা হামার কথা কানত্ গ্যালো না! এখন দেখছু, কোবানী কাক্ কয়? আর যে আও-শব্দ করবার পারিচ্ছু নারে।'

হেই লাইগ্যাই কেতাবে লিখছে 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।'

**২৬ জুলাই ১৯৭১**

আরে হুনছেননি কারবারটা। হেরা অহন নদীর মাইদ্দে কারফিউ দিছে। আইজ-কাইল কেনো জানি না নদীর মাইদ্দে বিচ্চুগলার কারবার শুরু হইছে। তাই ঢাকা টাউনের বগল দিয়া যে বুড়িগঙ্গা নদী রইছে, টিক্কা-নিয়াজীর দল হেই নদীর মাইদ্দে কারফিউ দিছে। এলায় বুঝছেন কারবারটা। সেনাপতি ইয়াহিয়ার স্যাঙ্গাত্‌গো অবস্থাটা অহন কোন স্টেজে যাইতাছে? ডাঙ্গায় আর দরিয়ার মাইদ্দে কারফিউ দেওনের কারবার Complete হইছে। অহন বাকী রইছে শুধু আসমানের কারফিউ। হেইটা হইলেই হেগো দায়িত্ব শ্যাষ।

এই দিকে ইসলামিক সেক্রেটারিয়েটে সেক্রেটারি জেনারেল টেংকু আব্দুর রহমান ইসলামাবাদে সেনাপতি ইয়াহিয়ার লগে ডিনার খাওনের পর একটুক বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর করতে আইছিলেন। হেই ডিনারে ছদ্‌র ইয়াহিয়া ঠক্ কইরা গেলাসডা টেবিলের উপর রাইখ্যা মাতব্বরী মাইর‍্যা কইয়্যা ফেল্যাইলো, 'টিক্কা-নিয়াজী ফাস্ট কেলাস কাম করতাছে। যে কেউ অহন ঢাকায় যাইয়া দেখতে পারে। সব কিছুই অক্করে Normal।' টেংকু সা'বে কিন্তু জানে না যে এই Normal কথাডার অর্থ কি? তাই মালয়েশিয়ার এই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ঢাকা সফর করনের কথা কইলো। ইয়াহিয়া সা'বও জোশের চোটে 'ইয়েচ' কইয়্যা ফেলাইলেন।

এই খবর না পাইয়া জেনারেল নিয়াজী আসমান-জমিন হগ্‌গল কিছুই হইল্‌দা দেখতে শুরু করলেন। এলায় উপায় কি? লগে লগে বুড়িগঙ্গা নদীর মাইদ্দে, ঘেরাও করা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে তশরিফ রাখলেন। ব্যস্, সন্ধ্যা হইতেই হেই কাম Begin মানে কিনা ঢাকা শহর Normal থাকনের কায়কারবার এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার এক রিপোর্টার দশ লাইনের একটা ছোট্ট খবর পাড়াইলেন।

যে হোডেলে টেংকু সা'ব রইছেন হেইখান থাইক্যা মাত্র মাইল আড়াইয়ের মাইদ্দে কমলাপুর রেল-স্টেশন। হেই স্টেশনে দমা-দম্। মানে হেই জিনিষ কে বা কাহারা রেল স্টেশনে Hand-Grenade ছুড়িয়াছে। এই সাদা চামড়ার রিপোর্টার খাকী পোষাক পরা অফিসার গো কারণ জিগাইলো– কিন্তুক হেরা তখন Deaf & Dumb স্কুলের হেডমাস্টার হইছেন। এর মাইদ্দে শুরু হইলো বারিষ। আরে বৃষ্টিরে বৃষ্টি। টেংকু সাব হোডেলের মাইদ্দে আটকা পড়লেন। ডরের চোটে জেনারেল নিয়াজী মেহমানরে কইলেন, 'চ্যার আপনার বরিশাল-পটুয়াখালীর প্রোগ্রামটা কেনচেল্ করলাম।' নিয়াজী সাব আগেই Report পাইছেন আইতে শাল– যাইতে শাল হের নাম বরিশাল।

বহু চিন্তা-ভাবনা কইর‍্যা টিক্কা-নিয়াজীর দল টেংকু আব্দুর রহমানের 'মেরী এণ্ডারসনে' বুড়িগঙ্গার মাইদ্দে নৌ-বিহারে লইলেন। এই খাওন গাং-এর পাড়ে দ্দম দম্ কইর‍্যা আওয়াজ হইলো। 'আমি যাই বঙ্গে তো কপাল যায় সঙ্গে।' ফুচ্ কইর‍্যা একটা হাসি দিয়া টেংকু সা'রে কইলো 'Reception Counter' ট্যুর করনের প্রোগামটা বাতিল

করলে খুবই ভালো হয়। এইখানকার ভাবসাব কেমন জানি মনে হইতাছে।'

ব্যস্, ইসলামী সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি জেনারেলের বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর শ্যাষ হইলো। ক্যমন বুঝতাছেন? মেহমানরে আইন্যা হেরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে উডাইলেন আর দিনা কয়েক বাদ করাচীর প্লেনে ফেরৎ। আস্‌সালামো আলাইকুম– ওয়ালাইকুমুস্‌সালামের কারবার শ্যাষ।

এর মাইদ্দে আবার পাকিস্তান অবজার্ভার পত্রিকা এক জব্বর কাম করছে। যাতে মাইনষের বিশ্বাস হয়, হের জন্যি ফেনীর থনে এক রিপোর্ট ছাপাইয়া কইছে, বিচ্ছুগো মাইনের গতিকে একটা ট্রাক নষ্ট হইয়া তিনজন মারা গেছে। এই রিপোর্টটা ছাপা হওনের আগে ম্যানেজিং এডিটর মাহবুবুল হক খাসীর গুর্দার শুরুয়া খাইয়া কইলো, 'এই ঘটনায় যারা মারা গেছে তারা মেলেটারি হইলে কি হইবো, তাগো বাঙালি বইল্যা ছাপাইতে হইবো। আর ট্রাকের মাইদ্দে যুদ্ধের মাল-মশলা আছিলো এই কথাডা চাপিস কইর‌্যা ধান-চাল আছিল বইল্যা কইতে হইবো। না হইলে বাঙালিগো মাইদ্দে ধান্দা লাগান যাইবো না।' যেই কথা হেই কাম। রিপোর্ট ছাপা হওনের লগে লগে সেকেন্ড ক্যাপিটালের ইস্টার্ন কম্যান্ডের হেড কোয়ার্টররে ধন্য ধন্য পইড়্যা গ্যালো। ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী এই জব্বর খবরডা পিপি-আই-আইরে দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের পাডাইয়া দিলো আর পাকিস্তান অবজার্ভাররে Congratulate করলো।

খালি ব্যাডাগো কই, কুমিল্লার লীল মিয়ার খবর হুনছেন নি? হেই যে লীল মিয়া– জহুরুল হক একবার মন্ত্রী হইছিল– হেতেনে সাবাড়। মওলবী সা'বে খুবই ফাল পাড়তাছিল। ব্যাডায় মছুয়া সোলজারগো দেইখ্যা কইছিল, 'বিচ্ছু ধরতে পারলে পাঁচশ টাকা কইর‌্যা এনাম মিলবো।' ব্যস, ব্যাডা লীল মিয়া নিজেই শ্যাষ। আহারে! এই দিকে সিলেটে কেইসটা কি? সিলেটের চোষ্ পাজামা– মানে কিনা মারসিস্ট মুসলিম লীগর মাহমুদ আলী– হের আসল খেডুডা শ্যাষ। সিলেট পি.ডি.পি.-র প্রেসিডেন্ট জসিমউদ্দিন একটা অশান্তি কমিটির মিডিং-এ আটগ্রাম যাইতাছিলেন। হেই কারবার হইয়া গ্যালো গা। জসিমউদ্দিন আর তার সাগরেদ আমীন দুইডা টুল লইয়্যা আজরাইল ফেরেশতার দরবারে বইস্যা পড়লেন।

হের লাইগ্যাই কইছিলাম। আরে হুনছেন নি কারবারটা? হেরা হারু পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডারগো অবস্থা দেইখ্যা ঢাকারগুলারে বাঁচাইবার জন্যি অহন বুড়িগঙ্গায় কারফিউ লাগাইছে। কিন্তুক কয়দিন?

## ২৭ জুলাই ১৯৭১

কামডা সারছে। আবার এক আংরেজ রিপোর্টার হেগো কামডা সারছে। ফস্‌সৎ কইর‌্যা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সম্পর্কে এমন একটা ছিক্রেট কথা কইয়্যা ফেলাইছেন

যে ইসলামাবাদ, করাচী, লাহোর, পিন্ডি আর ঢাকায় জোর দৌড়াদৌড়ি শুরু হইছে। রয়টারের সংবাদদাতা ফ্রিড ব্রিজল্যান্ড বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর কইর‍্যা অক্করে লন্ডন ফেরৎ যাওনের পর এক রিপোর্টে কইছেন, এইবার আর হাজারের কারবার নাইক্যা। ফরিদপুর, বরিশাল এলাকার থনে একবারে চাইরের থাইক্যা পাঁচ লাখ বাঙালি ইন্ডিয়ার দিকে রওনা হইছে। পর্বতের উপর থাইক্যা যেমৃতে ধ্বস নামে হেই রকম একটা কারবার হইতাছে।

সেনাপতি ইয়াহিয়ার সরকার কেবল রক্তমাখা হাত রুমালের মুইছ্যা দুনিয়ারে কইতে শুরু করছেন, 'আমরা বাঙালিগো লগে খুবই হামদরদ আর মহব্বতের ব্যবস্থা করছি আর ছদ্র ইয়াহিয়া সা'বের কসম খাওয়া লাখ লাখ হ্যান্ডবিল ছাড়ছি, তখনই রয়টারের এই রিপোর্ট হগ্‌গল কাগজের মাইদ্দে ছাপা হইছে। হ্যান্ডবিল পাওনের পর ছা-পোষা আর নিরীহ মানুষগুলা ভাবতে শুরু করলো টিক্কা-নিয়াজীর দল মাস চারি আগে হ্যান্ডবিল না দিয়াই যহন দশ লাখ লোক মারছে, তহন এইবার হ্যান্ডবিল দেওনের পর না জানি কি অবস্থা করে? হের মাইদ্দে আবার বিচ্ছুগুলার ক্যাচ্‌কা মাইরের চোটে আইজ-কাইল মছুয়ারা অক্করে ঘাউয়া হইয়া উঠছে।

লগে লগে জঙ্গী সরকারের সমস্ত প্রোপাগান্ডা বিশারদের দল একত্র হইয়্যা জব্বর প্ল্যান বাইর করলো। বাংলদেশের সব কিছু Normal আর ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর মহব্বতে দিল জারে-জার কইর‍্যা দলে দলে রিফিউজি ফেরৎ আইতাছে– এই রকম একটা পাবলিসিটি না করতে পারলে বিদেশ থনে মাল-পানি পাওনের কোনোই আশা নাইক্যা। তাই মওলবী সা'বরা গবর্ণমেন্টের মাইনা করা এ.পি.পি.-রে কইলো– ধ্যানা ধরণ Report ছড়ো 'রিফিউজি ফেরৎ আইতাছে।' ব্যস্‌, বাংলাদেশের একটা ম্যাপ লইয়্যা এ.পি.পি.-র ব্যাডাগুলা রাওয়ালপিন্ডির অফিসের টেবিলের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়লো।

এমন সময় টেলিফোন আইলো 'পহেলা Report মে নব্বুই হাজার রিফিউজি ওয়াপস্‌ লাও।' আর যায় কোথায়? সা'বে কইছে বউ-এর ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই। এ.পি.পি.-র একজন Staff কইলো, 'যদ্দুর রিপোর্ট পাইছি সিলেট-ময়মনসিংহের হেই মুড়া দিয়া বিদেশী মেহমান আর খবরের কাগজের রিপোর্টাররা ট্যুর করে নাইক্যা। তাই পহেলা Report-এ এই এলাকা দিয়াই নব্বুই হাজার রিফিউজি ফেরৎ আনলে ভালো হয়।' আর একজন কইলো, 'আরে ধূর? কেউ এই রিপোর্ট বিশ্বাস করবো না। ময়মনসিংহ-সিলেট এলাকার Reception counter গুলাতেই এই নব্বুই হাজার রিফিউজির জায়গাই হইবো না। বড়জোর আঠারো হাজারের জায়গা হইতে পারে।' আগের জন চেয়ার থনে লাফাইয়া উইড্যা কইলেন, 'ব্যস, আর চিন্তা নাইক্যা।' রিফিউজিরা যহন হাডনের ব্যাপারে খুবই Expert তহন হাজার আঠারো রিফিউজিরে সোজা বড় রাস্তা দিয়া দিনে দুপুরে Reception Counter-এ হাজির করো আর বাকি আটাত্তর হাজাররে গায়েবি রাস্তা– মানে কিনা অদৃশ্য রাস্তা দিয়া দেশে ফেরৎ আনো।

এরা সবাই কিন্তু নিজেগো বাড়িঘর গাই বাছুর সব ঠিকঠাক দেখতে পাইবো।' ক্যামন বুঝতাছেন?

'যেমন প্ল্যান, হেই রকম কাজ।' এ.পি.পি.-র টেলি-প্রিন্টারে খটা-খট, খটা-খট জব্বর খবর তৈরী হইলো। নিজ কলের সূতোয় প্রস্তুত কাপড়। আর যায় কোথায়? রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা সাইরেন বাজলো। সকাল-দুপুর-রাইত তারস্বরে চিৎকার হইলো নব্বুই হাজার-নব্বুই হাজার রিফিউজি ফেরৎ আইছে। যেখান এ.পি.পি.-র বাপ রয়টার কইতাছে চাইরের থাইক্যা পাঁচ লাখের দল বরিশাল-ফরিদপুর থাইক্যা ইন্ডিয়ার দিকে রওয়ানা হইছে। হেই খানে এ.পি.পি.রাওয়ালপিণ্ডির থনে রিপোর্ট দিলো 'আইছে, আইছে, ফেরৎ আইছে। নব্বুই হাজার ফেরত আইছে।'– কেইসটা কেমন বুঝতাছেন?

জঙ্গী সরকার এক নাগাড়ে চাইর মাস ধইর‍্যা চিল্লাইতাছে, 'বঙ্গাল মুলুকমে সব কুছ Normal হ্যায়।' হেইখানকার পরিস্থিতি এতোই Normal হইছে যে, করাচীতে ন্যাশনাল ইকনমিক কাউন্সিলের মিডিং-এ পাঁচজন গবর্ণরের একজন অনুপস্থিত। হেই একজন হইতাছেন ছদ্র-এ-সূরা জেনারেল টিক্কা খান। বাংলাদেশের অবস্থা খুবই Normal কিনা তাই ব্যাডায় করাচীতে যাইতে পারলেন না। ত-বে উনি কোথায় গেছেন তার একটা রিপোর্ট পাওয়া গ্যাছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলাগো আচম্বিত মাইরের চোটে হানাদার বাহিনীর অবস্থা কেরাসিন হওনের পরিপ্রেক্ষিতে টিক্কা সা'বে হেগো মনের মাইদ্দে জোশ আননের লাইগ্যা নিজেই সফরে বাইর হইছেন। কুমিল্লার গুণবতীর এক ভাঙ্গা ব্রিজের ধারে সেনাপতি ইয়াহিয়ার পেয়ারা সেনাপতি টিক্কা খান একটুক ট্যুরে গেছেন। হেইখানে বিচ্ছুগো মাইরের চোটে হানাদার বাহিনীর অবস্থা অক্করে কুফা।

এর মাইদ্দে আবার জেনারেল টিক্কা একটা ফরমান জারী করছেন। হেতনে কইছেন ২৭শে জুলাই-এর মাইদ্দে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার হগ্‌গল দোকান খুলতে হইবো। ক্যামন ব্যাডা একখান। যেমন লাগে হের অর্ডার হইলেই সর্ সর্ কইর‍্যা হল্‌গল দোকান খুইল্যা গেল আর কি? আর হের সোলজারগো লুট করনের আর একবার Chance হউক আর কি?

আহ্‌হা এইদিকে চইত্ কারবার হইছে। রাও ফরমান আলীর ম্যাট্রিক পরীক্ষা লওনের চিরকিত হইছিল। হেগো রেডিও মর্সিয়া গাইতে শুরু করলো 'ছাত্র-ভাইরা যদি কোনোমতে পরীক্ষার হলে আইতে পারেন, তা হইলেই পাশ।' কেমন সোন্দর এলান। কিন্তুক পরীক্ষার হলে ছাত্রের থনে মেলেটারির নম্বর বেশি হইয়া গেলোগা। ঢাকা টাউনে এগারো হাজার candidate মাত্রক আটশ' আইলো। হের মাইদ্দে সাড়ে সাতশ' হেই জিনিষ। আর মফস্বল এলাকায় টুঁ-টুঁ।

এই দিকে ঢাকার আসল খবর হুনছেন নি? মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা হেগো গ্যাস বাইর কইর‍্যা ছাড়ছে। এ.এফ.পি.-র এক খবরে কইছে গেরিলারা তিতাস গ্যাসের অনেকগুলা পাইপ উড়াইয়া ফেলাইছে। এর আগে কয়েকটা পাওয়ার সাব স্টেশনে

গেরিলারা হাত বোমা মারছিল। এলায় বুঝছেন, ঢাকা টাউন আইজ-কাইল কি রকম Normal হইছে?

তাই হেরা অহন নীলামের কারবারে লাইগ্যা পড়ছে। কবে না জানি চিল্লাইয়া কইতে শুরু করে, 'এইবার আসল নীলাম ২০ হাজার আহত আর ৭০ হাজার তাজা কিন্তুক ডর খাওইন্যা সোলজার নীলাম হইবো। হ-অ-অ-অ এই নীলাম কেননের লাইগ্যা আমেরিকা আর চীনের মাইদ্দে কি দরাদরি? একজনে পাঁচ কইলে আরেক জন দশ কয়। হের লাইগ্যাই কইছিলাম হেগো কামড়া সারছে।

# ৫৭

**২৮ জুলাই ১৯৭১**

সেনাপতি ইয়াহিয়া আবার নতুন চাল চালছে। ২৮শে জুনের বেতার বক্তৃতা মাঠে মারা যাওয়ার পর আরেকটা চানছিং করছেন। য-দি কোনোমতে শেষ রক্ষা হয়। কেননা মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগুলার আত্কা মাইর যেভাবে বাইড্যা চলছে তাতে নয়া কিসিমের একটা কিছু না করলে খুবই তাড়াতাড়ি খেইল শেষ হওনের আশংকা রইছে। এর মাইদ্দেই বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার অবস্থা এমোটাই কুফা হইছে যে, জেনারেল টিক্কার মতো লোক করাচী-পিন্ডিতে যাওনের সাহস পায় নাইক্যা। কেন জানি না হানাদার বাহিনীর মাইদ্দে আইজ-কাইল একটা কথা খুবই চালু হইছে, যে কোনো টাইমে বড় বড় সেনাপতিগুলা পগার পার হইতে পারে। এতে চাপাবাজী করণের পর চাইর মাস ধইর‍্যা ফাইট কইর‍্যাও যখন কোনো কূলকিনারা হইলো না– বেসামরিক শাসনব্যবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য, স্কুল, কলেজ, চালু হইলো না আর খোদ ঢাকা টাউনের মাইদ্দেই গেরিলাগো নমুনা Action শুরু হইচে, তহন হানাদার বাহিনীর জোয়ানগুলা খুবই দুশ্চিন্তার মাইদ্দে পড়ছে। কেইসটা কি? ক্যাদোর মাইদ্দে পইড্যা গতরটারে যতই লাড়াচাড়া করতাছে, ততই গাইড়া যাইতাছে। ভিয়েতনামেও আমেরিকাগো এই রকম একটা অবস্থা হইছে। তয় কি বাংলাদেশ আর ভিয়েতনামের বিমারটা একই কিসিমের নাকি?

সাতক্ষীরা, মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া-রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর-দিনাজপুর, সিলেট-চিটাগাং আর নোয়াখালী, কুমিল্লায় মুক্তি বাহিনীর যে রকম বেশুমার কারবার শুরু হইছে, তাতে কইর‍্যা জঙ্গী সরকারের কাছে অবস্থা খুবই খতরনাক মনে হইতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া যতদিন পর্যন্ত মনে করছিলেন যে, টিক্কা-নিয়াজী ফরমান আলীর দল দশ লাখ লোক মাইর‍্যা বাংলাদেশ Control করতে পারবো। ততদিন পর্যন্ত Internal Affair মানে কিনা বাড়ির মাইদ্দে নিজেগো ব্যাপার বইল্যা চিল্লাইতাছিল।

কিন্তুক জেনারেল আব্দুল হামিদ খান আর ভাইচ্-এডমিরাল হাছন সা'বের ট্যুরের পর বুঝছেন যে, বাংলাদেশের অবস্থা অহন External Affair, যে কেউ এর মাইদ্দে

মাথা হান্দাইতে পারে। হেইখানে অইজকাইল তুফান পাল্টা-মাইর শুরু হইয়া গেছে। ইয়াহিয়া সা'ব তাই অনেক চিন্তা করণের পর জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানরে দিয়া একটা চানছিং করেছেন। হেরে বুঝাইছেন, 'আপনার নিজেরও তো বাংলাদেশে অনেক টাকার ব্যবসা রইছে। হেইগুলা বাঁচাইবার জন্যি আপনে একটুক Help করলেই কামডা করতে পারি। বাংলাদেশ আর ইন্ডিয়াতে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বহাইলেই কেল্লা ফতে। বাইর থাইক্যা হগ্‌গলেই ভাববো এইডা তো খুবই সোন্দর প্রস্তাব। 'আসলে কিন্তুক আমরা যেইডা করণের লাইগ্যা খুবই কোশেশ করতাছি, সেইডাই হইবো।'

ছদর ইয়াহিয়া সা'ব বাংলাদেশ সমস্যাডারে পাশ কাডাইয়া ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের মাইদ্দে ক্যাচাল বইল্যা প্রমাণ করণের লাইগ্যা পয়লা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লগে মিডিং-এর কথা কইলো। হের পর মামুর ডর দেখাইয়া যুদ্ধের ধমকী দিলো। এই দুইডার একটাতেও কাম হইলো না দেইখ্যা প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানরে ধইর‍্যা ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বহানের প্রস্তাব দিলো। আবার কায়দা কইর‍্যা কইলো, 'আমরা এই রকম প্রস্তাব মানুম না– ত-বে যহন জাতিসংঘ কইতাছে তখন মানলাম আর কি? মনে লয় দুনিয়ায় আর কারো মাথায় ঘিলু নাই? হগ্‌ল ঘিলু ইসলামাবাদে জড়ো হইছে।

জাতিসংঘের লোক আইলেই এক ঢিলে দুই পাখি মরবো। এক নম্বর মওলবী সা'বরা কইতে পারবো বাংলাদেশের সমস্যা কিছুই নয়– এইডা হইতাছে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের ব্যাপার। আর জাতিসংঘের লোক হাজির থাকলে মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলার মাইরের চোট খানিক কমতে পারে। কেননা যে হারে মাইর শুরু হইছে তাতে মছুয়াগুলার অবস্থা মাত্রক্ চাইর মাসের মাইদ্দেই হালুয়া হইছে।

ক্যামন বুঝতাছেন? যদ্দিন গেরিলাগো পাল্টা মাইর শুরু হয় নাই, আর হানাদার সোলজাররা দুনিয়ার ইতিহাসে বৃহত্তম গণহত্যা চালাইলো– নারী ধর্ষণ করলো– শহর-বন্দর-গ্রাম পুড়াইলো– ৮০ লাখ লোকরে দেশ ছাড়া করলো ততদিন পর্যন্ত কিন্তুক জাতিসংঘ পর্যবেক্ষকদের কোনোই দরকার হয় নাইক্যা। তখন বাংলাদেশের ব্যাপার Internal Affair আছিল। আর যখনই ওস্তাদের মাইর শেষ রাইত শুরু হইচে তখনই ইয়াহিয়া সা'বের কি চিল্লাচিল্লি– আমার লগে মামু আছে, আমি ইন্ডিয়ার লগে ফাইট করমু, জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক আইনে কোনেই আপত্তি নাইক্যা– কতকিছু। ক্যান্ অহন Internal Affair-এর কি হইল? কইছিলাম না ! এক মাঘে শীত যাইবো না– আমাগোও টাইম আইবো।

ভাঙ্গছে, ভাঙ্গছে জাতিসংঘের ঘুম ভাঙ্গছে। আমাগো টাইম আহনের লগে লগে জাতিসংঘের ঘুম ভাঙ্গছে। কিন্তু উথান্ট সা'ব, বাংলাদেশে অহন বিচ্ছুগুলার যে মাইর শুরু হইছে, হেইডার মুখে কিন্তুক হানাদার সৈন্যগো লগে লগে আনার পর্যবেক্ষক দলবল সব শুদ্ধা অক্করে ফাতা-ফাতা হইলে দোষ দিতে পারবেন না। দেখছেন না? ভিয়েতনামের

গেরিলাগো হাতে মাইর খাওনের পর শ্যাম চাচা মানে কিনা আমেরিকানরা বাংলাদেশের ক্যাদেদোর মাইদ্দে হান্দনের আগে সতীনের লগে বাত্চিত্ করণের চেষ্টা করতাছে। হেগো মনেও ডর ঢুকছে।

আফসোস্! যারা বর্তমান শতকে গেরিলা যুদ্ধের প্রবর্তন করেছে, সুদীর্ঘ আটাশ বছর ধরে গেরিলা যুদ্ধের মাঝ দিয়ে নিজেদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমিকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের সাহায্যপুষ্ট ফ্যাসিস্ট সরকারের হাত থেকে উদ্ধার করেছে আর ভিয়েতনাম, এ্যাঙ্গোলা কম্বোডিয়ার মুক্তিযুদ্ধকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যও অনুপ্রাণিত করেছে– তারাই আজ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড় পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তাকে সমর্থন করে বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধকে উৎখাত করবার কথা চিন্তা করছেন। কিন্তু তারাই তো বিশ্বের নিপীড়িত, শোষিত আর অত্যাচারিত জনতাকে এ শিক্ষাই দিয়েছেন যে 'বন্দুকের নলের মধ্যেই রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস আর শোষিত জনতাকে বিপ্লবের মাঝ দিয়ে সে ক্ষমতাকে কব্জা করতে হবে। একটা দেশের আপামর জনসাধরণের সক্রিয় সমর্থনপুষ্ট মুক্তির সংগ্রাম কখনও ব্যর্থ হয়নি– হতে পারে না।' শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে একটু সুবিধা হবে এ চিন্তা করে কোটি কোটি মানুষের শ্রদ্ধাভাজন এই মহান দেশ সাড়ে সাত কোটি নিঃশেষিত বাঙালিকে কেন আজ আরও রক্তদানের জন্য প্রলুব্ধ করছেন? বাঙালিরা কি এখনো পর্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যথেষ্ট রক্তদান করেনি? এত ত্যাগ, এত আত্মোৎসর্গের মাঝ দিয়ে বাঙ্গালিরা কি এখনো অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়নি? তবে আরো রক্ত দেবার জন্য বাঙ্গালিরা প্রস্তুত। কিন্তু স্বাধীনতাকে তারা বিসর্জন দেবেন না।

মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের আকস্মিক আর প্রচণ্ড হামলার মুখে আজ যখন ফ্যাসিস্ট ইয়াহিয়ার সৈন্যবাহিনী বিপর্যস্ত তখন বৃহৎ শক্তিবর্গ হতভম্ব হয়ে পড়েছে। আর সেনাপতি ইয়াহিয়া মরণ শয়ন থেকে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের আহ্বান করছেন।

হেইজন্য কইছিলাম ছদর ইয়াহিয়া আবার নতুন চাল চালছেন। হেতনে আবার একটা চানছিং করছেন। যদি কোনোমতে শ্যাষ রক্ষা হয়। কিন্তুক বহুত লেইট কইর‍্যা পেলাইছেন। এ্যার মাইদ্দে বিচ্ছুগুলা লাড়াই-এর সব কিসিমের মাইর শিইখ্যা লাখে লাখে ময়দানে নামতে শুরু করছে।

## ২৯ জুলাই ১৯৭১

ম্যাজিক। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল ম্যাজিক কারবার চলতাছে। চাইর মাস ধইর‍্যা পাইট করণের পর হানাদার সোলজাররা তাগো কম্যান্ডরগো জিগাইছে, 'মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুগুলা দেখতে কি রকম? এই বিচ্ছুগুলায় কি রকমের কাপড় পেন্দে?– এই সব না জানলে কাগো লগে পাইট করমু? আর দুশমনগো খালি চোখে

দেখতে পাই না কেন?' লন্ডনের সানডে টাইম্‌স কাগজের রিপোর্টার মুরে সেইল খুলনা সফরের পর এই Report পাডাইছেন। হানাদার বাহিনীর লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শামসুজ্জামান বহুত খাতির জমা কইর‍্যা এই আংরেজ রিপোর্টারকে একজন ভোমা মোছওয়ালা ক্যাপ্টেনের লগে বেনাপোলের কাছে একটা রিফিউজি Reception Centre-এ পাডাইছিল– তখন ক্যাপ্টেন সাবে এই জবরদস্ত প্রশ্নের কথা কইছেন। মোছুয়া ক্যাপ্টেন সেইল সা'বরে কইছেন, 'আমরা একটা জব্বর মুছিবতে পড়ছি। আমাগো জোয়ানরা মুক্তি ফৌজের চেহারা-সুরত, ইউনিফরম কিছুই দেখে নাইক্যা।' বচপনমে শুনা থা বঙ্গাল মুলুকমে যাদু হ্যায়। শায়েদ ইয়ে ভি এক কিসিমকা যাদু হ্যায়।'

আংরেজের বাচ্চায়, এই ক্যাপ্টেন সা'বরে খুটিয়ে খুটিয়ে জিগাইতে লাগলো আর মাথার মাইন্দে হেই জিনিষ ভর্তি মোছুয়া ক্যাপ্টেন ভুড় ভুড় কইর‍্যা সব কইয়্যা ফেলাইলো, 'আমাগো জোয়ানগো কেউ কয় মুক্তিফৌজ লুঙ্গি পিনদা থাকে, আবার কেউ কয় আরে নেহি নেহি উও লোগ হাফপ্যান্ট পিন্‌দা হ্যায়। আবার কেউ কেউ কয় হেরো পাজামা পইরা আসে। কিন্তু আমাগো মুছিবত হইতাছে মুক্তিফৌজ, কৃষক, শ্রমিক, দুষ্কৃতিকারী, ছাত্র-শিক্ষক, আওয়ামী লীগার– হগ্‌গলে চেহারাই আমাগো কাছে একই রকম মালুম হইতাছে। কোনো তফাৎ করতে পারতাছি না। কিন্তু রোজই রাইতে হেগো কারবার চলতাছে। হেরা ব্রিজ, কালভার্ট, রেল লাইন, রাস্তা-ঘাট সব উড়াইয়া দিতাছে আ-র আমাগো জোয়ানরা Patrol-এ বারাইলেই গায়েব।' ক্যাপ্টেন সা'বের কথায় কেমন মনে হইতাছে–গ্যানজামডা কি পরিমাণ লাগছে।

হ-অ-অ-অ। আজরাইলে যারে কবুল করে তারে বাঁচাইবো কেডা? আহ্-হা, এইডাও খুইল্যা কওন লাগবো? সবুর, সবুর– একটু সবুর। সবাই খুইল্যা কইতাছি। খুলনার হারু পার্টির লেতা আগায় খান, পাছায় খান, খান আব্দুস সবুর খানের কি চোটপাট? ব্যাডা একখান! হেতেনে খালি ময়দানে খুলনার লেতা হইছেন।

ধড়াধ্বড় কইর‍্যা অনেকগুলা অশান্তি কমিডি বানাইছেন। লন্ডনের সানডে টাইম্‌স-এর রিপোর্টার মুরে সেইল এই ব্যাপারে একটুক এনকোয়ারী কইর‍্যাই আহম্মক বইন্যা গেছেন। হাঃ হাঃ জোড়া পাঁঠা বলি হইছে। ছবুর সা'বের দুই ঘেটু–খুলনা জেলা বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান গোলাম সরোয়ার মোল্লা আর খুলনা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল হামিদ অক্করে শ্যাষ হইয়া গেলেন। অহন তারা আজরাইল ফেরেশতার দরবার কমিডির মেম্বার হইছেন। এই আংরেজ রিপোর্টার আরও লিখছেন–হের লগে একত্রিশ বছর বয়সের আব্দুল ওয়াহাব মহলদারের মোলাকাত হইলো। মনে লয় মহলদার টাইটেলডা নতুন নিছে। এই মহলদার সা'ব আবার হেই মাল। কিন্তু ব্যাডায় সাদা চামড়া দেইখ্যা কথা কওনের সময় সবকিছু গুলাইয়া ফেলাইলো। একটা আঙ্গুল দিয়া গলার নিচের থনে ঘইষ্যা গতরের ময়লা তুলতে তুলতে কইলো, 'গ্যালো দুই তিন হপ্তার মাইন্দে দুষ্কৃতিকারীরা খুলনা জেলায় আমাগো শ' দুয়েকের বেশি মেম্বার মাইর‍্যা ফেলাইছে।'

ক্যামন বুঝতাছেন? সেইল সা'ব হের রিপোর্টে আরো কইছেন, 'সাতক্ষীরার থনে খুলনা ফেরত যাওনের টাইমে একটা পুল মেরামত করতে দেখলাম। গেরিলারা দিনা দশ আগে এই পুলডারে ডাবিশ করছে। ২৫ জন রাজাকারের একটি দল এই পুলডা পাহারা দিতাছিল। কিন্তুক রাইতের বেলায় বিচ্চুগুলা আহনের ভাজ না পাইয়া হগ্‌গল কিছু ফেলাইয়া রাজাকারের দল আরে দৌড় রে দৌড়! তারপর বুঝতেই পারতাছেন, হেই পুলের মাইদ্দে খাতির জমা কারবার হইলো। টিক্কা-ইয়াহিয়ার দল রাজাকারের নামে বিচ্চুগুলার কামানের খোরাক তৈরী করতাছে।

এই রকম একটা অবস্থা খুলনার ইনচার্জ লেফটেন্যান্ট কর্ণেল শামসুজ্জামান রাজাকার আর অশান্তি কমিডির মেম্বারগো খুশি করণের লাইগ্যা নীলামের কারবার শুরু করছেন। ব্যাডায় খুলনাতে দুই হাজার একর ধানী জমি নীলাম করছেন। Normal টাইমে এই ধানী জমির দাম ছয় লাখের মতো। কিন্তু দেড় টাকা একর হিসেবে কর্ণেল সা'ব এই সব জমি নীলাম করছেন। যারা এই মউতের লটারির টিকিট কিনছেন, তাগো মওত আওনের আগেই তুফান মুছিবত।

নাইক্যা। জমি চাষ করণের লাইগ্যা কোনোই লোক নাইক্যা। খুলনা জেলার তিরিশ লাখ লোকের আট লাখের কোনো খবর পাওয়া যাইতাছে না। গ্রামগুলা ভুতুড়ে এলাকার মতো মনে হইতাছে। এই খুলনার অর্ধেকের বেশি জমিতে এইবার হালচাষ হয় নাইক্যা। বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা লা-পাত্তা। এই সমস্ত রিপোর্টই লন্ডনের সানডে টাইম্‌স-এ ছাপাইছে।

হ-অ-অ-অ এই দিকে আবার গেরিলাগো গাবুর মাইরের চোটে চোখে সরিষার ফুল দেইখ্যা রাও ফরমান আলী এক জব্বর কাম করছেন। কয়েকটা লোকরে আজরাইল ফেরেশতার লগে মোলাকাত করণের টিকিট দিতাছেন। এইটা বুঝলেন না?

ফরমান সা'বে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন, পার্লামেন্টের মেম্বার জনাব আব্দুল মান্নান আর পিপল কাগজের মালিক জনাব আবিদুর রহমান মামলার তারিখে হাজির হয় নাই বইল্যা চৌদ্দ বছরের জেল আর সম্পত্তি নীলামে তুলছেন। মামলার তারিখে হাজির হয় নাই বইল্যাই এই অবস্থা। তহন আসল মামলার বিচারে মনে লয় এগো চৌদ্দ বছরের ফাঁসি দিবো? কিসের নাই চাম রাধা কেষ্ট নাম। স্বপ্নের মাইদ্দেই যহন খাইতাছে, তখন হেগো রসগোল্লা খাইতে দোষ কি?

কিন্তু আমি ভাবাতছি এই সব সম্পত্তি নীলামে কেননের লাইগ্যা যাগো চিরকিৎ হইছে, তাগো নাম যে আর একটা লিস্টির মাইদ্দে উইঠ্যা গেল। হেগো যে আজরাইল ফেরেশতা খালি ধাওয়াইয়া বেড়াইবো। হেইডার কি হইবো?

এই দিকে সিলেটের কারবার হুনছেন নি? হেইখানে আইজ-কাইল খালি ঘেডাঘ্যাট্, ঘেডাঘ্যাট্ চলতাছে। টিক্কা-নিয়াজীর দল পয়লা বাঙালি মারনের টাইমে সিলেটের চা বাগানগুলারে শেষ করছে। কিন্তু হের পর যহন রিপোর্ট আইছে যে, চা পাওয়া যায় না বইল্যা পশ্চিম পাকিস্তানে হগ্‌গল ব্যাডাগো গতর ম্যাজ ম্যাজ করতাছে, তখন সিলেট

থনে চা পাড়ানোর লাইগ্যা টিক্কা সা'বে অর্ডার দিছে। বহুত কোশেশ করণের পর সাড়ে তিনশ' চা বাগানের মাইদ্দে মাত্রক পঁচিশজনরে যোগাড় কইর‍্যা একটা আখেরী চেষ্টা চলতাছে। কিন্তু মুক্তি বাহিনীর গেরিলাগো মাইরের চোটে এই এলাকার হগ্‌গল রাস্তাঘাট অক্করে তুষা তুষা হইয়া গেছে গা। রাজঘাট চা-বাগানে তো দিনের বেলায়ই এই কারবার হইছে। হেইখানকার পশ্চিম পাকিস্তানী সোলজাররা সব কিছু ফালাইয়া অক্করে ভাগোয়াট। তারপর রাইতের বেলায় এই সোলজাররা কামান লইয়া রাজঘাট চা বাগান Attack করলো। হেরপর বুঝতেই পারছেন? হানাদার সোলজার গো কামানের গোলায় জেমস ফিনলে কোম্পানির World-এর এই সবচেয়ে বড় চা-বাগানডা ছাই হইয়া গেল। আর একটুক ফারাকে জঙ্গলের মধ্যে বইস্যা বিচ্ছুগুলা মছুয়াগুলার তামাশা দেখলো।

হের পর কেমতে জানি চা-বাগানের দুইজন সাহেব গায়েব হইয়া গ্যাছেগা। এই না দেইখ্যা বাকি ২৩জন অহন কার্টিং করণের লাইগ্যা অক্করে পাগলা হইয়া গেছে। হেগো আর ক্রেন দিয়া বাইন্দ্যা রাখন যাইতাছে না। তাই Mango-gunny bag both gone. মানে কিনা আমছালা দুই-ই হারাইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়া সিংহল থাইক্যা দুই লাখ পাউন্ড চা পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানী কইর‍্যা ঠেকা কাম চালাইছেন। অহন হেইটাও পরায় শ্যাষ।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম–ম্যাজিক। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল ম্যাজিক কারবার চলতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার সোলজাররা খালি চিল্লাইয়া কইতাছে, 'বঙ্গাল মুলুকমে যাদু মে হ্যায়? ইসকো সাথ Fight কর ন আর মউতকো পুকার না তো একই বাত হ্যায়।



## ৫৯

**৩০ জুলাই ১৯৭১**

আইজ একটা ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। বছর দেড়েক আগেকার কথা, আমি উত্তর মুহী গেছিলাম। মানে কিনা উত্তর বঙ্গের একটা টাউনে বন্ধুর বাড়িত লাইওর খাবার গেছিলাম। ছোট্ট একটা টাউন। দিন দুই কই মাছের পোলাও আর মুরগির রোস্ট খাওনের পর এইখানকার বাজারটা দ্যাহনের লাইগ্যা মনের মাইদ্দে একটুক শখ হইলো। তাই সকাল নয়টার দিকে ফত্‌তে আলী বাজারে যাইয়া হাজির হইলাম। সবকিছু কেননের হ্যাষে খাসীর গোস্ত কিনতে গেলাম। কসাইর নাম ওইরুদ্দী। আমার দোস্তই কইয়া দিছিলো এই ওইরুদ্দীর কাছ থনে গোস্ত কেননের লাইগ্যা। হিসাব মতো গোস্ত লইয়া দাম দিতাছি– এমন সময় দেহি কি একটা ঝোলা কাঁধে দেওয়াইন্যা মানুষ মানে একজন ফকির দোকানের মাইদ্দে খাসীর কলিজাটা হাত দিয়া লাড়াচাড়া কইর‍্যা দেখতাছে। কসাই ওইরুদ্দী টাকা গুণতে গুণতে একটুক এ্যাংগেল কইর‍্যা দেখলো। তার পরই অক্করে খ্যাকরানী দিয়া উঠলেন, 'ক্যারে হা-করা, কইলজ্যা আউলাচ্ছু ক্যা– লিবু?

কালা কালা দাঁত বাইর কইর‍্যা একটা গুয়ামুরি হাসি মাইর‍্যা ফকির কইলো, 'হ-অ-অ দিবারই চাছুন, দামান্দ আচ্ছে।'

ওইরুদ্দী গলার আওয়াজ একটুক্ নরম কইর‍্যা গাহেকরেই জিগাইলো 'খাসীর কইলজ্যা লিবু, তা কত দিবু?' এইবার হেই ফকির কলিজাটারে আরেকবার লাড়া দিয়া কইলো, 'হামি হচ্ছি গরিব মানুষ। তুমি তো হামার কাছে আর লাভ করবা না! মিচ্‌চি এ্যানা কইলজ্যা– তা আনা চারি দিলে হয় না?'

ওইরুদ্দীর মেজাজ তহন ফরটি-নাইনে উড়্‌ছে। তাই-ই চিল্লাইয়া উঠলো, 'লাদ খ-রে লাদ্ খা। চার আনা দিয়া খাসীর লাদ্‌ও পাবু নারে।

সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন মুক্তি বাহিনীর বিচ্চুগুলার মাইরের চোটে কাদা কাদা হইয়া কসাই ওইরুদ্দী হইয়্যা গ্যাছে। হেতনে স্যার শাহ্ নেওয়াজ ভূট্টোর পোলা জুলফিকার আলী ভুট্টোরে কইছে, 'চাইর আনা দিয়া খাসীর হেই জিনিসও পাবু নারে?' এলায় বুঝছেন? করবারটা কি রকম গ্যানজাম হইয়্যা গ্যাছেগা।

ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার অংকের হিসাবে ভুল কইর‍্যা মেলেটারি বহাইয়্যা একটা ইলেকশন করছিল। ব্যস্, হেইটাই শাল্ হইলো। শেখ মুজিব আর আওয়ামী লীগরে বহু টোপ দিয়া বাগে আনতে না পাইর‍্যা– যা থাকে ভুঙ্গির কপালে কইয়্যা পাঁচ ডিভিশন সোলজার লইয়্যা হঁ হঁ কইর‍্যা দৌড়াইয়া আইস্যা ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর দল অক্করে বাংলাদেশের প্যাঁকের মাইদ্দে হান্দাইলো। আমাগো নিজেগো বাড়ির মাইদ্দে কারবার কইরা বেশুমার মানুষ মার্ডার করণের পর এলায় বিচ্চুগো হাতে গাবুর মাইর খাইয়্যা যহন চিল্লাইতাছে, 'এইটা বারোয়ারী ব্যাপার, এইটা বারোয়ারী ব্যাপার, আমেরিকা, চীন, জাতিসংঘ যে কেউই আইতে পারে।– এই রকম একটা কুফা অবস্থায় সময় নাই, অসময় নাই ফকির জুলফিকার আলী ভূট্টো চাইর আনা পহা দিয়া খাসীর কলিজা কিনতে আইছে। মানে কিনা হেতনে ক্ষ্যামতা চায়। প্রাক্তন পাকিস্তানের পার্লামেন্টের ৩১৩টা আসনের মাইদ্দে ২৩২টা আসন না পাইয়াই ব্যাডায় সেনাপতি ইয়াহিয়ার মতো লোকের কাছ থনে ক্ষ্যমতা চাইতাছে। আহম্মক আর কারে কয়? বাঘ যহন মানুষের গন্ধ পাইয়্যা পাহাড় থনে ধান ক্ষেতে নাইম্যা আসে, তহন হেই বাঘরে মাইর‍্যা না ফেলাইলে গেরামের লোকে আর শান্তি পায় না। হেই রকম ইসলামাবাদের জঙ্গী সেনাপতিরা যহন বাদশাহী করণের লাইগ্যা একবার Chance পাইছে, তহন হেগো শ্যাষ না করণ পর্যন্ত যে কারো কোনো আশাই নাইক্যা– এইডা ভুট্টোরে কে বুঝাইবো?

হেতনে ইরান থাইক্যা ঘুইর‍্যা অইস্যাই ঘন ঘন ইয়াহিয়ার লগে মোলাকাত করতাছে। আর মোলকাতের সময় হেই যে আগের মালগুলা যারা বড় সা'বের লগে ঢাকায় আইছিল তারাও হাজির থাকতাছে। লেঃ জেনারেল পীরজাদা জাস্টিস্ এ.আর. কর্ণেলিয়াস আর এম.এম. আহম্মক ঠিক সেনাপতি ইয়াহিয়ার লগের চেয়ারগুলাতে বইস্যা হাসতাছে। ভুট্টো সা'ব আবার ট্রিক্‌স কইর‍্যা কইছে, বাংলাদেশে যহন লড়াই চলতাছে তখন বাংলাদেশ বাদে বাকী এলাকার মানে কিনা পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষ্যামতা

দেয়া হোক। জাস্টিস কর্ণেলিয়াস সা'ব আস্তে কইর‍্যা কইলেন, 'তয় তো' বাংলাদেশ যে আলাদা এই কথাডা তো মাইন্যা লইলাম, অহন ছদর সা'ব কি করবা হেইডা তারই এক্তিয়ার।' বহুত দিন আগে দিনাজপুর টাউনে মুজাফফরপুরের একজন হেই জিনিষের দেখা হইছিল। ব্যাডায় আমারে কয় কি? 'হামলোগ পুরা India কো কব্‌জা কর লেঙ্গে।' আমি কইলাম তয় তো আবার অখণ্ড ভারত হইয়া যাইবো।' ক্যামন বুঝতাছেন? যাউক্‌গা যা কইতাছিলাম। ছদর ইয়াহিয়া হাতের ব্যাটনডারে কাচের টেবিলডার উপর ঠুক্ ঠুক্ কইর‍্যা বাইড়াইয়া ভুট্টোরে কইলো, 'জাস্টিস্ সা'বে আসল কথাডা কইছে। পাকিস্তানডারে এক রাখনের লাইগ্যাই তোমারে ক্ষ্যামতা দিতে পারতাছি না বইল্যা আমি খুবই কষ্ট পাইতাছি। খালি পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষ্যামতা দিলে বাংলাদেশের আজাদী মানতে হইবো। আড়াই ঘণ্টা গুফতাগু করণের পর ভুট্টো সা'ব করাচীতে সাংবাদিকগো কাছে কইছে, 'আমি অহন কিছু কমুনা। আরো Talk করণ লাগবো।' ক্যামন বুঝতাছেন– অহন হেইদিক্কার পালা।

হ-অ-অ-অ। এই দিকে কুমিল্লার কসবার আড়ই বাড়িতে আঃ হাঃ রে অক্করে ছেরাবেরা কারবার হইয়্যা গেছেগা। কামানের খোরাক। মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা কামানের খোরাক পাইছে। টিক্কা-নিয়াজীর চিরকিৎ হইছে বইল্যা আইজ-কাইল যে তিন টাকা রোজচুক্তিতে রাজাকার বাহিনী বানাইছে হেগো চল্লিশ জন একলগে কসবার আড়াই বাড়িতে যাইয়া কি চোটপাট। মনে লয় এইমাত্র সেনাপতি ইয়াহিয়ার লগে তাগো ফোনে কথা হইছে। কিন্তু হেরা জানে না যে, মউত হেগো লাইগ্যা ওঁৎ পাইত্যা বইস্যা আছে। এই original মালগুলা অক্করে বিচ্ছুগো কোলে যাইয়া বইলো। হেরপর কারবার হইয়া গেল।

আর এই দিকে মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, সিলেট, চিটাগাং, ময়মনসিংহ, রংপুর, দিনাজপুর, সাতক্ষীরায় আনাদার সোলজাররা গেরিলা মাইরের চোটে আইজ-কাইল নেতাইয়া পড়তাছে। রাস্তাঘাটে রিক্সার টায়ার আত্‌কা ফাটলেই হেরা খামুখা অস্ত্রপাতি ফালাইয়া Hands up কইর‍্যা খাড়াইয়া পড়ে। মালয়েশিযার প্রাক্তন পেরধান মন্ত্রী আর ইসলামিক সেক্রেটারিয়েটের সেক্রেটারি জেনারেল টেংকু আব্দুর রহমান ঢাকার থনে ভাইগ্যা পেনাং-এ সাংবাদিকগো কাছে কইছে, 'বাংলাদেশের অবস্থা খুবই খতনরাক। 'গেরামের মাইদ্দে খেইল খুবই জিওট বান্দ্‌ছে আর বারিষের এতোই চোট্ যে, ইসলামিক মিশনের মেম্বররা আর ঢাকার থনে বাইরাইতেই পারে নাইক্যা। গেরিলাগো Action আর সোলজারগো Movement-এর জন্যি বাংলাদেশে ঘোরাফিরা খুবই রিস্কি হইয়্যা পড়ছে।

হের লাইগ্যাই কইছিলাম বাংলাদেশের অহন ফাটাফাটি কারবার চলতাছে। পাঁচ ডিভিশন সোলজার লইয়া ইয়হিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর দল হঁ হঁ কইর‍্যা দৌড়াইয়া আইস্যা অক্করে প্যাঁকের মাইদ্দে হান্দাইছে।

আর কসাই ওইরুদ্দী কইতাছে, 'লাদ্ খারে, লাদ খা– চাইর আনা দিয়া খাশির লাদ্‌ও পাবু না রে।'

কপিকলে পড়ছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অহন কপিকলে পড়ছে। বেশি না মাত্রক ৬ ক্রোটি ৫০ লাখ টাকার দাবি, ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির রোশন আলী ভিমজী সা'ব অক্করে ফু দিয়া উড়াইয়া দিছে। বাংলাদেশে হানাদার বাহিনীর মছুয়া সোলজারগো পডল তোলনের গতিকে জঙ্গী সরকারের তরফ থাইক্যা যে ইন্স্যুরেন্সের মাল-পানি চাওয়া হইছিল ভিমজী সা'বে হেই দাবি ছ্যাঃ ছ্যাঃ কইর‍্যা ক্যানসেল কইর‍্যা দিছে। রাওয়ালপিন্ডির ভোমা ভোমা মেলেটারি সেনাপতিরে শিরিংগি সালসা খাওয়াইয়া ভিমজী এই কামডা করছে। এর মাইদ্দে আবার এ্যাডভোকেট মঞ্জুর কাদের স্টেজের পিছন থাইক্যা ভিমজী সা'বরে বলে একটুক এডভাইজিং করছেন।

লগে লগে ভিমজী সা'ব একটা খত লিইখ্যা কইছেন, 'গবর্ণমেন্ট বাংলাদেশে লড়াই করতাছে বইল্যা ঘোষণা না করা পর্যন্ত ইস্যুরেন্সের ট্যাহা-পহা দেওয়া সম্ভব না। কেননা এই ইন্সুরেন্সের টাকা যুদ্ধে মারা গেলে দেয়া হইবো– না হইলে না। আর হেই যে শিরিংগি সালসা খাওইন্যা সেনাপতিরা এই Position মাইন্যা লইছে। হেরাও ভিমজী সা'বের গলার লগে সুর মিলাইয়া কইতাছে, 'ঠিকই তো আমরা তো লড়াই করতাছি না– আমরা দুষ্কৃতিকারী কন্ট্রোল করতাছি। হেই চলকানিতে যদি কিছু মারা যাইয়া থাকেই তার জন্যি আর ইন্স্যুরেন্সের Claim করা চলে না। ক্যামন বুঝতাছেন? হেগো কারবার-সারবার?

কিন্তু আমি ভাবতাছি 'ইডা কি হলোরে বাহে? ক্যারে আউয়্যাল, আও করিস ন্যা ক্যা? হামি না একটা ভাগ অর্ধ করছিনু– হাঁইরে তার উত্তর না দেইখ্যা, হামি কইল কাপিচ্ছি।' আহ্ হা ক্যামন একটা ক্যাডাভ্যারাস ব্যাপার আপনগো সমস্ত কেইস্‌টা খুইল্যা কইতে হইবো। তয় কই হোনেন।

টিক্কা-নিয়াজী-ফরমান আলীর দল বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইদ্দে হুইত্যা থাকন্যা ব্যাডাগুলার লাইগ্যা ইন্স্যরেন্সের Claim কইর‍্যা যে কাগজ পাতি প্যাডাইছে– হেইডার পরিমাণ হইতাছে ৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা। একটা কইর‍্যা মছুয়া জোয়ানের লাশের দাম দুই হাজার টাকা কইর‍্যা ধইর‍্যা ভাগ দিলে ৩২ হাজার পাঁচশ'। তা হইলে কি বত্রিশ হাজার পাঁচশ' সোলজার মাত্রক চাইর মাসের মাইদ্দে বাংলাদেশে খুন-জখমি হইছে? এইডা বিচারের ভার আপনাগো উপরেই দিলাম।

হ-অ-অ-অ এই দিকে আর একটা কারবার হুনছেন নি? কমু না-কমু না। কইলে আবার বাকিগুলা যদি হেই রাস্তা ধরে? ওঃ হোঃ আবার না কইলে তো আপনারা ছাড়বেন না। জুলাই মাসের তেইশ আর চব্বিশ তারিখে ঢাকার তেজগাঁও এয়ারপোর্টে এই তেলেসমাতি কারবারডা হইছে। একজন লেফটেন্যান্ট কর্ণেল, ১২ জন মেজর, ১৮ জন ক্যাপ্টেন আর চাইরশ' জন জোয়ান মিইল্যা এক রকম ধরতে গেলে তেজগাঁও

এয়ারপোর্ট দখল করলো। হেরপর এই দুই দিন ধইর‍্যা করাচী মুহী পি.আই.এ-র চাইরটা ফ্লাইটের হগ্‌গল প্যাসেঞ্জারগো বাইড়াইয়া নামাইয়া নিজেরাই চাইড়্যা বইলো। এই-ই খবর না পাইয়া টিক্কা-নিয়াজী দুইজনে মিল্‌ল্যা হেগো আটকাইবার জন্যি বহুত কোশেশ করলো। কিন্তু কোনোই কাম হইলো না।

হেগো সাফ জবাব 'লাড়াই করবার আইছি, লাড়াই এর এলাউন্স পামু না, লাড়াই কইর‍্যা মরলে আমাগো মাগ-ছুয়া ইন্স্যুরেন্সের টাকা পাইবো না– পুরা লাড়াই করতাছি কিন্তুক লাড়াই-এর ঘোষণা নাইক্যা। যাগো লগে লাড়াই করমু– তাগো দেখ্‌তে পাই না– তার উপর খামুখা পাবলিক মারতে হইবো, মস্‌জিদ, ক্ষেত-খামার হগ্‌গল কিছু জ্বালাইতে হইবো। এইগুলার মাইদ্দে আমরা নাইক্যা। এইসব কথা না হুইন্যা টিক্কা-নিয়াজী অক্করে খামুশ হইয়া গেলোগা। অনেক Think কইর‍্যা দেখলো গায়ের জোর খাডাইতে গেলে ময়নামতী, যশোর, রাজশাহী, রংপুর, চিটাগাং, ক্যান্টনমেন্টে খবরডা রইটা গেলে আর ট্যাকা দেওন যাইবো না। তাই হেতনরা এই রকম একটা বিরাশী সিক্কার থাপ্‌পড় চাপিস কইর‍্যা ফেলাইলো। খালি করাচীতে একটা মেসেজ পাডাইয়া দায়িত্ব শেষ করলো।

ম্যালেরিয়া জ্বর যেম্‌তে কাঁইপ্যা কাঁইপ্যা বার বার কইর‍্যা আহে, ঢাকা টাউনডারে হেম্‌তে কইর‍্যা ম্যালেরিয়া জ্বর লাগাল পাইছে। উঃ উঃ উঃ আবার হেইখানে কারবার হইছে। এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা ঢাকার থনে ২৯শে জুলাই খবর পাডাইছে ২৮শে জুলাই বুধবার দিবাগত রাইতে আবার কমলাপুর রেল স্টেশনের পাশে বিচ্চুগুলার টেস্টিং কারবার হইছে।

ঢাকার শহরতলী এলাকার বিজলি লাইনে গড়বড় হইলো। এই না দেইখ্যা পিয়াজী সা'ব আরে থুক্‌কু নিয়াজী সা'ব ঢাকায় মেলেটারি টহল আরো বাড়াইছে। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি কথাডার অর্থ অনেক দিন ধইর‍্যা বুঝতে পারি নাইক্যা। অহন বুঝতাছি ঢাকা শহরের পাঁচ লাখ লোক– হের মাইদ্দে আবার হেই জিনিষও আছে। এই মানুষগুলার জন্যি দশ হাজার সোলজার আর দশ হাজার সশস্ত্র পুলিশ– রাজাকার আছে।

হেরও পর আরো Screw টাইট করতে হইবে। ক্যামন বুঝতাছেন? বিচ্চুগুলার টেস্টিং Attack-এ এই অবস্থার সৃষ্টি হইছে। অহনও তো আসল মাইর শুরু হয়নি। নিয়াজী-টিক্কার হানাদার বাহিনীর এই চাইর মাসেই কাপড় বাসন্তী রং হইছে। তাই-ই এসোসিয়েটেড প্রেসের খবরে কইছে, আইজ-কাইল ঢাকা এলাকার হগ্‌গল ব্রিজেই গার্ড বাড়াইছে।

এই দিকে আবার এডা কি হুনতাছি? উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর লেঃ জেনারেল আজর সা'ব আবার এক হপ্তার জন্যি ঢাকায় আইলো ক্যান? নাকি অহন উপর তলার মাইদ্দেই গ্যান্‌জাম শুরু হইছে? হেই দিকে আবার জেনারেল ওমরের নাকি খবর পাওয়া যাইতাছে না।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম কপিকলে পড়ছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার অহন কপিকলে পড়ছে।

২ আগস্ট ১৯৭১

খাইছে রে খাইছে। করাচীর সান্ধ্য দৈনিক লিডার কাগজে একটা জব্বর খবর ছাপা হয়েছে। এই খবরে বলা হয়েছে যে, ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত রাজনৈতিক দলগুলো বেআইনী ঘোষণার ব্যাপারটা পরীক্ষা করে দেখছেন। মুসলমান-মুসলমান ভাই-ভাই, চিৎকার করে যে দেশ গঠন করা হয়েছে, সেখানে সিন্ধি, বেলুচি, পাঠন– সবকিছু বাইড়াইয়া একাকার করা হবে। লিডার কাগজে বলা হয়েছে, এখন বেলুচিস্তানের ইউনাইটেড ফ্রন্ট ও খান আব্দুস সামাদ আচকজাই-এর পাখতুন খাওয়া আর সিন্দুর মাহাজ পার্টি ও জি.এম. সৈয়দের ইউনাটেড ফ্রন্টকে বেআইনী ঘোষণা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কেননা এইসব পার্টি অবিরামভাবে খালি নিজেদের দাবি উত্থাপন করে নিজেদের এলাকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করছে– এরা কোনো সময়েই পিন্ডি-মার্কা ইসলাম আর পাকিস্তানের জন্য দরদ দেখায় না।

পশ্চিম পাকিস্তানের খবরের কাগজগুলার উপর পূর্ণ সেন্সরশিপ জারি করে আর সমস্ত ধরনের রাজনৈতিক সভা-সমিতি বন্ধের অর্ডার দেওয়ার পরও ইসলামাবাদের সাত-জেনারেলের সামরিক জান্তা এখন সেখানকার সমস্ত বেয়াদব পার্টিগুলারে বেআইনী করণের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু ভাইসব লিডার কাগজের রিপোর্টডা এইখানে শ্যাষ হইলে আমি এইডার কথা কইতামই না। ইস পর্চেমে আউর ভি লিখ্‌খিস্‌। কেয়া লিখ্‌খিস্‌? যদি ভিমরি না খান তয় কইতাছি। এবারের নির্বাচনে বাংলাদেশ, বেলুচিস্তান আর সীমান্ত প্রদেশ থাইক্যা একটাও সিট না পাওনের গতিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া আইজ-কাইল জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস্ পার্টিরে আঞ্চলিক পার্টি হিসাবে মনে করতাছেন। তাই অন্যসব আঞ্চলিক পার্টিগুলা বেআইনী করনের লগে লগে এই পিপলস পার্টিরেও বেআইনী ঘোষণার চান্সিং রইছে। হেগো কারবার-সারবার কেমন মনে হইতাছে? কইছিলাম না, হেগো দিয়া কিছুই অবিশ্বাস নাইক্যা।

লিডার কাগজের এই রিপোর্টে আর একটুক মাজ্‌মাদার ব্যাপার রইছে। এই রিপোর্টডা হাচা না মিছা– এই সম্পর্কে গবর্ণমেন্ট থাইক্যা কোনোই আও শব্দ করা হয় নাইক্যা। কেইসটা কি? করাচীর এক্সপার্টরা মনে করতাছেন লিডার কাগজের এই রিপোর্টডা আসলে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের Advissor রাই সাপ্লাই করছেন। হেরা দেখতে চায় এই রকম কারবার করলে হেগো পাবিলকগো মাইদ্দে কি রকম Re-action হয়। ভুট্টো সা'বের পিপল্‌স পার্টি পাওয়ারে আহনের লাইগ্যা খুবই ঘ্যানর-ঘ্যানর করতাছে বইল্যা এইডার চোটপাট্‌ডা একটু কমানোর দরকার। তিনডা মুসলিম লীগ, দুইডা জামাতে উলেমা, পি.ডি.পি. নেজামে ইসলাম আর জামাতে ইসলামী পার্টিরে ব্যান করা না করা সমান কথা। হেইগুলা তো ভেড়া। আগের থাইক্যাই লেজ গুটাইয়া তু করণের লগে লগে পা চাট্‌তে শুরু করছে।

কিন্তু এই দিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? ঢাকা থেকে এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা এক সিংহাতিক রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। কুমিল্লা শহর এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মানে কিনা ঢাকার লগে কুমিল্লার যাতায়াত পরায় বন্ধ হওনের উপক্রম হইছে। কারণ বি-ই-চ্ছু। মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলার কায়কারবার খুবই বাইড়্যা গেছে। আমেরিকান ডিনামাইট আর চীনা Hand-Grenade-এর বাড়ির চোটে এক মসে দুইবার কুমিল্লা আন্দার হইছে আর টাউনের থনে তিরিশ মাইল উজানের বড় ব্রিজডা অক্করে গায়েব। এর মাইদ্দে আবার বিচ্ছুগুলা কুমিল্লা টাউনের দেয়ালে পোস্টার লাগানো ছাড়াও হ্যান্ডবিল বিলি করতাছে। ভাইসব গাবুর মাইর আর ছেরাবেরা কারবার শুরু হওনের টাইম আইছে। আপনারা গেরামে গেলে ভালো হয়। সমস্ত কুমিল্লা শহরে এখন একটা ক্যাডাভ্যারাস অবস্থা। সন্ধ্যা হইলেই খালি গুলির শব্দ পাওয়া যাইতাছে।

এই রকম একটা কুফা অবস্থায় টিক্কা-নিয়াজীর সোলজাররা কুমিল্লা টাউনে মাইক দিছে 'আপ লোককো ডরনে কা কই বাত নেহি হ্যায়।' কিন্তু হেরা নিজেরাই ডরাইয়া রাইত-বিরাইতে ক্যান্টনমেন্ট থাইক্যা বাইরান বন্ধ করছে। এইদিকে ময়নামতী থেকে অবিরাম ঢাকার ইস্টার্ন কম্যান্ড হেড কোয়ার্টারে মেসেজ যাচ্ছে 'পাডাও, পাড়াও আরো সোলজার পাডাও।' না হইলে কিন্তু সেনাপতি ইয়াহিয়া যখন মঙ্গলবারে কুমিল্লায় আইবো, তহন তার লাইফ খতরনাক হইতে পারে।

এই দিকে ফেনীও আন্ধার হইয়া গেছেগা। মুক্তি বাহিনীর তুফান জাঁতির চোটে যখন হানাদার সৈন্যদের ত্রাহিমধুসূদন ডাক শুরু হয়েছে আর বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে খেইলটা 'জিওট' বান্দতে শুরু করছে তখন চাইর মাস বাদে সেনাপতি ইয়াহিয়ার বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা সফর করণের চিরকিৎ হইছে। এই চাইর মাসে জেনারেল আব্দুল হামিদ খান দুইবার, বিমান বাহিনীর প্রধান এয়ার মার্শল এ. রহিম খান একবার, নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস এডমিরাল হাছন সা'ব একবার আর সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর লেঃ জেনারেল আজর সা'ব একবার কইর‍্যা বিচ্ছুগো কারবার দেইখ্যা গেছেন। এছাড়া লেঃ জেনারেল পীরজাদা ও জেনারেল ওমরও গোপনে 'যাদু-এ-বঙ্গাল' ট্যুর করছেন।

এরপর আমেরিকান সাপ্তাহিক পত্রিকা টাইমে যখন ভাঙা ফুটা কইরা কইছে 'কম করে হলেও দখলদার সেন্যদের আহতের সংখ্যা দশ হাজারের উপর আর যেসব মীরজাফর-মার্কা লোক এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে তাদের মধ্যে নিদেন পক্ষে পাঁচশ জনকে গেরিলারা হত্যা করেছে' তহন ইয়াহিয়া সা'বের টনক নড়ছে। হেতনে দুই-দুইবার ট্যুর 'কেনচেল' করণের পর এখন বলীর পাঁডার মতো কাঁপতে কাঁপতে Internal Affair দেখতে আইতাছেন। আল্লায় জানে কপালে না জানি কি আছে?

হ-অ-অ এই দিকে রাও ফরমান আলী একটা ফাস্ট কেলাশ অর্ডার দিছেন। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকারে Normal প্রমাণ করনের লাইগ্যা, আগামী জুমেরাত থাইক্যা রাজশাহী, যশোর ও কুমিল্লা বোর্ডের S.S.C. পরীক্ষা হইবো বইল্যা এলান

করছেন। কিন্তুক ব্যাডায় এই ঘোষণার মাইদ্দে একটুক ভুল কইর‍্যা ফেলাইছেন। কেননা রাও সাহেব কইছুইন ডাহিনা মুড়া দিয়া লেখাইন্যা পোলাগুলার 'এমতেহান' মানে কিনা পরীক্ষা কেবলমাত্র ঢাকার মোহাম্মদপুর সেন্টারে হইবো। ক্যানো, এরা আবার মফঃস্বল থাইক্যা কষ্ট কইর‍্যা ঢাকা আইবো ক্যান? হেগো পরীক্ষা রাজশাহী, যশোর, কুমিল্লা এলাকায় লইতে কি ঠ্যাং কাঁপে নাকি? ও-অ-অ বুঝছি, শিক-কাবাব খাওইন্যা এসব হেই জিনিষ আগেই মফঃস্বল থাইক্যা ঢাকায় ভাইগ্যা আইছে। তাই সেকেন্ডারি স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার জন্য এদের মফঃস্বলে পাডানো খুবই Risky মনে হইতাছে। এতে লজ্জার কি আছে? একটু সোজাভাবে ঘোষণা করলেই হতো। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের ক্যাঁচকা মাইরের গতিকেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। ও-অ-অ ছোট ভাইয়ের ওয়াইফ যেমন ভাসুরের নাম মুখে লয় না, হেরা তেমনি মুক্তি বাহিনীর নাম মুখে আনতে পারবো না। কি রকম একটা কুফা অবস্থা। তবে বিচ্চুগুলার ভরভরা মাইরের ঠ্যালায় আইজ-কাইল হেগো মুখে কথা ফুটতে শুরু করছে। হেরা অহন বাঃ বাঃ বাঃ করতে শুরু করছে। ডোজটা আর একটুক বাড়লেই পুরা 'বাবা' উচ্চারণ করবো।

একটা ছোট্ট ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। বছর পনেরো আগেকার কথা। আমাগো ঢাকার নাজিরা বাজারের এক রিকশাওয়ালা ফুলবাড়িয়া রেল ষ্টেশনে একটা প্যাসেঞ্জার পাইলো। অক্করে ফুলবাবু। কানের বারান্দা থাইক্যা একটা বিড়ি বাইর কইর‍্যা জিগাইলো, 'যাইবেন কই সা'ব?' উত্তর এলো, 'বিশ্ববিদ্যালয়।' আমাগো রিকশাওয়ালা মাতাডা চুলকাইয়া কইলো, 'জন্মের থনে ঢাকায় আছি, কিন্তুক বিশ্ববিদ্যালয় কোন্হানে এইডা তো চিনলাম না।' প্যাসেঞ্জার একটু মুচ্কি হেসে বললো, 'চলো তোমায় আমি দেখিয়ে দেবো।' মিনিট দশ বাদ মেডিকেলের কাছাকাছি আইতেই প্যাসেঞ্জার কইলো, 'আরে থামো, থামো বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে গেছি।' রিক্শা থামাইয়া পহা বুইঝ্যা লইয়া আত্কা রিকশাওয়ালা Gentleman রে ডাইক্যা কইলো, 'সাব একটা কথা কমু। লেখাপড়া হিকি নাইক্যা, কিন্তু ঢাকা টাউনের সব চিনি। আপ্নে যদি পয়লাই আংরেজীতে না কইয়া বাংলায় কইতেন University ত্ যামু তয় তো পংখীরাজের মতো কখন আপনারে এইখানে আইন্যা হাজির করতাম। যেখানে সেখানে ইংরাজিতে বিশ্ববিদ্যালয় কইবেন না। বাংলায় University কইবেন– বুঝছেন?

হের লাইগ্যাই কইছিলাম খাইছে রে খাইছে। করাচীর সান্ধ্যা দৈনিকে জব্বর খবর ছাপাইছে।



৩ আগষ্ট ১৯৭১

মাদারীর খেইল শুরু হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানে আইজ-কাইল মাদারীর খেইল শুরু হয়েছে। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এক অদ্ভুত ধরনের পররাষ্ট্র নীতি গ্রহণ করে

নিজেদের গা বাঁচাবার শেষ প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর কাছে সেনাপতি ইয়াহিয়ার নোমায়েন্দরা মানে কিনা প্রতিনিধিরা চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে বলছেন, 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় ইসলামিক রাষ্ট্র আইজ শেষ হওনের পথে, আপনাদের কি কিছুই করণের নাই? অন্তত আমাগো কিছু মাল-পানি দিয়া সাহায্য করুন।' ক্যামন ঠাওর করতাছেন? কালে কালে হইলো কি?– পশ্চিম পাকিস্তানে ইসলাম। হেইখানকার সা'বরা সন্ধ্যার সময় বিয়ার খাইয়া রোজা ভাঙ্গে। করাচীর নাইট ক্লাব লা-গুরমে, মেট্রোপোল, প্যালেস, তাজ আর একসেলশিয়রের ন্যাংটা লাচ আর লাহোর, পিন্ডি, মুলতান, শিয়ালকোটের বাইজীগো খেমটা নাচের মধ্যে হেরা বেয়াদবের মতো ইসলাম, ইসলাম করতাছে।

হেইখানে 'সরাব পিনে দো গল্লিমে বেঠ্‌কে, নেহী তো এইসি জাগাহ্ বাতা দে জাঁহা পর ইয়াহিয়া-ভুট্টো নেহী হ্যায়'– এইসব কারবার চলতাছে। সুদ, শরাব আর কস্‌বির চল যেখানে সবচেয়ে বেশি, তারাই আজ ইসলাম-ইসলাম বলে তারস্বরে চিৎকার করে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর সক্রিয় সাহায্য চাচ্ছে। শুধু তাই নয়, এই রকমই একটা কুফা অবস্থায় জর্দানের বাদশাহ ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারকে যে সাহায্য দিয়েছে তা উশুল করবার জন্য সেনাপতি ইয়াহিয়ার একজন মেজর জেনারেলকে আম্মানে পাঠিয়ে প্যালেস্টাইনের গেরিলাদের হত্যার Blue-print মানে কিনা মানুষ মারণের নয়া Tactics বলে দিয়েছেন। প্যালেস্টাইনের গেরিলা নেতা ইয়াসির আরাফাত এই ছিক্রেট কতাডা Disclose করেছেন।

এর মাইদ্দে আবার ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার গণচীনরে বুঝিয়েছেন, 'আমরাই হচ্ছি চীনের আসল দোস্ত। সবচেয়ে ভালো প্রতিবেশী। আপনারা আমাগো কাছে যা চাইবেন তাই-ই পাইবেন। সিল্ক রুট বানাইয়া আপনারা আমাগো জব্বর মহব্বতের দড়ি দিয়া বাঁধছেন। এর উপর আবার তক্ষশীলায় আর জয়দেবপুরে আপনারা গোলাগুলি বানাইবার কারখানা কইরা দিছেন। বিচ্চুগুলা জয়দেবপুরের ফ্যাক্টরিটা নষ্ট কইর‍্যা দিলেও তক্ষশীলারডা ভালোই মাল বানাইতাছে।

এর লগে লগে আপনারা আবার আমাগো সবচেয়ে দুর্দিনে তৈরী মাল পাডাইয়া সাহায্য করেছেন। তাই ওয়াদা করলাম, বাংলাদেশের গ্যানজাম মিটালেই পাট, চা আপনাগো পাডামু। কিন্তু এখন যে বিচ্চুগুলার মাইরের চোটে আন্ধার দেখতাছি– এর কি কোনোই দাওয়াই নাইক্যা? গেরিলা যুদ্ধডা তো আপনারাই আবিষ্কার করছেন?– তা এই গেরিলা যুদ্ধের মোকাবিলা করার কি কোনো বুদ্ধিই আপনাগো কাছে নাই? চীন থনে গেরিলা ট্রেনিং লইয়্যা যে কম্যান্ডো বাহিনী তৈরী করছিলাম বাংলাদেশে যুদ্ধ লাগনের পর তাগো কোনো খবর পাইতাছি না। আর বাকি সোলজাররা তো বিচ্চুগোর মাইরের চোটে এই চাইর মাসই ছেরাবেরা হইয়া গেছেগা।

এদিকে মার্কিনীগো লগে তো ইসলামাবাদের সাত-জেনারেলের সামরিক জান্তা তেলেসমাতি কারবার করছে। ওয়াশিংটনে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের প্রতিনিধি

আগা হিলালী সাফ কইছে, 'আমার ছদর ইয়াহিয়া হইতাছেন, চিয়াং কাইশেক দিয়েম-সিগম্যান রী'র অক্করে এক রক্তের ভাই। এছাড়া সেনাপতি ইয়াহিয়া হইতাছেন নাদির শাহের বংশধর। এশিয়ায় ক্যাপিটালিজমরে বাঁচাইবার জন্যি ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার ওয়াদা করছে।

আমরা এর মাইদ্দেই আওয়ামী লীগারদের লগে লগে বাংলাদেশে আনি-দুয়ানি গো যে সামান্য বিছন আছে, সেগুলাও শেষ করতাছি। বাংলাদেশের কেইস কিন্তুক হাতের বাইরে চইল্যা যাইতাছে। হেইখান আজ-কাইল বিচ্ছুগুলা খুবই উৎপাত শুরু করেছে। আমাগো অস্ত্রপাতি আর মাল-পানি দিয়া সাহায্য না করলে আমরা কিন্তু নতুন মামুগো কোলে যাইয়া বইমু।' ক্যামন আন্দাজ করতাছেন!— ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের পররাষ্ট্র নীতি কোন্ স্টেজে যাইয়া হাজির হইছে! হেগো স্টেজ একটাই— বাংলাদেশের গাড়ার মাইদ্দে আটকা পইড়্যা গায়ের চামড়া বাচানোর জন্যি ইয়াহিয়া-টিক্কা-পীরজাদার দল অহন যে কোনো দাসখত লেখনের লাইগ্যা এক ঠ্যাং-এ খাড়া হইছে।

কিন্তুক কারবারটার মাইদ্দে কেমন জানি এথি-উথি মনে হইতাছে। মধ্য প্রাচ্যের আরব দেশগুলো বাংলাদেশের আসল ব্যাপারডা জানতে পেরে অহন বেশ খানিকটা দো-মনা হইয়া পড়ছে। কায়রো, বৈরুত-দামাস্কাসের খবরের কাগজে বাংলাদেশের রিপোর্ট বাইরানের গতিকেই এই অবস্থা হইছে। এই দিকে আবার গণচীনের কম্যুনিস্টদের মাইদ্দেও কেমন জানি একটু দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে বইল্যা খবর পাওয়া যাইতাছে।

আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তুফান ফাটাফাটি কারবার চলতাছে। সিনেটর এডওয়ার্ড কেনেডী, সিনেটর গ্যালাঘার মিল্ল্যা নিক্সন সরকাররে অক্করে হোতাইয়া ফেলাইছে। হেগো এই কমিটি ১৪-৭ ভোটে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকাররে সাহায্য দেয়া বন্ধ করছে। আমেরিকার খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশন বাংলাদেশের ব্যাপারে দিনের পর দিন ধইর‍্যা Publicity দিতাছে। World ব্যাংকের রিপোর্টের ধূনকররা যেমতে তুলা ধোনে হেই রকমভাবে জঙ্গী সরকারকে ধূনছে। এক রিপোর্টের ঠ্যালায় Aid Pakistan consortiom-এর হগ্‌গল সাহায্যই বন্ধ হইয়া গেছে। ব্রিটেন, ফ্রান্স, সুইডেন, ইটালি, জাপান, পশ্চিম জার্মানির সব্বাই সেনাপতি ইয়াহিয়ারে 'ঘাউয়া' কইয়া টাকা-পয়সা দেওন বন্ধ করছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টের মধ্যে এখন মারপিট শুরু হইছে। ওয়াশিংটন স্টার কাগজে কইছে ঢাকা আর ইসলামাবাদের আমেরিকান দূতাবাসের অফিসারগো মাইদ্দে কথা কওন পরায় বন্ধ। আইজ-কাইল হেইখানে বাঙালি আমেরিকান আর পাঞ্জাবি-আমেরিকান বইল্যা দুই রকমের আমেরিকান তৈরী হইছে। ঢাকার মার্কিনী দূতাবাসের স্টাফ গণহত্যা দ্যাখনের পর এর মাইদ্দে ওয়াশিংটনে এক দরখাস্ত পাডাইয়া ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের সমস্ত রকমের সাহায্য বন্ধের কথা কইছে। মার্কিন কনসাল জেনারেল মিঃ ব্লাড এই দরখাস্তের কোণায় দস্তখত করছেন। এইডা টের পাইয়াই মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড সাব ইসলামাবাদ থনে তার নম্বর 'টু' সিডনী সা'বরে ঢাকায় পাডাইছেন। সিডনী সা'ব ঢাকায় আইস্যাই কসনাল জেনারেল

আর্থার ব্লাডরে জেনারেল টিক্কার লগে মোলাকাতের কথা কইলো। কিন্তুক মিঃ ব্লাড ঢাকায় ভয়াবহ্ গণহত্যা দেখনের পর খুনী টিক্কার লগে দেখা করতে অস্বীকার করলো। হেতনে কইলো, 'চাকরির লাইগ্যা পরওয়া করি না– কিন্তু নরঘাতক টিক্কার চোহরা দেখুমনা।' ব্যস্ মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্যারল্যান্ড সাব অক্করে রাইগ্যা টং– চব্বিশ ঘন্টার লোটিশে ব্লাড সা'ব ওয়াশিংটনে ফেরৎ গেলেন।

রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড সা'বের আবার একটুক পুরানা ইতিহাস আছে। ইনি যখন জাকার্তায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত আছিলেন, তখন হেইখানে পনেরো লাখ ইন্দোনেশীয় লোককে হত্যা করা হইছিল, আবার ব্যাডায় যহন ইসলামাবাদে আইছে, তখন বাংলাদেশে দশ লাখ নিরীহ মানুষরে খুন করা হইলো। তয় কি বাংলাদেশ আর ইন্দোনেশিয়া এই দুইডা জায়গার গণহত্যার প্ল্যান এই ফারল্যান্ড সা'বই দিছে? ব্যাডার নাম আবার সি.আই.এ-র লিস্টির মাইদ্দে রইছে। কিন্তু এইবার যেমন বাঙালিগো গাবুর মাইরের চোটে হের বুদ্ধিতেও আর কুলাইতাছে না। ওয়াশিংটনের থনে তুফান গাইল খাইতাছে– বাংলাদেশেও কন্ট্রোল হইলো না, আবার সাত-সেনাপতির জান্তা নতুন মামুর কোলে বহনের ডর দেখাইতাছে। কেইসটা কি? Mango-Gunny Bag মানে কিনা আম-ছালা দুইডাই যাইবো নাকি?

হেইর জন্যই কইছিলাম– মাদারীর খেইল শুরু হইছে। পশ্চিম পাকিস্তানের আইজ-কাইল মাদারীর খেইল শুরু হইছে।



৫ আগস্ট ১৯৭১

এঃ হেঃ হেইদিকে বিসমিল্লাহ হয়ে গেছে। সিলেট থনেই কারবারডা শুরু হইলো। পরায় সাড়ে চাইর মাস লড়াই হওনের পর মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগুলা এই পয়লা সিলেটের গোরস্তানে একটা C-131 প্লেন ফালইছে। বহু মালপানি খরচ কইর্য্যা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার তার চাচা মানে কিনা মার্কিনীদের কাছ থেকে সৈন্য আর রসদ বহনের জন্য যেক'টা C-131 পরিবহন বিমান আনছিল, তার পয়লাডা কতল হইলো। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার রাস্তাঘাট আর রেললাইন গায়েব হওনের গতিকে জাঁতির চোটে বিমান বাহিনীর পেরধান এ. রহিম খান ট্যুর কইর্য্যা এই C-131 পেলেন হানাদার সোলজারগো ঢওয়াইবার জন্য দিছিলো। ব্যস্, বিচ্ছুগুলা অহন থাইক্যা প্লেন ফ্যালনের নতুন Tactics হিক্ক্যা গেলগা। ক্যামন বুঝাতছেন? বাংলাদেশের খাল-খন্দক, গাড়া-গর্ত, ঝোপ-জঙ্গল আর ক্যাদো-প্যাকের মাইদ্দে ছ্যাল কুত্ কুত্ খেইলটা কেমন জিওট বাঁধছে। C-131 পেলেন চিনছুইন? ভিয়েতনাম থাইক্যা চাচাগো লাশ ঢওয়ায়– অহন ভাইসত্যাগো লাশ ঢওয়াইবার লাইগ্যা বাংলাদেশে আনছে।

এদিকে হেরা চিটাগাং কক্সবাজারে বম্বিং করছে। কেন হেইখানে আবার কি

হইলো? এইসব এলাকা তো আপনাগো বগলের তলায় কন্ট্রোলের মাইদ্দে রইছে। ও-অ-অ-অ বুঝছি 'হো গিয়া ভাই।' আহ্হা এইটা বুঝলেন না? তয় তো কেইসটা খুইলা কইতে হইবো। আমাগো মিটফোর্ড হাসাপাতালে বছর দুই আগে একবার এক ভোমা সাইজের কাবুলীওয়ালা পেসেন্ট আইলো। কিন্তুক ব্যাডায় অক্করে ল্যাড় ল্যাড় করতাছে। একদিনে একত্রিশবার ছোট ঘরে যাতায়াত করণের পর যহন খান সাহেব দেখলো যে, হারাদিনের মাইদ্দে বেশির ভাগ সময়ই ছোট ঘরেই থাকতে হয়– আর মাঝে-সাঝে বিছানার মাইদ্দে Rest লওনের লাইগ্যা আইতে পারে– তহন ব্যাডায় হাসপাতালে আইলো।

রাইত তখন একটা। একজন মাত্র ব্রাদার নার্স আশীজন রুগীরে সামলাইতাছে। এমন সময় কাবলীওয়ালার ছোট ঘরে যাওনের তাগিদ আইলো। কিন্তু হেরে কেউ ধইর‌্যা না লইয়া গেলে হের পক্ষে ছোট ঘরে যাওন সম্ভব না। তাই খান সাহেব সুর কইর‌্যা ডাকতে শুরু করলো, 'ব্রাদার, ব্রাদার– এই ব্রাদার কা বাচ্চা।' মিনিট পাঁচেক ধইর‌্যা হেই জিনিষ চাইপ্যা থুইয়া খু-উ-ব ডাকাডাকি করলো। ব্রাদার তহন ওয়ার্ডের আর এক কোণায় রুগীগো ইঞ্জিশন-ফিঞ্জিশন দিতাছে। হাতের কাম শ্যাষ হওনের পর ব্রাদার কাবলীওয়ালার কাছে আইস্যা জিগাইলো, 'কেয়া খান সাহেব চিল্লাচিল্লি কেঁও করতা হ্যায়?' খান সাহেব তার সাদা-পাতা খাওইন্যা হলদে-কালো দাঁতগুলা বাইর কইর‌্যা কইলো, 'হো গিয়া ভাই, কাম হো গিয়া।' হেই কারবার হইয়া গেছেগা। চিটাগাং-কক্সবাজারে হানাদার সোলজারগো অহন 'হো গিয়া ভাই' কারবার চলতাছে। না-হইলে নিজেগো কন্ট্রোলের এলাকায় বম্বিং চলতাছে কেন? আর জাহাজ থাইক্যাই বা গোলা মারতাছে ক্যান?

তেহরানের 'কায়হান' কাগজের রিপোর্টার মিঃ আমীর তেহারীর কাছে লেঃ জেনারেল টিক্কা খান বলেছেন, 'বাংলাদেশে আইন ও শৃংখলার পরিস্থিতি পুনঃপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সুদূর পরাহত। বহু জায়গা থেকে এখন পাল্টা মার আসছে আর ধ্বংসাত্মক কাজের সংখ্যা অসম্ভব বেড়ে গেছে।' ক্যামন, কইছিলাম না? অহন জাঁতির চোটে ছোট ভাইয়ের ওয়াইপ ভাসুরের নাম লইতে শুরু করছে। এ্যারেই কয় ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা।

এইদিকে আরেক খবর হুনছেন নি? ওয়াশিংটন পোস্টে কইছে, জাতিসংঘের UNICEF-এর যে চাইরশ'ডা মোটর গাড়ি বাংলাদেশে আছিলো হেইগুলার কোনো খবর পাওয়া যাইতাছে না। যাইবো কেম্‌তে? হেইগুলাতে কইরা হানাদাররা Attack করতে আইলে বিচ্ছুগুলার বাড়ির চোটে আমেরিকান মর্টার, চাইনিজ মেসিনগান আর জাতিসংঘের গাড়ি– সবকিছু একাকার হইয়া গেছেগা। দান-খয়রাত, রিলিফ-সাহায্য এই সবের নামে যত কিছু পাঠাইবা হানাদাররা Use করবো- আর বিচ্ছুগুলা দখল করবো। তা না হইলে বিচ্ছুগুলা হাতিয়ার পাইবো কোনহান থনে? মুক্তি বাহিনীর গেরিলারা এর মাইদ্দেই তো সব অস্ত্রপাতি দখল করছে যে, হেইগুলা স্টক কইর‌্যা রাখনের লাইগ্যা নতুন গুদাম বানাইতে হইতাছে। মাছের তেল দিয়াই মাছ ভাজতে হইবো।

লন্ডনের অবজার্ভার কাগজে কইছে যে বাংলাদেশের হচ্‌পচ্‌ মার্কা রাস্তার মাইদ্দে ইয়াহিয়ার সোলজাররা যাতায়াতের ব্যাপারে মহা-মুছিবতে পড়ছে। যে কয়ডা ধ্বচা-মারা হেলিকপ্টার আছে হেইগুলাও বিশেষ কামে আইতছে না। 'সিলেট-চিটাগাং, কুমিল্লা-নোয়াখালী, রংপুর-দিনাজপুর আর যশোর-কুষ্টিয়ার বিরাট এলাকা অহন বিচ্ছুগো কন্ট্রোলের মাইদ্দে আইছে। আর খোদ ঢাকা শহরের মতিঝিলে পর্যন্ত দালাল হত্যা শুরু হইছে। রাস্তার পোলাপানে পর্যন্ত দালালগো কয়, 'ঠিক মতন খাওয়া-দাওয়া কইরা লন, কবে না কারবার হইয়া যায়?' কি হইলো হরলিক্‌সের বোতল? মানে কিনা ছহি আজাদ কাগজের সম্পাদক ছৈয়দ ছাহাদৎ হোছেন সা'ব– আর কত দালালী করবেন? জামাতে ইসলামীর কাগজ সংগ্রাম-সম্পাদক বরিশাল নিবাসী আখতার ফারুক ফর্‌ ফর্‌ কইরা বেশি উড়াল দিয়েন না– হ্যাষে কিন্তুক পংখী হইয়া যাইবেন। আপনার ওস্তাদ গোলাম আজম কি হিসাব দিছে হোনছেন তো– নাকি হেইটুক্‌ বুঝবারও জ্ঞান নাইক্যা। ইসলামের যম গোলাম আজম কইছুইন– সাতাশ এর মধ্যেই জামাতে ইসলামীর সাতশ' রাজাকার ব্র্যাকেটে গুণ্ডা অহন আজরাইল ফেরেশতার লগে দোস্তালী করতাছে। ফারুক সা'ব ডক্টর হাছান জামান আপনারে বাঁচাইবো কেম্‌তে? হের ভাই ডক্টর মুনিরুজ্জামানরে মারছে মেলেটারিরা কিন্তুক হেরে ধওয়াইতাছে আজরাইলে।

দেখছেন নি কারবারডা– আপনাগো লগে একটুক্‌ কথাবার্তা কইতাছি আর ফাঁকের মাইদ্দে সেনাপতি ইয়াহিয়ার জব্বর কথা কইছে। ক্যারে কি কচ্ছু? 'হামি কচ্ছি আওয়ামী লীগ না হিন্দুর ভোটে জিত্‌ছে। হেগুলার তো ভোট দেওয়ার কতা ছিল না। 'রায়ট' লাগালেই হলো। হামাগোর মুসলমানরা একশ' জনের মধ্যে মাত্র বিশজন আওয়ামী লীগকা ভোট দিছে। তাও শেখ মুজিব ভয় দেখায়্যা ভোট লিছেরে! হামি কইল অনেক চিন্তা কইরা ইডা বার করছি।'

ক্যামন বুঝতাছেন? স্ক্রিনিং অফিসার আলতাফ গহর আবার ময়দানে নামছে। এই আলতাফ্যাইরে চিনলেন না? লন্ডনে কমনওয়েলথ্‌ Prime Minister's সম্মেলনে আইয়ুব খান একদিন Rest পাইছিল। হেইদিন এই আলতাইফ্যা আটান্ন-ষাট বছরের বুড়া ইয়াহিয়ার ওস্তাদ আইয়ুব খানরে পুষ্করিনীর মাইদ্দে গোসল করাইতে লইয়া গেল। এইডারে তেলেস্‌মাতি গোসল কয়। হেই পুষ্করিনীতে বিশ বছরের মেমসাহেব কস্‌বি ক্রিশ্চিয়ান কিলার খালি নেংটি পিন্দ্যা কেলী করতাছিল। এই না দেইখ্যা আইয়ুব সাবে 'ই চিস্‌তি উ নাখুরি বুদাম' কইয়া কিলারের ঠ্যাং ধইর‍্যা টান দিছিলো। তারপর বুঝতেই পারতাছেন– আংরেজী খবরের কাগজের মাইদ্দে– কি লজ্জা! কি লজ্জা! আলতাফ গহর সা'ব দৌড়াইয়া আইস্যা করাচী, লাহোর, পিন্ডি, ঢাকার কাগজগুলারে কইলো, 'খবরদার ইসলামী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সম্পর্কে এর একটা কথা যেন বের না হয়।'

সেই আলতাফ গহর আবার ময়দানে নামছে। হের বুদ্ধিতেই সেনাপতি ইয়াহিয়া লেজ তুইল্যা পর্যন্ত দেখলো না 'এইডা খাসী না পাডা।' ভড় ভড় কইরা তেহরানের কায়হান কাগজে Statement দিলো। কিন্তু ব্যাডায় একবারও চিন্তা করলো না যে গেল

ডিসেম্বরে হের মেলেটারিই Election-এ ভোট হওনের টাইমে খাড়াইয়া আছিলো। এরপর ব্যাডায় তার মেলেটারির জোয়ান গো Congratulate করছে। আর Result বাইর্যাইনের পর দেখলো প্রতি একশ' জনের ৮৫টা ভোট আওয়ামী লীগে পাইছে। মাইদ্দে ১২ডা ভোট হিন্দুর, বাকি ৭৩ ডা সব বাঙালি মুসলমানের। অন্যদিকে যে ১৫ডা ভোট আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে গেছে, তার মাইদ্দে Independent তিনডা, দুই ন্যাপে পাঁচডা আর তিন মুসলিম লীগ, পি.ডি.পি. জামাত, নেজাম আর ওলামা মিল্ল্যা সাতডা পাইছে। তবুও আলতাফ গহরের Advising-এর ঠ্যালায় সেনাপতি ইয়াহিয়া কইলো, 'আওয়ামী লীগ হিন্দুর ভোটে আর ডর দেকাইয়া জিত্ছে।'

ক্যামন বুঝতাছেন? হেগো চান্দি কি রকম গরম হইছে!

হের লাইগ্যাই কইছিলাম, 'এঃ হেঃ, হেইদিকে বিসমিল্লাহ হইয়া গেছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন খালি কাবুলিওয়ালার মতো কইতাছে, 'হো গিয়া ভাই– হো গিয়া।' আপনারাই আন্দাজ করতে পারেন কি হইয়া গেছে।

# ৬৪

**৬ আগস্ট ১৯৭১**

মহব্বত করকে ভি দেখা মহব্বত মে ধোকা হ্যায়, দালালী করকে দেখা দালালী মে ভি ধোকা হ্যায়! যা ভেবেছিলাম তাই-ই হয়েছে। ইসলামাবাদ থেকে লন্ডন আর ওয়াশিংটনে ভয়ানক দুঃসংবাদ যেয়ে পৌঁছেছে। জঙ্গী সরকার লন্ডন আর ওয়াশিংটন থেকে তাদের দুই দালাল মহারাজকে ডেকে পাঠিয়েছে। এ দুজন হচ্ছে রাষ্ট্রদূত আগা হিলালী অর ছলেমান আলী। দালালীর পরে দালালী কইর্যাও এই দুই ব্যাডায় রক্ষা পাইলো না। হেগো টাইম হইয়া গেছেগা। ফেরৎ আহনের লগে লগে এই দুইডারে গুদামে তুইল্যা রাখা হইবো। আগা সা'ব আমেরিকায় আর ছলেমান সা'ব ইংলন্ডে খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশনগুলারে কন্ট্রোলের মাইদ্দে আনতে পারে নাইক্যা। এইসব খবরের কাগজ রেডিও আর টেলিভিশনে কসাই যেমতে কইর্যা খাসীর চাম ছিলে, হেমতে কইর্যা সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের উপর কারবার করতাছে। সকাল-দুপুর-বিকাল-রাইত খবরের কাগজ খোলেন, রেডিও শোনেন কিংবা টেলিভিশন দেখেন– এ কারবার জঙ্গী সরকাররে তুলা ধোনা করতাছে। মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলার খবর ফটো দিয়া ছাপাইতাছে। আর ইংরাজিতে যে গালাগালি করতাছে হেইগুলারে একত্র করলে নতুন কিছিমের কেতাব তৈরী হইবো।

এছাড়া ছৈয়দ বজ্জাত হোসেন, ডাঃ হাসান জামান থাইক্যা শুরু কইর্যা হাজব্যান্ড ওয়াইফ His second, Her first মানে কিনা ইপিআইডিসির ছামছুল হুদা চৌধুরী, লায়লা আর্জুমান্দ বানু পর্যন্ত যে চিডিটার মাইদ্দে দস্তখত করছিল, সেই চিডিটা বিলাত-আমেরিকার একটা খবরের কাগজেও ছাপা না হওনের গতিকেই আগা হিলালী আর

ছলেমান সা'বের কপাল পুড়ছে। এর মাইদ্দে আবার একটা সিংহাতিক কারবার হইয়া গেল। লন্ডন, ওয়াশিংটন আর নিউইয়র্কে জঙ্গী সরকারের দূতাবাস থেকে দলে দলে বাঙালি অফিসাররা বেরিয়ে এসে সেখানকার মার্কেট গরম করে ফেললো। এই ব্যাপারেও আগা হিলালী আর ছলেমান সা'বের গুনাহ-এ-কবিরা হইয়া গেল। কেন হেতনরা বাঙালি অফিসারগো ঠ্যাকাইয়া রাখতে পারলো না?

ব্যস্, লেঃ জেনারেল মোহাম্মদ ইউসুফের ডাক পড়লো। সেনাপতি ইয়াহিয়া এইবার লন্ডনে ইউসুফ সা'বরে পাডাইবো বইলা ঠিক করছুইন। আহ্ হাঃ। ইউসুইপ্যারে চিনলেন না? হেই যে মেম সা'ব কসবি ক্রিশ্চিয়ান কিলারের দালাল ইউসুফ, এইডা হেই ইউসুইপ্যা। হেতনে আগেও একবার লন্ডনে হাইকমিশনার আছিলো হেই সময় ইয়াহিয়ার ওস্তাদ আইয়ুব খানরে আলতাফ গহরের লগে বুদ্ধি কইর‍্যা একটা পুকুরের মাইদ্দে কিলারের লিগ জলকেলী (থুক্কু) পানিকেলী করতে দিছিলো। ক্যামন বুঝতাছেন? সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন কি ধরনের কারবার করণের লাইগ্যা রাস্তা করতাছে।

দালালের বহুত রকম-ফের রইছে। একেক রকমের দালাল একেক কামে লাগে। কিন্তুক, কাম শ্যাষ হওনের লগে লগে দালালরা নারিকেলের ছিবড়ার মতো রাস্তা আর নালার মাইদ্দে পইড়্যা থাকে। না হইলে বিচ্চুরা হেইরকম কইর‍্যা দেয়। দালাল কত রকমের আছে জানেন। পরায় তেইশ রকমের দালাল রইছে। এইগুলারে আনি দুয়ানি খুচরা কইতে পারেন। এর মাইদ্দে কাড়ুয়া-দালাল, নিম-দালাল, আতি-দালাল, পাতি-দালাল, ঘেটুদালাল, চাম্চা-দালাল, উপ-দালাল, এছলামী-দালাল, রাজাকার-দালাল, ইউ.জি. দালাল, আর ফুককে দালাল বইলা আইজ-কাইল একটুক্ বেশি রকম চিরকিৎ হইছে। এছাড়াও রইছে দালাল সম্রাট আর দালাল মহারাজ। অহন কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বুঝতে পারবেন। যেমন ধরেন ঘেটু-দালাল— রংপুরে আবুল কাশেম। আদি বাড়ী আসামের মাইনকার চরে। চাম্চা দালাল—জয়পুর হাটের আব্বাস আলী। আদি বাড়ী পঃ বাংলায়। রাজাকার-দালাল— পাবনার ক্যাপ্টেন জায়েদী। ইন্ডিয়ান রিফিউজি। ইউ জী-দালাল— এগো পরায় সবাই খবরের কাগজে কাম করে। কিন্তু বেনামীতে লিইখ্যা মাল-পানি কামাইতাছে— যাউকগ্যা আইজ আর হেগো নাম কইলাম না।

এসলামী দালাল— ইসলামের যম, গোলাম আজম। চামচা-দালাল— আলহাজ্ব জহির উদ্দিন— আদিবাড়ী কলিকাত্তায়। ফুচ্‌কে-দালাল— ভেরবের এস.বি. জামান— ব্যাডায় কি জানি একটা খ্যাডামেডা কারবারের মাইদ্দে পইড়্যা Arrest হইয়া গেল নাকি? নিম-দালাল— হরলিক্সের বোতল ছৈয়দ ছামাদ হোসেন। বাড়ী আসামের হেই দিকে। কাড়ুয়া-দালাল—পাকিস্তান অবজার্ভারর মাহবুবুল হক, চোষ্ পাজামা মাহমুদ আলী। আর দালাল সম্রাট ফকা-ফরিদ, খাজা খায়ের, সবুর গয়রহ্ ওহ্ হো দালাল মহারাজগো কথা কই নাই। নাঃ। হেইডার মাইদ্দে কো-অপারেটিভ ব্যাংকের টাকা মারুইন্যা গোপালগঞ্জের ঠাণ্ডা মিয়া আর এ্যালেন বেরীর ড্রাম হরিবল হকের মতো লোক রইছে।

এই দিকে আর একটা কারবার হুনছেন নি? ঢাকার রমনায় বেইলী রোড ধইর‍্যা

যাইতে থাকলে আত্‌কা দেখবেন একটা বাড়িতে কোনো নম্বর নাইক্যা। এই লাল-দোতলা এগারো নম্বর বাড়িতে আইজ-কাইল তেলেসমাতি কারবার হইতাছে। এইখানেই দুইডা হেই জিনিষের অফিস– একজন হইতাছে কর্ণেল মুখতার সাইয়িদ, আর একজন মেজর নাসের। মনে পড়ছে? মনে পড়ছে? এই দুইজনাই ভোগাচ্ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় সাক্ষী তৈরী করছিল। এইবারও মেলেটারি ইনটেলিজেন্সের এই দুই ব্যাডায় বঙ্গবন্ধুর মামলার জন্যি ১১ নম্বর বেইলী রোডে বইস্যা বিলাফ সাক্ষী বানাইতাছে। হেইখানে খবরের কাগজের একেক জন রিপোর্টার আর ফটোগ্রাফাররে লইয়া যাইয়া পাঁচ-ছয় পৃষ্ঠা টাইপ-করা কাগজের মাইদ্দে সি.আর.পি.সি-র ১৬৪ ধারা মতো দস্তখত লইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করতাছে। ঢাকার খবরের কাগজের এডিটররা এই অফিসে বইস্যা কাড়ুয়া-দালালী করতাছে। হেরা কইয়া দিতাছে যে পেরতেক্‌টা Statement-এর মাইদ্দে ফলসিং কইর্‌্যা হইলেও কইতে হইবো আওয়ামী লীগওয়ালারা পয়লা মার্চ থাইক্যা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত খুবই অত্যাচার করছে– না হইলে কেইসটা ঠিক মতন সাজানো যাইবো না। ক্যামন বুঝতাছেন হেগো কারবার-সারবার?

হ-অ-অ-অ। এই দিকে বিচ্চুগো কারবার হুনছেন নি? সিলেট টাউনে ১৪ই আগষ্ট ডেপুটি কমিশনারের অফিসের উপর পত্‌পত্‌ কইর‍্যা বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ উড়তাছে। সুনামগঞ্জ টাউনেও হেই কারবার। কেইসডা কি? বিচ্চুগুলার ডরে আইজ-কাইল রিক্সার টায়ার ফাটলে পর্যন্ত আওয়াজের চোটে মছুয়াগুলা হাতের মেশিনগান মাডিতে থুইয়া দুই হাত উপরে তুইল্যা খাড়াইয়া পড়ে। How to surtrender? মানে কিনা কেম্‌তে মাফ চাই মহারাজ কইতে হয়, এর একটা স্পেশাল ট্রেনিং হওনের পর এই রকম কারবার শুরু হইছে। পরায় সাড়ে চাইর মাস ধইর‍্যা টাঙ্গাইল-ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গলের আশেপাশে যাওনের জন্য যতবারই মছুয়াগুলা টেরাই করছে, ততবারই বিচ্চুগুলার গাবুর মাইরের মুখে ফাতাফাতা হইয়া অহন আসমান দিয়া যাইয়া জঙ্গলে খামুখা বম্বিং করতাছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাগুলা বাংকারের মাইদ্দে বইস্যা হাসতাছে।

আর ঢাকা টাউনে বিচ্চুগুলার টেস্টিং কারবারে টিক্কা সা'ব ১৪ই আগস্ট পুলিশ-মেলেটারির প্যারেড বাদ দিয়া গুণ্ডা সমাবেশ থুক্কু রাজাকার সমাবেশের ব্যবস্থা করছেন। এই দিকে বিচ্চুগুলা যেভাবে মালীবাগ আর সিদ্দিরগঞ্জের পাওয়ার স্টেশন ডাবিশ্‌ করছে, হেইডা যাতে মাইষে টের না পায় তার জন্যে নয়া মামু–শ্যাম চাচাগো কাছ থনে পাওয়া জেনারেটর ট্রাকের উপর বহাইয়া ঢাকা-কুর্মিটোলায় ঠ্যাকা কাম চালাইতাছে। হেইদিন তো ঢাকার Hotel Intercontinental-এ একটা ছেরাবেরা কারবার হইছে। জেনারেল পিঁয়াজীর Prestige অক্করে ঢিলা হইয়া গেছে। মেলেটারি ঘেরাও করা হোডেলডাতে হাত বোমার ঠ্যালায় একজন আমেরিকান ছাড়াও ১৯জন মছুয়া জখমি হইছে। আমেরিকার টাইম ম্যাগাজিনের মিঃ ডেভিড গ্রীণওয়ে বিচ্চুগুলার এইরকম কারবার না দেইখ্যা অক্করে তাজ্জব বইন্যা গেছেন। ভিয়েতনামের সাফান আর ঢাকা টাউনের মাইদ্দে কোনোই ফারাক নাইক্যা। ছুঃ মন্তর ছুঃ। দিনে সোলজার রাইতে বিচ্চু।

৭ আগস্ট ১৯৭১

বাঘইর। বাঘইর। নাম শুইন্যা ডরাইয়েন না। এমৃতেই একটা আওয়াজ করলাম আর কি? বচ্ছর কয়েক আগেকার কথা। একদিন সকালে ঢাকার আলুর বাজারে খাসীর গোস্ত কিনতে গেছিলাম। আমার ওয়াইপ আবার এই আলুর বাজার আর মৌলবী বাজার ছাড়া আর কোনো বাজারের গোস্ত Like করে না। বাজারে যাইতেই সিদ্দিক বাজারের মোড়ের দেয়ালডায় একটা বিজ্ঞাপন নজরে আইলো– লাহোরের একটা উর্দু বায়স্কোপের বিজ্ঞাপন। সাবিহা-সন্তোষ অভিনীত 'বাপ-কা-গুনাহ্।' বার দু' পড়লাম– না ঠিকই ল্যাহা আছে 'বাপ-কা-গুনাহ।' তহন চিন্তা করলাম ডাহিনা মুড়া দিয়া লেখইন্যা ব্যাডাগুলা 'বাপ-কা-গুনাহ্'র মাইদ্দে যহন তাহজীব ও তমুদ্দুনের মানে কিনা সংস্কৃতির গন্ধ পাইছে, তহন এর পরের ছবিডার নাম তো 'মা-কা-বদমাইশি' ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। কেমন সুন্দর মিল রইছে 'বাপ-কা-গুনাহ' আর 'মা-কা-বদমাইশি'র মধ্যে। কিন্তুক পরে এই কারবারের মাজমাডা বুঝতে পারলাম। আসলে এইডা হইতাছে 'আইয়ুব-কা-গুনাহ' আর 'ইয়াহিয়া-কা-বদমাইশি।'

এই ব্যাডায় বদমায়েশ না হইলে পঞ্চান্ন পৃষ্ঠা ধইরা ছাপার অক্ষরে মিছা কথা লিখতে পারে? আবার এই পঞ্চান্ন পৃষ্ঠার চিডির লগে সাতাত্তর পৃষ্ঠা ব্যাখ্যা দিছে মানে কিনা মাইনষে চিডি লেখনের পর যেমৃতে পুনঃ কইয়া এক আধডা লাইন লেখে, হেই রকম সেনাপতি ইয়াহিয়া পুনঃ-র কারবার হইছে সাতাত্তর পৃষ্ঠা। এইডারেই কয় বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।

খত্ মানে চিডি– মানে খত্। কত রকমের চিডি-পত্র আছে জানেন? একত্রিশ রকমের। সবগুলার নাম কওন সম্ভব না। এর মাইদ্দে পিতার পত্র, মাতার চিডি, দোস্তের খত্, বসের লেটার ছাড়াও আবেদনপত্র, নিয়োগ পত্র, ছাড়পত্র, গোপন চিঠি, হুমকি চিঠি, খোলা চিঠি রইছে। এছাড়াও রইছে– প্রেমপত্র আর শ্বেতপত্র। কিন্তুক হগ্‌গলের শেষে রইছে বিষ্ঠুপত্র। এই যে একত্রিশ রকমের খত্, চিঠি আর পত্র রইছে এইগুলা স্থান, কাল, পাত্র বিশেষে, রং বদলায়। যেমন ধরেন পিতার পত্র।

'স্নেহের ফকা, তুমি আজ-কাল পড়াশুনায় ফাঁকি দিতেছো জানিতে পারিয়া খুবই মর্মাহত হইয়াছি। এই ভাবে বাবা-মাকে কষ্ট দেওয়া তোমার উচিত হইবে না। ডট্ ডট্। যাহা ভালো বুঝো তাহা করিবা। এইবার অনেক কষ্টে টাকা পাঠাইলাম। ইতি–আশীর্ষবাদক 'আব্বা'।

এবার দোস্তের খত্। 'প্রিয় মাহবুব, জববর কারবার করেছিস। রেলওয়ে স্ট্রাইকটা বানচালের তদবির করে জেলে যাওয়ার ব্যাপারে তোর বুদ্ধির তারিফ না করে পারছি না। তাতে তোর নেতৃত্বও থাকলো আবার রেলওয়ে স্ট্রাইকটাও বান্‌চাল হলো। এক ঢিলে দুই পাখি। কিন্তু ভাই, তুই ইলেকশনটা না করলেও পারতিস্। যাগ্‌গে, দোস্ত আজ-কাল তো

খুবই চালাচ্ছিস না। খালি একটু পাহারা নিয়ে ঘুরতে হয় এই যা। ইতি– আজিজুর রহমান বিহারী। প্রযত্নে দৈনিক ব্ল্যাক মেইল।'

আর বিচ্ছু পত্র। 'ঠাণ্ডা মিয়া দশ টাকা পাডাইলাম। ঠিক মতন খাওয়া-দাওয়া কইরা লন। যে কোনো টাইমে কারবার হইতে পারে। আপনার নাম কিল্লুক লিস্টির মাইদ্দে উড্ছে।'

ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের শ্বেতপত্র আবার অদ্ভুত আর অপূর্ব ব্যাপার। মাসের পর মাস আর বছরের পর বছর ধইর‍্যা ছাড়া ছাড়া ভাবে যেসব মিছা কথা কওয়া হইছে, আর নিজেগো দোষ ঢাকনের লাইগ্যা যেসব মিছা কথা কওন লাগবো হেইগুলা সোন্দর কইর‍্যা ছাপাইয়া দলিল তৈরী করণের নাম শ্বেতপত্র। ক্যামন বুঝতাছেন হেগো কারবার-সারবার?

ভোমা ভোমা মছুয়া মেলেটারি গো খাড়া কইরা থুইয়া ইয়াহিয়া সা'বের অফিসাররা ইলেকশন করলো। ইলেকশনের টাইমে কোথাও কোনো গণ্ডগোল হইলো না দেইখ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া তাঁর মেলেটারি জোয়ানগো শাবাশ কইলো। ছদর ইয়াহিয়া বাংলাদেশের ১৬৯টা সিটের মাইদ্দে ১৬৭টা দখল করণের গতিকে আওয়ামী লীগের নেতা শেখ মুজিবরে ভাবী প্রধানমন্ত্রী বইল্যা ডাক দিলো আর তেস্‌রা মার্চ পার্লামেন্টের সেশন ডাক্‌লো। এই টাইমের মধ্যে ব্যাডায় হিন্দুস্তানের কারসাজী, হিন্দুর ভোট আর ছয় দফার দেশ ভাঙ্গনের ষড়যন্ত্র কিছুই দেখতে পাইলো না। তখন সেনাপতি ইয়াহিয়া খালি বঙ্গবন্ধুরে– আরে তেল-রে-তেল। যদি শেখ সা'বরে পেরধান মন্ত্রীর টোপ ফালাইয়া বড়শিতে গাথা যায়। মানে কিনা ছয় দফারে একটুক্ বদলানো যায়।

কিন্তু বহু রকমের চেষ্টা চরিত্র কইরাও যহন দেখলো হাড্ডি। শেরে বাংলা আর সোহরাওয়ার্দী সাব যে চরকি-বাজীর মাইদ্দে পড়ছিল এইডা বড্ড শক্ত এইডা তার ধার কাছ দিয়াও নাইক্যা, তখন লারকানায় আল্ মোরতাজায় বইস্যা ইয়াহিয়া-হামিদ-ভুট্টো এক ঘরে রাইত কাটাইয়া ষড়যন্ত্র করলো। ব্যস, কথা নাই, বার্তা নাই, পহেলা মার্চ ইয়াহিয়া সাব পার্লামেন্টের অধিবেশন অনির্দিষ্ট টাইমের জন্যি পিছিয়ে দিলো। বাংলাদেশের মানুষ অক্করে 'থ' মাইরা গেল। কেইসটা কি? শেখ সাহেবের আওয়াজে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন ৩রা মার্চ থাইক্যা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত। বাংলাদেশে নতুন History হইলো। বাঙালিরা দেখাইয়া দিলো শান্তিপূর্ণ আন্দোলন কারে কয়।

১৩ই মার্চ সেনাপতি ইয়াহিয়া ঢাকায় আইলেন। আওয়ামী লীগ আর বাঙালিগো তিনি কোনো কসুরই দেখতে পাইলেন না। আইজ যারে 'রাষ্ট্রদোহী' কইতাছেন তার লগে দিনের পর দিন ধইর‍্যা আলাপ করলেন। পরায় দিনই আলাপের শেষে শেখ সা'বের ঢাকায় প্রেসিডেন্ট হাউসের গেট পর্যন্ত আউগাইয়া দিলেন। মওলবী সা'ব কোনোই গড়বড় কারবার দেখতে পাইলেন না। হেই সময়কার পাকিস্তান অবজার্ভার-মর্নিং নিউজ খুললেই প্রমাণ হইবো। ইয়াহিয়া-ভুট্টোর একটা Statement-এও অবাঙালি হত্যার কথা নাইক্যা। হেরপর হেতনরা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত ঢাকার বুকে বইস্যা মুরগির রান খাইলেন

আর বাঙালি হত্যার ষড়যন্ত্র করলেন।

২৫শা'র রাত থাইক্যা আত্‌কা হামলা দিয়া দশ লাখ বাঙালি মার্ডার করনের পর অহন শ্বেত-পত্রে কইতাছে পহেলা মার্চ থাইক্যা ২৫শে মার্চ পর্যন্ত অনেক অবাঙালি হত্যা করণের গতিকেই নাকি মেলেটারি নামাইছে। ক্যামন বুঝতাছেন? মিছা কথা কইতে কইতে যহন দেখছে যে, মহিষের মুখের মধ্যে যেই রকম ফেনা উঠে হেগো মুখের গাইলস্যার মাইদ্দে হেই রকম ফেনা উঠছে তখন হেইগুলা অক্করে ঝক্‌ঝকে অক্ষরে ছাপাইয়া ফেলাইছে।

কিন্তু বিবিসির ইস্টার্ন সার্ভিসের মিঃ মার্ক টালী তার বেতার ভাষ্যে সেনাপতি ইয়াহিয়ারে আহা-রে হেকিম কবিরাজেরা যেমতে কইরা হামান দিস্তার মধ্যে অষুধ বানায় হেমতে কইর্যা থেতলাইছে। হেতনে দুইডা মাত্র কথা কইছুইন– পয়লা 'এই শ্বেতপত্রের মাইদ্দে বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানের মেলেটারিগো বীভৎস হত্যাকাণ্ডের কোনোই কথা নাইক্যা– অথচ এইডাই হইতাছে মানব জাতির ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংস গণহত্যা। আর ইয়াহিয়া সা'ব যখন ১৯৬৭ সাল থাইক্যাই জানতেনই যে শেখ মুজিবুর রহমান ইন্ডিয়ার লগে ষড়যন্ত্র করতাছে, তখন হেরে ইলেকশনই বা করতে দিলো কেন আর পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বইল্যা ডাক দিয়া মার্চ মাসে দিনের পর দিন ধইর্যা গুফতাগু মানে কিনা বাতচিতই বা করলো কেন? আংরেজের ভাষায় ঠিক মছুয়াগো রগ চিইন্যা ফেলাইছে। এইডাতো শ্বেতপত্র না, এইডা হইতাছে ভোগাচ-পত্র– ফল্‌স কারবার।

হেইর লাইগ্যাই চিল্লাইছিলাম– বাঘইর! বাঘইর! সেনাপতি ইয়াহিয়ারে অহন বাঘইরে পাইছে।

## ৬৬

**৮ আগস্ট ১৯৭১**

আমি যাই বঙ্গে, মরণ যায় সঙ্গে। লন্ডনের সান্‌ডে টাইম্‌স কাগজে আবার এই রকম একটা খবর ছাপিয়ে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের কুফা অবস্থাটা সব্বাইকে জানিয়ে দিয়েছেন। ইউরোপের জেনিভা থেকে খবরটা বেরিয়েছে। এই জেনিভাতে অবসরপ্রাপ্ত জনাকয়েক পশ্চিম পাকিস্তানী বুড্ডা সামরিক অফিসার গল্‌ফ খেলে জীবনের শেষ কটা দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু সেনাপতি ইয়াহিয়ার জামানায় সেটি হবার যো নেই। এই সব বুড়ো বুড়ো অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসারগো দেশে ডাক পড়ছে।

আপনারা ভাবতাছেন কেইসটা কি? কেইস ঠিকই আছে। লন্ডনের সোহো স্কোয়ার, নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়ে আর ইস্তাম্বুলের নাইল বারের মতো নানান দেশের নানান, নাইট কিলাবে যেসব চাম ঝুইলা যাওইন্যা রিটায়ার্ড আর্মি অফিসার ন্যাংটা কসবিগো ড্যানসিং দেখতাছিল– রাওয়ালপিন্ডির সামরিক ছাউনিতে এইসব বুড়ার ডাক পড়ছে। ক্যামন ঠাওর করতাছেন? এই সব বুড়া অফিসারগো আবার ঢল-ঢলা খাকী ডিরেস্‌ পরাইয়া

পশ্চিম পাকিস্তানের বর্ডারের মাইদ্দে খাড়া করাইয়া থুইবো।

কারণ ইয়াহিয়া সাব তাঁর তেল-তেলা খাসীগুলারে Sorry অফিসার-গুলারে যাদু-এ-বঙ্গালে পাঠাইছেন। স-অ-অ-ব One way traffic মানে বঙ্গাল মুলুকে যাগোই পাডাইতাছেন তাগোই আর কোনে খবর পাওয়া যাইতাছে না। হেই যে ক্যাদো আর প্যাঁকের কথা কইছিলাম হের মাইদ্দে বিচ্ছুগুলা কি জানি সব কারবার করতাছে। লন্ডনের সানডে টাইম্‌স কাগজের খবরটার মাইদ্দে আরও কইছুইন ১১ই আগস্ট রোজ বুধবার থাইক্যা পেরতেক্ দিন পি.আই.এ.-র দুইটা Flight-এ কইর‍্যা আর একটা পুরা ডিভিশন বঙ্গাল মুলুকে ঢওয়ানো শুরু হইছে।

'হ্যালো, হ্যালো নিয়াজী, ইয়ে লে-কে তোম্‌হারা পাঁচ ডিভিশন পুরা হুয়া তো?' আভি ইয়া আলী বোল্‌কে জোর Fight চালাও।'– ঢাকার থনে জওয়াব আইলো, 'হ্যালো, হ্যালো, স্যার, ইয়ে লে-কে চার ডিভিশন হুয়া–পুরা এক ডিভিশন তো Missing List মে হ্যায়।' তবুও ব্যাডায় কইবো না যে, হেইগুলা আখেরী দম ছাড়ছে। আর আজরাইল ফেরেশতার লিস্টির লগে টিক্কা-সা'বের Missing লিস্টি অক্করে কাপে-কাপ মিইল্যা গেছে।

অহন বুঝছেন শুভংকরের ফাঁকি কারে কয়? শুভংকরের ফাঁকি চারের থেকে এক গেলে চার থাকে বাকী।' Internal ব্যাপার বইল্যা বিচ্ছুগুলা পাখি মাইর‍্যা অক্করে সাবাড় কইর‍্যা ফেলাইল। হেইর লাইগ্যাই পিন্ডি-লাহোর, গুজরাট-মুলতান, মনশেরা-নওশেরা, আটক-নাথিয়াগলি, গিরগিট-স্কাউট আর ডেরা ইসমাইল খান-ডেরা গাজী খানে সেনাপতি ইয়াহিয়ার সেনাবাহিনীতে নতুন লোক লইতাছে। মওলবী সা'বে অহন পশ্চিম পাকিস্তানের বেকার সমস্যার সোন্দর সমাধান করতাছে। হাতের কাছে যারেই পাইতাছে তারেই খালি বঙ্গাল মুলুকে পাডাইতাছে। নর্দান স্কাউট, গিলগিট স্কাউট, লাহোর রেঞ্জার্স, আর্মড পুলিশ স-অ-অব হিসাবের বাইরে। বড় ভাইগো পথ ধইর‍্যা বঙ্গাল মুলুকে আইস্যা হাজির হইছুইন। আর লগে লগে বিচ্ছুগুলার গাবুর কোবানী। এইগুলা না দেইখ্যা হেইদিন আমাগো ছক্কু মিয়া কাউলারে কয় কি 'আবে এই কাউলা, রোজ রোজ এই মছুয়াগুলা ডেরেস বদলায় কেম্‌তে?' কাউলায় কইলো, 'আরে ধূর–তোর দেমাগে আর বুদ্ধি হইবো না– এইগুলা হইতাছে নানান পদের মাল। এক এক দলের এক এক রকরেম টুপী হইলে কি অইবো– আসলে হগ্‌গলেই হেই জিনিষ। ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে বেশুমার মারা যাওনের গতিকেই নতুন কিসিমের আমদানী হইতাছে।'

হায় আল্লাহ্। এই দিককার কারবার হুনছেন নি? পশ্চিম পাকিস্তানের ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সভাপতি খান ওয়ালী খান পেশোয়ার থেকে গায়েব হয়েছেন। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার কিছু অন্দাজ করনের আগেই ওয়ালী খান সাহেব অক্করে কাবুলে যেয়ে হাজির হয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'ইসলামবাদের জঙ্গী সরকারের দুধের কলসী এখন ভেঙ্গে গেছে। আর সেই ভাঙ্গা দুধের কলসির চারো মুড়া বইস্যা মেলেটারি জেনারেলগুলা ঘাউ ঘাউ কইরা কানতাছে। আমেরিকার মতো দেশ যখন ভিয়েতনামরে

কন্ট্রোলের মাইদ্দে আনতে পারেনি তখন বাংলাদেশ কন্ট্রোলের ব্যাপারে ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার তো কোন ছার!'

এই দিকে ঢাকার থনে জব্বর খবর আইছে। হেইখানে পশ্চিম পাকিস্তানী ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিরা ধ্বনা-ধ্বন সহায় সম্পত্তি বেচন শুরু করছে। ঢাকার টুণ্ডা-মার্কা খবরের কাগজের মাইদ্দে এইসব ব্যাডাগুলা বিজ্ঞাপন দিতাছে। পাঁচ মাস ধইরা পাঁচ ডিভিশন সোলজার দিয়া লড়াই কইরাও যহন ফরমান-নিয়াজীর দল হালে পানি পাইতাছে না, তখন কুয়াতে হালুয়া খাওইন্যা ব্যবসায়ী আর শিল্পপতিরা ঠাহর করতে পারছেন যে হেগো টাইম হইয়া গেছে। কেননা এরা হাড়ে হাড়ে বুঝতাছেন যে বিচ্ছুগুলার কায়-কারবার যে পরিমাণে হইতাছে তার ছ'আনি খবরও বাইরাইতাছে না। কিন্তু এইদিকে শাবাশ বাংলার মানুষ। হেরা আইজ-কাইল পোড়া কাঠ-কয়লা না হইলে ছাই আর নিমের ডাল দিয়া দাঁত মাজতাছে তবুও পশ্চিম পাকিস্তানের পেস্ট-মাজন পর্যন্ত কিনতাছে না।

এইডারেই কয় কড়া ডোজ। খেয়াল কইরেন– হেগো এইসব ফাটাফাটি সব কিছুই কিন্তুক বাংলাদেশের থনে মাল-পানি কামানোর জন্যি। হেইডার আর কোনো চান্সিং নাই দেইখ্যাই এইগুলা অহন ভাগতাছে। হেইর লাইগ্যা কইতাছি পানির দাম দিলেও হেগো টেলিভিশন, ফ্রিজ, খাট, পালং কেননডা হারাম। এর উপর আবার বিচ্ছুগুলা হগ্গল কিছুরই খবর লইতাছে। পট্‌টস কইর‍্যা কেইস গড়বড় হইয়া যাইতে পারে। মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা অহন যে আপনাগো আশে-পাশেই আছে হেইডা তো আর কওন লাগবো না। ঢাকা টাউনে তো এইগুলা ইচ্ছামতো ইলেকট্রিক বাত্তি নিবাইতাছে। আর মফস্বল? কোন এলাকা থুইয়া কোন এলাকার কথা কমু? বাকি আছিলো সেরাজগঞ্জ। হেইখানেও বিচ্ছুরা শোভাপুর বাঁধটা কাইট্যা ফেলাইছে। হেইখানে কয়েকটা ফড়িং ফর্‌ফর করতাছিল। হেইগুলারে ডট্ ডট্ ডট্ কইরা দিছে। এই না দেইখ্যা চোরা মতিন আর লেবু মিয়া 'ও মাই গড্' কইয়া অন্ধরে ভাগোয়াট্।

তিন টাকা রোজের রাজাকারগুলা বলির পাঁঠার মতো অহন খালি থরর্ থর্ কইর‍্যা কাঁপতাছে। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম– আমি যাই বঙ্গে তো মরণ যায় সঙ্গে। আরও এক ডিভিশন মছুয়া সোলজার কি সোন্দর পি.আই.এ. পেলেন কইরা সো-ও-জা আজরাইলের কোলে বওনের লাইগ্যা উইড়্যা আইতাছে। কিন্তু পালের গোদা আসল মছুয়াডা আর এই দিকে আহনের নামও লইতাছে না।

## ৬৭

**৯ আগস্ট ১৯৭১**

ট্রিক্‌স করছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া আবার ট্রিক্‌স করছে। ইসলামাবাদ থাইক্যা জঙ্গী সরকারের জব্বর ট্রিক্‌স করণের খবর আইছে। আঃ হাঃ আগেই যদি আপনারা হাইস্যা দেন তয় তো' হেগো এই কারবারডা ঠিক মতন গুছাইয়া কইতে পারুম না– সব কিন্তুক

গুলাইয়া ফালামু। রোগীর মরণের আগে যেমতে একটার পর একটা উপসর্গ দেখা দেয়– এই যেমন ধরেন যাই-ই খাইতাছে, তাই-ই Return মানে কিনা ফেরৎ আইতাছে– নাড়ীর আওয়াজ উল্ডা-পাল্ডা হইতাছে, কিংবা ধরেন হেই জিনিষ অক্করে বন্ধ হইয়া গেছে– তখন ডাক্তারে কি করে? আস্তে কইর‍্যা ব্যাগ বন্ধ কইর‍্যা আত্মীয়স্বজনরে ডাকতে কয়। এর মানে বুঝছেন? হইয়া গেছে– শেষ দমডা ছাড়নের টাইম হইয়া গেছে। এইটারেই Gentleman রা ডাক্তরের জওয়াব কয়, এলায় বুঝছেন।

ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের অহন হেই টাইম আইস্যা গেছে। ইরান থাইক্যা চাচাতো ভাই, সৌদী আরব থাইক্যা খালু, বাহরায়েন থাইক্যা হাউড়ী, কুয়েত থাইক্যা ফুপা, টার্কি থাইক্যা ভায়রা, জর্দান থাইক্যা শালী আর ওয়াশিংটন থাইক্যা শ্যামু চাচা ছাড়াও পুবের থনে নতুন মামু আইস্যা ব্যাডার মাথার কাছে খাড়াইয়া হাওয়া দিতাছে। ডাক্তার কইছে, সাড়ে চাইর মাস ধইর‍্যা বহুত ইঞ্জিশন-ফিঞ্জিশন আর দাওয়াই করছি– কিন্তু কোনোডাই কামে আইলো না। এই বিমারের লগে ভিয়েতনাম আর কম্বোডিয়ার বিমারের খুবই মিল দেখতে পাইতাছি। আমাগো ডাক্তারি কেতাবে এইডার আর কোনো ওষুধ নাইক্যা। একমাত্র উপায় ট্রিক্‌স। আমার পেসেন্ট ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার-এর মাইদ্দে বহুত ট্রিক্‌স করছে।

পয়লা শেখ মুজিবরের বাবা-সোনামনি মানে কিনা ভাবী প্রধামনন্ত্রী হিসেবে ডাক দিলো– কাম হইলো না। হেরপর বেশুমার বাঙালি মার্ডার কইরা বাহাত্তর ঘণ্টার মাইদ্দে কারবার খতম করতে চাইলো– কিন্তু কেস কাঁচা হইয়া গেলগা– হেগো আশি হাজার মছুয়া সোলজার আইস্যা বাংলাদেশের কাঁদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে হান্দাইয়া গেল। এইবার হারু পাট্টির নেতা হরিবল হক, খান সবুর, খাজা খয়ের, মাহমুদ আলী, আজম-ফরিদ, ফকাগো লইয়া খুবই হাল পাড়ালো– হেগো চাচা আর মামুরা পর্যন্ত হাইস্যা দিলো। লগে লগে আল্‌হাজ্ব জহির উদ্দিনরে ময়দানে নামাইলো– ব্যাডায় কি খুশি? ১৬৭ডা আওয়ামী লীগ মেম্বারের দশটা জোগাড় করতেই হাজী সা'বের কাপড় বাসন্তী রং হইলো। ৯৬৭ টাকার টিকিট কিন্‌ন্যা পি.আই.এ. বিমানে বেগম আখতার সোলেমানরে করাচীর থনে ঢাকায় পাড়াইলো। বেগম সাহেবা ঢাকায় বাকরখানি খাইয়া অক্করে লন্ডনে পাড়ি জমাইলেন। আচ্ছা দেখাইতাছি, কইয়া, সেনাপতি ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগ নেতাদের বিচার কইর‍্যা ফেলাইলো– কার বিচার কে করে? ইয়াহিয়া সা'ব সব চৌদ্দ বছরের ফাঁসি দিলো আর সম্পত্তি নিলাম করলো। লগে লগে খোদ ঢাকা টাউনেই বিচ্ছুগো কারবার শুরু হইলো। গাবুর মাইরের চোটে কুষ্টিয়া-যশোর, রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর-রংপুর, সিলেট-ময়মনসিংহ আর কুমিল্লা-নোয়াখালীর বিরাট এলাকার থনে মুছয়াগুলা ভাগোয়াট হইলো।

ইয়াহিয়া-হামিদ-টিক্কার দল আবার ট্রিক্‌স করলো। বাঙালি রিফিউজি ফেরৎ আননের লাইগ্যা Reception center খুইল্যা বইলো। রেডিও রিপোর্টার, টেলিভিশনের ক্যামেরাম্যান, এ.পি.পি.-র সংবাদদাতারা সব তীর্থের কাউয়ার মতো Reception

centre-এ বইস্যা মাছি মাইর‍্যা পাহাড় কইরা ফেলাইলো। হ্যাযে দেহে কি, পাঁচটা হেই জিনিষ আইস্যা হাজির হইলো। লগে লগে বাংলাদেশের গেরামের মাইদ্দে জ্যান্ত মানুষ ধইর‍্যা Reception center-এ আননের লাইগ্যা ছ্যাল-কুৎ-কুৎ ছ্যাল-কুৎ-কুৎ– মানে কিনা হা-ডু-ডু খেলা শুরু হইলো। এই খেইলের মাইদ্দেও যখন হাইর‍্যা গেল, তখন কিছু শিক কাবাব খাওয়াইন্যা মানুষরে ধুতি পরাইয়া Reception Centre-এ আইন্যা ফডো তুললো। নাহ্ এইডাও কোনো কামে আইলো না–এলায় করি কি? প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খানরে দিয়া ইন্ডিয়া আর বাংলাদেশে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বহাবার প্রস্তাব দিলো। যদি ইণ্ডিয়া টোপটা গেলে। এক ঝাপটে সদরুদ্দিন সা'বে কইলো, 'বাংলাদেশে শরণার্থীরা ফেরত গেলে হেগো লাইফের Risk নিতে পারি না।' এর পর ২৮শে জুনের বেতার বক্তৃতা মাঠে মারা গেল।

এইবার খান সাহেব তার রক্তমাখা হাত দুইটা গামছা দিয়া মুইছ্যা ইণ্ডিয়ার লগে বাতচিত্ করণের প্রস্তাব দিলো। ক্যামন বুঝতাছন হেগো ট্রিক্স-এর মাইর প্যাঁচ? লড়াই হইতাছে জঙ্গী সরকার আর বাংলাদেশের মাইদ্দে কিন্তুক মওলবী সা'ব আলাপ করতে চান শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর লগে। যদি রাজী হয় তয়তো লগে লগে চিল্লাইতে শুরু করবাম, এইডা তো ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের ব্যাপার। কিন্তুক শ্রীমতি ইন্দিরা 'নো' কওনের গতিকে ব্যাডায় কি রাগ? বাংলাদেশের কেইসটা ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের ব্যাপার বইল্যা প্রমাণ করণের লাইগ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া আবার ট্রিক্স কইরা কইলো, 'আমি কিন্তু ইন্ডিয়ার লগে লড়াই করমু, আমার লগে মামু আছে।'

'ঢাল নাই, তলোয়ার নাই, নিধিরাম সর্দার।' কিন্তুক চোটপাট আর ট্রিক্সের অন্ত নাইক্যা। বাইছ্যা বাইছ্যা বাঙালি দালাল সম্রাট হরিবল হক, চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী, বজ্জাত হোসেন আর মোহর আলীকে ফরিনে পাডাইলো। লন্ডনে নয়া History হইলো। হেইখানে ২৫ হাজার লোক জঙ্গী সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাইলো। লগে লগে পিন্ডির থনে অর্ডার আইলো রেডিওর Propaganda-র মাইদ্দে কইয়া দাও 'বাঙালি রিফিউজিরা খুবই কষ্ট পাইতাছে।' রিফিউজিরা কইলো মরণ ভালো না কষ্ট ভালো। আবার রেডিও গায়েবী আওয়াজ চিল্লাইয়া উঠলো, 'দুশমনগো মাইদ্দে Division হইছে।

বকশি বাজারের ছক্কু মিয়ার থনে শুরু কইর‍্যা দিনাজপুরের গুদরি বাজারের সের কাটু মোহাম্মদ পর্যন্ত হাইস্যা ফেলাইলো। এরপর যখন ইসলামাবাদে রিপোর্ট আইলো যে, বাংলাদেশের হানাদার সোলজারগো বাংকারগুলা পানিতে ভইর‍্যা পুকুর হইছে, আর যেগুলা ভিতরে আছিলো হেইগুলা ভিজা বুট আর কাপড় লইয়া উপরে উঠতে পারতাছে না। আর তখন ঘলঘলাইয়া বন্যার পানি কেবল বাংলাদেশে আইতে শুরু করছে– তখন হেরা মরণ কামড় দিয়া লাস্ট চান্সিংডা করছুইন। হাতের কাছে থাউক আর না থাউক ১৬৭ জন আওয়ামী লীগ মেম্বারের ৭৯ জনের ইলেকশন কেনচেলের অর্ডার দিলো– এই সব জায়গায় উপ-নির্বাচন হইবো। আর ৮৮ জনের নাম ঘোষণা করে বলেছেন, 'এদের মেম্বারশিপ বহাল রইলো।' কি রকম ব্যাডা একখান। যেমন লাগে এই অর্ডারেই ১৬৭

জনের মাইদ্দে দুইডা ভাগ হইয়া গেল আর কি?

এরেই কয় বুদ্ধির ঢেঁকি। What is called ঢেঁকি? Two man থাপুর ধুপুর One man clearing, that is called ঢেঁকী। ক্যামন বুঝতাছেন? হেগো ট্রিক্‌সডা কোন ষ্টেজে যাইয়া হাজির হইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার এই order-এর চোটে অক্করে ৮৮ জন আওয়ামী লীগের মেম্বার মুক্ত এলাকার থনে দৌড়াইয়া যাইয়া হেগো কোলে বইবো আর কি? কেইসটা খেয়াল কইরেন। এখনো কিন্তু মণ্ডলবী সা'বের পার্লামেন্টের পয়লা সেশনডাই হয় নাইক্যা। এই সেশন বহনের আগেই ব্যাডায় দশ লাখ মানুষ Marder করছে। সেশন বইলে না জানি কি হইতো? কিন্তু বাঙালিগো একতার চোটে মরণ হেচকি উডাইতাছে। চিল্লাইয়া কইতাছে, 'আজিমপুরও চিনি– নামাজ ঘরও চিনি।' খালি বিচ্চুগো মাইরের চোটে অহন অক্করে ছেরাবেরা হইয়া গেছেগা। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম হইয়া গেছে– হেগো শেষ দমডা ছাড়নের টাইমে হইয়া গেছে। এইভারেই Gentleman বা ডাক্তরের জওয়াব কয়– এলায় বুঝছেন?

১০ আগস্ট ১৯৭১



কুড়িজন। আইজ-কাইল ২০ জনের বেশি পাঠান, আর বালুচ সৈন্য কুর্মিটোলার থেকে বাইরাতে দিতাছে না। আরে নাঃ নাঃ এইডা তো'...

আঃ হাঃ, এইডা কি শুনলাম? কেলেংকারিয়াস ব্যাপার। ইসলমাবাদের জঙ্গী সরকারের সাতজন সেনাপতি এত্তোদিন ধইর‍্যা যে সামরিক জান্তা চালাইতাছিল, হেগো মাইদ্দে এক কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হইয়া গেছে। হেইখনে অহন ফাটাফাটি কারবার চলতাছে। এই ব্যাপারটা আমার আগেই আন্তাজ করা উচিত ছিল। যখনই রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা নতুন Propaganda লাইনে বাঙালিগো মাইদ্দে Division হইছে বইলা চ্যাঁচাইতে আরম্ভ করলো, তখনই বোঝা উচিত ছিল যে, হেগো নিজেগো মাইদ্দেই এই রকম একটা দলাদলি হইছে। জুলাই মাসে করাচীতে গভর্ণর সম্মেলনে যহন পাঁচজন গভর্ণরের চাইর জন হাজির হইলো আর বাংলাদেশের হানাদার দখলীকৃত এলাকার গভর্ণর টিকিয়া খান গরহাজির রইলেন, তখনই খেয়াল করা উচিত ছিল যে হেগো মাইদ্দে হেই কাম Begin হইয়া গেছে। সেনাপতি টিকিয়া খান একদিকে মুক্তি বাহিনীর বিচ্চুগুলার গাবুর মাইর আর অন্য দিকে গভর্ণরের গদী হারাইবার ডরে ঢাকার থনে নড়তে সাহস পাইলো না।–যদি ফিইর‍্যা আইস্যা গদী ফেরৎ না পায়?

কী হইলো? কী হইলো? পুরা কারবারডাই হুনবার চান নাকি? তয় গোড়ার থনে কইতাছি হোনেন– অক্করে ডেইনগারাস কারবার। এইডা তো'আর কওন লাগবো না যে সেনাপতি ইয়াহিয়া হইতাছেন 'ধাউড় সম্রাট'। হেতোনে করলো কি বাঙালি মার্ডার করণের ষড়যন্ত্র Complete কইর‍্যা মার্চ মাসে আৎকা ভদ্রলোক গবর্ণর আহসান সা'বের

জায়গায় জেনারেল টিক্কারে নয়া গবর্ণর বানাইলো। লগে লগে দুনিয়ার মাইদ্দে একটা নতুন History হইলো। ঢাকা হাইকোর্টের একজন জজ সাহেবও টিক্কাকে নয়া গবর্ণর হিসেবে শপথ নিতে দিলো না। কেইসটা কি? ব্যাডারে চিনলো কেমতে? তামাম দুনিয়ায় অক্করে হাসাহাসি পইড়্যা গেল। হেগো আব্বাজান ইয়াহিয়া তখন Prestige ঢিলা হওনের গতিকে টিকিয়া খানরে কেবলমাত্র মার্শাল ল' Administrator বানাইলো। পঁচিশে মার্চ থাইক্যা দশ লাখ নিরীহ বাঙালি মাইর্‌যা টিকিয়া খান যখন রক্ত দিয়া গোছল করলো, তখন জঙ্গী সরকার তারে দখলীকৃত এলাকার গবর্ণর বানাইলো। কিন্তুক মওলবী সা'বরা একটুক্ ট্রিক্স করলো। টিকিয়া খানের জানী-দুশমন লেঃ জেনারেল নিয়াজীরে ঢাকায় ইস্টার্ন কম্যান্ডের এক নম্বর কইর্‌যা পাডাইলো আর রাও ফরমান আলীরে Civil Administrator বানাইলো– এইডারেই কয় Balancing এলায় বুঝছেন, কারবারডা কোনহান থনে শুরু হইছে?

এইদিকে ঘাউয়া গবর্ণর টিক্কা খান যখন বুঝলো যে, বেশুমার বাঙালি মার্ডার করা সত্ত্বেও বাহাত্তুর ঘণ্টায় কেন বাহাত্তুর দিনেও বাংলাদেশ কন্ট্রোল হইলো না– বরং দিন কা দিন বিচ্ছুগুলা তুফান জোরদার হইয়া উডনের গতিকে হানাদার সোলজারগো অবস্থা অক্করে কেরাসিন হইয়া গেছে, তখন ব্যাডায় খালি চিল্লাইতে শুরু করলো, 'বাংলাদেশ কন্ট্রোলের মাইদ্দে আইস্যা গেছে– সব কিছু Normal আর হাজারে হাজারে বাঙালি রিফিউজি পাকিস্তান পা-পা-পায়েন্দাবাদ কইতে কইতে ফেরৎ আইতাছে।' এইসব কথা না শুইন্যা ইসলামাবাদে সেনাপতি ইয়াহিয়া পক্ পক্ কইর্‌যা বগল বাজাইয়া বিদেশী সাংবাদিক, World Bank-এর মেম্বর আর নানান দেশের পার্লামেন্টের সদস্যদের দাওয়াত দিয়া বইলো। 'আপনারা যে কেউই আইস্যা বাংলাদেশের অবস্থা দেইখ্যা যাইতে পারেন।' মওলবী সা'ব বুঝতেই পারলো না যে, হেতোনে টিক্কার বোগাচ কথাবার্তায় খাল কাইট্যা কুমির আনলো। অস্ট্রেলিয়ার সিড্‌নী থাইক্যা শুরু কইরা কানাডার অটোয়া পর্যন্ত তামাম দুনিয়ার খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশনে দিনের পর দিন ধইর্‌যা খালি বাংলাদেশের খবরে ভইর্‌যা গেল। ইয়াহিয়া-টিক্কার নতুন নতুন উপাধি হইলো।

কেউ তারে দ্বিতীয় হিটলার কইলো– কেউ কইলো তৈমুর লং, নাদির শাহ্, চেঙ্গিস খান এগো কাছে শিশু। আমেরিকার CBS টেলিভিশনে কয়েক কোটি লোক বাংলাদেশের ছবি দেখলো। কানাডা, ব্রিটেন, পশ্চিম জার্মানি, সুইডেন, হল্যান্ডের পার্লামেন্ট বাংলাদেশের ব্যাপারে ছ্যা-ছ্যা কইর্‌যা জঙ্গী সরকারের গতরে থুক দিলো। World ব্যাংকের মেম্বররা তাগো রিপোর্টে সেনাপতি ইয়াহিয়ার গবর্ণমেন্টরে অক্করে হোতাইয়া ফেলাইলো। Aid Pakistan Consortium-এর সমস্ত সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল। খোদ আমেরিকায় New York Times, ওয়াশিংটন পোস্ট, সাপ্তাহিক Times, News Week কাগজে এর লগে লগে মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলার কার্য কারবারের রিপোর্ট ছাপাইতে শুরু করলো। লন্ডন শহরে একটার পর একটা বিক্ষোভ আরম্ভ হইলো। এইসব

খবর ইসলামাবাদের ছদ্র ইয়াহিয়ার কাছে আইতেই ঠাস্ কইরা একটা আওয়াজ হইলো– ব্যাডায় চিত্তর হইয়া শানের মধ্যে পইড়া গেছিলো। মাথায় কলসি কলসি পানি ঢাইল্যা ঠিক হওনের লগে লগে মওলবীসা'ব চিল্লাইয়া কইলো, 'তামাম দুনিয়া ঝুট হ্যায়।' ব্যাস আইয়ুব খানের চ্যালা বুট মহারাজ আলতাফ গহওর ময়দানে নামলো। পয়লা শ্বেতপত্র ছাপাইলো। আমরা কিছু কওনের আগেই BBC আর New York Times হেই শ্বেতপত্র অক্করে ছেরাবেরা কইর‍্যা ফেলাইলো।

এই দিকে ছদর ইয়াহিয়া একটুক্ ট্রিক্‌স করলো– জেনারেল হামিদ, এয়্যার মার্শাল এ. রহিম খান আর ভাইস এ্যাডমিরাল হাছন সা'বরে আসল রিপোর্ট আননের লাইগ্যা বাংলাদেশে পাডাইলো। হেগো রিপোর্ট না পাইয়া গেরাম দেশে যেম্‌তে কইরা পোলাপানে চোত্‌রা পাতা ঘষা খাইলে লাফায় সেনাপতি ইয়াহিয়া হেই রকম ফাল পাড়তে শুরু করলো আর খালি চিল্লাইয়া কইলো, 'এলায় করি কী, ও হামিদ এলায় করি কী? জেনারেল হামিদ ফুক্ কইর‍্যা হাইস্যা দিয়া কইলো, 'আমি নিরপেক্ষ।' ক্যামন বুঝতাছেন? হেগো খেইলডা কি রকম জিওট বাঁধতাছে।

এইবার ইয়াহিয়া সা'ব তার ভেড়ুয়া সেনাপতি জেনারেল পীরজাদারে ঢাকায় পাডাইলো। কানে কানে কইলো, বদমাইশ টিক্কারে সরাইতে পারলে তুমি কিন্তু হেইখানকার গভর্ণর।' সেনাপতি পীরজাদা জবাব দিলো, 'হায় আল্লাহ্, ম্যাঁয় ইস্‌কো অন্দর নেহী হুঁ। তব আপকা Order পে ম্যাঁয় ঢুকে যাউঙ্গা।' পীরজাদা হেই যে আইস্যা কুর্মিটোলা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে ঢুকলো আর তো বাইরাইনের নাম করে না। ব্যাডায় হানাদার সোলজারগো কুফা অবস্থা দেইখ্যা অক্করে থ' মাইরা গেছে। 'World-এর Best সোলজারগো এইডা কি অবস্থা? হাজার তিরিশেকের উপর খুন-জখমি হইয়া গেছে? যারেই জিগায় এক জবাব, 'বঙ্গালী বিচ্ছুলোগ, হামলোগকা ইয়ে হাল কিয়া।' এইরকম একটা ক্যাডাবেরাস অবস্থায় সেনাপতি ইয়াহিয়া লেঃ জেনারেল আজররে হানাদার দখলীকৃত এলাকায় নয়া গবর্ণর কইরা পাঠাইলেন। তিন দিন তিন রাইত ধইর‍্যা আজর সা'ব পাওয়ার লওনের লাইগ্যা বইয়া থাকলো কিন্তু দুধ কলা দিয়ে যে কাল সাপ পুষছিলো, হেতোনে 'নো' কইর‍্যা দিছে।

জেনারেল টিক্কা ছদর ইয়াহিয়ার চিঠি ছিইড়া ফেলাইছে– ব্যাডায় গবর্ণরের পোস্ট ছাড়বো না। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের সাত-সেনাপতির তিনজন টিক্কার পিছনে আছে। হেই খুঁটির জোরে টিক্কা সা'ব 'কোঁৎ' পাড়তাছে। এই খবর না পাইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়া পুরা ব্যাপারডারে চাপিস্ করনের লাইগ্যা অক্করে পাগলা হইয়া গেছে। চাচা আর মামুরা এইডা টের পাইলে যদি আবার ডট্ ডট্ ডট্ কারবার হইয়া যায়।

এরপর ছদর ইয়াহিয়া ১০ই আগস্ট বঙ্গাল মুলুক Tour করণের প্রোগ্রাম কেনচেল করছেন। হেইখানকার কারবার কিছুই বোঝা যাইতাছে না। হের মাইদ্দে আবার মুক্তি বাহিনীর বিচ্চুগুলা আইজ-কাইল খোদ ঢাকা টাউনেই ইচ্ছামতো কারবার শুরু করছে। আর মফস্বল এলাকায় মাইর-রে মাইর। ইয়াহিয়া সা'ব অহন নিজের জালে নিজেই

জড়াইয়া পড়ছেন। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম কেলেংকারিয়াস ব্যাপার। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মাইদ্দে অহন কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হইছে।

হেইখানে আইজ-কাইল ফাটাফাটি কারবার শুরু হইছে। ছাগা ডরায় বাঘারে, বাঘা ডরায় ছাগারে...।

**১১ আগষ্ট ১৯৭১**

আপদ, বিপদ, মুছিবত। ইসলামাবাদে জঙ্গী সরকার অখন এক লগে এই তিনডার পাল্লায় পড়ছে। আপদ হইতাছে পশ্চিম পাকিস্তানের মাইর পিট, অর্থনৈতিক দূরবস্থা আর বাংলাদেশের মারা যাওয়াইন্যা মছুয়াগুলার বিবি, বাল-বাচ্চার কান্দাকাটি; বিপদ হইতাছে তামাম দুনিয়ার মাইনষে যে জঙ্গী সরকারের গতরের মাইদ্দে থুক মারতাছে হেইডা; আর মুছিবত? হেইডা মনে করলেই সেনাপতি ইয়াহিয়ার বুকের মাইদ্দে খালি ঢেকীর পাড় দেওনের মতো গুমগুম আওয়াজ হয়। ওঃ হোঃ এখনো বুঝলেন না– মওলবী সা'বের মুছিবত কোনটা? বাংলাদেশের বিচ্ছুগুলাই হইতাছে ব্যাডার আস্লি মুছিবত। এলায় বুঝছেন? আপদ, বিপদ আর মুছিবত এই তিনডা জিনিষ কীভাবে আইস্যা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের উপর আছর করছে।

একদিন-দুইদিন, এক হপ্তা-দুই হপ্তা, এক মাস-দুই মাস এমতে কইর‍্যা সাড়ে পাঁচ মাস গেছেগা। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আপদ দিনকা দিন বাইড়াই চলতাছে। হেইখানকার শিল্পপতিরা বাংলাদেশের পৌনে আট কোটি লোকের বাজার হাতছাড়া হওনের গতিকে সিনা চাপড়াইয়া অক্করে মহর্‌রমের মাতম শুরু কইর‍্যা দিছে, ইয়া আল্লাহ্‌, ইয়ে কেয়া হো গিয়া।' পশ্চিম পাকিস্তানের কাপড়ের কলগুলা বেশির ভাগই তখন বন্ধ হওনের পথে। গুদামগুলাতে মাল অক্করে পাহাড় হইয়া আছে। আমদানী লাইসেন্স না থাকনে আর বাজার গড়বড় হওনের গতিকে বহু কলকারখানা বন্ধ হইয়া গেছে।

এর মাইদ্দে আবার বোরকাওয়ালীগো মিছিল বাইরাইতাছে। এই মাতারীগুলা চিল্লাইতাছে, 'হামলোগ কা শওহর ওয়াপস লাও, ইন্সিওরেন্স কা রুপেয়া দেও।' কিন্তু এই বোরখাওয়ালীগো অনেকেই জানেন না যে হেগো সোয়ামী মানে হাসবেন্ডগুলা হয় বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে হুইত্যা আছে, না হয় গতরের মাইদ্দে ব্যান্ডেজ বাঁধছে। এইদিকে আবার ইয়াহিয়া- নিয়াজীর দল কোনোরকম ঘোষণা ছাড়াই যুদ্ধ শুরু করণের লাইগ্যা ফউৎ হওয়া মুছয়াগুলার জন্যি হেগো বিবিরা ইন্স্যুরেন্সের কোনো টাকা পাইবো না। মওলবী সা'বগো অবস্থা অক্করে কাদা কাদা হইয়া গেছে। এর মাইদ্দে আবার এক গিলাসের দোস্ত ভুট্টোর লগে খান সা'বের আইজ-কাইল ফাটাফাটি কারবার শুরু হইছে। পিপল্‌স পার্টির নেতারা বলছেন, তারা ছদর-ইয়াহিয়ার ২৮শা জুন

তারিখের বক্তৃতা Like করতে পারে নাইক্যা। ইয়াহিয়া সা'বে কইছুইন, 'ক্যাচকার মাইদ্দে পইড়্যাই ২৮শা জুনের বেতার ভাষণ দিতে হইছিল। আসলে তার অন্য মতলব আছিলো।' ভুট্টো সা'বে কি রাগ? এর মাইদ্দে ইয়াহিয়া সা'বে নাকি পিপল্‌স পার্টির ভাঙ্গনের কোশেশ করতাছেন। পাঞ্জাবের কাসুরী আর ডাক্তার মোবাশ্বার তলে তলে ইয়াহিয়ার লগে হাত মিলাইছে। ভুট্টোও কম যায় না। লগে লগে সীমান্ত প্রদেশে ন্যাপওয়ালী আর জামাতুল উলেমা পার্টির লগে ভুট্টো সা'বে পার্টি বানাইছে। এই দিকে আবার জঙ্গী সরকারের ছয় জেনারেলের জনা দুই ছাড়াও খোদ পশ্চিম পাকিস্তানের মেলেটারির মাইদ্দে মদারু ভুট্টোর লোকজন রইছে। হেগো মাইদ্দে খেইলটা এখন সোন্দর জইম্যা উঠছে। এলায় বুঝছেন? জঙ্গী সরকারের আপদ কারে কয়।

এইবার হইতাছে বিপদ। কলিকাতা-দিল্লি, লন্ডন-ওয়াশিংটন আর হংকং থাইক্যা দলে দলে বাঙালি কূটনীতিবিদরা 'জয় বাংলা' কইয়া চইলা আসনের গতিকে জঙ্গী সরকার অক্করে ধাক্কা মাইরা গেছে। যা' থাকে কপালে কইয়া হগ্‌গল বাঙালির পাসপোর্ট আটক করছে। কিন্তু কলিমুদ্দিন সা'বে বহুত লেইট কইর‍্যা পেলাইছেন। এর মাইদ্দে ইংল্যান্ড, আমেরিকার খবরের কাগজ, টেলিভিশন আর রেডিওতে জঙ্গী সরকারের অক্করে ধূনকরে যেমতে কইর‍্যা তুলা ধোনে তেমতে কইরা ধূনতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার ধচা-মারা গবর্ণমেন্ট অক্করে পাগলা হইয়া ব্রিটেনের কাছে Protest করছে। এইডা খুবই খারাপ কথা– ইংলন্ডের খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশন কন্ট্রোল করতে হইবো। না হইলে ইসলামাবাদের লগে ইংলন্ডের মহব্বতে খুবই গ্যানজাম হইবো। ব্যাডা একখান। এরেই কয় শখের নাম মারানি। লগে লগে ইংলন্ডের কাগজে খবর বাইরাইলো, বাংলাদেশে মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা গাবুর মাইর শুরু করছে। যে কোনো টাইমে যে কোনো জায়গায় এইসব কারবার হইতাছে। চট্টগ্রাম-চালনা বন্দরে বিচ্ছুগুলার ইচ্ছামতো কারবার চলতাছে। এর মধ্যে আবার আমেরিকার পেনসিলভেনিয়া থাইক্যা এক জব্বর খবর আইছে। হেইখানকার গবর্ণর মিল্টন শার্প বন্দরের শ্রমিকদের সাবাস বলেছেন। এইসব মাজদূররা পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো জাহাজ থাইক্যা মাল উঠা-নামা করবো না। হেইদিন এই মার্কিনী শ্রমিকরা জঙ্গী সরকারের একটা জাহাজরে 'পত্রপাঠ বিদায়' করেছেন। হেতোনরা কইছুইন বাংলাদেশ থেকে হানাদার সোলজার ফেরৎ না যাওন পর্যন্ত এই রকম 'বয়কট' চলবোই। এই দিকে প্যারিসে অক্টোবর মাসে যে পাকিস্তান Aid Consortium বৈঠক বইবো হেই ব্যাপারে মহা গ্যানজাম শুরু হইয়া গেছে। এই Consortium এ ১১টা দেশ একত্রে বইস্যা জঙ্গী সরকাররে টেকা ধার দেওনের কেইসটা ঠিক করবো। কিন্তুক ইয়হিয়া খানের গবর্ণমেন্ট আগের কিস্তির ৩৯ কোটি টাকা শোধ না দেওনেই গ্যানজাম হইছে।

গত বিশ বছরে এই ব্যাডারা প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা ধার কইর‍্যা বইছে। আন্তর্জাতিক Expert রা হিসাব কইরা দেখছে এই দেশটার লাল বাত্তি জ্বালানোর Time হইছে। আমেরিকার নিকসন সরকার নানা রকম ভাইল-পটকি মাইর‍্যা ইয়াহিয়া সা'বরে

টেকা দিলেও বাঁচাইতে পারবো না– এইটার আখের দম ছাড়নের আর বেশি দেরি নাইক্যা। এক মাসের হিসাব থনেই দেখা যাইতাছে যে, গত বছরের এপ্রিল মাসে যেখানে বাংলাদেশ থাইক্যা চৌদ্দ কোটি টাকার পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রফতানী হইছিলো হেইখানে এই বছর এপ্রিল মাসে লুটপাট আর জোর-জবরদস্তি কইর‍্যা হানাদার সোলজাররা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার থনে মাত্র ৩৫ লাখ টাকার পাটজাতদ্রব্য বিদেশে কোনো রকম কাগজপত্র ছাড়া পাডাইতে পারছে। এরপর আবার চট্টগ্রাম-চালনা বন্দরে বিচ্ছুগুলার হেই কাম হইছে। গোটা বারো বিদেশী জাহাজ অক্করে ছেরাবেরা হইয়া গেছে। বাকিগুলা 'ও মাই God' কইয়া ভাগছে। তবুও ইয়াহিয়া সা'বে একটা ভাঙ্গা ডুঙ্গি হাতে নাঙ্গা হইয়া প্যারিসে Consortium-এর বৈঠকে হাজির হওনের লাইগ্যা গতরের মাইদ্দে কাড়ুয়ার তেল মাখতাছে। এতোসব বিপদের মাইদ্দে মওলবী সা'ব বাংলাদেশের বদলে আবার চান্সিং করনের লাইগ্যা ইরান সফর করনের বুদ্ধি করছে। যদি-ই কোনোমতে ইসলাম ভাই ভাই কইয়া কিছু মালপানি জোগাড় করা যায়। হের পররাষ্ট্র সেক্রেটারি ছোলতাইন্যা মস্কোর থাইক্যা ধাওয়া খাওনে ইয়াহিয়া সা'বে অখন নতুন ট্রিক্‌সের মতলবে আছেন। কিন্তু বিশ্ব শান্তি কাউন্সিল, পোপের ভ্যাটিকান, আন্তর্জাতিক জুরিস্ট হগ্‌গলে খান ছা'বের রক্ত মাখা গতরের মাইদ্দে থুক দিতাছে। এইটাই হইতাছে জঙ্গী সরকারের বিপদ।

এইবার মুছিবতের কথা কমু। মুক্তি বাহিনীর হাজারে হাজারে বিচ্ছুগুলাই জঙ্গী সরকারের মুছিবত। মুছিবত আর আজরাইল ফেরেশতা এক লগে জঙ্গী সরকারের উপর আছর করছে। ভোমা ভোমা মছুয়া সোলজারগুলার হাজার চল্লিশেক এর মাইদ্দেই হয় ফউত হইছে, না হয় হাসপাতালে হুইতা থাইক্যা আল্লাহ-বিল্লাহ্ করতাছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার মানুষগুলা এখন বুঝবার পারছে 'মুক্তি বাহিনী আপনাদের আশেপাশেই রয়েছে।' হগ্‌গল বাঙালিই অখন মুক্তিসেনা। এর মাইদ্দে আবার হানাদার সোলজারগো বহু কামান-মেসিনগান-ডিনামাইট-মাইন মুক্তি বহিনীর কব্জায় আইছে। তাই অহন ক্যাদো-পানির মাইদ্দে শুরু হইছে মছুয়া মারনের উৎসব। শীঘ্রি বলে আরো হাজার হাজার বিচ্ছু ময়দানে আইতাছে। তাই আজরাইল ফেরেশতা অখন হানাদার সোলজারগো জান কবজের পর নাম ঠিকানা লেখনের লাইগ্যা নতুন কেতাব বানাইছে। এতো কইরা কইলাম এক মাঘে শীত যায় না। না, শুনলো না। তখন ব্যাডাগো কি চোটপাট। অখন গাবুর বাড়ির চোটে হানাদার সোলজারগো মোথাডা মানে কিনা টিক্কা সা'ব হারু পাট্টির নেতা হইয়া রাওয়ালপিন্ডিতে ভাগছে। আর পিছনে মছুয়াগুলার 'মউত তুঝে পুকারতা'। বাঙালির মাইর দুনিয়ার বাইর। এর মাইদ্দে আবার মওলানা ভাসানী, মনোরঞ্জন ধর, মনি সিং, মুজাফফর আহম্মদের হগ্‌গল পার্টি মিইল্যা বঙ্গবন্ধুর দোয়া-খায়ের পাওয়া নজরুল ইসলাম-তাজউদ্দিনের স্বাধীন বাংল্যাদেশ সরকাররে পুরা সমর্থন কইর‍্যা বিবৃতি দিছে। শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা রক্ষার লড়াই-এর প্রতি সব্বাই এক কথায় Support দিছে। অখন বাঙালিগো সামনে একটাই মাত্র কাম– হেইডা হইতাছে ধ্বনা-ধ্বন ডবল আপ কারবার করণের টাইম।

মালেক্যা পিয়াজী-ফিঁয়াজীর কোনো তেলেসমাতি কারবারই আর চলবো না। বঙ্গবন্ধুর এক কথার উপরই পুরা Fight হইতাছে।– এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

# ৭০

**২৭ আগস্ট ১৯৭১**

দিনা কয়েক আছিলাম না। এ্যার মাইদ্দেই ঢাকার রেডিও গায়েবী আওয়াজ কি খুশি। মিছা কথা কইতে কইতে মাইক্রোফোনগুলা অক্করে থুথু দিয়া ভরাইয়া ফেলাইছে। ওহ্ হোঃ কেন আছিলাম না হেই কথাডা তো কই নাই, না! আমি বিচ্ছুগুলার কারবার দেখতে গেছিলাম। হেরা আমারে ড্যাং দোলা কইর‍্যা লইয়া গেল। কোন কোন জায়গায় গেছিলাম হেইগুলা কমু কিনা ভাবতাছি। থাউক– এই কামডা রেডিও গায়েবী আওয়াজ হাইদ্যা লইছে। কি হইলো? কি হইলো? বুঝলেন না? তয় কইতাছি– যখনই হুনবেন যে রেডিও গায়েবী আওয়াজ কইতাছে অমুক অমুক জায়গার থনে হেগো মছুয়া সালজাররা ভাসুরদের একেবারে হটিয়ে দিয়েছে, তখনই বুঝবেন সেই সব জায়গা আর আশে-পাশের বিরাট এলাকায় বিচ্ছুগুলার তুফান কারবার হইছে আর ভোমা ভোমা জিনিষগুলা লেজ তুইল্যা দৌড়াইতাছে।

ওঃ হোঃ বুঝছি, বুঝছি, বুঝছি– মুখটা ত্যারা কইরেইন না, মুখটা ত্যারা কইরেইন না। আপনারা যে রেডিও গায়েবী আওয়াজ শোনা একেবারে বাদ দিয়েছেন সেটা আমার খেয়াল ছিল না। আমারে মাফ্ কইর‍্যা দিবেন। কেইসটা আমি খুইল্যাই কইতাছি।

ক্যারে হা-করা, ক্যারে আউয়্যাল? আও করিচ্ছু না ক্যা? আ'লু, আ'লু, আ'লু– ক্যাচার লিয়া আ'লু।' বছর কয়েক আগের কথা– আমি ট্রেনে বোনার পাড়া থেকে বগুড়া যাচ্ছিলাম। কমপার্টমেন্টে একদল কলেজের ছেলে W.T. মানে কিনা Without Ticket-এ যাচ্ছিল, এদের মধ্যে একটা ছেলে নিষেধ করা সত্ত্বেও পেরতেকটা স্টেশনে নাইম্যা প্ল্যাট ফরমে ঘুইর‍্যা ঘুইর‍্যা চেকার লক্ষ্য কইর‍্যা Running টেরেনে উঠতাছিল। সোনাতলা থাইক্যা টেরেনডা ছাড়নের পর হেই পোলাডা দৌড়াইয়া উড়লো। কিন্তু হের পিছনে লগে লগে সাদা পোষাক পরা আর একটা ব্যাডায় অইলো। পোলায় কিন্তুক বুঝতেই পারলো না যে হেতনে কি জিনিষ লগে আনছে। খালি কমপার্টমেন্টের হেই মুরা থাইক্যা হের এক দোস্ত চিল্লাইয়া উডলো, 'ক্যারে হা-করা ক্যারে আউয়্যাল! আও করিচ্ছু না ক্যা! আ'লু আ'লু, আ'লু– ক্যাচাল লিয়া আ'লু।' মানে কিনা সেইতো এলি খালি সঙ্গে করে 'মুর্তিমান ঝগড়া' নিয়ে এলি আর কি? এর পর বুঝতেই পারতাছেন চেকার আর পোলাগুলার মাইদ্দে কি রকম একটা গ্যানজম কারবার শুরু হইলো।

হেইদিন খুলনা জেলার বসন্তপুর, কালীগঞ্জ, শ্যামপুর, মওতলা, ঈশ্বরপুর, পাইকগাছা এলাকায় এইরকম গ্যানজাম কারবার দেখছি। বিচ্ছুগুলা দিনা কয়েক আগে World-এর বেষ্ট পাইটিং পোর্সের কাছ থনে যে সব হামান দিস্তা আর ঢেঁকির মতো

যন্ত্রপাতি দখল করছিল, হেইগুলা লইয়া রওয়ানা হইলো। যাইতে যাইতে এঃ হেঃ পাখি,– মানে কিনা রাজাকার পাইলো। এইগুলারে ধরা আর মারা তো অক্করে পানি পানি। বিচ্ছুগুলা করলো কি ধাওয়াইয়া সবগুলারে Clear কইর‍্যা ফেলাইলো। কিন্তু দুইডারে পলাইতে দিয়া বাইনাকুলার ফিটিং কইর‍্যা দেখলো কোন মুহি যায়? আর মানে বুঝছেন?

ভোমা ভোমা মছুয়াগুলা কোন জায়গায় বইস্যা চা পার্টি-শিক কাবাব খাইতাছে, হেইডা আন্দাজ করণ আর কি? এর মাইদ্দে গেরামের মাইনষে কইল মালগুলা হেইমুহি আছে। এর পরের কারবার আর কইতে পারমুনা– আহা রে মচুয়াগুলার দুঃখে আমার বুকটা ফাইট্যা যাইতাছে। বিচ্ছুগুলা দুই তিন ভাগে যাইয়া হেই কারবার কইর‍্যা দিলো। এলায় বুঝছেন– আল্লাহ্‌র দুনিয়ায় কেমন সুন্দর কারবার চলতাছে। জঙ্গলের মাইদ্দে যেই রকম ফেউ-এর চিৎকার শুনলে শিকারি বুঝতে পারে যে মানুষ খেকো জিনিষটা কোনদিকে আছে– হেইরকম ধাওয়া খাইলে, রাজাকারগুলা যেইদিকে দৌড়ায় হেইদিকেই ধচা-মারা মাল রইছে।'

এইদিকে বিচ্চুগুলার কারবার হওনের পর দেহি কি–একটা মছুয়া ব্যাডায় খালি চিল্লাইতাছে, 'ইয়ে রাজাকার লোগ্ দুশমনকো রাস্তা দেখ্‌লায়া।' ইতনা ট্রেনিং দিয়া কে হামলোগ্‌কা তরফ দৌড়ো মত্– দুস্‌রা তরফ দৌড়ো, তব্‌ভি ইয়ে লোগ্ হামারা তরফ মুসিবত লেকে আ গিয়া।' লগে লগে আমার মনে পইড়্যা গেল হেই বগুড়ার সোনাতলার কথা 'ক্যারে হা-করা, ক্যারে আউয়্যাল, আ'লু, আ'লু, আ'লু– ক্যাচাল লিয়া আ'লু।

হ-অ-অ-অ। এইদিককার কারবার হুনছেন নি? অক্করে তেলেসমাতি ব্যাপার। বাংলাদেশের বাহাদুরাবাদ ঘাট দিয়া যারা যাতায়াত করছুইন তাগো মনে থাকনের কথা। ঢাকার থনে ট্রেনডা ঘাটে যাইয়া হাজির হওনের লগে লগে খালি হৈচৈ আর চিৎকার। হের মাইদ্দে সবচেয়ে বড় আওয়াজটা হইতাছে 'জাহাজ ছাড়নের বহু দেরী আছে, এই যে কলিমুদ্দিনের হোটেল– খাবেন ভালো পাকা পায়খানা আছে। প্যাসেঞ্জার যাইয়া খাইতে বইয়া খালি বিসমিল্লাহ কইর‍্যা লোকমা মুখে দেওনের লগে লগে মালিকের লোকজন চিল্লাইয়া উঠলো 'তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করেন ফুলছড়ির জাহাজে সিটি মারছে।' এরপর বুঝতেই পারতাছেন– প্যাসেঞ্জারগো মাইদ্দে কি রকম একটা ক্যাডাভেরাস অবস্থা হইলো। হেরা কলিমুদ্দিনের পাল্লায় পড়ছিল।

আইজ-কাইল নয়া কলিমুদ্দিন বাইরাইছে। হের হাতে, মুখে, গতরে খালি রক্তের দাগ। এই নয়া কলিমুদ্দিনের নাম হইতাছে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। ব্যাডার Advisor রা কইছে 'হপনের মাইদ্দেই যখন খাইতাছেন, তখন ছ্যার রসগোল্লা খাইতে দোষটা কি?' তাই হাতের কাছে নাই জাইন্যাও মওলবীসা'বে আওয়ামী লীগ মেম্বারগো মাইদ্দে ভাগাভাগি করণের লাইগ্যা কেমন সোন্দর ট্রিক্স কইর‍্যা ৮৮ জনকে বেআইনী ৭৯ জনরে আইনী কইয়া ফাল পাড়তাছে। আর কলিম উদ্দিনের মতো চিল্লাইতাছে 'আ যাও, আ যাও, সব কই আ যাও। সব Normal হো গিয়া।'

ঢং... কি হইলো? কি হইলো? ঢাকা টাউনে আবার বোম ফুট্‌ছে। ঘেটাঘ্যাট্,

ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট্। কি হইলো? কি হইলো? চালনা আর চট্টগ্রাম বন্দরে মার্কিনি, চীনা, জাপানি আর পশ্চিম পাকিস্তানী জাহাজ বিচ্চুগুলার গাবুর বাড়ির চোটে ফাতা-ফাতা হইয়া গেছে। ইয়াহিয়া সা'বে ফুচি মাইর‌্যা দ্যাহে কি? খুলনার দক্ষিণমুরা বাংলাদেশের ফ্লাগ পত্ পত্ কইর‌্যা উড়তাছে।

রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, কুষ্টিয়াতেও একই কারবার। এই রকম একটা অবস্থায় লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের রিপোর্টার জানিয়েছেন, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার অবস্থা যে রকম দাঁড়িয়েছে তাতে ইয়াহিয়া সা'বরে আর উপ-নির্বাচন করতে হবে না। আইজ-কাইল Candidate পাওনই মুস্কিল। দালালরাও কেইসটা বুঝতে পারছে। হের মাইদ্দে আবার বিচ্চুগুলা তুফান হেইকাম করতাছে। তবুও যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। আমাগো কলিমউদ্দিন থুরি ইয়াহিয়া খান এখনও আওয়াজ করতাছে, 'আইস্যা পড়েন, আইস্যা পড়েন।' ব্যাডা একখান!

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, 'দিনা কয়েক আছিলাম না। এর মাইদ্দে নয়া কলিমউদ্দিন ইয়াহিয়া খান সাব চার্জিং করছুইন– কিন্তু হেই গুড়ে বালি।

# ৭১

**২৮ আগস্ট ১৯৭১**



ইসলামাবাদে ভয়ংকর দুঃসংবাদ যেয়ে পৌঁছেছে। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের জঙ্গী সরকার এখন চারিদিকে সরিষার ফুল দেখতে শুরু করছে। আল্লাহ্র রাইত পোহাইলেই খালি খারাপ খবর আইস্যা হাজির হইতাছে। বহু তেল পানি খরচ কইর‌্যা বিদেশী জাহাজ ভাড়া কইর‌্যা জঙ্গী সরকার করাচীর থনে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে লাড়াই-এর মালপত্র পাডাইবার যে ব্যবস্থা করছিলেন, এলায় হেইডার বারোটা বাজছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা এইসব মাল বোঝাই জাহাজগুলারে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরে ডাবিশ করছে। টিক্কা-নিয়াজীর দল এই কুফা খবরডারে চাপিস করণের লাইগ্যা বহুত ট্রিক্স করছিল। কিন্তু ঢাকায় যেসব সাদা চামড়ার খবরের কাগজের রিপোর্টার বইস্যা রইছে, হেরাই খবরটারে আরো মজবুত কইর‌্যা পাডানোর গতিকেই আন্তর্জাতিক জাহাজ কোম্পানিগুলা 'ও মাই গড' কইয়া চিল্লাইয়া উঠছে। হেতোনরা আর পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশে জাহাজ পাডাইবো না বইল্যা ঠিক করছে। অথচ জঙ্গী সরকার এইসব বিদেশী জাহাজ ভাড়া করণের লাইগ্যা কত কষ্ট কইর‌্যা সাইক্লোন আর দুর্ভিক্ষের নামে আমেরিকার থনে পাঁচাত্তর লাখ ডলার হাতাইছিল। আর বাংলাদেশে হানাদার সোলজারগো বুঝাইছিল যে তোমাগো Supply ঠিক মতনই যাইবো। কিন্তুক মুক্তি বাহিনীর বিচ্চুগুলা ইয়াহিয়া-টিক্কার সমস্ত হিসাব গড়বড় কইর‌্যা দিছে। এলায় উপায় কি! যদি মুছুয়াগুলা টের পায় যে হেগো Supply-এর অবস্থা অক্করে ছেরাবেরা হইয়া গেছে আর বাংলাদেশের গেরামের মানুষ যেমতে কইর‌্যা চৈতমাসে দল বাইন্দা পলো, ল্যাজা, কুঁচা দিয়া বিলের

মাইদ্দে মাছ ধরে, মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে হেইরকম একটা কারবার এর মাইদ্দেই শুরু করছে তা' হইলে উপায়ডা কি?

লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজের ক্লেয়ার হরিংওয়ার্থ তাঁর রিপোর্টে বলেছেন, পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা যাতে করে মুক্তি বাহিনীর সাফল্যজনক হামলাগুলো জানতে না পারে সেজন্য জঙ্গী সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। কিন্তুক এইসব বিচ্ছুগুলা চট্টগ্রাম ও চালনার কারবার ছাড়াও এর মাইদ্দেই ১৫৭টা বড় রকমের ব্রিজ ও এক হাজারের উপর ছোট ব্রিজ এবং কালভার্ট গুড়া কইরা ফালাইছে। পয়লা দিকে একটা সোন্দর competition চলছিল। বিচ্ছুগুলা ব্রিজ আর কালভার্ট ভাঙ্গে, হানাদার সোলজাররা হেইগুলা মেরামত করে। কিন্তুক ব্রিজ কালভার্ট ভাঙ্গনের সংখ্যা এই রকম বাইড়া গেল যে মছুয়াগুলা আর মেরামত কইর‍্যা সারতে পারলো না। এর মাইদ্দে নিউইয়র্ক টাইম্‌সের ম্যালকম ব্রাউন ঢাকার থনে তার রিপোর্টে কইছুইন, প্রতি রাইতে গেরিলাদের বোমা, গুলি আর ধ্বংসাত্মক কাজ একটা নিয়মিত কারবারে দাঁড়াইছে। ঢাকা টাউনে গেরিলারা দিব্বি প্রচারপত্র বিলি করতাছে– এমনকি দেয়ালের মধ্যে পোস্টার পর্যন্ত পড়তাছে। তাই ঢাকা টাউন অক্করে জনশূন্য হইয়া পড়তাছে। গেরিলাদের হামলায় হোটেল Intercontinental-এর নিচের তিনটা তলার অবস্থা যাচ্ছেতাই হয়ে গেছে। বিদেশীরা ঢাকায় বাইর হওন এক রকম বন্ধ করছে।

এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান এক জব্বর কাম করছে। ব্যাডায় লাহোরে ডাক্তারগো এক সেমিনারে চমৎকার একটা বাণী পাঠিয়েছেন। হেতোনে কইছুইন, 'বহু মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য রক্ত প্রয়োজন। আপনারা রক্ত সংগ্রহ করুন।' ক্যামন বুঝতাছেন? এইসব মূল্যবান জীবন কোনগুলা? হেই যে কইছিলাম বিচ্ছুগুলার গাবুর বাড়ির চোটে বাংলাদেশে এক ডিভিশনের মতো হানাদার সোলজার 'ইয়া আল্লাহ্, ইয়া আল্লাহ্' কইয়া কাতরাইতাছে– এই মূল্যবান জীবন হইতাছে হেইগুলা। এলায় বুঝছেন গ্যানজাম কি পরিমাণ শুরু হইছে।

এর মাইদ্দে ইসলামাবাদে আবার একটা কুফা সংবাদ যাইয়া হাজির হইছে। ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, লন্ডন, হংকং, দিল্লী, কলকাত্তায় দলে দলে বাঙালি কূটনীতিবিদরা স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের লগে যোগ দেওনের গতিকে জঙ্গী সরকার আর কোনো রকম বাঙালিগো বিশ্বাস করতে পারতাছে না। এসোসিয়েটেড প্রেস আর আমেরিকার এক খবরে বলা হয়েছে, জঙ্গী সরকার হেগো এয়ার ফোর্সের হগ্‌গল বাঙালি অফিসারগো আর ডিউটি দিবো না বইল্যা ঠিক করছেন। এতে কইর‍্যা পশ্চিম পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের মাইদ্দে একটা ক্যাডাবেরাস অবস্থার সৃষ্টি হইছে। কোনো পেলেনের পাইলট আছে তো নেভিগেটর নাইক্যা আবার কোনো পেলেনের নেভিগেটর আছে তো পাইলট নাইক্যা। এয়ার ভাইস মার্শাল রহিম খানের এখন চান্দি গরম হইয়া গেছে। কেননা হেগো এয়ার ফোর্সের প্রতি একশ' জনের ৩৫ জনই হইতাছে বঙ্গভাষী।

আঃ হাঃ একটুক্ পশ্চিম পাকিস্তান এয়ার ফোর্সের History কইতাছি, এর মাইদ্দেই

অক্করে অস্থির হইয় পড়লেন। তয় কইতাছি হোনেন, ১৯৬৫ সালে যখন এই মছুয়াগুলার ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করণের যে চিরকিৎ হইছিল হেই সময় হেগো যত অফিসার মরছিল, এইবার বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইদ্দে তার থাইক্যাও অনেক বেশি অফিসার পডল তুলছে। এই সব অফিসারের নম্বর ছয়শোর উপরে উডছে।

দুই চারডা নাম হুনলেই বুঝতে পারবেন– কি ধরনের মালগো বিচ্ছুরা খাতির জমা করছে। সীমান্ত প্রদেশের গবর্ণর লেঃ জেনারেল অজরের পোলা ক্যাপ্টেন সারোয়ার, কুমিল্লায় মিলিটারি ইন্টেলিজেন্সের রিজভি সা'বের জামাই ক্যাপ্টেন কমর আব্বাস, ময়মনসিংহে নৌবাহিনীর কমোডোর কামাল খানের ভাই মেজর আজিম কামাল খান, টাঙ্গাইলে লেঃ জেনারেল রেজার জামাই ক্যাপ্টেন হাশেম খান, সিলেটে আজরাইল ফেরেশতারে 'ইয়েচ ছ্যার' কইয়া অক্করে গায়েব হইয়া গ্যাছেগো। এইসব খবর ইসলামাবাদে যাইয়া পৌঁছানোর লগে লগে হেইখানে খালি আওয়াজ উঠছে, 'হ্যায় ইয়াহিয়া, ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া?'

মওলবী সা'বে কিছু কওনের আগেই আর একটা খারাপ খবর ওয়শিংটন থাইক্যা আইস্যা হাজির হইছে। আমেরিকার আইনে রইছে কোনো দেশ ট্যাকা ধার লইয়া কিস্তি শোধ দ্যাওনের টাইমের পর ছয়মাস গেলোগা, হেই দ্যাশেরে আমেরিকা আর নতুন ধার দিতে পারে না। এম.এম. আহম্মক আস্তে কইর‍্যা কানে ইয়াহিয়ারে কইছে, আমেরিকার থনে এইরকম ধারের পরিমাণ এলায় ৪০০ কোটি ডলারে দাঁড়াইছে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম– ইসলামাবাদে অহন একটার পর একটা দুঃসংবাদ যাইয়া পৌঁছাইতাছে। আর জঙ্গী সরকার চারদিকে সরিষার ফুল দেখতে পাইতাছেন। ক্যামন বুঝতাছেন!



## ৭২

**৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

গ্যাড়াকল। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন জব্বর গ্যাড়াকলে পড়েছেন। যে কামের মাইদ্দেই হাত দিতাছেন, হেই কামই গড়বড় হইয়া যাইতাছে। কেইসটা কি? পয়লা নিজের মেলেটারি খাড়া কইর‍্যা ইলেকশন করাইলো। ব্যাডায় ভাবছিল এক ঢিলে দুই পাখি মারবো। দুনিয়ার মাইনষেরে বুঝাইবো জন প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দেওনের লাইগ্যা হের দিলডা খালি জারে জার করতাছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যখন তার পকেটের মাইদ্দেই রইছে তখন বাংলাদেশ থনে তিনডা মুছলিম লীগ, জামাতে ইসলাম, পি.ডি.পি নেজামে ইসলাম জমিয়তে ইসলামের ফকা, ফরিদ, ছবুর-ঠাণ্ডা, আলিম-কাদের, খাজা-আজম, কাসেম, শফিকুল, চুষ পাজামা–এরা মিইল্যা ধর্মের জিগির আর মাল-পানি খরচ কইর‍্যা কিছু সিট পাইলেই তো' কেল্লা ফতে। কিন্তুক ইলেকশনের মাইদ্দে হগ্‌গল দালাল মহারাজই হুইত্যা পড়লে এলায় উপায় কি? আওয়ামী লীগ ১৬৯টা সিটের ১৬৭টা সিট দখল করণের গতিকে মওলবী সা'ব নতুন ট্রিক্‌স করলো। এই ট্রিক্‌স-এর নাম

'মাখ্‌খনবাজী'। সেনাপতি ইয়াহিয়া তার গলার আওয়াজ খু-উ-ব নরম কইর‌্যা শেখ মুজিবরে পাকিস্তানের ভাবী প্রধানমন্ত্রী বইল্যা ডাক দিলো। কিন্তু ডাইল গল্‌লো না।

এইবার ইয়াহিয়া ছা'ব ভুট্টোর লগে গুফতাগু কইর‌্যা আৎকা পার্লামেন্টের অধিবেশন বন্ধ করলো। উনি Think কইর‌্যা দেখলেন, এমতে কইর‌্যা চাপ দিলে যদি শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ কাইত হয়। কিন্তু জবাবে শেখ সাহেব শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। এইবার ব্যাডায় আলাপ-আলোচনা শুরু কইর‌্যা তলে তলে পশ্চিম পাকিস্তান থাইক্যা আরো সৈন্য আনলেন। হের পর কথা নাই বার্ত নাই Internal Affair কইয়া বেশুমার মানুষ মার্ডার কইর‌্যা বাহাত্তুর ঘন্টার মাইদ্দে বাংলাদেশ কন্ট্রোল করণের লাইগ্যা হের চিরকিৎ হইলো। কিন্তু বাহাত্তুর ঘন্টা কেন বাহাত্তুর দিনেও কিছুই হইলো না। বছরের পর বছর ধইর‌্যা ভইষ্যা ঘি আর ডালডার পরাটা খাইয়া যে সোলজারগুলার গতরের মাইদ্দে জেল্লা দিতাছিল বিচ্চুগুলার কোবানীর চোটে হের পরায় দুই ডিভিশন হয় বাংলাদেশের কাদ্যোর মাইদ্দে হুইত্যা পড়তাছে, না হয় গতরের মাইদ্দে ব্যান্ডেজ বাইন্দা কাতরাইতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া তার Prestige ঢিলা হওনের গতিকে লাহোর রেঞ্জার্স, নর্দান রেঞ্জার্স, সশস্ত্র পুলিশ, গিলগিট স্কাউট, গায়ের এলাকার ফৌজ, যারেই হাতের কাছে পাইলো সব বঙ্গাল মুলুকে খেদাইলো। কিন্তুক Position আরো খতরনাক হইয়া পড়লো। এই টাইমের মাইদ্দে হাজারে হাজার গেরিলা ট্রেনিং লাইয়া বাংলাদেশে ছড়াইয়া আরে মাইর-রে মাইর।

এইবার ছদর ইয়াহিয়া তার দালাল ফকা-ফরিদ-হরিবল, ছবুর, ঠাণ্ডা-আজমগো লইয়া ঘেটু-সরকার বানাইতে চাইলো। তার জানি দোস্তরা পর্যন্ত কইলো, এইগুলা তো হারু পার্টির দল– এইগুলা দিয়া কাম হইবো না। কইলকাত্তার আদি নিবাসী উর্দুভাষী আলহাজে জহির উদ্দিন ময়দানে নামলো– যদি কিছু আওয়ামী লীগ মেম্বাররে জালে ধরা যায়। চেহারাডারে বাংলা অংকের পাঁচের মতো কইর‌্যা হাজী সা'বে বায়তুল মোকাররমে জুম্মার নামাজ আদায়ের পর কুর্মিটোলায় যাইয়া 'ইয়া আল্লাহ্‌ তুমি কি করলা' কইয়া দম ফালাইলো। লগে লগে বহু চোটপাট কইর‌্যা বেগম আখতার সোলেমান স্পিশাল মিশনে করাচীর থনে ঢাকায় আইলো। চারদিকে খালি হারু পাট্টির নেতা ছাড়া আর কাউরেই বেগম সাহেবানের নজরে আইলো না। বহুত টেরাই করণের পর মহিলা অক্করে লন্ডনে ভাগোয়াট্‌।

এলায় খান সাহেবে ২৭শা জুন এক বেতার বক্তৃমা দিয়া কইলো, "আওয়ামী লীগরে বেআইনী ঘোষণা করছি বটে, কিন্তু Individual Capaciy তে হেরা মেম্বার রইছে। আমি শিগ্রী ইনকোয়্যারি কইরা কিছু মেম্বাররে ভালো লোক বইল্যা সার্টিফিকেট দিলে হেগো মেম্বারশিপ থাকবো– বাকিগুলার কাছ থনে কৈফিয়ত লইয়া উপনির্বাচন কইর‌্যা পার্লামেন্ট বানামু।' গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।

এর মাইদ্দে আবার পশ্চিমী দেশগুলার চাপে মওলবী সা'ব রিফিউজি ফেরত লওনের লাইগ্যা Reception centre খুইল্যা রেডিওর মাইদ্দে কি কান্দন! মনে লয় লায়লী-মজনু আর শিরি-ফরহাদের পালা শুরু হইছে। দিনা দুইয়ের মাইদ্দে ঘোষণা কইর‌্যা বইলো হাজারে হাজার রিফিউজি ফেরৎ আইতাছে। কিন্তুক একজন সাদা চামড়ার রিপোর্টার

Reception Centre গুলা ঘুইর‍্যা রিপোর্ট দিলো, 'একটা সেন্টারে মাত্র গোটা ছয়েক খেঁকি কুত্তা ছাড়া অর কিছুই দেখতে পাই নাইক্যা।' জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান কইলো, 'রিফিউজি ফেরৎ গেলে হেগো লাইফের Risk নিতে পারি না।' বাইস জঙ্গী সরকারের হগ্‌গল কেরামতি ফাঁস হইয়া গেল। দুনিয়ার মাইনষে হাড়ে হাড়ে বুঝলো বাংলাদেশে Normal হওয়া তো দূরের কথা হেইখানে দারুণ গ্যানজাম চলতাছে। আর এর মাইদ্দে শুরু হইছে বিচ্ছুগুলার ক্যাচকা মাইর।

এইবার সেনাপতি ইয়াহিয়া নতুন ট্রিক্‌স করলো। ব্যাডায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর লগে আলোচনার প্রস্তাব দিলো। যদি কোনোমতে ইন্ডিয়ারে এই আলোচনার টোপ গেলানো যায়, তা' হইলে লগে লগে চিল্লাইয়া উঠবো, 'কেইসটা পশ্চিম পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মাইদ্দে না, কেইসটা হইতাছে দিল্লী আর ইসলামাবাদের মাইদ্দে। শ্রীমতী গান্ধী 'নো' কওনের লগে লগে ইয়াহিয়া খান চেঁচাইয়া উঠলো, 'আমি ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করমু– আমার লগে নতুন মামু আছে।' তবুও ব্যাডায় পুরা ব্যাপারটারে দিল্লী-ইসলামাবাদের ব্যাপার বইল্যা প্রমাণ করতে চায়। অ্যাঃ অ্যাঃ ক্যাডা যেনো ব্যাডার কানের মাইদ্দে কইলো, 'বেশি ফাল পাড়িস না।' অমতেই খান সা'বে কাউঠ্যার মতো মাথাডারে ভিতরে ঢুকাইয়া লইলো। কিন্তু ব্যাডার ট্রিক্‌সের শ্যাষ নাই। আওয়ামী লীগ নেতাদের সম্পত্তি নীলাম করলো।

এরপর আওয়ামী লীগের মাইদ্দে ভাঙ্গাভাঙ্গি করণের দূরাশায় ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর দল ৮৮ জন আওয়ামী লীগ মেম্বারেরে আইনী আর ৭০ জন বেআইনী ঘোষণা করলো। মনে লয় হেগো এই এলানে আওয়ামী লীগ মেম্বারেরা অক্করে দৌড়াইয়া যাইয়া মউতের দরবারে হাজির হইবো আর কি? কিন্তু তাগো Propaganda র শেষ নাই। হেগো ঘোষণায় বেআইনী আওয়ামী লীগ মেম্বারগো ২৬শে আগস্ট কুর্মিটোলায় হাজির হইতে কইছিল কিন্তু একজনও যায় নাই বইল্যা ১লা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত টাইম বাড়াইছে।

ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর মাথায় বুদ্ধি অক্করে গিজগিজ করতাছে। এইদিকে আওয়ামী লীগের হগ্‌গল মেম্বাররা মুক্ত এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে শামিল হইছেন। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাদের গাবুর মাইরের চোটে যখন চট্টগ্রাম চালনা বন্দরে দশটা জাহাজ ঘায়েল হওনে বাকীগুলা ভাগছে, সিলেট এলাকায় হানাদারদের স্টিমার, লঞ্চ, গাধা বোট গেরিলারা দখল করছে। খুলনা, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, রংপুর, কুমিল্লায় বিরাট এলাকা মুক্ত হইছে, পেরতেক রাত্রি ঢাকা টাউনে বিচ্ছুগুলার হেইকাম চলতাছে, বাড়ির চোটে জঙ্গী সরকার আদম শুমারী পর্যন্ত এক বছরের লাইগ্যা পাউছাইয়া দিছে। পিআইএর আরো সোলজার মউতের মুখে ঢওয়াইতাছে আর ইয়াহিয়া খান নিজেই পশ্চিম পাকিস্তানে রক্ত সংগ্রহের আবেদন করছে, তখনও ব্যাডায় ট্রিক্‌সের পর ট্রিক্‌স করতাছে। হগ্‌গলের শ্যাষে মরা গবর্ণর বহাইয়া আবার ট্রিক্‌স।

কিন্তুক কইছিলাম না গ্যাঁড়াকল। সেনাপতি ইয়াহিয়া অখন জবর গ্যাঁড়াকলে পড়ছেন। যে কামের মাইদ্দেই হাত দিতাছেন, হেই কামই গড়বড় হইয়া যাইতাছে। ইয়ে কেয়া মুসিবত?

খুলেছেন। সেনাপতি ইয়াহিয়া আবার খুলেছেন। সেনাপতি ইয়াহিয়ার আবার মুখ খুলেছেন। প্যারিসের দৈনিক 'লা ফিগারো'র এক সংবাদদাতার কছে ইয়াহিয়া সা'বে বলেছেন যে, তার সৈন্য বাহিনী বাংলাদেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা একেবারে কন্ট্রোলের মধ্যে এনেছেন, তবে.... । আঃ হাঃ আমাগো ছক্কু মিয়া ইয়াহিয়া সা'বের লেকচার শেষ হওনের আগেই চিল্লাইয়া উঠলো, 'বুছ্‌ছি, বুছ্‌ছি। পাকিস্তানের পয়লা জামানায় নুরুল আমীন সা'বও এইরকম একটা কারবার করছিল। ছক্কুর আৎক্যা চিল্লানীতে ঠাটারী বাজারের কাউল্যা একটু ডরাইয়া গেছিলো। গলাটার মাইদ্দে দুইতিন বার জোর খ্যাকরানি মাইরা ধমক দিয়া কইলো, 'আবে এই ছক্কু, কেইসটা ঠিকমতো বুঝতে দে। আগেই চিল্লাইলে বুঝমু কেমতে?' ছক্কু একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিয়া কইলো, 'তয় কইতাছি হোন।' 'আমরা যেমন পাকিস্তানের পয়লা জামানায় ঢাকার মাইদ্দে রোজার টাইমে বিড়ি মুখে দিয়া রাস্তাঘাটে বে-রোজদারগো ধাওয়াইয়া বেড়াইয়া ইসলাম রক্ষা করতাম, হেইরকম আমাগো শরাব খাওইন্য অফিসারগুলা হেই সময় ইসলামের ইজ্জত রক্ষার জন্যি নূরুল আমীন সা'বরে দিয়া একটা আইন বানাইছিল। হেই আইনের যে কেতাব হেই কেতাবের পয়লা পাতায় লেখা আছিলে 'সমস্ত বঙ্গাল মুলুকে মদ খাওয়া হারাম ও বেআইনী।' তবে দুই নাম্বার পাতার মাইদ্দে কয়েকটা 'কিন্তুক' রইছিল। মানে কিনা এইসব অবস্থায় রঙীন পানি খাওয়া যাইবো। পচ্চৎ কইর‍্যা একগাদা পানের পিক ফেলাইয়া ছক্কু একটুক কাউলার দিকে Angle কইর‍্যা নজর মাইরা আবার বাইতে শুরু করলো। বুঝলি কাউল্যা, 'এই কিন্তুকের পয়লাডা হইতাছে, আগের থাইক্যা অভ্যাস থাকলে, হেই ব্যাডায় মাল টানিতে পারবো। দুই নম্বরে হইতাছে, ডাক্তারে যদি লিইখ্যা দেয়, তয় যে কোনো ব্যাডায় মদ খাইতে পারবো। আর তিন নম্বরে রইছে, যারা মুসলমান না, তাগো মদ খাওনের ব্যাপারে কোনোই নিষেধ নাইক্যা। মানে তুমি যদি কোনো হিন্দু দোস্তরে লইয়া বারে যাও, তয় কেউই তোমারে না করতে পারবো না, আর পারমিটেরও দরকার হইবো না। ক্যামন বুঝতাছস্।

কাউলা কইলো, ভালোই বুঝতাছি। এলায় ক' এইডার লগে ইয়াহিয়া সা'বের কথাবার্তার মিলডা কোনহানে পাইলি? তয় তুমি বুঝছো নট্‌কা। দুইডা কারবারের মিল হইতাছে 'কিন্তুকের মাইদ্দে'। বুঝলি। মদ বেআইনী করণের আইনডার মাইদ্দে যেমন কিন্তুক দিয়া মাতালগো সব মুস্কিল আসান কইর‍্যা দিছে। হেই রকম ইয়াহিয়া ছা'বের 'কিন্তুকের' মাইদ্দে হগ্‌গল কিছুই রইছে। মওলবী সা'বে কি সোন্দর কইছেন, 'সব কন্ট্রোলের মাইদ্দে– কিন্তু.... ।' বুঝলি কাউল্যা এই কিন্তুকের মাইদ্দে কি রইছে জানস্? এই কিন্তুকের মাইদ্দে রইছে, মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা চিটাগাং-চলনায় দেশী-বিদেশী জাহাজ ডুবাইছে, সিলেটে লাইন কইর‍্যা লঞ্চ গাধাবোট দখল করছে, কুমিল্লা-

নোয়াখালীতে বাড়ির চোটে মছুয়াগুলারে তক্তা বানাইছে, খুলনার দক্ষিণ মুড়া মুক্ত করছে, কুষ্টিয়া যশোর, রাজশাহী চাপাইনওয়াবগঞ্জ, রংপুর-দিনাজপুর ডট্ ডট্ ডট্ কারবার করছে। এর লগে লগে শুরু হইছে খালি নাইক্যার কারবার। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার রেল-লাইন– নাইক্যা, রাস্তাঘাট–নাইক্যা, ব্রিজ-কালভার্ট– নাইক্যা, গবর্ণমন্টের শাসন– নাইক্যা, স্কুল-কলেজ– নাইক্যা, ব্যবসা-বাণিজ্য– নাইক্যা, কলকারখানার কাম– নাইক্যা, খাবার-দাবার– নাইক্যা। চারদিকে যহন খালি গুম গুম কইর‍্যা নাইক্যার আওয়াজ উঠতাছে তখন সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান খালি একটা কিন্তুক জুইড়্যা দিয়া চোপাবাজি করতাছে 'সব কিছু কন্ট্রোলের মাইদ্দে। কিন্তুক...।'

'আবে এই কাউল্যা, এলায় বুঝছস্ এই কিন্তুকের মজমাডা।' এর মাইদ্দে আবার ইয়াহিয়া খান সা'বে একটুক্ কইর‍্যা বইলো, টিক্কা চা'বের কাছে হিসাব চাইলো। তাই বইল্যা ভাববেন না যে গরু-মোষের হিসাব। মছুয়া মানে কিনা সোলজারের হিসাব চাইলো। জেনারেল পীরজাদা জমা-খরচের খাতা দেইখ্যা ছদর ইয়াহিয়াকে বলেছে, 'ছ্যার টিক্কার নামে পাঁচ ডিভিশন সোলজার আছে। কিন্তুক ব্যাডায় খরচের হিসাব দিতাছে না। তবে জেনারেল পিঁয়াজীর টেলিগ্রামে ডেইনজারাস খবর রইছে। পাঁচ মাসের লাড়াইয়ে পুরা এক ডিভিশন গায়েব, হাসপাতালে আর Missing লিস্টিতে আরও এক ডিভিশন রইছে। এইগুলা স--ব 'কিন্তুকে'র কারবার। খান সা'বে Think কইর‍্যা দেখলো ঠিকই তো ব্যাটা টিক্কা তো খালি চোপাবাজি কইর‍্যাই চলতাছে। আর এই দিকে World-এর বেস্ট সোলজারগুলা অক্করে খতম হওনের পথে, কেইসডা কি?

পাঁচ মাসের মাইদ্দে এতবার টেলিহি নিলাম বাংলাদেশ ট্যুর করতে পারলাম না। ব্যাডায় খালি কয় সব ঠিক আছে, কিন্তুক আপ বঙ্গাল মুলুকমে মত্ আইয়ে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার হানাদার বাহিনীর সমস্ত সেক্টর কম্যাণ্ডারগো হাতের মাইদ্দে আইন্যা ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার টিক্কা খানের টিকি ধইর‍্যা টান দিছে। 'খেইল খতম, পয়সা হজম। ১৪৭ দিন বাদ টিক্কা খানের গবর্ণরগিরি গেছেগা। ফ, কা, ফরিদ-হরিবল-খাজা-আজম-সবুরগো মতো এই ব্যাডাও একজন হারু মিয়া হইলো। রক্ত দিয়া গোছল কইর‍্যাও টিক্কা মিয়া হাইর‍্যা গেছে।

গোয়েরিং, আইখম্যানের লগে টিক্কার নামও খুনী হিসাবে History-তে লেখা থাকবো। কিন্তু কেইসটা কি? টিক্কা খানের ডিস্‌মিস্ আর দাঁতের ডাক্তার আব্দুল মোত্তালেব মালেক্যারে নয়া গবর্ণর করণের কোথাও কোনো আলোচনা পর্যন্ত হুনতাছি না কেন? ও' বুঝছি, এইডারেই কয় নতুন বোতলে পুরনো মদ। এইডা হইতাছে ছদর ইয়হিয়ার Internal ব্যাপার। ব্যাডায় টিক্কারে নতুন হ্যাংগা করলো কি করলো না, তাতে মাইনষের কি আসে যায়? খালি জুলফিকার আলী ভুট্টো করাচীতে মিডাই-এর দোকানের সামনে চাম-উঠা মালগুলার মতো ঘেউ ঘেউ কইরা উঠছে 'ঠকাইছে, ঠকাইছে। ছদর ইয়াহিয়া ঠকাইছে। ম্যালেক্যারে নয়া গবর্ণর করার মানে কিন্তুক জনপ্রতিনিধিদের হাতে

ক্ষেমতা দেওন না। ইয়াহিয়া সা'বে হারু পার্টিগুলারে দিয়া নতুন নতুন ষড়যন্ত্র করতাছে। ইয়াহিয়া সা'বে তিন মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলাম, জামাতরে ঘেড়ি ধইর‍্যা মহাজাতীয় সংস্থা– গ্রাণ্ড ন্যাশনাল অর্গানাইজেশন– মানে কিনা মহা গ্যানজাম পার্টি তৈরী কইর‍্যা ভুট্টো সা'বের পিপল্‌স পার্টিরে ল্যাং মারণের তাল তুলছে।

এই দিকে অক্করে ফাতাফাতা কারবার। হেইদিন বিচ্ছুগুলার গাবুর বাড়ির চোটে United Nations Children Emergency Fund-এর সিল মারা এক গাদা গাড়ি মছুয়াগুলার কাছ থনে লইয়া আইছে। তারপর ভোমা ভোমা লাশগুলার কোমরের মাইদ্দে দ্যাখে কি– জাতিসংঘ থাইক্যা ভুখা বাঙালি পোলাপানগো লাইগ্যা টিনের মাইদ্দে কইরা যেসব খাবার পাডাইতাছে, হেইসব খাবার রইছে। এই প্রমাণ পাইয়া অহন জাতিসংঘের অফিসগুলা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতাছে। ইউরোপের তিনডা দেশ নাকি এই ব্যাপারে উথান্ট সা'বের লগে ফাটাফাটি করণের লাইগ্যা তৈরী হইতাছে। হেইর লাইগ্যা ছক্কু মিয়া কইছে, হেগো সব ব্যাপারের মাইদ্দেই কিন্তুক রইছে।

# ৭৪

**৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

আইজ কেন জানি না বার বার কইর‍্যা মেরহামত মিয়ার কথা মনে পড়তাছে। বছর চব্বিশ আগেকার কথা। মের্‌হামত মিয়া তহন কিন্তুক আইজগার মতন এতো চালু হয় নাইক্যা। আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়ার পাল্লায় পইড়্যাই তো' এই মের্‌হামত মিয়া সংসারের হগ্‌গল তেলেসমাতি কারবার হিক্কা ফেলাইছে। চব্বিশ বছর আগে মেরহামত মিয়া যেদিন নরসিংদীর থনে পয়লা চক বাজারের আলহামরা হোডেলডার মাইদ্দে খাইতে আইলো, হেইদিন ছক্কু হের পেরেমে পড়লো, মানে কিনা দুইজনের মাইদ্দে দোস্তালী হইলো। উর্দু রোডের ধূলা ভাইঙ্গা আলহামরায় আইস্যা ছক্কু মিয়া একটা সিঙ্গেল চা খাইতাছিল। এমন সময় একজন গেরামের পোলা নীল তফন পিইন্দ্যা পাশের খালি টেবিলডার মাইদ্দে বইলো। ব্যাডায় বয়রে ডাইক্যা জিগাইলো, 'খাওনের কি আছে', লগে লগে বিয়াল্লিশ বছরের বয়ডা হড় হড় কইর‍্যা খাওয়ার লিস্টি কইলো, গেরামের ব্যাডায় একটু Think কইর‍্যা কইলো 'ঠিক আছে, ভাতের লগে কি কয় পটাটো ইসম্যাশ, অমলেট, কারী আর সালাত দাও।'

টেবিলের মধ্যে খাবারগুলা সাজাইয়া দেওয়ার পর ছক্কু দ্যাহে কি? গেরামের পোলাডা গামছা দিয়া গতরের ঘাম মুইছ্যা টেবিলের ভাত তরকারীর দিকে তাকাইয়া নিজে নিজেই কথা কইতাছে। ছক্কু মিয়া কানডা একটু খাড়া কইর‍্যা হোনে কি? ব্যাডায় কইতাছে– বুঝছি, দুনিয়াডা নামের মাইদ্দেই চলতাছে। নামে বহুত কিছু আসে যায়। ব্যাডা তরকারী– তুমি ঢাকা টাউনে আইস্যা Short cut-এ কারী হইয়া গেছো। ও-ও-বাব্‌বা আমাগো পিঁয়াজ শহরে তোমার নতুন নাম হইছে স্যা-স্যা-স্যালাত– আল্লাহ্‌রে

এইটা কি? আলু ভরতা– তোমার দেখতাছি ডবল প্রমোশন– তুমি এলায় পট্যাটো ইসম্যাশ হইছো।

ছক্কু মিয়া একটা গুঠিয়া বিড়ি ধরাইয়া আস্তে কইর‍্যা আইস্যা এই টেবিলে বইলো। মুখ দিয়া একগাদা ধূঁয়া বাইর কইর‍্যা কইলো, 'মনে হইতাছে নতুন আমদানী। রংবাজীর দেখছেন কি? পাকিস্তান হওনে চাইরদিকে খালি ম্যাজিক কারবার চলতাছে। বুঝছেন, হেইদিন উয়ারীতে গেছিলাম। দেহি কি দশ নম্বর র‍্যাংকিন স্ট্রীষ্টের মাইদ্দে বহুত গ্যানজাম। শোলার হ্যাট মাথায় এক ল্যাড় ল্যাড়া বুড়া চিল্লাইতাছে, 'এইখানে কি কুষ্টের মল্লিক ডাক্তার আছে?' পান চিবাইতে চিবাইতে একজন লেংড়া জেনটেলম্যান কইলো– 'না-এখানে মল্লিক ডাক্তার বলে কেউ থাকেন না।' লগে লগে ল্যাড় ল্যাড়া বুড়া কি রাগ? চিল্লাইয়া কইলো, 'আমার নাম ব্রিটিশ, আমি মিনসের চৌদ্দ পুরুষকে চিনি। বেটার ছেলে কি আবার নাম বদলিয়েছে নাকি? আমার টাকা চাই-ই, চাই। আমি ওকে খুঁজে বের করবোই।'

এইবার লেংড়া জেনটেলম্যান-এ ফচ্চুৎ কইর‍্যা হাইস্যা কইলো, 'তা' হলে ঠিক ধরেছেন। উনাকে এখানে সবাই মালেক ডাক্তার বলে জানে।' কথা নাই, বার্তা নাই, হেই ল্যাড় লেড়া বুড়ায় রাস্তার পাশে বইস্যা পড়লো। চাইরদিকে বহু লোক জইম্যা গেল। এলায় ব্রিটিশ করলে কি– এই দ্যাখেন বইল্যা হাঁ কইর‍্যা হগ্‌গলরে দেখাইলো, তার মুখে একটাও দাঁত লাইক্যা। পয়লা ভালো বাংলায় ডাক্তার সা'বের চৌদ্দ পুরুষ Upward আর downward ধোলাই কইর‍্যা যা' কইলো, হের থাইক্যা বুঝলাম কারবার খুবই খতরনাক হইয়া গেছে। এই বুড়ার মুখে দুইটা মাত্র দাঁত আছিলো একটা শক্ত, আরেকটা তিন বছর ধইর‍্যা ল্যাড় ল্যাড় করতাছিল।

বুড়ার কপাল খারাপ বইল্যা কুষ্টিয়ার থনে কইলকাত্তায় যাইয়া এই মল্লিক ডাক্তারের পাল্লায় পড়ছিল। ল্যাললেড়া দাঁতটাতে খুবই বিষ হওনের গতিকে এই ডাক্তাররে দেখাইলো। ডাক্তার সা'বে কইলো, এই দাঁত ফালাইতে হইবো– বিশ টেকা লাগবো।

ব্রিটিশ টেকা দিয়া দাঁত ফালাইবার জন্যি চেয়ারের মধ্যে বইলো। যহন কারবার শ্যাষ হইলো তহন বুড়ায় দ্যাহে কি মুখের মাইদ্দে ল্যাড় লেড়া দাঁতটাই রইয়া গেছে আর মল্লিক ডাক্তার শক্ত দাঁতটারেই উড়াইয়া ফালাইছে। তারপর এই ব্যাপারে একটা ফাটাফাটি কারবার হওনের আগেই পাকিস্তান হইয়া গেছেগা। আর পাখি উড়াল দিয়া কইলকাত্তা থাইক্যা নাম বদলাইয়া ঢাকার দশ নম্বর র‍্যাংকিন স্ট্রীটে মেচের মাইদ্দে উঠছে। এইদিকে বুড়াও ছাড়ইন্যা পাত্র না। বহু খোঁজ-খবর কইর‍্যা এই পাশকা ডাক্তারের খবর পাওনের আগেই বুড়ার লড়বড় করা দাঁতটা এমতেই পইড়া গেছে। বুড়ায় অক্করে পুরা ফোকলা হইয় গেছেগা। এলায় বুঝছেন? চাইরদিকে কেমন ম্যাজিক কারবার চলতাছে? অবশ্যি হেই ডাক্তার মালেইক্যা আর ডাক্তারি করে নাইক্যা।

হ-অ-অ এই দিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? সা'বে কইছে কিসের ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই। ইয়াহিয়া খান সা'বের চাচা মানে কিনা শ্যাম চাচা নাকি বলেছেন,

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার শাসন ব্যবস্থা বেসামরিক কর্তৃক্ষের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে, এই রকম একটা ভোগাচ কারবার না করতে পারলে, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের আগামী বৈঠকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জঙ্গী সরকাররে অক্করে তক্তা বানাইবো। মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা দখলীকৃত এলাকায় ইচ্ছামতো কারবার চালাইলেও একটা পুরা Risk লইয়া রক্তমাখা বালিশটারে একটা ছাফ গিলাপের মাইদ্দে ঢুকাইয়া দুনিয়ার মাইনষেরে ভোগা মারণ লাগবো। ময়মনসিংহের কাচারীর বটতলার থনে যেমতে আইয়ুব খান মোনাইম্যারে খুঁইজ্যা বাইর করছিলো,হেই রকম ইয়াহিয়া সা'ব বহু হাউ কাউ কইর‍্যা ডাক্তার মল্লিকরে থুরি ডাক্তার মালেক্যারে আবিষ্কার কইর‍্যা ফাল পাড়তাছে। 'মিল গিয়া, মিল গিয়া, উমদা দালাল মিল গিয়া– ইয়ে চিজ চওবিশ সালকা আন্দার কই ইলেকশনভি নেই কিয়া। ইয়ে হরিবল হক সে ভি আচ্ছা মাল হ্যায়।'

ক্যামন বুঝতাছেন হেগো কারবার-সারবার? কিসে নাই চাম– রাধা কেষ্ট নাম। বিবিসির সংবাদদাতা মার্টিন বেল যখন বাংলাদেশের মুক্ত এলাকা সফর কইর‍্যা বিবিসি টেলিভিশনে পিকচার দেখাইতাছে যে মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলার গাবুর মাইরের চোটে ভোমা ভোমা মছুয়া সোলজারগুলা খালি আন্ধা গোন্ধা ভাগতাছে আর মুক্ত এলাকায় দিব্বি বাজার হাট চলতাছে, তখন একই দিনে আর একই টাইমে কলিম উদ্দিন সা'বে সরি ইয়াহিয়া সা'বে কি-ই-ই সোন্দর চতুর্থবার ঘোষণা করছুইন, জনা কয়েক ছাড়া আমি হগ্‌গল বাঙালিরেই মাফ কইর‍্যা দিছি। ব্যাডা একখান। রাজাকার তৈরী করণের লাইগ্যা, চোর-ডাকাত-ছ্যাচ্চোড় হগ্‌গলরে জেলখানা থাইক্যা ছাইড়্যা দিয়া ব্যাডা কইতাছে সব ছাইড়া দিছি, কিন্তু আসল গুলারে আটকাইয়া থুইয়া হেতোনে ভাবতাছে– তার এই ঘোষণায় দুনিয়ার মাইনষে ভাববো যে বাংলাদেশের অবস্থা অক্করে কন্ট্রোলের মাইদ্দে আইস্যা গেছে আর কি? হ্যাঃ অ্যাঃ অ্যাঃ কন্ট্রোলের মাইদ্দে আইতাছে ঠিকই– তবে এই কন্ট্রোলগুলার নাম হইতাছে ছক্কু অক্করে ফাল পাইড়া উঠলো– আমি কমু? আমি কমু? এইগুলার নাম হইতাছে বিচ্ছু–মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছু ভাগছে, ভাগছে। এইগুলার গাবুর মাইরের চোটে টিক্কা সা'বে তার ধ্বচা মারা সোলজারগুলার বাংলাদেশের ক্যাদোর মাইদ্দে হান্দাইয়া দিয়া ভাগছে।

আর দখলীকৃত এলাকা সফরের কথা হুনলেই সেনাপতি ইয়াহিয়ার কাপড় অক্করে বাসন্তী Colour হইয়া যাইতাছে। পাঁচ মাসেও ব্যাডায় একবার...। তবুও ব্যাডায় ট্রিক্‌সের পর ট্রিক্‌স করতাছে। আগার বদলে আগা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইসলামাবাদের রাষ্ট্রদূত আগা হিলালীর বদলে এইবার মেজর জেনারেল নবাবজাদা আগা মোহাম্মদ রাজারে পাঠাইতাছেন। এই দিকে ব্যাডায় করছে কি? বাঙালি কূটনীতিবিদরা যাতে কইর‍্যা বাংলাদেশ সরকারের লগে আর যোগ দিতে না পারে, হের লাইগ্যা বাকি হগ্‌গলের পাসপোর্ট আটকাইছে।

বিচ্ছুগুলার কারবার যতই বাড়তাছে, ততই ইয়াহিয়া সা'বে পাগলা হইয়া উঠতাছে। হেই লাইগ্যা ইংলন্ডের মাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান কাগজ মন্তব্য করছে, 'ইয়াহিয়া খানের

একটাই মাত্র কৃতিত্ব– পাকিস্তান নামে দেশটারে ধ্বংস করা।' কিন্তু আমি কই কি? ব্যাডার আরেকটা Credit রইছে। হেইডা হইতাছে বহুত তেল-পানি খরচ কইর‍্যা পিআইএ বিমানে তিন হাজার মাইল ঘুইর‍্যা লাখ খানেক মুছয়া সোলজাররে অক্করে বিচ্ছুগুলার কোলে আইন্যা বহাইছে। তারপর আরে মাইর-রে-মাইর।

# ৭৫

**সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

খাইছে রে খাইছে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে– এই কতাডার মানে অনেকদিন পর্যন্ত বুঝতে পারি নাইক্যা। অখন বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার অবস্থা দেইখ্যা এই কথাডা হাড়ে হাড়ে বুঝতাছি। আমাগো শ্রীহট্ট নিবাসী হারু পার্টির নেতা চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী যখন ঢাকার ক্যান্টনমেন্টে ওয়াইপ আর সেয়ানা মাইয়ারে মছুয়া মেলেটারিগো হেফাজতে রাইখ্যা জাতিসংঘে চাম উঠা মালের মতো ঘেউ ঘেউ করতাছে বঙ্গাল মুলুক অক্করে Normal হইয়া গেছে, ঠিক তখনই ঢাকা আর চালনা বন্দরে বিচ্ছুগুলার কারবার হইছে। ঠ্যাটা মালেক্যার একজন হেই জিনিষ বোমা খাইয়া মেডিকেলে গেছে, আমেরিকান একটা জাহাজ উল্টা হইয়া পানির মাইদ্দে হান্দাইছে। আর World Bank-এর একজন মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার Architect Stanely Tigerman সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের অক্করে হোতায়্যা ফেলাইছে। ধোপায় যেমতে কইর‍্যা কাপড় বাইড়্যায় Stanely সা'বে হেইরকম একটা কারবার করছে। বচ্ছর পাঁচ আগে ইসলামাবাদের গবর্নমেন্ট বগুড়া, পাবনা, রংপুর, বরিশাল, সিলেট এই সব জায়গায় পলিটেকনিক স্কুলের নকশা বানাইবার জন্যি World Bank-এর মারফত এই সাদা চামড়ার সা'বের লগে একটা চুক্তি করছিল, এই কামের লাইগ্যা Stanely সা'বে এর মাইদ্দে যোলবার বঙ্গাল মুলুকে যাতায়াত করছে। এই বার বাংলা মুলুকে লড়াই শুরু হওনের পর আৎকা ইসলামাবাদ থাইক্যা খবর আইলো 'বঙগাল মুলুক Normal হইয়া গেছে। এলায় আপনে আবার কামে হাত দেন।' Stanely সা'বে কি খুশি? অক্করে হাওয়াই জাহাজে উড়াল দিয়া ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় আইছিলো। হের পর দ্যাহে কী? কেইস খুবই খারাপ। খোদ ঢাকা টাউনের মাইদ্দেই বিচ্ছুগুলা ফুটফাট কারবার চালাইতাছে। মফস্বলে যাওন আর মউতের লগে মোলাকাত একই কথা।

Stanely সা'বে নিজেই কি কইছে হোনেন। ঢাকা এয়ারপোর্টে কাস্টমস-ওয়ালারা নাইক্যা। মছুয়া মেলেটারিরা হেই কাম করতাছে। আর সার্চিং মানে সার্চিং। ফুল প্যান্টের পকেটের মাইদ্দে পর্যন্ত হাত দিয়া মালপত্র দেখতাছে। এয়ারপোর্টের চাইরো মুড়া বিমান বিধ্বংসী কামান আর বাংকারগুলার মাইদ্দে মছুয়াগুলা থর থর কইরা কাঁপতাছে। ঢাকা টাউনে সার্চিং, ডর দেখান, চেক পোস্টে পাঞ্জাবি পুলিশ, রাজাকার, মেলেটারি হগ্গল কিছু মিইল্যা একটা ক্যাডাবেরাস অবস্থার সৃষ্টি হইছে। Stanely সা'বে আরো কইছে

রেল লাইন নাইক্যা, ঢাকার বস্তিগুলা সাফ, শহীদ মিনার গায়েব, মন্দির হাওয়া, মসজিদ গুড়া। টাউনের মাইদ্দে কাগো ডরে যেনো পাঞ্জাবি পুলিশ বেয়নেটওয়ালা জিনিষপত্র লইয়া ঘুরতাছে, বড় গাড়িতে মেলেটারিরা টহল দিতাছে, বহু বাংকার তৈরী করছে, সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাট ধলী– মাইনষে কথা কইতে ডরায়। এইডাতো Normal কারবারের নমুনা হইতে পারে না।

এই আমেরিকান সা'বে ঢাকার অবস্থা দেইখ্যা ঠিকই আন্দাজ করছে, বিচ্ছুগুলার নমুনা কারবারেই যখন মছুয়াগুলার কাপড় বাসন্তী Colour হইছে তখন আসল কাম শুরু হইলে না জানি কি অবস্থা হয়? এর থাইক্যা আগে কাইট্যা পড়নই ভালো। এরপর এই মার্কিনী সা'বে বাংলাদেশ অধিকৃত এলাকার থনে ভাইগ্যা যাইয়া ট্রাংককলে Resign করছে। খালি কইছে, বাংলাদেশ পুরা স্বাধীন হইলে আবার আমু– তার আগে আগে না। ও মাই গড।

ছক্কু মিয়া ফাল দিয়া কইলো, ভাইসা'ব এই আমেরিকান সা'বে একটা জায়গায় মিছা কথা কইছে। আইজ ছয়মাস ধইর‍্যা ঢাকা টাউনে যে অবস্থা দেখতাছি তার একটুকও Change হয় নাইক্যা। মানুষ মার্ডার, বলাৎকার, মেলেটারির টহল, রাজাকারগো লুটপাটে আর বিচ্ছুগুলার কায়কারবার এইগুলাই তো ঢাকা টাউনে Normal ব্যাপার। আসলে অমেরিকান সা'বে Normal ঢাকারে দেইখ্যাই ডরাইছে।

এই দিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? ছয়মাস Time হাতে পাওনের গতিকে এর মাইদ্দেই হাজারে হাজার বিচ্ছুর ট্রেনিং Complete হওনের খবরে মছুয়াগুলা অক্করে পাগলা হইয়া উঠছে। ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা একটা মাস্টার প্ল্যান বানাইছে। এই প্ল্যানে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকারে চাইর ভাগে ভাগ করছে। কারণ? বিচ্ছুগুলার লগে পাইট করনের চিরকিত্তের লাইগ্যা রাস্তাঘাট বানাইতে হইবো– রেল লাইন বহাইতে হইবো– মেরামতির কারবার করতে হইবো। বিচ্ছুগুলার হাতে গাবুর মাইর খাইয়া ভাগনের টাইমে এইসব মেরামত করা রাস্তাঘাট আর রেল দিয়া অইস্যা বাঙালি Public মার্ডার করন লাগবো। একদিকে বাঙালি আরেক দিকে জাতিসংঘ ও মার্কিনীগো মাইদ্দে ধান্ধা লাগনের লাইগ্যা কইতে হইবো এই রাস্তাঘাট দিয়া ভুখা বাঙালিগো লাইগ্যা খাবার পাঠামু। কি সোন্দর আরো বাঙালি মারণের লাইগ্যা ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীর বুদ্ধি। আবার গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। রাস্তা মেরামতের আগেই পশ্চিম পাকিস্তান বিদেশ থাইক্যা ট্রাক আনতাছে।

আগের ট্রাকগুলা বিচ্ছুরা গায়েব কইরা ফেলাইছে। নতুন আমদানী ট্রাকে কইরাই মছুয়াগুলা গেরামের মাইদ্দে ঢোকনের বুদ্ধি করছে। টাঁই-ই-ই কি হইলো, কি হইলো? আরো দুই চাইর খান যে ব্রিজ-কালভার্ট আছিলো বিচ্ছুগুলা হেইসব উড়াইয়া দিল। একটা কথা খেয়াল রাইখেন– যেসব গেরামে যাওনের লাইগ্যা রাস্তাঘাট, রেললাইন নাইক্যা, হেইসব গেরামের লোক একটুক্ শান্তিতে থাকবেন। মছুয়াগুলা হেই দিকে আইতে পারবো না– আর কামটুক করণের লাইগ্যা তো বিচ্ছুরাই রইছে। ছয়মাস ধইর‍্যা

বিচ্ছুগুলার টেষ্টিং কারবারেই পঁচিশ হাজার মছুয়া আজরাইল ফেরেশতার দরবারে গেছেগা। বাকিগুলার উপর আজরাইল আছর করছে।

ঐদিকে হুনছেন তো। বাঙ্গালা মুলুকের ক্যাডাবেরাচ অবস্থার ছিক্রেট রিপোর্ট পাইয়া জুলফিকার আলী ভুট্টো আইবো না বইল্যা ঠিক করছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার একই অবস্থা। ব্যাডায় অখন শরাবন তুহুরায় মাইন্দে সাঁতার কাটতাছে। এর মাইন্দে মওলবী সা'বে আবার একটা ট্রিক্স করছে। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলার যে সম্মেলন শুরু হইতাছে, হেই সম্মেলনে join করণের লাইগ্যা কি কান্দন! আমরা সিয়াটো, সেন্টো, আর.সি.ডি.-র মেম্বার হইলে কি হইবো? আমরা বহুরূপী। আমাগো দেশে সামরিক জান্তা থাকলে কি হইবো– আমরা ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া গণতন্ত্র বানাইছি। ইয়াহিয়া-পিঁয়াজী খালি গার্জিয়ান হইয়া আছে। বঙগাল মুলুকের গণতন্ত্র অক্করে গেন্দা পোলা কিনা খালি হারু পাট্টি দিয়াই চলে– হেইখানে Election-এ জেতইন্যা ব্যাডারা দেশের দুশমন। খালি বিচ্চুগুলাই মহা গ্যানজাম কারবার শুরু করছে।

হারু পাট্টির লোকজনগুলা এইভাবে মন্ত্রী হইতাছে দেইখ্যা আমাগো চাঁটিগার ফ,কা, চৌধুরীর মুখ দিয়া অক্করে লালা পড়তে শুরু করছে। ব্যাডায় ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কইছে সেন্টারের মাইন্দে ন্যাশনাল গবর্ণমেন্ট বানাইতে হইবো– হেইখানে হেতোনে হইবো সেন্টার ফরোয়ার্ড। ক্যামন বুঝতাছেন? কি জিনিষরে লাই দিলে মাথায় উডে। বিচ্ছুগুলা আবার এর মাইন্দে ফ.কা. চৌধুরীর পোলারে একটুক ঘইষা দিছে। মওলবী সা'ব হাসপাতালে আল্লাবিল্লা করতাছে। ওবায়দুল্লাহ্ মীরজাফর-ঘুরি মজুমদার নোয়াখালী থাইক্যা ঠ্যাটা মালেক্যারে নতুন মন্ত্রী। হেইদিন ইস্টার্ন কম্যান্ডের হেড কোয়ার্টার ছেকেণ্ড ক্যাপিটালে যাইয়া জেনারেল পিঁয়াজীরে কইলো কি? 'চ্যার আঁই একটা Statement দিউমা।' ব্যাডা মেজর সালেকের এপিপির থনে একটা পোলায় তার কাছে দৌড়াইয়া গেল। ব্যাড়ায় কইছে কি জানেন?– কিছুই কয় নাইক্যা। মেজর সালেক যে কাগজডা লেইখ্যা দিছে হেইডার মাইন্দে দস্তখত কইর‍্যা দিছে। পরদিন মীরজাফর সা'বে খবরের কাগজের মাইন্দে দেখলো ব্যাডায় নাকি মাস দুই-এর জন্য ইন্ডিয়াতে গেছিল। এইডারেই কয় নিজ কলের তৈরী সুতায় প্রস্তুত কাপড়।

অহনই কি মীরজাফর সা'ব? জেনারেল পিঁয়াজী যেভাবে আপনাগো ঘেডি ধরবো ঠিক হেইভাবেই ঘেউ ঘেউ আওয়াজ দেওন লাগলো। এ্যার মাইন্দেই পিঁয়াজী সা'ব হারে কইছে, 'কেয়া মেজর কা বাচ্চা, দুশমন লোককো যে Surrender করণের কো Time দিয়া থা কম্‌সে কম উসকো এক বুট হিসাব তো দে দেও?' আমাগো মের্‌হামত মিয়া অক্কর ফাল পাইড়া উডলো, 'বুঝছি, বুঝছি, ঠ্যাটা মালেক্যা যেমতে কইর‍্যা গবর্ণর হওনের আগে রিফিউজি ফেরৎ আননের টেরাই কইর‍্যা পাঁচটা খেঁকী কুত্তা ফেরৎ পাইছিল। হেইরকম একটা কারবার হইছে– না!

ধুঃ– ও ঘাউয়া– এইবার তাও-ও হয় নাইক্যা। হেইর লাইগ্যাই তো' জেনারেল পিঁয়াজী কি রাগ! মেজর ছালেক একটা মেলেটারি জিপে কইর‍্যা সোজা ঢাকার পুরানা

পল্টনের চৌ মাথায় এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানের দফতরে যাইয়া হাজির হইলো। কইলো হাশিম সা'ব আজ টেলিপ্রিন্টার মে এক খবর দে দিজিয়ে। গিয়া তিন হফতাকা আন্দর দো হাজার দোশ' বিশ আওয়ামী লীগ Worker, Bengal Regiment, ইপিআর, Government officer সব Surrender কিয়া। গবর্ণর মালক সাহাবকো হাম দরকীকে লিয়ে ইয়ে হোতা হ্যায়। ইয়ে লোককো বকেয়া তনখা ভি মিল রাহা হ্যায়।' ব্যাস টেলিপ্রিন্টারে খট্‌খট্‌ কইর‍্যা মিছা কথার খবর যাইতে শুরু করলো। মেজর সালেকের কি বুদ্ধি! হপনের মাইদ্দেই যখন খাইতাছেন তহন রসগোল্লা খাইতে দোষটা কি? আওয়ামী লীগ Worker থনে শুরু কইরা Government Officer ফেরৎ অইন্যা বেতন পর্যন্ত দিয়া ফেলাইছে।

আঃ হাঃ কি পোলারে বাঘে খাইলো। এই ফলসিং কারবারটা অল্পের জন্যি গড়বড় হইয়া গেছে। হেগো ফেরৎ আইন্যা আত্মীয়-স্বজনের লগে দেখাড়া না করাইলেও পারতো। কেননা আত্মীয় স্বজনগো অখন তো' মাটির নিচে, কয়েকটা হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই নাইক্যা। হেগো তো' মছুয়াগুলা আগেই মার্ডার করছে। আসলে যদি-ই টোপ গিল্‌ল্যা দুই-চাইর জন আইস্যা পিঁয়াজীর ফাঁদে পা দেয়– তা' হইলেই তো' হেই কাম করণের কী সুবিধা? এই বুদ্ধিরেই গাঁড়োল-বুদ্ধি কয়। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম খাইছে রে খাইছে। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে।

## ৭৬

**আগষ্ট ১৯৭১**

শাট্‌ল ট্রেন। সেনাপতি ইয়াহিয়া অখন শাট্‌ল ট্রেন হয়েছেন। আমাগো ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ আর খুলনা-দৌলতপুরের মাইদ্দে যেমন একসময় শাট্‌ল ট্রেন আছিলো, সেনাপতি ইয়াহিয়া অহন হেইরকম শাট্‌ল ট্রেন হইয়া রাওয়ালপিন্ডি আর ইসলামাবাদ দৌড়াদৌড়ি করতাছেন। গেল সপ্তাহে মওলবী সা'ব খুবই চোটপাট কইর‍্যা একটা টেলিভিশন টিমের কাছে ফুটানী মাইরা কইছিল, 'আগামী দুইতিন দিনের মাইদ্দে আমি বঙ্গালমূলুকে যাইতে পারি। আপনাগো যদি আমার লগে যাওনের খায়েশ থাকে, তয় ইসলামাবদের একটুক ঘোরাফেরা করতে থাকেন।' টেলিভিশন টিমের সাদাচামড়ার সাহেবগুলা সেনাপতি ইয়াহিয়ার এই ভোগাচ্‌ কথাটা বিশ্বাস করছিল। ব্যাস্‌ হেগো কামড়া সারা হইলো। রাওয়ালপিণ্ডি আর ইসলামাবাদ ঘুরতে ঘুরতে প্রথমে জুতার সুকতলি, হেরপর পায়ের চাম পর্যন্ত খোয়াইয়া ফেলাইলো। কিন্তুক ছদর ইয়াহিয়া টিকিডার পর্যন্ত লাগাল পাইলো না। আর কেহই হেগো মওলবী সা'বের বঙ্গাল মুলুকের ট্যুর প্রোগ্রামের কথা কইতে পারলো না। যারেই জিগায়, হের চেহারাডাই বাংলা অংকের পাঁচের মতো হইয়া যাইতাছে। কেইসডা কি?

সাদা চামের সা'বগুলাও ছাড়োইন্যা পাত্র না– হেরা জীবনভর দক্ষিণ আমেরিকা

থাইক্যা দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ কোরিয়া পর্যন্ত এই রকম বহু মালরে Tackle করছে– এইডা তো কোন ছার। একটুক Think কইরা হেরা আবার কামে লাইগ্যা পড়লে। মাগো-মা এইডা তো' ডেইনগারাস্ ব্যাপার! রাওয়ালপিণ্ডির সামরিক ছাউনী আর ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের অফিসগুলা টিক্কা-নিয়াজী-ফরমানের টেলিগ্রাম আর অয়্যারলেস মেসেজে পাহাড় হইয়া গেছেগা। কোনটার মাইদ্দে কইছে Position খুবই খতর্নাক– ২৬শা জুলাই ঢাকা টাউনের মাইল খানিকের মাইদ্দে যাত্রাবাড়ীতে চল্লিশ জন জওয়ান হতাহত হইছে। হের আগের দিন কুর্মিটোলার নাকের ডগায় টঙ্গি জংশনে কারবার হইছে।' আবার কোনটার মাইদ্দে কইছে 'রাজশাহীর থনে বিচ্চুগুলার কোবনীর মুখে জওয়ানরা সাফল্যজনকভাবে পশ্চাদপসরণ করছে। কিন্তু হেইখানে প্রায় দুইশ' বর্গমাইল এলাকায় বিচ্চুগুলার নিজেগো শাসন কায়েম কইরা হাট বাজার চালাইতাছে। এইদিকে আবার দিনাজপুর-সৈয়দপুর এলাকায় বিজলীর Supply গড়বড় হইছে। আর করাচী-লাহোর এলাকার সব ব্যবসায়ীরা ঢাকা-চিটাগাং থনে ভাগছে।' কোনটার মাইদ্দে খবর আইছে সিলেট এলাকা অক্করে Lost কেইস, আর কুমিল্লা নোয়াখালীর অবস্থা? হেইডা বয়ান করতে পুরা কেতাবের প্রয়োজন হইবো। আর পেরতেকটা টেলিগ্রাম-অয়্যারলেস মেসেজের শ্যাষের কথাডা হইতাছে হেই জিনিষ। কি বুঝলেন? আঃ হাঃ একটু জিরাইবার দেন। জিরাইয়া কইতাছি।– এত্তো অস্থির হইলে চলবো কেমতে? হেই শেষের কথাডা হইতাছে, শেষের সেদিন কি ভয়ংকর ভাইসব! পাডাও পাডাও, আরো সোলজার পাডাও। সাদা চামড়ার সা'বগুলা মুখ চাওয়া চাওয়ি করলো। Therefore এইরকম একটা কুফা আর ক্যাডাবেরাস অবস্থা সেনাপতি ইয়াহিয়ার পক্ষে খালি শরাবন তহুরার উপর ভর কইর্যা যাদুই-এ বঙ্গালে যাওয়া সম্ভব না।

মেঘে মেঘে বেলা অনেক হইয়া গেছে। বাংলাদেশে সাড়ে চাইর মাসের যুদ্ধে কয়েক হাজার হানাদার সৈন্য কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে হাতনের গতিকে পঞ্চনদের দেশে অহন গুম গুম আওয়াজ হইতাছে। সালোয়ার কামিজ আর ওড়না পরা জিনিসগুলা ভেউ ভেউ কইর্যা কানতাছে আর কইতাছে, 'হায় ইয়াহিয়া, ইয়ে তোম্‌নে কেয়া কিয়া? মেরি শওহরকো ওয়াপস লাও।'এলায় ক্যামন বুঝতাছেন? হেই শওহরগুলা মানে কিনা হাসবেন্ডগুলা বাংলাদেশের ঘুমাইয়া আছে– আ এই ঘুম কোনোদিনই ভাঙ্গবো না। মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুগুলা হেইগুলারে কেচ্‌কি মাইর্যা ঘুম পাড়াইয়া দিছে। কিন্তুক লাহোর, পিণ্ডি, লায়ালপুর, সারগোদা, শিয়ালকোট, মন্টগামারীতে যে কোনো টাইমেই 'মাতারী-মিছিল' হইতে পারে আশংকায় রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা খালি এলান হইতাছে– 'মিছিলবিক্ষোভ করলে সাত বছর।' এলায় বুঝছেন, কোথাকার Water কোথায় গেছে?

এইদিকে এইডা কি হুনলাম? অ্যাঃ কি শুনলাম? ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকারের মধ্যেই নাকি অহন চোরাগোপ্তা মাইর শুরু হইছে। কয়েকজন সেনাপতি তাগো ঘেটুগো লগে শলাপরামর্শ করতাছে, সেনাপতি ইয়াহিয়ারে পটকানো যায় কেমতে? মানে কিনা নতুন বোতলে পুরনো মদ। এই ছিক্রেট খবরডা না পাইয়া ছদর ইয়াহিয়া রাওয়ালপিন্ডি-

ইসলামাবাদ থনে অক্করে 'নট নড়ন, নট চড়ন।' বুঝছি, বুঝছি– ভেতরের কারবারডা আপনাগো খুইল্যা কইতে হইবো, না হইলে তো ছাড়বেন না।

ইসলামাবাদে জঙ্গী সরকারের মাতব্বর গোষ্ঠী মানে কিনা ইয়াহিয়া-টিক্কা-হামিদের দল সাড়ে চাইর মাস ধইর‍্যা বাংলাদেশের লড়াইয়ের শ্যাষ না হওনের গতিকে আর World-এর Best সোলজাররা বিচ্ছুগুলার গাবুর মাইরের মুখে লা-পাত্তা হওনের জন্যি ওমর-আকবরের দল খুবই গোস্‌সা করছেন। হেরা তলে তলে হেই কাম Begin কইর‍্যা দিছেন। মানে কিনা সেনাপতি ইয়াহিয়ারে গদির থনে পটকানোর জন্যি ষড়যন্ত্র করতাছেন। এর মাইদ্দে আবার করাচী, লাহোর, পিন্ডির বাইশ পরিবার– ওমর-আকবরের দলরে তলে তলে চেতাইয়া দিছে। কেননা বাংলাদেশে হেগো ব্যবসা বাণিজ্যের বারোটা বাজছে। হেগো চব্বিশ বছরের সাজানো বাগান শুকিয়ে গেছে।

এইসব গ্যানজাম কারবারের হদিশ পাইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়া একটুক ট্রিক্‌স কইর‍্যা কইয়া ফেলাইছেন, 'আমার আরো এক Term প্রেসিডেন্ট থাকনের ইচ্ছা আছে।' কেমন আন্দাজ করতাছেন? এইডা এগো জাতের দোষ। যদি হেগো গেডী ধইর‍্যা টাইন্যা নামানো না যায়, আর দম্ দম্ কইর‍্যা হেই কারবার না করা যায়, তয় এগো মাইদ্দে স্বেচ্ছায় গদী ছাড়নের নজীর নাইক্যা। ভুট্টো সা'ব এই ব্যাপারডা এতদিনে টের পাইছুইন। কিন্তু ব্রাদার ভুট্টো, অনেক Late কইর‍্যা ফেলাইছেন।

মাত্র ছয় হাজার। বাংলাদেশে কারবার শুরু হওনের পর মাসে দেড় হাজার কইর‍্যা গেল চাইর মাসেই পাকিস্তানের ছয় হাজার লোক গ্রেফতার হইছে। জামাতে ইসলামীর ছেক্রেটারি জেনারেল চৌধুরী রহমান এলাহী এর মাইদ্দে সেনাপতি ওমর আর সেনাপতি আকবারের ইশারায় এক কেলেংকারিয়াস Statement দিছেন। হেতোনে কইছুইন 'বাংলাদেশে যেই রকম কারবার হইছে, সেনাপতি ইয়াহিয়া হেইরকম একটা কারবার যেকোনো টাইমে খোদ পাকিস্তানে কইর‍্যা ফেলাইতে পারে। লেংটার আবার বাটপাড়ের ভয় কী? 'ছাগা ডরায় বাঘারে, বাঘা ডরায় ঘাগারে।' পাকিস্তানে অহন হেইরকম কারবার শুরু হইছে।

একটা ছোট্ট গল্পের কথা মনে পড়ে গেল। বচ্ছর কয়েক আগে একবার নিখিল পাকিস্তান গুল Competion হইছিল। ফাইনাল রাউন্ডে ঢাকা আর রাওয়ালপিণ্ডি আইস্যা হাজির। খেইলটার আইন হইতাছে একটা কইরা গল্প কইতে হইবো– আর গল্প শ্যাষ হওনের পর হগ্‌গলে টের পাইবো যে গল্পটা অক্করে ভোগাচ্– মনে কিনা গুল। ফাইনাল খেলায় অনেক তাল বাহানার পর রাওয়ালপিণ্ডির ভোমা মছুয়া লোকটা তার কেচ্ছা শুরু করলো। 'হামলোগকা পিন্ডিমে এক আচ্ছা আদমী থা।' এইটুকু কওনের লগে লগে অক্করে আচম্বিত্ ব্যাপার। ঢাকার ছক্কু মিয়া, কথা নাই বার্তা নাই স্টেজের উপর দৌড়াইয়া হুমড়ি খাইয়া মছুয়ার পায়ে পইড়্যা চিল্লাইতে শুরু করলো, 'শোনা জী শোনা-শোনা জী শোনা। ম্যায় হার গিয়া।' রেফারি-পাবলিক হগ্‌গলে অবাক। অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর আমাগো ছক্কু মিয়ারে যহন খাড়া করা হইলো, তখন হে কইলো, 'আমাগো মেছালের

হ্যাযে টের পাওন যায় যে মেছালডা গুল। কিন্তুক আমার রাওয়াল পিন্ডির ভাইয়া তো মেচালের পয়লা লাইনেই গুল মারছে! রাওয়ালপিন্ডিমে আচ্ছা আদামী– এইডা কেমতে হয়?

এলায় বুঝলেন, কারবারডা। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, শাট্‌ল ট্রেন। সেনাপতি ইয়াহিয়া এখন শাট্‌ল ট্রেন হইছেন।

# ৭৭

**৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

ধূনবাজি। আইজ কাইল অক্করে ধূনবাজির কারবার চলতাছে। আমাগো বকশী বাজারের হেইমুড়া ঢাকেশ্বরী মন্দিরের বগল দিয়া একটুক্ আগ্গুলেই পাকিস্তানের পয়লা জামানার পয়লা রিফিউজি মাওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁ সা'বের মুফতে পাওয়া ছহি আজাদ অফিস। হেইখানে মেলেটারি ইনটেলিজেন্সের ইনফরমার শ্রীহট্ট নিবাসী সৈয়দ শাহাদত হোসেন, কেম্‌তে জানি অক্করে এডিটর বইন্যা গেছে। অবিশ্যি বেডার নাম কিন্তু কাগজের মাইদ্দে ছাপা হয় না। ভর দুপুর যদি আজাদ পত্রিকা অফিসে কেউ যায় তয় দেখতে পাইবেন, বাইশ বছরের পুরানা গাবুয়া সাইজের টেবিল চেয়ারের মাইদ্দে একটা ভোমা সাইজের হরলিকসের বোতল বইস্যা আছে। চোখ কচ্‌লাইয়া ভালো কইর‍্যা দেখলে বুঝতে পাবেন এইটা বোতল না– এইটা হইতাছে একজন উম্‌দা দালাল। মাঝে-সাজে লড়লে চড়লে বোঝা যায়, এইটার শরীলের মাইদ্দে জান্ রইছে। কিন্তু বোতল সা'বের লগে দেখা করণের আগেই দেখবেন আর একজন বেডায় খালি পুচ্‌পুচ্ কইর‍্যা পানের পিক ফালাইতেছে, আর ভুল খরচপাতি লেখতাছে। আসলে বেডায় একজন তাহ্‌জীব ও তমদ্দুন মার্কা কবি। নাম জগলু হায়দার আফ্‌রিক। ডরায়েন না, ডরায়েন না। এই নামেই বেডায় কী জানি একটা জিনিষ নকল কইর‍্যা দাউদ পুরস্কার পাইছে। কিন্তু মওলবীসা'বের তমুদ্দুন মার্কা একটা কবিতার পয়লা লাইনের জন্যিই এতোক্ষণ ধইর‍্যা বকবক করলাম। হেই লাইনটা হইতাছে 'চুলের উর্দু পড়তে গেলে কুলবধুরা হাসে।' এলায় বুঝতে পারছেন, হেগো কারবার-সারবার আইজ-কাইল কোন্ ধাপ্পাবাজীতে চলতে শুরু করছে।

অল্প শোকে কাতর, অধিক শোকে পাথর। এইদিকে অবস্থা অক্করে ছেরাবেরা দেইখ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া খান এখন গুন্‌গুন্ কইর‍্যা গান গাইতাছে। 'এক দিলকে ট্‌ক্‌রে হাজার হুঁয়ে, কই ইঁহা গিরা, কই উঁহা গিরা'। আমাগো ছক্কুমিয়া আবার এই গানটার ইংলিশ শিক্‌খ্যা ফেলাইছে। My heart is broken thousand pieces, some fallen here, some fallen there. আমি কাউল্যারে জিগাইলাম কী হইলো, এই গানডার মাজ্‌মাডা কিছু বুঝতে পারলা? ওঃ হোঃ লেখাপড়ায় তো তুমি আবার পূর্ব দেশের এডিটর মাহ্‌বুবুল হকের মতো। তাই কেউ না বুঝাইয়া দিলে তো আর তোমার

ঘেলুতে ঢুকবো না। তয় কইতাছি হোনো। ছদর ইয়াহিয়া সা'বে অনেক Think কইর‍্যা দেখলো, সামনে জাতিসংঘের অধিবেশন, Consortium-এর বৈঠক, সব আইতাছে। তাই এইসব কারবার শুরু হওনের আগেই বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা Normal হইছে বইল্যা একটা শেষ চেষ্টা করণ লাগবো। পট্ কইরা বেডায় চিল্লাইয়া উঠলো, আমি হগ্‌গলরে মাফ্ কইর‍্যা দিলাম। দেশ-বিদেশে মাইনষে অক্করে ভিম্‌রী খাওনের জোগাড়। কেইসটা কী? মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মাইদ্দে ঢাকার থনে UPI খবর দিলো প্রাক্তন পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ পার্লামেন্টের বাহাত্তুর জন আওয়ামী লীগ মেম্বারের মেলেটারি কোর্টে বিচার হইবো। সর্ব্বোচ্চ সাজা চৌদ্দ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড।

কিন্তু আর একটা কারবার হুনছেন নি? পিন্ডির Order-এ লুটপাট, খুন-জখম, নারী ধর্ষণের পর হানাদারগুলা আইজ-কাইল কইতাছে, 'ভাইসব সবকুচ্ Normal হো গিয়া, আব্‌লোগ দোকান-পাট সব খুলিয়ে।' চাঁই-ই। কী হইলো, কী হইলো?– বিচ্ছুগুলার বোমা ফাটলো। রাওয়ালপিন্ডির থনে হুমায়ুন ফয়েজ রসুল নামে একটা হেই জিনিষ অখন Information ছেক্রেটারি হইয়া "বাংলাদেশ Normal দেখাও" পরিকল্পনায় হাত দিছে। লগে লগে চট্টগ্রাম-চালনা বন্দরে কী জানি সব ঘাউয়া কারবার হইয়া গেল। দুনিয়ার মাইনসে অক্করে বিচ্ছুগুলার কারবারে তাজ্জব বইন্যা গেছে। পাকিস্তানে বিসমিল্লাহ্ বইল্যা কেবল টেস্টিং হিসাবে খবরের কাগজের উপর থাইক্যা Censorship উডাইছিল। পয়লা দিনই করাচীর খবরের কাগজে ছাপা হইলো 'আইতে শাল যাইতে শাল, হের নাম বরিশাল'। মানে কিনা বরিশালে স্টিমারের উপর বিচ্ছুগুলা কারবার কইরা ফালাইছে। বরিশাল-গোপালগঞ্জের পেরীঅর ভিতরে বিচ্ছুগুলা মছুয়া মাইরা সুখ করলো রে?

খুলনার আশেপাশে যে কারবার চলতাছে, হেইগুলা– থাউক আর একদিন কমু। পুরা রিপোর্ট পাইয়া লই। আর এইদিকে পাকিস্তান থাইক্যা আমদানী করা পনেরো হাজার পুলিশের বলে 'টাট্টিকা গড়বড় হুয়া'। কুলীর মাথায় ছুটির দরখাস্ত আইছে। লেঃ জেনারেল পিঁয়াজী এই ব্যাপারে স্পিস্পিল Enquiry করছে। ঢাকার Second Capital-এ Eastern Command Head Quarter আইজ-কাইল রংপুর-দিনাজপুর, রাজশাহী-পাবনা, যশোর-কুষ্টিয়া, সিলেট-ময়মনসিংহ-এর খতরনাক্ খবর পাইলেও চাপিস্ করতাছে। তবুও Normal অবস্থা দেখানোর লাইগ্যা খোয়াড়ের মাইদ্দে থাইক্যা চুষপাজামা মাহমুদ অলীরে জাতিসংঘের আগামী বৈঠকে পাকিস্তান প্রতিনিধি দলের নেতা বানাইছে। বেডা একখান! এইবারে সাধারণ নির্বাচনে যাচ্ছেতাইভাবে হারনের পর দালালী করতে করতে বেডায় এই মেডেলটা পাইছে। এইদিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? মালেক্যারে গভর্ণর করণের গতিকে ফকা-ফরিদ, খাজা-সবুর, ঠাণ্ডা-আজমের কী রাগ? এই বেডার মছুয়াগুলার জন্য এতো কষ্ট কইরা Election-এ হারলাম, লজ্জা-শরমের মাথা খাইয়্যা জোর দালালী করলাম; আর ক্ষেমতাহীন গবর্ণর হওনের সময় Election না কইরাই মালেক্যায় গবর্ণর? আল্লায় এর বিচার করবো।

ওঃ হোঃ করাচী ইসলামবাদের গ্যাঞ্জাম হুনছেন? অক্করে মহব্বত কী পাছড়া-পাছড়ি। ইয়াহিয়া আর ভুট্টোর মাইদ্দে জোর পাছড়া-পাছড়ি চলতাছে। ১০০ ঘণ্টার আগে Result পাওয়া যাইবো না। এর মাইদ্দে আবার খবর আইছে ইসলামাবাদের পররাষ্ট্র ছেক্রেটারী ছুলতান মোহাম্মদ খান আচমবিত্ সব তেলের ড্রাম কাঁধে ফেরত আইতাছে। বেডায় মস্কোর থনে ধাওয়া খাইছে। উপরের দিকে কেউই নাকি এই ছুলতাইন্যার লগে দেখা করে নাইক্যা। তয় বাংলাদেশের দখলকৃত এলাকায় মালেক্যায় একটা কাম করছে। ঢাকা-চিটাগাং-এর মাইদ্দে যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়মিত করছে। হেইডা হইতাছে রিক্সা-cum-Steamer-cum-Motor-cum-Walking-cum Boat-cum-হামাগুড়ি-Cum দৌড়-cum-Jeep. এইবার বুঝছেন ঢাকা-চাঁদপুর, ফেনী-চিটাগাং-এর যোগাযোগটা? তবুও ইয়াহিয়া সা'বে চিল্লাইতাছে, বঙ্গাল মুলুক্‌মে সব Normal হো গিয়া। মানে নতুন দাওয়াই দে দিয়া– এক দিল্‌কে টুকরে হাজার হুঁয়ে কই ইঁয়া গিরা কই উহা গিরা'। কিন্তু ব্রিটেনের প্রাক্তন মন্ত্রী পিটার সা'ব বলেছেন, ইয়াহিয়ার সব হিসাব ভুল হয়ে গেছে। বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারটাই এখন ইয়াহিয়ার জন্য বড় সমস্যা।



# ৭৮

**১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

'হাতি ঘোড়া গেল তল, মালেক্যা বলে কত জল?' ছক্কু অক্করে ফাল্ পইড়া উঠলো। আঃ হাঃ কাউলা, তোর Brain যেমন লাগে আইজ-কাইল খুইল্যা গেছেগা। এটা কাথা যা' কইছস না? অক্করে লাখ টাকা দামের কাথা কইছোস্'। কাউল্যায় একটা গুয়ামুরী হাসি দিয়া কইলো, 'মালেক্যায় মিছা কাথা কওনের ব্যাপারে আমাগো মেরহামত মিয়ারে Defeat দিয়া দিছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া বহুত খোঁজ খবর কইরা এই ঠেটা মালেক্যারে বাইর করছে।'

ছক্কু কইলো, 'কী হইলো? কী হইলো? এই বেডারে আবার 'ঠেটা' কইলি কীর লাইগ্যা?'

'বুঝলি ছক্কু, আমাগো ঢাকার মাইদ্দে তো বহুত মালেক রইচে– এর মাইদ্দে আবার একটা বাড়লো। তাই ঠিক মতন ঠাওর করণের লাইগ্যা এইডার নাম থুইছি ঠ্যাটা মালেক্যা– এলায় বুঝছোস্!'

ছক্কু গলার মাইদ্দে একটা খ্যাকরানী মাইরা কইলো, 'ঠিকই কইছোস্ এই বেডা ঠ্যাটা মালেক্যা বিসমিল্লাহ্‌র থনেই মিছা কাথা কইয়া বউনী করছে। চব্বিশ বছরের মাইদ্দে দুইডাই তো ইলেকশন হইলো। একটা গেল বচ্চর আর একটা চুয়ান্ন সালে। এইবার তো' মুছলিম লীগ পাইছে গোল্লা। আর চুয়ান্ন ছালে ৩০৯ জন মেম্বারের মাইদ্দে মুছলিম লীগের যে নয়জন কোত্ পাইড়া জিত্‌ছিলো, হের মধ্যে তো ঠ্যাটা মালেক্যার

নাম পাতি পাতি কইরা খুঁজ্‌জাও বাইর করতে পারলাম না। বেডায় কড়া কিছিমের ভোগাচ্‌ মারছে। আবার কইছে, আমি জানি হগ্‌গলে আমারে দালাল কয়। কিন্তু আমি ছদর ইয়াহিয়ার দালাল না। আরে হুনছোস্‌ নি কারবারটা?

কাউল্যায় হাতের আংগুল দিয়া দেখাইয়া কইলো, যার হোননের, হে ঠিকই হুনছে। ওই-ই দেখ্‌ সেরকাটু মোহাম্মদের চামওঠা ঘোড়াটা পর্যন্ত হাস্‌তাসে। আমি কই, ইয়াহিয়া সা'বে এই বেডাডারে চিনলো কেম্‌তে? দিব্বি ঠ্যাটা মহারাজ কইয়া দিলো, আওয়ামী লীগওয়ালারা টিক্কা সা'বরেই গবর্ণর চাইছিলেন। বেডায় নিজের দাম বাড়াইবার জন্যি অক্করে চোখ-মুখে মিছাকাথা কইতে শুরু করছে। আবার কইছে, শীঘ্রি আওয়ামী লীগের লগে হেতোনের দেখা হইবো। অবশ্যি হেই টাইম এখনও আহে নাইক্যা।

ছক্কু কইলো, ঠ্যাটা মালেক্যা এই কাথাডা একেবারে খরাপ কয় নাই। ঠিকই তো' খুলনা-যশোর, কুষ্টিয়া-রাজশাহী, রংপুর-দিনাজপুর, সিলেট-চিটাগাং আর কুমিল্লা-নোয়াখালীর কারবার শেষ হওনের লগে লগেই বিচ্ছুগুলা মালেক্যার লগে মোলাকাতের ব্যবস্থা করতাছে। শ্যাষ্যের সেদিন কি ভয়ংকর ভাইসব– শ্যাষ্যের সেদিন কি ভয়ংকর!

হ-অ-অ-অ এই দিক্‌কার কারবার হুনছেননি? 'তোমারে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে।' রয়টারের খবরে বলা হয়েছে, খোদ্‌ চিটাগাং টাউনের মাইদ্দেই আবার বিচ্ছুগুলার কারবার হইছে। চিটাগাং-এর কোর্ট বিল্ডিং-এ টাইম বোম ফাটনের গতিকে দুইজন মছুয়া সোলজারের হেই কাম হইয়া গেছে আর ১৭ জন গতরের মাইদ্দে ব্যান্ডেজ বাঁধছে। এরই মাইদ্দে আবার টাংগাইলের বল্লভবাড়ির ভাটিতে ধলেশ্বরী নদীতে বিচ্ছুগুলা একটা ডেইনগারাস্‌ কাম করছে। জনা চল্লিশেক মছুয়া মিইল্যা এক স্টিমার বোঝাই মেসিনগান, কামান, গোলা, মাইন আর ডিনামাইট লইয়া ফুলছড়ি ঘাটের দিকে রওয়ানা হইছিলো। বল্লভবাড়ির কাছে কাদেরিয়া বাহিনীর এলাকায় আইতেই বিচ্ছুগুলার একটা মর্টারের আওয়াজ হইলো ঢাঁই-ইই। নদীর মাইদ্দে লগে লগে কয়েকটা স্পিড বোটের আরে কী দৌড়। মনে লয় অলিম্পিকে পাডাইলে এই বেডারা অক্করে ফাস্ট হইয়া যাইতো। এরপর– বুঝতেই পারতাছেন, সতেরোটা গয়না নৌকা ভইরা বিচ্ছুগুলা মেশিনগান, গোলাগুলি, মাইন, ডিনামাইট লইয়া অক্করে গায়েব। সবই মার্কিন আর চীন দেশের তৈরী সমরাস্ত্র। হেরপর জাহাজে খাতির জমা কইরা আগুন লাগাইলো। এখনও যদি কেউ বল্লভবাড়ির ভাটিতে যান, তয় দেখতে পাইবেন একটা ভোমা সাইজের স্টীমারের খালি মাথাটা পানির উপর জাইগ্যা রইছে।

আরে এইডা আবার কী? এইডা হইতাছে, সিরাজগঞ্জের চোরা মতিনের সোহাগপুর ট্রান্সপোর্টের একটা লঞ্চ। পাট লইয়া রওয়ানা হইছিলো। কিন্তুক বিচ্ছুগুলা কারবার কইর‍্যা ফেলাইলো। বেডা চোরা মতিন অখন ভাগছে। কিন্তু বগুড়ার চান্দাইকোনা–শেরপুরে প্রাক্তন গবর্ণর মোনেম খাঁর সাগরেদ সালাম রব্বানীরে কারা জানি ধাওয়াইয়া বেড়াইতাছে। এইদিকে চাপাই নবাবগঞ্জ-রাজশাহী এলাকায় বিচ্ছুগুলার ডবল-আপ

কারবারে মছুয়াগুলা ভাগতাছে আর চিল্লাইতাছে, 'হামি ক্যা নানীর বাড়ীত আছ্নিুরে, হামি ক্যা নানীর বাড়ীত আছিনু।'

ওঃ হোঃ বেশি হাউকাউ কইরেইন না; হাউকাউ কইরেইন না। পাকিস্তানে অখন কীরকম কারবার চলতাছে, তা' কইতাছি– একটুক দম লইতে দেন। হেইদিন লন্ডন থাইক্যা বাঙালি পোলাপানরা কইছে যে, চান্স পাইলেই পি.আই.এ. বিমানে কী জানি কারবার হইবো। ব্যাস্ আর যায় কোথায়? পাকিস্তানে আইজ-কাইল সাজ সাজ রব পইড়্যা গেছে। পেরতেকটা পি.আই.এ. বিমানে মেলেটারি গার্ড বইবার ব্যবস্থা হইতাছে। এলায় কেমন বুঝতাছেন? মছুয়াগুলার গুর্দার মাইদ্দে কী রকম ডর লাগছে।

এইদিকে আবার নয়া বায়েস্কোপের গুটিং শুরু হইছে। হিরু হইতাছে ইয়াহিয়া সা'ব আর হিরুয়িন? হেইডাও পোলা– নাম জুলফিকার আলী ভুট্টো। হিসাব কইরা দেখছি এর ম্যাইদ্দে নয় দফায় দুই বেডার মাইদ্দে বত্রিশ ঘণ্টা ধইর‍্যা গুফতাগু হইছে। কিন্তু অখন? ছাগা ডরায় বাঘারে, আর বঘা ডরায় ছাগারে। ভুট্টো সা'বে শরীলডা ম্যাজ ম্যাজ করতাছে কইয়া দশ নম্বর বেঠকে যায় নাইক্যা। আর ইয়াহিয়া সা'বে ভুট্টো-টিক্কার ডরে রাওয়ালপিন্ডির থনে কোনো ট্যুরে যাইতে সাহস পাইতাছে না। এইডারেই কয় তেলেসমাতী কারবার। হেইর লাইগ্যা ডক্টর কিসিংগারের পর US ASSTT. SECY. মিঃ এ্যাবলায়ার ঢাকা-ইসলামাবাদ সফর করছে। হেরা ছাফ্ কইছে, যেভাবে পারো বাংলাদেশে অন্ততঃ দখলীকৃত এলাকা বেসামরিক শাসনে শান্ত ও ঠাণ্ডা রইছে বইল্যা প্রমাণ করতে হইবে। না হইলে কিন্তুক আর মাল-পানি দেওয়া মুস্কিল হইবো। হেই জাঁতির চোটেই বিচ্ছুগুলার ছেরাবেরা কারবার চলা সত্ত্বেও ছদর আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান চাপাবাজি চালাইয়া যাইতাছে, 'আমি হগ্‌গলে মাফ কইর‍্যা দিছি, টিক্কারে সরাইয়া মালেক্যারে বহাইছি। বঙ্গাল মুল্লুকে আমি মন্ত্রীসভা বানামু– কত কিছু। কিন্তু খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া। কেন্দ্র আর প্রদেশ মিইল্যা ৪৫৫ জন আওয়ামী মেম্বারের মাইদ্দে ১২ জনের সমর্থনও জোগাইতে পারে নাইক্যা? ব্রিটেনের খবরের কাগজের মাইদ্দে কইছে, 'কী রকম তাজ্জব কারবার? ইয়াহিয়া খান লাখ লাখ মানুষ মার্ডার করা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ মেম্বারগুলা কীভাবে সব মুক্ত এলাকায় হাজির হইয়া গবর্নমেন্ট বানাইছে? আর কেমতেই বা একটার পর একটা এলাকা মুক্তিবহিনীর কন্ট্রোলের মাইদ্দে চইল্যা যাইতাছে। এইসব মুক্ত এলাকায় আবার বাংলাদেশ সরকার নিজেদের অফিসারও বহাইতাছে।

কিন্তু বাচ্চা পোলাপান যেমতে কইর‍্যা আগুনের গরম না বুইঝাই হাত দিয়া বহে, আমাগো ঠ্যাটা মালেক্যা হেই রকম কিছু আন্তাজ না কইরাই গবর্ণর হইছুইন। বেডা একখান! দালালীর Compitition-এ ফকা-ফরিদ আর হরিবল হকরে হারাইয়া ঠ্যাটা মালেক্যা ফাল্ পাড়তাছে। একবারও চিন্তা কইর‍্যা দেখে নাই, যেখানে টিক্কার মতো জেনারেল হাজারে হাজার মছুয়ারে আজরাইল ফেরেশতার দরবার আর ১৮ হাজার মছুয়ারে হাসপাতালে পাঠাইয়া ভাগছে, সেখানে কুষ্ঠের ঠ্যাটা মালেক্যায় ময়দানে

আইছে। হেইদিন হেলিকপ্টারে চইড়্যা বেড়ায় ফরিদপুর ঘুইর‍্যা আইস্যা কী খুশি!

হেরই লাইগ্যাই কইছিলাম, 'হাতি ঘোড়া গেল তল, মালেক্যা বলে কত জল?'

# ৭৯

**সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

'কাপে কাপ।' বাংলাদেশে এখন 'কাপে-কাপ' ব্যাপার শুরু হয়েছে। আইজ কেন জানি না মরা পাকিস্তানের পয়লা জামানা মানে কিনা আটচল্লিশ সালের কথা মনে পড়তাছে। আমার এক খুবই জানি-দোস্ত হেই সময় জেলে গেছিল। ভদ্রলোক চুরি, চামারি, জোচ্চরি, রাহাজানি, ডাকাতি, বাটপারি কিছুই করে নাইক্যা। কিন্তুক মরা পাকিস্তানের জব্বর জব্বর আইন-কানুন আছিলো। তার একটা হইতাছে হেই জিনিষ– মানে কিনা হুলিয়ার দরকার নাই– বিচারের দরকার নাই। যে কেনো থানার দারোগা যে কোনো টাইমে যে কোনো লোকরে এমতেই আটকাইতে পারে। এই রকম একটা গ্যাড়া-কলের মাইদ্দে আমার জানি-দোস্ত আটকা পড়ছিল। কারণ হেত্তোনে পত্নীতলা থানার দারোগার শালীরে হাংগা করতে চায় নাই। ব্যাস্, স্পিশিল আইনে আমার দোস্ত আট্কা পড়লো। এই আইনে যা ইচ্ছা তাই করণ যাইতো। মাস ছয়েক পরে যহন বেডায় জেল থনে বাইরাইলো, তখন হেরে চেনাই মুস্কিল। হেরে জিগাইলাম, কেইসটা কী? দোস্তে কইলো, 'ছয় মাসের পাঁচ মাসেই জেল হাসপাতালে আছিলাম। যহন কেইসডা আন্তাজ করলাম তহন খুবই লেইট হইয়া গেছে। বুঝছোস্, পাকিস্তান হওনের পর হিন্দু ডাক্তার সব ভাগোয়াট্ হওনের গতিকে ঢাকার থনে ডাক্তারগো লিস্টি বানাইবার একটা ছিক্রেট Order আইছিলো। কিন্তুক এই লিস্ট যারা বানাইলো তারা একবারও চিন্তা কইরা দেখলো না যে, গরু-ছাগলের আবার আলাদা ডাক্তার আছে। তাই হেই লিস্টির মাইদ্দে মানুসের ডাক্তারের লগে গরু-ছাগলের ডাক্তারদেরও নাম একেকার হইয়া গেল।' আমি কইলাম, 'তাতে তোর কী?' আমার দোস্ত হাঁউমাঁউ কইর‍্যা কাঁইন্দা কইলো, 'দোস্ত, এই জেল হাসপাতালে যে ডাক্তরের পাল্লায় পড়ছিলাম, হেই বেডায় আসলে গরুর ডাক্তার আছিলো– হেতোনে আমারে গরুর ওষুধ খাওয়াইয়া আমার এই অবস্থা করছে। এলায় বুঝছোস্।'

আমি কইলাম তয় হুইন্যা ল; আমাগো এইদিকে আর একটা কারবার হইছিল। তা' হইলেই বুঝবি মাদারীর খেইল কারে কয়। দোস্ত আমার চিল্লাইয়া উঠলো, 'কইয়া ফেলাও, কইয়া ফেলাও'। আমি শুরু করলাম, 'বচ্ছর কয়েক আগেকার কথা। হেই দিন ঘুরতে ঘুরতে করাচীতে গেছিলাম– দেহি কী বটতলার মাইদ্দে মহা হৈ চৈ। আমাগো সেরকাটু মোহাম্মদ তার গরু চুরির মামলায় উকিল ছাড়াই কোর্টে যাইয়া হাকিম সা'বরে কইলো, 'হুজুর আমার লগে মাত্রক পাঁচসিহা পহা আছে, এইডা দিয়া তো' আর উকিল পামু না। হের লাইগ্যা আমার কোনো উকিল নাইক্যা।'

হাকিম তার চশ্‌মাডা কপালের উপর তুইল্যা কইলো, 'যাও যাও মিয়া বটতলায় এমতেই অনেক উকিল ঘুরতাছে, হেইগুলার একটারে পাঁচসিহা দিয়া লইয়া আহো।'

এই কথা না হুইন্যা সেরকাটু মোহাম্মদ বটতলায় আইয়া বাইছ্যা বাইছ্যা এক মোডা-গাটা উকিলরে ধইর‍্যা কেইসডা খুইল্যা কওনের লগে লগে উকিল সা'ব মহা খাপচুরিয়াস্‌ হইয়া উডলো। এর মাইদ্দে আরও উকিল, মোক্তার, মক্কেল আইয়া জুটলো। হগ্‌গলে মিইল্যা এই হাকিম সা'বের কোর্ট বয়কট্‌ করবো কী করবো না এইরকম গেন্‌জাম শুরু কইর‍্যা দিলো। এমন এক টাইমে উকিল চিল্লাইয়া কইলো, 'এই মিয়া যাও যাও, হাকিম সা'বরে যাইয়া কও, পাকিস্তান হওনের আগে এই বটতলায় বহু পাঁচ সিকার উকিল আছিলো– হেইগুলা বেবাক আইজ-কাইল হাকিম হইয়া গেছেগা।' এলায় ক্যামন বুঝতাছেন?

এর মাইদ্দে কখন যে আমাগো বাচ্চু মিয়া আইস্যা এইসব কথাবার্তা হুনতাছে তা' টেরই পাই নাইক্যা। আমার কথা শেষ হওনের লগে লগে বাচ্চু কইলো, 'আঃ হাঃ তয় তো আমার কথা হুনলে ভিম্‌রী খাইবি। আমি কইলাম, 'আবে রাখ্‌ রাখ্‌ যেরকম চর্‌কিবাজী দেখ্‌তাছি, তাতে এইডা কী ফাঁকিস্তানে পড়লাম নাকি?' বাচ্চু কইলো, 'কীসের মাইদ্দে পড়ছোস্‌ আমারডা হুনলেই টের পাইবি। আমি আর আমার জানিদোস্ত এক লগে চিল্লাইয়া উডলাম, কইয়া ফালা, কইয়া ফালা। আর মোচ্‌ড়া-মুচ্‌ড়ি করিস না। হোন, মুসলিম লীগ জামানার কথা। হেইদিন করাচীতে এক জব্বর ডিনার আছিলো। হেইখানে মিনিস্টার খাজা শাহাবুদ্দীন আর ফজলুর রহমান সা'ব ভি হাজির। টেবিলের উপর রূপার চামুচ না দেইখ্যা রহমান সা'বের একটা রূপার চামুচ গেড়া মারণের খুবই সখ হইলো। যখন দেখলো হগ্‌গলে কাটা চামুচ থুইয়া হাত দিয়াই মুরগির রান খাইতে খুবই ব্যস্ত, তখন আস্তে কইরা একটা রূপার চামুচ পাকিস্তানের ন্যাশনাল ড্রেস আচকানের পকেটের মাইদ্দে হান্দাইয়া দিলো। কিন্তুক আমাগো খাজা সাহেব যে একদিকে তাকাইলে আর একদিকে দেখে– মানে কিনা হেই জিনিষ, এইডা ফজলুর রহমান সা'ব অক্করে ভুইল্যাই গেছিলো। তাই পট্‌ কইর‍্যা কারবার কইর‍্যা ফেলাইলো। এলায় খাজা সাহেব তহন অক্করে পাগলা হইয়া উঠলো– ফজলু যদি দিব্যি রূপার চামুচ মাইর‍্যা এই ডিনার টেবিল থনে ভদ্রলোকের মতো বাইরাইয়া যাইতে পারে, তয় আমি পারুম না কেন? না হইলে মুসলিম লীগের পলিটিকস্‌ শেখাটাই আমার মাঠে মারা যাইবো। তাই যখন হগ্‌গলের খাওয়া শেষ হইলো, তখন খাজা সা'বে কইলো, 'হাজেরানে মজলিস,– বেরেদারানে ইসলাম, আমি আপনাগো একটা মেজিক দেখামু।' শেরোয়ানী আচকান আর চুষ-পাজামা পরা গাবুর সাইজের বেডাগুলা অক্করে লাফাইয়া উডলো। খাজা সা'বে একটা বেয়ারারে কইলো, 'দেখো, একটা রূপার চামুচ ভালো কইরা ধুইয়া আনো।' হের পর হগ্‌গলরে চামুচডা দুই তিন বার কইরা দেখাইয়া দিব্বি চামুচডারে আচকানের পকেটে থুইয়া কইলো, 'বেয়ারা টেবিলকা উস্‌ কোনাম যো ফজলুর রহমান সাহাব বৈঠা হ্যায়, উনকো পকেটছে ইয়ে রূপাকা চামচে নিকালো।' বেয়ারা রহমান সা'বের কাছে যওনের

আগেই রহমান সা'ব চিল্লাইয়া উঠলো, 'দিতাছি, দিতাছি! আমার পকেটেই রইছে।' এলায় বুঝছোস্ কো্ কিসিমের লুটপাট কমিটির পাল্লায় পড়ছোস্?

চব্বিশ বছর– চব্বিশ বছর ধইর‍্যা এই লুটপাট হওনের পর শেখ মুজিব ইলেকশনের পয়লা চালেই করাচী-লাহোর-পিন্ডির সরাবন তহুরা খাওয়াইন্যা বেডাগুলারে ধান্দা লাগাইয়া দিলো। 'সোনারের টুক টাক্, কামারের এক গুতা'। কেইস্‌টা খেয়াল কইরা দেইখেইন। ইয়াহিয়া সা'ব তার মেলেটারি খাড়া কইর‍্যা ইলেকশন করাইলেন। সমস্ত দুনিয়ারে চিৎকার করে বললেন যে, নির্বাচন নিরপেক্ষ হয়েছে। রেজাল্ট জামাতে ইসলামী–শূন্য, কনভেনশন মুসলিম লীগ– গোল্লা, নেজামে ইসলাম– জিরো, কাইয়ুম লীগ– একটাও না, কাউন্সিল মুসলিম লীগ– ছেরাবেরা, দুই ন্যাপ–খামুশ। ইয়াহিয়া সা'বের সমস্ত হিসাব গড়বড় হয়ে গেল। এলায় উপায়? বাঙালিরা সংখ্যায় বেশি দেইখ্যা এই রকম একচেটিয়াভাবে ভোট দিলে তো আর গণতন্ত্র হয় না! তা'হইলে Internal Affair কইয়া আত্‌কা বাঙালিগো মার্ডার করলেই তো হয়! পরে একটা বাহানা ঠিক করা যাইবো। যেমন চিন্তা হেইরকম কারবার। কেচ্‌কায় পড়লে তো' শ্যাম চাচা আর নতুন মামু আছেই। কিন্তুক মছুয়াগুলা হেই কেচ্‌কাতেই পড়ছে। বাংলাদেশের ৫৫,১২৬ বর্গমাইল এলাকার কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে লাখ খানেক হেই জিনিষ আট্‌কা পড়ছে। এগো এখন কীভাবে বিচ্ছুগুলা মেরামত করতাছে, তা' আল্লাহ্‌তা'লা ছাড়া কেউই কইতে পারে না।

এই হপ্তার রিপোর্টই হইতাছে পিড়ানীর চোটে কুড়িগ্রাম ছাড়াও গাইবান্ধা টাউনের হেই মুড়া থাইক্যা ফুলছড়ি পর্যন্ত এলাকা একরে ছাফা। ব্রহ্মপুত্র নদ বরাবর জামালপুর, টাঙ্গাইল আর পূর্ব বগুড়ায় বিরাট এলাকা থনে মছুয়ারা লা-পাত্তা হইছে। আর সিলেটের উত্তরাঞ্চলের মুক্ত এলাকায় তো আবার নতুন কইর‍্যা হাট-বাজার চলতাছে।

হ-অ-অ-অ হুনছেন নি বিচ্ছুগুলার নয়া কারবার? আঃ হাঃ পানির মাইদ্দে মাইন লাগাইছে। হেইডার পয়লা কারবার সামালিয়ার একটা জাহাজ এমএস. লাইটানিং-এর উপর পড়ছে। এতো কইরা না করলাম– যাইস্ না, যাইস্ না। বাংলাদেশে যহন বিচ্ছুগুলার ট্রেনিং কারবার চলতাছে, তখন মাতব্বরী দেখাইতে যাইস্ না। নাহ্, পাকিস্তানী মেলেটারির 'বিলাফে'র মাইদ্দে পইড়া এই জাহাজডা চালনা বন্দরে মাল লইয়া গেছিলো। ব্যাস্, বিচ্ছুগুলার কারবার হইয়া গেল। ওয়্যারলেসের মাইদ্দে ইংরাজিতে আওয়াজ ভাইস্যা আইলো 'বাঁচাও বাঁচাও– ঘল্ ঘল্ কইরা পানি জাহাজের মাইদ্দে ঢুকতাছে।' কিন্তু কে কারে বাঁচায়? এর মাইদ্দে আবার পেরতেক সপ্তাহেই হাজারে হাজার ট্রেনিং লইয়াও বিচ্ছু ময়াদনে নামতাছে। মছুয়াগুলা কয়দিক সামলাইবো।

আমাগো ছক্কু মিয়া হেইদিন দেখে কী, কুর্মিটোলা থাইক্যা অনেক কষ্টে চাইর ষ্টেশন পর্যন্ত যে ট্রেনডা চালু করছে, হেইডার ইঞ্জিনের সামনে তিনডা ফল্‌স বগী লাগাইছে। কারণ! বিচ্ছুগুলার মাইন। এইদিকে আবার মছুয়াগুলা বিচ্ছুগো ডরে ফল্‌স বগীর মতো রাজাকার সামনে রাইখ্যা নিজেরা পিছনে থাইক্যা পাইট করতাছে। আহারে! রাজাকার

মারতে কী আরাম রে। এইগুলারেই কয় কামানের খোরাক। টিক্কা-নিয়াজী নতুন মামুর বুদ্ধিতে নতুন টিরিক্স করতাছে। কিন্তু হেগো মরণের যখন ডাক দিছে, তখন টিরিক্স কইর‍্যা আর কোনই ফায়দা হইবো না। খালি আজরাইল ফেরেশতা ওভার-টাইম ডিউটি কইরা অহন হেলপার চাইতাছে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। 'কাপে-কাপ' বাংলাদেশে কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে অহন 'কাপে-কাপ' কারবার চলতাছে।

# ৮০

**সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

'এরি ও ছইরুদ্দীর বাপ– গাড়ি হুইত্ করছে'। কী কইলেন? বুঝতে পারেন নাইক্যা? আমাগো নোয়াখালীর কথা মনে কইর‍্যা এম্‌তেই একটা আওয়াজ দিছিলাম আর কী? হেই নোয়াখালীতে আইজ-কাইল আচমবিত্ কারবার শুরু হইছে। পিডানী কারে কয়? নোয়াখালীর হেই মুড়া একটুক ফুচি মারলেই বুঝতে পারবেন। আহারে, রাস্তা–ঘাটের নাম নিশানা নাই– এইরকম এলাকায় মছুয়া আর রাজাকারগুলারে পাইয়া বিচ্ছুগুলা মাইরা সুখ করতাছে রে! সব একেবারে চুপ-চাপ কারবার। এর মাইদ্দেও চর বাত্তার মওলানা ঢেপু মিয়া চরের থনে ভাইগ্যা আইস্যা মাইজদী কোর্টে মদিনা হোটেলে বইস্যা পরাটা গোস্ত খাইয়া মছুয়াগুলার দালালী করনের চেষ্টা করতাছে। ব্যাস, বেডার নাম লিস্টির মাইদ্দে উইঠ্যা গেল। মরণে ডাক দিলে মাইনষের এইরকম ভীমরুতিই ধরে। মাইজদী কোর্টের দক্ষিণে বেড়ি বাঁধের উপর মওলানা ঢেপু মিয়ার লাস পাওয়া গেল।

পিডানী জিনিষটার অপরিসীম মহিমা রয়েছে। যুক্তিতর্ক আর গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যর্থ হলে পিডানীই হচ্ছে একমাত্র ওষুধ। কলি খইলে ঘুষি, থাপ্পর, লাথি–এইগুলাই হইতাছে মোক্ষম দাওয়াই। তাই বাংলাদেশের খাল-খন্দক, নদী-নালা, ঝোপ-জঙ্গল আর কেদো-প্যাকের মাইদ্দে যখন বিচ্ছুগুলার গাবুর কেচ্‌কা আর আত্‌কা মাইর শুরু হইছে, তখন আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান সা'ব খবর লইয়া দেহে কী?মছুয়াগুলার একটা পুরা ডিভিশনই গায়েব। আরও এক ডিভিশনের মতো ব্যান্ডেজ বাইন্দা কাতরাইতাছে। মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা এইজন্য খুবই দুঃখ প্রকাশ করছে। পয়লা দিকে পোলাপানের আন্দাগোন্ধা গুলি করণেই হানাদারগো জখমীর সংখ্যাটা একটুক বেশি হইছে। অহন বিচ্ছুগুলার পুরা ট্রেনিং হওনের গতিকে হাতের নিশানা অক্করে পইট কারবার। জুইত মতো পাইলেই একেবারে ঝামেলা Gone। মানে কিনা বচ্ছর পঁচিশ-তিরিশ আগে যে গেন্দা পোলাডা লাহোর-পিন্ডিতে ওঁয়া ওঁয়া কইরা এই দুনিয়াতে আইছিলো, কুমিল্লার চান্দিনায় বেডায় ঘঁ-অত কইরা আখেরী দমডা ছাড়লো। এইরকম দম ছাড়নের নম্বর খুবই বাইড়া যাওনের গতিকে পাকিস্তানে আইজ-কাইল ঘরে ঘরে কান্দনের হিড়িক পইড়া গেছে। ভিয়েতনাম আর আলজেরিয়াতেও ফরাসিগো এইরকমই কেডাবেরাস্ অবস্থা হইছিল। অনেক কষ্টে মার্কিনীগো ভিয়েতনামের কেদোর মাইদ্দে নামাইয়া আর

আলজেরিয়ারে এমতেই ছাইড়া দিয়া ফরাসিরা দেশে ফেরত আইস্যা হাঁপাইতাছে। কিন্তুক বাংলাদেশের যেরকম অবস্থা দেখতাছি, তাতে এইসব মছুয়াগো একটাও আর দেশে ফিরতে পারবো কিনা সন্দেহ। পয়লা দিকে ইয়াহিয়া সা'বের কি চোটপাট– বেডায় নাকি বাংলাদেশে 'মচ্ছড়' মারতাছে। অহন কেমন লাগে? বিচ্চুগুলা যে কইতাছে, 'হেরো চেউটী মারতাছে, মানে কিনা পিপড়া মারতাছে।'

হ-অ-অ-অ। এইদিকে করাচী রেডিয়ো হেইদিন অক্করে ঘং ঘং কইরা কাইন্দা উঠছে। খালি কইতাছে আ গিয়া, আ গিয়া বঙ্গাল মুলুকমে ছয়লাব আ গিয়া। ও-অ ছয়লাব অর্থ তো' আবার কওন লাগবো। ছয়লাব মানে বন্যা– হেই বন্যার পানি অহন ঘল ঘল কইর‍্যা কুমিল্লা, ঢাকা, রাজশাহী, পাবনা আর কুষ্টিয়ার মাইন্দে ঢুকতাছে। ফরিদপুরেও দরিয়ার পানি বাড়তাছে। এর লগে লগে ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পানিও বিপদ সীমা পার হয়েছে। এর অর্থ বুঝতে পারতাছেন? অর্থ হইতাছে পানির মাইন্দে নতুন কিসিমের খেইল। আহারে, এই পানিতে না-জানি আবার কতো মছুয়া চুবানীর চোটে পডল তোলে কে জানে! বাংলাদেশে এর মাইন্দেই আট হাজার বর্গমাইল এলাকা পানির নিচে গেছে গা। এইটুকু তো' পদ্মা নদীর চোটেই হইছে। অহন আবার ব্রহ্মপুত্র চেত্‌তাছে। কেমন বুঝতাছেন, খেইলটা কেমন জিওট বাঁধতাছে। হেইদিন হইছে কি, যমুনা নদী দিয়া এক জাহাজ হানাদার সোলজার উজানীর মুহে যাইতেছিল। খালি কেডা যেনো কইলো 'জাহাজমে দুশমন লোগ চুপাকে হ্যায় মালুম হোতা হ্যায়।' ব্যস্ ম্যাজিক কারবার শুরু হইলো। ষ্টিমারের ডেকের উপর মহা গেনজাম লাইগ্যা গেল। মছুয়াগুলার দৌড়াদৌড়ির ঠেলায় আস্‌লি কারবার হইয়া গেল। প্রায় দেড়শ জন হানাদার সৈন্যের সলিল সমাধি হইলো। এই খবর না পাইয়া সেনাপতি নিয়াজী একটা হেলিকপ্টারে কইর‍্যা কেইস্‌ডা দেখতে গেছিল। ফিইর‍্যা আইস্যা কইলো, 'বঙ্গাল মুলুক মে,ইয়ে সব দরিয়া হ্যায় না সমুন্দর হ্যায়? ইয়ে তো খালি পানি আর পানি। Field Intelegence-এর অফিসার জওয়াব দিলো, 'স্যার ছয়লাব আওর ভি হোগা। ইয়ে সাল মালুম হোতা হ্যায় খোদ ঢাকা কা রাস্তামে কিস্‌তি চলেগা।'

এই রিপোর্ট ইসলামাবাদে যাওনের লগে লগে হেইকানে তেলেসমাতি কারবার শুরু হইছে। চারদিকে খালি আওয়াজ হইতাছে, 'আব্ কেয়া করু! আব্ কেয়া করু!' এইডারেই কয় শাল। 'আইতে শাল যাইতে শাল, হের নাম বরিশাল।' এর মাইন্দে আবার মস্কো থাইক্যা নাকি ইয়াহিয়া সা'বরে একটু ঘষা মাইরা দিছে। খামুকা ইন্ডিয়ার লগে যুদ্ধ করণের খায়েশের লাইগ্যা ফাল্ পাড়তে না করছে। ব্যাস্ খান সা'বে তার ফরিন সেক্রেটারিরে টিন ভর্তি তেল দিয়া তেহরান আর মস্কো রওয়ানা কইর‍্যা দিছে। বেডায় তেহরানে যাইয়া খুবই গোপনে ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরদেশী জাহেদীর লগে গুফ্‌তাগু করছুইন। কিন্তু লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজের রিপোর্টার ক্লেয়ার হলিংওয়ার্থ এই গোপন আলোচনার ব্যাপারটা ফাঁস করে বলেছেন, 'সেনাপতি ইয়াহিয়া আমেরিকা আর চীনের সাথে পরামর্শ কইরা বাংলাদেশের লগে আপোষ করতে

চাইতাছেন। এইডারেই মোছ নামোনো কয় বুঝছেন। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাগো মাইরের চোটে বাংলাদেশের হানাদার সোলজরগো অবস্থা ফাতাহ্ ফাতাহ্ হওনের গতিকেই ইরানের শাহেন শা'রে দিয়া একটা জোড়াতালি কারবাররের জন্য টেরাই করতাছেন। কিন্তু খান সা'বে অনেক লেইট কইর‍্যা ফেলাইছেন। মোছ নামানো কেন, মোচ কামাইলে কিছু হইবো না। হাজারে হাজারে বিচ্ছু অহন ট্রেনিং Complete কইর‍্যা বাংলাদেশের পানি, কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে মছুয়াগুলারে ধাওয়াইয়া বেড়াইতাছেন। মছুয়া কোবাইতে আরাম রে, মচুয়া কোবাইতে কী আরাম!

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, পিডানীর অপরিসীম মহিমা রয়েছে। বিচ্ছুগুলার পিডানী হবায় শুরু হইছে– এর মাইদ্দেই ইয়াহিয়া সা'ব আপোষের দেন-দরবার শুরু করছুইন। বিচ্ছুগুলার ডোজ আর একটুক কড়া হইলেই কিন্তু বেডায় আসল ব্যাপারটা কবুল কইয়া ভাগোয়াট হইবো। না হইলে গাবুর, কেচ্‌কা আর আত্‌কা মাইরে হগ্‌গল 'চেউটী' পটল তুলবো। কলি খাইলে ঘুষি, থাপ্পর খাইলে লাথি–এইগুলাই হইতাছে ইয়াহিয়া-টিক্কা-নিয়াজীর মোক্ষম দাওয়াই। বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল অওগ্যা কথাই কইছুন 'সেনাপতি ইয়াহিয়ার জবাব রণক্ষেত্রেই দেওয়া হবে। এই জবাবের চোটে নয়া History তৈরী হইতাছে। খুন্‌কা বদলা খুন্–সব কথার শেষ কথা, বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

## ৮১

**সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

যা ভাবছিলাম তাই-ই হইছে। পাকিস্তান আর তার দোস্ত ইরানের মাইদ্দে যাতায়াত করণের লাইগ্যা অখন আবার ভিসার দরকার হইবো। কেইসটা কি? এই দুইডা দ্যাশের মাইদ্দে তো খুবই দোস্তালী। পরানের পরাণ, জানের জান, শাহেন শাহ-এর লগে ইয়াহিয়া খান।

আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া আর পাতলা খানের গল্লির মেরহামত মিয়া হেইদিন আমারে পাকিস্তান ইরানের মাইদ্দে আবার ভিসা চালু হওনের কেইসটা জিগাইছিল। আমি দিনা দুই-এর টাইম লইছিলাম। কেইসটা Think কইর‍্যা দেখন লাগবো। আমিও পয়লা একটু ভিম্‌রি খাইছিলাম। হ্যাশে ল্যাজ তুইল্যা দেখি কী? এইটা বকরি ঠিকই আছে– মানে কিনা দুই জনার মাইদ্দে কড়া মহব্বতের কোনোই গড়বড় হয় নাইক্যা। এই মহব্বতের লাইগ্যাই তো আইজ মরা পাকিস্তানের মীরজাফর সেকেন্দার মির্জার কবর তেহরানের মাইদ্দেই রইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার দাদাও বলে এই ইরান থাইক্যাই পাকিস্তানের হিজরত করছিল। আর ইয়াহিয়ার ওস্তাদ বুড়া আইয়ুব খান যখন ক্ষেমতায় আছিলো, তখন শ্যাম চাচার দোয়াখায়ের লইয়া পাকিস্তান, ইরান আর তুরস্করে এক দড়িতে গাঁইথ্যা ফালাইছিল– হেইডার নাম আরসিডি। আর মহব্বতের পেরমাণ

দিবার লাইগ্যা ভিসার System উডাইয়া ফেলাইছিল। এছাড়া ইরান থাইক্যা যেসব মাতারী নার্স লাহোর-রাওয়ালপিন্ডি আইছিলো, হেই বেবাকগুলারে পাকিস্তানীরা হাংগা কইরা থুইয়া দিছে। এই রকম যেখানে মহব্বত, হেইখানে আত্কা ইরান আর পাকিস্তানের মাইদ্দে আবার ভিসা System টা চালু হওনে হগ্গলেই ভিম্রি খাইছে। তাই–না? কিন্তুক এর মাইদ্দে সেনাপতি ইয়াহিয়া বহুত টিরিক্স করছে। একদিনের লাইগ্যা বাপের বাড়ি তেহরানের যাইয়া এই ব্যবস্থা কইরা আইছে– কারণ? মাল-পানি!

আঃ হাঃ! খোঁচা মাইরেইন না, খোঁচা মাইরেইন না। কইতাছি, কইতাছি। মওলবী সা'বে তেহরান যাইয়া দেখে কী! পাকিস্তানী ব্যবসায়ী আর শিল্পপতির দল অক্করে গিজ্ গিজ্ করতাছে–কেইসডা কী? বঙ্গাল মুলুকের বিচ্ছুগুলার গাবুর বাইড়ানের চোটে আর ছয় মাস ধইরা পাইট্ কইরা কোনো হেস্তনেস্ত না হওনের গতিকে ডাহিনা মুড়া দিয়া লেখুইন্যা ব্যবসায়ী-শিল্পপতির দল অক্করে ভাগোয়াট্। যে যেমতে পারতাছে, কাইটা পড়তাছে। চিটাগাং থাইক্যা আগা খানের দল, বগুড়া থাইক্যা জামিল উদ্দিনের পরিবার, ঢাকার দোসানী, খুলনার রেঙ্গুন স্টোর্স হগ্গলেই ভাগোয়াটের বিমারে ধরছে। কিন্তু ব্যাডারা পাকিস্তানের যাইয়া দ্যাখে হেইখানেও কেইস খুবই খরাপ। মিল ফ্যাক্টরি সব বন্ধ হইয়া বইস্যা আছে। মালিক আর ম্যানেজাররা লাপাত্তা হইয়া গেছে। এ্যার মাইদ্দে আবার ভুট্টো-ইয়াহিয়ার ফাটাফাটি কারবার শুরু হইছে। চাইর দিকে খালি বেকার আর বেকার। ব্যাস্ মাল-পানিওয়ালা ব্যাডারা হেইখান থাইক্যাও ভাগোয়াট্ হইতে শুরু করছে। হেরা ঠিকই আন্তাজ করতে পারছে, বঙ্গাল মুলুকে প্যাঁক আর ক্যাদোর মাইদ্দে সেনাপতি ইয়াহিয়ার যে ঠ্যাং হান্দাইছে, হেই ঠ্যাং আর বাইর করণ লাগবো না। তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। এলায় ক্যামন বুঝতাছেন?

হেইর লাইগ্য কেউ গ্যাছে পূর্ব আফ্রিকা, কেউ পাড়ি জমাইছে বাহরায়েন, কুয়েত; কেউ গ্যাছে কুয়ালালামপুর আর বেশির ভাগ ভাগোয়াট্ হইছে ভিসা লাগে না হেই ইরানে। হেইর লাইগ্যাই লাগছে মহা গেনজাম। ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার এই মাল-পানিওয়ালা ব্যাডাগুলারে পাকিস্তানের মাইন্দে আটকায়ে রাখতে চায়। আস্তে কইর‍্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া তার দোস্ত ইরানের শাহেন শাহরে কইয়া দিলে, 'দোস্ত, হে-ই-কাম Begin।' ব্যাস্, আবার ভিসা চালু হইয়া গেল। এলায় বুঝছেন? মহব্বতের কারবারডা কেমন কড়া ডোজের হইছে? ওই ছক্কু মিয়া। ইয়াহিয়া সা'বের টিরিক্সের কথা হুইন্যা যে অক্করে হঁ কইর‍্যা রইল্যা। মুখ বন্ধ করো– না হইলে কিন্তুক মাছি হান্দাইবো।

বাঘইর! কি হইলো? কি হইলো? ছক্কু মিয়া আওয়াজ দিলো কীর লইগ্যা? ও-ও-ও বুঝছি। বিচ্ছুগুলার কারবার কওয়া হয় নাই–তাই না? তয় কইতাছি হোনো। হেইদিন একদল মছুয়া আর রাজাকার মিইল্যা ঠ্যাটা মালেক্যার অর্ডারে ময়মনসিংহে পাবলিকগো ধন-সম্পত্তি লুটপাট করতাছিল, আর ডর দেখাইয়া মাল-পানি কামাইতাছিল। একবার ঘুণাক্ষরেও চিন্তা কইর‍্যা দেখলো না যে বিচ্ছুগুলা আশেপাশেই রইছে। ব্যাস্, যা হওনের তা হইলো। আহারে! আলাদা না পাইয়া পালের গোদাগুলারে হেই কারবার কইর‍্যা

দিলো। আর বাকিগুলারে কান কাইটা ছাইড়া দিলো। ময়মনসিংহ হাসপাতালে হেইগুলা অহন খালি গোঙ্গাইতাছে।

এইদিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? টাঙ্গাইল-মির্জাপুরের নূরুল হুদার চিরকিৎ হইছিল। বেডায় মোনাইম্যা গবর্ণরের আমলে মেম্বর আছিলো। আইজ-কাইল ঠ্যাটা মালেকার লগে Connection কইর‍্যা লুটপাট সমিতির সভাপতি হইয়াছিল। ঘটাং–কি হইলো, আওয়াজ কিসের লাইগ্যা? মির্জাপুরের নূরুল হুদা এই দুনিয়ার থনে সাফ্ হইয়া গেল। রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা কি কান্দন! আমাগো মির্জাপুরে নূরুল হুদারে কে বা কাহারা হেইকাম করিয়া দিয়াছে।

এইদিকে আমাগো ঢাকার মাইদ্দে মুসলিম লীগের মার্কসিস্ট Fraction-এর ছলাহ উদ্দিন বিহারী, আনোয়ার জাহিদ বাঙালি আর দৈনিক পাকিস্তানের হাসান আহমদ অশ্‌ক সা'বের খুবই বাড় বাড়ছে। আশ্‌ক সা'ব বাঙালি হইলে কি হইবো, হেতোনে উর্দুতে শায়ের মানে কিনা কবিতা লিখতাছেন। আইয়ুব খানর টাইমে ব্যাডায় টেলিভিশনে একটা কবিতা পড়ছিলো, 'মুঝে শরম মালুম হোতা হ্যায়, মুঝে শরম মালুম হোতা হ্যায়, ম্যায় বাঙালি হোকে উর্দুমে শায়ের লিখ রাহি হ্যায়।' ক্যামুন বুঝতাছেন?

এই মাল বাঙালি কবিগো পক্ষ থাইক্যা বচ্ছর দুই আগে মস্কো সফরে গেছিলেন। তারপর বুঝতেই পারতাছেন? রাশিয়ানরা অক্করে থ–বাংলায় 'ক' অক্ষর গোমাংস এই আশক্ সা'ব কেমতে কইর‍্যা বাঙালি কবি হিসাবে মস্কো আইলো? একটুক্ খোঁজ-খবর করতেই হেরা বুঝতে পারলো ইসলামাবাদের জঙ্গী সরকার কবি, লেখক, শিল্পী, সাহিত্যিকগো দিয়া নতুন কিসিমের গোয়েন্দা বিভাগ খুলছে– হেইডার অনেক নাম। রাইটার্স গিল্ড, ন্যাশনাল ব্যুরো অব Reconstruction, আর্টস কাউন্সিল, নজরুল একাডেমী, বাফা, ফিচার সিন্ডিকেট, পাকিস্তান কাউন্সিল– কতগুলা। হগ্‌গল জায়গার মাতব্বরগো আসল কাম গোয়েন্দাগিরি। অস্থির হইয়েন না, আস্তে আস্তে হগ্‌গল নাম কইয়া দিমু। ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীর পাল্লায় পইড়্যা কেডা-কেডা ফাল পাড়তাছে হেইগুলি একটু ঠাহর করতে দেন। এই দিকে তো, বিচ্ছুগুলা যেকোনো টাইমে যে কোনো জায়গায় কারবার করতে পারতাছে। দেখলেন না হেইদিন মালেক্যার নয়া মন্ত্রী কাউট্‌ঠা মওলানা ইসহাকরে কেমতে মেরামত করছে?

এর মাইদ্দে বিচ্ছুগুলার Air Force আর Navy তৈরী হইতাছে। অখনও টাইম আছে। শ্যাষের সেদিন কি ভয়ংকর, ভাইসব– শ্যাষের সেদিন কি ভয়ংকর! হাজার হইলেও ব্যবসায়ী-শিল্পপতি। হের আগেই আন্তাজ কইর‍্যা ভাগতে শুরু করছে। এইডারে কয় রাম ভাগোয়াট্। এই মুড়া থাইক্যা হেই মুড়া আর হেই মুড়া থাইক্যা যেইদিকে দুই চোখ যায়। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, 'যা ভাবছিলাম তাই-ই-হইছে। সেনপতি ইয়াহিয়া অখন মাল-পানিওয়ালা বেডাগুলারে লোহার শিকল দিয়া পাকিস্তানের মাইদ্দে বাইন্দ্যা থোওনের লাইগ্যা ইরানের লগে আবার ভিসা System চালু করছে।

অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকায়ে যায়। ইয়াহিয়া যেইমুড়া চায়, গেন্জাম লাইগ্যা যায়। আঃ হাঃ অস্থির হইয়েন না, অস্থির হইয়েন না– সবই খুইল্লা কইতাছি। সেনাপতি ইয়াহিয়ার কপালডাই কুফা। আইজ পর্যন্ত যতগুলা কামে ট্রিক্স করলো হগ্গলগুলাই ধরা পইড়্যা গেল। ব্যাডায় বহুত চোট্পাট্ কইর‍্যা মেলেটারি গার্ড দিয়া একটা Election দিছিলো। পরানে খুবই আশা আছিলো এগলাম পছন্দওয়লা পার্টি কিছু না হইলেও তো গোটা কুড়ি Seat পাইবো। কিন্তু কেইস খুবই খারাপ হইয়া গেল। শেখ সা'বের আওয়ামী লীগ হগ্গল Seat জিইত্যা ফেলাইলো। এলায় করি কী? ঠিক আছে বাঙালি মার্ডার।

টিক্কা খানরে দিয়া বাহাত্তুর ঘণ্টার মাইদ্দে কাম খতম করতে চাইলো। কিন্তুক গেন্জাম বাইন্দ্যা গেল। বাঙালি Public Murder করতে যাইয়া কইথনে সব বিচ্ছু তৈরী হইলো। প্যাদানীর চোটে টিক্কা খান পর্যন্ত ভাগোয়াট্ হইলো। ব্যাস্ মওলবী সা'বের হাজার হাজার মছুয়া বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাকের মাইদ্দে হুইত্যা পড়লো। ব্যাডায় হাঁউ মাঁউ কইরা কাইন্দা উঠলো, 'ইয়ে সব Internal Affair হ্যায়।' কিন্তু হে আমেরিকা, হে জাতিসংঘ আমারে বাঁচাও। বিচ্ছুগুলা আমাগো একলা পাইয়া কোবায়া তক্তা বানাইয়া ফেলাইলো। এরপর ব্যাডায় চিল্লাইতে শুরু করলো, বঙ্গালা মুলুকে স-অ-ব অক্করে Normal. লগে লগে দুনিয়ার মাইনষে ইয়াহিয়া সা'বের গতরের মাইদ্দে থুক্ দিয়া কইলো, 'তা হইলে ইন্ডিয়াতে লাখ লাখ রিফিউজি চইল্যা গেল ক্যানো? হেইগুলারে ফেরত আনো। সেনাপতি ইয়াহিয়া কি কাঁন্দন।– 'ভাইসব আইস্যা পড়েন। আইস্যা পড়েন।' হের কান্দনের চোটে মছুয়াগুলা আত্কা দ্যাহে কী? রিফিউজী Reception centre-এ কই থনে যেনো গোটা পাঁচেক খেঁকী কুত্তা আইস্যা হাজির হইছে।

ব্যাডায় কি রাগ? লগে লগে কইলো, আ-চ্ছা ঠিক আছে। ওঃ হোঃ আমরা টেরই পাই নাইক্যা– রিফিউজিরা সব ছিক্রেট, মানে কিনা গোপন পথে ফেরৎ আইতাছে। এই কাথা হুইন্যা আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া পর্যন্ত হাইস্যা ফেলাইছে এইবার খান সা'বে কইয়া বইলো, আমি হগ্গলরে মাফ কইর‍্যা দিছি। আমাগো পাতলাখান গল্লির মেরহামত মিয়া অক্করে ফাল পাইড়া উঠলো, 'ইয়াহিয়া সা'বে মার্ডার, বলাৎকার, আগুন লাগাইন্যা হগ্গল দোষ করলো, কী সোন্দর হেই বেডায় কয় আমি বাঙালিগো মাফ কইরা দিলাম। কীর লাইগ্যা– বিচ্ছুগুলার গাবুর মাইরে অখন বুঝি ছেরাবেরা অবস্থা হইছে?' একটু দম লইয়া ব্যাডায় মাল-পানি জোগাইবার জন্যি এম.এম. আহম্মকরে পাডাইয়া Pakistan Aid Consortium-এর কাছে হাত পাতলো। হেই গুড়ে বালি। এক পহাও পাইলো না।

এইবার মওলবী সা'বে ড্রাম ভর্তি তেল দিয়া পররাষ্ট্র সেক্রেটারী ছেলতাইন্যারে মাখ্‌খন বাজীর লাইগ্যা মস্কো পাডাইলো। ব্যাডায় ধাওয়া খাইয়া ফেরত আইলো। লগে লগে নোয়াখালীর হরিবল হক আর চুষ পাজামা মাহমুদ আলীরে বিলাত, আমেরিকয় পাডাইলো। ডাইল গল্‌লো না। এইদিকে লন্ডন, দিল্লী, কলিকাতা, হংকং, ম্যানিলার পাকিস্তানী দূতাবাস থাইক্যা সব বাঙালিরা দলে দলে বাংলাদেশ গবর্ণমেন্টের লগে যোগ দিলো। কেইসটা কি? সেনাপতি ইয়াহিয়া ঠ্যাটা মালেক্যারে গবর্ণর বানাইয়া ভ্যা ভ্যা কইরা উঠলো, 'হইছে, হইছে, বেসামরিক গবর্ণমেন্ট হইছে– সব অক্করে কন্ট্রোলের মাইদ্দে। ঘেটাঘ্যাট্‌ ঘেটাঘ্যাট। কী হইলো? কী হইলো? ঢাকা টাউনের মাইদ্দে বিচ্ছুগুলার কারবার হইয়া গেল। কী মজা, কী মজা ঠ্যাটা মালেক্যা মন্ত্রীসভা বানাইছে! ট্যাঁই-ই। কি হইলো? কি হইলো? মন্ত্রী মাওলানা ইছাহাক বোমা খাইয়া মেডিকেলে গেল।

ইয়াহিয়া সা'বে চুষ পাজামা মাহমুদ আলীরে কইলো, যাও বেটা জাতিসংঘে যাইয়া কইয়া দাও বঙ্গাল মুলুক ঠাণ্ডা। ট্যাঁই-ই, ট্যাঁই-ই। কী হইলো? কী হইলো? চালনা, চিটাগাং বন্দরে বিচ্ছুগুলা একগাদা বিদেশী আর পাকিস্তানী জাহাজের উপর কারবার কইর‍্যা ফেলাইলো। এই গাবুর বাড়ির চোটে পোল্যান্ডের দুইডা আর ব্রিটেনের একটা জাহাজ কোম্পানি কইছে– বঙ্গাল মুলুকে বহুত গেনজাম। বিচ্ছুগুলা ইচ্ছামতো কারবার চালাইতাছে। আর চালনা-চিটাগাং বন্দরে জাহাজ পাঠামু না। এলায় ক্যামন বুঝাতছেন? এইবার ইয়াহিয়া সা'বে Declare দিলো 'এরি ও শুনছেন নি, আমরা হগ্‌গলরে জেলের থনে ছাইড়্যা দিছি।' বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকা অক্করে চোর, ডাকাত, ছ্যাচ্চোড়ে ভইর‍্যা গেল। এরা সব যাইয়া রাজাকারে নাম লেখাইলো। কেউ কেউ বাপ-দাদার পেশা ডাকাতি শুরু করলো। নদীর মাইদ্দে পাবলিকের নাও লুটের আগে চিল্লাইয়া কইলো 'ভাই সা'বেরা, ডরায়েন না, ডরাইয়েন না আমরা মেলেটারি না আমরা ডাকাত। আমরা বেশুমার মানুষ মার্ডার করি না– আমরা খালি মাল-পানি নিমু।'

এইদিকে রাজাকাররা যাইয়া ঠ্যাটা মালেকা-পিঁয়াজীরে কইলো, 'বঙ্গাল মুলুকের Public-রে মেলেটারিরা আগেই ছিবড়া কইরা ফেলাইছে– অখন লুটপাট কইরা কিছুই পাইতাছি না, দিনে তিন টাকা পোষাইতাছে না–একটা কিছু বিহিত করেন।' ব্যাস লগে লগে ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী অর্ডার দিলো, রাজাকারেরা ইচ্ছামতো লোক Arrest করতে পারবো। Murder-এর কথাডা আর লিইখ্যা দিলো না। এরপরেও রাজাকাররা যখন মুখ ত্যাড়া কইর‍্যা রইলো, তখন ঠ্যাটা মালেক্যায় কইলো কি? সবুর-সবুর; নতুন বাঙালি ব্যবস্থা কইরা দিতাছি। এরপর রেডিও গায়েবী আওয়াজ থনে রিফিউজিগো লাইগ্যা ঠ্যাটা মালেক্যায় কি কান্দন! 'আপনারা সব ফেরৎ আইস্যা পড়েন– আপনাগো লাইগ্যা নতুন কিসিমের খাদেম বানাইছি– এইগুলারে রাজাকার কয়। এরা আপনাগো দেখাশুনা করবো।' ঠ্যাটা মালেক্যার কান্দনের চোটে রেডিও গায়েবী আওয়াজের জিল্লার সা'ব National ব্যুরো অব Reconstruction-এর ডাঃ হাসান জামান, ডাঃ বজ্জাত হোসেন, সংগ্রাম কাগজের মওলানা আখতার ফারুক, পূর্বদেশের মাহবুবুল হক, ব্ল্যাক

মেইলের আজিজুর রহমান বিহারী, মর্নিং নিউজের বদরুদ্দিন, দৈনিক পাকিস্তানের আশ্‌ক সা'ব আর ছহি আজাদের হরলিকসের বোতল থুক্কুঃ ছৈয়দ ছাহাদত হোসেন হগ্‌গলেই কাইন্দ্যা গতরের সার্ট ভিজাইয়া ফেলাইলো। কিন্তুক Result? দিনে আরো ৩০ হাজার কইরা নতুন রিফিউজি ইন্ডিয়াতে যাইতে শুরু করলো। এইবার ইয়াহিয়া সা'বে ভুট্টোর লগে বাতচিৎ শুরু করলো। লগে লগে দুইজনের মাইদ্দে Silent Fighting বায়স্কোপ শুরু হইয়া গেল। মওলবী সা'ব দৌড়াইয়া বাপের বাড়ি ইরানে যাইয়া শাহেন শাহরে কইলো, 'পাকিস্তান থাইক্যা যাতে কইরা ব্যবসায়ী-শিল্পপতিরা ভাগতে না পারে– হের লাইগ্যা আবার ভিসা System চালু কইরা দেন। আর তো' পারি না কোনোমতে বঙ্গাল মুলুকের একটা মীমাংসা কইরা দেন।' চব্বিশ ঘণ্টার মইদ্দে ইসলামাবাদ থাইক্যা তেহরানে কি যেনো একটা খবর গেল। ইয়াহিয়া সা'বে, আরে দৌড়রে-দৌড়। দৌড়ে আইস্যা আবার গদীর মাইদ্দে বইয়া পড়লো। আল্লায় সারাইছে! এর মাইদ্দেই দুইজন মছুয়া জেনারেল ব্যাডারে ল্যাং মারতে চাইছিল।

দেশে ফেরত আহনের পর ইয়াহিয়া সা'বে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির রোশন আলী ভিমজী সা'বের চিডি পাইলো– 'পুরা যুদ্ধ Declare না করণের গতিকে বঙ্গাল মুলুকে যে হাজারে হাজার মছুয়া সোলজার এন্তেকাল করছে, ঐইগুলার ক্ষতিপুরণ হিসাবে কোনো টেকা দেওন সম্ভব না।' ঠাস্ কইর‍্যা একটা আওয়াজ হইলো। সেনাপতি ইয়াহিয়া চেয়ার থনে পইড়্যা গেছিলো। 'আচ্ছা দেখাইতাছি' কইয়া ইয়াহিয়া অক্করে পাগলা হইয়া উঠলো। বঙ্গবন্ধুর বিচার থনে শুরু কইরা আওয়ামী লীগ নেতাগো ঘরবাড়ি নীলাম। এমনকি ৮৮ জনের মেম্বারশিপ পর্যন্ত বেআইনী কইরা ফেলাইলো। ভাবলো বাকিগুলা বোধ হয় আইস্যা পড়বো।

হ্যায় আল্লাহ্! বেবাকে বিচ্ছুগুলার লগে মিইল্যা ফাইট্ করতে শুরু করছে। এলায় উপায়? পিআইএ'র তিন হাজার বাঙালি স্টাফ ছাঁটাই কইরা ফেলাও। কোনোই Reaction নাইক্যা। তা-হইলে কইয়া দেও দুই হাজার দুইশ' কুড়ি জন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কার, ইপিআর, বেঙ্গল রেজিমেন্ট সারেন্ডার করছে। লগে লগে দুনিয়ার মাইনষে জাইন্যা ফেলাইলো খুলনা, সাতক্ষীরা, রাজশাহী নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, সিলেট, চিটাগাং, কুমিল্লা, নোয়াখালীতে এলাকার পর এলাকা মুক্ত হইছে। লগে লগে আবার সৈয়দ নজরুল ইসলাম সা'বে Disclose করছে, মুক্তি বাহিনীর নৌ ও বিমান বাহিনী পরায় তৈরী হইয়া গেছে, আর হাজারে হাজার বিচ্চুর ট্রেনিং Complete হইছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া-জেনারেল পিঁয়াজী কি রাগ? ঠিক আছে– ইন্ডিয়ারে গাইলাইতে শুরু করলো ছক্কু কইলো, কীর লাইগ্যা? গাইলাইলে তো' মুজিবনগরের বাংলাদেশ গবর্ণমেন্টরে গাইলাইতে হয়। কই থনে সেরকাটু মোহাম্মদ আইয়া কইলো, ছক্কু, বুঝছোস্? মছুয়াগুলাতো আবার ছোট ভাইয়ের ওয়াইপ কিনা? তাই ভাতারের বড় ভাই-এর নাম মুখে আনতে পারে না। অবশ্যি ঠিক মতন বিচ্চুগুলার আসল কোবানি শুরু হইলে নাম-ধাম-ঠিকানা, সবই কইয়া ফেলাইবো।

জাঁতির চোটে ইয়াহিয়া খান এইবার কইলো, আমি মেলেটারি এক্সপার্ট দিয়া শাসনতন্ত্র বানামু। ব্যাস্, পঞ্চাশটা জোট নিরপেক্ষ দ্যাশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা নিউইয়র্কে এক মিটিং-এ বইস্যা যে প্রস্তাব পাশ করছে, হেইটাতে ধূণকররা যেমতে তুলা ধোনে, হেইরকম ধূইন্যা দিছে। এই না দেইখ্যা মিঠাই-এর দোকানের সামনে যেমৃতে কইর‍্যা এক ধরনের চাম উঠা মাল কেঁউ কেঁউ করে, চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী আর আগাশাহী জাতিসংঘে হেইরকম করতাছে। দুনিয়ার মাইনষে অক্করে থ'। কেইসটা কি?

বিচ্চুগুলা ছয়মাস ধইরা লাড়াই কইরা World-এর বেস্ট পাইটিং পোর্সগো অক্করে হোতাইয়া ফেলাইয়া এখন আবার আসল লাড়াই-এর জন্যি কোমর বানতাছে। এই খবর না পাইয়া ভুট্টো সা'বে ট্যুর কেনছেল করছে। কইছে হেতোনে আর বঙ্গাল মুলুকে আইবো না। এদিকে এম.এম. আহম্মক চাক্কু খাওনের গতিকে পালের গোদা ইয়াহিয়া সা'ব বঙ্গাল মুলুক আইতে ডরাইতাছে। ব্যাডার ঠ্যাং খালি কাঁপতাছে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, 'অভাগা যেদিকে চায়, সাগর শুকিয়ে যায়'।

## ৮৩

সেপ্টেম্বর ১৯৭১

'খাক্ বরখাক্, চুল্লিকা খাক্, বান্দাকা নাম হরিবল হাক্।' কী হইলো কী হইলো? বুঝতে পারলেন না? তয় আর একবার কইতাছি। এরপরে কিন্তু আর কমুনা। খেয়াল কইর‍্যা হুইনেইন। 'খাক্ বরখাক্, চুল্লিকা খাক্, বান্দাকা নাম হরিবল হাক্।' ব্যাডা একখান! হেতোনে জীবনে তিনডা কাম করছেন—এক নম্বর সত্তর বছর বয়স হইলে কি হইবো, আইজ পর্যন্ত কোনোদিন নামাজ পড়েন নাইক্যা। আর তিন নম্বর, চব্বিশ বচ্ছর ধইর‍্যা মছুয়াগো দালালী কইর‍্যা দালাল মহারাজ টাইটেল পাইছেন। এহেনো হরিবল হাক যখন চুষ-পাজামা মাহমুদ আলীরে বগলদাবা কইরা ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক, অটোয়া, লন্ডন, ট্যুর করণের লগে লগে আন্দাজ করতে পারলেন যে, সাদা চামড়ার পাবলিকগুলা পর্যন্ত সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকারের উপর তুফান চেইত্যা গেছে। তখন তাড়াতাড়ি আব্বাজানরে টেলিফোন কইর‍্যা কইলো, 'আমেরিকান সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডীরে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় ট্যুর করতে দিলে, আমাগো অবস্থা অক্করে ছেরাবেরা কইর‍্যা ফেলাইবো। এই ভদ্রলোক বাংলাদেশ সফর করনের আগেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমাগো হোতাইয়া ফেলাইছে। এরপর বাংলাদেশের আইস্যা আসল অবস্থা দেখলে না জানি কি করে? যেভাবেই হোক কেনেডী সাবের ট্যুর কেনচেল করতে হইবো।'

ব্যাস্, তেলেসমাতি কারবার হইয়া গেল। তামাম দুনিয়া আরেক দফা তাজ্জব বইন্যা গেল। এসোসিয়েটে প্রেস অব পাকিস্তান লজ্জা শরমের মাথা খাইয়া একটা নিউজ দিলো 'কেনেডী সাব বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার ট্যুর কেনচেল করছেন।' এলায় কেমন বুঝতাছেন? ভদ্রলোক সাত সমুদ্দুর তেরে নদী পার হইয়া ঢাকায় আহনের লাইগ্যা

কলিকাত্তায় আইস্যা হাজির হইলেন। লগে লগে টের পাইলেন, হের দুইজন সঙ্গীরে জঙগী সরকার ভিসা দেয় নাইক্যা। তারপরেও কেনেডী সাব একাই দখলীকৃত এলাকা সফর করবেন বইল্যা ঠিক করলেন। কিন্তুক! 'ছম্ ছম্ ইন্দুর মারা কল' হইয়া গেল। ইয়াহিয়া সা'ব হেতোনের ভিসা কেনচেল কইর‍্যা এসোসিয়েটেড প্রেস অব পাকিস্তানরে কইলো, 'ভিসা কেনচেলের খবরডা চাপিস করো– খালি কইয়া দাও এডোয়ার্ড কেনেডী নিজেই আইলো না।' কি সোন্দর হেগো Propaganda লাইনের ব্যাপার-স্যাপার।

এই খবর না পাইয়া আমাগে বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া এক জব্বর কাম কইরা বইলো। হেতোনে আত্কা একটা হ্যাণ্ডবিল পাইছিল। হেইডার মাইদ্দে লেখা কি? 'শহরবাসী ঢাকা ছাড়ো।' ছক্কু মিয়া অনেক Think কইরা দেখলো– আইজ-কাইল বিচ্ছুগুলা রাইতের বেলায় খোদ ঢাকা টাউনের মাইদ্দেই যে রকম টেস্টিং কারবার হিসাবে ফুটফাট করতাছে, কবে না জানি আসল কারবারটাই শুরু হইয়া যায়? তাই খুব জল্দি যখন ঢাকা ছাড়নই লাগবো, তখন টাউনডা ঘুইর‍্যা দেখনের লাইগ্যা ছক্কু মিয়ার খুবই শখ হইলো। পয়লা গেল শহীদ মিনারে। সমান। হেইডারে কামানের গোলা মাইরা সমান কইর‍্যা ডাহিনা মুড়া দিয়া লিইখ্যা থুইছে 'মসজিদ'। কিন্তু কেউই হেইখানে নামাজ পড়ে না। ছক্কু মিয়া নিজে নিজেই ফুক্ কইর‍্যা হাইস্যা দিলো। হেতোনে ভাবলো এই ঢাকা টাউনের মাইদ্দেই তো সাড়ে আটশো মসজিদ রইছে তবুও যখন ইসলামের নামে চিল্লাইয়া হেরা এইখানে বেশুমার মানুষ মার্ডার করলো, তখন হেগো ইসলামডা কি পদের এইডা আর কওন লাগবো না!

এরপর আমাগো ছক্কু মিয়া University এলাকায় যেয়ে হাজির হইলো। দ্যাহে কী? বিরাট বটগাছটা মছুয়াগুলা অক্করে গায়েব কইর‍্যা ফেলাইছে। এই বটগাছের তলায় পোলাপানরা মিডিং করতো বইল্যা ব্যাডারা বটগাছডাই হাওয়া করছে। আল্লাহ্-বিল্লাহ্ কইয়া ছক্কু আস্তে কইর‍্যা University-র কেলাসের মধ্যে ফুচি মারলো। সব ধলি। কেলাসের পর কেলাস খালি। তেরোজন প্রফেসর মার্ডার হওনের পরও বাকিগুলা খালি কেলাসের মধ্যে বইস্যা আছে। কী মজা, কী মজা? বজ্জাত হোসেন হেগো নয়া ভাইস-চ্যান্সেলর হইছে। আত্কা ছক্কু মিয়া থর্থর্ কইর‍্যা কাঁইপ্যা উডলো– দ্যাহে কি একটা কোরবানীর খাসী লাক্স সাবান দিয়া গোসল কইর‍্যা পলিটিক্যাল সাইন্সের কেলাসে একাই বইস্যা আছে। অনেক কষ্টে জানতে পারলো এই খাসী হইতাছে ইসলামী ছাত্র সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট। ঢাকা ইউনির্ভাসিটির ছাত্র সংখ্যা হইতাছে ৭৪০৭ জন। এর মাইদ্দে কেলাসে হাজির হইছেন একজন। লগে লগে রেডিও গায়েবী আওয়াজ আর ঢাকার খবরের কাগজের মহলে আনন্দের হিল্লোল পড়ে গেল। 'এসেছে, এসেছে, ছাত্র এসেছে।' আজাদ, সংগ্রাম, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তানে হেডিং বাইরাইলো 'ছাত্রদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি।' কিন্তু কেউই খবরের কাগজ কিনলো না। তহন ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিক খালি কইলো, 'ঠিক হ্যায়, হামলোগ হর পরচা আড়াই হাজার করকে খরিদেঙ্গে।' কেমন আন্দাজ করতাছেন হেগো কারবার-সারবার?

ছক্কু মিয়া দুই হাতের তাউলা দিয়া চক্ষু দুইডারে ভালো কইর‍্যা কচ্‌লাইয়া নিজের গতরেই একটা চিমটি কাডলো– 'এগুলা হাঁচাহাঁচি দেখতাছি তো? নাকি মিছা দেখতাছি? ঠিক আছে। তা হইলে ঢাকা ছাড়নের আগে একটা ম্যাটিনী শো বায়োস্কোপ দেইখ্যা লই। সিনেমা হলের সামনে যইয়া দ্যাহে কী একটার মইদ্দে চলতাছে 'ঘোড়কি মোচ্‌'–অর একটার মাইদ্দে 'জুতা কী হাফ্‌সোল।'আর একডাতে চলতাছে 'মহব্বৎকি পাছড়া-পাছড়ি'। এইগুলা নাকি লাহোরী ইসলামী তাহজীব আর তমদ্দুন মার্কা পিকচার। আৎকা ছক্কু চিল্লাইয়া উঠলো, 'বুঝছি, বুঝছি– এরপর বিচ্ছুগুলার নতুন বায়োস্কেপ আইতাছে– হেইডার নাম হইতাছে 'বাপ কা বাপ।'

হ-অ-অ-অ এইদিকার কারবারডা দেখছেন নি? আপনাগো লগে একটুক্‌ ছক্কুর কথা কইতাছি আর এর মাইদ্দেই–থাক্‌ কমু না। আরে আরে, কইতাছি, কইতাছি লুঙ্গি ধইর‍্যা টানাটানি কইরেইন না। নর সুন্দর মানে কিনা নাপিতে যেমতে কইর‍্যা গেরামের হাটে তার গ্রাহকেদের দশ ইঞ্চি ইটের উপর বহাইয়া কোলের মাইদ্দে মাথাডারে লইয়া ক্ষুর দিয়া চাঁইচা ফেলায়–সিলেট, রংপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী আর কুষ্টিয়াতে মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা হেইরকম একটা কারবার কইর‍্যা ফেলাইছে। সিলেটের সুরমা, রংপুরের তিস্তা, ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র, রাজশাহীতে পদ্মা আর কুষ্টিয়ার গড়াই নদীতে আরে চুবানীরে চুবানী। বিচ্ছুগুলার তুফান বাড়ির চোটে ভোমা ভোমা সাইজের সোলজারগুলা হেইদিন আন্দাগোন্দা দৌড়াতে দৌড়াইতে রংপুর জেলার জলঢাকায় যাইয়া হাজির। এক বুড়া বেটারে দেইখ্যা মছুয়াগুলা হাঁফাইতে হাঁফাইতে কইলো কি? এই বুঢ্‌ঢা ঢাকা কেধার হ্যায়? হুঁ হুঁ হুঁ তোমরা লা ঢাকায় যাবার যাচ্ছেন– তাহলেতো জলোক্‌ কাটি দেন, ইডাই ঢাকা হয়ে যাবি? মুই কচ্ছুনু জলঢাকার 'জল' কাইট্যা দিলেইতো' ঢাকা হয়। এলায় তোমরা বুঝতাছেন?'

এই রকম একটা কুফা অবস্থায় 'যা থাকে ডুঙ্গির কপালে' কইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডীর ভিসা কেনচেল কইরা অহন গাপ্‌টি মাইরা বইস্যা আছে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, 'থাক্‌ বরখাক্‌, চুল্লিকা থাক্‌, বান্দাকা নাম হরিবল হাক'।

# ৮৪

**সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

হামাম দিস্তা। আমাগো দেশী হেকিম কবিরাজ যেমতে কইর‍্যা হামাম দিস্তার মাইদ্দে গাছ-গাছড়া থেতলাইয়া দাওয়াই বানায়, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগুলা রাজাকার আর মচুয়াগুলারে পাইয়া– আহারে, হেইরকম একটা কারবার চালাইতাছে। একটুক্‌ কওনের লগে লগে ছক্কু মিয়া আর কাউল্যায় আমারে আস্‌সালামো আলাইকুম্‌ কইয়া ঠাটারী বাজারের মুহী রওনা হইলো। আমার অক্করে

ধান্দা লাইগা গেল। চিল্লাইয়া কইলাম, 'আবে এই ছক্কু, আবে এই কাউল্যা– আইজ আবার কি হইলো? দিন দুনিয়ার কারবার হুনছোস্‌নি?' ছক্কু একটা তেরছি নজর দিয়া কইলো, 'ভাই সা'ব। আইজ তো মেছাল কওনের কথা আছিল। যেমন দেখতাছি আপনেও আইজ-কাইল ট্রিক্‌স করতাছন। কেইসটা কি? মেছাল দিয়া না কইলে আর হুনুম-টুনুম না।'

ছক্কু মিয়ার হাত ধইর্‌যা কইলাম, 'ভাইডা ভালো, গোস্‌সা কইরো না, আইজ তোমাগো কড়া জিনিষ হুনামু, আমাগা উয়ারীর র‍্যাংকিন স্ট্রিট দিয়া যাইতে থাকলে সেইখানে যুগীনগর লেনের মাথাডা আইসা মিলছে, হেইখানে কলেজের মাইয়াগো থাকুন্যা একটা হোস্টেল আছিল– নাম 'বিদ্যার্থী ভবন'। কিন্তু অহন হেইখানে গেলে কোনো লেডী দেখতে পাইবেন না– সব দাড়িওয়ালা বেডারা বইস্যা আছে। এইডাই হইতাছে ইয়াহিয়া সা'বের দোস্ত মওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামীর পত্রিকা 'সংগ্রাম' কাগজের অফিস। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। কলিকাল পড়ছে, হেই জন্যে পাবলিকরে ভোগা মারনের লাইগ্যা জামাতে ইসলামীর কাগজের নাম হইছে 'সংগ্রাম' আর মুছলিম লীগের কাগজের নাম 'বিপ্লব'। এলায় ক্যামন বুঝতাছেন? হেই দৈনিকে সংগ্রাম কাগজের এডিটর সা'বের নাম হইতাছে মওলানা আখতার ফারুক– বাড়ী বরিশাল। অনেক কষ্টে তার হল্‌কম্ দিয়া বাংলায় কথাবার্তা কন্। আইজ-কাইল আবার রেডিও গায়েবী আওয়াজে এই ব্যাডায় প্রোপাগাণ্ডা Script লেখতাছে। যে ব্যাডাগুলো মওলবী সা'বের লেখা পড়তাছে, হেরা আবার পড়নের আগে অরে মাখ্‌খন বাজী! অইজ যা লিখছেন– হগ্‌গলে অক্করে ট্যারা হইয়া যাইবো। লগে লগে ফারুক সা'বে কি খুশি।

এই ফারুক্যায় বরিশালে থাকনের টাইমে এক জবরদস্ত পীর সা'বের সাগরেদ আছিল। হেই পীর সা'বে একদিন তার সাগরেদগো একটা ফতোয়া দিলো। মাইয়া মানষের ছেড়া-ফাট্টা কাপড় দিয়া কাঁথা বানাইলে, হেই কাঁথা গায়ে দিলে নাপাক্ কারবার হইবো। এই ফতোয়া না হুইন্যা আমাগো পাতি মওলবী ফারুক সা'ব মাঘ মাসের টাইমে মুরিদানগো হাল হকিকত্ দেখনের লাইগ্যা গলাচিপায় যাইয়া হাজির হইলো। সন্ধ্যার পর হ্যাজাক লাইট জ্বালাইয়া ফারুক্যায় এক বিরাট ওয়াজ মহফিলে লেকচার দিলো। হেতোনে ওস্তাদের কথা মনে কইর‍্যা কইলো, 'আইজ থাইক্যা কেউ যেন মাইয়া মানুষের ছেড়া ফাট্টা শাড়ি দিয়া বানানো কাঁথা গতরের মাইদ্দে না দেয়। এইগুলা নাপাক।'

রাইতের বেলায় ফারুক মওলবী মুরগির রান, খাসীর কলিজা আর গরুর মগজ ভাজা খাইয়া এক মুরিদানের বাসায় হুইত্যা পড়লো। এর পরেই শুরু হইলো মহা গেনজাম। মাঘ মাসের রাইত। বুজতেই পারতাছেন। মুরিদের নাম শেখ মেঘু। বেডায় অক্করে হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে কইলো, 'হুজুর এই পুরা গেরামের মাইদ্দে এমন কোনো কাঁথা নাই যে, আপনেরে দেওন যায়। এলায় করি কি?' ফারুক্যায় কি রাগ? কইলো, 'নাজায়েজ কাম করা গুনাহ্-এ কবিরা। আমার কোনো কাঁথা লাগবো নাইক্যা।' তবুও শেখ মেঘু একটা নাপাক কাঁথা আইন্যা ঘরের একটা কোণার মাইদ্দে থুইয়্যা গেল।

তারপর বুঝতেই পারতাছেন মাঘ মাসের রাইতে গলাচিপায় অক্করে কাঁপন দ্যাওয়াইন্যা শীত। তুফান শীতের চোটে ফারুক্যার আর রাইতে ঘুম আইলো না। এইদিকে শুরু হইছে শিয়ালের ডাক। অনেক চিন্তা করণের পর মওলবী সা'ব সেই না-পাক কাঁথাডা আইন্যা গতরে দিয়া ঘুমাইয়া পড়লো। খালি ভাবলো, বড় হুজুরের এই রকম একটা গেনজামওয়ালা ফতোয়া কিসের লাইগ্যা দিছিলো? সকালে কাউয়াগুলো কা-কা-কইর‍্যা ডাকনের লগে লগে শেখ মেঘু মওলবী সা'বের অবস্থা দেখতে গেল। যাইয়া দ্যাহে কি? সিংহাতিক কারবার। বেয়াদব কাঁথাডা ক্যামতে জানি যাইয়া অক্করে হুজুরে গায়ের উপরে রইছে। ব্যাডায় হাতে আছিলা গরু কোবাইন্যা একটা পান্‌টি। ব্যাস্‌, আৎকা শেখ মেঘু কাঁথাডারে ধুম পিডাইতে শুরু করলো, আর চিল্লাইয়া কইলো, 'নালায়েক, বেয়াদব কাঁথা, তুমি এলায় আমাগো হুজুরের গতরের মাইন্দে উইঠ্যা হুজুররে না-পাক কইর‍্যা দিছো। কিন্তুক শেখ মেঘু একবারও চিন্তা করলো না যে, কাঁথা পিড়াইতে যাইয়া ব্যাডায় কাঁথার নিচে হুইত্যা থাকুন্যা হুজুররেও পানটি দিয়া গাবুর পিডানী পিডাইতাছে। শেখ মেঘু এই কারবার কইর‍্যা হুজুররে অক্করে চ্যাংদোলা কইর‍্যা লইয়া পকুরের মাইন্দে গোসল করাইয়া পাক-সাফ কইর‍্যা দিলো। এই রকম একটা কুফা অবস্থা হওনের পর মওলানা ফারুক্যা অক্করে সোজা দৌড়াইয়া নাও-এর মাইন্দে উইঠ্যা বড় হুজুরের কাছে যাই হাজির হইলো। কুলুকদানের মাইন্দে গলুৎ কইর‍্যা এক গাদা পানের পিক্‌ ফালাইয়া বড় হুজুর কইলো, 'আবে নাদান, বুদ্দু কাঁহেকা, তোমারে আমি কাঁথার ব্যাপারে যে ফতোয়াটা দিছিলাম, হেইডা হইতাছে চৈইত-বৈশাখ মাসের ফতোয়া। আর তুমি কিনা হেই ফতোয়া যাইয়া কড়া শীত–এই মাঘ মাসে ঝাইড়া দিছো। হেইর লাইগ্যাই তো'এই রকম একটা ক্যাডাভেরাছ অবস্থার মাইন্দে পড়ছো।'

সেনাপতি ইয়াহিয়া অখন মওলানা ফারুক্যার অবস্থা হইছে। মুক্তিবাহিনীর গাবুর মাইরের চোটে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার হাজার হাজার মছুয়া সোলজার হতাহত হওনের গতিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া যখন শ্যাম-চাচা মানে কিনা নিকসন সরকারের খবর পাডাইছে– 'হাম্‌লোগকা হালৎ বঙ্গাল মুলুকমে বহুৎ খতরনাক হো গিয়া, টিক্কা খান ভাগ কর্‌কে ওয়াপস আ গিয়া'। তখন আমেরিকা হেরে কইছে, 'বুড়বক্‌, তোমারে এত কইর‍্যা শিখাইলাম ইলেকশন করলে, অন্য কিসিমের ভোগা মারতে হইবো। আর ইলেকশন না কইর‍্যা বেশুমার মার্ডারটা বায়াফ্রার মতো হজম করা সম্ভব। না, তুমি মোছে তা দিয়া ইলেকশনের পর বাঙালি মারনের লাইগ্যা গেলা। আর অখন বিচ্চুগুলার গাবুর মাইরের চোটে মোছ নামাইয়া ফেরত আইলা। যাইগ্‌গ্যা, অহন নতুন ট্রিক্‌সে কাম চালাও।

ব্যাস, ঠ্যাটা মালেক্যার কপাল খুললো। বেডায় হরিবল হক, ফ,কা, ফরিদ, ঠাণ্ডা, হগ্‌গলেরে কনুই দিয়া গুঁতা মাইর‍্যা বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার গবর্ণর হইলেন। বেডায় কি খুশি? ঠাকুর ঘরে কে? কলা খাইনি। ঠেটা মালেইক্যা পয়লাই কইলো–'ইয়াহিয়া আমার আব্বাজান হইতে পারে, আমি কিন্তু ইয়াহিয়ার দালাল না।' এর মাইন্দেই খবর আইলো মুক্তি বাহিনীর বিচ্চুগুলা এখন থাইক্যা কামান ব্যবহার

করতাছে আর মছুয়াগুলা খালি 'মামু আগে আইল' কইয়া ঢাকার দিকে ভাগতাছে। রাস্তাঘাট সব কিছুই অক্করে গায়েব হইয়া গেছে। তবুও ঠ্যাটা মালেইক্যায় চাঙ্গিং করতাছে। যদি কোনোমতে জোড়াতালি মারন যায়। কিন্তু বিচ্ছুগুলার ক্যাচকা, গাবুর আর ফাতাফাতা মাইরের মুখে কোনো ট্রিক্‌সেই আর কাম চলতাছে না। ম্যালেইক্যা-নিয়াজী অক্করে ঘাইম্যা উডছে। মছুয়াগুলার পডল তোলনের খবর আর কত চাপিস্ করবো। ওইদিকে আবার ভুট্টো-ইয়াহিয়ার পাছড়া-পাছড়ির কারবার শুরু হইছে।

# ৮৫

**১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

চামচিকাও আবার পাখি, ঠ্যাটা মালেক্যাও গবর্ণর। আমাগো বখশি বাজারের ছক্কু মিয়া অক্করে ফাল পাইড়া উঠলো, 'হ-অ-অ বুঝ্‌ছি বুঝ্‌ছি, বড় বড় বটগাছের মাইদ্দে সন্ধ্যা লাগলেই যে জিনিষগুলা উবতা হইয়া ঝুলতে থাকে, হেই গুলাইতো চামচিকা–না?' অক্করে কাপে কাপ্। কুষ্টের ঠ্যাটা মালেক্যা ঠিক হেমতে কইর‌্যা মছুয়াগো লগে উবৃতা হইয়া ঝুলতাছে। দিনা কয়েক হয় ওস্তাদ-সাগরেদ সাজছে কিনা ইয়াহিয়া-মালেক্যা দুইজনেই ড্রাম ভর্তি তেল লইয়া ঘুরতাছে। আপনেরা ভাবতাছেন কেইসটা কি? কেইস হইতাছে হেই মাখ্‌খনবাজী আর ট্রিক্‌স। যদি–কোনোমতে ডাইল গলে। এখনও বঝুলেন না? তয় খুইল্যা কইতাছি।



বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার লড়াই তো ছয় মাস পার হইলো। এর মাইদ্দে পাকিস্তান থাইক্যা ছয় ডিভিশন সোলজার ছাড়াও পরায় হাজার চল্লিশেক প্যারা মিলিশিয়া-পুলিশ আইছে। এরপর আর সোলজার পাঠানো খুবই অসুবিধা। নতুন সাহেবের পয়লা মোছ গজাইলে নাকি আয়না দিয়া দাহে। ঠ্যাটা মালেক্যাও তাই মছুয়া সোলজারগো হিসাব দেখতাছিল। ব্যাডা ল্যাড়লেড়া বুড়ায় দ্যাহে কি? এক ডিভিশনের উপর মছুয়া বাংলাদেশের ক্যাদো আর প্যাকের মাইদ্দে হুইত্যা রইছে। আর এক ডিভিশনের মতো আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাওনের লাইগ্যা Waiting লিস্টিতে রইছে। পাকিস্তানী পুলিশ আর প্যারামিলিশিয়ার দল টাঙ্গাইল, ময়নমনসিংহে কাদেরিয়া বাহিনীর বিচ্ছুগুলার হাতে গাবুর মাইর খাওনের গতিকে আর ঢাকা-কুর্মিটোলার বাইরে যাইতে চাইতাছে না। আইজ-কাইল দলে দলে সব ছুটির দরখাস্ত করতাছে। মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলার নমুনা কায়-কারবার দেখনের পর এগো এই অবস্থা হইছে। লগে লগে ঠ্যাটা মালেক্যায় আব্বাজান ইয়হিয়ার কাছে এই কুফা অবস্থার কথা জানাইছে। এলায় উপায়? ইয়াহিয়া সা'বে ইরান যাওনের আগে মালেক্যারে অর্ডার দিছে, মুক্তি বাহিনীর কামানের খোরাকের জন্যে চোর, ছ্যাচ্চোর, বদমাইশ, ডাকুগো লইয়া রাজাকারের নম্বর বাড়াও। আস্‌লি মছুয়াগুলারে আর নষ্ট করা যাইবো না।

জার্মানিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের টাইমে এই রকম একটা কারবার হইছিল। ব্যাস্ তিন

টাকা রোজ আর লুটপাটের ঢালাও হুকুম লইয়া মওলবী সা'বগো রাজাকার বাহিনী নতুন চেহারায় ময়দানে আইতাছে। তারপর বুঝতেই পারতাছেন, বিচ্ছুগুলার কোবানী। এই রকম এটা ক্যাডাভেরাস্ অবস্থায় সেনাপতি ইয়াহিয়া একটা পুরানা ট্রিক্স লইয়া, মানে কিনা বাংলাদেশের গেনজাম্টা পাকিস্তান আর ইন্ডিয়ার মাইদ্দে গেনজাম্ বইল্যা চালু করণের লাইগ্যা ইরান গেছিলো।

আৎকা ইসলামাবাদ থাইক্যা কি জানি একটা ছিক্রেট খবর আইলো। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আরে দৌড়-রে-দৌড়। অক্করে খুঁটি তুইল্যা দৌড়। মাত্র চব্বিশ ঘণ্টার মাথায় বেডায় তেহরান থাইক্যা দ্যাশে ফিইর‍্যা আঃ-আঃ-আঃ হাঁপাইতে শুরু করলো। কেইসটা কি? আঃ হাঃ বারবার বিরক্ত করলে তো কথা কওনের Flow নষ্ট হয়ে যায়। সেনাপতি ইয়াহিয়ারে খাকী পোষাক পরুইন্যা একটা ভোমা সাইজের জেনারেল নাকি লাং মারণের বুদ্ধি করছিল। হেই খবর পাইয়া আগা সা'বের এই অবস্থা হইছে।

এইদিকে আমাগো ঠ্যাটা মালেক্যা করছে কী? হেইদিন রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইকা বাঙালি রিফিউজিগো লাইগ্যা কি কাঁন্দন! 'আপনারা যে যেখানেই থাকেন ফেরত আইস্যা পড়েন। আপনাগো জমি-জিরাত, ঘর-বাড়ি ফেরত দিমু। এর মাইদ্দে আমাগো লোকজনের মাইদ্দে এইসব ঘর-বাড়ি জমিজিরাত বিক্রি করলে কি হইবো, আপনারা মেহেরবানী কইর‍্যা আইলেই সব ফেরত পাইবেন।' ছক্কু আর মেরামত মিয়া অক্করে এক লগে ফাল্ পাইড়া উডলো, 'আমি কমু আমি কমু'। হেগো চিল্লা-চিল্লিতে মেজাজটা খুবই খারাপ হইয়া গেল। ধমক দিয়া কইলাম, 'চোপ্'। দুইজনেই খামুশ। হ্যাঁ ঠিক আছে আইজ ছক্কুর কওনের চান্স দিলাম। আমাগো ছক্কু মিয়া গলার মাইদ্দে একটা জোর খ্যাকরানি মাইরা কইলো 'বুছছি, বুছছি 'ছিবড়া' Left'. মের্হামত মিয়া আস্তে কইর‍্যা কইলো, 'আবে এই ছক্কু, এই যে কইলি ছিবড়া Left– এই কথাডা একটু খুইল্যা ক'। ছক্কু একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি Angle কইরা মাইর‍্যা কইলো, 'মাইনষে যেমতে কইর‍্যা ঝুনা নারিকেল খাওনের পর নারিকেলের ছোবড়া ফেলাইয়া দেয়, হেম্তে কইর‍্যা মছুয়া সোলজার আর রাজাকারের দল বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বেশুমার মানুষ মার্ডার আর বাকিগুলারে লুটপাট কইর‍্যা অক্করে ছিবড়া বানাইয়া ফালাইছে। এলায় বুঝছেন ছিবড়া Lelt কারে কয়?

আমি আবার ছক্কুরে থামাইয়া দিয়া শুরু করলাম। রাজাকারের মাইদ্দে যারা নতুন নাম লেখাইছে, তারা ঠ্যাটা মালেক্যারে কইছে, 'ছ্যার তিন ট্যাকা রোজে তো' আর পোষাইতাছে না। লুটপাট করবার পারমিশন দিছেন বটে– কিন্তু অখন তো ছিবড়া Left, কোনো ব্যাডার কাছে কিছু নাইক্যা, আমরা এলায় করি কি?' এইদিকে বিচ্ছুগুলার কোবানীর চোটে পেরতেক দিন আমাগো বহুত দোস্ত পটল তুলতাছে। যেমতে কইর‍্যা পোষায় হেইরকম একটা ব্যবস্থা কইর‍্যা দেন।' লগে লগে ঠ্যাটা মালেকায় রেডিও গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা গলার সুর কি সোন্দর নরম কইর‍্যা রিফিউজিগো দ্যাশে

ফেরনের ডাক দিছে। যদি নতুন রাজাকাররা রিফিউজি বাঙালিগো কাছ থনে কিছু মাল-পানি বানাইতে পারে। ক্যামন বুঝতাছেন? মালেক্যার কারবার-সারবার। মনে লয় কেউই হের ট্রিক্‌স্ বুঝতে পারতাছে না। ব্যাডায় আবার বুড়বকের মতো কইছে, 'রাস্তাঘাট আর রেললাইন গড়বড় হওনের গতিকে মছুয়াগুলা দরিয়ার মাইদ্দে দিয়া যাতায়াত করনের টেরাই করতাছে।'

কিন্তু হেই যে কইছিলাম বিচ্ছু– হেই বিচ্ছুগো যন্ত্রণা খুবই বাইড়্যা গেছে। আইজ-কাইল বিচ্ছুগুলা আবার কামান লইয়া ঘুরতাছে। হেইদিন রাজশাহীর বগলে মছুয়াগুলারে পাইয়া আরে কোবানী রে কোবানী। এইদিকে আবার আইতে শাল যাইতে শালের কারবার হইয়া গেছে। পেরতেক দিন বরিশালে গাং-এর মাইদ্দে মহা গেনজাম কারবার চলতাছে। চাইর দিক থনে খালি চুবানীর খবর পাইয়া জেনারেল পিঁয়াজী কি রাগ! এর মাইদ্দে আবার কেমতে জানি খবর পাইছে এই বর্ষার টাইমে বলে হাজার হাজার মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং চলতাছে! এই খবর না পাইয়া জেনারেল পিঁয়াজীর হাঁটু অক্করে থর থর কইরা কাঁপতাছে।

এলায় করি কি? ঠিক আছে মছুয়া সোলজারগো Morale মানে কিনা মনের জোর ঠিক করনের লাইগ্যা কইয়া দেই বর্ষার মাইদ্দে বিচ্ছুগুলার হাতে মাইর খাইলে কি হইবো– শীতকালে আমরা দেখাইয়া দিমু। ব্যাডার মাথায় বুদ্ধি অক্করে গজ্‌গজ্ করতাছে। মুক্তিবাহিনীর বিচ্ছুগুলার পুরা ট্রেনিং-এর খবরেই পিঁয়াজী সা'বে ঘন ঘন মালেক্যারে কইতাছে, 'কড়া ডোজ্‌কা ভি পাছ লাগাইয়ে, নেহি তো, বাকি জওয়ান লোগকা মউৎ ইয়ে বঙ্গাল মুলুকমে ছুট যায়েগা।' এই অর্ডার না পাইয়া ঠ্যাটা মালেকা পয়লা থনেই উল্‌ডা-পাল্‌ডা কইতে শুরু করছে।

হায় হায়! এদিককার খবর হুনছেন নি? পাকিস্তানে কারবার শুরু হইয়া গেছে। Voice of America কইছে ছদর ইয়াহিয়ার Advisor এম.এম. আহাম্মকরে শিয়াল কোটের মোহাম্মদ আসলাম কোরেশী নামে এক হেই জিনিষ ছোরা মারছে। এম.এম. আহাম্মক অক্করে ঘ্যোৎ কইর‍্যা উঠছে। রাওয়ালপিন্ডির মেলেটারি হাসপাতালে ব্যাডায় অখন আজরাইল ফেরেশতার লগে তুফান ফাইট্ করতাছে। এইদিকে আবার জেনারেল নিয়াজীর জাঁতির চোটে ঠ্যাটা মালেক্যায় আবার আরেক টিরিক্‌স করছে। বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ লাগছে, কইয়া আমেরিকার থনে খাবার চাইছে। কিন্তু আস্তে কইর‍্যা কইছে, 'চাইলের বিশেষ দরকার নাইক্যা, আটা গম পাঠাইলেই চলবো।' এলায় বুঝছেন কিয়ের লাইগ্যা এই কারবারডা করছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল মছুয়াগুলার দানাপানি Short পড়ছে। হেইর লাইগ্যা একদিকে কইতাছে দুর্ভিক্ষ লাগছে, আরেক দিকে চাউল পাঠাইতে না করতাছে। কিন্তুক শ্যাম চাচায় নাকি কেইসটা ধইর‍্যা ফালাইছে। তবুও ঠেটা খালি হ্যাঃ হ্যাঃ কইর‍্যা দাঁত বাইর কইর‍্যা রইছে। হের লাইগ্যাই কইছিলাম চামচিকাও আবার পাখি, ঠ্যাটা মালেক্যাও গবর্ণর।

দিনা দুয়েক আছিলাম না। ঠাণ্ডা লাগনের গতিকে শরীলডা একটু ম্যাজম্যাজ করতাছিল। কই থনে আমাগো বকশি বাজারে ছক্কুমিয়া আইস্যা আমারে হুড় হুড় কইর‍্যা টান দিয়া আনলো। আমি কইলাম, 'ছক্কু, পেরতেক দিনে আমিই তো কথা কইতাছি, আইজ তুমিই একটা হুনাও দেখি। পশ্চৎ কইর‍্যা একগাদা পানের পিক্ ফালাইয়া ছক্কু অক্করে ফাল্ পাইড়া উঠলো। হেইদিন আমাগো কালু মিয়া আঃ হাঃ কাল্লু মিয়া কইলে তো আবার চিনবেন না– আমাগো কাউলা এক মহা মুছিবতের মাইদ্দে পড়ছিল। হের দুই ভাইজত্যা, বাপ মরণের পর থাইক্যা রোজ দিনেই সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারা লইয়া চিল্লা-চিল্লি ঝগড়া-ফ্যাসাদ করতাছিল। মহল্লার মাইনষে অক্করে অস্থির হইয়া উঠলো। হ্যাশে একদিন রাইত দুপুরে যখন হগ্‌গলে বিচ্ছুগুলার ফুট্‌ফাট্ আওয়াজ হোননের লাইগ্যা কান খাড়া কইর‍্যা রইছে, তখন দুই ভাইয়ের মাইদ্দে বেদম মাইর শুরু হইয়া গেছে। মহল্লার মাইষে অনেক কষ্টে দুইজনরে থামাইয়া মোছলমান লীগের হারু মাল খাজা খয়েরুদ্দিনের কাছে লইয়া গেল। খাজা সা'বে আবার আইজ-কাইল বিচ্ছুগো ডরে কয়েক গুন্ডারে রাজাকারের খাতায় নাম লেখাইয়া গার্ড বানাইছে। খাজা সা'বে হগ্‌গল কিছু হুননের লাইগ্যা সাক্ষী হিসাবে এই কাউল্যারে ডাক দিলো। কাউল্যায় কইলো, 'কত কইর‍্যা পোলা দুইডারে না করলাম, চিল্লা-চিল্লি মাইর-পিট করিস্ না, করিস্ না, জমানা খারাপ।' লগে লগে খাজা সা'বে কি রাগ। অক্করে উর্দুতে চিক্কুর পাইড়্যা উঠলো, 'খায়ের ও দো ল্যাড়কা কো তো ছোড় দিয়া, আভি কাউল্যা কো মুছিবত হ্যায়– কেঁউ বাতাইস্– জমানা খারা? ছদর ইয়াহিয়াকা জমানা কভি খারাপ হোতা হ্যায়? হের পর কাউল্যায় এক মহা গেনাজমের মাইদ্দে পইড়্যা গেল। শেষ পর্যন্ত আর কি হইবো? বুঝতেই পারতাছেন– মাল-পানি জিন্দাবাদের কারবার হইলো।

হ-অ-অ-অ এদিক্‌কার কেইসটা হুনছেন নি? সাদা চামড়ার সা'বগুলারে এতো কইর‍্যা Warning দিতাছি 'বঙ্গাল মুলুকে ব্যবসা করণের ব্যাপারটা আপাততঃ ক্ষ্যান্ত দাও আর বেড়ানী বন্ধ কর। বিচ্ছুগুলা অখন যেভাবে মছুয়া কোবাইতে শুরু করছে, তাতে সামনে যা কিছু পাইবো সব শ্যাষ। কিন্তু নাহ্ আমার কথা শুনলো না। হেইদিন কি সোন্দর একটা আংরেজ জাহাজ কিছু বাণিজ্য করণের আশায় চালনা বন্দরে যাওনের পর কি রকম একটা ক্যাডাভেরাস্ অবস্থা হইছিল। হেই কথা তো আগেই কইছি। তবুও সাদা চামড়ার মালগুলার শিক্ষা হয় নাই। ঢাকার জার্মান কনস্যুলেটের দুইজন সা'ব মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীরে জিগাইলো, অনেকদিন পর্যন্ত ঢাকা টাউনে থাকতে থাকতে অক্করে ফাঁপর মনে হইতেছে, ঢাকার আশে পাশে একটু বেড়াইতে চাই– আপনে কেমন মনে করেন? Prestige ঢিলা হওনের আশংকায় লগে লগে ফরমাইন্যা কইয়া বইলো 'না, না, ভয় ডরের [illegible] নাইক্যা। দুশমনগো আমার সোলজাররা Finish কইরা ফেলাইছে।

আপনারা ইচ্ছামতো বেড়াইতে পারেন। রাস্তার মাইদ্দেও আমাগো বহুত Camp আছে।' ব্যাস্ ফরমান আলীর ভোগাচ্ কথাবার্তায় দুইজন জার্মান সা'বরে মউতে Call করলো। ঢাকার থনে যে রাস্তাটা ডেমরার উপর দিয়া শীতলক্ষ্যা, ছোট মেঘনা, বড় মেঘনার ফেরী পার হইয়া কুমিল্লা মুহী গেছে, গেল এতোয়ারের দিন জার্মান কনস্যুলেটের দুইজন সা'ব হেই রাস্তা দিয়া বেড়াইতে বাইরাইলো। ব্যাডারা একবারও চিন্তা কইর‍্যা দেখলো না যে, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় অখন দিনে মছুয়া, রাইতে বিচ্ছু। আবার কোনো কোনো জায়গায় অক্করে চুপচাপ। 'রাইতে বিচ্ছু-দিনেও বিচ্ছুর কারবার।'

ঢাকার থনে এই দুই সা'বে ফরমান আলীর আশ্বাসে গুন্‌গুন্ স্বরে গান গাইতে গাইতে রওয়ানা হইলো। শীতলক্ষ্যা নদীর মাঝিরা পর্যন্ত অবাক হইয়া গেল। এই সাদা চামড়াগুলার কি মরনের ভয়-ডর নাই নাকি? মেঘনা-শীতলক্ষ্যর চরের মাইদ্দে আলাদা পাইয়া এর মাইদ্দে তো বিচ্ছুরা, আহারে! বেবাক মছুয়া সাবাড় কইর‍্যা থুইছে। আবার ঢাকার থনে নতুন মছুয়া যাতে অইতে না পারে হের লাইগ্যা যেখানে সেখানে মাইন বহাইছে।

হ্যাঃ হ্যাঃ যা হইবার তাই-ই হইলো। ব্যাটা মালেক্যার গবর্ণমেন্ট হাউস থাইক্যা মাত্রক মাইল বাইশেক দূরে সোনার গাঁয়ে যেইখানে এক সময় স্বাধীন বারো ভুঁইয়ার এক ভুঁইয়া ঈশা খাঁর রাজধানী আছিলো, হেইখানে মাইন Burst করণের গতিকে দুইজন জার্মান সা'বে হালাক হইলো। রেডিও গায়েবী আওয়াজ আবার গাড়োলের মতো কইয়া বইছে, হিন্দুস্তানী এজেন্ডারা এই কাম করছে। যদি এই রকম Publicity কইর‍্যা পাবলিক-এর মাইদ্দে কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা যায়। বাংলাদেশের গেরামের সইরদ্দি-গয়েরদ্দির পোলাপানরা যখন খোদার কসম খাইয়া রক্তের বদলে রক্ত লইতে শুরু করছে, তখন সেনাপতি ইয়াহিয়ার সামরিক জান্তা কত রকমের ভাইল পট্‌কিই না দেখাইলো! যাউকগা সাদা চামড়ার মানুষগুলারে কইয়া দিতাছি, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বিচ্ছুরা অখন মছুয়া আর রাজাকার দালাল মারতে মারতে অক্করে পাগলা হইয়া উঠছে। তাই মফস্বলের দিকে বেড়ানী অক্করে বন্ধ কইর‍্যা ফেলান। আপাততঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের আশা ছাড়ান দেন। আর মছুয়া জেনারেলগো ভোগাচ্ কথাবার্তায় বিশ্বাস করবেন না। তলে তলে এইসব জেনারেলরা কিন্তুক নিজেরাই সুট্যকেস গুছাইয়া থুইছে আর বিচ্ছুগো ডরে হাওয়াই জাহাজ-হেলিকপ্টার ছাড়া মফস্বলের দিকে যাতায়াত বন্ধ করছে।

অ্যাঃ অ্যাঃ। টাঙ্গাইলের খবর হুনছেন নি? হেইদিকে বলে তুফান কাদেরিয়া মাইর শুরু হইয়া গেছে। টাঙ্গাইল টাউন, ঘাটাইল, কালিহাতি আর মির্জাপুর থানা হেড কোয়ার্টার ছাড়া বে-বা-ক জায়গা থনে মছুয়া Clear— ব্যাডাগো নাম ঠিকানা পর্যন্ত নাইক্যা। টাঙ্গাইলের বিচ্ছুগো দুসরা নাম হইলো কাদেরিয়া বাহিনী। মছুয়াগো সামনে খালি কাদেরিয়া বাহিনীর নাম কইয়া দেইখেন— আস্তে কইর‍্যা সব খাকী ফুলপ্যান্ট বাসন্তী Colour হইয়া যাইবো। হেইদিন চাড়াবাড়ী, বল্লা, ভূয়াপুর, এইসব জায়গায় মছুয়াগো আলাদা না পাইয়া আরে মাইর-রে-মাইর। মছুয়াগুলা খালি Wireless-এর মাইদ্দে

চিল্লাইতাছে Help Help– আজরাইল ফেরেশতা অক্করে খাতা কলম লইয়া দৌড়াইয়া আইছে। এইতো Help করতে আইছি। আয় মেরি লাল, ঘৎ কইর‍্যা আখেরি দমডা ছাড়লেই খাতায় নামডা লেইখ্যা লইতাছি। টাঙ্গাইল টাউনের মছুয়ারা কাদেরিয়া মাইরের খবর না পাইয়া কি কাঁপন? খালি খাতার মাইদ্দে লেইখ্যা থুইলো Wireless out of order. টাউনের থনে বাইরাইলেই তো মউত খাড়াইয়া আছে। চাড়াবাড়ী-বল্লা-ভূয়াপুরের মছুয়াগো Help করণের আগে নিজেগোই তো Help-এর দরকার হইবো। এই দিকে ঢাকা– টাঙ্গাইলের রাস্তাও তো একেবারে ছেরাবেরা হইয়া আছে।

এই রকম একটা ক্যাডাভেরাস্ অবস্থায় মুরগির আণ্ডার যেই রকম হালি হয়, হেইরকম হালি হালি হিসাবে চাড়াবাড়ী-বল্লা-ভূয়াপুরে মছুয়ারা স.অ.ব কেদো আর পাঁকের মাইদ্দে হান্দায়া গেল। এইডারেই কয় কাদের বাহিনীর কাদেরিয়া মাইর। নদীর চর, গাং-এর পানি, গেরাম, মাঠ, রাস্তা-ঘাট, জঙ্গল, পাহাড়, টাঙ্গাইলের হগগল এলাকাই মুক্ত হইয়া গেছে। এইসব জায়গায় বাংলাদেশ সরকারের অফিসাররা কাজ কাম শুরু করছে আর কাদেরিয়া বাহিনীর বিচ্চুরা টাঙ্গাইল টাউন, কালিহাতি, ঘাটাইল, মির্জাপুর থানা ঘেরাও দিয়া বইস্যা রইছে। দেখি দানাপানি ছাড়া মছুয়া মহারাজরা আর কতদিন থাকতে পারে। বাইরাইলেই মাইর। বাইরাইলেই মাইর।

কি হইলো? কি হইলো? সেনাপতি ইয়াহিয়া ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীর দল আপনাগো চোট্‌পাট্ আইজ-কাইল আর হুনতাছি না কেন? কইছিলাম না– এক মাঘে শীত যাইবো না? অখন বিচ্চুগো মাঘ মাস আইস্যা গেছে। মাইরের দেখছেন কি? আরো হাজার হাজার বিচ্চুর ট্রেনিং Complete হইয়া গেছে। এইগুলা আপনাগো এক একজনের কইর‍্যা গতরের চাম খুইল্যা লইবো। টাঙ্গাইলের হিসাব পাইচেন তো? দুই হাজার মছুয়া সোলজার প্যাঁকের তলায় হাড্ডি হইয়া আছে। ৮০০ রাজাকার Where is your leg কইয়া ছারেনডার করছে আর ১৩৭ জন দালাল মীর জাফররে বিচ্চুরা খাতির জমা কারবার কইর‍্যা দিছে। ছল্লু মিয়ারে জিগাইয়েন। আঃ হাঃ ছল্লুরে চিনলেন না? One man Party। ঠ্যাটা মালেক্যার মিনিস্টার হেই ছল্লু মিয়ার টাঙ্গাইলে মিডিং করণের চিরকিৎ হইছিলো। আৎকা কই থনে টাঙ্গাইলের আসলি খবর পাইয়া খট্ খট্ খট্ খট্ আওয়াজ হইতে শুরু করলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। ছল্লু মিয়র হাঁটুতে হাঁটুতে বাড়ির আওয়াজ পাওয়া যাইতাছে। এর পর বুঝতেই পারতাছেন। জরুরি কাজে আটকা পড়নের গতিকে নেতার মিডিং ক্যানচেল হইলো।

কিন্তুক ছল্লু মিয়ার নিজের এলাকা নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে বিচ্চুরা সোনা ফলাইতে শুরু করছে।

তখন খালি একটা বোর্ড লাগাইতে হইবো, 'অতীতে কোনো এক টাইমে এইখানে মছুয়া নামক এক প্রকার হানাদার সোলজার আসিয়াছিল। উহাদের সকলেই অকালে এইসব চরের মাইদ্দে চিরনিদ্রায় শায়িত রহিয়াছে। ইহাদের সেনাপতি ইয়াহিয়া স্থানীয় পোলাপানদের বিচ্চু নামক বাহিনীর ভয়ে দেড় হাজার মাইল দূরে রাওয়ালপিন্ডিতে বসিয়া

বসিয়া যুদ্ধ শেষে পরাজয় বরণ করিয়াছে। কিন্তু ৮০ হাজার মছুয়া হানাদার বাহিনীর কেহই আর দেশে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। ঐতিহাসিকদের মতে চাচা আর মামুরা Help না করায় বিচ্ছুরা মহা আনন্দে এইসব মছুয়াদের বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাকের মাইদ্দে সাবাড় করিয়াছে।' হের লাইগ্যাই কইছিলাম ছুঃ মন্তর ছুঃ– অখন দিনেও বিচ্ছু রাইতেও বিচ্ছু।

# ৮৭

**২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১**

দিনা কয়েক আছিলাম না। বিচ্ছুগুলার কারবার দেখতে গেছিলাম। যেখানেই গেলাম হেইখানেই অক্করে ছেরাবেরা কারবার। বাহাত্তর ঘণ্টার জায়গায় ১৭৯ দিন ধইর‍্যা লাড়াই-এর পরও জোনারেল পিঁয়াজী বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় টেরেন আর রাস্তা দিয়া যাতায়াতের আশা ছাইড়্যা দিছেন। বিচ্ছুগুলার তুফান কারবারেই মছুয়াগুলার এই অবস্থা হইচে। পয়লা দিকে পিঁয়াজী আর টিক্কা সা'বে রেল-লাইন-রাস্তাঘাট মেরামতের কামে হাত দিছিলো। কি সোন্দর একটা Competition শুরু হইলো। বিচ্ছুগুলা ভাঙ্গতাছে, মছুয়াগুলা মেরামত করতাছে। শ্যাষ পর্যন্ত টিক্কা-পিঁয়াজী হাইর‍্যা গেল। খালি পিন্ডির কাছে রিপোর্ট পাডাইলো যে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার ম্যাপের লগে কিছুই আর মিল খাইতাছে না।

এইবার আইলো ঠ্যাটা মালেইক্যা। হ্যাডায় জেনারেল পিঁয়াজীরে সাজিশন করলো টেরেন আর রাস্তাঘাট থুইয়া দরিয়া দিয়া যাতায়াত শুরু করলে কেমন হয়? লগে লগে ঢাকার সদরঘাটে বুড়িগঙ্গা নদীতে কাঁটাতার দিয়া ঘেরাও কইর‍্যা চেক পোস্ট বহানো হইলো। সমস্ত নৌকা, লঞ্চ সার্চিং শুরু হইলো। নারায়ণগঞ্জের হেইমুড়াও একই কারবার হইলো। কিন্তু চাঁদপুর? হেইখানে যাওনের পর আমাগো পিঁয়াজী সা'বে আত্‌কা কইয়া বইলো, 'ইয়ে কিনা দরিয়া হ্যায় না সমুন্দর হ্যায়?'এমুড়া, হেইমুড়া মাইল বারোর মতো। এলায় উপায়? ভুড়িওয়ালা জেনারেল কইলো, 'ঠিক হ্যায় এক তরফ গার্ড লাগাও দুসরা তরফ আল্লাহ্ হ্যায়।'

ছক্কু মিয়া অক্করে ফাল্ পাইড়্যা উঠলো, 'আল্লাহ্ তো আছেই, লগে লগে তার বান্দা বিচ্ছুগুলাও রইছে।' জেনারেল পিঁয়াজী চাঁদপুর থনে ঢাকায় সেকেন্ড ক্যাপিটালে ফেরৎ আইয়া দ্যাহে কি? মফঃস্বল থনে Fild Inteligence-এর রিপোর্ট অক্করে পাহাড় হইয়া রইছে। বিসমিল্লাহ বইল্যা পয়লা রিপোর্টটার মাইদ্দে নজর লাগাইলো। চক্কু দুইডা কচলাইয়া পিঁয়াজী সা'বে দেখলো– না রিপোর্ট ঠিকই লেখা আছে, 'সিলেট এলাকায় বিচ্ছুগুলা অনেকগুলা মাল বোঝাই লঞ্চ, স্টিমার আর গাদাবোট মুক্ত এলাকায় লইয়া গেছে। বিচ্ছুগুলার আগুনের ভাঁজ না পাইয়া মছুয়াগুলা ভাগোয়াট্ হওনের গতিকেই এই অবস্থা হইছে।'

খুলনার এইদিকে একই অবস্থা। মুক্তি বাহিনী দুইটা লঞ্চ খাতির জমা কইর‍্যা লইয়া গেছে। রাজশাহীর পদ্মায় জোর চুবানীর কারবার চলতাছে। আর টাঙ্গাইলের চাড়াবাড়ীর ভাটিতে অস্ত্র বোঝাই একটা তিন-তলা স্টিমারে বিচ্চুগুলা যা-ইচ্ছা-তাই কারবার করছে। সতেরোটা গয়না নৌকা ভইর‍্যা কাদেরিয়া বাহিনীর পোলাপান অস্ত্রপাতি লইয়া গেছে। আইজ-কাইল কুমিল্লা-নোয়াখালী ছাড়াও বরিশাল-গোপালগঞ্জেও বিচ্চুগুলার কায়-কারবার অক্করে জিওট বাঁধছে। বিচ্চুগুলা মানুষ না আর কিছু?

হেইদিন এইগুলা বরিশালের বানোয়ারী থানায় মছুয়াগুলারে তক্তা বানাইছে। পিঁয়াজী সাবে কি রাগ! বাকী রিপোর্টগুলা দেখনের আগেই চিল্লাইয়া কইলো, 'কই হ্যায়? বঙ্গাল মুলুকমে কেত্‌নে মাইল দরিয়া হ্যায়, উসকা রিপোর্ট লাও।' মওলবী সা'বে যখন দেখলো শীতের মাইদ্দে চাইর হাজার মাইল আর বারিষের সময় পাঁচ হাজার মাইল নদীপথ রইছে, তখন আত্‌কা ঠাস্ কইর‍্যা আওয়াজ হইলো। পিঁয়াজী সা'বে চেয়ার থনে পইড়া গেছিলেন।

ওহ্ হোঃ! আসল কথা তো কই-ই নাই। হেইদিন বিচ্চুগুলার লগে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীতে গেছিলাম। আত্‌কা দেহি কি, একটা ছিপ নৌকা সল্ সল্ কইর‍্যা আমাগো গয়না নৌকার নজদিগ্ আইয়া পড়লো। কয়েকটা জোয়ান ব্যাডায় ছিপ্ নাও থনে চিল্লাইয়া উঠ্‌লো, 'ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না, আমরা মেলেটারি না– আমরা ডাকাত– আমরা মানুষ মারি না, খালি মাল-কড়ি লমু'। কেমুন বুঝতাছেন, আইজ-কাইল দখলীকৃত এলাকায় আইন-শৃঙ্খলা! আমি অক্করে তাজ্জব বইন্যা গেলাম। এরপর বুঝতেই পারতাছেন। বিচ্চুগুলা জনা চারি ডাকাইতরে হেই কারবার কইর‍্যা দিলো। বাকীগুলা পানির মাইদ্দে ফাল্ দিয়া পড়লো।

আরো কয়েক মাইল ভাটিতে আইস্যা নদীর পাড়ে একটা গেরামের মাইদ্দে গেলাম। আমাগো পাইয়া গেরামের মাইনিষে বোরখা পরা একটা মাইয়া গেরিলারে লইয়া আইলো। পয়লা এর মাজ্‌মাডা বুঝতে পারি নাইক্যা। হেরপর একটা ছ্যাড়ায় বোরখার নেকাবটা মানে কিনা মুখের পর্দাটা তুললো। দেহি কি, একটা বোমা সাইজের দাড়িওয়ালা ব্যাডায় খালি কাঁদ্‌তাছে। বিচ্চুগুলা ব্যাডারে প্যাদানী দেওনের লগে লগে ব্যাডায় ভর ভর কইর‍্যা কইয়্যা ফেলাইলো 'মছুয়া মেলেটারিগো রাস্তা দেখানোর লাইগ্যা এই বোরখা পরছি। পাবলিকে হেরে ছইরুদ্দি বইল্যা চিন্ন্যা ফেলাইবো গতিকেই এই কারবার করছে। কিন্তু গেরামের পোলাপান তাড়িঙ্গা লম্বা সাইজের বোরখাওয়ালী দেইখ্যা Doubt কইর‍্যা এরে ধইর‍্যা ফেলাইছে। এলায় বুঝছেন মছুয়াগুলার কারবার অইজ-কাইল কোন স্টেজে গেছে?

হ-অ-অ-অ এই দিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? দিনা কয়েক আছিলাম না। এর মাইদ্দে ঠ্যাটা মালেইক্যা চান্সিং করছুইন। ব্যাডা ঠেকা কাম চালাইবার জন্যি আর দুনিয়ার মাইনষের কড়া ডোজের ভোগা মারনের লাইগ্যা জনাদশ পাতি দালাল লইয়া ১৭ই সেপ্টেম্বর হের উজির সভা বানাইছে। সা'বে কইছে কিসের ভাই আহল্লাদের আর

সীমা নাই। শ্যাম চাচা সেনাপতি ইয়াহিয়া খানকে বলেছেন, অক্টোবরে Pakistan Aid Consortium-এর বৈঠক আর জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের আগে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় এমন ট্রিক্‌স করতে হইবো– যাতে কইর‍্যা দুনিয়ার মাইনষেরে বুঝানো যায় যে, অবস্থা অক্করে Normal হইয়া গেছে। আর বেসামরিক লেতারা কি সোন্দর গবর্ণমেন্ট চালাইতাছে।

যেই রকম বুদ্ধি হেই রকম কাম। ঠ্যাটা মালেইক্যা অক্করে গরু খোঁজা শুরু করলো। হারু পার্টির গাবুর সাইজের মানে কিনা ফ-কা, ফরিদ, ঠাণ্ডা সবুর, খাজা-আজমের সাইজের মাল লইলে হাতে নাতে ধরা পড়বো ভাইব্যা হারু পার্টির 'ব' টিমের মালপত্র খুঁইজ্যা বাইর করছে। বাঙালি পাবলিকগো উপরে তাগো খুব কন্ট্রোল। হেগো দেখনের লাইগ্যা মানইষেগো দিল অক্করে জার্‌ জার্‌ করতাছে। কিন্তুক মওলবী সা'বরা একটুক হিসাব কইরা চইলেন। বিচ্ছুগুলার নোট বইয়ের মাইদ্দে আপনাগো নাম-ঠিকানা চেহারা-মোবারক দেখ্‌ছি। যেকোনো টাইমে, যেকোনো জায়গায় কারবার হইয়া যাইতে পারে। ঠেটা মালেইক্যায় যেসব মালপত্র যোগাইছে হেগো দুই চাইরটা মালের নমুনা কইলেই বুঝতে পারবেন। এইগুলা কোন পদের জিনিষ।

এই ধরেন খুলনার মওলানা ইউসুফ। ব্যাডায় খবরের কাগজের হকার-এজেন্ট। হঠাৎ পলিটিক্‌স করণের সখ হইলো। লগে লগে জামাতে ইসলামের মাইদ্দে নাম লেখাইলো। মওলানার সবচেয়ে বড় ক্রেডিট– এইবার Election অক্করে হুইত্যা পড়ছিল– মানে কিনা হারু মওলানা। এরপর ব্যাডায় খুলনাতে মছুয়াগুলার লগে মিইল্ল্যা বাঙালি মার্ডার করছে।

দুই নম্বরে ছল্লু মিয়া। আহ্‌হা ছল্লু মিয়ারে চিনলেন না? হেই যে পোষ্টাল ডিপার্টমেন্টের কেরানী আছিলো। কি সব মালপত্র চুরি করণে চাক্‌রি গেছিলো। এখনও চিনলেন না 'কিসে নাই চাম রাধা-কৃষ্ণ নাম'। উনি হইতাছেন One man party মানে কিনা উনার একটা পৃথক দল রইছে। হেইডার প্রেসিডেন্ট থাইক্যা পিওন পর্যন্ত হগ্‌গল কিছুই এই ছল্লু মিয়া। ব্যাডা একখান! এইবার Election-এ Contest করণের চিরকিৎ হইছিল। কিন্তুক হাওয়া বুঝতে পাইর‍্যা ব্যাডায় লেজ গুটাইছিল। এইবার চিনছেন। ইনি হইতাছেন ঢাকায় পাকিস্তানের দাউদ গ্রুপের মাইনে করা দালাল কৃষক-শ্রমিক পার্টির চেয়রম্যান মোহাম্মদ ছোলায়মান– Short cut-এ ছল্লু মিয়া।

তিন নম্বরে জয়পুরহাটের আব্বাস আলী মওলানা। রাজশাহী বিভাগের জামাতের নাজমে। ব্যাডায় খুবই পপুলার কিনা। তাই এবারের ইলেকশানে গাব্বা মারছে। তিন জনের মাইদ্দে থার্ড হইছিলেন। ক্যামন কড়া কিসিমের মাল, বুঝছেন?

হ-অ-অ-অ পালের গোদাডার নাম কই নাই নাঃ। ইনি হইতাছেন আসামের মাইনকার চরের আবুল কাসেম। হের একটা সাপ্তাহিক কাগজ আছিলো। নাম 'বিপ্লব'। কিন্তু মাত্র একটা কাপড়ের মিল বহাইছে। এই মওলবী সা'বে বচ্ছর বাইশেক আগে মরা পকিস্তানের পার্লামেন্টে কইছিল, বিশ বচ্ছরের জন্যি সমস্ত রাজনৈতিক পার্টিরে বেআইনী

ঘোষণা কইরা খালি মুসলিম লীগরে জিন্দা রাখলে কেমন হয়? এই প্রস্তাবে মরহুম লিয়াকত আলী খান পর্যন্ত হাইস্যা ফেলাইছিল। কিন্তুক ব্যাডার লজ্জা-শরম, কিছুই নাইক্যা। এইবার রংপুরের দুই জায়গার থনে Election-এ Luck টেরাই করছিলেন। কি সোন্দর Result? দুই জায়গার থনেই ডাব্বা। ঠ্যাটা মালেইক্যায় এই Record দেইখ্যা লগে লগে Apointment দিয়া দিছে।

আমাগো ছক্কু মিয়া অক্করে ফাল্ পাইড়্যা উঠ্‌লো, 'তা হইলে কাউলা, মের্‌হামত মিয়া, সেরকাটু মোহাম্মদ– এরা কি দোষ করলো?'

আমি কইলাম আবে এই ছক্কু, তগো দোস্তগুলাই তো মন্ত্রী হইছে। একই কথা। মাজেসাঝে যাইয়া গুলগুল্লা খাইয়া অহিস্ আর কি?

আইজ আর টাইম নাইক্যা। বাকীগুলার History পরে কমু।আহ্‌হা তপন্ ধইর‍্যা টাইনেন না– তপন ধইর‍্যা টাইনেন না। কিরা কাটতাছি। কোন ব্যাডায় কিভাবে টাকা মারছে, আর কয়বার Election-এ ডাব্বা খাইছে, সব কমু। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম– দিনা কয়েক আছিলাম না– এর মাইদ্দেই ঠেটা মালেইক্যায় চান্সিং করছুইন। ব্যাডা একখান। কি সোন্দর মন্ত্রীসভা বানাইছুইন। এরেই কয় 'ঢাল নাই, তলোয়ার নাই নির্ধিরাম সর্দার।' সবই ইয়াহিয়া-পিঁয়াজীর কেরামতি।



# ৮৮

## অক্টোবর ১৯৭১

'আইতে শাল, যাইতে শাল হের নাম বরিশাল।'এতো কইরা না করলাম, যাইস না, গাংগের মাইদ্দে যাইস্ না। নাহ্ আমার কথা হুনলো না। মছুয়াগুলার লাগছে মরণ। আমার কথা হুনবো কীর লাইগ্যা? রিয়ার এডমিরাল ছরিফ সা'বের ভোগাচ্ কথাবার্তায় মছুয়াগুলা কী খুশি! গেডমেড কইয়্যা বরিশাল-পউট্টাখালি রওয়ানা হইলো। পাবলিকে টের পাইবো গতিকে জাতিসংঘ থাইক্যা পাকিস্তানী খয়রাতি লঞ্চ আর স্পিড বোটগুলার রং পাল্টাইয়া লইলো। চাঁদপুর পার হওনের লগে লগেই ঠাস্ ঠাস্ কইর‍্যা সব আওয়াজ হইতে শুরু করলো। ডরাইয়েন ন, ডরাইয়েন না– এই সব গুলির আওয়াজ না। এমতেই মছূয়ারা ভিমরী খাইয়া চিত্তোর হইয়া পড়ছিল। চাঁদপুর পার হওনের পর মেঘনা নদীর সাইজ দেইখ্যা মচূয়াগুলার এই অবস্থা হইছে। এইমুড়া-হেইমুড়া বারো মাইল। কেইসডা কী! এইডা কি দরিয়া, না সমুন্দর? সবুর সবুর আর একটুক আগ্‌গুয়া লউন দেখবেন, আসল বঙ্গাল মুলুক কারে কয়? মাদারীপুর, বরিশাল, পউট্টাখালি, সন্দ্বিপ, হাতিয়া আ-হাঃ এইসব জায়গায় কোনো রেল লাইন নাইক্যা। দুইশ' বছর আংরেজ রাজত্বে হেতাইনরা এক ইঞ্চি রেল লাইন বহাইতে পারে নাই। আর চব্বিশ বছর মছুয়া রাজত্বে বেডাগুলা এইসব এলাকায় রেল লাইন বহাইবার কোনো কোশেশই করে নাইক্যা। হেই টেকা খরচ কইর‍্যা আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার থনে হাওয়াই জাহাজে ঘাস আইনা

তারবেলা বাঁধের উপর লাগাইয়া সবুজ করছে। তখন মওলবী সা'বরা ভাবছিল, 'খালি মুছলমান মুছলমান ভাই ভাই' কইয়্যা বাঙালিগো উপর ডান্ডাবাজিতে রাজত্ব চালাইবো। আর মাল-পানি কামাইবো। বঙ্গালমুলুকের কোনো উন্নতি না করলেও চলবো। ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নাই যে বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে তাদের মউত তৈরী হইতাছে। ইলেকশনের পর বেডারা বেশি চালাকি করেই বাঙালি Murder কইর‍্যা নিজেগো রাজত্ব চালু রাখতে চাইছিল। 'মুছলমান-মুছলমান ভাই-ভাই 23 Kill করি আপত্তি নাই'– এইসব শ্লোগানে আর কোনোই কাম হইলো না। বহুত লেইট্ কইরা ফালাইছেন। এর মাইদ্দেই মছুয়াগো আক্রমণে বাংলাদেশের হগ্গল ফ্যামিলির একভাবে না একভাবে লোকশান হইছে। কারো বাপ-মা, কারো ভাই-বোন, আবার কারো নিকট আত্মীয় মার্ডার হইছে।

নেংটার আর বাটপারের ভয় কী? অখন বাটপার মারনের টাইম। পাকিস্তানী হানাদার সোলজার আর বাটপারের মাইদ্দে কোনোই ফারাক নাইক্যা। ভাইসব বাটপার-বদমাইসগো কোবায়ে আরাম কইর‍্যা লন। এই বেডারাই হইতাছে ইসলামের সব চাইতে বড় দুশমন। হাতে মেশিনগান লইয়া বেডারা আমাগো মসজিদ-মন্দির ধ্বংস করছে; মাইয়াগো উপর অত্যাচার করছে, ভাই-বেরাদারগো Murder করছে; পালাপানগো বেয়োনেট দিয়া খোঁচাইছে। অখন বিচ্চুগো পাল্টা মেশমানীর চোটে 'মুসলমান-মুছলমান ভাই ভাই' কইয়া বুক ভাসাইতাছে। 'অরির শেষ রাখিতে নাই'। এইগুলা সাপের জাত। একটা সাপ আর মছুয়ার মাইদ্দে পয়লা মছুয়া মাইর‍্যা পরে সাপ মারতে হইবো। লাখো শহীদের আত্মার খোদার কসম খাইয়া মছুয়া-রাজাকার-দালাল, Murder করণ লাগবো। এইদিকে বিচ্চুগুলাও আপনাগো মোল্লা-খায়ের লইয়া তুফান কেচ্কা মাইর শুরু কইরা দিছে। চাইর দিন চাইর রাইত ধইর‍্যা সিলেটের ছাতকে মুছুয়াগুলা খালি ইয়ানফ্সি, ইয়ানফ্সি করতাছে। লাশের পাহাড় হইছে গতিকে জেনারেল পিঁয়াজী অখন এয়ার পোর্সরে আরো বোম্বিং করতে পাঠাইছে। রিয়াল এডমিরাল ছরিফ সা'বে স্পিড বোড আর লঞ্চে মছুয়া পাঠাইছে। ইজ্জতের ছাওয়াল কিন্তু স-অ-ব One way Trafic। যেই-ই যায় বঙ্গে মউত যায় সঙ্গে।

এইদিকে Associaed Press of America রাওয়ালপিণ্ডির থনে কইছে বিচ্চুগুলার কারবারে এখন মছুয়াগো এয়ার পোর্স কুমিল্লা সেক্টরেও Action করতাছে। বঙ্গাল মুলুকের কারবারই আলাদা। বোম্বিং করনের মতো খাস কইরা কোনো জায়গাই নাইক্যা। খালি কেঁদো আর পানি। বোমা ফালাইলেও বেশির ভাগই মাটির মাইদ্দে হান্দাইয়া যায়। মছুয়াগো কেইস খুবই খতর্নাক। এদিকে বেটা মালেক্যা সিলেটে বিচ্চুগো কারবারের নমুনা না পাইয়া অক্করে ময়মনসিংহে ভাগোয়াট্ হইছিলেন। হ-অ-অ রংপুর-দিনাজপুর এলাকার খবর হুনছেন নি? হেইখানে সাড়ে ছয়মাস ধইর‍্যা হানাদার সোলজাররা বাংকারের মাইদ্দে থাকতে থাকতে আইজ-কাইলপাগলা হইয়া উঠছে। এক একজনের আধ হাতের মতো দাঁড়ি বাইর হইছে। Identity কার্ডের ফটোর লগে বেডাগো চেহারা

মোবারকের আর মিল লাইক্যা। বিচ্চু আর পাবলিকে মিইল্যা হেগো ঘেরাও কইর‍্যা থুইছে। আত্‌কা আমাগো বকশী বাজারের ছক্কু মিয়া 'বাঘইর' কইয়া এক একটা চিক্কুর দিয়া বইলো।

কী হইলো ছক্কু মিয়া চিল্লাইয়া উঠ্‌লা কির লাইগ্যা?

ভাইসব বরিশালের কারবার কইতাছিলেন, অখন যে অক্করে রংপুরের মাইদ্দে যাইয়া হাজির হইছেন, কেইসডা কী?

আমি জিব্‌লার মাইদ্দে একটা কামড়া দিয়া কইলাম, 'কইতাছি, কইতাছি।' ঢাকার থনে আমেরিকান News Agency UPI একটা খবরে কইছে, 'ঠ্যাটা মালেক্যার অফিসাররা এই মর্মে আশংকা প্রকাশ করেছে যে, গত ৮ই অক্টোবর তারিখে বাঙালি গেরিলারা বরিশাল এলাকায় গাংয়ের মাইদ্দে মছুয়া সোলজার ও পাকিস্তানী পুলিশগো একটা দলরে পাইয়া বারো জনরে হালাক করছে। ঠ্যাটা মালেক্যার অফিসাররা আরও বলেছেন যে, বিচ্চুগুলা একজন এস.ডি.ও. সা'বরে পর্যন্ত শেষ কইর‍্যা ফালাইছে।' UPI আরো জানিয়েছে যে, হরিবল হকের পাকিস্তান অবজারভার কাগজের মতে এইসব হানাদার সোলজার আর লাহোর-রাওয়ালপিন্ডির পুলিশরা এস.ডি.ও. সা'বের লগে গৌরনদী থানা এলাকায় বিচ্চুগুলার গাবুর বাড়ির চোটে যখন 'বরিশাল কেধার হ্যায়, বরিশাল কেধার হ্যায়', কইয়া, ভাগতাছিল, তখন ছিপ নাও লইয়া বাঙালি গেরিলারা কারবার কইরা ফালাইছে। পাকিস্তান অবজারভার কাগজ ঘং ঘং কইর‍্যা কাইন্দা আরো খবর ছাপাইছে। বিচ্চুরা আমেরিকান আর চাইনিজ Automatic হেই জিনিষ দিয়া একটা লঞ্চ ডুবাইছে। ঠেটা মালেক্যা-পিয়াজীর এই বিরাট দলটার মাত্র এগারো জন কোনোমতে গতরের মাইদ্দে গুলির জখমী লইয়া বরিশাল টাউনে ফেরত আইছে।

ছক্কু কইলো, ভাইসা'ব হেগোনেরা যখন কইছে যে বারোজন খতম হইছে, তখন ডাহিনা মুড়া খালি একটা শূন্য বহাইয়া দেন, তা' হইলেই আসল লম্বরডা ধরা পড়বো। আইজ-কাইল ঢাকায় চাইরো মুড়ার থনে এতো কুফা খবর আইতাছে যে, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী খালি একটা কইর‍্যা অংক কমাইয়া হানাদার সোলজারদের মউতের খবর কইতাছে।

এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান আবার ট্রিকস্‌ করছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বিচ্চুগুলায় কোদালিয়া মাইর যখন জইম্যা উঠছে, তখন আস্তে কইর‍্যা প্যারিসের একটা খবরের কাগজরে কইছে, 'আমি ইন্ডিয়ার লগে বাত্‌চিত্‌ কইর‍্যা হগ্‌গল কেচাল মিটাইয়া ফেলামু।' বেডা একখান! মাথার মাইদ্দে বুদ্ধি অক্করে গজগজ করতাছে। মাইর চলতাছে বঙ্গাল মুলুকে। তোমার Order-এ হানাদার সোলজাররা বাঙালি মার্ডার করণের গতিকে বাঙালি বিচ্চুরা অখন বদলা লইতে শুরু করছে। বেসুমার মছুয়া-রাজাকার-দালাল কোবাইতাছে। তোমার কাপড়া যহন বাসন্তী Colour হইছে, তোমার অবস্থা যহন কেরাসিন হইছে, তোমার Fighting পোর্স যহন বঙ্গালমুলুকের কেদোর মাইদ্দে গাইড়া গেছে, তখন যতোই মুখ খিস্তি করো কেন, মুজিবনগর

গবর্ণমেন্টের কাছে Appeal করতেই হইবো। এইটাই দুনিয়ার নিয়ম। আর যদি তোমারে আজরাইলে জাবড়াইয়া বইয়া থাকে, তাইলে তো' তোমার হগ্‌গল মছুয়ার মউত এই জাদুয়ে বঙ্গালের মাইদ্দেই রইছে। তুমি কম্‌লি ছাড়াইবার লাইগ্যা টিরিক্‌স করলে কী হইবো, কম্‌লি তোমারে ছাড়বো না।তোমাগো ল্যাং মারনের হগ্‌গল কায়দা-কানুনই বিচ্ছুগুলা হিইক্যা ফেলাইছে। এখনই তো' তোমার হানাদার সোলজারগো রাইতে বাইরাইন বন্ধ হইছে। হগ্‌গল সেক্টরে এইসব মুছয়াগো খালি ঠ্যাং কাঁপতাছে। হেইদিকে আরও বলে হাজারে হাজারে বিচ্ছু তৈরী হইয়া গেছে। এগো নিশানা কী রকম পইট হের আন্দাজ তোমার পেয়ারা জেনারেল টিক্কা খান আর পিঁয়াজীরে জিগাও। গাছের গুড়ির মাইদ্দে যেমন গেরামের মানুষরা কুড়াল দিয়া কোবায়, অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঠাওরই করা যায় না যে,এই গাছটা কাইত হইবো। হেরপর পয়লা আস্তে, তারপর গড় মড় আওয়াজ কইর‍্যা জমিনের মাইদ্দে হুইত্যা পড়ে– শেষের দিকে কুড়ালের কোবানী আর লাগে না। তোমাগোও হেই অবস্থা। বিচ্ছুরা কুড়াল দিয়া কোবাইতাছে– অখন গড় মড় আওয়াজের টাইম আইস্যা গেছে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, 'আইতে শাল, যাইতে শাল, হের নাম বরিশাল'।

# ৮৯

**অক্টোবর ১৯৭১**



গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। এদ্দিন ধইর‍্যা এই কথাটার অর্থ ঠিক মতন বুঝতে পারি নাইক্যা। কিন্তু ঠেটা মালেক্যার কারবারবারে অখন বুঝতে পারছি 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল'– এই কথার অর্থটা কী। আসল কামের সংগে দেকা নাইক্যা, আগেই ভাগ-বক্‌রা করা সার। আঃ হাঃ কাপড় ধইর‍্যা টাইনেন না, কাপড় ধইরা টাইনেন না–কইতাছি, কইতাছি। 'সা'বে কইছে কিসের ভাই আহ্লাদের আর সীমা নেই।' সেনাপতি ইয়াহিয়া খান কলমের এক খোঁচায় ৭৮ জন আওয়ামী লীগ মেম্বারের সদস্য পদ Cancell করণের লগে লগে হগ্‌গল হারু পার্টির মুখ দিয়া অক্করে লালা পড়তে শুরু করছে। গেল ডিসেম্বরে সেনাপতি ইয়াহিয়া মেলেটারি খাড়া কইর‍্যা যে Election করছিল, হেই Election-এর মাইদ্দে এই সব হারু পাট্টির ফাস্ট কেলাস রেজাল্ট হইছে। খুনী মাওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলাম শূন্য। শয়তানে আজম দৌলতনার কাউন্সিল মুছলমান লীগ গোল্লা। খ্রিষ্টান কিলারের লাভার আইয়ুব খানের কনভেনশন মুছলমান লীগ আউগ্যা সিটও না। আগায় খান পাছায় খান 'খান আব্দুল কাউয়ুম খানের' কাইয়ুম মুছলমান লীগ জিরো। মিচ্‌কি শয়তান চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেজামে ইসলাম অশ্ব ডিম্ব। লরকানায় লাকড়া ভুট্টো সা'বের পি পি পি'র– খেয়ালই আছিলো না যে বঙ্গাল মুলুকে Election হইতাছে। মাওলানা হাজারভীর জমিয়তে ইসলাম DO। ছল্লু মিয়ার কে.এস.পি. ধাওয়া।

আত্‌কা মের্‌হামত মিয়া অক্করে ফাল পাইড়া উঠলো, পাইছে, পাইছে হক্কা

নসরুল্লার পি.ডি.পি অউগ্গ্যা সিট পাইছে। কী সোন্দর নয়টা Pakistan পার্ট্টি মিল্যা বঙ্গাল মুলুকে ১৬৯টা সিটের মাইধ্যে অউগ্যা সিট পাইছে। জোশের মাথায় সেনাপতি ইয়াহিয়া খান সার্টিফিকেট দিয়া দিলো, আমার মছুয়া সোলজাররা খাড়া থাইক্যা গার্ড দেওনের গতিকে Election নিরপেক্ষ হইছে। Election Commissioner জাষ্টিস্ ছত্তার গেজেটে জেতোন্যা আওয়ামী লীগ মেম্বারগো নাম ছাপাইয়া দিলো। কিন্তু তা' হইলে কী হইবো? সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে মেজিক খেলার ডুগডুগি রইছে। বেডায় গদি হারাবার ডরে জাস্টিস্ ছত্তারের ঘেটিতে হাত দিলো। বুড়া ছত্তার জীবনে পাকিস্তানে বহুত কেরামতী দেখছে। লগে লগে লোটিশ দিলো ৭৮ জন আওয়ামী লীগারের মেম্বারশিপ নাইক্যা। ব্যাস্, হারু পার্ট্রির লেতাগো মাইন্দে ঠ্যাটা মালেক্যারে তেল দেওনের একটা Competition শুরু হইয়া গেল। হেরা আগেই বুইঝ্যা ফেলাইছে যে বঙ্গাল মুলুকের মফস্বল এলাকায় যেভবে বিচ্ছুগুলার কারবার শুরু হইছে, তাতে কইর‌্যা ঢাকার গবর্ণমেন্ট হাউসের মাইন্দেই এই Bye-Election এর মার্শাল আসগর খান ঢাকা ট্যুর কইর‌্যা করাচীতে ফেরত যাইয়াই কইছে, ঠ্যাটা মালেক্যার রাজত্বে আমার পার্ট্টী Electon-এ Contest করবো না। কইর‌্যা কোনো ফায়দা নাইক্যা—সবই Under Hand কারবার চলতাছে।— ঠ্যাটা মালেক্যা তুফান মদ-পানি খাইতাছে। চাঁই-ই—কী হইলো? কী হইলো? ঢাকা মেডিকলের সামনে তিনডা মছুয়া রাজাকাররে বিচ্ছুগুলা হেই কারবার কইর‌্যা দিলো। বায়তুল মোকাররমে তিনডা বেডার এক লগে জানাজা হইলো। খবরের কাগজের মাইন্দেও ফাটা-ছাপা হইলো।

মেরহামত মিয়া একটা বাইশ হাজারে টাকা দামের হাসি দিয়া কইলো, 'এই তিনডা দাগী রাজাকারের বড্ড বাড় বাড়ছিলো— হেই লাইগ্যাই বিচ্ছুগুলা একটু ঘষাঘষির কারবার কইর‌্যা দিছে। এ্যাং অ্যাং কুমিল্লা আবার Normal হইয়া গেছে দিনা কয়েক এইখানে লাড়াই বন্ধ থাকনের গতিকে Abnormal মনে হইতাছিল। মছুয়াগুলা কী খুশি! ময়নামতি ক্যানটনমেন্ট থাইক্যা মাঝে মাঝে হাঁটি হাঁটি পা পা কইর‌্যা শরৎকালের হাওয়া খাইতে শুরু করছিল। ব্যাস্, বিচ্ছুগুলা গেল জুম্মার দিন জনা কয়েক ভোমা সাইজের মছুয়ারে হালাক করছে। আর জনা চল্লিশেক গতরের মাইন্দে ব্যান্ডেজ বাঁধছে। এই খবর ঢাকার সেকেন্ড কেপিটালের ইস্টার্ন হেড কোয়ার্টার্সে আহনের লগে লগে মেজর জেনারেল পিঁয়াজী সা'বে কী রাগ! অক্করে চিল্লাইয়া উঠছে। পাবলিছিটির ইনচার্জ মেজর সালেক একটা জিপ লইয়া পুরানা পল্টনের এ.পি.পি. আপিসে দৌড়াইলো। ফোনের মাইন্দে পূর্বদেশের হারু মাল মাহবুবুল হকের লগে কী জানি সব বাত্চিত্ হইলো। মেজর সা'ব ফোন থুইয়া একটা গুয়ামুরি হাসি দিয়া এ.পি.পি.র হাশিম সা'বরে কইলো, 'দেখো হ্যাশিম, কুমিল্লামে যো গড়বড় হুয়া না, উস্ খবরমে বোল দেও ইয়ে ইন্ডিয়ান এজেন্ট লোগ কিয়া। হামলোগকা পাঁচ জোয়ান খতম হুয়া অউর উন্-তাল্লিশ জখ্মী। ইস, বারে মে শিখ্ দেও বাঙ্গালি পাবলিক খতম হুয়া। নেই-নেই-নেই, বাঙ্গালি আওরত আউর বাচ্চো লোক মার্ডার হুয়া, আউর পাবলিককো ভারী লোকসান পৌঁছায়া।' ব্যাস্,

টেলিপ্রিন্টারের মাইদ্দে খটা খট্। সব মিছা কথার খবর যাইতে শুরু করলো– আর রেডিও গায়েবী আওয়াজ ভ্যা ভ্যা কইর‌্যা চিল্লাইয়া উঠলো। মেরহামত মিয়া কইলো, এইনা বলে ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীর ছোলজাররা সব বর্ডার সিল কইর‌্যা ফেলাইছে। তা' হইলে সিরাজগঞ্জের চর, কাগমারীর গ্রাম, ময়মনসিংহের পাটক্ষেত, কুমিল্লা টাউন, গোপালগঞ্জের বিল, বরিশালের গাঁও-গেরাম, এইসব জায়গায় Action কেম্তে হইতাছে? বুঝছি, বুঝছি, রেডিও গায়েবী আওয়াজ 'ইন্ডিয়ান এজেন্ট' কইলেই হেই জায়গায় বুঝতে হইবো বিচ্ছুগো কারবার হইছে। পাবলিক মরলে ধরতে হইবো মছুয়া Gone- ভারী লোকসান কইলে আন্তাজ করতে হইবো হেগো অস্ত্রপাতি ডাবিশ হইছে। মের্হামত মিয়ার Brain খোলতাই হইতাছে দেইখ্যা আমি অক্করে থ'।

হ-অ-অ-অ হেই দিককার খবর হুনছেন নি? পাঞ্জাব আর সিন্ধুতে আইজ-কাইল খালের পানির ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া ফাটাফাটি কারবার শুরু হইছে। পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্ণর লেঃ জেনারেল আতিকুর রহমান আর সিন্ধুর গবর্ণর লেঃ জেনারেল রাহমান গুল হেইদিন খালের পানি ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপারে ছয় ঘণ্টা ধইর‌্যা বৈঠক করণের পর Shut-up আর Raskel কইয়া একজন আরেক জনরে গালাগালি করণের পর কাইট্যা পড়ছে। লারকানার লাড়কা জুলফিকার আলী ভুট্টো সিংহাসিক চেইত্যা গেছে। বেডায় পশ্চিম পাঞ্জাবের গবর্ণর লেঃ জেনারেল আতিকরে ডিসমিশ করণের দাবি করছে। কিন্তুক মুখে যতই কউক 'মুছলমান মুছলমান ভাই ভাই' পিপলস পার্টির পাঞ্জাবী মেম্বাররা তাগো গবর্ণর আতিক্যারে সাপোর্ট কইর‌্যা বইছে।

এই দিক্কার কেইসটা কী? হেই যে কইছিলাম, তিনটেকা রুজের রাজাকাররা আইজ-কাইল বাঙালি পাবলিক লুটপাট কইর‌্যা কিছু না পাইয়া ঠ্যাটা-মালেক্যারে পাগল কইর‌্যা ফেলাইছে। খালি কইতাছে, ছিব্ড়া Left ঠ্যাটা ভাই একটা কিছু বিহিত করেন। আমরা রাজাকার হওনের আগেই মছুয়াগুলা লুটপাট কইর‌্যা বাঙালিগো কাছ থনে হগ্গল মালকড়ি লইয়া গেছে। ব্যাস্, ঠ্যাটা মালেক্যা একটা জব্বর প্ল্যান বাইর করছে। আস্তে কইর‌্যা New York Time-এর রিপোর্টাররে কইছে, 'আমি ইন্ডিয়ার থনে হাওয়াই জাহাজে কইর‌্যা বাঙালি রিফিউজী ফেরত আনমু।' কী রকম বেডা একখান! নব্বুই লাখ রিফিউজি প্লেনে কইর‌্যা ফেরত আনবো। তবুও রাজাকারগো লুটপাট আর Murder-এর সুবিধা কইর‌্যা দিতে হইবো। এলায় ক্যামন বুঝতাছেন! মনে লয় মুরগি অক্করে ঠোঁটের মাইদ্দে চাক্কু লইয়া পঞ্চাশ সালে বরিশাল Riot করুন্যা বারিস্টার আর ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী আখতার উদ্দীনের কাছে যাইয়া কইবো, 'গলার ফউর‌্যা সরাইয়া হেই কাম কইর‌্যা দেও– তোমাগো কষ্ট দেইখ্য আমরা আর থাকতে না পাইর‌্যা আইস্যা পড়ছি।' সবুর সবুর, ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী তোমাগো আর কাঁদতে হইবো না। তোমাগো আজরাইল, হেই যে বিচ্ছুগুলা অখন তোমাগো আশেপাশেই আইস্যা পড়ছে– হেগো ট্রেনিং Complete হইয়া গেছে। আর ডিসেম্বর পর্যন্ত Wait কইর‌্যা গবর্ণমেন্ট হাউসের মাইদ্দে বইস্যা Bye-Election-এর Result ভাগ করতে হইবো না। তার আগেই আসল

কিসিমের গাবুর, কেচ্কা আর গাজুরিয়া মাইর শুরু হইবো। এইডা হইবো কামানের লগে কামানের টক্কর, মর্টারের লগে মর্টারের বাইড়াবাইড়ি, LMG-র লগে LMG-র ফাটাফাটি। এদ্দিন ধইর‍্যা ঘুঘু দেখছো, এইবার ফাঁদও দেখবা। হের লাইগ্যাই কইছিলাম, 'গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। আসল কামের লগে দেখা নাই— এইদিকে ভাগ-বখরা করা সারা। ঠেটা মালেক্যা আর গাড়লের মাইদ্দে কোনোই ফারাক নাইক্যা।

অক্টোবর ১৯৭১

বচ্ছর পাঁচেক অগেকার কথা। আমাগো বকশী বাজারের ছক্কু মিয়া একবার 'ফরিনে'— মানে কিনা পশ্চিম পাকিস্তানে গেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানডা যে 'ফরিন' এইডা অনেক আগেই টের পাওয়া গেছিলো। ছক্কু মিয়া পয়লা গেল লাহোরে, হেইখানে যাইয়া দেহে কী? বাঙালিগো যেই রকম জ্বর বিমারী হইলে রুটী খায়— বাপ মায়ে পোলাপানগো ভাত দেয় না— হেই রকম হেগো জ্বর-বিমারী হইলে, ভাত দেয়, আর রুটী খাইতে দেয় না। ছক্কু অক্করে থঃ— কেইস্‌ড়া কী? একটুক্ খোঁজ লইয়া দেহে কী, বাঙালিরা পেরত্যেক দিন গোসল করলে কী হইবো— মছুয়াগুলা টাইম নষ্ট হইবো দেইখ্যা এই গোসলের কারবার সারবার অক্করে বাদ দিয়া ফেলাইছে। আত্মীয়-স্বজন আইলে বাঙালিরা বাড়িতে রান্নাবাড়ী কইর‍্যা খাওয়ায়— কিন্তু পাকিস্তনীগো কারবারই আলাদা। হেরা আত্মীয়-স্বজন আইলে হোডেলে যাইয়া খাওয়ায়। বাঙালিরা রোজা রাইখ্যা সন্ধ্যার সময় লেমবু সরবত খাইয়া রোজা ভাঙ্গে— কিন্তু লাহুর এলাকার বেডাগুলা মারীর তৈরী বোতলের পানি খাইয়া রোজা ভাঙ্গে। ছক্কু অনেক Think কইর‍্যা বাদশাহী মসজিদে গেল। ওমা অক্করে ধলী। এশিয়ার সবচেয়ে বড় মসজিদটার মাইদ্দে দুইচারজন ছাড়া নামাজি পাইলো না। কেইস্‌ডা কী? হেযে হুনলে কী! আইজ ঘোড়ার রেইচ খেলা থাকনের গতিকেই নামাজীরা মাঠের মাইদ্দেই রইছে আগো কাছে নামাজের থনেই হেই কাম বলে বেশি Important। ছক্কু মিয়ার মন খুবই খারাপ হইয়া গেল। কেননা এদ্দিন হুইন্যা আইছে, এগো কাথাবার্তা না বোঝা গেলে কী হইবো— এরা বলে আমাগো 'ভাই'। ছক্কু বাদশাহী মসজিদে নামাজ আদায় কইর‍্যা বারাতেই দেখলো ডাইন দিকে পারসী কবি একবালের মাজার শরীফ। আমাগো ছক্কু মাজার জিয়ারতের পর আত্কা ধাক্কা মাইর‍্যা গেল। ইকবালের মাজারের পিছা মুড়া দিয়া যে রাস্তাডা গেছে, হেই রাস্তাডা অক্করে ইলেকট্রিক লাইট নিওন বাত্তিতে জ্বলমল করতে শুরু করছে। বড় বড় গাড়ি আইস্যা থামতাছে, আর ভোমা ভোমা সাইজের বেডাগুলা স্যুট-পেন্ট, সেরোয়ানী-আচ্কান পিইন্দা হাতে ফুলের মালা লইয়া হড় হড় কইর‍্যা দালানগুলার মাইদ্দে ঢুকতাছে। দুই কদম আগ্‌গুয়াইতেই ছক্কুর কানে নাচনেওয়ালীগো নুপুরের Sound আইলো। রাস্তার পাশে পানের দোকানে যাইয়া জিগাইলো। জবাব পাইলো এই জায়গারেই 'হীরামণ্ডি' কয়। রোজার মাইদ্দে এইখানে

বলে ছিরিয়াল শো'চলে। করাচী, লারকানা, রাওয়ালপিন্ডির অনেক নেতাই লাহুর অইলে হোডেলের বদলে হীরামন্ডিতেই আইস্যা উডে। এতে বলে একবাল সা'বের কবর জিয়ারত, বাদশাহী মসজিদে নামাজ পড়ন ছাড়াও এথি ওথি কাজের খুবই সুবিধা হয়।

ছক্কু লাহুরের মল-এ আইস্যা হাজির হইলো। বেডায় বড়লুক মাতারীগুলারে দেইখ্যা বার দুই চক্ষু কছলাইয়া গতরের মাইদ্দে চিমৃডী কাটলো– নাঃ এইডা তো হপন না– হাঁচাহাঁচিই দেখতাছি। মাইয়ারা দশহাত শাড়ি দিয়া গতর ঢাইক্যা থুইলে কী হইবো, এইখানকার মাতারীগুলা গতর খালি করণের competition করতাছে। এইখানকার যে দুই চাইরজন মাইয়া সেপ্টিফিন লাগাইয়া শাড়ি পরতাছে, তারা কী সোন্দর এক গজের মাইদ্দে দুইডা কইর‍্যা বিলাউস বানাইয়া পেটের চর্বি, আর পিঠের জুইল্যা পড়ন্যা গোস্ত দেখাইতাছে। হেরা হাস্‌বেন্ডের পয়সা বাঁচাইতাছে। এরপর ছক্কু মিয়া হুনলো কী? আমরা যেমন মক্তব-মাদাসা, স্কুল-কলেজে পোলাপান পাডাই– হেরা লেড়কা-লেড়কীগো তাহজ্জিব-তমুদ্দন, মানে কিনা আদব-কায়দা শেখানোর লাইগ্যা 'হীরামণ্ডি'তে পাডায়। এলায় কেমন বুঝতাছেন! হেরা ছোটবেলার থনেই কী সুন্দর ট্রেনিং পাইতাছে। কিন্তুক চাপাবাজীতে অক্করে ফার্স্ট। চোখে-মুখে খালি ইসলাম, মুসলমান-মুসলমান ভাই-ভাই– এইসব কয়। কিন্তুক কামের বেলায়? ইসলামের বারোটা বাজানো সারা। এইবার বাঙালিগো রক্ত দিয়া কুলি কইরা এখনও হেরা ভাই ভাই-এর শ্লোগান চালাইয়া যাইতাছে। ছক্কু হিসাব কইর‍্যা দেখলো বাঙালিগো লগে হেগো কোনোখাহে তো মিল নাইক্যা। এমন কী লেখনের টাইমেও বাঙালিরা যেখানে বাঁ দিক দিয়া লেখে, হেইখানে হেতাইনরা ডাহিন মুড়া থাইকা লেখে। বাঙালিরা ভাত খাইলে, হেরা রুটি খায়। বাঙালিরা বনভোজনে গেলে, হেরা নাইট কেলাবে যায়। বাঙালিরা মক্তব্য-মদ্রাসায়, স্কুল-কলেজে গেলে, হেরা হীরামণ্ডিতে যায়। বাঙালিরা গণতন্ত্র চাইলে, হেরা মেলেটারি ডিক্টেটরশিপ পাইয়া ফাল পাড়ে। বাঙালিরা মনিপুরী সাপুড়ে নাচ দেখ্‌লে, হেরা কস্‌বীগো খেমটা নাচ দেহে। বাঙালিরা ভাটিয়ালী-রবীন্দ্রসংগীত শুনলে হেরা কাওয়ালী-গজল হোনে। বাঙালিরা পূর্ব, হেরা পশ্চিম। হেই থাইক্যাই ছক্কুমিয়া হেগো হাড়ে হাড়ে চিইন্যা ফেলাইছে। বাঙালিগো ভোগা মারণের লাইগ্যাই হেরা খালি মুছলমান-মুছলমান কইর‍্যা চিল্লায় আর পবিত্র ইসলামের ভুলমানে বাইর করে। আসলে হেরা 'ফরিন'–মানে বিদেশ। ইরান, বাহরান, জর্দ্দান, কুয়েতের মতোই বিদেশ। হেগো আর আমাগো মাইদ্দে কোনোই Connection নাইক্যা। আমরা, আমরা। তোমরা, তোমরা। এলায় তোমরা রাস্তা মাপবার পারেন। আর যাওনের টাইমে বঙ্গাল মুলুক থাইক্যা আপনাগো দালালগোও লগে লইয়া যাইয়েন। না অইলে কিন্তুক বিচ্ছুগুলা যে কোনো টাইমে কাবার কইর‍্যা ফেলাইবো।

হ-অ-অ-অ ছক্কু মিয়ার কথা কইতে কইতে আসল কথাই কই নাইক্যা। লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ কাগজে হেইদিন অক্করে ভাংডা ফুট কইর‍্যা ফেলাইছে। ডেইলি টেলিগ্রামের এক সাদা চামড়ার আংরেজ রিপোর্টার বহুত কষ্টে ঢাকার থনে মোটর গাড়ি

লইয়া বাইরাইছিল। মাইল তিরিশেক যাওনের পরেই বেডায় দেহে কী, একটার পর একটা গেরামে খালি বাংলাদেশের ফ্লাগ উড়তাছে। আংরেজের বাচ্চায় বুঝলো মিছা কথা কওনের Competition-এ সেনাপতি ইয়াহিয়ার জঙ্গী সরকার হের হিটলাররেও Defeat দিছে। আর একজন আংরেজ রিপোর্টার Clare Hollingworth ওয়ার্ল্ড-এর Best পাইটিং পোর্স—এই মছুয়াগুলারে অক্করে হোতায়া ফেলাইছে। Clare লিখ্খিস্ 'বঙ্গাল মুলুকে রেললাইন রাস্তাঘাট নাইক্যা। ইয়াহিয়ার সোলজাররা খুবই খতর্নাক অবস্থার মাইদ্দে পড়ছে। মুক্তি বাহিনীর গেরিলাগো কারবার দিনদিন জোরদার হইছে। পাকিস্তানী মেলেটারিগো সংখ্যা কইম্যা গেছে। বিচ্ছুগো মাইর ঠেকাইবার বুদ্ধি পাইতেছে না। এই রিপোর্টার বেশি খুইল্যা কয় নাইক্যা। আপনারাই আন্তাজ কইর‌্যা লন। গেল ছয় মাসের মাইদ্দে কত হাজার মছুয়া বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে হাড্ডি হইয়া আছে। খালি সেপ্টেম্বর মাসের হিসাবেই ষোলশ' মছুয়া হানাদার আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাইয়া 'ইয়েচ ছ্যার' কইছে। ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীর কী বুদ্ধি! এইসব খবর চাপিস করণের লাইগ্যা রেডিও গাইবী আওয়াজরে অর্ডার দিছে, সমানে এলান করো—গজবের খবরে কান দিয়েন না, থুক্কুঃ গুজবের খবরে কান দিয়েন না।

আরে কী মজা কী মজা! ঠেকা কাম চালাইবার জন্যি এইদিকে তিনটেকা রুজ রাজাকার বানাইতাছে। মছুয়াগুলার কামান বিচ্ছুগো হাতে পড়নের গতিকেই ঠ্যাটা মালেক্যা কামানের খোরাক হিসাবে রাজাকার বানাইতাছে। হায়রে! রাজাকার কোবাইয়া কী সুখরে! বিচ্ছুগুলা কোবায়ে সুখ করলো। হেইদিন খুলনার দক্ষিণমুড়া ৬০জন রাজাকারের এক লেতা বিচ্ছুগুলার কাছে চিঠি লিখছে। 'আপনাদের আহনের খবরেই আমাদের অবস্থা অক্করে কেরাসিন। আমরা Surrender করতে চাই।' এলায় কেমন বুঝতাছেন! রাজাকারগো মাইদ্দে হেই কাম Begin হইয়া গেছে। মুক্ত এলাকায় মওলবী সা'বরা আহনের পর হেরা Fall-in হইলো। হেগো ছুবেদার কেম্‌তে কইর‌্যা পেরেড করায় হেইডা হোনেন, 'য-খ-ন বাঁশি— বা-ইজ-বে, ত-খ-ন আপনারা পেরতেকে লাইন করি করি দাড়াইবেন। পু-উ-উ। আপনাগো দাঁড়ানো হয় নাই। এইভাবে দাঁড়াইবেন।' একদল বিচ্ছু এই মাজামাদার পেরেড দেখতাছিল। হেরা ফুক্ কইর‌্যা হাইস্যা ফেলাইলো। খালি কইলো, 'এইগুলা তো চুটিয়া—মানে পিঁপড়া। গেরামের পোলাপানরাই তো' এইগুলার জন্যি যথেষ্ট। রাজাকারগুলা ভড় ভড় কইর‌্যা দুইডা খবর কইয়া ফেলাইলো। মছুয়াগুলা মুক্তি বাহিনীর আওয়াজ পাইলেই ক্যাম্পের মাইদ্দে বইস্যা খালি অর্ডার দেয়, 'এই রাজাকার লোক, তোম্‌লোগ যাও, হামলোগ পিছে জায়েঙ্গা।' আসলে কিন্তু পিছে জায়েঙ্গা না-পিছে ভাগেংগা। মছুয়াগুলা বিচ্ছুগো ডরে রাইতে বাইরান একদম বন্ধ কইর‌্যা ফেলাইছে। তাই-ই রোজ রাইতে বিচ্ছুগুলার কারবার চলতাছে। এইদিকে আর এক কারবার হুনছেন নি? সাতক্ষীরা, চাপাইনবাবগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, ঠাকুরগাঁ, সুমানগঞ্জ, নোয়াখালী, টাঙ্গাইল-মধুপুর, এসব জায়গায় বাংলাদেশ গবর্ণমেন্টের শাসন কায়েম হইছে। লোকজনের মাইদ্দে ওষুধপত্র, ম্যাচ বাত্তি ও কাপড়—এইসব মালপত্র

দেয়া হইতাছে। এই খবরনা পাইয়া ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী নদীর মাইদ্দে দিয়া যাতায়াতের রাস্তা ঠিক রাখনের লাইগ্যা নদীর উপরে কারফিউ দিতাছে। কিন্তুক কোনোমতেই আর সামালাইতে পারতাছে না। অ্যার মাইদ্দে আবার মছুয়া সোলজাররা কেম্‌তে জানি জানতে পারছে, মুক্তি বাহিনীর নৌ আর বিমান বাহিনী Complete হওনের পথে। আর এই ছয়মাস ধইর‍্যা যে লাড়াই হইতাছে– হেইডা নাকি টেস্টিং কারবার। আসল কাম বলে শীঘ্রি শুরু হইবো। ব্যাস, পাকিস্তানের সশস্ত্র পুলিশ দল কাইন্দা কইছে, 'হামলোগ তো' লড়াইকো লিয়ে নেহী আয়া, হাম লোগ্ ল এ্যান্ড আর্ডার কী লিয়ে আয়া। আমরা লাড়াই করুম না। এইখানে লাড়াই করা আর আজরাইলের লগে পাইট্ করা একই কথা। আমাগো বড় ভাই মছুয়া গুলারই যখন ওই জিনিষ টাইট হইছে, আমরা তো কোন ছার? ঠ্যাটা মালেক্য কী রাগ! লগে লগে রেডিও গায়েবী আওয়াজরে Order দিলো, 'কইয়া দেন আমরা জিততাছি, আমাগো ঠ্যাং কাঁপে না, কাপড় বাসন্তী Colour হয় না, আমরা ভাগোয়াট হই না'। ব্যাস লগে লগে রেডিওতে কোরাস শুরু হইয়া গেল। আর থাইক্যা থাইক্যাই জিগির উঠতাছে 'মুসলমান-মুসলমান ভাই ভাই।' কেবা কাহারা দশ লাখ বাঙালি মার্ডার কইর‍্যা থুইয়া গেছে।' কিন্তুক ভাই ঠ্যাটা, বহুত Late কইর‍্যা ফেলাইছেন। হেরেই লাইগ্যা কইছিলাম হেগো আর আমাগো মাইদ্দে কোনোই Connection নাইক্যা। আমরা, আমরা– তোমরা, তোমরা। আমরা বাঙালি– তোমরা মছুয়া। এলায় আপনারা রাস্তা মাপবার পারেন। এখনও টাইম আছে ফুইট্যা পড়েন।



# ৯১

**অক্টোবর ১৯৭১**

কামের বেলায় কাজি, কাম ফুরাইলে পাজি। জুনাগড় রাজ্য থাইক্যা ভাইগ্যা যাওইন্যা পেরধান মন্ত্রী স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর কেতাবী পোলা, আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র আর সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের এক গিলাসের দোস্ত জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'বে এদ্দিনে আন্তাজ করতে পারছেন যে, ইসলামাবাদের স্যামরিক জান্তা তার লগে হাত মিলাইয়া বাঙ্গালি মার্ডার শুরু করলে কী হইবো, ভিতরে ভিতরে তারে ল্যাং মারনের তালে আছে। তাই জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'বে তাঁর বোতলের দোস্ত ইয়াহিয়া খানের উপর খুবই চেইত্যা গেছেন। ভুট্টো সা'বের মনে বহুত আশা আছিল, বাঙালি মার্ডার আর আওয়ামী লীগ বেআইনী ঘোষণার পর দোস্ত ইয়াহিয়া তার হাতে ক্ষেমতা দিয়া ফেলাইবো। কিন্তু হেই গুড়ে বালি। বাঘে একবার মাইন্‌ষের রক্তের গন্ধ পাইলে যেম্‌তে ধান ক্ষেতে নাইম্যা আসে, ইসলামাবাদের সামরিক জান্তার এখন হেই অবস্থা। দুনিয়ার মাইনষেরে ভোগা মারনের লাইগ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া বঙ্গাল মুলুকের দখলীকৃত এলাকায় ঠ্যাটা ম্যালেক্যারে দিয়া এখন কী সোন্দর বেসামরিক শাসন কায়েমের বায়োস্কোপ

দেখাইতাছে। গরু খোঁজা কইর‍্যা সব হারু পার্টীর লেতাগো খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা মিনিষ্টার বানাইতাছে। ইয়াহিয়া সা'বে ঠিকই বুঝতে পারছেন, এইগুলারে উঠ্ কইলে উঠবো, বইট্ কইলে বইবো। ছাগলের দুই বাচ্চায় দুধ খায় বাকিগুলা এমতেই ফাল্ পাড়ে। এইগুলা হেই রকম ফাল্ পাড়ইন্যা ছাগলের বাচ্চা। এরা হইতাছে হারু পার্টি। পাবলিকে এগো গতরের মাইদ্দে থুক্ দিয়া ভরাইয়া থুইছে। এর পরেও খান সা'বে আরও ট্রিকস্ করছে। পিপিপি মানে কিনা ভুট্টো সা'বের পাকিস্তান পিপল্‌স পার্টির পাঞ্জাব গুরুপের লেতা মাওলানা কাওসার নিয়াজী আর মাহমুদ আলী কাসুরীরে হাত করনের লাইগ্যা টেরাই করতাছে। পাকিস্তানে একাশিজন পিপিপির মেম্বর election-এ জেতনের পর বেকার হইয়া বইস্যা বইস্যা অক্করে ক্ষেমতা পাওনের লাইগ্যা খেঁকী মাল হইয়া উডনের গতিকেই সেনাপতি ইয়াহিয়া চান্সিং করছুইন। 'তু' কইর‍্যা ডাকনের লগে লগে হেইগুলা ইয়াহিয়া সা'বের চাইরো মুড়ার গন্ধ হুংতে শুরু করছে। এই খবর না পাইয়া, লারকানার লাক্‌ড়া ভুট্টো সা'বে কী রাগ! বেডায় অক্করে চিল্লায়ে উঠছে, 'এই রকম টিরিক্‌স করলে খারাপ কারবার কইয়্যা ফেলামু– আমার লগে মামু আছে। ঠ্যাটা মালেক্যা বঙ্গাল মুলুকে পিপল্‌স পার্টির লোকরে কোনো মিনিস্টার না বানাইয়া 'কবিরা গুনাহ' করছে। এর পর সদর ইয়াহিয়া পাকিস্তানে আমার ভুখা মেম্বারগো ভাগাইবার তাল তুলছে– এইডা খুবই খারাপ কাথা। মেলেটারির মাইদ্দে আমারও লোক রইছে।' আইয়ুব খানের পোষ্যপুত্র ভুট্টো সা'বে আউর ভী কাহিস্ 'ইয়াহিয়া সা'বে মানুষের লাশ রাখুন্যা একটা কফিনে তিনটা মরা মুসলিম লীগের লাশ ঢুকাইবার টেরাই করতাছে।'– মানে কিনা তিনটা মুসলিম লীগরে একত্র করণের কোশেশ করতাছে। ব্যাস্, ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা ভুট্টো ছা'বের খবরের কাগজ 'মুসাওয়াত'-রে ট্রেস্টিং কারবার হিসাবে সাতদিনের জন্যি বেআইনী কইরা থুইলো। জুলফিকার আলী ভুট্টো চিল্লাইয়া উঠলো, ঠিক আছে আমার বাড়িতে আর গার্ড লাগবো না। হারু পার্টির লেতাগো মতো আমার বাড়িতেই যেসব রাইফেল হাতে গার্ড রইছে হেইগুলার আর দরকার নাইক্যা। আমি কী হারু পার্টি নাকি? এইদিকে পিপল্‌স পার্টির মেরাজ মোহাম্মদ জব্বর কাথা কইছে। হেতনে ভাণ্ডা ফুট কইরা এলান করছে ঠ্যাটা মালেকোর under-এ যে বাই ইলেকশন হইতাছে, হেইডা অক্করে বোগাচ্। এর মাইদ্দে আবার কে বা কাহারা ইয়াহিয়া সা'বের Advisor এম এম আহম্মকরে চাক্কু মারনের গতিকে ছদর ইয়াহিয়ার হগ্‌গল Advisor-এর লাইগ্যা মেলেটারি গার্ড বাহাইছে।

পাকিস্তানে যখন এই রকম একটা ফাটাফাটি কারবার চলতাছে, তখন এইদিককার কারবার হুনছেন নি? ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী খুলনার খবরের কাগজের হকার-এজেন্ট জামাতে ইসলামীর মওলানা ইউসুপ্যা একটা জব্বর কাম কইর‍্যা বইছে। বছরের পর বছর ধইরা খুলনায় যেসব বাড়িতে খবরের কাগজ দিয়া বিল হাতে টেকার লাইগ্যা ঘোরাঘুরী করতো, এইবার বেডায় মিনিষ্টার হওনের লগে লগে খুলনায় যাইয়া হেইসব বিশিষ্ট নাগরিক মানে কিনা জেন্টেলম্যানগো মিডিং Call করছে। একদল নাগরিক

মছুয়াগো লগে মহব্বতের লাইগ্যা, আর একদল মছুয়াগো ডরে হেই মিটিং-এ হাজির হইলো। তারপর বুঝতেই পারতাছেন। খুলনার খবরের কাগজের হকার এজেন্ট জামাতে ইসলামীর হারু মাল ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী মাওলানা ইউসুপ্যা একটা লেকচার দিলো। হেই লেকচারের মাইদ্দে বেড়ায় কী কান্দন! আমরা এমন এক গণতন্ত্র বানাইছি, যেখানে Election-এ হারলে মিনিস্টার হওয়া যায়। আপনারা এর পর থাইক্যা ইয়াহিয়া-মালেক্যার গণতন্ত্রে Election-এ হারনের লাইগ্যা কোশেশ করবেন। আর থাইক্যা থাইক্যা 'মুছলমান মুছলমান ভাই ভাই' কইর‍্যা চিল্লাইবেন। চান্স পাইলেই বাঙালি Murder করবেন। তা হইলেই মিনিষ্টার হইতে পারবেন। এলায় কেমন বুঝতাছেন।

আত্‌কা মেরহামত মিয়া অক্করে ফাল্ পাইড়া উঠলো। আমি কইলাম, আমাগো ছক্কুরে আইজ দেখ্‌তাছি না কেন? মেরহামত মিয়া একটু Angle কইর‍্যা চোখ মাইর‍্যা কইলো, 'ভাই সা'ব ছক্কু U.G.গেছে, মানে কিনা Under ground-এ গেছে– আঃ হাঃ ভাগছে, ভাগছে! ঠ্যাটা মালেক্যা ঢাকার থনে মিনিস্টার বানাইবার জন্যি বলে ছক্কুরে খোঁজাখুঁজি করতাছে। মিনিষ্টার মাওলানা ইসাহাক হেইদিন বোমা খাওনের পর থাইক্যাই ছক্কু গায়েব হইয়া গেছে। হ-অ-অ-অ এইদিকে রেডিও গাইবী আওয়াজ এক জব্বর কাথা এলান কইর‍্যা বইছে। কইছে, '৩১শা অক্টোবরের মাইদ্দে যাগো কাছে যত শিশু খাদ্য মানে হরলিকস, ওভালটিন, গ্লাক্সোর স্টক আছে সব গবর্ণমেন্টেরে জানাইয়া গুদামের ঠিকানা পর্যন্ত লিইখ্যা দিতে হইবে।' ঢাকা টাউনের মাইল তিরিশেকের মাইদ্দে ঘোড়াশাল, আশুগঞ্জ, ডেমরা, কাঁচপুর, বৈদ্যের বাজার, কালিয়াকৈর, কালীগঞ্জ, আড়াই হাজার, মির্জাপুর– এইসব জায়গার ওর্গাল দিয়া বিচ্ছুগুলার কারবার শুরু হওনের গতিকেই গবর্ণমেন্ট এই অর্ডার দিছে। এর মাইদ্দেই আড়াই হাজার Power station গুড়া হইছে, তিতাস গ্যাসের পাইপ লাইন গায়েব, ভায়া কালীগঞ্জ হইয়া সিদ্দিরগঞ্জ থাইক্যা ঘোড়াশাল পর্যন্ত যে লাইনে বিজলী যাইতো, হেইডা ছেরাবেরা হইছে। তাই গবর্ণমেন্ট অফিসার আর দালালরা চিন্তা করতাছে– এরপর শীতের মাইদ্দে বিচ্ছুগুলা গাবুর মাইর শুরু হইলে তো ঢাকার হগ্‌গল supply বন্ধ হইবো– তখন গেদা পোলাপানগো বাঁচামু কেমতে? হেইর লাইগ্যা আগের থনেই শিশু খাদ্য জোগাড় করণের লাইগ্যা এই নতুন কিসিমের আর্ডার দিছে। বেডারা এখন চাল, ডাইল, লবণ, কেরাসিন তেল, ম্যাচ বাত্তি, কাডুয়ার তেল, শিশু খাদ্য স্টক করণের বুদ্ধি করছে।

এই দিককার খবর হুনছেন নি? কইছিলাম না, বিচ্ছুগুলার Regular সোলজারের ট্রেনিং পরায় Complete হইয়া গেছে। শীতের মাইদ্দেই গাজুরিয়া মাইর শুরু হইবো। অখন হেই খরব আইছে। শনিবার দিন বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্র প্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুক্ত এলাকায় কয়েকশ' Commissioned অফিসারগো ট্রেনিংComplete হওনের পর সার্টিফিকেট দিছে। 'খাইছে রে খাইছে, এদ্দিন ধইর‍্যা বিচ্ছুগুলার গেরিলা মাইরেই হাজার হাজার মছুয়া খতম হইছে। এইবার কামান লইয়া মুক্তি বাহিনীর Regular সোলজাররা বাইড়াইন শুরু করলে না জানি কী অবস্থা হয়।

বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার খাল-খন্দক, নদী-নালা, ঝোপ-জঙ্গল সবই তো এগো অক্করে মুখস্থ– আর লগে রইছে গেরামের হগ্‌গল মানুষ। বুঝছি, বুঝছি, বাঙালিরা আবার একটা রেকর্ড কইরা বইবো। এইবার সবেবরাতে আল্লায় বেবাক মছুয়াগো মউত এই বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে লিইখ্যা থুইছে। এই খবর না পাইয়া জেনারেল হামিদ খান, মেজর জেনারেল আকবর খান, মেজর জেনারেল গুল হাসান, লেঃ জেনারেল টিক্কা খান আর সি.এস.পি. রোয়োদাদ খান– এম এম আহম্মকের দল সেনাপতি ইয়াহিয়ারে দিয়া কাশ্মীর বর্ডার থাইক্যা হায়দ্রাবাদ সিন্ধু পর্যন্ত আড়াই লাখ মছুয়া সোলজার খাড়া কইর‍্যা খালি চিল্লাইতাছে, 'হে আমেরিকা, হে জাতিসংঘ আমারে আটকাও, আমি খুব চেইত্যা গেছি। আমি ইন্ডিয়া Attiack করমু। কী সোন্দর বুদ্ধি করছে! ইণ্ডিয়া Attack করলেই তো দুনিয়ার হগ্‌গলে আইস্যা সালিশ করবো। কিন্তুক মওলবী সা'ব ইন্ডিয়ার ব্যবস্থা ইন্ডিয়াই করবো– এই দিকে বঙ্গাল মুলুক সামলাও। চীনে যেই রকম আমেরিকান মাল-পানি আর অস্ত্রপাতি লইয়াও চিয়াং-এর দল মাও বাহিনীর বাড়ির চোটে গাঙ পার হইয়া ফরমোজাতে ভাগছিল, বঙ্গাল মুলুকেও হেইরকম মুক্তি বাহিনীর গাবুর মাইরের চোটে আপনাগো ভাগতে হইবো। কিন্তুক বঙ্গালমুলুক থাইক্যা আজরাইল ফেরেশতার কোল ছাড়া আর তো ভাগনের জায়গা নাইক্যা? হেরপর বুঝতেই পারতাছেন, আইজ যেমন চীনের লগে মহব্বত করণের লাইগ্যা আমেরিকা দিল জারে জার কইর‍্যা দিতাছে; বঙ্গাল মুলুক থাইক্যা মছুয়া Clear হওনের লগে লগেই আবার আমেরিকা বাঙালিগো লগে সম্পর্ক করণের লাইগ্যা কাউ কাউ কইর‍্যা উঠবো। সেনাপতি ইয়াহিয়া তখন কইবো, 'কেঁউ ইয়াদ আরাহা হায়, গুজরে হুয়ে জামানা।' হের লাইগ্যাই কইছিলাম, 'কামের বেলায় কাজি, কাম ফুরাইলে পাজি।'

# ৯২

**অক্টোবর ১৯৭১**

ফলসিং কারবার। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় ঠ্যাটা মালেক্যার রাজত্বে হগ্‌গল কারবারেই কড়া কিসিমের ফলসিং চলতাছে। কী হইলো ছক্কু মিয়া, এতো চিল্লাইতছো কীর লাইগ্যা?

ছক্কু আরও বেশি কইর‍্যা চিক্কুর দিয়া উঠলো। কইতাছি, ভাইসা'ব কইতাছি। দিনা কয়েক ইউ.জি. মানে কিনা Under Ground-এর মাইদ্দে যাইয়া মছুয়াগো হগ্‌গল করবার দেইখ্যা আইছি। পাবলিকরে ভোগা মারনের লাইগ্য সেনাপতি ইয়াহিয়া খান অক্করে জব্বর টিরিক্‌স কইর‍্যা বইছে। বাইর থনে দেইখ্যা মনে হইতাছে ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা তাগো দালাল– মীরজাফরগো গদীর মাইদ্দে বহাইয়া কাম চালাইতাছে। আসলে এই দালাল– মীরজাফরগোও মওলবীসা'বরা বিশ্বাস করতে পারতাছে না। খাতা-কলমেই ঠ্যাটা মালেক্যা আর তার তেরোজন উজির রইছে। কামের বেলায় এক

গাদা বোমা সাইজের মছুয়া পিছন থাইক্যা হাসতাছে। এইগুলার হিসাব দিতাছি। পয়লা হইতাছে পালের গোধা লেঃ জেনারেল পিঁয়াজী– বেড়ায় ঠেট্টা মালেক্যার উপর দিয়া বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার মেলেটারি শাসনকর্তা। এরপর দালাল মিনিষ্টারগো মেরামত করণের লাইগ্যা রইছে, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী আর মেজর জেনারেল রহিম খান। আবার এই দুইজন ঠ্যাং কাপুন্যা মেজর জেনারেলের লগে ব্রিগেডিয়ার আতা আর ব্রিগেডিয়ার ফকির মোহাম্মদ। আঃ হাঃ অস্থির হইয়েন না। এইসব মছুয়ার ঘেটুগো নামও কইতাছি। ঢাকা জেলার মেলেটারি এ্যাডমিনিস্ট্রের হইতাছে ব্রিগেডিয়ার বাশির। বেডায় তেজগাঁয়ে এম.পি.এ. হাউসে আস্তানা গাড়ছে। হের লগে পশ্চিম পাঞ্জাব থাইক্যা পুলিশের আই.জি. আর পুলিশের এস.পি. আমদানী করছে। খাইছে রে, খাইছে। আসল কথা কওয়াই হয় নাই। গেল সাড়ে ছয়মাস ধইর‍্যা পাইট করণের পর মছুয়ারা বুইজ্যা ফেলাইছে বিচ্ছুগুলার যন্ত্রণায় রাস্তাঘাট আর রেললাইন দিয়া যাতায়াত সুবিধা হইবো না। হেইর লাইগ্যা দরিয়া দিয়া যাতায়াত করণের টেরাই করতাছে। বাংলাদেশের বর্ষাকালে পাঁচ হাজার মাইল আর শীতের মাইদ্দে চাইর হাজার মাইল নদী পথের খবর পাইয়াই, ইসলামাবাদ থাইক্যা নতুন কিসিমের অর্ডার আইছে। ব্যাস্, লগে লগে ভোমা সাইজের মছুয়াগুলা পুকুরে মাইদ্দে সাঁতার শিখতে লাইগ্যা পড়লো। একবারও চিন্তা কইর‍্যা দেখলো না যে, বঙ্গাল মুলুকের পুকুর আর দরিয়ার মাইদ্দে আসমান-জমিন ফারাক রইছে। বিচ্ছুগুলা এই চান্স না পাইয়া দেখে কী, কোনোমতে স্টীমার-লঞ্চ ফুডা করতে পারলেই কেল্লা ফতে। মছুয়াগুলা অক্করে হুড়মুড় কইর‍্যা দরিয়ার মাইদ্দে ফাল দিয়া মরণের লগে কোলাকুলি করণের লাইগ্যা Competition করতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বঙ্গাল মুলুকের দরিয়ার মাইদ্দে পাইট করণের লাইগ্যা Flag Officer Commanding রিয়ার এ্যাডমিরাল শরিফরে ঢাকায় পাডাইলো। বেডায় ঢাকা-কুর্মিটোলার মাইদ্দে বনানী উপ-শহরে তার Forcep-এর আফিস বহাইলো। এই আফিসের বগল দিয়া প্রাক্তন গবর্ণর মোনায়েম্যার বাড়ি। বুধবার সন্ধ্যার সময় দুইজন বিচ্ছু যাইয়া মোনায়েম্যার উপর কারবার কইরা বহাল তবিয়তে হাওয়া হইয়া গেছে। হেই গুলির আওয়াজ পাইয়া পাকিস্তান নেভীর মোছুয়াগুলার কী কাঁপন! আচ্ছা দেখাইয়া দিমু। রাইতে তো' সার্চিং-এর অর্ডার নাইক্যা– কাইল সকলে দেখাইয়া দিমু। এলায় কেমন বুঝতাছেন! রিয়ার এ্যাডমিরাল শরিফ সা'বের কারবার সারবার। বেডার এ্যাসিসটান্ট হইতাছে ক্যাপ্টেন জমির। ওঃ হোঃ এই বেডারে চিনলেন না? হেই যে একবার বিলাতে বিনা টিকিটে ট্রেনে যাওনের সময় ধরা পড়ছিল। পরে পাকিস্তান হাই কমিশনের লোক যাইয়া বেডার জামিন আনছিল। আদি বাড়ি ভারতের ইউ.পি. হইলে কী হইবো, জমির‍্যায় আসল কামে পাকা। মওলবীসা'বে এক মেম মাতারীর লগে লট্‌ঘট্‌ কারবার কইর‍্যা বাইজ্যা পড়ছিল। হেষে হেই মেম সা'বরে হাংগা কইর‍্যা বিবি বানাইছে। অখন জঙ্গী সরকার এই ক্যাপ্টেন জমিররেই ঢাকায় পাডাইছে।

ছক্কু মিয়া হাতের বক ছিক্‌রেটটার মাইদ্দে শেষ সুখ টানডা দিয়া কইলো, 'ভাই সা'ব সেনাপতি ইয়াহিয়ার আরও তেলেসমাতী কারবার রইছে। একটু দম লইয়া কইতাছি।'

আমি মের্‌হামত মিয়ারে কইলাম, 'এই মিয়া ছক্কু কথা হুনতে হুনতে হা' কইর‍্যা রইলি কীর লাইগ্যা? মুখ বন্ধ কর– না হইলে মাছি হান্ধাইবো কিন্তুক।

ছক্কু গলার মাইদ্দে একটা জোর খ্যাক্‌রানী মাইরা আবার শুরু করলো। ইয়াহিয়া সা'বে এর মাইদ্দে দালাল চিফ সেক্রেটারি শফিউল আজমরে বাদ দিয়া রাওয়ালপিন্ডির থনে মোজাফফর হোসেনরে আন্‌ছে। আর এর মছুয়া হুমাউন ফয়েজ রসুলরে Information Secretary বানাইছে। ঢাকা ডিভিশনের বাঙালি কমিশনার আলাউদ্দীনরে ধাওইয়া হেই জিনিষ আন্‌ছে। বেডার নাম আলমদার রাজা কাওয়াল। বেডায় কাওয়ালী গান খুবই লাইক করে বইল্যা হের নাম হইছে আলমদার রাজা কাওয়াল। মেম্বার প্ল্যানিং থনে সুলতানজ্জামানরে খেদাইয়া হাসান জহিররে আমদানী করছে। আর চিটাগাং পোর্টে বিচ্ছুগুলার তুফান কারবার শুরু হইছে দেইখ্যা, হেইখানে কমডোর হোসেনরে খালি চিটাগাং পোর্টের লাইগ্যা আলাদা কইর‍্যা মেলেটারি এ্যাডমিনিসট্রেটর বানাইছে। তলে তলে এইসব কইর‍্যা বাইর দিয়া কী সোন্দর ঠ্যাটা ম্যালেক্যারে গবর্ণর আর কাসেম্যা, ইউসুপ্যা, ইসাহিক্ক্যা, ছল্লু মিয়া এইগুলারে মিনিস্টার বানাইয়া বইস্যা আছে। হেরা কোন কথা কইতে গেলেই মছুয়া অফিসাররা কয় 'চাপ, তোমলোগ সব হারু পাট্টি হ্যায়, জো চীজ দেংগে উছিমে দস্তখত লাগাও।'

হ-অ-অ-অ আংরেজী অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখে কি না জানি হইয়াছিল। আমাগো মেরহামত মিয়া অক্করে ফাল পাইড়া উডলো আইজ আমার দোস্ত ছক্কু অনেক টাইম লাইয়া ফেলাইছে, এলায় আমারে কিছু কইবার দেন। আমি ইশারা করণের লগে লগে মেরামত মিয়া শুরু কইর‍্যা দিলো।

ভাইসা'ব অনেক Think কইরা দেখছি মরা পাকিস্তানের History টাই খালি মানুষ মার্ডারের History। পয়লা শিয়া মুছলমান মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ পুনজীরে– করাচীর থনে হাওয়া খাওয়াইবার লাইগ্যা জিয়ারতে লইয়া বিষ খাওয়াইয়া মারলো। হিন্দুস্থানের ইউপির লোক লিয়াকত আলী খান তখন পাকিস্তানের পেরধান মন্ত্রী। বেডায় কী চোটপাট্‌- পাকিস্তানের হগ্‌গল মানুস নেংটা থাকতে পারে সেটাও আমি দেখতে পারুম– ডট্ ডট্ ডট্ ডট্ আমি গদী ছাড়তে পারমু না। রিফিউজি পেরধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী রাওয়ালপিন্ডিতে পাঞ্জাবিগো পাবলিক মিটিং-এ লেকচার দেওনের চিরকিৎ হইলো। ঘটাং– মন আড়াই ওজনের পেরধান মন্ত্রী লিয়াকত শ্যেষ। এরপর সীমান্ত প্রদেশের চরসাদ্দার থনে পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিটের জন্যি ডাঃ খান সাহেবের মুখ্য মন্ত্রীর গদীতে বহাইলো। হেই পাঞ্জাবের লাহুরে এক বেডায় যাইয়া বুড়া খান সাহেবরে ছোরা মাইর‍্যা শেষ করলো। এইদিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পুন্‌জীর বইন ফাতেমা জিন্না একবার আইয়ুব খানের লগে Contest করছিল গতিকে বিষ খাওয়াইয়া মারা হইলো।

সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ওস্তাদ খ্রিষ্টান কিলারের লাভার আইয়ুব খানের তিনডা পেয়ারা লোক আছিলো। এক নম্বরে ইয়াহিয়া খান। আইয়ুব সা'ব এক হাজার কোটি টাকা খরচ কইর‍্যা যখন করাচীর থনে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে হরাইবার বুদ্ধি করলো, তখন ইয়াহিয়া খানরে এই কারবারের চার্জে দিয়া মাল-পানি কামাইবার চান্স দিলো। বেডাও ইচ্ছামতো টেকা বানাইলো। দুই নম্বরে পাঞ্জাবের কলাবাগের নবাব সা'ব। আইয়ুব খান এই নবাব সা'বরে পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিটের গবর্ণর বানাইলো। নবাব সা'বে গুণ্ডামী-বদমাইশী কারে কয় দেখাইয়া দিলো। ঠাস্ ঠাস্। নবাব সা'বের পোলায় নবাব সা'বরে রিভলবারের গুলিতে মার্ডার করলো। তিন নম্বরে ময়মনিংহের নূরুল আমীন সা'বের লাঠি বটতলার উকিল আব্দুল মোনেম খান। সাত বছর ধইর‍্যা বঙ্গাল মুলুকে ছদর আইয়ুবের হুকুমে নমরুদ-ফেরাউনের রাজ কায়েম করলো। গুলি, লাঠি, চার্জ, টিয়ার গ্যাস, বেয়োনেট চার্জের কত বাঙালিরে যে মারলো তার হিসাব নাইক্যা। হেষে বনানীতে বাড়ি বানাইয়া আইজ-কাইল ঠেটা মালক্যার লগে ছিক্রেটে বাতচিত্ করতাছিল আর শয়তানী বুদ্ধি জোগাইতাছিল। ব্যাস্ বিচ্চুগুলা কারবার কইর‍্যা ফালাইলো! এলায় বুঝছেন– আইয়ুবের তিনমালের দুইডা শ্যাষ বাকি আছে একটা– হেইডাই হইতাছে পালের গোদা– ইয়াহিয়া খান। বেডায় দশ লাখ বাঙালি Murder কইর‍্যা তৈমুর লং, চেঙ্গিস খান, হিটলার, মুসোলিনী তোজোরে Defeat কইরা ফালাইছে।

এই দিককার কারবার হুনছেন নি? হেইডা ম্যালেক্যা পিঁয়াজীর অর্ডারে সিলেটে গেছে। বেডায় কী রাগ! মছুয়া সোলজার আর যুদ্ধের যন্ত্রপাতি ভরা লঞ্চ-স্টিমারগুলা বিচ্চুরা দরিয়ার মাইদ্দে ডুবাইয়া দিছে। খবর পাইয়া পাবলিকগো ভেগা মারণের লাইগ্যা কইছে– এই সব লঞ্চ স্টিমারের মাইদ্দে চাইল-ডাইল আছিলো।' আবার, বেডায় জীবনে নামাজ না পড়লে কী হইবো, মেমসা'ব বিবিরে লইয়া হারা জীবন ঘর কইর‍্যা ফুলপ্যান্ট পিন্ধ্যা হযরত শাহ জালালের মাজার শরীফ জিয়ারত কইর‍্যা বুঝাইতে চাইতাছেন যে, হেতোন ইসলামের পায়েরবন্দ। হারা জীবন ধইর‍্যাই ঠ্যাটায় ফলসিং কারবার কইর‍্যা গেল। হের লাইগ্যাই কইছিলাম ফলসিং কারবার। বাংলাদেশের অখন ফলসিং কারবার চলতাছে।

**অক্টোবর ১৯৭১**

হাসবাম্ না কাঁদবাম্। খুনী মাওলানা মাওদুদীর জামাতে ইসলামীর মাইনা করা বরিশাল্যা মওলানা আখতার ফারুক ৩১ নম্বর র‍্যাংকিন স্ট্রিট থনে 'সংগ্রাম' নামে ২৪২০টা ছার্কুলেশনওয়ালা যে পরচা মানে কিনা খবরের কাগজটা পেরত্যাগ দিন সুবেহ্ সাদেকের টাইমে পয়দা করতাছে, আর মোহাম্মদ সাখি মিয়া যেইডারে ছাপাইয়া দিতাছে এতো

কইর‍্যা কইলাম এই পরচার মাইদ্দে একটুক হিসাব কইর‍্যা লিখ্‌খিস্‌। বাংলা ভাষাটা যখন তোমাগো কাছে ফরিন ল্যাংগুয়েজ, তখন লাহুর থনে পাঠানো মালগুলা তর্জমা করণের টাইমে খেয়াল কইর‍্যা তর্জমা করলেই তো' হয়। না, রাইতের বেলায় বিচ্ছুগুলার ডরে তাড়াতাড়ি বাসায় ফেরনের লাইগ্যা এইডা কী লিইখ্যা থুইছো? কেউ যদি তোমাগো জামাতে ইসলামীর ওয়ার্কিং কমিটি থুক্কু–মজলিসে সুরুয়ারে এইসব দেখাইয়া দেয়, তখন তোমাগো চাকরিটা নট্‌ হইলে পোলাপানগো খাওয়াইবো কেডা? একমাত্র মাদ্রাসায় মাস্টারি করা ছাড়া তো' হে ফারুক্যা, তোমার আর কোনো গতিই দেকতাছি না। কিন্তুক বঙ্গাল মুলুকের দখলীকৃত এলাকার স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার অবস্থা কীরকম হইছে, তোমার সংগ্রাম কাগজে ১১ই অক্টোবার জামাতে ইসলামীর মজলিসে সুরুয়ার যে প্রস্তাব ছাপাইছো, হেইডার মাইদ্দেই তো রইছে। ও-অ-অ খেয়ালই আছিলো না যে,তুমি আবার মছুয়াগো নেক্‌ নজরে আহনের লাইগ্যা বহুত কোশেশ কইর‍্যা বাংলা ভাষা ভুলতে শুরু করছো। তোমাগো মজলিসে সুরুয়ার প্রস্তাবে কইছে, "গত ৬/৭ মাস পরেও স্কুল-কলেজে-মাদ্রাসায় ক্লাস হচ্ছে না এবং তহবিল নিঃশেষ হয়ে গেছে। গত কয়েক মাস থেকে সকল সূত্র থেকে আয় বন্ধ থাকার ফলে দরিদ্র মাদ্রাসা শিক্ষকরা অনাহারের সম্মুখীন হয়েছেন। মসলিস এই মর্মে অভিমত পোষণ করে যে, দরিদ্র এবং বঞ্চিত মাদ্রাসা শিক্ষদের সরকার পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা না করলে দ্বীন প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাবে।"

ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। তাই জামাতে ইসলামীর মজলিসে সুরুয়ার প্রস্তাবে কী সোন্দর কইয়া কইছে– বঙ্গাল মুলুকের দখলীকৃত এলাকার কোথাও আইজ পর্যন্ত স্কুল-কলেজ-মক্তব-মাদ্রাসা ঠ্যাটা মালেক্যায় চালু করতে পারে নাইক্যা। এই কথাডা কী জামাতে ইসলাম টিরিক্‌স কইর‍্যা কইলো, নাকি অর্থ না বুইঝ্যা কইলো, ঠিক আন্তাজ করতে পারলাম না। আমাগো ছক্কু মিয়া অত্‌কা ফাল্‌ পাইড়া উডলো, 'ভাইসা'ব, ফারুক্যার 'সংগ্রাম পরচামে কেয়া লিখখিস্‌ হেইডা কওন লাগবো।'

কইতাছি, কইতাছি, হাউকাউ কইরেইন না। এই খবরের কাগজের মাইদ্দে লিখ্‌ছে সাতই অক্টোবর ঢাকার বকশী বাজারের মেডিকেল হোস্টেলের গেটে বিচ্ছুগুলা স্টেনগান দিয়া তিনজন রাজাকারকে Clear কইর‍্যা কাইট্যা পড়ছে। রাস্তার পাবলিকরা বিচ্ছুগুলারে ধরনের কোশেশ করে নাই দেইখ্যা সংগ্রাম কাগজে কী কান্দন? মনে হয় মওলানা আখতার ফারুক্যা হেইখানে থাকলে বিচ্ছুগো ধরতে পারতো আর কী? সংগ্রামে কইছে, 'আরও যেসব তথ্য জানা গেছে তা' থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দুষ্কৃতিকারীদের অবস্থান অকুস্থল থেকে বিশেষ দূরে নয় বরং অতি নিকটেই তারা অবস্থান করে।' মওলবী সা'বরা এদ্দিনে বুঝতে পারছে যে, বিচ্ছুগুলা বঙ্গাল মুলুকেই থাকে, আশে পাশেই রইছে। বাইর থনে আহনের কথাবার্তা অক্করে ভোগাচ্‌। তয় কইয়া দিতাছি, বিচ্ছুগো ধরা মছুয়াগো কাম না– খামুখা নিরীহ পাবলিকের উপর অত্যাচার কইরেইন না– ভালো হইবো না।

কাউট্টা মাওলানা ফারুক্যার সংগ্রাম কাগজে আরও লিখছে, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ

হোস্টেলের গেটে যেসব রাজাকার পডল তুললো এবং আগেও যারা পডল তুলছে আর ভবিষ্যতে যেসব রাজাকার পডল তুলবো, তাগো ওয়াইপ-পোলাপানগো মাল-পানি দেওয়া দরকার। কিন্তু ঠ্যাটা মালেক্যার তহবিল শূন্য। যেইটুকু মাল-পানি আইতাছে সবই মছুয়াগুলার জন্যি রিজার্ভ হইয়া রইছে। জাতিসংঘের সাহায্যে পর্যন্ত ঠ্যাটা মালেক্যার হাত দেওনের ক্ষেমতা নাইক্যা। জেনারেল পিঁয়াজী সব মাল-পানি বগলদাবা কইর‌্যা বইছে। হ-অ-অ-অ আর এক খবর হুনছেন নি? বাংলাদশের ইস্যুটারে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের মাইন্দে গেনজাম বইল্যা চালু করণের লাইগ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া লাড়াইয়ের হুমকী দিতাছে। হেইর লাইগ্যা পাকিস্তানের বর্ডার বরাবর মছুয়া সোলজার খাড়া করণের লগে লগে লাহুর-শিয়ালকোটে হেই কাম Begin হইয়া গেছে। মানে কিনা তুফান ভাগোয়াট্ কারবার শুরু হইছে। এর মাইন্দে আবার ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা লাহুর-রাওয়ালপিন্ডিতে বেলেক আউটের মহড়া দিতাছে। ব্যাস্, লেজ তুইল্যা ভোমা ভোমা সাইজের বেডাগুলা মাতারীগুলারে পিছনে ফালাইয়া সব ভাগতাছে। তেরো ডিভিশন মছুয়া সোলজারের পাঁচ ডিভিশনের মতো বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাঁকের মাইন্দে বিচ্ছুগো কোবানীর চোটে হেই জিনিষ টাইট হইয়া চিক্কুর পাড়তাছে। আর এইদিকে পাকিস্তান থাইক্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া কপালের ভ্রূ কোঁচকাইয়া লাড়াইয়ের হুম্‌কী দিতাছে। আবার তেহরানে যাইয়া বিদেশী রাষ্ট্রের প্রধানদের কাছে নানা ধরনের কাথাবার্তা কইছুইন।

'কারে কইতাছেন? আমারে? কই না তো? না, না না, আমার এই রকম কোনো চিরকিৎ নাইক্যা। কিন্তুক সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ঘেটু প্রাক্তন এয়ার মার্শাল নূর খান, তামাম কাথা কইয়া বইছেন। হেতেনে কইছুইন, 'পয়লা আক্রমণেই লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি হয়ে যাবে। আরব-ইসরাইলের লাড়াইয়ের সময় এইডাই হইছে'। এইদিকে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রাভদা কাগজে কইছে, ইসলামাবাদের সামরিক জান্তাই ইন্ডিয়ার লগে লাড়াইয়ের উছিলা খুঁজতাছে। বাংলাদেশের গেরিলাদের কায়কারবার বাইড়া যাওনের গতিকেই সেনাপতি ইয়াহিয়ার এই অবস্থা হইছে। ইউ পি আই এক খবরে কইছে, ঢাকার থেকে মাত্রক পাঁচিশ মাইল দূরে হানাদার মছুয়ারা টেরেন চালানোর কোশেশ করছিল। টাঁই-ই-ই-ই। কী হইলো! কী হইলো! বিচ্চুগুলা মাইন বহাইয়া আর গ্রেনেড চার্জ কইর‌্যা ঝিনারদিতে হানাদার সোলজারভরা একটা টেরেনরে উড়াইয়া দিছে। এতো কইর‌্যা কইলাম ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী তোমরা হাজার কোশেশ করলেও মছুয়া সোলজারগো যাতায়াত করার সুবিধার জন্য দখলীকৃত এলাকায় টেরেন ব্যবহার করতে পারবা না। কিন্তু না; আমার কথা হুনলো না। ঘুইরা ফিইর‌্যাই এই টেরেন চালানোর টেরাই করতাছে আর দলে দলে মছুয়ারা গাবুরমাইরের চোটে আখেরী দমড়া ছাড়তাছে। ইউ.পি.আই. খবরের মাইন্দে আরও কইছে ঝিনারাদিতে তিনডা বগী অক্করে ছেরাবেরা হইয়া গেছে। আর ঢাকা চিটাগাং-এর মাইন্দে রেল-যোগাযোগ মেরামত হওনের কোনো চান্স নাইক্যা। মছুয়ারা অখন রেললাইন, রেলস্টেশন আর ব্রিজ গার্ড দেওনের চার্জ লইছে। কিন্তুক সেই গুড়ে বালি। দখলীকৃত এলাকার যেইখান দিয়া রেল

লাইন-ব্রিজ মেরামত কইর‍্যা টেরেন চালানোর কোশেশ করতাছে, হেইখান দিয়াই বিচ্ছুগুলা একটা না একটা কুফা কারবার কইর‍্যা দিতাছে।

মরনে Call করণের গতিকে হেইদিন রাজশাহী-আমনূরায় মছুয়া সোলজারগো একটা স্পিশিল টেরেন যাইতাছিল– আহারে বিচ্ছুগুলা মনের সুখে কারবার করছে। ব্যাস্, জনা তিরিশ মছুয়া মাল অক্করে কেদোর মাইদ্দে হুইত্যা বাচ্চা মুরগির মতো দাপাদাপি কইর‍্যা আখেরী দমডা ছাড়লো। তবুও নাকি শিক্ষা হয়? ঠ্যাটা মালেক্যার জেলা কুষ্টিয়ার উথলীতে আবার মছুয়ারা ব্রিজ মেরামত কইর‍্যা কী খুশি। কিন্তু যেই মাত্র সোলজার ভর্তি টেরেনডা একটু স্পিড লইছে লগে লগে দুম-দুমা-দুম্-দুম্। বিচ্ছুগুলা ডিনামাইট দিয়া টেরেনডারে ডাবিশ করছে। এরপর বুঝতেই পারতাছেন। বিচ্ছুগুলা জংগল থনে বাইরাইয়া অক্করে ছেরাবেরা কারবার কইর‍্যা ফেলাইলো। আমেরিকান নিউজ এজেন্সি ইউ. পি. আই-এর রিপোর্টে আরও কইছে, বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার মোট ছয়শ' ফেরির মাইদ্দে চার ফেরি বিচ্ছুরা গায়েব কইর‍্যা ফেলাইছে। বাকিগুলার মাইদ্দে পরায়ই ফাটাফাটি কারবার চলতাছে। দরিয়া দিয়া যাতায়াত খুবই খতনরাক হইয়া পড়ছে।

এ্যাঃ এ্যাঃ। ঠ্যাটা মালেক্যায় ছিলেট সফর করণের খবর পাইয়া বিচ্ছুগুলা ছাতক এলাকায় বাংলাদেশের ফ্লাগ উড়াইয়া দিছে। সুরমা নদীর উত্তর মুড়া থনে মছুয়া সোলজার অক্করে সাফ্ হইয়া গেছে। ছাতক এলাকার লগে তখন বাইর দুনিয়ার হগ্‌গল Connection কাডিং হইয়া গেছে। এইদিকে জেনারেল পিঁয়াজী পাগলা হইয়া কুমিল্লায় ঘুরতাছে। মাঝে মাঝে বর্ডারে হেইমুড়া কামানের গোলা ছাড়তাছে। এইদিকে হুনছেন নি? সেনাপতি ইয়াহিয়ার ধামাধরা কাগজ পাকিস্তান অবজারভারের মাইদ্দে লেখছে, 'বঙ্গাল মুলুকের চা বাগানগুলাতে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রার কোনো নাম-নিশানা নাইক্যা। এ অবস্থার এতোই থতরনাক হইছে, যে পাকিস্তান এক সময় বিদেশে চা Export করতো, হেই পাকিস্তানের অখন বৈদেশিক মুদ্রা খরচ কইর‍্যা ৫০ কোটি টাকার চা Import করতে হইবো। অবজারভার কাগজের মালিক পাকিস্তানের প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার হরিবল হক চৌধুরীর একটা চা-বাগান রইছে বইল্যাই এই রকম কাঁন্দাকাটি শুরু হইছে। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, হসবাম্ না কাঁদবাম্–বিচ্চুগুলা আপনাগো আশেপাশেই রইছে। যেকোনো টাইমে কারবার হইতে পারে। আপনাগো মউতের খবরে কান্দাকাটি করণের লাইগ্যা কাক-পক্ষীও পাইবেন না। খালি পাইবেন গতরের মাইদ্দে থুক্। কিসে নাই চাম্, ঠ্যাটা মালেক্যা নাম।

# ৯৪

**১৫ অক্টোবর ১৯৭১**

ঢাকা শহরে আবার পইট্ কারবার হইছে। খবর পাইয়া গবর্ণর ঠ্যাটা মালেক্যার কি কাঁপুনি? বেডার ফুলপ্যান্ট অক্করে ভিইজ্যা গ্যাছে। এই বিচ্চুগুলা মানুষ না আর কিছু?

এরা আইয়ুব খানের পেয়ারা প্রাক্তন গবর্ণর মোনায়েম খাঁ-রে মার্ডার করছুইন। বুধবার রাইতে মাত্র দুইজন বিচ্ছু এই কারবার করছে। সাত বছরের গবর্ণর মোনাইম্যারে বিচ্ছুগুলা খোদ ঢাকা টাউনে মেরামত কইর‌্যা ফেলাইছে। লগে লগে মছুয়ারা বেডারে মেডিকলে আনছিলো। হারা রাইত ধইর‌্যা দম খিঁচ্‌তে খিঁচ্‌তে বৃসসুদবার আল্লার রাইত পোহানের লগে লগে মোনাইম্যায় অক্করে ফ্যাল্ পাইড়া আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাইয়া 'ইয়েচ ছ্যার' কইছুইন।

এতো কইর‌্যা কইলাম, 'তোমাগো বধিবে যারা, বাংলাদেশে বাড়িছে তারা।' তাই, হে বাঙালি মীরজাফর দালালগণ, আপনারা চিরকিৎ কমাইয়া ফালান–না হইলে হগ্‌লরেই মোনাইম্যার রাস্তা ধরণ লাগবো। বিচ্ছুগো লোট বইয়ের মাইদ্দে সমস্ত নাম-ধাম উইঠ্যা গেছে। মেরহামত মিয়া পচ্‌চৎকইর‌্যা এক গাদা গানের পিক ফালাইয়া কইলো, 'বিচ্ছুগো কারবার যেমন দেখতাছি, তাতে মনে হয় মেডিকলের বেড আর খালি যাইতে দিবো না। কি সোন্দর দিনা দুই আগে রেডিয়ো গায়েবী আওয়াজ থনে খবর দিলো ঠেটা মালেক্যার মিনিস্টার মাওলানা ইসাহাক্‌রে বিচ্ছুরা বোমা মাইর‌্যা জখমী করছিলো, হেই মাওলানা মেডিকল থনে মেরামত হইয়া ফেরত আইছে। লগে লগে ঘেটাঘ্যাটটট্ ঘেটাঘ্যাট্ ঘেটাঘ্যাট্ ঘেটাঘ্যাট্। ব্যাস্ বিচ্ছুগো বড় কিসিমের কারবার হইলো। মছুয়াগো আস্তানা কুর্মিটোলার বগলে হইতাছে বনানী উপশহর– হেইখানে হানাদার নৌ-বাহিনীর Flag Officer Commanding রিয়ার এ্যাডমিরাল শরীফ সা'বের দফতর। হের লগে লাগা দোতলা বাড়িতে Action কইর‌্যা বিচ্ছুরা মোনাইম্যার উপর আখেরী কারবার কইরা দিলো। এখন মনে পড়ত্যাছে। সাত বছর গবর্ণর থাকনের টাইমে এই মোনাইম্যার অর্ডারে নড়াইল, সিলেট, টাঙ্গাইল, রাজশাহী, নারায়ণগঞ্জ, জয়পুরহাট, ঢাকা প্রভৃতি জায়গায় কত বাঙালি মার্ডার হইছে, তার কোনো হিসাব নাইক্যা। ভাবছিলা, এমতেই দিন যাইবো আর কি। কিন্তুক বাঙালির মাইর দুনিয়ার বাইর। ১৯৬৯ সালের কথা। তুমি আর তোমার ওস্তাদ আইয়ুব খানরে ক্ষেমতা থাইক্যা ঘেটি ধইরা নামানো হইলো। হেরপর তোমার চিরকিৎ হইলো। তুমি ট্রিক্‌স কইরা কুর্মিটোলার বগলে বনানীতে বাড়িবানাইলা। ভাবছিলা, এতেই তুমি রক্ষা পাইবা। কই, এলায় তো' তোমারে ইয়াহিয়া খানের মছুয়া সোল্‌জাররা বাঁচাইতে পারলো না? গোটা চারি মেলেটারি চেকপোস্ট পার হইয়াই তো' বিচ্ছুগুলা অক্করে তোমার ড্রইং রুমে যাইয়া হাজির হইলো। জীবনে বহুত কুকাম আর গেনজাম করছিলা। এলায় তার ফল পাইলা। ঘটনার এই খানে শেষ নয়। মুজিবনগরে খবর আইছে, বনানী গোরস্থান থাইক্যা নাকি তোমার লাশটাও গায়েব হইয়া গেছে।

আত্‌কা আমাগো ঢাকার গবর্ণমেন্ট হাউসে ঠাস্ কইর‌্যা একটি আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। ব্রিগেডিয়ার বশীরের কাছ থাইক্যা টেলিফোনে মোনাইম্যার মার্ডার হওনের খবর পাইয়া ঠ্যাটা মালেক্যা চেয়ার থনে চিত্তর হইয়া পইড়া গেছিলেন। আর একটা চেয়ারে নূরুল আমীন সা'বে বইস্যা ছিলেন। তিনি মালেক্যারে সান্ত্বনা

দিলেন। কইলেন, 'ডাক্তার সা'ব আর কাইন্দা ফায়দা হইবো না। নাচ্‌তে যহন নামছেন, তহন ঘোমটা দিয়া লাভ কি? এলায় সিনার মাইদ্দে হিম্মত আনেন।'ঠ্যাটা মালেক্যা Riot Minister বরিশালের ব্যারিস্টার আখতার উদ্দীনের কাঁধে ভর দিয়া ফুলপ্যান্ট বদলাইবার জন্য ছোট ঘরে গেলোগা।

আত্‌কা একটা হৈ চে আওয়াজ শুইন্যা আমি অক্করে থ'। দেহী কি? আমাগো খাজা দেওয়ান সেকেন্ড লেন থনে নাইড়া মাথা হইয়া ছক্কু মিয়া দৌড়াইয়া আইতেছে। আমি ছক্কুরে অক্করে জড়াইয়া ধরলাম। কইলাম, 'তুমি কয়দিন কই আছিলা? কী হইছিলো? কই গেছিলা? ছক্কু একটু দম লইয়া কইলো, 'ভাই সাব কইতাছি, কইতাছি– হগ্‌গল কথাই কইতাছি। হেইদিন আমাগো মহল্লার মাইদ্দে খাজা খয়রুদ্দীন আর বংশালের শামসুল হুদা সা'বে আইছিল। হেশে শুনলাম আমারে বলে ঠ্যাটা মালেক্যা মিনিস্টার বানানোর লাইগ্যা খুঁজতাছে? লগে লগে ভাগোয়াট হইলাম। পহেলা মাথা নাইড়া করলাম, হেরপর U.G. মানে কিনা কম্যুনিস্ট পার্টির কমরেডগো মতন আন্ডার গ্রাউন্ড এ গেলাম।' আমি ছক্কুরে কইলাম, 'অহন একটু চুপ করো, অন্য টাইমে খাতির জমা শুনুম।'

হ-অ-অ-অ এই দিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? হালিকানার লাড়ুকা ক্ষেমতা না পাওনের গতিকে, আরে গাইল রে গাইল। সেনাপতি ইয়াহিয়ার বেআইনী কারবারের এ্যাডভাইসর জাস্টিস কর্ণেলিয়াসের চৌদ্দ গুষ্টি তুইল্যা গাইল। এই কর্ণেলিয়াস সাব-এর লগে আগে ভুট্টোর কি খাতির! দুইজনে গিলাসে গিলাসে ঠোকাঠুকি কইর‍্যা সরাবন তহুরা খাইতো। ২৫শে মার্চ দিবাগত রাইতে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান যহন বেশুমার বাঙালি মার্ডারের অর্ডার দিলো, তখন এই দুই বেডায় 'ইয়েচ ছ্যার' কইয়া কি খুশি। আর অহন? হেরা হেরাই ফাটাফাটি করতাছে। ভুট্টো সা'বে গাইল দেওনের টাইমে জাস্টিস কর্ণেলিয়াস সা'বরে দেশের দুশ্‌মন আর খ্রিস্টান কাফের কইয়া বইছে। বুড়া কর্ণেলিয়াস হাঁউমাঁউ কইর‍্যা কাইন্দা Resign দিছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া এই ব্যাপারে অক্করে খামুশ রইছে। কোনো দিকেই support দেয় নাই।

এই দিকে করাচি-লাহুর-পিন্ডিতে আইজ-কাইল মাতম্‌ শুরু হইছে। হাজার হাজার অবাঙালি ব্যবসায়ী হেই যে, একশ' আর পাঁচশ' টাকার নোট গভর্ণমেন্টের কাছে জমা থুইছিলো, তারা হেই টাকা একবারে ফেরত চাইছে। অবশ্য বঙ্গাল মুলুক থাইক্যা লুটপাট করুন্যা বহু মাল-পানি এর মাইদ্দে রইছে। কিন্তুক ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা এলায় মাথায় হাত দিয়া বইছে। তহবিল শূন্য– মালপানি নাইক্যা। এক দফায় ১৪২ কোটি টাকা ফেরত দেয়া সম্ভব নয়। তা'হলে উপায়? সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ওয়াজির-এ-খাজানা এক জব্বর ফর্মূলা বাইর করছুইন। বেডা আবার কাদিয়ানী মুসলমান। তাই জামাতে ইসলাম পার্টির এক গুন্ডা এই মন্ত্রীরে চাকু মারছিল। বেডায় অল্পের জন্য বাঁইচ্যা গেছেন। এহেনো এম.এম. আহম্মক সা'বে কইছুইন, 'যারা টাকা জমা দিয়েছেন তা' পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জমা দেয়ুন্যা টাকা হালাল-না হারাম। অবশ্য এজন্য একটা

টিম বানানো হয়েছে।' ওয়াকিবহাল মহলের মতে এগো কাম শ্যাষ হইতে বেশি না, মাত্র বছর দুই সময় লাগবো আর কী? হুক্কু অক্করে ফাল্ পাইড়া কইলো, 'বুঝছি, বুঝছি, আহম্মক সা'বে গা মুচ্ড়া-মুচ্ড়ি কইরা টাইম লইতাছে। আসলে এই টেকাগুলা মছুয়ারা গেড়া মাইর্যা দিছে।'

বঙ্গাল মুলুকের খবর হুন্ছেন নি? লেঃ জেনারেল পিঁয়াজী সা'বে আইজ-কাইল বহুত্ ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। বেড়ায় সকাল-বিকাল খেপ মারতে শুরু করছে। হাওয়াই জাহাজে চিটাগাং-এ যাইয়া পিঁয়াজী সা'বে মছুয়া সোলজারগো Morale এসট্রং করণের কোশেশ করছে। এই এলাকায় বিচ্ছুরা প্রায়ই মছুয়াগো বিরক্ত করতাছে। এছাড়া পাকিস্তান থাইক্যা আমদানী করা পুলিশের দল গেরামে যাইতে খুবই ডরাইতাছে। সন্ধ্যা হওনের আগেই জেনারেল পিঁয়াজী সা'বে ঢাকার সেকেন্ড ক্যাপিট্যালে ফেরত আইলেন। কিন্তু খবর বহুত খতর্নাক। কুমিল্লার ময়নামতি ক্যান্টনমেন্ট-এর একবারে নাকের ডগায় বিচ্ছুরা আত্কা হামলায় এক প্ল্যাটুন মছুয়া প্যারামিলিশিয়া অক্করে ছেরাবেরা কইরা ফ্যালাইছে। ক্যান্টনমেন্ট থাইক্যা কোনো সাহায্য আসেনি। এইবার জেনারেল পিঁয়াজী মহাগরম হইয়া ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট সফর করলেন। এ্যাঃ এ্যাঃ! সেই রাতেই ঢাকার বনানীতে বিচ্ছুগো কারবার হইলো। হেরা নৌবাহিনীর কমান্ডিং অফিসের বগলে বনানীতে প্রাক্তন গবর্ণর মোনায়েম খাঁরে Clear করলো। আইজ-কাইল নাকি প্রায়ই ঠেটা মালেক্যা, নুরুল আমীন আর মোনাইম্যার লগে সিক্রেট বাত্চিত্ হইতাছিল। ঠেটা মালেক্যা নাকি প্রায়ই মোনাইম্যার কাছ থাইক্যা বুদ্ধি লইতাছিল। একটা Action-এ সব শেষ।

কী কইলেন? কী কইলেন? পাকিস্তান থাইক্যা নতুন আমদানী করা কিছু অফিসার ঢাকার কাকরাইলে সার্কিট হাউসে ক্যাম্প অফিস বানাইছে। হেগো রাইতদিন মছুয়া সোলজাররা পাহারা দিতাছে। কিন্তু তা হইলে কি হইবো? একটুক হিসাব কইরা ঘুমাইয়েন। যেকোনো টাইমে বিচ্ছুগো কারবার হইতে পারে। করাচী, লাহুর, পিণ্ডিতে যে বউ-পোলাপান থুইয়া আইছেন, হেগো লগে আর মুলাকাত নাও হইতে পারে। হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, ঢাকা টাউনে আবার পইট্ কারবার শুরু হইছে। ময়মনসিংহের মোনাইম্যা বিচ্ছুগুলার ঘষাঘষিতে সোজা আজরাইল ফেরেশতার কাছে যাইয়া 'ইয়েচ ছ্যার, কইছুইন।

## অক্টোবর ১৯৭১

ভাইল পটকি। সেনাপতি ইয়াহিয়া খান অখনও পর্যন্ত ভাইল-পট্কি মাইর্যাই চলতাছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বিচ্ছুগুলার কায়কারবার যতই বাড়তাছে, হের ডাইল-পট্কি ততই বাড়তাছে। খান সা'বে আবার বাঙালি রিফিউজি ফেরত আওনের দাওয়াৎ

দিছে। আইজ-কাইল ব্যাডায় রিফিউজিগো নাম-ধাম ধইর‍্যা ডাকতে শুরু করছে। শ্যাম চাচায় তারে বুদ্ধি দিছে– পেরতেক মাসেই একবার গলার আওয়াজ খু-উ-ব নরম কইর‍্যা ডাক দিবা। যদি কোনোমতে কিছু রিফিউজি ফেরত আসে, তা' হইলেই তো রাজাকারগো লুট করার চান্সিং হইবো। না হইলে যেরকম অবস্থা চলতাছে, তাতে কইর‍্যা বিচ্ছুগুলার গাবুর কোবানীর মুখে তিন টেকা রোজের রাজাকারগো কন্ট্রোল রাখা খুবই মুস্কিলের ব্যাপার।

আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া আৎকা ফাল্ পাইড়া উঠলো, 'ভাই সা'ব আইজ পর্যন্ত রেডিও গায়েবী আওয়াজ আর ঠ্যাটা মালেক্যা মিইল্যা রিফিউজি ফেরত আহনের যে হিসাব দিছে, তাতে তো পশ্চিম বাংলায় আর রিফিউজি বাকী নাইক্যা। তা' হইলে কীর লাইগ্যা মছুয়া সম্রাট ইয়াহিয়া মাসে একবার কইর‍্যা ভ্যাঁ ভ্যাঁ করতাছে? ছক্কুর কথা হুইন্যা তো আমি অক্করে থ'। ব্যাডায় তো বাইশ হাজার টাকা দামের কথা জিগাইয়া বইছে। আমি কইলাম, 'আবে ছক্কু– এলায় বুঝবার পারছোস্ যে, গবর্ণরের চাকরি ঠিক রাখনের লাইগ্যা ঠ্যাটা মালক্যায় কি রকম ভোগাচ্ মারতাছে। বেডা চোখে মুখে মিছা কথা কয় দেইখ্যাই হের নাম ঠ্যাটা হইছে। এই দিকে বিচ্ছুগুলার ডরে পালের গোদা সেনাপতি ইয়াহিয়া গেল সাত মাসের মাইদ্দেও বঙ্গাল মুলুকে আইতে পারে নাই। গতিকে মালেক্যায় মছুয়া সোলজার দিয়া ঘেরাও কইর‍্যা গবর্ণমেন্ট হাউসের মাইদ্দে বইস্যা ইচ্ছামতো কারবার করতাছে। ময়দানে না যাইয়াই পঞ্চাশ আর ছেচল্লিশ এই ছিয়ানব্বই জন হারু মালরে খাতা কলমে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect কইর‍্যা কি খুশি! খুনী মাওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামের আমীর গোলাম আজম জীবনে টাঙ্গাইলে না যাইয়্যা ঢাকায় বইস্যাই Elect হইছে। মওলবী ছা'বরা World-এর মাইদ্দে আর একটা রেকর্ড কইর‍্যা বইলেন।

হ-অ-অ-অ এই দিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? লন্ডনের সানডে টাইম্‌স মতিঝিলে বিচ্ছুগুলা যে বোমাবাজী করছে তার ফডো ছাপাইয়া দিছে। ছদর ইয়াহিয়া কি রাগ! ঢাকার গবর্ণমেন্ট হাউসের পোয়া মাইলের মাইদ্দে এই রকম কারবার কেমতে হইলো? জেনারেল পিঁয়াজী, ঠ্যাটা মালেক্যায় কি বইস্যা বইস্যা গাব দিতাছে নাকি? Sunday Times-এর এক সাদা চামড়ার আংরেজ রিপোর্টার বঙ্গাল মুলুকের হগ্‌গল রিপোর্ট আর পিকচার বগলদাবা কইর‍্যা অক্করে লন্ডনে যাইয়া হাজির। ব্যাডায় লিখছে, খোদ ঢাকা টাউন আর তার আশেপাশে বিচ্ছুগুলার বেশুমার কারবার চলতাছে। পরায় আটশ' বিচ্ছু এই কামের মধ্যে লাইগ্যা পড়ছে। দিন্‌কা দিন হেইগুলার লম্বর বাইড়্যা যাইতাছে।

সাদা চামড়া দেইখ্যা জেনারেল রাও ফরমান আলী অক্করে খুশিতে গুলগুল্লা! ব্যাডায় একটুক ঘোরাঘুরি করবার পারমিশন দিছিলো। ব্যাস্ উল্‌ডা কারবার হইয়া গেছে। আংরেজের বাচ্চায় লিখ্‌খিস্, ঢাকায় মছুয়ারা কতকগুলা কাঠের মিস্ত্রী ধইর‍্যা নিয়া রাইত দিন লম্বা লাম্বা সাইজের বাক্‌স বানাইতাছে। হানাদার অফিসাররা পটল তোলনের লগে লগে এইসব বাক্‌সের মাইদ্দে কইর‍্যা সব লাশ পাকিস্তানে পাডাইতাছে। পি.আই.এ.

লাশ-ঢওয়াইন্যা খেপ মারতে মারতে অস্থির হইয়া উঠছে। Sunday Times-এর রিপোর্টার আর একটা জব্বর কথা কইছে। বঙ্গালা মুলুকে এখন এক লাখ বিচ্ছু ইচ্ছামতো কারবার কইর‍্যা চলতাছে। যেকোনো টাইমে যেকোনো জায়গায় বিচ্ছুরা ঘুইর‍্যা বেড়াইতাছে। আর মচুয়ারা বাংকারের মধ্যে বইস্যা খালি ইয়া নফ্সি, ইয়া নফ্সি করতাছে। এই দিকে গেল এতোয়ারের রাইতে রেডিও গায়েবী আওয়াজ অক্করে কাপে-কাপের কারবার কইরা বইছে। এক ব্যাডায় লেকচার দেওনের টাইমে কইছে, 'হানাদার সোলজারগো শ্যাষ পর্যন্ত পালাইতেই হইবো। এগো Mind খুবই দুব্‌লা। এরা হগ্‌গলেই ভেড়ুয়া মার্কা। কেইসডা কি?

রাও ফরমান আলী এই রিপোর্ট পাইলে জিল্লুর সা'বের গতরের চাম্ খুইল্যা ফেলাইবো। হাজার মাখ্‌খনবাজী করলেও আর বাঁচতে পারবো না। এইডারে কয়, কি পোলারে বাঘে খাইলো। অ্যাঃ অ্যাঃ! এইদিকে ছদর ইয়াহিয়া বঙ্গাল মুলুকের ছিক্রেট রিপোর্ট পাইয়া অক্করে পাগলা হইয়া উঠছে। ঠাস্ কইরা একটা আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না ছদর সা'বে চেয়ার থনে কাইত্ হইছিলো। আল্লায় সারাইছে। জেনারেল পীরজাদা ব্যাডারে ধইরা বহাইছে। আস্তে কইর‍্যা ফাইল খুইল্যা দ্যাহে কি? রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট ও কুমিল্লা সেক্টরে তুফান বাইড়া-বাইড়ি কারবার শুরু হইয়া গেছে। মছুয়া সোলজার ভাগোয়াট্ হইয়া ভিতরের কাপড় খুইল্যা কইতাছে– কভি নেহী ম্যায় পাকিস্তান Army কা জওয়ান থা। ম্যায় তো' Businessman হুঁ।' এইসব ভাগোয়াট্ সোলজারগো ধরনের লাইগ্যা জেনারেল পিঁয়াজী আবার একটা ছিক্রেট Department খুলছে। কেমন বুঝাতাছেন? হেগো কায়কারবার অখন কোন স্টেজে যাইয়া খাড়াইছে।

এদিকে ঢাকা টাউনের মাইধ্যে অবিরাম বোমাবাজির কারবার শুরু হইয়া গেছে। বিসমিল্লাহ বইল্যা ভোটার ছাড়া তেলেসমাতি মার্কা Election-এর রিপোর্ট বাইরাইনের লগে লগে শান্তিনগরের Election অফিসে কি যেন একটা বিতিকিচ্ছি ব্যাপার হইয়া গেছে। বিচ্ছুরা একটু ঘষাঘষি কইরা দিছে। একজন খতম হওন ছাড়াও অফিসের কাগজপত্র শ্যাষ। পোলাপানরা জেনারেল পিঁয়াজীর লগে আইজ-কাইল জোর গোল্লাছুট খেলা খেলতাছে।

টাঁই-ই-ই-ই। কিছু না, কিছু না। স্টেট ব্যাংক বিল্ডিং-এ বোমা ফাট্‌লো আর একটা জুট মিল-এ কি জানি কি হইলো। টাঁই-ই-ই-ই। গবর্ণর হাউস থনে ঢিল মারলে লাগ পাওন যায়, হেই টেলিভিশন স্টেশনে বিচ্ছুরা একটা Normal কারবার করলো। ২৮শে অক্টোবর মর্নিং নিউজ কাগজে এই খবর না ছাপাইয়া S.G.M. বদরুদ্দিনের কি কান্দন। টাঁই-ই-ই-ই। কি হইলো? কি হইলো? ২৭শে অক্টোবর পোলাপানরা গবর্ণমেন্ট হাউসের বগলের পেট্রোল পাম্পডা ডাবিস্ করলো। ঠ্যাটা মালেক্যার কি কাঁপন? মনে লয় আজরাইল ফেরেশতা হের দিকে হাত বাড়াইছে। আঃ হঃ আবার কি হইলো? হরিবল হক চৌধুরীর পাকিস্তান অবজার্ভার পরচার মাইদ্দে ২৭শে তারিখে ছাপাইছে জুরাইনের

ম্যাচ ফ্যাক্টরি গুড়া হইয়া গেছে।

হ-অ-অ-অ একই টাইমে কম্যান্ডাররা স্টোভ ফ্যাক্টরি Burst করছে। বিচ্ছুগুলা মানুষ না জ্বীন? এইগুলা ঠ্যাটা মালেক্যা আর পিঁয়াজীর জিব্‌লা বাইর কইরা ছাড়ছে। এ'ছাড়া মোনাইম্যা Murder, মেডিকেল হোস্টেলের সামনে তিনজন রাজাকার Murder, হরিবলের প্যাকেজেস ইন্ডাস্ট্রি শ্যাষ করণের কথা তো কওয়াই হয় নাইক্যা। হের লাইগ্যাই কইছিলাম ডাইল-পট্‌কি। একটার পর একটা কুফা খবর পাওনের গতিকেই সেনাপতি ইয়াহিয়া খান ডাইল-পট্‌কি মারতাছে।

**২৬ অক্টোবর ১৯৭১**

চোর-চোট্টা-খাজুরি গুড়, তিন জিনিষ মালেক্যা চুর। আঃ হাঃ! অস্থির হইয়েন না, অস্থির হইয়েন না। আমগো গবর্ণর ব্যাটা মালেক্যার হগ্‌গল দিকেই নজর রইছে। এর মাইদ্দে ব্যাডায় এক জব্বর কাম কইর‍্যা বইছে। ঢাকার রমনা থানার উলটা দিকে আর আদামজীর বাড়ির বগলে একুশ বছর ধইর‍্যা যিশু খ্রিষ্টের ক্রস চিহ্নওয়ালা হোলি ফ্যামিলি হাসপাতাল আছিলো। ক্যাথলিক মিশনের ওয়ার্কাররা এই হাসপাতাল জানের জান কইরা চালাইতাছিল। কিন্তু গবর্ণর ঠ্যাটা মালেকা হেই হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালডারে গ্যাড়া মাইরা বইছে। এর পিছনে একটুক্ ইতিহাস রইছে। ঢাকা মেডিকল হোস্টেলের গেটে তিনজন জামাতে ইসলামির গুণ্ডা, থুক্কু রাজাকাররে বিচ্চুরা মার্ডার করণের গতিকে আর মেডিকলের সামনে নয়া মিনিস্টার ইউসুপ্যা বোমা খাওনের পর চিফ সেক্রেটারি মোজাফফর হোসেন, Information ছেক্রেটারি হুমাউন ফয়েজ রসুল, জয়েন্ট সেক্রেটারি আখলাক হোসেন, মেম্বর প্ল্যানিং হাসান জহিরের মতো ডাহিনা মুড়া দিয়া লিখুন্যা অফিসাররা ছাড়াও ডাঃ হাসান জামান পয়গাম কাগজের মুজিবুর রহমান খাঁর মতো বাঙালি দালালরা অসুখ-বিসুখে মেডিকলে যাইতে ডরাইতাছে বইল্যাই মালেক্যায় দিনে দুপুরে পুকুর চুরি কইর‍্যা বইছে। মানে কিনা, কোনো রকম মাল-পানি না দিয়াই ক্যাথলিক মিশনের তৈরি করা হোলি ফ্যামিলি হাসপাতালডা দখল কইরা বইছে। কিন্তু এমতেই হাসপাতালডা দখল কইর‍্যা সাদা চামড়ার ডাক্তার নার্সগো খেদাইয়া দিলে, দুনিয়ার মাইনষে গতরের মাইদ্দে আরো থুক্ দিবো চিন্তা কইর‍্যা ঠ্যাটা মালেক্যায় এক জব্বর প্ল্যান করছে।

গেরামের মাইদ্দে টাউট মাতব্বরেরা যেমত কইর‍্যা বিধবার জমিজমা হাত করণের টাইমে ডাইল-পট্‌কি মাইরা আর ডর দেখাইয়া দলিলে মাইদ্দে টিপসই-দস্তখত আদায় করে, ঠ্যাটা মালেক্যায় হেইরকম একটা কারবার করছুইন। ঢাকার ক্যাথলিক মিশনের লিডাররা ১১ই অক্টোবর তারিখে যখন এইদিকে ওইদিকে তাকাইয়া দেখলো, ব্রিগেডিয়ার বসির তার জিনিসপত্র লইয়া খাড়াইয়া আছে, তখন আস্তে কইর‍্যা দলিলে দস্তখত কইর‍্যা

দিছে। তা'না হইলে তো' ডট্ ডট্ ডট্ কারবার হইবো। হরিবল হক চৌধুরীর পূর্বদেশ পরচামে লিখ্‌খিস্ 'সুদীর্ঘ একুশ বছর প্রদেশের জনগণের সেবা করে হোলি ফ্যামিলি সোসাইটি বিদায় নিচ্ছে আমাদের এখান থেকে শুনে হঠাৎ খারাপ লাগলো। ছুটে গেলাম জানার জন্য। বেচা কেনা নয়।' ব্যাস্ লগে লগে হাসপাতালের নাম Change হইয়া গেল। ঠ্যাটা মালেক্যার বুদ্ধিতে ১৮২ বেডওয়ালা এই মিশন হাসপাতাল হাতানো সম্ভব হইলো। মালেক্যায় আবার তার অফিসার দিয়া সাহেব মেম সা'ব ডাক্তার নার্সগো অন্ধরে হাওয়াই জাহাজে তুইল্যা দিছে। জেনারেল পিঁয়াজী এই খবর হুইন্যা কুমিল্লা থনে নিজে আইস্যা ঠ্যাটা মালেক্যার পিঠ থাবড়াইয়া সাবাশ দিছে– বেডা একখান! কেমন সোন্দর ট্রিক্‌সে কাম হইলো।

হোলি ফ্যামিলি যখন মুছলমান ফ্যামিলি হইতাছিল, তখন ঠ্যাটা মালেক্যার রাজত্বে আরেকটা হাসপাতালের কথা কইতাছি। পূর্বদেশ কাগজের পয়লা পাতায় কইছে নরায়ণগঞ্জের দেওভেগে তিরিশ বেডওয়ালা যক্ষ্মা সমিতির যে হাসপাতালডা আছিলো, আইজ পরায় সাড়ে ছয়মাস ধইর‍্যা হেইডা বন্ধ রইছে। ১৯৭০ সালে পহেলা নভেম্বর গবর্ণর ভাইস এডমিরাল এস.এম. আহসান এই হাসপাতাল চালু করছিল। কিন্তু মাত্র চাইর মাস আট দিনের মাথায় হাসপাতাল বন্ধ। কেইস খতম, পয়সা হজম। এই হাসপাতাল চালু রাইখ্যা তো' মছুয়াগো কোনো কামে লাগবো না।

এছাড়া বাঙালি মারণের লাইগ্যা যেখানে হানাদার সোলজাররা বঙ্গাল মুলুকে অইছে, হেইখানে বাঙালিগো অসুখ সারাইন্যা হাসপাতাল চালু রাখার কোনো অর্থই নাইক্যা। দেওভোগ যক্ষ্মা হাসপাতালের পহা দিয়া আরো কিছু মেসিনগান-ট্যাংক কেনন দরকার। ক্যামন বুঝতাছেন হেগো কারবার সারবার! ঠ্যাটা মালেইক্যা আইজ-কাইল অক্করে Top ফর্মে চলতাছে। খালি বিচ্চুগুলাই কারবার খতর্‌নাক্ কইর‍্যা দিতাছে। যেকোনো টাইমে যেকেনো জায়গায় কারবার করতাছে। 'ইসলাম আর মুছলমান, মুছলমান ভাই ভাই' কত রকম পানি পড়া দিয়াও কাম হইতছে না। World-এর Best পাইটিং পোর্স আইজ-কাইল নয়া Tactics-এর গতিকে রাইতে বাইর‍্যায় না বইল্যা বিচ্চুগুলা মহা আনন্দে কারবার করতাছে।

হাতি ঘোড়া গেল তল, মালেক্যায় বলে কত জল? জেনারেল ওমর, জেনারেল মিঠ্‌ঠা খান, জেনারেল পীরজাদা, জেনারেল টিক্কার মতো ব্যাডারা থুড়ি মাইরা বাহাত্তুর ঘণ্টার মাইদ্দে বঙ্গাল মুলুক দখল করবো বইল্যা যে চাপাবাজী করছিল হেই ওমর, মিঠ্‌ঠা,পীরজাদা-টিক্কা হগ্‌গলেই লেজ গুটাইয়া রাওয়ালপিণ্ডিতে ভাগ্‌ছে। সব মওলবী সা'বেই অখন বঙ্গাল মুলুকের বেলায় Deaf & Dumb স্কুলের হেডমাস্টার হইছে। এলায় ভোদাই ঠ্যাটা মালেক্যারে সামনে দিয়া জেনারেল পিঁয়াজী, জেনারেল ফরম্যান, জেনারেল রহিম, ব্রিগেডিয়ার ফকিরমোহাম্মদ, ব্রিগেডিয়ার আতা, রিয়ার এডমিয়াল শরীফ মাঠে নামছে। লগে লগে ছল্লাৎ কইর‍্যা খালি আওয়াজ হইতাছে। মাঠ খুবই পিছলা কিনা– তাই ব্যাডারা খালি আছাড় খাইতাছে। আর মেজর সিদ্দিক সালেক সমানে

Hand Out আর Press Note ছাড়তাছে। বিচ্ছুগুলার কারবাররের খবর আইলেই হিন্দুস্তানীরা করছে কইতে হইবো। আইজ-কাইল আবার নয়া ভ্যাস ধরছে। Publcity দেওনের টাইমে কইতাছে ইন্ডিয়া আর বিচ্ছুরা মিইল্যা কারবার করতাছে। মছুয়াগুলা আখেরি দম ছাড়নের খবর আইলেই বাঙালি মাইয়া আর গেদা পোলা মারতাছে কইয়া বোগাচ Publicity দিতাছে। কিন্তুক কোনোডাই আর কামে আইতাছে না। সকাল-দুপুর-বিকাল-রাইত রেডিও গায়েবী আওয়াজে খালি কাঁন্দাকাটির আওয়াজ। গেছি-গেছি, বিচ্ছুরা কোবাইয়া মারলোরে, কোবাইয়া মারলো। নোয়াখালী-ফেনী, কুমিল্লা-ময়নামতী, আখাউড়া-শালদিয়া ছাতক-সুনামগঞ্জ এলাকায় দিনা কয়েক ধইর‌্যা বিচ্ছুগুলার গাজুরিয়া মাইর শুরু হইয়া গেছে। মছুয়াগুলার ভাগনের রাস্তা পর্যন্ত বন্ধ। অনেক জায়গায় বিচ্ছুরা মছুয়াগো ঘেরাও দিয়া বইয়া আছে– দেখি দানাপানি ছাড়া কয়দিন চিরকিৎ রাখতে পারো।

এই দিকে রাজাকারগো 'হোগিয়া ভাই'– এর অবস্থা। ফাস্ট চান্সেই ছারেন্ডার। শও হিসাবে রাজাকার এই করবার করতাছে। আর এইগুলার এক একটার চেহারা সুরৎ একেক রকম। কেউ গেঞ্জী গায়ে লুঙ্গিপিনদ্যা চাইনিজ মেসিনগান লইয়া ছারেণ্ডার করতাছে আবার কেউ ঢলঢল ফুলপ্যান্ট পরনে আমেরিকান রাইফেল গ্রেনেড লইয়্যা ধরা দিতাছে। আবার কেউ কেউ খালি চিল্লাইতাছে 'আমিও বিচ্ছু হমু, আমিও বিচ্ছু হমু।' মহাচীনে চিয়াং কাইশেকের কুয়ামিনটাং বাহিনীরে ডাবিশ করণের টাইমেও এই রকম কারবারই হইছিল। বঙ্গাল মুলুকের এই রকম একটা কুফা অবস্থায় সিলেটের চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী ছুটি লইয়া জাতিসংঘে থাইক্যা ঢাকায় কুর্মিটোলায় বউ মাইয়ার লগে মোলাকাত করতে আইছিল। হেডায় আবার নিউইর্য়কের পথে পাকিস্তানে গেছে। চুষ-পাজামা করাচীতে সাংবাদিকগো কাছে কইছে– না থাউক আইজ কমুনা– যদি ঘোড়ায় হাইস্যা দেয়। 'কইতাছি, কইতাছি তপন ধইর‌্যা টান দিয়েন না। মাহমুদ আলী সা'ব কইছুইন 'বঙ্গাল মুলুক অক্করে Normal, এমন Normal যে হাজারে হাজার রিফিউজি 'চুষ-পাজামা কই? চুষ-পাজামা কই?'– চিল্লাইয়া ফেরত আইতাছে।'

খালি হের আব্বাজান সেনাপতি ইয়াহিয়া খান ২১০ দিন ধইর‌্যা ফাইট করণের পর হালে পানি না পাইয়া সোমবার দিন হাউ হাউ কইর‌্যা কাইন্দা ভরাইছে। বেডার আগে তো খুবই চোটপাট আছিলো। জোর গলায় কইছিল আমারে আটকাও, না হইলে India Attack করমু– আমার লগে নতুন মামু আছে, কত কি? আর অখন? হে-এ-এ, উথান্ট তুমি আইস্যা দেইখ্যা যাও বিচ্ছুগুলা আমার Best সোলজারগো কিভাবে কোবাইতাছে, আমি অখন চাইর দিকে খালি হইলদ্যা দেখতাছি। ৭২ ঘণ্টায় যে লাড়াই শ্যাষ করমু ভাবছিলাম, হেই লাড়াই ৭২ ঘন্টার জায়গায় সাত মাস পার হইয়া আট মাসে পা দিছে–কিন্তুক কোনো কূল-কিনারা তো পাইতাছি না।

আমি পয়লা Internal Affair কইয়া রেড ক্রসের পেলেন পর্যন্ত বঙ্গাল মুলুকে যাইতে দেই নাই। ৩৩ জন ফরিন Journalist ঢাকার থনে খেদাইছিলাম। কিন্তু অখন

রেডক্রস, জাতিসংঘ, CIA, আমেরিকা, চায়না, ইরান, ইন্দোনেশিয়া তোমরা হগ্‌গলে বঙ্গাল মুলুক আইলেও আপত্তি নাই। একটার পর একটা এলাকা বঙ্গাল মুলুকে বিচ্ছুরা দখল করতাছে। বর্ষার পর ভাবছিলাম আমরা জোর Attack করমু। অখন বর্ষার বলে বিচ্ছুরাই উল্টা আমাগো Attack করছে। জেনারেল পিঁয়াজী ভাগোয়াট কারবারের মাইদ্দে পড়ছে, এলায় করি কি? হে উথান্ট, হে আমেরিকা, হে অমুক, হে তমুক এইডা কি গ্যাঁড়াকলে পড়লাম? আমি বঙ্গাল মুলুক O.G.L. কইর‍্যা দিলাম। এইদিকে নূরুল আমীনের বুদ্ধিতে ঠ্যাটা ম্যালেক্যারে দিয়া হারু পার্টির মালভর্তি মন্ত্রীসভা বানাইলাম। কিন্তু কিছুই হইলো না। মধ্যে থাইক্যা ঠ্যাটা মালেক্যায় তুফান মাল-পানি কামাইতাছে। আমি ডরের চোটে ঢাকায় যাইতে পারি না গতিকেই মালেক্যায় এই মাহে রমজানের মাইদ্দে মাল-পানি খাওনের রেইট বাড়াইয়া দিছে। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, 'চোর চোট্টা খাজুরের গুড়, তিন জিনিষ মালেক্যা চুর।'

# ৯৭

**অক্টোবর ১৯৭১**

তেলেসমাতি কারবার। ঢাকার ছেক্রেটারিয়েটে অখন তেলেসমাতি কারবার শুরু হইছে। আমাগো খুলনার খবরের কাগজের হকার-এজেন্ট মওলানা ইউসুপ্যা ঠ্যাটা-মালেক্যার নয়া মন্ত্রী হইয়া কি খুশি। পয়লা দিন ইডেন বিল্ডিং-এর চেয়ারের মাইদ্দে বইস্যা চিন্তা করতাছিল 'হে খোদাবনতালা, বঙ্গাল মুলুকের অবস্থাটা যেন এইরকম ক্যাডাবেরাসই থাইক্যা যায়। ত হইলেই আমার মন্ত্রীত্ব কোনো ব্যাডায়ও গড়বড় করতে পারবো না। হেইর লাইগ্যাই আমার কাছে ইয়াহিয়া সা'বের গণতন্ত্রডা খুব ভালো লাগে। কেমন সোন্দর ইলেকশনে গাবুর বাড়ি খাইয়াও মন্ত্রী হওন যায়। Election-এ জেতইন্যা ব্যাডাগুলারে দুশমন কওয়া যায়। আৎকা মওলানার মুখ থাইক্যা গল্‌লৎ কইর‍্যা এক থাবা লালা টেবিলের ফইলডার উপর পড়লো। ব্যাডায় এইদিকে ওইদিকে ফুচি মাইরা যখন দেখলো যে কেউই নাইক্যা, তখন আস্তে কইর‍্যা সেরোয়ানীর হাতা দিয়া জিনিষডারে মুইছ্যা ফালাইলো। আল্লায় সারাইছে, অহন মন্ত্রী হওনের গতিকে ঢাকার কোনো খবরের কাগজ থাইক্যাই আর বিলের বকেয়া টাকার জন্যি তাগিদ দিতে পারবো না। না হইলে এই খবরের কাগজের হকার-এজেন্ট থাকনের লাইগ্যা বছরের পর বছর ধইর‍্যা মর্নিং নিউজের বদরুদ্দিন, আজাদের খান সাহেব, পাকিস্তান অবজারভার-পূর্বদেশের মাহবুবুল হক আর দৈনিক পাকিস্তানের আহসান আহমদ আশফাক সা'বরে কত মাল-পানি খাওয়াইলাম আর মাখ্‌খনবাজী করলাম। এলাই ব্যাডারা করবো কি? উল্টা আমারেই মাল-পানি খাওয়াইতে হইবো। অহন আমি ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী হইছি। হাঃ হাঃ হাঃ।

ছক্কু অক্করে ফাল্ পাইড়্যা উডলো। 'কী হইলো, খালি যে ইউসুপ্যার কথা কইবার লাগছেন? রাজশাহী বিভাগের জামাতে ইসলামী নাজেম মওলানা আব্বাস আলীর কথা

কইবেন না? আঃ হাঃ! একটু সবুর করো। এ্যাডায় নতুন আমদানী কিনা তাই কইবার আগে একটু Time লইতাছি। হেইদিন ঠ্যাটা মের্‌হামত মিয়া একটা আধমন ওজনের হাঁচি মাইর‍্যা বইলো। আমি অক্করে থ' বইন্যা গেলাম। মের্‌হামত মিয়া পরনের তপন দিয়া মুখ মুইছ্যা কইলো 'হ' এলায় কন।' আমি আবার শুরু করলাম। পয়লা দিন মন্ত্রী হওনের পর মওলবী সা'বে মুখের থারটি টু মানে কিনা বত্রিশ পাটি দাঁত বাইর কইর‍্যা ছেক্রেটারিয়েটে আইলো। দুপুরে বেলি গড়নের সময় ব্যাডার লাগালো ভুক। এইদিকে কেমতে জানি হেই সময় বিজলী নাইক্যা। তাই বেল বাজাইয়া একটা চাপরাশীরেও পাওয়া গেল না। এহন করে কী? উপর তলা থাইক্যা নাইম্যা নিজের ড্রাইভার খুঁজতে বাইর হইলো। এইদিকে উর্দুওয়ালা ড্রাইভারের নাম চেহারা দুইডাই ভুইল্যা গেছে। হ্যাষে খুঁজতে খুঁজতে মন্ত্রীগো গাড়ির আস্তাবল, থুরি গ্যারেজে যাইয়া হাজির হইলো। মছুয়া ড্রাইভার হেইখানে বইস্যা রাজা উজীর মারতাছিল। তারা মার্কা আধা ছিকরেটটার মাইদ্দে একটা কড়া কিসিমের দম দিয়া নাক মুখে ধুমা ছাড়তে ছাড়তে ছ্যারের কাছে হাজির হইলো। মওলানা ড্রাইভাররে কইলো, 'হাম যাকে কামরামে বেইঠাতা হ্যায়। তোম মেরা পাস আকে বলেগা, ছ্যার লঞ্চকা টাইম হুয়া। ব্যাস ম্যায় খানা খানেকে লিয়ে আ যাউঙ্গে। আব্ সম্‌ঝা।' যেই রকম বুদ্ধি, হেইরকম কাম। এলায় কেমন বুঝতাছেন নয়া মন্ত্রী মওলানা আব্বাস আলীর কারবার সারবার?

এইদিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? দুইজন মাইনষের তিন পার্টি। কী হইলো ছক্কু মিয়া, মাথা খাউজাইলে কি হইবো, এই ধাঁধারও জওয়াব দেওন লাগবো কিন্তুক! আমাগো ছক্কু Think করতে শুরু করলো। আৎকা চিল্লাইয়া উঠলো 'পাইছি, পাইছি– আমি জওয়াব পাইছি। ছ্যার লেখাপড়া না শিখলে কি হইবো– ঠেকতে ঠেকতে শিইখ্যা ফেলাইছি। এলায় কমু?' 'লও লও, মিয়া আর গা মোচড়া-মুচড়ি কইর‍্যা কি হইবো? কইয়া ফেলাও।' ছক্কু মিয়া তার খয়েরি রংগের দাঁতগুলা বাইর কইর‍্যা পয়লা একটা হাসি দিয়া কইলো কাউন্সিল মুছলিম লীগ হইতাছে দুইজনে তিন পার্টি। খুইল্যা কইতাছি। মাইনকা চরের আবুল কাসেম আর কুমিল্লার শফিকুল ইসলাম– এই দুইজন হারু মাল মিইল্যা হেগো কাউন্সিল মুসলিম লীগ পার্টি। এর মাইদ্দে আবার তিনডা গ্রুপ রইছে। কাসেম্যার একটা গ্রুপ। শফিকুলের একটা। আর কাসেম্যা শফিকুল দুইজনে মিইল্যা আরো একটা গ্রুপ– কেমন সোন্দর পার্টি হইয়া গেল গা। এরই কয় দুইজন মাইনষের তিনডা পাত্তি– বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বীচি। আমি চিল্লাইয়া উঠলাম, 'অক্করে কাপে কাপ। ছক্কু মিয়া অংক পরীক্ষায় পাশ কইর‍্যা ফেলাইছে। এর মাইদ্দে একটা কিন্তুক রইছে। দুইজনের পাত্তি কাউন্সিল মুসলিম লীগে আবার ফাটাফাটি কারবার শুরু হইছে। মাইনক্যার চরের ক্যাসেইম্যা তার পাত্তি মানে কিনা শফিকুলের লগে গুফতাগু না কইরাই ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী হইছে। ব্যাস্, শফিকুল কি রাগ?

বেডায় একা একাই প্রস্তাব পাশ কইর‍্যা Protest করছে আর খালি হাতের গোস্ত কামড়াইয়া রাগে গর্‌গর্ করতাছে। Election-এর মাইদ্দে তো দুইজনেই আওয়ামী

লীগের হাতে কুফা পিডানী খাইছি। কাসেম্যা দুই জায়গা থনে হারছে বলে হের দাবীডা আগে হইলো? একটা শূন্য আর দুইটা শূন্যর তো একই দাম– নাকি হের মাইদ্দেও তফাৎ রইছে? মালেক্যারে যে ঠ্যাটা কয় এমতে কয় না। এইদিকে পয়লা দিন ছেক্রেটারিয়েটে গদিতে বইয়্যাই আমাগো ছল্লু মিয়া মানে কিনা মোহাম্মদ সোলেমান ফোন কইর‌্যা শফিকুলরে কইলো, 'ভাইসাব' আমি আগেই জানতাম কাসেম্যা এই রকম কারবারই করবো। হেইর লাইগ্যা তো' কেমন সোন্দর একজনের একটা পাট্টি 'কৃষক শ্রমিক পাট্টি' কইর‌্যা থুইছি। এই পাট্টির থাইক্যা প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি, পিওন, চাপরাসী যারেই মন্ত্রী করবো, ওই ঘুইর‌্যা-ফিইর‌্যা এই বান্দা সোলায়মান। কেমন বুঝতাছেন? গোস্ত খাওনের পর মাইনষে যেমতে কইর‌্যা সাবান দিয়া হাত ধোয়, তেমতে কইর‌্যা সাবান দিয়া হাতের থনে মার্ডার করা বাঙালির রক্ত ধুইয়া কক্সবাজারের ফরিদ আহমদ সা'ব এলায় নতুন টিরিক্‌স করচে। হারু-পাট্টির নেতাগো মাইদ্দে যে পাইট্ চল্‌তাছে, হেই পাইটে হাইর‌্যা যাইয়া মওলবী সা'বে আবার চান্সিং করতে শুরু করছেন। কি সোন্দর একটা পাট্টি বানাইছে, 'শান্তি ও কল্যাণ পরিষদ।' উদ্দেশ্য হইতাছে অশান্তি ও অকল্যাণ। ফরিদ সা'ব কিন্তুক ছল্লু মিয়ার মতো নিজেই এই পাট্টির প্রেসিডেন্ট হইছুইন। হপ্তার মাইদ্দে ছয়দিন হইতাছে বাঙালি মার্ডার, জমি দখল, বাড়ি লুট এই সব Diffecult কাম আর একদিন হইতছে বিবৃতি মানে কিনা Statement দেওন। এই বিবৃতির একটাই কাম– সেনাপতি ইয়াহিয়ারে মাখ্‌খনবাজী। বেডা একখান।

হেইদিকে ইয়াহিয়া সা'বের পররাষ্ট্র সেক্রেটারি ছুলতাইন্যা তুরস্কের পরিবার পরিকল্পনার এক প্রতিনিধিদলের লগে জন্ম নিয়ন্ত্রণের বদলে Politics আলাপ করছে। কি রকম অবস্থাডা দাঁড়াইছে বুঝতেই পারতাছেন। তুরস্কের জন্ম নিয়ন্ত্রণওয়ালাগো ইয়াহিয়া সাবের ফরিন সেক্রেটারি ছুলতাইন্যা কইছে, 'ইয়ে সব Internal Problem হ্যায়– সব ঠিক হো যায়েগা।' ক্যামন বুঝতাছেন? সোভিয়েট রাশিয়ার থনে ধাওয়া খাইয়া ফেরৎ আহনের পরথাইকাই এই ব্যাডায় এই রকম উল্ডাপাল্ডা কথাবার্তা কইতাছে।

এইদিকে আর এক খবর হুনছেন নি? যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়াতে ডিউটি করুইন্যা মছুয়াগুলার জন্যি গম, ডাল্‌ডা আর সয়াবিনের তেল লইয়া একটা আমেরিকান জাহাজ গেল জুম্মার দিন চালনা বন্দরে আইছিল। আইজ-কাইল ঢাকার থনে খাবার পাড়ানো যাইতাছে না বইল্যাই জঙ্গী সরকার এই টিরিক্‌স করছিল। লগে লগে বিচ্ছুগুলা জাহাজডারে হেই কারবার কইর‌্যা দিলো। ঢাকার গবর্ণর হাউসে এই খবর আহনের পর ঠ্যাটা মালেক্যা আর পিঁয়াজী সা'বে অনেক Think কইর‌্যা দেখলো যে আমেরিকান জাহাজ হওনের গতিকে এই খবরডা চাপিস্ করন খুবই মুস্কিল হইবো। তাই ঢাকার খবরের কাগজের এডিটরগে লগে গুফতাগু কইর‌্যা একটা ভোগাচ্ নিউজ তৈরী করলো। কইতে হইব, এই আমেরিকান জাহাজের মাইদ্দে বাঙালিগো লাইগ্যা খাবার আইতাছিল। তা' হইলেই তো পাবলিকরে ভোগা মারনের সুবিধা হইবো। যেই রকম বুদ্ধি, হেই রকম

কাম। ব্যাডায় তো' আবার ভাসুরের নাম মুখে আনতে পারে না। তাই কইয়া হেলাইছে, হিন্দুস্থানী এজেন্টরা পরায় একশ' মাইল ভিতরে চালনা বন্দরে কারবার কইর‍্যা আবার বহাল তবিয়তে ফেরত চইল্যা গেছে। মালেক্যা-পিঁয়াজীর মাথায় কি বুদ্ধি! মাথা দুইডা ঝাঁকি দিলে অক্করে নারিকেলের মতো ঘং ঘং কইর‍্যা আওয়াজ হয়।

এতো কইরা না করলাম, মাতব্বরী মারাইছ না। ঢাকা টাউন Normal হইছে বইল্যা ঠ্যাটা মালেক্য-পিঁয়াজী যে সব কথা কইতাছে– সেই সব ভোগাচ্ বার্তা হুনিস্ না। নাঃ আমার কথা হুনলো না। আমাগো মাওলানা ইছাহাক মন্ত্রী হইয়া কি খুশি! মোটর গাড়ি কইর‍্যা বেডাকাউঠ্যা মাওলানা ঢাকা টাউন দেখতে বারাইছিল। মেডিকলের কাছে ঘ্যাটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্– কি হইলো, কি হইলো? বিচ্ছুগুলা কেইস খুবই খারাপ কইরা ফেলাইছে। মন্ত্রী মাওলানা ইছাহাকের গাড়ির মাইদ্দে বোমা মারছে। মাওলানা ইছাহাকের উপর ইচ্ছামতো কারবার হইছে। গাড়ি শ্যাষ। বেডায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের বেডের মাইদ্দে হুইত্যা অখন খালি দম খিঁচতাছে। আজরাইল ফেরেশতার দরবারে যাওনের লাইগ্যা মওলবী সা'ব সিংহাতিকভাবে টিরাই করতাছে। হেই যে কইছিলাম– ঠ্যাটামালেক্যার মন্ত্রীরা সব– একটুক্ হিসাব কইর‍্যা চইলেন। বিচ্ছুগুলার লোট বই-এর মাইদ্দে আপনাগো নাম-ঠিকানা, চেহারা মোবারকের লিস্টি দেখছি। এলায় বুজছেন কীর লাইগ্যা কইছিলাম? আমাগো ছক্কু কি খুশি! আল্লায় সারাইছে। হেরে তো ঢাকার থনে মন্ত্রী বানাইতেও পারতো? ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া কিছুই বিশ্বাস নাইক্যা। হেইদিন তো Radio-র মাইদ্দে Student গো ডাক দিছে। ব্যাডায় ছাত্রগো লাইগ্যা কী কাঁন্দন! আপনারা কইলেই দৌড়াইয়া আইস্যা স্কুল-কলেজে Join কইর‍্যা ফলান। বিচ্ছুগুলার গাবুর মাইরের গতিকেই গায়েবী আওয়াজ থাইক্যা আপনাগো Call করতাছি। আপনারা না আইলে কিন্তুক আমাগো চাকরি not হইয়া যাইবো।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম। তেলেসমাতি কারবার। ঢাকার ছেক্রেটারিয়েটে অখন তেলেসমাতি কারবার শুরু হইছে।



**২৮ অক্টোবর ১৯৭১**

লাহুর-ঢাকার থনে আবার কড়া কিসিমের খবর আইছে। অখন হেগো মাইদ্দে তুফান মাইর পিট লাইগ্যা গ্যাছে। কনভেনশন মুছলমান লীগের বঙ্গাল মুলুকের পেরধান শামছুল হুদারে পাকিস্তান মুছলমান লীগের পাঞ্জাবি ছেক্রেটারি মালিক মোহাম্মদ কাশেম্যায় আৎকা ডিশ্‌মিশ্ কইরা বইছে। শামছুল হুদাও কম যায় নাইক্যা। ব্যাডায় কইছে যেইখানে মুছলমান লীগের কাউন্সিলরা আমারে Elect করছে, হেইখানে Working Committee-র ডিশ্‌মিশ্ করনের কোনো ক্ষেমতাই নাইক্যা। এই কথা না কইয়া হুদা সা'বে ঢাকায় খাওয়াজা হাছন আসকারী সা'বের শাহবাগের জমিনের উপর

তৈরি করা মুসলমান লীগের বিল্ডিং আর অফিস দখল কইর‌্যা বইছে। মাইর খাওনের চান্সিং হওনের গতিকে মালিক মোহাম্মদ কাশেম্যায় তার লিডার ফকা, চৌধুরীর লগে চুপচাপ একটা হোটেলের মাইদ্দে মিডিং করছে। হেরপর ফকায় কইছে শামছুল হুদার মেম্বারশিপ পর্যন্ত কেনচেল কইর‌্যা দিলাম। আমাগো পাতলা খান গল্লীর মের্হামত মিয়া খস্ খস্ কইর‌্যা ঠ্যাং খাউজাইয়া কইলো, 'ভাইসা'ব, বাঙালিরা তো' চুয়ান্ন সালের Election-এর টাইমেই মুছলমান লীগরে ঘাউয়া বানাইয়া থুইছে। তা' হইলে হগ্গল Election-এ ডাব্বা মাইরাও এই ব্যাডারা চলতাছে কেমতে? আর এই মুসলমান লীগের মাইদ্দে এতোগুলা ভাগাভাগি হইলো কেমতে?

মের্হামত মিয়ার Brain আইজ কাইল খুবই খোল্তাই হইতাছে। বেডায় অখন History জানবার চাইতাছে। তয় কইতাছি। খেয়াল কইরা হুনিস্। 'সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ওস্তাদ আইয়ুব খান আটান্ন সালে মেসিনগান-কামান দেখাইয়া ক্ষেমতা দখল করণের পর হগ্গল পাট্টি বেআইনী কইরা থুইলো। বচ্ছর কয়েক বাদে মওলবী সা'বে খাতির জমা কইরা Power-এর থাকনের লাইগ্যা করাচীতে সমুন্দরের পাড়ে শরাবন তহুরার ফোয়ারা দিয়া মুছলমান লীগরে জিন্দা কইরা নিজেই এইডার পেরধান হইয়া বইলো। এইডারই নাম হইতছে কনভেনশন মুছলমান লীগ। কিন্তু পাঞ্জাবের মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, মাইনকাচরের আবুল কাসেম্যা আর কুমিল্লার দাড়িকুল ইসলামে মিল্যা দুই লম্বর কাউন্সিল মুছলমান লীগ বানাইয়া বইলো। আগায় খান পাছায় খান পেশোয়ারের খান আব্দুল কাইয়ুম খান দেখলো হেরে কেউ পোস্ট দেয় নাইক্যা। তাই অন্য কেউ যাতে কইর‌্যা পরে হের পাট্টিডারে কাইড়্যা নিতে না পারে, হেইর লাইগ্যা নিজের নামেই একটা মুছলমান লীগ খুইল্যা বইলো। এইডা এই যেমন লাগে ফুলবাড়িয়া হাটের মাইদ্দে ছালা পাইত্যা একটা আদা-রশুনের দোকান খুইল্যা বইলো আর কি? এই তিন লম্বরের নাম হইতাছে 'কাইয়ুম মুছলমান লীগ'।

কনভেনশন মুসলমান লীগের ফাটাফাটি কাথা তো আগেই কইছি। এলায় কাউন্সিল মুছলমান লীগের ক্যাচ্কা মারামারির History কইতাছি। আসলে এইডা হইতাছে দুইজনে তিনডা পাট্টি। আঃ হাঃ! আগেও একদিন কইছিলাম। আইজ Reference আইলো বইল্যা কইতাছি। ঠ্যাটা মালেক্যার মিনিস্টার ছল্লু মিয়ার হইতাছে One Man পাট্টি। হেতোনেই গোল কিপার আবার হেতোনেই সেন্টার ফরোয়ার্ড। কিন্তুক কাউন্সিল মুসলমান লীগের কাসেম্যায় একজন পাট্টি আবার দাড়িকুল ইসলাম একজন পাট্টি। দুইজন একলগে বইলেই Number থিরি পাট্টি। কাসেম্যা ভোগাচ্ মাইরা ঠ্যাটা মালেক্যার মিনিস্টার হওনের পর দাড়িকুল ইসলাম কি রাগ? হেশে গেনজাম করবো দেইখ্যা দাড়িকুলরে আমেরিকা সফরে পাডাইছে। এইদিকে কাইয়ুম মুসলমান লীগের মহা কেলেংকারিয়াস ব্যাপার হইয়া গেছে। রংপুরের 'ন্যাশ' কাদের, ময়মনসিংহের হাসিম উদ্দিনের লগে মিইল্যা আৎকা কাইয়ুম খানরে ধুম গাইল। এইসব গাইল পশতুতে তর্জমা হওনের লগে লগে 'ইচিশতে উ না খুরী বুদামের' কারবার হইয়া গেছে। কাজী

কাদের আর হাশিম উদ্দিন তিন লম্বর মুছলমান লীগ থনে অক্করে গেট আউট হইয়া গেছে। আমাগো ঢাকার নবাব ফেমেলির থুড়ি হাটখোলা রোডের 'ন্যাশ' কাদের অখন টের পাইছে যে খুলনার ছবুর সা'বে পর্দার পিছন থাইক্যা জব্বর খেইল করছে।

বেডায় কাদের আর হাশিম উদ্দিনের তোপের মুখে ঠেইল্যা দিয়া পিছন থনে কাডিং করছে। কাদেরয়্যায় কি রাগ? একটা লাম্বা Statement দিয়া কইছুইন, খান ছবুর অনেক দিন থাইক্যাই 'ডাবল গেম' খেলতাছে। এই বারের Election-এ আওয়ামী লীগ জেতনের পর ছবুর সা'বে একটুক লাইন করণের টেরাই নিছিলো। কিন্তুক হেরে আওয়ামী লীগওয়ালারা অক্করে ধাওয়াইয়া খেদাইছে। 'ন্যাশ' কাদের আর হাশিমউদ্দিন পানিতে পড়ছে দেইখ্যা, ভুট্টো সা'বের পিপিপি পাট্টির মাওলানা কাওসার নিয়াজী দুই ব্যাডারে Certificate দিয়া কইছে, 'বঙ্গালমুলুকের এই দুইজন লেতাই হইতাছে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী– হেরা ppp তে Join করবো। খবরের কাগজে এই রিপোর্ট দেইখ্যা দুই মিয়ার চক্ষু অক্করে টেরা হইয়া গেছে। চিল্লাইয়া উঠছে না-না-না; আমরা সমাজতন্ত্রী নই, আমরা চাইর লম্বর মুছলমান লীগ বানাইতাছি। ছক্কু আত্‌কা গলার মাইদ্দে খ্যাকরানী মাইর‍্যা কইলো, 'যেমন মনে লইতাছে ঈদুল ফেতরের আগেই হালি দুয়েক মুছলমান লীগ তৈরী হইবো। কিন্তু Election-এর Result তো গোল্লার লগে গোল্লা যুগ করলে গোল্লাই থাকে।

হ-অ-অ-অ এই দিকে ভুট্টো সা'বে আবার একটা ডেইনগারাস্ কাথা কইছে। জুলফিকার আলী ভুট্টো কইছে, 'ইলেকশনের টাইমে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান দল ভারী করণের লাইগ্যা কাইয়ুম খাঁরে বিশ লাখ টাকা দিছিলো।' লগে লগে কাইয়ুম খানের পাঠান ঘেটু লুন্দখোর, লাহুরের হীরামণ্ডিতে সাংবাদিক সম্মেলনে চিল্লাইয়া উঠছে, 'এইডা অক্করে বানোয়াট মিছা কাথা, ঝুট বাত্।' ভুট্টো সা'বে Drink কইরা উল্ডা পাল্ডা করতাছে। অল্প পানিতে পুঁটিমাছ খুব ফরফর করে। খুনী মাওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামীর গোলাম আজম বায়তুল মোকাররমের সামনে চাইরশ' জনের একটা বি-রা-ট Public মিডিং-একইয়া বইছে, 'পিপল্‌স পাট্টির চেয়ারম্যান ভুট্টো আসলে Anti Pakistani। ক্ষেমতায় যাওনের লাইগ্যা এই বেডায় পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যেকোনো কাম পর্যন্ত করতে পারে।'

ব্যাস্ কেইস খুবই খারাপ। পিপল্‌স পাট্টির কাওসার নিয়াজী তারিখে ইস্তেকলাল পাট্টির এয়ার মার্শাল আসগর খানের লগে সুর মিলাইয়া কইছুইন, 'বঙ্গাল মুলুকে রাজাকাররা স-অ-ব হইতাছে গুণ্ডা, বদমাইশ আর খুনীর দল। জামাতে ইসলামওয়ালারা এগো দলের মেম্বার কইরা রাজাকার বানাইছে।' হেইদিকে ডেরা ইসমাইল খানের ১৭জন পিপিপি লেতা এক Statement দিছে, 'দলে দলে বুড়া আইয়ুব খানের Supporter বা পিপল্‌স পাট্টিতে ঢুইক্যা পড়ছে। এগো লাত্‌থাইয়া খেদাইতে হইবো।'

এ্যাঃ এ্যাঃ! এইদিকে জমিয়তে ওলেমার মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরানী সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কাছে দরবার দিছে, 'এই মুহূর্তে কাদিয়ানী এম.এম. আহম্মদকে

খেদাইতে হইবো। আর কাফের কর্ণেলিয়াসরে দিয়া শাসনতন্ত্র বানানো না জায়েয কারবার হইবো।' এইসব মহা গেনজাম কারবারের মাইদ্দে হগগলের উপর টেক্কা মারছে লাড়কানার লাক্ড়া ভুট্টো। বেডায় ফরিনে যাওনের আগে এক মিডিং-এ Declare করছে '২৭শা ডিসেম্বরের মাইদ্দে পার্লামেন্ট না ডাকলে কেইস খুবই খারাপের দিকে যাইব।' কেমন বেডা একখান!

এই ছক্কু হেগো মাইদ্দে ফাটাফাটি আর গেনজামের কথা হুইন্যা হা কইর‌্যা রইছো কীর লাইগ্যা? বুঝছোস্ সেনাপতি ইয়াহিয়া এই হগ্গল পাট্টিরে এক কইর‌্যা বিচ্ছুগো লগে পাইট করণের হপন দেখতাছে।

হেইদিকে তো' নরায়ণগঞ্জের কালীরবাজার আর মুন্সীগঞ্জের গাজুরিয়ায় বিচ্ছুগুলার গাজুরিয়া মাইর আরম্ভ হইয়া গেছে। পশ্চিম দিকে সাতক্ষীরা, সুন্দরবন, গোপালগঞ্জ, গৌরনদী, বানারীপাড়া এইসব এলাকায় বিচ্ছুরা গরু খোঁজা কইর‌্যাও আইজ-কাইল আর মছুয়া পাইতাছে না। অক্করে ধলি। সব মছুয়াই অখন ভাগোয়াট্ কারবারের মাইদ্দে পড়ছে। কসবা, শালদিয়া, কুমিল্লা, ফেনী, চৌদ্দগ্রাম, ময়নামতির হেইমুড়া খালি কারবারের পর কারবার চলতাছে। মছুয়ারা কিল মারতে আইলেই বিচ্ছুগো হাতে গাবুর সাইজের থাপ্পড় খাইতাছে। গুতাইতে আইলেই লাথি খাইতাছে, চিরকিত্ হইলেই মেরামত হইতাছে। সিলেটের হাওড় এলাকায় মছুয়ারা গেলেই হাওয়া হইয়া যাইতাছে। রংপুর-দিনাজপুরের একই কারবার চলতাছে। আজরাইল ফেরেশতা অখন নতুন কেতাব বানাইয়া তুফান দৌড়াদৌড়ি করতাছে। খালি অমুক খান, তমুক খান, ডট্ ডট্ খান গয়রহ শিয়ালকোট, লাহুর, মন্টগোমারী পিন্ডি লিইখ্যা থুইতাছে। আর সেনাপতি ইয়াহিয়া সোবেহ্ সাদেকের টাইমে আজানের সুরে খালি তার ফরিন গার্জিয়ানগো ডাকতাছে।

কিন্তুক বিচ্ছুগুলার গাবুর বাড়ি যখন একবার শুরু হইছে তহন এউগুলারে থামাইবো কেডায়। হে মছুয়া সম্রাট ইয়াহিয়া, সাতমাস ধইর‌্যা বহুত ট্রিক্স করছিলা– Internal-External কত কিছু? অখন তাড়াতাড়ি কইর‌্যা পোলার হাংগা দিয়া মক্কায় যাওনের বুদ্ধি করলে কি হইবো? বঙ্গাল মুলুকের ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে যে সব মছুয়া ঠ্যাং হান্দাইছে তাগো বাঁচাইবো কেডায়? হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, লাহুর আর ঢাকার তনে আবার কড়া কিসিমের খবর আইছে।

## অক্টোবর ১৯৭১

কুফা। পাকিস্তান থাইক্যা আবার কুফা খবর আইতাছে। বঙ্গাল মুলুকে গড়বড় হওনের গতিকে পাকিস্তানের কলকারখানায় লাল বাত্তি জ্বলতে শুরু করছে। ন্যাশনাল টায়ার এ্যান্ড রবার কোম্পানিতে হেই কারবার হইয়া গেছে। মানে কিনা হেইখানে আইজ-কাইল

ভোমা সাইজের তালা ঝুলতাছে। পাকিস্তান টোবাকো কোম্পানি– যেখানে ছিকরেট বানায়, হেই কোম্পানিতেও মাত্র একদিনেই এক হাজার মজদুররে আস্‌সলামালাইকুম কইছে। মানে কিনা মাফ চাই মহারাজ– এলায় রাস্তা মাপবার পারেন। পজিশন অক্করে আমাগো ক্ষেমতার বাইরে গ্যাছেগা। করাচীর মিল-ফ্যাক্টরির থনে এ্যার মাইদ্দেই হাজার হাজার মজদুর বেকার হইয়া পড়ছে। বঙ্গাল মুলুক থাইক্যা যেই সব ডাহিনা মুড়া দিয়া লিখইন্যা ব্যবসায়ী শিল্পপতি বিচ্চুগুলার খাতির জমা কারবারে ভাগোয়াট্ হইয়া আছিলো, হেরা অখন পাকিস্তানের ক্যাডাবেরাস্ অবস্থা দেইখ্যা পূর্বআফ্রিকা, বাহরায়েন, কুয়েত ভাগ্‌বার তাল তুলছে।

লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি, লায়ালপুর, শিয়ালকোট, এলাকার মিল ফ্যাক্টরিগুলাতেও মালিকরা ধেনাধন্ Lock-out শুরু করছে। ভোমা ভোমা সাইজের মালিকগুলা মজদুরগো গাবুয়া পিডানীর ডরে মিলের দরজায় তালা দিয়া ভাগতাছে। মালপত্রের বিক্রি-পাট্টা বন্ধ হওনের গতিকেই এই অবস্থার সৃষ্টি হইছে। পাকিস্তান আইজ-কাইল অক্করে বেকারস্থান হইয়া গ্যাছে। এই রকম একটা অবস্থায় কোরেশী নামের এক পাঞ্জাবি বেকার পোলায় হেইদিন করছে কী? রাওয়ালপিন্ডিতে যাইয়া– আমার কান্দন আইতাছে, কমু না, কমু না?– কইতাছি, কইতাছি, কইতাছি। কাপড় ধইর‍্যা টাইনন না, কাপড় ধইর‍্যা টাইনেন না। হেই বেডায় ঠিক বাইছ্যা বাইছ্যা এম.এম. আহম্মকের ঘরে ঢুইক্যা ইয়া আলীর কারবার কইর‍্যা দিলো। একটা চকচকা ছোরা আহম্মকের পেটের মাইদ্দে হান্দাইয়া দিলো।

ছক্কু মিয়া হাতের আঙ্গুলের থনে বেবাক চুনা একবারে মুখের মাইদ্দে দিয়া কোঁত কইরা মুখের পানের পিকগুলা গিইল্যা খাইয়া আস্তে কইর‍্যা কইলো, 'এই কোরেশী ব্যাডায় আহম্মকরে চিনলো কেমতে? সাইডের থনে মেরামত মিয়া অক্করে ফাল্ পাইড়া উডলো, 'আরে এই ছল্লু মিয়া, থুক্কুঃ– হেইডা তো আবার ঠ্যাটা মালেক্যার মন্ত্রী হইয়া গ্যাছেগা। এই ছক্কু মিয়া, লেখাপড়া তো' আবার শিখিস্ নাই– মানচিত্র বুঝছোস্– মানচিত্র থাইক্যা নিছে।' ছক্কু তখনো হা কইর‍্যা রইছে। আমি কইলাম, 'আবে এই ছক্কু, মুখ বন্ধ কর– মাছি হান্দাইবো। মানচিত্রের Meaning ডা আমি কইয়া দিতাছি। মানচিত্র মানে হইতাছে তসবির– মানে ফটো। লাহোরের ইমরোজ কাগজের মাইদ্দে আহম্মক সা'বের ফটো বারাইছিল। হেই ফডোওয়ালা কাগজটা বগলে লইয়া এই কোরেশী রাওয়ালপিন্ডিত গেছিলো। তারপরে বুঝতেই পারতাছোস্! খতির জমা কারবার হইয়া গেল। ব্যাডায় আহম্মক এখনো নাকি মেলেটারি হাসপাতালে ফলসিং দম লইয়া বাঁইচ্যা আছে। করাচীর থনে ফিইর‍্যা আইস্যাই হেইদিন সেনাপতি ইয়াহিয়া আহম্মকটারে দেখতে গেছিলো।

হ-অ-অ-অ এইদিক্কার কারবার হুনছেন নি? ছক্কু অক্করে ফাল্ পাইড়্যা উডলো– 'হুনছি, হুনছি এইদিক্‌কার কারবার হুনছি। এইদিকে স-অ-ব অক্করে Normal। 'ছক্কুর কথায় আমি অক্করে থ' বইন্যা গেলাম। তয় কি ঠ্যাটা মালেক্যায় আবার নতুন ট্রিক্‌স

করলো নাকি? ছক্কু তার খয়েরী রং-এর দাঁতগুলা বাইর কইর‍্যা একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিয়া কইলো, 'ছ্যার, আপনারেও কেমন ভোগা মারলাম। ছয়মাস ধইর‍্যা যা' দেখতাছি তাতে মনে হইতাছে, বঙ্গাল মুলুকে বিচ্ছুগুলার কায়কারবার মানে কিনা ডিনামাইট, Hand granade দিয়া রাস্তাঘাট, রেল লাইন, ব্রিজকালভার্ট উড়ানো, মাইন দিয়া জাহাজ-স্টিমার ডুবানো, বেশুমার মছুয়া-রাজাকার হত্যা আর একটার পর একটা এলাকা মুক্ত করাটাই তো' Normal কারবার। ক্যামন বুঝতাছেন? বঙ্গাল মুলুকে অক্করে Normal হওনের অবস্থার মানেটা কী? তাই কইছিলাম বঙ্গাল মুলুকে বিচ্ছুগুলাও Normal কারবার করতে চায়, ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীও Normal করতে চায়। অখন দুই Normal-এর মাইদ্দে তুফান পাইট চলতাছে।' ছক্কুর বুদ্ধি দেইখ্যা আমি অক্করে অবাক হইয়া গেলাম।

দিন দিন বেডার Brain টা খোলতাই হইতাছে। এইদিকে দুইডা খবর এক লগে আইছে। কোন্‌টা থুইয়া কোনটা কই? বিচ্ছুগুলা একটা খুবই খারাপ কারবার করছে। দিনা কয়েক একটা ছেরাবেরা কারবারের খবর চাপিস কইর‍্যা থুইছিল। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন বহনের লগে লগে এই খবরডা 'তওফা' মানে কিনা উপহার দিছে। মুক্তি বাহিনীর বিচ্ছুগুলা ঠিক হিসাব কইর‍্যা এর মাইদ্দে খুলনা জেলার মঙ্গলা পোর্টে– আহারে– একটা Normal কারবার করছে। বাইছ্যা বাইছ্যা মার্কিনী জাহাজ ইউ.এস.এস. নাইটিঙ্গেল'রে মাইন দিয়া উড়াইছে আর পাকিস্তানী জাহাজ 'আল মুরতাজা'রে অক্করে হোড়ল কইর‍্যা দিছে। হেইডার মাইদ্দে ঘল ঘল্ কইর‍্যা পানি হান্দাইতাছে। হেই-ই যে ঠ্যাটা মালেক্যা পিঁয়াজী সা'বরে সাজিশন করছিল, রাস্তাঘাট আর রেল লাইনের ছেছ্‌ছেরা অবস্থা হওনের গতিকে দরিয়া দিয়া যাতায়াত শুরু করলে কেমন হয়? এইডা তারই জবাব। আত্‌কা আমাগো সেরকাটু মোহাম্মদ তপন ঝাঁইড়া খাড়ায়া পড়লো। কইলো, 'ভাইসা'ব মনে হইতাছে, এই বিচ্ছুগুলা ইচ্ছামতো কারবার করতাছে। আমার বিশ্বাস আল্লায় হগ্‌গল রাজাকার আর মছুয়াগো মউত এই বঙ্গাল মুলুকে হইবো বইল্যা লিইখ্যা থুইছে। না হইলে যতই দিন যাইতাছে, ততই এই বিচ্ছুগুলার ক্ষেমতা বাড়তাছে কেম্‌তে? এর মাইদ্দে আবার কইছে মুক্তি বাহিনীর জন্য অফিসার রিক্রুটমেন্ট শুরু হইছে। তয় কি আসল মাইর এখনও শুরু হয় নাইক্যা? এদ্দিন ধইর‍্যা বিচ্ছুগুলার নমুনা কায়কারবারেই মুছুয়াগুলা হুইত্যা পড়ছে। আসল জিনিষ শুরু হইলে না জানি কী হয়? হেইদিকে বলে মুক্ত এলাকায় আরো হাজারে হাজারে বিচ্ছু তৈরী হইতছে।' সেরকাটু মোহাম্মদ গলার মাইদ্দে একটা জোর খ্যাকারানী মাইর‍্যা কইলো, 'ভাইসা'ব, আর একটা খবর তো' কইলেন না?'

আঃ হাঃ! চেইতেন না, চেইতেন না। কইতাছি। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে জঙ্গী সরকার একটা জব্বর টিম পাঠাইছে। পয়লা নম্বরেই হইতাছে চুম-পাজামা ছিরিহট্ট নিবাসী মাহমুদ আলী। এই বারের ইলেকশনে বঙ্গাল মুলুকে হারু মেম্বারগো মাইদ্দে ফার্স্ট। মানে কিনা সেনাপতি ইয়াহিয়া যখন Order দিলো সবচেয়ে কম ভোট

পাওয়াইন্যা বেডারে আমার দরকার। ব্যাস চুষ-পাজামার কপাল খুললো। Progress রিপোর্ট লইয়া আব্বাজানের অক্করে গোদের মাইদ্দে যাইয়া বইয়া পড়লো। দুসরা লম্বরে হারু পাট্টির নেতা শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান। বাড়িতে উর্দু কথা কয়। মালখান কী রকম বুঝতে পারতাছেন তো'। ইলেকশনে আওয়ামী লীগের হাতে ক্যাঁচকা মাইর খাইয়া বেডায় বাংলা নেশনাল লীগের তরফ থাইক্যা বাজীমাত্ করণের লাইগ্যা ফেব্রুয়ারি মাস থাইক্যা বাংলাদেশ আজাদী করণের ডাক দিছিলো। কিন্তু ২৭শা মার্চ যহন হের তোপখানা রোডের বাড়িতে মছুয়ারা খামুখা দুইজনরে মার্ডার করলো, তখন লেজ গুটাইয়া শাহ সা'বে পিঁয়াজীরে কইলো, 'ছ্যার ম্যায় তো বিহারী হুঁ, যো বোলা থা উতো Political Stunt থা।' তিসরা নম্বরে 'খাউপসৃটা' সাদী। বগুড়ায় 'খাইপসৃটা' কয়। যমুনা নদীর দক্ষিণে কয় 'খাচ্চোর'। এ হেনো সাদীরে চিনা খুবই মুস্কিল। মুখে দাড়ি– মাথায় টুপি কিছুই নাইক্যা, ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে কোনোই জ্ঞান তার হয় নাই। দুনিয়াতে বদমাইশী কাম এমন নাই যা করে নাই। কিন্তুক এইবার বগুড়ার থনে ইসলামের দোহাই পাইড়া ইলেকশনে চাঙ্গিং করছিল। Result as usual. মানে কিনা যাহা হইবার তাহাই হইয়াছে। এ.টি.সাদী ব্রাকেটে দরদী সংঘ সাহেব 'সসম্মানে' জামানত বাজেয়াপ্তসহ পরাজিত হইয়াছেন। এই ব্যাপারে সাদী সাহেবের অতীত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। তা এইবার Election-এর Result আগে হইতেই আন্তাজ করিতে পারিয়া ভদ্রলোক ইসলাম পছন্দওয়ালাদের নিকট হইতে যে মাল-পানি পাইয়াছিলেন তাহার দশভাগের এক ভাগ খরচ করিয়া বাকী পকেটস্থ করিয়াছেন। ঢাকার ছলিমুল্লাহ মুছলিম হলের ছাত্র থাকার সময় ছুটির মাইদ্দে বেডায় একবার বারান্দার হগগল ইলেকট্রিক বাল্ব চুরি, থুড়ি গাঁমছা মাইর‍্যা বেইচা দিছিলো। এখনও পর্যন্ত বেডায় এইভাবেই সংসার চালাইতাছে। এই মালরে খুঁইজ্যা বাইর করণের লাইগ্যা ঠ্যাটা মালেক্যার কোনোই কষ্ট হয় নাইক্যা। কেননা মাল্ডা বগুড়ার বদলে ঢাকাতে বইস্যাই মালেক্যার লগে Connection রাখছিল। এরপর রইছে রিফিউজি রাজিয়া ফয়েজ। হের আব্বাজান সৈয়দ বদরুদ্দোজা ইন্ডিয়াতে Spying-এর ব্যাপারে আট্কা পড়ছে। লগে লগে ইয়াহিয়া দোজ্জা সা'বের মাইয়ারে জাতিসংঘ ডেলিগেশনের মেম্বর বানাইছে। এলায় বুঝছেন, ঠ্যাটা মালেক্যায় চা-পাট-চামড়ার অভাবে কি ধরণের মালপত্র Export করছে। আমাগো চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী লন্ডনে যাইয়া কইছে, 'বঙ্গাল মুলুকের অবস্থা অক্করে Normal।' এইদিকে বকশী বাজারের ছক্কুও কইতাছে 'অবস্থা অক্করে Normal'– বিচ্ছুগুলার তুফান কারবার চলনেই অবস্থা Normal রইছে। এলায় ক্যামন বুঝতাছেন?

হ-অ-অ-অ হেইদিক্কার কারবার হুনছেন নি? হেইদিন ঠ্যাটা মালেক্যায় একটা কাম করছিল। হবু চন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রীগো শপথ লওনের পর গভর্ণমেন্ট হাউসের একটা কামরার মাইদ্দে লইয়া কইলো, 'আপনাগো মাইদ্দে যারা যারা বিচ্ছুগো ডরান হেইগুলা এই মুড়া আলাদা হইয়া বসেন। পালের গোদা মাইনক্যাচরের আবুল কাসেম যাইয়া বহনের লগে লগে বাকীগুলা সুড় সুড় কইর‍্যা যাইয়া বইলো। কিন্তু একী? একটা

মাল আর গেল না। হেইডা হইতাছে ছুলু মিয়া, মানে কিনা মোহাম্মদ ছোলায়মান। বেডায় কইলো কি জানেন? হেতোনের ওয়াইপ, মানে কিনা বিবি সা'বে হেরে কইয়া দিছে, 'হগগল টাইমে খেয়াল রাখবা, যেইদিকে লোকজন কম থাকে হেইদিকে থাকবা।' ছ্যার হেইর লাইগ্যাই আলগা হইয়া বইস্যা আছি। আসলে বিচ্ছুগুলার ডরেইতো মন্ত্রী হইছি। যেখানেই যামু হেইখানেই তো গার্ড থাকবো। কেমন বুঝতাছেন? ছুলুর কারবার সারবার।

হেইর লাইগাই কইছিলাম কুফা। ঢাকা-করাচী-ইসলামাবাদের হগ্গল জায়গাতেই আইজ-কাইল কুফা অবস্থা চলতাছে।

# ১০০

**অক্টোবর ১৯৭১**

ক্যারে হা করা আও করিচ্ছু না ক্যা? ক্যারে মগরা চোখা, লোক্ করে আছু ক্যা। কবু না? সূর্যের উপকারিতা কি?

হামি কমু, হামি কমু? 'সূর্যের উপকারিতা স্যার? সূর্যের আগুন দিয়া না, বেঁড়ি ধরান যাবি।'

কি কলু? সূর্যের আগুন দিয়া বেড়ি ধরাবু?— হেডা ক্যাংকা করে হয়রে?

আসামের মাইনক্যাচরের আবুল কাসেম [illegible]ল সাং প্রযত্নে ঠ্যাটা মালেক্যা, এই রকম একটা কারবার কইর‍্যা ফেলাইছে। ব্যাডায় দুইজন মাইনষের তিনডা গুরুপের পাট্টি কাউন্সিল মুসলমান লীগের মাইদ্দে ল্যাং মাইর‍্যা দারিকুল ইসলামেরে চিৎ কইর‍্যা ফালাইয়া মন্ত্রী হওনের পর ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাওনের টেরাই নিতাছে। হাজার হইলেও পুরানা হাড্ডি। মরা পাকিস্তানের পয়লা জামানার বেডায় একবার পার্লামেন্টে প্রস্তাব করছিল, বিশ বছরের লাইগ্যা হগ্গল Opposition পাট্টিরে বেআইনী ঘোষণা করলে ক্যামন হয়?

এইবার মন্ত্রী হওনের লগে লগে ব্যাডায় সেনাপতি ইয়াহিয়া খানরে মাখ্খনবাজী করণের লাইগ্যা পুরানা বোতলের বটিকা বাইর করছে। এইটার নাম 'ছত্রিশা মহাশক্তি জীবন রক্ষক বটিকা।' আর নিজে পেরতেক দিন সকালে 'তাল মাখ্না' খাইতে শুরু করছে। ওস্তাদে কইছে, 'তেল তিসি তাল মাখনা– খায় জানানা হয় মরদানা'। কাসেম্যায় ইয়াহিয়া সা'বের কাছে দিলের মাইদ্দে থাইক্যা আরজ করছে, 'হুজুরে আলা, পাকিস্তানের মাইদ্দে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে এক পাট্টির শাসন কায়েম কইর‍্যা ফেলান। বাকী হগ্গল পাট্টিরে বেআইনী কইর‍্যা দেন।' কাসেম্যায় অনেক Think কইর‍্যা দেখছে, এক পাট্টির কারবার হইয়া গেলে তো' নমিনেশন পাইলেই যথেষ্ট। কী মজা! কী মজা! Election-এ হারনের ব্যাপার থাকবো না। আল্লায় সারাইছে। ভ্যাগ্যিস্ এইবার আব্বাজান ইয়াহিয়া সা'ব ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া হগ্গল হারু পাট্টির মালগো খুঁইজ্যা বাইর কইর‍্যা মন্ত্রী বানাইয়া World

Record করছে। হেইর লাইগ্যাই তো এই রকম একটা চান্সিং হইছে। এখন এলাকার মাইনষেরে কওন যাইবো। No, No, No, এলাকায় না, এলাকায় না। অংপুর এলাকায় তো আবার বিচ্চুগুলার গাবুর মাইর চলতাছে। বিবি সা'ব পোলাপান গো কওন যাইবো, মছুয়াগো জামানায় Election-এ হারু ব্যাডারাই কেমন সোন্দর মন্ত্রী হয়। কিন্তুক কাসেম্যায় এক পাট্টির ব্যাপারটার মাইদ্দে বুঝতে ভুল কইর‍্যা ফেলাইছেন। পাকিস্তানের তো ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাস থনেই এক পাট্টির রাজত্ব চলতাছে। খ্রিষ্টান কিলারের Lover বুড়া আইয়ুব খানের টাইম থাইক্যাই তো' মছুয়া পাট্টির শাসন কায়েম হইছে।

আমাগো মেরহামত মিয়া আৎকা খক্ খক্ কইরা কাইস্যা উডলো। ম্যাচ্ বাত্তির কাডি দিয়া কান খাউজ্যাইয়া কইলো, 'বুঝছি, বুঝছি, পাকিস্তানের মাইদ্দেই তো' চাইড্ডা মাত্র পাট্টি আছে না? পয়লা মছুয়া পাট্টি–মানে মেলেটারি; দুস্‌রা অফিসার পাট্টি মানে এম.এম. আহম্মকের দল; তিস্‌রা শিল্পপতিগো পাট্টি মানে আদমজী-ইস্পাহানী-ফ্যান্সী-দাউদ-সায়গল আর চাইর নম্বরে হইতাছে ব্যবসায়ী পাট্টি মানে দাদা-আব্দুর রহমান-আব্দুল গনির দল। আমাগো ছক্কু মিয়া পচ্চৎ কইরা একগাদা পানের পিক ফালাইয়া কইলো, 'তা হইলে যে দেখতাছি, তিনডা মুসলমান লীগ, হুক্কা নছরুল্লার পিডিপি, ছল্লু মিয়ার কে. এস.পি. খুনী মওদুদীর জামাত, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর লেজামে ইসলাম, মওলানা হাজারভির জমিয়তে উলামা, লাড়কানার ভুট্টোর পিপিপি– এইগুলা সব ঘেটু পাট্টি নাকি? বড় বড় গয়না নাওয়ের পিছনে যেমন কইর‍্যা একটা ছুডো নাও বান্ধা থাকে, হেইরকম একটা ব্যাপার নাকি? আমি দুইজনের বুঝবার ক্ষেমতা দেইখ্যা অক্করে থ' বইন্যা গেলাম। দিনে দিনে ছক্কু আর মেরহামত মিয়ার Brain অক্করে খোল্‌তাই হইতাছে।

আইজ-কাইলকার দুনিয়ার মাইদ্দে একটা আবিষ্কার খুবই জব্বার হইছে। হেইডা হইতাছে, যখনই কোনো নেতা আন্তাজ করতে পারে যে পাবলিকে তারে বেশি ভালোবাসইস্যা ফেলাইছে, মানে কিনা যেকোনো টাইমে একটুক্ ঘষাঘষির কারবার কইরা ফেলাইতে পারে, তখন ব্যাডায় আর পাবলিক মিডিং করে না। মোক্ষম দাওয়াই রইছে– যার নাম সাংবাদিক সম্মেলন। হেই কাম শুরু কইর‍্যা দেয়। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় গেল সাড়ে ছয় মাসের মাইদ্দে কোনো Public Meeting হয় নাইক্যা। কারণ হেইখানকার হগ্‌গল হারু পাট্টির নেতারা পাবলিকের ঘষাঘষির ব্যাপারে খুবই ডরাইতাছে। এর উপর আবার রইছে বিচ্চু। তাই হারু পাট্টির নেতারা অখন খালি সাংবাদিক সম্মেলন করতাছে। এইসব নেতাগো মাইদ্দেও আবার এই রকম মাল রইছে যারা সাংবাদিক সম্মেলনরেও ডরাইতাছে– ঠ্যাং কাঁপে। তাই ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা আর একটা দাওয়াই বার করছে– হেইডার নাম বিশেষ সাক্ষাৎকার।

মানে মেজর সালেক গবর্ণমেন্টের মাইনা করা এ.পি.পির থনে না হইলে রেডিও গায়েবী আওয়াজ থনে একটা পোলারে হেই নেতার কাছে পাডাইয়া দেয়। ব্যাস্, হারু পাট্টির নেতায় জাতির উদ্দেশ্যে কতকগুলা মিছা কথা হড় হড় কইয়া ফেলাইলো। লগে

লগে ঢাকার সোয়া তিন হাজার সার্কুলেশনওয়ালা পাকিস্তান অবজার্ভার, মর্নিং নিউজ, পূর্বদেশ, দৈনিক পাকিস্তান, সংগ্রাম, আজাদ– এইসব কাগজ ভোমা ভোমা সাইজের হেডিং দিয়া ছাপাইয়া দিলো। হেইদিন খাসীর গুর্দার শুরুয়া দিয়া তন্দুর রুটি খাইয়া পাকিস্তান অবজারভারের মাহবুবুল হক যাইয়া মেজর সালেকরে কইলো কি 'স্যার কিছু রাইফেল, মেশিনগান, Hand granade গোটা দুই টেবিলে সাজাইয়া ফডো তুইল্যা খবরের কাগজে ছাপাইলে কেমন হয়? আমরা কমু এইগুলার নাম মুখে আনা যায় না– হেগো কাছ থনে দখল করছি। তা' হইলেই তো' আমাগো সোলজার আর রাজাকারগো Morale Strong হইবো। যেমন বুদ্ধি, হেমন কাম।

পরদিন সকালে ঢাকার খবরের কাগজের মাইদ্দে কী সোন্দর এই ফডো বাইরাইলো। কিন্তু মাহবুব সা'ব আপনার ওস্তাদ হরিবল হক তো কায়দা কইরা ফরিনে ভাগছে। আপনে Election-এ হারনের পর এতো তেল মালিশ কইর‍্যাও তো ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীর নেক নজরে পড়তে পারলেন না? আপনার কপালডাই কুফা। আম-ছালা দুইডাই হারাইলেন। এইডারেই কয় Mango Gunny Bag, Both Gone.

এর মাইদ্দে কারাবর হুনছেন নি? এয়ার মার্শাল আসগর খানরে চিনছুইন। হেই যে ব্যাডায় আইয়ুব খানের টাইমে পাকিস্তান বিমান বাহিনীর পেরধান আছিলো। হেতোনে ঢাকায় একটা সাংবাদিক সম্মেলন করছে। মার্শাল সা'বের কথাবার্তায় ঠ্যাটা মালেক্যা-জেনারেল পিঁয়াজীর কি রাগ? লগে লগে মেজর ছালেক কয়েকটা খবরের কাগজ, রেডিও আর টেলিভিশন অফিসে টেলিফোন কইর‍্যা দিলো। ব্যাস্ এয়ার মার্শাল আসগর খানের খারাপ কথাবার্তাগুলা আর কেউই জানতে পারলো না।

ছক্কু অক্করে ফাল্ পাইড়্যা উঠলো, 'কী কথা কইছে হেইডা কওন লাগবো।' কইতাছি, কইতাছি। তাই বইল্যা পাজামার বন ধইর‍্যা টাইনেইন না। আসগর সা'বে কইছে, মালেক্যা-পিঁয়াজী মিল্যা যেসব শান্তি কমিটি বানাইছে, হেরা Riot কইর‍্যা বেড়াইতাছে আর মালেক্যার মন্ত্রীসভা অক্করে কুফা–পাবলিকে সেইগুলার গতরের মাইদ্দে থুক্ দেয়। হেইগুলারে ডেরেনের মাইদ্দে থাইক্যা তুইল্যা আনছে। আপনারাই কন? এইসব কথাবার্তা চাপিস্ করণ ছাড়া আর কোনো রাস্তাই নাইক্যা।

হ-অ-অ-অ এইদিক্কার কারবার কই নাই, না? বিচ্চুগুলা দিনা কয়েক হইলো গাইবান্ধা মহকুমায় অক্করে ছেরাবেরা কাম কইর‍্যা ফেলাইছে। গেরামের মাইদ্দে যেমনে কইর‍্যা ঢেঁকির মাইদ্দে পাড় দিয়া ধানর থনে চাইল বাইর করে, বিচ্চুগুলা রাজাকার আর মছুয়াগুলারে হেইরকম এটা কারবার কইর‍্যা ফেলাইছে। আরে দৌড়-রে দৌড়। কিন্তু দৌড়াইয়া যাইবো কোন মুড়া– অ্যাঃ! ব্রহ্মপুত্র নদীর দুইদিকেই তুফান কারবার শুরু হইয়া গেছে। ময়মনসিংহ-সিলেটের উত্তর মুড়া থাইক্যা গাইবান্দা-কুড়িগ্রাম-ঠাকুরগাঁ অক্করে মছুয়াগুলার গোরস্থান হইয়া গেছে। এর মাইদ্দে আবার চাপাইনবাবগঞ্জ, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল, নোয়াখালীর থনের মাজমাডার খবর আইতাছে। জেনারেল পিঁয়াজীর একটাই অর্ডার, 'রাজাকার লোগকো মরণে দেও, মগর মছুয়া বাঁচাও' কিন্তুক

মরণে যাগো ডাক দিছে তাগো বাঁচাইবো কেডা? আগেই কইছিলাম এক মাঘে শীত যাইবো না! অখন কাঁদলে কি হইবো?

# ১০১

অক্টোবর ১৯৭১

আইজ একটা ঘটনার কথা মনে পইড়্যা গেল। বচ্ছর দশেক আগেকার কথা। আমাগো ছক্কু ঠ্যাটা মালেক্যার জেলা কুষ্টে আর যশোর বেড়াইবার গেছিলো। দিনা পনেরো বাদ ছক্কু মিয়া টেরনে কইর‍্যা ঢাকায় ফেরত আইলো। তখন সিদ্দিক বাজারের বগল দিয়া ফুলবাড়িয়া স্টিশনে নামন লাগতো। ছক্কু কুস্টে আর যশোরের মাইদ্দে দেখছে হেইখানে কেতাবের বাংলায় Public-এ কথা কয়। অনেক কষ্ট কইর‍্যা ছক্কু এই কেতাবী বাংলা রপ্ত করছিল। টেরেনের থনে ফুলবাড়িয়া স্টিশনে নাইম্যা ভাবলো এখন থাইক্যা কুষ্টে-যশোরের ভালো বাংলা কইতে হইবো। ইস্টিশন থাইক্যা বাইর হইয়াই একটা চক্‌চকা দেইখ্যা রিকশাওয়ালারে বোলাইলো। 'ওহে রিকসাওয়ালা ভাড়া যাবে?' 'যামু না কীর লাইগ্যা— কই যাইবেন? আহেন, আহেন'। 'সদরঘাট যেতে কত নিবে?'— 'আরে কন কি? আপনার কাছ থনে তো আর বেশি লমু কী? বারো আনা পহা দিয়েন আর কী?' আমাগো ছক্কু অক্কর ভেড়া হইয়া গেল। এলায় করে কী? কেতাবী বাংলা কওনের ঠ্যালায় চাইর আনা ভাড়া বারো আনা হইয়া গেল। কেইসটা কি? ছক্কু একটুক Think কইর‍্যাই বুঝলো ট্রিক্‌স কইর‍্যা বুঝাইতে হইবো যে হেতোনে ঢাকার মাল। তাই আত্‌কা কথা কওনের আসল ভাঁজটা বাইর কইর‍্যা ফেলাইলো। কি হইলো মিয়া বারো আনা কীর লাইগ্যা? টেকা অউগ্যা পুরাই লইয়েন। কিন্তুক গাং পার কইর‍্যা থুইয়া আহন লাগবো। হেই যে বুড়িগঙ্গা হেইডার হেইপার যাওন লাগবো কিন্তুক।' ছক্কুর গলার ভাঁজ থনেই রিকসাওয়ালা বুইঝ্যা ফেলাইলো— মাল কোন্ খানকার। ব্যাডায় জিবলার মাইদ্দে একটা কামড় দিয়া কইলো 'আহেন, আহেন সা'ব— এটু চান্সিং কারবার টেরাই নিছিলাম। মাফ কইর‍্যা দিয়েন। চাইর আনা পহা দিয়েন আর কি? কেমন বুঝতাছেন? আমাগো ঠ্যাটা মালেক্যায় রিকসাওয়ালা হইয়া গেছে। খালি চান্সিং কারবার চায়। আর বিচ্ছুগুলার ভাঁজ পাইলেই ল্যাজ গুটাইতাছে।

এইদিকে চেইত্যা গেছেন। সেনাপতি ইয়াহিয়া সা'বে চেইত্যা গেছেন। ইসলামাবাদের সামরিক জান্তার পররাষ্ট্র ছেক্রেটারি ছোলতাইন্যা মস্কো থাইক্যা ধাওয়া খাইয়া ফেরৎ আহনের গতিকে খান সা'বে হের উপর চেইত্যা গেছেন। বেডার লগে এতো ড্রাম তেল আর মাখ্‌খন পাডাইলাম— তবুও কিছু করতে পারলো না। উল্‌ডা ধাওয়া খাইলো। সোভিয়েট রাশিয়া অখন কইতে শুরু করছে, বাঙালিগো যে রায়— হেই মতোই সমস্যার সমাধান হইবো। আমাগো মেরহামাত মিয়া একটা টুলের মাইদ্দে ঝিমাইতেছিল। আত্‌কা একটা শুয়ামারি হাসি দিয়া কইলো, বাঙালিগো রায় তো আগেই

দিয়া দিছে। ১৬৯-এর মাইদ্দে ১৬৭টা শেখ সা'বের আওয়ামী লীগে। অক্করে World Record কইর‍্যা বইয়া আছে। এর মাইদ্দে শুরু হইছে বিচ্চুগুলার গাবুর মাইর। আইজ সাড়ে ছয়মাস ধইরা মছুয়াগুলা খালি কোবানী খাইতাছে। অখন বলে আবার বিচ্চুগুলার আসল মাইর শুরু হওনের টাইম আইছে। এক লগে হাজার হাজার বিচ্চুর ট্রেনিং পরায় Complete, এই রকম একটা গেনজাম কারবার দেইখ্যা ইয়াহিয়া সা'বে শ্রীহট্ট নিবাসী চুষ-পাজামা মাহমুদ আলীরে জাতিসংঘে পাডাইছে। বেডায় কী কান্দন। থাইক্যা থাইক্যা আংরেজিতে হিচ্‌কি পর্যন্ত তুলছে। পররাষ্ট্র ছেক্রেটারি ছোলতাইন্যা যা লেইখ্যা দিছে, চুষ-পাজামা খালি ঘুইর‍্যা ফিইর‍্যা পুরানা কথাবার্তাই কইতাছে। মুছলমান-মুছলমান ভাই ভাই, Murder করি আপত্তি নাই। বঙ্গাল মল্লুকে দশ লাখ মানুষ মার্ডার করণের পর চুষ-পাজামা কি সোন্দর ভুল ইংরাজি উচ্চারণে কইছে এইডাও ইন্ডিয়ার কারসাজি। মাইনষে বুড়বক্ হইলে এই রকমের কথা বার্তাই কয়। ব্যাডায় বিয়া করইন্যা মাতারিরে কুমারি বানাইবার টেরাই করতাছে।

২৬শে মার্চ যেইখানে ইয়াহিয়া সা'বে করাচীতে ভাইগ্যা যাইয়া রেডিওতে কইলো, 'আমি বাঙালি Murder-এর Order দিছি, হেইখানে অহন চুষ-পাজামারে দিয়া কড়া কিসিমের ফলসিং কারবার চালাইতাছে। মনে লয় দুনিয়ার মাইনষে কিছুই বোঝে না। এজন্যাই নিউইয়র্কে পঞ্চাশটা জোট নিরপেক্ষ দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীগো সম্মেলনে ইসলামাবাদের সামরিক জান্তার কোনো বেডারেই ঢুকতে দেয় নাইক্যা। এছাড়া আবার প্রস্তাব পাশ কইর‍্যা ইয়াহিয়া গবর্ণমেন্টের খোমারের মাইদ্দে থুক্ দিছে। এই খবর পাইয়া খান সা'বে ছোলতাইন্যার উপর কি রাগ। আমাগো চুষ-পাজামা মাহমুদ আলীর আবার জাতিসংঘের আপিসে সাংবাদিক সম্মেলন করণের চিরকিৎ হইলো। ব্যাস সাংবাদিকগো প্রশ্নের ঠ্যালায় বেডার কি কাঁপন। শেষে হো গিয়া ভাই–মানে কিনা সাদা রং-এর চুষ পাজামা বাসন্তী Colour হইয়া গেল। এক সাদা চামড়ার রিপোর্টার জিগাইলো, 'আপনে এইবারের Election-এ ডাব্বা মারা সত্ত্বেও কেমতে কইর‍্যা প্রতিনিধি দলের নেতা হইলেন?' চাইর পাঁচবার ঢোক গিইল্যা মাহমুদ আলী কইলো, 'খালি Election-এ জিতইন্যা বেডারাই দেশের প্রতিনিধি দলে আইবো এমন কোনো ব্যবস্থা থাকতে পারে না। আমরাও তো মানুষ। আমাগো আব্বাজান মানে কিনা ইয়াহিয়া সা'বে পাডাইছে।' এলায় কেমন বুঝতাছেন হেগো কারবার সারবার! আবার প্রশ্ন হইলো, 'আপনাগো দ্যাশে কি সংখ্যাগুরুর সরকার না সংখ্যা লঘুর সরকার? চুষ-পাজামায় বনটা ঢিলা কইরা কাঁপতে কাঁপতে কইলো, আমাগো দ্যাশে Election-এ জেতইন্যা বেডাগো ক্ষেমতা দেওয়া হয় নাইক্যা।' আর একজন রিপোর্টার কইলো, 'আপনি তো' ইন্ডিয়ার কথা খুবই কইলেন– এলায় আপনারা বঙ্গাল মুলুকে যে মানুষ মারুন্য কারবার করতাছেন, তার একটুক কাথা কন? চুষ-পাজামা খালি বারবার কইর‍্যা রুমালে মুখ মুইচ্ছা হের Local গার্জিয়ান পাকিস্তানর আগা শাহীর দিকে তাকাইলো। তারপর বাইশ হাজার টাকা দামের একটা হাসি দিয়া কইলো, 'সব ইন্ডিয়ার দুষ।'

মের্হামত মিয়া অক্করে ফাল্ পাইড়া উঠলো, 'তয় কি জেনারেল টিক্কা ইন্ডিয়ান জেনারেল আছিলো নাকি– না মছুয়া পাঁচ ডিভিশন সোলজার মার্চ মাসে ইন্ডিয়াই পাডাইছিল? কিন্তু চুষ-পাজামা অক্করে হিজড়া। বেডায় আরো কইলো, 'বঙ্গাল মুলুকে আগা থাইক্যা গোড়া পর্যন্ত হগ্‌গললেই বেসামরিক লুক।' খালি বেডায় নিউইয়র্ক আহনের টাইমে কেন জানি না ওয়াইপ আর মাইয়ারে কুর্মিটোলায় মছুয়াগো হেফাজতে রাইখ্যা আইছে। আর হেই কুর্মিটোলার সেকেন্ড ক্যাপিট্যালে একটা ভোমা সাইজের মছুয়া জেনারেল পিঁয়াজী বইস্যা খালি ডান্ডা ঘুরাইতাছে। ঠ্যাটা মালেক্যা থাইক্যা শুরু কইর্যা মন্ত্রী ছল্লু মিয়া, কাসেম্যা, ওবায়দুল্লাহ, মওলানা ইউসুপ্যা হগ্‌গলে দুইবেলা তারে সেলাম ঠুকতাছে। ঠ্যাটা করিছে রাজ্য শাসন, ঠ্যাঁটারে শাসিছে কে? নাম তার জেনারেল পিঁয়াজী।

এই দিককার কারবার হুনছেন নি? জেনারেল টিক্কা খান পিন্ডিতে ফেরৎ যাইয়া আইজ-কাইল আবার নাকি ট্রিক্স করতে শুরু করছে। হেতানে কইছে, জেনারেল পিঁয়াজী কোনোই কামের না। বিচ্চুগুলার ডরে মছুয়াগুলারে মউতের হাতের থনে বাঁচাইবার জন্যি খালি ভাগতাছে। আর বিচ্চুগুলা এই ফাঁকে রাজাকার মাইর্যা শেষ করলো। জেনারেল পিঁয়াজী অক্করে Good for Nothing- আরও কত কিছু। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকার একুশটা Reception centre-এ এখন নাকি খালি খেকী কুত্তা আর হাড্ডি বাইর করা গরু ঘুমাইতাছে। বেডায় পিঁয়াজী একটা রিফিউজিও ফেরত আনতে পারে নাই। এইদিকে আবার সোলজারগো Supply খুবই গড়বড় হইয়া গেছে। বিচ্চুগুলা ঢাকা Town-এর নাকের ডগায় মাওলানা ইছাহাকরে তক্তা বানাইছে। তাই টিক্কা কইছে, আমারে তো' আগে সরাইছিলা, এলায় পিঁয়াজীরেও সরাও। পাকিস্তানী মছুয়াগুলার মাইদ্দে কী সোন্দর মতুন কিসিমের খেইল জইম্যা উঠছে।

# ১০২

**অক্টোবর ১৯৭১**

চইত্ কারবার। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল অক্করে চইত্ কারবার শুরু হইয়া গেছে। আবে ওই ছক্কু মিয়া হুনছোনি? কি হইলো, ঝিম ধইর্যা রইছো কীর লাইগ্যা? ঝিমাইবার আর জায়গা পাইলা না? এ্যাঃ, হারা রাইত বিচ্চুগুলার ফুট্‌ফাট্ আওয়াজ পাইছিলা নাকি? এক হাপ্তা-দুই হাপ্তা, এক মাস, দুই মাস–এমতে কইর্যা সাত মাসের পর আটাত্তর বছর বয়সের একটা বুড়া বিল্লী ছালার মাইদ্দে থাইক্যা ফুচি মারতাছে। আঃ হাঃ এখনও আন্তাজ করতে পারলা না? হেই যে বায়ান্ন সালে ঢাকায় গুলি কইর্যা ছাত্রগো রক্ত দিয়া গোসল করছিল। আর হেই যে চুহান্ন সালের ইলেকশনের মাইদ্দে ডাব্বা মারছিল– হেই খুনী নুরুল আমীনের আবার চিরকিৎ হইছে। মওলবী সা'বে আজিমপুরে আজরাইল ফেরেশতার লগে মোলাকাৎ করণের আগে একবারে জন্যি

হইলেও সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পেয়াদা, মানে কিনা পেরধান মন্ত্রী হইতে চায়। এসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকার এক রিপোর্টারের কানের মাইদ্দে আস্তে কইর‍্যা কইছে, সেনাপতি ইয়াহিয়ার গেনজাম মার্কা গণতন্ত্রে যেমন কইরা সব Bye-Election হইতাছে, হগ্‌গল হারু পার্টি মিইল্যা গবর্ণমেন্ট হাইসে বইস্যা সিট ভাগাভাগি করতাছে–তাতে কইর‍্যা আমার পেরধান মন্ত্রী হওনের খায়েশ হইছে।

বেডারে মরনে Call করছে। হেইর লাইগ্যাই বেডায় পেরধান মন্ত্রীর গদিতে বহনের লাইগ্যা খুউব হিসাব কইর‍্যা কাম করতাছে। এই বারের ইলেকশনে সমস্ত বঙ্গাল মুলুকের মাইদ্দে নান্দাইলে একটা জায়গা থনে খুনী নুরুল আমীন জেতনের পর একবারও চিন্তা কইর‍্যা দেখলো না যে আগের ঘুনে ধরা মালগুলার চেহারা সুরৎ কেমন আছিলো। কিন্তুক বেডায় অনেক দিন থাইক্যাই পর্দার পিছনে খেলতে শুরু করছে। অখন বোরখার নেকাব তুইল্যা বাতওয়ালা ঠ্যাংডারে লেস্‌ড়াইতে লেস্‌ড়াইতে অক্করে স্টেজের উপর ত্রিভঙ্গমুরারী হইয়া খাড়াইয়া পড়ছে। রেডিও গায়েবী আওয়াজ থনে যখন কইছে যে বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে না যাইয়াও ৭৮টার ৫০টা সিটে স-অ-ব হারু মালগো কামিয়াবী হইছে, তখন বুড়া চাপাবাজী শুরু করছে।

What is called ঢেঁকী? Two Man ধাপুর ধুপুর One man clearing, that is called ঢেঁকী। বিচ্ছুগো হেই ঢেঁকীর মাইদ্দে পাড় খাওনের লাইগ্যা খুনী আমীনেরও চিরকিৎ হইছে। মোনাইম্যার নতীজা দেইখ্যাও বেডার কোনো শিক্ষা হইলো না। মোনাইম্যায় তবুও গুলি খাইয়া Gone কেস হইচে। আর এই মাল? এইটার সামনে বিচ্ছুগুলা এম্‌তে খাড়াইলেই তো এইটা আখেরী দম খিচ্‌তে শুরু করবো।

হ-অ-অ-অ এই দিককার খবর তো কওয়াই হয় নাই। এতো কইর‍্যা না করলাম। যাইস্ না, যাইস্ না। কুমিল্লা-ময়নামতী, কসবা-শালদিয়া, ফেনী-নোয়াখালীর হেইমুড়া যাইস না। অইজ-কাইল। বিচ্ছুগুলা মছুয়া মারতে মারতে অক্করে পাগলা হইয়া উঠছে। আরে মাইর রে মাইর। নাহ্, হুনবো না। দিনা দুই এয়ার ফোর্সরে দিয়া বোম্বিং কইরাই ভাবছে বাজী মাৎ কইর‍্যা ফেলাইছে.। তারপর। আহারে গেরামের মাইনষে হেমতে কইর‍্যা মুরগির বাচ্চারে আধার খাওয়াইয়া 'ঘুইনটা'র মাইদ্দে তোলে– বিচ্ছুগুলা হেইরকম একটা কড়া কিসিমের ডোজওয়ালা কারবার কইর‍্যা বইছে। কুমিল্লা টাউন আগেই ধুয়া। Public আর নাইক্যা। এই খবরের লগে লগে মাইনষে যেম্‌তে পানটি দিয়া গরু কোবায়, বিচ্ছুগুলা হেম্‌তে কইর‍্যা মছুয়া কোবাইতাছে। আংরেজ-আমেরিকান রিপোর্টাররা খবর পাডাইছে, কুমিল্লা টাউনের আশেপাশে বাংকার– ক্যাম্প থনে মছুয়ারা কোনোমতে বাইয়াই অক্করে দা-দা-দাউদকান্দির মুহি দৌড়। অখন ময়নামতী ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বিচ্ছুগুলার তুফান মেরামতি কারবার চলতাছে। গেলো বুধবার দিন এই ময়নামতীতে হানাদার সোলজারগো লাশ অক্করে পাহাড় হইয়া গেছে। এই খবরের গতিকেই নাকি তেলেসমাতিওয়ালা বাই-ইলেকশান গুলাতে দালাল বনাম দালাল আর Contest হইবো না। আল্লায় সারাইছে! গেরামে গেলেই তো' Candidate-Polling

Officer হগ্গলেই গায়েব হইয়া যাইবো। অখন কেমন সোন্দর গবর্ণমেন্ট হাউসের মাইদ্দেই Election হইতাছে। ঠ্যাটায় মাল-পানি কামাইতাছে আর নুরুল আমীন গুয়ামারি হাসি দিতাছে।

এইদিককার কারবার হুনছেন নি? মেরিন কমান্ডো মানে কিনা নয়া কিসিমের বিচ্ছু। এইগুলা পানির তলা দিয়া সল্ সল্ কইর‍্যা যাতায়াত করতাছে। সাতক্ষীরা, খুলনা, বরিশালের দক্ষিণমুড়া, গোপালগঞ্জের নদী, বিল হাওড়ের মাইদ্দে অক্করে হোড়ল কারবার শুরু কইর‍্যা দিছে। খুচরা আনি দুয়ানির মতো মছুয়া-রাজাকার এইদিক-ওইদিক যা আছিলো Clear হইয়া গেছে। বরিশালের এক জায়গায় তো' বারো দিন বারো রাইত ধইর‍্যা বিচ্ছুগুলা মছুয়াগো ঘেরাও দিয়া থুইছে। কাছিমের মতো মাথা বাইর করলেই টাঁই-ই-ই। বিচ্ছুগুলা কইতেছে, দেখি মছুয়াগুলা কদিন দানা পানি ছাড়া থাকতে পারে? বরিশালের দক্ষিণ মুড়া একজন এসডিওসহ একদল হানাদার সোলজার গায়েব হওনের পর হেগো মাইদ্দে মহর্‌রমের মাতম্ পইড়া গেছে। খালি চিল্লাইতাছে, 'হায় ইয়াহিয়া ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া? হামলোক কেদো আউর প্যাঁককো অন্দর আকে মর্ গিয়া।'

রাস্তাঘাট আর রেল লাইন তো' আগেই ডাবিশ হইছে– এলায় দরিয়ার মাইদ্দে তুফান কারবার শুরু হইছে। যাঁহাতক্ মছুয়ারা টের পাইছে যে, বিচ্ছুগুলা বেশুমার রকেট লাঞ্চার, মর্টার দখল করছে, লগে লগে বেডারা খালি কান খাড়া কইর‍্যা থোয়– খালি একটুক আওয়াজের দরকার। তারপর অক্করে ম্যাজিক কারবার। ব্যাংকার ধলি, খালি ৪৪০ রেস। ঢাকা জিমখানার ডাইমন্ড কুইন, পবন বাহাদুরের মতো ঘোড়া পর্যন্ত দৌড়ের মাইদ্দে Defeat খাইয়া যাইবো।

হেইদিকরার কারবার হুনছেন নি? সেনাপতি ইয়াহিয়া সমানে ট্রিক্সের পর ট্রিক্স চালাইতাছে। যদি কোনোমতে একটারে বাজাইতে পারা যায়। বেডায় সাত মাসের মাইদ্দে একুশ রকমের ট্রিক্স করছে। এক একটা ট্রিক্স করে আর খুশিতে গুলগুল্লা হইয়া যায়। তারপর যহন দেহে ট্রিক্সের জন্যি গেনজাম আরও বাইড়্যা গেছে, তহন আস্তে কইর‍্যা আরেক নম্বর ছাড়ে। পয়লা ২৫শে মার্চ বাঙালি Murder-এর Order দিয়া কি চোট্পাট্ আর চাপাবাজী। রেডক্রসের পেলেন ঢাকায় যাইতে দিমু না, ৩৩ জন ফরিন journalist খেদাইয়া দিলাম; বঙগাল মুলুককে Internal Affair চলতাছে। হেরপর বিদেশ থনে মাল-পানি হাতাইবার জন্যি মালেক্যারে Advisor কইর‍্যা রিফিউজী Reception সেন্টার বানাইল্যাম। প্রিন্স ছদরুদ্দিনরে দাওয়াত কইরা দেখাইলাম কি সোন্দর খেকী কুত্তাগুলা Reception সেন্টারে বইয়া আছে।

আচ্ছা ছু মন্তর ছু কইয়া পাঁচশ' আর একশ' টাকার লুট বেআইনী করলাম। এতেও কাম হইলো না দেইখ্যা বেগম আখতার ছোলায়মান আর আলহাজ্ব জহিরুদ্দিনরে ময়দানে নামাইলাম। কি এত বড় কাথা! আমার সোলজার মরতাছে? চোর-গুন্ডা-বদমাইশ দিয়া রাজাকার বানাইলাম। কেইসডা কি? রাজাকাররা সব বিচ্ছুগো কামানের খোরাক হইতাছে আর দুনিয়ার মাইনষে সামরিক জান্তার গতরের মাইদ্দে থুক্ মারতাছে।

তা' হইলে আওয়ামী লীগ নেতাগো সম্পত্তি নীলাম করলাম আর ৭৮ জনের Election বাতিল করলাম এতেও হইলো না। টিক্কারে ঘেডি ধইর্যা ফেরৎ আনলাম আর নুরুল আমীনের বুদ্ধিতে ঠ্যাটা মালেক্যারে গভর্ণর, চুষপাজামারে জাতিসংঘে পাডাইলাম। মহা গেনজাম দেখতাছি– এই ট্রিক্‌সেও কাম হইল না। তা' হইলে India র লগে বাত্‌চিত্‌ করবাম। কিন্তুক আমারে Consult না কইর্যা India Insult করলো। বাত্‌চিত্‌ করবো না। তা'হইলে হে আমেরিকা, হে জাতিসংঘ, হে নয়া মামু, আমারে আটকাও। নইলে আমি India Attack করমু। কী হইলো India আমার চিরক্কিৎ ঠাণ্ডা করবো। কিন্তু তার আগেই যে বিচ্ছুগুলাই আমাগো হামাম দিস্তা করতাছে।

অখন করি কী? অখন করি কী? হে উথান্ট, হে শ্যাম চাচা, হে নয়া চীনা মামু বঙ্গাল মুলুকের পুরা কেইস External হইয়া গেছে। তোমাগো কি একটুক্‌ দয়া রহম নাই? শীঘ্রি আইস্যা একটা কিছু করো। তখন এই ক্যাদোর থনে ঠ্যাং তুলি কেম্‌তে? ছক্কু পচ্চৎ কইর্যা একগাদা পানের পিক ফেলাইয়া কইলো, 'ভাই সা'ব কইছিলাম না– এক মাঘে শীত যায় না। আমাগো টাইমও অইবো। অখন কাঁদলে কি হইবো?'

## ১০৩

**২২ অক্টোবার ১৯৭১**



অইজ একটা 'শ্যায়ের' মানে কিনা একটা কবিতার কথা মনে পইড়্যা গেল। 'খেলো বাবা লেজে খেলো, কত শা' খেইল্যা গেল, আমি বাবা বেলপাতা, কত আর মুড়াবা মাথা।' বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল খেইল খুবই জইম্যা উঠছে। পয়লা ঠ্যাটা মালেক্যার মিনিস্টার মাওলানা ইসাহাক্যা ঢাকা মেডিকলের সামনে বোমা খাইয়া মেডিকলেই যাইয়া দিনা কতক হুইত্যা থাকলো। অনেক কষ্টে আজরাইল ফেরেশতার কোল থনে বাঁইচ্যা অইছে। বেডায় হাসপাতাল থনে মেরামত হনের পর আইজ-কাইল দালালী কাম করণের লাইগ্যা আর শরীরের মাইদ্দে বল পাইতাছে না। খালি দমডা, কেন জানি না উপরের মুহি খেঁচতাছে। এর পরই বকশী বাজারে মেডিকল হোস্টেলের গেটে জনা চারি বিচ্ছু তিন্‌ডা রাজাকাররে হেই কাম কইর্যা দিছে। ঠ্যাটা মালেক্যায় এইসব তিন টেকা রুজের রেজাকারগো ওয়াইপ-পোলাপানরে কোনো টেকা-পহা না দেওনের গতিকে দৈনিক সংগ্রাম কাগজে কী কান্দন! এই তিনডা রাজাকার খুনী মাওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামের গুণ্ডা বাহিনীর মেম্বার আছিলো বইল্যাই 'সংগ্রাম' পরচার মাইদ্দে এই সব কান্দাকাটি।

টাঁই-ই-ই; কি হইলো, ও ঠ্যাটা ভাই কি হইলো? ওঃ ওঃ। নুরুল আমিন সা'বের লগে মিইল্যা আইয়ুব খানের ঘেটু যে মোনাইম্যায় ঠ্যাটা মালেক্যারে এ্যাডভাইসিং করতাছিল, হেই মোনাইম্যায় পডল তুললো বুঝি। ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট; ঘেটাঘ্যাট, ঘেটাঘ্যাট্‌। হায় হায় ঠ্যাটা আবার কি হইলো? অ্যাঃ অ্যাঃ! গেল মঙ্গলবার দিন দুপুরে

বিচ্ছুগুলা ঢাকার মতিঝিলে পাঁচজন বাঙালি দালাল আর পাকিস্তানীরে মেরামত কইর‍্যা দিছে। জখমীগুলা অখন মেডিকলে লাইন কইর‍্যা হুইত্যা রইছে। বোমার খবর পাইয়া অবজার্ভার হাউসের মাইদ্দে মাহবুবুল হক ওবায়দুল হক, মর্নিং নিউজ অফিসে এইচ. জি. এম. বদরুদ্দিন, সালাউদ্দিন মোহাম্মদ, পুরানা পল্টনে বিলেক মেইলের আজিজুর রহমান বিহারী, নেশেনাল ব্যুরো অব Reconstruction-এর ডাঃ হাছান জামান, ঢাকা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক নুরুল মোমিন, ইপিআইডিসিতে ছামছুল হুদা চৌধুরী, রেডিওতে জিল্লুর সা'বের কী কাঁপন! অক্করে দুই হাটুর মাইদ্দে খট্ খট্ আওয়াজ হইতে শুরু করছে। এই বিচ্ছুগুলা মানুষ না আর কিছু?

১৮ই অক্টোবর তারিখে হরিবল হাক্ চৌধুরীর পূর্বদেশ কাগজের পয়লা পাতায় লিখ্‌খিস্, চিটাগাং-এ ফকা চৌধুরীর ঘেটু কনভেনশন মুসলমান লীগের নেতা এ্যাডভোকেট ফ, করিমের আসাদগঞ্জের বাসায় যখন চাইরজন রাজাকার গুণ্ডা বইস্যা বাঙালি Murder আর লুটপাট করণের বুদ্ধি করতাছিল, তখন অক্করে মেজিক কারবার হইয়া গেল। যমদূতের মতো বিচ্ছুরা হেইখানে যাইয়া হাজির। এরপর বুঝতেই পরতাছেন। দুইজন সাবাড়— বাকী দুইজন জখ্মি। বিচ্ছুগুলা আরামসে কাইট্যা পড়লো।

হে ঠ্যাটা, হে পিঁয়াজী, অখন বুঝছো যে, বিচ্ছুগুলা আশেপাশেই থাকে। যেকোনো টাইম, যেকেনো জায়গায় কারবার হইয়া যাইতে পারে। বিচ্ছুগুলা বাইর থনে আহে বইল্যা যেসব কথাবার্তা হইতাছে। হেইগুলা স-ব্ব-ব বোগাচ্। তাই পাকিস্তানী দালাল আর মছুয়াগুলার আর একটু হিসাব কইর‍্যা চলতে কইও।

হ-অ-অ এই দিককার কারবার হুনছেন নি? সকাল বেলায় গেরামের মাইদ্দে গৃহস্থরে দেখনের পর খেঁকশিয়াল যেমতে কইর‍্যা মুরগির ঘুনটিয়ার পাশ থনে আন্দাগোন্দা দৌড়ায়, ঠ্যাটা মালেক্যা-জেনারেল পিঁয়াজি তাগো দলবল লইয়া হেমাতে কইর‍্যা দৌড়াইতে শুরু করছে। মালেক্যায় আইজ-কাইল সিলেট-ময়মনসিংহ, পরশু ঢাকা, এই রকম দৌড়াদৌড়ি করতাছে। পিঁয়াজী সা'বে শাটল ট্রেনের মতো খালি ঢাকা-চিটাগাং, ঢাকা-কুমিল্লা-ঢাকা-রাজশাহীতে ক্ষেপ মারতাছে। আর মিনিস্টাররা খুবই Popular কিনা, হের লাইগ্যা নিজের নিজের ডিস্ট্রিকের Tour কইর‍্যা মাল-পানি কামাইবার ব্যবস্থা করতাছে।

এইদিকে বিচ্ছুগুলার গাবুর বাড়ীর চোটে মছুয়াগুলা খালি আল্লাহ্-বিল্লাহ্ করতাছে। কুমিল্লা সেক্টরে জেনারেল পিঁয়াজীর আর্ডারে চাইরটা এয়ার পোর্সের পেলেন বোম্বিং করতাছে। সিলেট-ময়মনসিংহ, রংপুর-দিনাজপুর, রাজশাহী-কুস্টিয়া, যশোর-খুলনার খবর দিনকা-দিন মছুয়াগুলার জন্যি খতর্‌নাক্ হইয়া পড়ছে। এই অবস্থার ছিক্রেট রিপোর্ট না পাইয়া জাতিসংঘের এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল পামার হেনরী জেনেভাতে রয়টারকে কইছুইন, বঙ্গাল মুলুকে রাস্তাঘাট না থাকনের গতিকে একটা সিংহাতিক অবস্থার সৃষ্টি হইছে। গেরিলাগো কায়কারবারেই এই রকম কেইস হইছে। তবে বিচ্ছুগুলা এখনও পর্যন্ত জাতিসংঘের অফিসারগো গতরে হাত দেয়নি। এর লগে

লগে ব্যাটা মালেক্যার ওস্তাদ যে বুড়াটা আইজ-কাইল পর্দার পিছনে থাইক্যা খুবই খেলতাছে, হেই খুনী নুরুল আমীন আচম্বিত্ একটা মাজমাদার কথা বলেছেন। মওলবীসা'বে ফরিন Journalist মানে কিনা বিদেশী খবরের কাগজের লোকদের কাছে কইয়া বইছে, 'ভোটারদের মনে ডর দেখতাছি, কিন্তুক Candidate গো মনে কোনোই ডর ভয় দেখতাছি না।' কী সোন্দর কথা! Candidate রা ডরাইবো কেন? হেই যে কইছিলাম মওলবী সা'বরা গবর্ণমেন্ট হাউসে বইস্যা আসন বাটোয়ারা কইর্যা Elect হইয়া যাইবো। আমার হেই কথা অক্করে Right হইয়া গেছে। ১৮ই অক্টোবর তারিখ পূর্বদেশ কাগজের পয়লা পাতায় ছাপাইছে 'বিভিন্ন দলের মাইদ্দে জাতীয় পরিষদের ৭৮টি শূন্য আসন বন্টন। এই ব্যবস্থায় পাঞ্জাবের ছক্কা নসরুল্লার পি.ডি.পি. ২৩টা, লাহুরের খুনী মাওলানা মওদুদীর জামাতে ইসলামী ১৯টা, হীরামন্ডির মিয়া মোহাম্মদ মোমতাজ দৌলতানার কাউন্সিল মুসলমান লীগ ১০টা, রাওয়ালপিন্ডির আইয়ুব খানের কনভেনশন মুসলমান লীগ ৯টা, পেশোয়ারের কাইয়ুম মুসলমান লীগ ৯টা আর পঞ্চনদের চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর নেজামে ইসলাম ৮টা সিট পাইবো।

মাখ্খনবাজীর Competiton-এ মাইর খাইয়া জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'বের পিপিপির মাওলানা কাওসার নিয়াজী কইছে যে, হেরা পার্টি বঙ্গাল মুল্লুকের এইরকম গেনজামওয়ালা Election বয়কট করবো। জমিয়াতুল উলেমা-এ-ইছলামের মওলানা মুফতি মাহমুদ মুলতান থাইক্য কইছে যে, হেরা পার্টি এইসব গেঁড়াকলের মাইদ্দে নাইক্যা। জমিয়াতুল উলেমা অখন পাকিস্তানের অবস্থা দিন দিন কেরাসিন হইতাছে দেইখ্যা খুবই অস্থির হইয়া উঠছে। পিপলস পার্টির আর দুই নেতা কামাল রিজভি আর সোহেল ঢাকায় একটা বিবৃতি দিয়া কইছে যে, 'জামাতে ইসলামী বঙ্গাল মুলুকে ঘোলা পানিতে মাছ ধরতাছে।' এলায় বুঝছেন! সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের গণতন্ত্রের অবস্থাটা।

আর পালের গোদা আগায় খান পাছায় খান, খান আব্দুল কাউয়ুম খান পেশোয়ারে জব্বর কথা কইছে। অবশ্যি কাইয়ুম খান ট্রিক্স কইর্যা ছদর ইয়াহিয়ার নামডা মুখে আনতে সাহস পায় নাইক্যা। জনাব ভুট্টো জানের ডরে বাঙ্গাল মুলুকে যাইতাছে না। হেই যে ২৫শে মার্চ? রাইতের বেলায় দুই দোস্তে গিলাস থুইয়া ঢাকার থনে ভাগলো আর বাঙ্গাল মুলুকে যাওনের নাম করে না। ঠ্যাং খালি কাঁপে। যদি বিচ্ছুরা ডট্ ডট্ কারবার কইর্যা দেয়। খোদ্ ঢাকা-চিটাগাং টাউনে বিচ্ছুগুলার কায়কারবার বাইড়্যা যাওনের গতিকে Civil Administrator মেজর জেনারেল রহিম খান আর তার হেলপার ব্রিগেডিয়ার ফকির মোহাম্মদ– ব্রিগেডিয়ার বসিরের অবস্থা খুবই কুফা হইয়া উঠছে। জেনারেল পিঁয়াজী হেগো উপর কি রাগ?

এইদিকে মোনায়েম খাঁর Murder-এর খবর পাইয়া রংপুরের কাজী কাদের আস্তে কইর্যা কাইয়ুম মুসলমান লীগ থনে Resign কইর্যা বইছে। এর লগে মওলবী সা'বে রংপুরে বিচ্ছুগুলার কারবারের খবর পাইয়া অক্করে থ'। আল্লাহ্রে ইডা হামি কি করিছিনুরে? হামি ক্যা গাড়ার মধ্যে পাও দিচ্ছিনু রে? অ্যাঃ-এ্যাঃ! আর একটা জব্বর

জিনিস ফরিন ট্যুর কইর‍্যা জেনারেল পিঁয়াজীর কোলে ফেরৎ আইছে। ওঃ হোঃ এখনও চিনলেন না? নূরুল আমীন সা'বে টেলিগ্রাম করছে গতিকে সিলেটের চুষ-পাজামা মাহমুদ আলী ফেরত আইছে। কিন্তুক ফরিন তো' আর খালি যাইতে পারে না। হের লাইগ্যা কাউন্সিল মুসলমান লীগের হারু নেতা দারিকুল ইসলাম আমেরিকায় যাইয়া হাজির হইছে। কি হইলো ছক্কু মিয়া-এক একটা মালের নমুনা দেখছো তো? স-অ-ব হারু পাট্টিই কিন্তুক সেনাপতি ইয়াহিয়ার স্পিশিল গণতন্ত্রের হগ্‌গলই নেতা। খালি দুনিয়ার মাইনষে এগো চিনলো না? আর যাগো দরকার নাই হেই বিচ্চুগুলা এগুলো চিইন্যা থুইছে। কি মুছিবত্। যখন তখন হেগো কারবার হইতাছে। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম–

'খেলো বাবা লেজে খেলো,
কতশা'– খেলে গেলো;
আমি বাবা বেল পাতা,
কত আর মোড়াবা মাথা ॥'

# ১০৪

**অক্টোবর ১৯৭১**

খুঁটির জোরে বকরি কোঁদে। বেডা ছোলতাইন্যা এখন কোঁদ্ পাড়তাছে। আঃ হাঃ ছোলতাইন্যারে চিনতে পারলেন না? ইসলামাবাদের সামরিক জান্তার ফরিন ছেক্রেটারি ছোলতান মোহাম্মদ। হেইই যে পয়লা ফেলের ডেরাম লইয়া মাখ্খন বাজীর লাইগ্যা মস্কো গেছিলো আর ধাওয়া খাইয়া লগে লগে ওয়াপস্ আইছিল। এরপর সেনাপতি ইয়াহিয়া খান তার গিলাসের দোস্ত লাড়কানার লাড়কা জুলফিকার আলী ভুট্টোরে পিকিং-এ পাডানোর সময় ছোলতাইন্যারে ফর্দি হাতে লগে দিছিলো আর ব্যাডারা সব খালি হাতে মাথা নিচু কইর‍্যা ফেরৎ আইলো– হেই ছোলতাইন্যায় কথা কইতাছি।

কী হইলো? কী হইলো? ঠাস্ কইর‍্যা আওয়াজ হইলো কীর লাইগ্যা? পিকিং-এর আসল রিপোর্ট পাইয়া ছদর ইয়াহিয়া চিত্তর হইয়া পইড়্যা গেছিলো। লগে লগে ছোলতাইন্যা আইস্যা কইলো, 'ছ্যার, দুইডা কড়া কিসিমের কাম করতাছি। নতুন মামু আমাগো Help দিবো কইয়া জোর প্রোপাগান্ডা করণের অর্ডার দিতাছি। রেডিও গায়েবী আওয়াজ, খবরের কাগজ ছাড়াও আমাগো নেতারা পর্যন্ত এ্যার মাইদ্দেই ভ্যা ভ্যা করতে শুরু করছে। দুস্‌রা, আল্লায় দিলে আমারে একবার আমেরিকা সফর করতে দেন। মস্কো-পিকিং-এর Progress রিপোর্ট দেখ্‌লে যদি নিক্সন সা'বের দিলের মাইদ্দে কিছু রহম পয়দা হয়। ব্যাস, সেনাপতি ইয়াহিয়ার মোটা মোটা লোমওয়ালা হাতের মাইদ্দে চুমা খাইয়া ফরিন ছেক্রেটারি ছোলতাইন্যা সাদা চামড়া কস্‌বীগো কথা চিন্তা করতে করতে অক্করে নিউইয়র্ক যাইয়া হাজির। মওলবী সা'বে পয়লাই যাইয়া তোপের মুখে পড়ছে। মার্টিনি খাইয়া ছোলতাইন্যায় সাংবাদিক সম্মেলনে আরে তোত্‌লামীরে তোত্‌লামী। আৎকা ঘং ঘং কইর‍্যা কাইন্দ্যা ভরাইলো। এইডা কি কথা?

বাঙালি রিফিউজিরা ইয়াহিয়ার পাকিস্তানে ফেরত আইবো না– হেরা বলে শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলাদেশে ফেরত আইবো? আমরা কত ডাকাডাকি করতাছি– কত রিফিউজী Recepton সেন্টার খুলতাছি, তবু কী রিফিউজিরা ফেরত আইবো না? এদিকে যে রাজাকাররা লুট পাটের আশায় দিন গুনতে গুনতে অক্করে ক্ষেইপ্যা উঠছে। থুক্কুঃ। না-না-না এই রাজাকারের লুটপাটের অংশটা কাইট্যা দেন। এইটুক্ আমি কই নাইক্যা। এরপর ছোলতাইন্যায় গিলাসের থনে ঢক্ ঢক্ কইর্যা কি জানি খাইয়া আবার শুরু করলো, "সাংবাদিক দোস্তরা আমার, আপনারাই বিচার কইর্যা দেখেন ছদর ইয়াহিয়া বার বার কইর্যা কইতাছে যে পাবলিকের হাতে ক্ষেমতা হস্তান্তর করবো, আর হের লাইগ্যা অখন বঙ্গাল মুলুকে ইলেকশন চলতাছে। কিন্তু তবুও কিসের লাইগ্যা দুনিয়ার মাইনষে সামরিক জান্তারে বিশ্বাস করতে পারতাছে না। আগের ইলেকশনডা আমরা ভুলে কইর্যা ফালাইছিলাম। হেই জন্যিই অখন দোবারা কারবার করতাছি। কেমন সোন্দর আমাগো জিনিষপত্র সব বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect হইতাছে। ভোটের গেনজাম নাই, পোলিং অফিসের বালাই নাই, গেরামে গেরামে ঘোরাঘুরি নাই, ভোটার লিস্টির পর্যন্ত দরকার নাই। আমাগো মালেরা খুবই Popular কিনা। তাই এই রকম একটা কারবার হইতাছে। খালি বিচ্চুরাই আমাগো কদর বুঝলো না। খালি ফুট্ফাট্ কারবার করতাছে। এর মাইদ্দেই কয়েকটা মালেরে সাবাড় করছে। আঃ হাঃ আপনারা খুব বেশি হাসাহাসি করতাছেন। এই জায়গায়ই সাংবাদিক সম্মেলন খতম কইর্যা দিলাম।

সেনাপতি ইয়াহিয়ার তেলেসমাতি মার্কা গণতন্ত্রে বঙ্গাল মুলুকে যে ভোগাচ্ ইলেকশন হইতাছে, হেইডার ব্যাপারে একটা ক্যাডাবেরাচ্ খবর আইছে। বি বি সি সংবাদদাতা রবসন ঢাকার থনে এক খবর খবর পাডাইছে। ভোটাভুটি ছাড়া হগ্গল সিটেই কাইন্ঠামো কইর্যা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect হইয়া যাইতাছে দেইখ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়া খান পর্যন্ত ভিম্রি খাইয়া বইছে। হেইর লাইগ্যা আস্তে কইর্যা অর্ডার দিছে বাকী মালগুলার Elect হওনের এলান বন্ধ কইর্যা দাও। আর মওলবী সা'বে বুড়া বিল্লী নুরুল আমীন সা'বের উপর কি রাগ? কী পরিমান মালপানি খাইছো যে, বঙ্গাল মুলুকে পিপল্স পার্টির কোনো অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও হেতেনরা ছয় ছয়ডা সিট্ কেমতে কিনলো? ঠিক আছে আমি জেনারেল রাও ফরমান আলীরে দিয়া Enquiry করাইতাছি। তখন বুঝবা ঠেলাডা।

এইদিকে ঢাকায় বইস্যা মেজর সালেক নিজ কলের সূতায় প্রস্তুত কাপড়ের কারবার কইর্যা বইছে। নোয়াখালীর আওয়ামী লীগ নেতা মালেক উকিলের নাম দিয়া করাচীতে ভোগাচ্ সাংবাদিক সম্মেলন করাইয়া লাহুরের 'ইমরোজ' কাগজে ফল্স রিপোর্ট ছাপাইছে। এরপর হেই খবরটা মাওলানা আখতার ফারুক্যার 'সংগ্রাম' কাগজের মাইদ্দে ১৬ই ভাদ্র তারিখে বাংলায় ছাপাইবার ব্যবস্থা করছুইন। নোয়াখালীর অশান্তি কমিটির সেক্রেটারি ছৈয়দ শামসুল আলম কী খুশি? বেডায় এই রিপোর্টডা আবার হ্যান্ড বিল কইর্যা বিলি করছে। আর এইদিকে মালেক উকিল সা'বে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে নানান দেশে ঘুইর্যা আবার মুজিবনগরে আইস্যা বিচ্চুগো শামিল হইছে।

হ-অ-অ-অ এইদিককার কারবার হুনছেন নি? বিচ্ছুগুলা আইজ-কাইল 'দমাদম মস্ত কা লান্দর' কাম শুরু কইর‍্যা দিছে। এতো কইর‍্যা আংরেজ গো না করলাম বঙ্গালা মুলুকে ব্যবসা বাণিজ্যডা দুই চাইর মাস একটু ক্ষ্যান্ত দাও। নাঃ– তাগো চিরকিৎ হইছিল। 'সিটি অব সেন্ট আল্‌বান্‌স' নামে আংরেজগো একটা জাহাজ হাঁটি হাঁটি পা-পা কইর‍্যা যেই চালনা বন্দরের কাছে গেছে, অমনেই শুরু হইলো গুম্ গুমা গুম্। কি হইলো? কী হইলো? এই বন্দরের বগল দিয়া না মছুয়ারা আছিলো? তা হইলে বিচ্ছুরা আইলো কই থাইক্যা? ও মাই গড! পোলাপানে তা' হইলে মছুয়া মাইর‍্যা সাবাড় করতাছে। এইডা ভিয়েতনাম থাইক্যাও ডেইনগারাস্। খবর নাই, পাতি নাই খালি কোবায়া যাইতাছে। এই না কইয়া আংরেজ জাহাজটা লেংড়াইতে লেংড়াইতে কোনো মতে কইলকাত্তার দিকে গ্যাছেগা।

অ্যাঃ অ্যাঃ। ঢাকা টাউনে বিচ্ছুগুলার কুফা কারবার সামনে চলতাছে। রেডিও গায়েবী আওয়াজের একজন মছুয়া ইঞ্জিনিয়ার পটল তুলছে। বায়তুল মোকার্‌রমের সামনে বোমা মাইর‍্যা পাঁচজন দালাল হালাক হইছে। ঠ্যাটা মালেক্যায় ভয়ে অক্করে থর্ থর্ কইর‍্যা কাঁপতে শুরু করছে। গবর্ণমেন্ট পাবলিসিটির কবি আবুল হোসেন সা'ব, একটুক্ হিসাব কইর‍্যা চইল্লেন। আপনে যেমন লাগে আইজ-কাইল দৌড়াদৌড়ি বেশি করতাছেন।

এরেই কয় ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। ঢাকা টাউনে এর মাইদ্দেই ট্রেঞ্চ কাডনের অর্ডার হইছে আর ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারগো বিদেশ সফর বন্ধ হইছে। আল্লাহরে, ইডা কি হলো রে? আইয়ুব মোনেমের দালাল বগুড়ার খোরশেদ আলমের বলে খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে নারে? উঁই কুটি মর্‌লো?

হ-অ-অ-অ টাঙ্গাইলে মছুয়ারা আবার বলে লাল বাত্তি জ্বালাইছে। মধুপুরের জঙ্গল থনে দলে দলে কাদেরিয়া বিচ্ছু আইস্যা আরে বাড়ি-রে-বাড়ি! গাবুর বাড়ির চোটে 'মামু আগে আইল কইয়া, মছুয়াগুলা মির্জাপুর কালিয়াকৈরের রাস্তা দিয়া দৌড়। পাশাপাশি আজরাইল ফেরেশতাও দৌড়াইতাছে। লাশ পড়লেই নাম ঠিকানা Short Hand-এ লিইখ্যা লইতাছে। অক্করে মেজিক্ কারাবার। গেরামের পোলাপানে পর্যন্ত মছুয়া খুঁইজ্যা বেড়াইতাছে। সাত মাস আগে বাঙালিগো লাশ শকুন চিলরে খাওয়াইছিলা– এলায় মছুয়াগো লাশ কুত্তা-শিয়ালে খাইতাছে।

সাতক্ষীরা-খুলনা, যশোর-কুষ্টিয়া, রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ, দিনাজপুর-রংপুর, সিলেট-সুনামগঞ্জ, কুমিল্লা-নোয়াখালী, ঢাকা-কুমিল্লা হগ্‌গল জায়গায় একই কারবার শুরু হইয়া গেছে। আমেরিকার 'নিউজ উইক' কাগজে ছাপাইছে যে, বঙ্গাল মুলুকের ৪১২ থানার শতকরা ২৫ ভাগ মানে কিনা একশ'র উপর থানা বিচ্ছুগো হাতে আইস্যা পড়ছে। অত্‌কা ছক্কু অক্করে ফাল্ পাইড়্যা উডলো– এইনা বলে বর্ষার পর মছুয়ারা একহাত দেখায়া দিবো। অহন তো' দেখি উল্ডা কারবার চলতাছে। যেকোনো টাইমে যেকোনো জায়গায় বিচ্ছুরা ইচ্ছামতো কারবার চালাইতাছে। হবায় তো হাজার পঞ্চাশেক বিচ্ছু ময়দানে নামছে, আরও বলে হাজারে হাজার হাতের গুল্লী বানাইতাছে। পাকিস্তানী হানাদার সোলজারগো যখন বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে হেই জিনিষ

করতেই হইবো, তখন তাড়াতাড়ি করাই ভালো। ভাই সা'ব যেমন দেখতাছি ঢাকার থনে কাইট্যা পড়নই ভালো। বিচ্চুগুলা যেই রকম পাগলা হইয়া উঠছে, তাতে মনে লয় দালাল-মছুয়া-রাজাকার এইগুলা মউতের খত পকেটের মাইদ্দে লইয়া খলি উল্ডামুহি একদুই গুণতাছে। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কোনো ট্রিক্সই আর খাটতাছে না। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম– খুটির জোরে বকরি কোঁদে। অঃ হঃ অঃ হঃ হেই খুঁটি অখন ভাইঙ্গা গেছে। মস্কো থনে ধাওয়া, পিকিং থনে খালি হাত– ওয়াশিংটনে ফক্কা।

# ১০৫

২৩ অক্টোবর ১৯৭১

শেষের সে দিন কী ভয়ংকর ভাইসব– শেষের সেদিন কী ভয়ংকর। স্কুরুপ অক্করে টাইট। বাংলাদেশের বিচ্চুগুলা আইজ-কাইল খোদ ঢাকা টাউন আর তার আশপাশেই স্কুরুপ টাইটের কারবার শুরু করছে। ঠ্যাটা মালেক্যার ছিক্রেট এ্যাডভাইসার মোনাইম্যার খতম তারাবী করণের পর অখন পাকিস্তানের ফরিন মিনিস্টার এ্যালেন বেরী ড্রাম ফ্যাক্টরি হরিবল হক চৌধুরীর স্কুরুপ টাইট করতাছে। মওলবী সা'বে ব্যারিস্টার হইলে কি হইবো, আসলে একজন কড়া কিছিমের ব্যবসায়ী। আইজ থনে তেইশ বচ্ছর আগে যখন এই হরিবল হক চৌধুরী বঙ্গাল মুলুকের উজিরে খাজানা আছিলো, তখন এমন মাল-পানি বানাইলো যে বেডারে খুনী নুরুল আমীনের মতো মানুষও উজির সভার থনে লাত্থাইয়া খেদাইলো। আর পাকিস্তান গভর্ণমেন্ট দুর্নীতির জন্যি EBDO কইর‍্যা থুইলো। পেরধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানে কইলো 'আমরাও তো' মাল-পানি কামাইতাছি, কই কেউ তো আন্তাজ করতে পারে না। আর তুমি হরিবল হক চৌধুরী ঢাক-ঢোল পিডাইয়া হরির লুট করতাছো? যাও তোমারে EBDO কইর‍্যা থুইলাম।'

হেই চৌধুরী সা'বে মন্ত্রী থাকনের টাইমে মাইনষেরে লাইসেন্স দেওনের নামে আল-হেলাল প্রিন্টিং প্রেসের শেয়ার বেচইন্যা পয়সা দিয়া সদর ঘাটে এই সাদা চামড়ার সা'বের লগে একটা চুক্তি করছিল, এই কামের লাইগ্যা Stanely সা'বে এর মাইদ্দে ষোলবার বঙ্গাল মুলুকে যাতায়াত করছে। এই বার বাংলা মুলুকে লড়াই শুরু হওনের পর আৎকা ইসলামাবাদ থাইক্যা খবর আইলো 'বঙ্গাল মুলুক Normal হইয়া গেছে। এলায় আপনে আবার কামে হাত দেন।' Stanely সা'বে কি খুশি? অক্করে হাওয়াই জাহাজে উড়াল দিয়া ১৮ই সেপ্টেম্বর ঢাকায় আইছিলো। হের পর দ্যাহে কী? কেইস খুবই খারাপ। খোদ ঢাকা টাউনের মাইদ্দেই বিচ্চুগুলা ফুটফাট কারবার চালাইতাছে। মফস্বলে যাওন আর মউতের লগে মোলাকাত একই কথা।

Stanely সা'বে নিজেই কি কইছে হোনেন। ঢাকা এয়ারপোর্টে কাস্টম্স-ওয়ালারা নাইক্যা। মছুয়া মেলেটারিরা হেই কাম করতাছে। আর সার্চিং মানে সার্চিং। ফুল প্যান্টের মাইদ্দে পর্যন্ত হাত দিয়া মালপত্র দেখতাছে। এয়ারপোর্টের চাইরো মুড়া বিমান বিধ্বংসী কামান আর বাংকারগুলার মাইদ্দে মছুয়াগুলা থর থর কইরা কাঁপতাছে। ঢাকা টাউনে

সার্চিং, ডর দেখান, চেক পোস্টে পাঞ্জাবি পুলিশ, রাজাকার, মেলেটারি হগ্‌গল কিছু মিইল্যা একটা ক্যাডাবেরাস অবস্থার সৃষ্টি হইছে। Stanely সা'বে আরো কইছে রেল লাইন নাইক্যা, ঢাকার বস্তিগুলা সাফ, শহীদ মিনার গায়েব, মন্দির হাওয়া, মসজিদ গুড়া। টাউনের মাইদ্দে কাগো ডরে যেনো পাঞ্জাবি পুলিশ বেয়নেটওয়ালা জিনিষপত্র লইয়া ঘুরতাছে, বড় গাড়িতে মেলেটারিরা টহল দিতাছে, বহু বাংকার তৈরী করছে, সন্ধ্যার পর রাস্তাঘাট ধলী– মাইনষে কথা কইতে ডরায়। এইডাতো Normal কারবারের নমুনা হইতে পারে না।

এই আমেরিকান সা'বে ঢাকার অবস্থা দেইখ্যা ঠিকই আন্দাজ করছে, বিচ্ছুগুলার নমুনা কারবারেই যখন মছুয়াগুলার কাপড় বাসন্তী Colour হইছে তখন আসল কাম শুরু হইলে না জানি কি অবস্থা হয়? এর থাইক্যা আগে কাইট্যা পড়নই ভালো। এরপর এই মার্কিনী সা'বে বাংলাদেশ অধিকৃত এলাকার থনে ভাইগ্যা যাইয়া ট্রাংককলে Resign করছে। খালি কইছে, বাংলাদেশ পুরা স্বাধীন হইলে আবার আমু– তার আগে আগে না। ও মাই গড।

ছক্কু মিয়া ফাল দিয়া কইলো, ভাইসা'ব এই আমেরিকান সা'বে একটা জায়গায় মিছা কথা কইছে। আইজ ছয়মাস ধইর‍্যা ঢাকা টাউনে যে অবস্থা দেখতাছি তার একটুও Change হয় নাইক্যা। মানুষ মার্ডার, বলাৎকার, মেলেটারির টহল, রাজাকারগো লুটপাটে আর বিচ্ছুগুলার কায়কারবার এইগুলাই তো ঢাকা টাউনে Normal ব্যাপার। আসলে আমেরিকান সা'বে Normal ঢাকা দেইখ্যাই ডরাইছে।

এই দিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? ছয়মাস Time হাতে পাওনের গতিকে এর মাইদ্দেই হাজারে হাজার বিচ্ছুর ট্রেনিং Complete হওনের খবরে মছুয়াগুলা অক্করে পাগলা হইয়া উঠছে। ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা একটা মাস্টার প্ল্যান বানাইছে। এই প্ল্যানে বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকারে চাইর ভাগে ভাগ করছে। কারণ? বিচ্ছুগুলার লগে পাইট করনের চিরকিতের লাইগ্যা রাস্তাঘাট বানাইতে হইবো– রেল লাইন বহাইতে হইবো– মেরামতির কারবার করতে হইবো। বিচ্ছুগুলার হাতে গাবুর মাইর খাইয়া ভাগনের টাইমে এইসব মেরামত করা রাস্তাঘাট আর রেল দিয়া আইস্যা বাঙালি Public মার্ডার করণ লাগবো। একদিকে বাঙালি আরেক দিকে জাতিসংঘ ও মার্কিনীগো মাইদ্দে ধান্ধা লাগনের লাইগ্যা কইতে হইবো এই রাস্তাঘাট দিয়া ভূখা বাঙালিগো লাইগ্যা খাবার পাঠামু। কি সোন্দর আরো বাঙালি মারণের লাইগ্যা ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীর বুদ্ধি। আবার গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। রাস্তা মেরামতের আগেই পশ্চিম পাকিস্তান বিদেশ থাইকা ট্রাক আনতাছে।

আগের ট্রাকগুলা বিচ্ছুরা গায়েব কইরা ফেলাইছে। নতুন আমদানী ট্রাকে কইরাই মছুয়াগুলা গেরামের মাইদ্দে ঢোকনের বুদ্ধি করছে। ঢৗই-ই-ই কি হইলা, কি হইলো? আরো দুই চাইর খান যে ব্রিজ-কালভার্ট আছিলো বিচ্ছুগুলা হেইসব উড়াইয়া দিলো। একটা কথা খেয়াল রাইখেন– যেসব গেরামে যাওনের লাইগ্যা রাস্তাঘাট, রেললাইন নাইক্যা, হেইসব গেরামের লোক একটুক্ শান্তিতে থাকবেন। মছুয়াগুলা হেই দিকে

আইতে পারবো না– আর কামটুকু করনের লাইগ্যা তো বিচ্ছুরাই রইছে। ছয়মাস ধইর‍্যা বিচ্ছুগুলার টেস্টিং কারবারেই পঁচিশ হাজার মছুয়া আজরাইল ফেরেশতার দরবারে গেছেগা। বাকিগুলার উপর আজরাইল আছর করছে।

ঐ দিকে হুনছেন তো। বঙ্গাল মুলুকের ক্যাডাবেরাচ অবস্থার ছিক্রেট রিপোর্ট পাইয়া জুলফিকার আলী ভুট্টো আইবো না বইল্যা ঠিক করছে। সেনাপতি ইয়াহিয়ার একই অবস্থা। ব্যাডায় অখন শরাবন তুহুরার মাইদ্দে সাঁতার কাটতাছে। এর মাইদ্দে মওলবী সা'বে আবার একটা ট্রিক্‌স করছে। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলার যে সম্মেলন শুরু হইতাছে, হেই সম্মেলনে join করণের লাইগ্যা কি কান্দন! আমরা সিয়াটো, সেন্টো, আর.সি.ডি.-র মেম্বার হইলে কি হইবো? আমরা বহুরূপী। আমাগো দেশে সামরিক জান্তা থাকলে কি হইবো– আমরা ঠ্যাটা মালেক্যারে দিয়া গণতন্ত্র বানাইছি। ইয়াহিয়া-পিঁয়াজী খালি গার্জিয়ান হইয়া আছে। বঙ্গাল মুলুকের গণতন্ত্র অক্করে গেন্দা পোলা কিনা খালি হারু পাট্টি দিয়াই চলে– হেইখানে Election-এ জেতইন্যা ব্যাডারা দেশের দুশমন। খালি বিচ্ছুগুলাই মহা গ্যানজাম কারবার শুরু করছে।

হারু পাট্টির লোকজনগুলা এইভাবে মন্ত্রী হইতাছে দেইখ্যা আমাগো চাঁটিগার ফ.কা. চৌধুরীর মুখ দিয়া অক্করে লালা পড়তে শুরু করছে। বেডায় ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে কইছে সেন্টারের মাইদ্দে ন্যাশনাল কোনোই রাস্তা নাইক্যা। মিঠাই-এর দোকানের সামনে চাম উঠা জীবগুলারে লাত্থাইলেও যেমন কেঁউ কেঁউ আওয়াজ কইর‍্যা বার বার আরো লাথি খাওনের লাইগ্যা ফির‍্যা আসে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর হেই রকম অবস্থা হইছে। বেডায় আবার সেনাপতি ইয়াহিয়ার লগে মহব্বত করতে শুরু করছে। এইবার খুনী ইয়াহিয়া ভুট্টোরে কায়রো-প্যারিস-লন্ডনে যাওনের Order দিছে। লগে লগে মওলবী সা'বে তার পাট্টিরে পথে বহাইয়া গ্যাছেগা।

হ-অ-অ-অ এইদিকে বলে খুলনার সবুরের Boy Friend আমজাইদ্যা হেইদিন অল্পের জন্যি বাইচ্যা গেছে। যেইদিন বিচ্ছুরা মোনাইম্যারে শেষ করলো, হেইদিন মোনাইম্যার বাড়িতেই আছিলো। কিন্তুক বিচ্ছুগুলা হ্যারে ঠিকমতো চিনবার পারে নাইক্যা।

আল্লায় সারাইছে! One man party মানে কিনা একজনের পার্টি কে. এস.পি. আর করাচীর দাউদ গ্রুপ ইন্ডাস্ট্রিজের দালাল ছল্লু মিয়া– জেরাছে চুট্‌ গিয়া– অল্‌পির জন্যি হায়াত পাইছে। রয়টারের এক খবরে কইছে মিনিস্টার মোহাম্মদ ছল্লু মিয়া যখন হাওয়া গাড়িতে যাইতেছিল, তখন আত্‌কা রাস্তার মাইদ্দে দুইডা মাইন ফাটলো। কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের জন্যি ছল্লু মিয়া বাইচ্যা গেছে। শেষে মওলবী সা'বে অক্করে টাঙ্গাইল যাইয়া হাজির। বেডায় কি কাঁপন! বুকের মাইদ্দে অক্করে ঢেঁকির আওয়াজ।

হ-অ-অ-অ এই দিকের খবর হুনছেন নি? পার্বত্য চট্টগ্রাম, কুমিল্লা আর সিলেট সেক্টরে আইজ-কাইল গাজুরিয়া বাড়ি শুরু হইয়া গেছে। কসবা-শালদিয়া মুক্তিবাহিনীর কব্‌জায়। কুমিল্লা টাউন ধুয়া। বাড়ির চোটে মছুয়াগুলার কাপড় হেই জিনিষ হওনের গতিকে নিজেরই এয়ারফোর্স আইন্যা বোম্বিং করছে। মুক্তিবাহিনীর হামলায় ময়নামতি ক্যান্টনমেন্টে অখন মহর্‌রমের মাতম্‌ পইড়্যা গেছে। জেনারেল পিঁয়াজী নিজে হাজির

থাইক্যা লাড়াই চালাইয়াও অবস্থা কুফা দেইখ্যা ঢাকায় ভাইগ্যা গেছে। এ্যঃ এ্যঃ! কেইসডা কি? বিচ্চুগুলার কোবানীর মুখে কয়েক হাজার রাজাকার এর মাইদ্দেই বর্ডার পার হইয়া আরে দৌড় রে দৌড়। 'মাফ্ চাই' মহারাজ কইয়া ফরিনে যাইয়া ছারেন্ডার করছে। খালি কইতাছে বিচ্চুগুলা ডেইন্‌গারাস, তোমরা Arrest করলে জানে বাঁচমু। আমরা তো লাড়াই করতে চাই না– মছুয়াগুলার ডরের চোটে খালি আমাগো সামনে ঠেলতাছে। একটা সিংহাতিক গ্যাঁড়াকলের মাইদ্দে পইড়্যাই আমাগো এই অবস্থা হইছে। হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম– দালাল রাজাকার মছুয়ারা এখনও টাইম আছে। না হইলে 'শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর ভাইসাব, শেষের সেদিন কি ভয়ঙ্কর।'

# ১০৬

**নভেম্বর ১৯৭১**

কেইসডা কী? আগায় খান পাছায় খান, খান আব্দুল কাইয়ুম খান, স্যার শাহনেওয়াজ ভূট্টোর কেতাবী পোলা লাড়কানার লাড়কা জুলফিকার আলী ভুট্টো, আর ৭৮ বছরের বুড়া বিল্লী ময়মনসিংহের খুনী নুরুল আমীন এই তিনজন মিইল্যা পাকিস্তানে জোর পাবলিক মিটিং শুরু করছে। বঙ্গাল মুলুকে World এর Best ফাইটিং ফোর্সের হাজার হাজার মছুয়া পটল তোলনের খবরে অখন পাকিস্তানে মহা প্যানিজাম কারবার শুরু হইয়া গেছে। হেইখানরকার পাবলিকরা রেডিও গায়েবী আওয়াজের ভোগাচ্ কথাবার্তা আর হুনবার চাইতাছে না। একদিন-দুইদিন, এক হাফতা-দুই হফতা, একমাস-দুইমাস এমতে কইর‍্যা সাড়ে সাত মাস পার হইয়া গেছে। কিন্তুক পাকিস্তান থাইক্যা রাইফেল-মেসিনগান কান্ধে কইর‍্যা ভোমা ভোমা সাইজের খোকাগুলা মোছে তা'দিয়া হেই যে যাদু-এ বঙ্গালে গেল, হেইগুলা তো আর ফেরত আওনের নাম করে না। হায় খোদাবনতালা, তয় কী বিচ্চুগুলা কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে আইয়া সব সাবাড় কইরা ফেলাইলো নাকি? এই রকম একটা ক্যাডাব্যারাচ্ অবস্থায় পাকিস্তানের লোকদের মনের জোর ইসট্রং করণের লাইগ্যা সেনাপতি ইয়াহিয়ার অর্ডারে ভুট্টো-কাইয়ুম-আমিন এই তিন ব্যাডায় আম জলসা করতাছে।

গেল বুধবার ভুট্টো লাহুরে, কাইয়ুম করাচীতে আর পালের গোদা নুরুল আমীন লায়ালপুরে মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াইয়া মিছা কাতার ফোয়ারা ছুটাইছে। কিন্তু মস্কোপিকিং থনে ধু-হ-অ চিৎকার হওনের পর আর ওয়াশিংটনের গা মোচড়-মুচড়ি দেইখ্যা মওলবী সা'বগো গলার আওয়াজ খুবই মিন্‌মিন্ করতাছে। পিকিং থনে ধাওয়া খাওনের পর ভুট্টো সা'বে রাওয়ালপিণ্ডিতে ফেরত আইস্যা কইছুইন, 'বড় বড় Country গো সম্বন্ধে উল্ডা-পাল্ডা কাথা কওন ঠিক নয়। আর নুরুল আমিন, কাইয়ুম খান অক্করে ঘং ঘং কইর‍্যা কাইন্দা দিছে। হেতনরা কইছুইন, টাইম আইলেই সেনাপতি ইয়াহিয়া খান ক্ষেমতা হাত বদল করবোই।'

কত কষ্ট কইর‍্যা ইয়াহিয়া সা'বের তেলেসমাতি মার্কা মেলেটারি গণতন্ত্রে ১৮৩টা

উপনির্বাচনের ১২৮টাতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারবার করাইছি। অক্করে মেজিক্ খেইল। সত্তর সালের নির্বাচনে যেইখানে বঙ্গাল মুলুকে ছয় পাট্টি মিইল্যা ৪৬৯টা সিডের মাইদ্দে মাত্র চাইরটা সিট পাইছিলো; হেইখানে ভোটের গেনজামের মাইদ্দে না যাইয়াই হারু পাট্টিগুলা ১২৮ ডা সিট পাইয়া বইছে। এর পরেও কী ক্ষেমতা পাওন যাইবো না?

'গাছে কাঁঠাল, গোঁফে তেল।' বাঘে একবার রক্তের গন্ধ পাইলে ধানক্ষেতে নাইম্যা আসে। মছুয়া সম্রাট যখন একবার গদীতে বইতে পারছে, তখন বেডারে ছ্যাচড়াইয়া না নামানো পর্যন্ত এইডার শেষ নাই। এরপর তো আবার আর একটা বুড়ায় রইছে। হেইডারে চিনবার পারেন না? মছুয়া মহারাজ জেনারেল আব্দুল হামিদ খান। হেই বেডারও একবারের জন্যি ইসলামাবাদের গদীতে বহনের চিরকিৎ হইছে। খালি বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় বিচ্ছুরা সমস্ত হিসাবপত্র গড়বড় কইর‍্যা দিতাছে।

হ-অ-অ-অ এই দিককার কারবার হুনছেন নি? অংপুর জেলার বোনারপাড়া-ভরতখালিতে বিচ্ছুগুলা ৯০ জন মছুয়াকে ভর্তা বানাইছে রে। এগুলা কুট্ থাকা আলোরে? অ্যাঃ চেংড়া-পেংড়ারা না বেবাক মছুয়া গুড়া কইর‍্যা ফেলাইয়া দিলোরে! ক্যারে হা-করা, ক্যারে আওয়াল, উটি গেছলু ক্যা? জেনারেল পিঁয়াজী অর্ডার দিছলো? ওক্ই আইসব্যার ক'রে– ওক্ই আইসব্যার ক'। উঁই এনা আইস্যা দেইখ্যা ঝাক-কোবানী কাক্ কয়?

এইদিকে ঢাকার থনে সাদা চামড়ার রিপোর্টার Clare Hollingworth জব্বর খবর পাড়াইছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় আইজ-কাইল চল্লিশ হাজারের উপর বিচ্ছু নিজেগো থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা কইর‍্যা আরামসে কারবার চালাইতাছে। এইগুলা ঠাণ্ডর করা হানাদার সোলজারগো কাম না। হেইদিন দিনে-দুপুরে চিটাগাং টাউনে বিচ্ছুগুলা দিব্বি আইস্যা দুইজন মছুয়া অর একজন পাঞ্জাবি পুলিশরে খতম করছে। এই পয়লা বার গেরিলারা Street Fight করছে।

এদ্দিন পর্যন্ত বিচ্ছুরা খালি রাইতেই কারবার করতো। অখন দিনের বেলাতেও কাম শুরু হইয়া গেছে। Hollingworth তার রিপোর্টের মাইদ্দে আরো লিখ্খিস্, ঢাকার কথা আর কওন যায় না। পেরতেক রাইতেই বিচ্ছুগুলার তিনচাইর জায়গায় কারবার চালাইতাছে। পুরানা ঢাকারথনে রাইতে জোর গুলির আওয়াজ পাওয়া যাইতাছে। পেরতেক দিন সকালে কয়েকটা কইর‍্যা দালালগো লাশ বাইরাইতাছে। এইতো হেইদিন একটা মোটর মেরামতির কারখানা আর পেট্রোল পাম্পের বোমাবাজীর কারবার হইলো। এর মাইদ্দেই ঢাকা টেলিভিশন বিল্ডিং-এও বোমা ফাটছে। এই সাদা চামড়ার রিপোর্টাররে এককজন মেলেটারি অফিসার কইছে, 'সমুন্দর থাইক্যা যেমতে কইর‍্যা বান আহে, গেল দুইমাসে বাঙালি আদমী লোগ হেইরকম কইরা মুক্তি বাহিনীরে Support দিতাছে?" এর মানে বুঝতাছেন। বঙ্গাল মুলুকে মছুয়াগো অবস্থা অক্করে ছেরাবেরা হইয়া পড়ছে। হেগো আখেরী ভাগনের টাইম খুবই নজ্দিক। বিচ্ছুগুলা খুবই একটা মজার কারবার পাইছে। বর্ডারের জেলাগুলাতে সোলজার পাডাইলে ভিতর বাড়িতে গাং করতাছে আর ঢাকা এলাকায় সোলজার রাখলে বাইর বাড়ি Clear করতাছে। তাই অহন একটার পর একটা এলাকা মছুয়া গো হাত ছাড়া হইতাছে। Hollingworth কইছুইন,

মুক্তি বাহিনীর কারবার এখনকার রেইটে চলতে থাকলে অবস্থা Control করার মতো ক্ষেমতা সামরিক জান্তার নাইক্যা। মাইনষ্যে খাজনা পাতি দেয় না, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ। অনেক স্কুলে বিচ্ছুগো বোমাবাজীর গতিকে দালালগো পোলাপানও আর যায় না। বহু ব্যাংক ডাকাতি হইতাছে। গেরিলারা এইরকম ডেইনগারাস্ হইয়া উঠছে যে, হেইদিন বরিশাল স্টিমার ঘাটের কাছে এক হাজারের মতো গেরিলা স্বাধীন বাংলাদেশের ফ্লাগ উড়াইয়া মিডিং করছে। এই খবর না পাইয়া মাত্র তিন মাইল দূরে মেলেটারি ক্যাম্পের মাইদ্দে বইস্যা মছুয়াগুলার কি কাঁপন! খালি আল্লাহ-বিল্লাহ্ করতাছিল; কখন না জানি বিচ্ছুগুলা Attack কইর‌্যা বসে। জেনারেল পিঁয়াজী মহাগরম। বরিশাল সেক্টর কম্যান্ডারের কাছে কৈফিয়ত চাইয়া বইছে। বেডায় জবাব দিছে, 'পয়লা খতর্‌নাক দরিয়া। দুস্‌রা হামলোগ তো' কমলি ছোড় দিয়া– মগর কম্‌লি তো হামলোগকো ছোড়তা নেহী?

আরে এইটা কি? এইটা কি? আমাগো বকশি বাজারের নাড়ুয়া ছক্কু মিয়া কাঁদতাছে কীর লাইগ্যা? কী হইছে? আমাগো ছক্কুরে মারলো কেডা? পরনের তপন দিয়া নাক চোখের পানি মুইছ্যা ছক্কু কইলো, 'ভাই সা'ব, বিচ্ছুরা এর মাইদ্দেই ঠ্যাটা মালেক্যার পেয়ারা আল সাম্‌স আল আলবদররে কোবায়া তক্‌মা বানাইছে। মওলবী বাজারের কসাইরা যেমতে কইর‌্যা খাসীর চাম খোলে, বিচ্ছুরা সাম্‌স বদরের হেইরকম কারবার কইরা ফেলাইছে। লাশের অক্করে পাহাড় হইয়া গেছে।' আমি কইলাম আবে এই ছক্কু– কেইসডা একটুক খুইল্যা ক'। আমিতো আল সাম্‌স আর আলবদররে চিনতে পারলাম না। এইগুলা কি জিনিষ?

ছক্কু গলার মাইদ্দে একটা জোর ঢ্যাকরানি দিয়া কইলো, 'ভাইসা'ব আপনে অখনও আন্ধারের মাইদ্দে রইছেন। ঠ্যাটা মালেক্যায় রাজাকারগো ঠিক মতন ঠাহর করণের লাইগ্যা একেক জেলায় একেক নাম দিতাছে। সাম্‌স আর বদর হইতাছে জামাতে ইসলামীর ট্রেনিং দেওয়া রাজাকার কোম্পানির নাম। ঢাকার গভর্ণমেন্ট হাউসের বিলেক বোর্ডের মাইদ্দে এই সব নাম লেখা রইছে। বিচ্ছুগুলার ঘষাঘষির কারবার হইলে চক দিয়া বোর্ডের মাইদ্দে লিইখ্যা থোয় ৮ই নভেম্বর আল-শাম্‌সের ২৬২ জন কইম্যা গেল। ৯ই নভেম্বর আল বদরের ১৯২ জন ছারেন্ডার করলো। পাবলিকেরে ভোগা মারনের লাইগ্যা রাজাকারগো ইসলামী নাম দিয়া গোলাম আজম ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী কি খুশি? কিন্তুক অখন বোর্ডের মাইদ্দে চক দিয়া লম্বর লেখতে লেখতে মওলবীসা'বগো হাত খড়ি মাটির গুড়ায় সাদা হইয়া গ্যাছে। অ্যাঃ অ্যাঃ! চুষ-পাজামার জেলা সিলেটে হাসপাতালের মাইদ্দে জখমি মছুয়াগো আর জায়গা হইতাছে না। এইদিকে কুমিল্লা সেক্টরে বিচ্ছুগুলা গ্রামের পর গ্রাম মুক্ত করতাছে। গ্রাম-শহর, নগর-বন্দর, নদী-নালা হগ্‌গল জায়গায় হাজারে হাজারে বিচ্ছু খালি মছুয়াগো ধাওয়াইয়া বেড়াইতাছে। পাইলেই মাইর, পাইলেই মাইর। চাইর দিকে আওয়াজ উঠছে 'জিন্না মিয়ার পাকিস্তান– আজিমপুরের গোরস্থান'। হের লাইগ্যাই কইছিলাম কেইসটা কি? আল্লাহ্‌র মাইর দুনিয়ার বাইর।

# ১০৭

**নভেম্বর ১৯৭১**

খাইছে রে খাইছে। বাংলাদেশের দখলীকৃত এলাকায় হাজার হাজার বিচ্চু অখন মছুয়াগো মুখামুখি বাইড়া বাইড়ি শুরু কইরা সমানে অউগাইয়া যাইতাছে। একদিন-দুইদিন, এক হাপ্তা-দুই হাপ্তা, এক মাস-দুই মাস এমতে কইরা সাতমাস পার হইয়া লাড়াই অখন আট মাসে পা দিছে। চব্বিশ বচ্ছর ধইর‍্যা আটার পরাটা আর ভইস্যা ঘি খাইয়া গতরের মাইন্দে জেল্লা বানাইয়া বিদেশী অস্ত্রপাতি লইয়া যে মছুয়া বাহিনী তৈরী হইছিল, তাগো একটুক্ ব্যস্ত আর পাগলা রাখনের লাইগ্যা যেসব বাঙালি বিচ্চু গেরিলারা ময়দানে নামছিল, তারা World-এর মাইন্দে রেকর্ড কইর‍্যা বইছে। যেখানেই মছুয়া হেইখানেই বিচ্চু। এগো চোরাগুপ্তা আর আত্‌কা মাইরের মুখে হানাদার সোলজারগো ত্রাহি মধুসূদন ডাক শুরু হইছে।

চিটাগাং চালনার বন্দর আর ঢাকা টাউন থাইক্যা শুরু কইর‍্যা যশোরের মাঠ, রংপুরের পাঁথার, সিরাজগঞ্জ-গোপালগঞ্জের চর, সিলেট-কিশোরগঞ্জের হাওড়, শ্রীপুর-মধুপুরের জঙ্গল, এমন কি পদ্মা-মেঘনা-যমুনা নদী হগ্‌গল জায়গায় যেকোনো টাইমে এই বাঙালি বিচ্চুরা ইচ্ছামতো কারবার চালাইতাছে। খালি ছেল্ কুৎ কুৎ, ছেল্ কুৎকুৎ, ছেল্ কুৎ কুৎ, টাঁই-ই-ই। এরকম হা ডা-ডু-ডু-ডু খেইল চলতাছে। আর এরি মাইন্দেই বিচ্চুরা রেললাইন গায়েব করতাছে; লঞ্চ ইস্টিমার ডুবাইতাছে; ব্রিজ-কালভার্ট উড়াইতাছে, পোর্ট ডাবিস্ করতাছে; দালাল মহারাজগো মেরামত করতাছে? হাজারে হাজার রাজাকার শ্যাষ করতাছে, আর মছুয়াগো আলগা পাইলেই আজরাইল ফেরেশতার দরবারে পাঠাইয়া দিতাছে। হানাদার সোলজারগো Supply Line নাইক্যা। এইসব ক্যাচ্‌কা মাইরের নমুনা না পাইয়াই টিক্কা খান ফুইট্যা পড়ছে। লাড়কানার লাক্‌ড়া আর মছুয়া সম্রাট সেনাপতি ইয়াহিয়া বঙ্গাল মুলুকে আহনের নাম হুনলেই বলির জোড়া পাঁঠার মতো থর্ থর্ কইর‍্যা কাঁপতাছে। খালি কইতাছে কেইস্‌ডা কী?

এই রকম তো কথা আছিলো না। আমাগো পাতলা খান গল্লির মের্‌হামত মিয়া বগা সিকরেটডার মাইন্দে শেষ সুখ টানডা দিয়া আত্‌কা ফাল্ পাইড়া উঠলো, 'ভাইসাব আপনার হাতের মাইন্দে একটা খত্ দেখতাছি, এইডার মাইন্দে কেয়া লিখ্‌খিস্?' কইতাছি, কইতাছি। তপন ধইর‍্যা টান দিয়েন না, তপন ধইর‍্যা টান দিয়েন না। চিটাগাং থাইক্যা অউগা পুয়ার হাতে আঁর কাছে এই চিডি আইছে। তাই সা'ব আমার সালাম নিবেন। এইখানকার অবস্থা Normal. হইছে। চট্টগ্রামের পটিয়া, ফটিকছড়ি, হাটহাজারী, রাউজান সব বিচ্চুগো নিজস্ব এলাকা। হোতইনরা প্রকাশ্যে মার্চ করতাছে, বাংলাদেশের পতাকা উড়াইতাছে। মছুয়ারা যাইবার টেরাই করলেই বেধড়ক মাইর খাইতাছে। হেইদিন তো দিনের বেলায় New market-এর মতো জায়গায় বিচ্চুরা একটা স্টেট বাসের সব Passenger নামাইয়া বোমা মাইর‍্যা দিব্ব স্টেনগান চালাইলো।

তাজ্জবের ব্যাপার মাত্রক তিন-চারশ' গজ দূরে Head post office-এ মছুয়া থাকা

সত্ত্বেও মাইরের ডরে বাইরায় নাই। এছাড়া টেরেন উড়তাছে, জাহাজ ডুবতাছে। চিটাগাং-এ এইসব অখন Normal ব্যাপার। এইতো হেইদিন লালদিঘীর পাড়ে জাতিসংঘের গাড়িগুলা যেইখানে ছিল, হেইখানে বিচ্ছুগো জোর বোমাবাজি হইছে। কুমিল্লাতে Army বোঝাই টেরেন ধ্বংস হইছে। চিটাগাং-এর মাইদ্দে যতোগুলা Electric sub station রইছে, সব গুলাতেই বোম ফাটছে। কাপ্তাই লাইনের বহুতগুলা খাম্বা নষ্ট হইছে। মদিনা ঘাটের Electric sub station বিচ্ছুরা গুড়া করনের গতিকে চিটাগাং টাউন প্রায় দুই মাস আন্ধার আছিলো। চিটাগাং Steel Mill এর গ্যাস টারবাইন দিয়া কোনোমতে Radio ইস্টিশন ও টাউনে আলো Supply কইর‍্যা বেটারা ইজ্জত বাঁচাইবার চেষ্টা করছে। বিচ্ছুরা জাহাজ ডুবায় বইল্যা কোনো জাহাজই আর Port- এ আহে না। ফ্রিগেটে কইর‍্যা আনে। বিচ্ছুরা এইসব ফ্রিগেটও ডুবাইতাছে। ব্যবসা-বাণিজ্য পরায় বন্ধ। বেচাকেনা নাই। ফ.কা. চৌধুরীর ঘেটুরা খুবই অত্যাচার করতাছিল। তাই বিচ্ছুরা মওলবী সা'বরে একটু ঘইষ্যা দিছে। হাসপাতালে ফ, কার একটা ঘেটুআখেরি দম ছাড়ছে। চিটাগাং-এ বইস্যা যেইসব ব্যডারা MNA-MPA-এ হওনের চিরকিতে নমিনেশন পেপার দাখিল করছিল, বিচ্ছুরা তাগো লগে মশ্‌করা করতাছে। দুইজন হবু MNA- এর এ্যার মাইদ্দেই বিচ্ছুরা রাস্তায় গুলি কইর‍্যা মারছে। এ'ছাড়া পোলাপানরা স্টেনগান ধইর‍্যা Bank থনে টাকা লইয়া গেছে। এইসব টাকা লাড়াইয়ের খরচ। হেই কাম তো অখন Easy matter-হেরা ইচ্ছামতো খেলতাছে। সিনেমা হলে প্রায়ই বোমা ফাটতাছে– মার্কেটেও একই অবস্থা। রাইতের বেলায় খালি গুলির আওয়াজ। দলে দলে বিহারীরা জাহাজ আইলেই ভাগতাছে। সন্ধ্যার পর মছুয়ারা আর টাউনে বাইরায় না। কোনহান থনে যে গুলি আহে, ঠাওর করা মুস্কিল। শুধু মছুয়াগো লাশ পইড়্যা থাকে– অস্ত্র গায়েব। দুশমনগো অস্ত্রই অখন গেরিলাগো অস্ত্র। হেইদিন নেভীর গেটে মাইন ফাটছে। আওয়াজ হুইন্যাই মছুয়ারা কি দৌড়। আমাদের মিলে মেলেটারি বহাইছে। ওরা বেলুচ আর পাঠান। খুবই দইম্যা গেছে। সব সময়ই অস্ত্র নিয়া ঘোরাফিরা করে। তবে মিলের বাইরে যায় না। বলে কী 'ইয়ে তো' আপ্‌কো মুলুক্ হ্যায়। হামতো দো' দিনকা মেহমান হ্যায়। হিন্দুস্থানী এজেন্ট কো সাথ লাড়াই চলতা– হামলোগ আয়া উস্‌কা সাথ মোকাবেলা কর্‌ণে কি লিয়ে। আভি দেখতা হ্যায় ইয়ে তো' দুসরা চীজ হ্যায়।'

চিটাগাং-এ যুদ্ধের পাঁয়তারা চলতাছে। চাইর দিকে খালি কামান। মনে হইতাছে খুব শীঘ্রি সামনা-সামনি লাড়াই লাগবো। হেইদিন এক কাণ্ড হইছে। একটা বিদেশী জাহাজ জয় বাংলা পতাকা উড়াইয়া চিটাগাং পোর্টে আইস্যা হাজির। মছুয়ারা তো মহারাগ– কিচ্ছু কইবারও পারে না, সইবারও পারে না। জাহাজের ক্যাপ্টেন ভাঙ্গাভাঙ্গা ইংরেজিতে কইলো 'জাহাজের নিরাপত্তার জন্যি এইরকম কারবার করা হইছে। পাকিস্তানী পতাকা দেখলেই গেরিলারা জাহাজ ডুবাইতাছে। তোমরা এইসব জাহাজের একটাও রক্ষা করতে পার নাই।' পোর্টের ইনচার্জ কইলো, 'ঠিক আছে, জাহাজের লোকসান হইলে ক্ষতিপূরণ দিমু। তবুও দুশমনগো ফ্ল্যাগ উড়াইতে পারবা না। এরপর খাইক্যা হগ্‌গল জাহাজই মছুয়াগো কাছ থনে ক্ষতি পূরণের লিখিত দলিল লইতাছে।

হেইদিন একটা গ্রিক জাহাজ এইরকম লিখিত দলিল বগলে কইর‍্যা পোর্টে জাহাজ ভিড়াইলো। তাজ্জব ব্যাপার দলিল সই করার এক ঘণ্টার মাইদ্দে গ্রিক জাহাজটা ডুইব্যা গেল। একেবারে মেজিক কারবার। এইতো হাল। আর কি শুনবেন? এর কি শেষ আছে? দিন রাইত খালি ফুট্‌ফাটের কারবার বাইড়াই চলতাছে। এই রকম Normal অবস্থার মাইদ্দে চিটাগাং-এ দিন কাটাইতাছি। ইতি...

হ-অ-অ-অ চিটির কাথা কইতে কইতে টাইম গেছে গা। এদিককার কারবার হুনছেন নি? কইছিলাম না কিছু টাইমের দরকার আছিলো। হেই টাইমের মাইদ্দে কামান মর্টার লইয়া হাজারে হাজারে আসল বাঙালি সোলজার তৈরী হইয়া গ্যাছেগা। একদিকে বিচ্ছুগে চোরাগুপ্তা, আৎকা আর ক্যাচ্‌কা মাইর– আর একদিকে শুরু হইছে বাঙালি সোলজারগো মুখামুখি বাইড়া-বাইড়ি। এখন থাইক্যা মছুয়ারা বুঝতে শুরু করছে মাসে কয়দিন যায়। পবিত্র ঈদুল ফেতর থাইক্যাই এই নয়া কিছিমের লাড়াই শুরু হইছে। মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মাইদ্দে মছুয়ারা দশটা ঘাঁটির থাইক্যা লাশ ফালাইয়া ভাগোয়াট্‌ হইছে।

রেডিও গায়েবী আওয়াজে খালি কাঁন্দাকাটির আওয়াজ পাওয়া যাইতাছে। গেছিরে, গেছি, গেছি– ঘট্‌। জাতিসংঘে আগা শাহী, প্যারিস-বনে ফরিন সেক্রেটারি সোলতাইন্যা, খালি চিক্কুর পাড়তাছে Help Help.

খুলনার কালিগঞ্জ, সাতক্ষীরা, রাজশাহীর ইসলামপুর, রংপুরের রায়গঞ্জ ও বড়খাদা, সিলেটের জাকিগঞ্জ ও হাওড় এলাকা, যশোরের ভোমরা, নোয়াখালীর পরশুরাম-ফেনীতে আরে বাড়ি-রে বাড়ি। বাড়ির চোটে মছুয়াগো দুইডা পেলেন ডাবিস্‌ হইছে। একটা ট্যাংক পাইয়া বিচ্ছুরা মহা খুশি। এইবার হেই ট্যাংক লইয়া খালি মছুয়া খুঁইজ্যা বেড়াইতাছে। সিলেট, রংপুর, রাজশাহী, যশোর, খুলনায় বিচ্ছুগো মাইদ্দে Competition শুরু হইছে। খালি শ্লোগান হইতাছে 'চলো চলো, ঢাকা চলো। সামনে বিচ্ছু পিছনে বিচ্ছু। এরা মাইর ছাড়া জানে না আর কিচ্ছু।' হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, 'খাইছে রে খাইছে।'

# ১০৮

**নভেম্বর ১৯৭১**

জাতে মাতাল তালে ঠিক। সেনাপতি ইয়াহিয়া খান জাতে মাতাল হইলে কি হইবো? আসল কামে জ্ঞান অক্করে টন্‌টনা। চাইরো মুড়ার থনে মাইর খাইয়া গিলাস হাতে কাইত হইয়্যা হুইত্যা পড়লে কি হইবে? এখনও ট্রিক্‌সের পর ট্রিক্‌স কইরাই যাইতাছে। রাওয়ালপিন্ডির সামরিক জান্তার হেড কোয়ার্টারে একটার পর একটা খতরনাক খবর আইতাছে, আর মওলবী সা'বে চিক্কুর পাড়তাছে 'ঠিক আছে, হ্যালো আমরিকান Ambassador ফারল্যান্ড, এলায় করি কী? অ্যাঁঃ 'বায়াফ্রার' প্যাঁচ? হেইডা তো' পয়লাই করছি– কোনোই কামে আহে নাইক্যা। কি কইলেন, কি কইলেন? Internal Affair কইয়া ইন্দোনেশিয়ান মাইর?– হেইডা তো করছিলাম। Intenational Red Cross- এর

পেলেন আইতে দেই নাই– হগ্‌গল ফরিন Journalist ধাওয়াইছিলাম- বাহাত্তুর ঘন্টার মাইন্দে টিক্কারে দিয়া কারবার শ্যাষ করমু বইল্যা হাতের অঙ্গুল দিয়া তুড়ি বাজাইছিলাম। কেইস্‌ Control হওয়া তো দূরের কথা Decontrol হইয়া গেছে।

এ্যাঃ কি কইলেন? Refugee reception centre খুইল্যা গলার আওয়াজ নরম কইর্‌যা বাঙালিগো ডাকাডাকি করমু? হেইডা করছিলাম। কিন্তুক জাতিসংঘের পেরতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিনও Tour-এ আইলো আর কই থনে গোটা কয়েক খেঁকী কুত্তাও Reception centre-এ আইস্যা হাজির হইলো। কী? সম্পত্তি নীলাম? হেইডাও বাকী থুই নাই। হ্যালো ফারল্যান্ড! কি হইলো? বুদ্ধি দেন– এলায় করি কী? নাম্‌কা ওয়াস্তে Civil Governor? আঃ হাঃ অনেক দিন আগেই তো ঠ্যাটা মালেক্যারে গবর্ণর করছি। ব্যাডায় বাংলাদেশে কয়ডা জেলা হেইগুলার নাম পর্যন্ত জানে না। গুলির আওয়াজ হুনলে খালি কান্দে, খালি কান্দে। Bye Election? হেইডারও ব্যবস্থা করছিলাম। কোনো ভোটাভুটির কারবার নাই। হারু পাট্টির মালেরা ঢাকায় বইস্যা সিট ভাগাভাগি করতাছে দেইখ্যা বন্ধ কইর্‌যা দিছি।

অ্যাঃ, কি কইলেন? মিসেস গান্ধীর লগে বাত্‌চিত্‌? Proposal দিছিলাম। Lady না কইয়া দিছে। ভালো কথা চিন্তা কইর্‌যা India Attack করমু বইল্যা খালি ধমক না– বর্ডারে পর্যন্ত Soldier সাজাইলাম। কিন্তু এইডা কি? এইডা কি? India ও বর্ডারে Soldier খাড়া করছে। আমি তো মুছিবতে পড়লাম। বঙ্গাল মুলুকে চিড়া চ্যাপ্টা হইয়া জেনারেল পিঁয়াজী চিল্লাইতাছে– বাঁচাও-বাঁচাও। আমি তো আর Soldier পাডাইতে পারতাছি না। হেইদিকে বিচ্চুরা আমার জোয়ানগো মাইর্‌যা সাবাড় কইর্‌যা ফ্যালাইলো। হায় ফারল্যান্ড, এই কি বুদ্ধি দিলা? অ্যাঁঃ কি কইল্যা? কি কইল্যা?

আগারতলা, বালুরঘাট, পেট্রাপোলে কামানের গোলা মারলেই বিশ্বের হগ্‌গল দেশ India-Pakistan যুদ্ধের কথা চিন্তা কইর্‌যা দৌড়াইয়া আইবো। তোমার বুদ্ধিতে হেইডাও করছিলাম– আমার তিনটা স্যাবা জেট পেলেন আর গোটা কয়েক ট্যাংক গ্যাছেগা। কিছুই বুঝতাছি না। কি করি, কি করি? আরে ধুর্‌ বহুত আগেই পরনের দোস্ত উথান্টরে দিয়া India-Pakistan-এ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বহাইবার বুদ্ধি করছিলাম। কিন্তু নয়দিল্লী বিরোধিতা করলো। Lady কয় কি? মানুষ যা Marder করার তা পাকিস্তানীরাই করতাছে। India এই গেনজামের মাইন্দে নাইক্যা। এলায় হে মার্কিনী Ambassador আমারে নুতন কিছু বুদ্ধি দাও। এ্যাঁ, মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই কইয়া চিল্লামু– আরে এইডাই তো আমাগো আসল তাবিজ। পয়লা থাইক্যাই এই কারবার করতাছি। কিন্তু কিছুই আর কামে আইতাছে না। পাকিস্তানী সোলজাররা দুশ্‌মন খতম করতে যাইয়া মসজিদ গুড়া করতাছে, খাড়াইয়া পেসাব করতাছে, মাইয়া লোকের ইজ্জত নষ্ট আর মুসল্লি বাঙালিগো মার্ডার করণের গতিকেই ইসলাম ইসলাম চিল্লাইয়াও আর কোনো কাম হইতাছে না।

হ্যালো, হ্যালো ফারল্যান্ড, বঙ্গাল মুলুকের বর্ডার এলাকায় সোলজার পাঠানোর পর যে হাজারে হাজারে বিচ্চু ভিতর এলাকা অন্দরে গাং কইর্‌যা ফেলাইলো; হেইডার কি

করি? রাস্তা-ঘাট নাই, রেল লাইন গায়েব, পোর্ট বন্ধ, লঞ্চ-স্টিমার ডাবিস, এয়ারপোর্ট গুড়া, বড় বড় দালাল নেতা ভাগোয়াট্, পাকিস্তানী ব্যবসায়ী শিল্পপতি উধাও, কারখানা মিল-ফ্যাক্টরি বন্ধ। এলায় করি কী? ভাই ফারল্যান্ড, চাচা নিকসন, এলায় করি কী? এ্যাঁঃ কি কইলেন? অখন বঙ্গাল মুলুকের গেনজাম International Affair কইয়া চিল্লামু! ঠিক আছে তাই করতাছি। কিন্তু কই, কেউ তো মাতে না– কেইসডা কী? এ্যাঁ এইডা আবার কি সাজিশন করলা? ওঃ ওঃ ঠিকই তো' বর্ডার এলাকায় পাকিস্তানী সোলজার খাড়া থাকলে, বঙ্গাল মুলুকের ভিতর এলাকা তো' বিচ্ছুগুলার হাতে চইল্যা যাইতাছে আর বিচ্ছুরা অখন এক তরফা, কারবার কইর‍্যা যাইতাছে।

আরে ওই পিঁয়াজীকা বাচ্চা, তাড়াতাড়ি সোলজার বর্ডার থনে উডাইয়া টাউনগুলারে বাঁচা। কাউঠ্যা যেমতে কইর‍্যা গতরের মাইদ্দে মাথা হান্দায়া থোয়, তোমরাও হেমতে কইর‍্যা কংক্রিটের বাংকারের মাইদ্দে হান্দায়া থাকবা। যদি এর মাইদ্দে জাতিসংঘ আর চাচা-মামু– এগো মাইদ্দে কেউ নতুন ট্রিক্স-এ আইস্যা হাজির হয়। এ্যাঁঃ এইডা আবার কি কাথা? ঠিক আছে, হে দোস্ত উথান্ট India তে লাগবো না, খালি বঙ্গাল মুলুকের বর্ডারেই জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক বহাও।

আরে কেইসডা কি? ছক্কু তুমি আত্কা ভেউ ভেউ কইর‍্যা কাইন্দা ভরাইলা কীর লাইগ্যা? কান্দিস্ না ছক্কু, কান্দিস্ না। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের কান্দনের আওয়াজ যদি হুনতা খালি, তা'হইলে মরনের আগ পর্যন্ত তোমার কান্দাকাটি অক্করে ইস্টপ্ হইয়া যাইতো। আত্কা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো, 'ভাইসব, জাতিসংঘের কিছু মালপত্র তো' উথান্ট সা'বে ট্রিক্স কইর‍্যা ঢাকায় পাডাইছিল। হেরপর বিচ্ছুগো কারবারের একটুক্ নমুনা পাইয়াই হেইগুলা ব্যাঙ্ককে ভাগছে। পশ্চিম জার্মান দূতাবাসের দুই সা'ব জেনারেল ফরমানের ভোগাচ্ কতায় নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে হাওয়া খাইতে গিছিলো– হেই দুইজন আর জিন্দা ফেরৎ আইলো না। অখন তো অবস্থা আরও খতর্নাক হইছে।

হগ্গল জায়গাতেই তো' বিচ্ছুরাই হেই কাম কইর‍্যা যাইতাছে। দালাল-মচুয়া, রাজাকাররা সব দলে দলে ঘঁওত্ কইর‍্যা আখেরী দম্ ছাড়তাছে। এই অবস্থায় যখন মউৎ Call করছে, তখন জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকরা একটুক্ ময়দানে অইয়া দেখুক না– ধান কেম্তে ফুটলে খৈ হয়।

হ-অ--অ এইদিকে কায়-কারবার হুনছেন নি? কোন্ডা থুইয়া কোন্ডা কই? যখনই হুনবেন যে রেডিও গায়েবী আওয়াজ কইতাছে 'আখেরী খবর আনে তক্, হুঁয়াপর ধুমাসান লাড়াই হো রাহা হ্যায়।' তখনই বুঝবেন, হেই খানে লাশ ফালাইয়া মছুয়ারা সব ভাগোয়াট্। খেইল খতম, পয়সা হজম। আরে এইডা কি? এইডা কি? দর্শনার থনে ঝাইড়া দৌড়াইবার সময় জিন্দা মছুয়াগো কদম উল্ডা- পাল্ডা হইতাছে কেন? আমাগো পাতলা খান গল্লির মের্হামত মিয়া একটা বাইশ হাজার টাকা দামের গুয়ামারি হাসি দিলো। কইলো, 'ভাইসা'ব, মওলবী সা'বরা এদ্দিন ধইর‍্যা দর্শনার কেরু এ্যান্ড কোম্পানির শরাবন তহুরা মানে কিনা জিন, রাম, হুইস্কি এইসব গুদাম ভাইঙ্গা খাইতাছিল। আত্কা কই থনে বিচ্ছুরা আইস্যা আরে বাড়িরে বাড়ি। তারপর বুঝতেই

পারতাছেন, খালি উল্টা-পাল্টা দৌড়। কদমগুলা তখন লেড়ু লেড়ু করতাছিল। এইদিকে এইডা কি? সিলেট এলাকায় বিচ্ছুরা অক্করে পানি পানি কারবার কইর‍্যা ফেলাইছে। হাওর এলাকার থনে সব মুছুয়া সাফ হইয়া গেছে। অখন শমশেরনগর হাওয়াই আড্ডায় খালি ইয়া আলীর কারবার চলতাছে।

অংপুরের কারবার কই নাই, না? হেইখানকার বিচ্ছুরা নাগেশ্বরী মুক্ত কইর‍্যা অখন কুড়িগ্রাম টাউনের উপর সমানে কোবানী চালাইতাছে। ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী বরাবর মছুয়ারা গায়েব হইয়া গেছে।

এ্যাঃ, এ্যাঃ। সাতক্ষীরা-সুন্দরবন এলাকায় বাঙালি লোকজন বাংলাদেশের ফ্ল্যাগ উড়াইয়া বাড়িঘর Repair করতাছে। কেইসডা কি? আজরাইল ফেরেশতা মছুয়াগো নাম-ধাম লিইখ্যা খাতা ভরাইয়া যশোর মুড়া গ্যাছেগা। কইছিলাম না 'কারো পৌষ মাস– কারো সর্বনাশ।'

এলায় সেনাপতি ইয়াহিয়া-ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী কি করবা? One Man পাট্টির লীডার ছল্লু মিয়ারে দিয়া নারায়ণগঞ্জে Under Ground-এ ২৭২ লুকের মিটিং করলে কোনোই ফায়দা হইবো না। হেইদিন তো' ঢাকায় ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে Strike কইর‍্যা মাত্রক তিন হাজার হেই জিনিসের ঠ্যাং কাপুইন্যা মিছিল বাইর করাইছিলা। কই, ঢাকা টাউনে তো' ফুট্‌ফাট্‌ দিনকা দিন বাইড়াই যাইতাছে।

কি হইলো? ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী বিচ্ছুগো কারবার ক্যামন বুঝতাছেন? হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম– জাতে মাতাল তালে ঠিক।



# ১০৯

**নভেম্বর ১৯৭১**

মরছে পাগলায় মরছে। নুরুল আমীন ঠ্যাটা মালেক্যারে মরণে ডাক দিছে। দুই বুড়ায় মিল্ল্যা কি সোন্দর ঢাকার গবর্ণমেন্ট হাউসের মাইদ্দে বইস্যা হারু পাট্টিগো মাইদ্দে সিট ভাগাভাগি করতাছে। মাত্রক সাত মাস আগে ভোটের টাইমে পাবলিক যেইসব মালের গতরের মাইদ্দে থুক্‌ দিছিলো, নূরুল আমীন-ঠ্যাটা মালেক্যায় মিইল্ল্যা হেইসব মালপত্র খুঁইজ্যা খুঁইজ্যা বাইর করছে। কোরবাণীর খাসী যেইরকম আড়াই পোচের কারবার করণের আগে গোসল করায়– এইসব হারু মালগা হেইরকম ইয়াহিয়া সা'বের তেলেসমাতি মার্কা গণতন্ত্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect করাইয়া আহা-রেঃ বিচ্ছুগো লাইগ্যা অক্করে Ready রাখছে। শেরোয়ানী-পাজামা পরা এইসব জিনিষপত্রের তেলতেলা গতরের থাইক্যা জেল্লা মারতাছে। বিচ্ছুগো লুট বই-এর পাতা লিস্টিতে ভইর‍্যা গেছে। আইজরাইল ফেরেশতা আবার গোপনে এইসব লিস্টির কার্বন কপি বানাইছে।

চাঁই-ই-ই-ই। কি হইলো? কি হইলো? ঢাকার থনে মাত্র দশ মাইল দূরে একটা হেই জিনিষের উপর বিচ্ছুগো কারবার হইলো। মুছলমান লীগের সুলতান উদ্দিন খান।

মওলবী সা'বে ঠ্যাটা মালেক্যারে মাল-পানি দিয়া খুনী নুরুল আমীনরে হেই মাল-পানির ছিলিপ দেখাইয়া প্রাদেশিক পরিষদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect হইছিলো। ব্যাস্– আজরাইল ফেরেশতায় তারে জাব্‌ড়াইয়া ধরলো। আত্‌কা আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া ফাল্ দিয়া উঠ্‌লো। ভাইসা'ব, নুরুল আমীন-ঠ্যাটা মালেইক্যার খুব বুদ্ধি দেখতাছি। একটা ভোগাচ্ Election-এর উছিলা কইর‍্যা পেরতেক জেলার দালাল মহারাজগো হিসাব ঠিক কইর‍্যা দিতাছে। বিচ্চুরাও বগল বাজাইয়্যা ঘষাঘষি অর ফুট্‌ফাট্ কারবার চালাইতাছে। ছক্কুর কাথাবার্তায় আমি অক্করে থ'। বেডায় নাইড়া মাথা হওনের পর থাইক্যাই দামী দামী বাত্‌চিত্ করতাছে।

এইবার হারু মালগো নমুনা দিলেই বুঝতে পারবেন। পাবনার চোরা মতিন। আহাঃ হাঃ। মতিন তো বহুত লোকের নাম আছে। কিন্তু চোরা মতিন কইলেই অক্করে চক্ষু বন্ধ কইর‍্যা সোহাগপুর ট্রান্সপোর্টের চোরা মতিনরে চিন্‌তে কোনোই কষ্ট নাইক্যা। মওলবীসা'বে সত্তর সালের Election-এ আওয়ামী লীগের আব্দুল মোমেন তালুকদারের ৯৬ হাজার ভোটের মোকাবেলায় ৪,৪২০ ভোট পাইছিল। কিন্তুক সাত মাসের মাথায় হেই চোরা মতিন কেমন সোন্দর ঢাকায় বইস্যাই 'তেলেস্‌মাতি গণতন্ত্রে' বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect হইছে। বিচ্চুগো লুট বই-এর মাইদ্দে নাম লেখাইতে কি কষ্ট?

বঙ্গাল মুলুক সিট ভাগাভাগি হওনের খবরে লারকানার লাড়কা স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর কেতাবী পোলা জুলফিকার আলী ভুট্টো বাইশ লাখ টাকা দিয়া ছয়টা সিট কিইন্যা বইছে। লাহোরের কোহিস্তান কাগজে এই খবর ছাপাইয়া কড়া কিছিমের গাইল দিছে। আর পালের গোদা নুরুল আমীন সা'বে খালি কেইসডারেই চাপিস্ করণের লাইগ্যা টেরাই করতোছে। কই না তো? আমি কিছুই জানি না তো? বুড়ায় অক্করে সেয়ানা পাগল।

এইরকম একটা অবস্থায় জুলফিকার আলী ভুট্টো সা'বে ছদর ইয়াহিয়ার হাতে চুমা খাইয়া পিকিং সফর কইর‍্যা আইছে। ডাইল গলে নাই। দুই দ্যাশের মাইদ্দে বাত্‌চিত্ হওনের পর নিয়ম মাফিক যুক্ত বিবৃতি দেওনের যে নিয়ম আছিলো, এইবার হেই বিবৃতি পর্যন্ত বাইরায় নাই। কিছু থাকলে তো বারাইবো। মনে লয় চীন সরাসরি যুদ্ধে জড়াইবার প্রশ্নে 'হ্যাঁঃ–'না' কিছুই কয় নাই। সেনাপতি ইয়াহিয়ার বোতলের দোস্ত ভুট্টো সা'ব অক্করে নাঙ্গা হইয়া ওয়াপস্ হইছুইন।

রাওয়ালপিণ্ডি হাওয়াই আড্ডায় খবরের কাগজে রিপোর্টাররা তাইনরে জিগাইলো, 'স্যার, কেইসডা কি? ক্যামন বুঝতাছেন? মাল-পানির লিস্টি কন? সোলজার কবে আইতাছে?' ভুট্টো সা'ব অক্করে Deaf & Dumb স্কুলের হেড মাস্টার। আমি হগ্‌গল রিপোর্ট পয়লা ছদর ইয়াহিয়ার কাছে দিমু। একই টাইমে ইয়াহিয়া ইসলামাবাদ থইক্যা চিল্লাইতাছিলা, 'বেয়াদারানে ইসলাম; ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না, আমরা Attack করণের লগে লগে নতুন মামু আইবো'– আরো কত কিছু। আর রেডিও গায়েবী আওয়াজ ইচ্ছামতো মিছা কথা কইতে কইতে গাইলস্যার মাইদ্দে ফেনা তুইল্যা ফেলাইছে। কিন্তু বিবিসি সামরিক জান্তার ভাণ্ড ফুটা কইর‍্যা ফেলাইছে। আসল খবর বাইর কইর‍্যা দিছে। খবরটা হইতাছে, জুলফিকার আলী ভুট্টো পিকিং থনে খালি হাতে ফেরত আইছে।

ঢং-ং-ং। কি খবর? কি খবর? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র– সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের সামরিক জান্তারে আর অস্ত্রপাতি দিবো না বইল্যা ঘোষণা করছে।

হ-অ-অ-অ এই দিককার কারবার হুনছেন নি? যমুনা-ব্রহ্মপুত্র নদীর উত্তর মুড়া সমানে Silent কারবার চলতাছে। কোনোরকম যোগাযোগ না থাকনের গতিকে এইসব খবর দেরীতে Disclose হইতাছে। অংপুর জেলার সৈয়দপুর থানার মধুপুর ইউনিয়নে বিচ্ছুগুলা ডাংগুলীর কারবার চালাইছে। মোছলমান লীগ আর অশান্তি কমিটির তিন মাল আজিজুল হক চৌধুরী, আব্দুল জব্বার আমীন আর ছোলায়মান পাইকাররে বিচ্ছুরা ঘইষ্যা দিছে। তিন ব্যাডায় এক লগে আজরাইল ফেরেশতার খাতায় নাম লেখাইছে। এই খবর না পাইয়া বদরগঞ্জের রাজাকাররা দলে দলে সারেন্ডার কইর‍্যা বইছে।

এঃ হেঃ! তেসরা নভেম্বরে ডিমলা থানার কলোনীর হাটে আহা রে একটা ডেইনগ্যারাস্ কারবার হইছে। চল্লিশজন মছুয়া-রাজাকার দৌড়াইয়া আইস্যা মরণ-ফাঁদে পা দিয়া বইলো। দুইজন রাজাকার যাইয়া মছুয়াগো খবর দিছিলো 'দুশমন লোক্ কলোনীর হাট্ মে হ্যায়'। আগা-মাথা চিন্তা না কইর‍্যাই ভোমা ভোমা সাইজের বেডাগুলা ফল্স-তাম্বু ক্যাম্পের উপর ফাল্ দিয়া পড়লো। আল্লাহ্‌রে, পরের টুক আর কওন যায় না। কইতাছি, কইতাছি, আমারে আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় Elect করানোর ডর দেখাইয়েন না-তাইলে আমি গেছি। আধা ঘণ্টা বাদ মছুয়াগুলা দ্যাহে কি? মউত তগো পিছনে খাড়াইয়া আছে। গেরামের বউরা যেম্‌তে কইর‍্যা বটি দিয়া কাডনের আগে বত্তা কই মাছের গতরের মাইদ্দে ছাই লাগাইয়া মাটির মাইদ্দে বাইড়ায়, বিচ্ছুগুলা হেইরকম একটা কারবার করলো। চল্লিশজন মছুয়া রাজাকার খতম্ হইলো।

এতো কইর‍্যা না করলাম, যাইস্ না– যাইস্ না, ভুরুঙ্গামারীর দিকে যাইস্ না। ঐ দিক্কার বাহে বিচ্ছুগুলা খালি Silent কারবার করতাছে। নাঃ যেইডা না করলাম, হেইডাই করলো। তোমরা না-এলায় বোঝেছেন? প্যাদানি চিনবার পারছেন? বিচ্ছুগো নায়েব সুবাদার মজহারুল হক ভুরুঙ্গামারীর জওমুনির হাটে মছুয়াগো কোম্পানি কম্যান্ডার পাঞ্জাবের মেজর আকবর খানরে Clear কইর‍্যা ফেলাইলো। আরে এইটা কি? এইটা কি? ম্যাজিক কারবার। এই বদরগঞ্জ-পাবর্তীপুরের মাইদ্দে না যমুনেশ্বরী নদীর ব্রিজ আছিলো? আমাগো কাল্লা মিয়া যারে ভালোবাইস্যা মহল্লার মাইনষে কাউলা কইর‍্যা ডাকে, আস্তে কইর‍্যা কইলো, বিচ্ছুরা এইডারে গায়েব কইর‍্যা ফেলাইছে।

হ-অ-অ-অ আসল কাথাডাই কওয়া হয় নাইক্যা। বে-ধড়ক মাইর খাইতে খাইতে মছুয়ারা এর মাইদ্দে ট্রিক্সের কারবার করছিল। মানিকগঞ্জের তরার ঘাট থনে গোটা দশেক গয়না নৌকা বোঝাই কইর‍্যা কিছু অস্ত্রপাতি ছাড়াও লাখ দেড়েক টাকার আটা, ময়দা, ডালডা, ঘি নিয়া গাইবান্ধার মচুয়াগো লাইগ্যা রওয়ানা করছিল। কালি গঙ্গার থনে যমুনা নদী দিয়া নাওগুলা আস্তে আস্তে কইর‍্যা আগুইয়া যাইতেছিল। গাইবান্ধা এলাকায় আহনের লগে লগে বিচ্ছুগুলার মুখ দিয়া অক্করে লালা পড়তে শুরু করলো। গেরামের গৃহস্থ যেম্‌তে কইর‍্যা খুদ ছিটায়া আঃ আঃ আঃ কইর‍্যা বাচ্চা সমেত বুড়ানি মুরগিরে ডাক দেয় হেইরকম একটা কারবার হইলো।

হেরপর ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্। কেইস খতম্ মছুয়া হজম। এই খবর না পাইয়া আর সব ক্যাম্পের বিচ্ছুগুলা অখন ডবল আপ কারবার শুরু কইর‍্যা দিছে। হিলি-ফুলবাড়ী, তেতুলিয়া-পঁচাগড়, ঠাকুরগাঁও-রুহিয়া, পাটগ্রাম-ডিমলা, রৌমারি-চিলমারি, পীরগঞ্জ-মিঠাপুকুর, গাইবান্ধা-বোনারপাড়া, ভরতখালী-ফুলছড়ি, যমুনা-ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা-করতোয়া এইসব এলাকায় কভি ঘোড়াকা আগে গাড়ি, কভি গাড়ি কা আগে ঘোড়ার কারবার চলতাছে। এক সময় মছুয়ারা বিচ্ছুগো খুঁইজ্যা বেড়াইতো– আর অখন! বিচ্ছুরাই মছুয়া খুঁইজ্যা বেড়াইতাছে। পাইলেই মাইর, পাইলেই মাইর– আরে মাইর রে মাইর।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, মরছে। পাগলায় মরছে।

# ১১০

**নভেম্বর ১৯৭১**

চিনলো কেম্‌তে? হেরা সেনাপতি ইয়াহিয়ারে চিন্‌লো কেমতে? আঃ হাঃ অস্থির হইয়েন না অস্থির হইয়েন না, সবই খুইল্যা কইতাছি। করাচীর থনে রয়টার এক জব্বর খবর দিছে। গেল জুম্মার দিন সক্কাল বেলায় হারা রাইত ফর্সা না হওনের গতিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান ইসলামাবাদের প্রেসিডেন্ট হাউসের বাগানের মাইদ্দে হাওয়া খাইতে বাইরাইছিল। মারী পাহাড়ের হেইমুড়া থাইক্যা ঝির ঝির কইর‍্যা একটা সোন্দর বাতাস অইতাছিল। খান সা'বের হাতের মাইদ্দে বাঙাল মুলুক থাইক্যা জেনারেল পিঁয়াজীর একটা খতর্‌নাক টেলিগ্রাম। এই টেলিগ্রামে খারাপ খবর রইছে। খুলনার সাতক্ষীরা, রাজশাহীর চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুরের কুড়িগ্রাম, দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁ, সিলেটের সুনামগঞ্জ, টাঙ্গাইলের কালীহাতি থানার উত্তরমুড়া, নোয়াখালী রেল ইস্টিশনের দক্ষিণমুড়া ছাড়াও বরিশালের নদীর মাইদ্দে, গোপালগঞ্জের বিল, সিরাজগঞ্জের চর এমন কি গাইবান্দা আর চাঁদপুরের বগল দিয়া দুশমনগো রাজ্য কায়েম হইয়া গেছে।

এইসব জায়গায় অফিসার পাডাইলে লা-পাত্তা হইয়া যায়। সোলজার পাডাইলে ভাগোয়াট্ হয়। রাজাকার পাডাইলে সারেণ্ডার করে। এর মাইদ্দে আবার ছিক্রেট রিপোর্ট আইছে যে, দুশমনগো হাজারে হাজার রেগুলার সোলজার বলে তৈরী হইয়া গেছে। এইদিকে বিচ্ছুগুলাও আইজ-কাইল মর্টার আর রকেট লাঞ্চার লইয়া আক্রমণ করতাছে। বঙ্গাল মুলুকে আমাগো পাঁচ ডিভিশন সোলজারের এক ডিভিশন আগেই খতম হইছে, এক ডিভিশনের মতো মিসিং লিস্টি আর হাসপাতালে রইছে। মাত্রক তিন ডিভিশন দিয়া শীতের টাইমে পাইট করা 'ইমপস'– মানে কিনা অসম্ভব কারবার।

এইদিকে ঠ্যাটা মালেক্যা মাল-কড়ি খাইয়া মন্ত্রীর সংখ্যা বাড়াইয়া তেরো বানাইয়া ফেলাইছে। এলায় করি কি? যেমন মনে হয় আমাগো ফুইট্যা পড়নের টাইম অইস্যা গেছে। জেনারেল পিঁয়াজীর টেলিগ্রামটা হাতে লইয়া সেনাপতি ইয়াহিয়া বাগানের মাইদ্দে Walking করতাছিল আর ভাবতাছিল মাসের পর মাস ধইর‍্যা এতো বাইল-

পট্‌কি লাগাইলাম তবুও কিছুই করতে পারলাম না?

আচ্ছা পাকিস্তানীদের কইয়া দেই, বঙ্গাল মুলুক হতছাড়া হইলে কি হইবো, আমরা কাশ্মীর দখল কইর‍্যা ফেলামু। লগে লগে হিস্‌ হিস্‌ আওয়াজ হুইন্যা মওলবী সা'বে দ্যাহে কি? তার বাগানের মাইদ্দে তিনডা গাবুর সাইজের গখ্‌খুর সাপ ঝির ঝির হাওয়া পাইয়া কি সোন্দর খেলতাছে! ছদর ইয়াহিয়া অক্করে চিল্লাইয়া উড্‌লো 'ইয়ে তো শয়তান হ্যায়।' শয়তান কা নজর মেরা উপর কেইসে গিয়া?' একদল মছুয়া গার্ড দৌড়াইয়া আইস্যা আরে গুলি রে গুলি, বাগানের বারোটা বাজানো সারা। কিন্তুক সাপ মারলো না। শ্যাষে কম্বাইণ্ড মেলেটারি হাসপাতালর বেডের থনে এম.এম. আহম্মক এ্যাডভাইসিং পাডাইলো। 'স্যার, সাপুড়ে দিয়া টেরাই করলে কেমন হয়? এইদিকে বেগম ইয়াহিয়া খান কি রাগ! চব্বিশ ঘণ্টা পরেই এই বাগানে তার লাড়কার হাংগা হইবো। হাংগার পরেই আম জলসা মানে কিনা পার্টি– এইদিকে এটা কি গেনজাম্‌।

হ-অ-অ-অ এই দিক্‌কার করবার হুনছেন নি? এতো কইরা না করলাম যাইস্‌ না যাইস্‌ না। চুষ পাজামা মাহমুদ আলীর বাড়ি সিলেট জেলায় যাইস্‌ না। হেইদিকে বিচ্ছুগুলা খুবই গরম হইয়া আছে। রাস্তাঘাট গায়েব। যেখান-সেখানে মাইন বইছে। নাহ্‌ আজরাইলে Call করণের লগে লগে মচুয়াগুলা সিলেট টাউনের থনে অক্করে ট্রাক ভর্তি হইয়া রওয়ানা হইলো। আহা রে মাইল কয়েক যাওনের পরেই খালি একটা আওয়াজ হইলো। ট্রাক ভর্তি মছুয়াগুলার হেই কারবার হইয়া গেল। এই রিপোর্ট পাইয়া ঢাকার সেকেন্ড ক্যাপিটালে জেনারেল পিঁয়াজী মিয়া খাপচুরিয়াস্‌ হইয়া উঠলো। মেজর সালেকের ডাক পড়লো। বেডায় হইতাছে পাবলিসিটির চার্জে। খট্‌টাস কইর‍্যা একটা স্যালুট দিয়া কইলো, 'স্যার, ইয়ে খিস্‌সাকো দুসরা তরিকাসে Publicity দুঙ্গা।' ব্যাস্‌, মেজর সালেক তার ঘেটুগো খবর দিলো।

ঢাকেশ্বরী রোডের ছহি আজাদ অফিস থাইক্যা হরলিকসের বোতল ছৈয়দ ছাহাদত হোসেন আইলো, পূর্বদেশ থাইক্যা ইলেকশনে হারু পার্টির নেতা মাহবুবুল হক ঢিলা ফুলপ্যান্ট উপরের মুহি টান্‌তে টান্‌তে দৌড়াইলো, পুরানা পল্টনের ব্ল্যাক মেইল কাগজের আজিজুর রহমান বিহারী বোতল হাতে হাজির হইলো, মাল খাইতে খাইতে নিচের ঠোঁট বুলাইয়া মর্নিং নিউজের এস.জি.এম. বদরুদ্দিন ইয়েচ চ্যার কইলো। খালি দৈনিক পাকিস্তানের সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিন সা'ব মেটেনী শো সিনেমা 'ঘোড়া কা-মোচ' দেইখ্যা লেটে আইলো। সংগ্রাম কাগজের মাওলানা ফারুক্যা আগের থনেই মেজর সালেকের লগেই আছিলো। এইবার এগারো নম্বর বেইলী রোডে মিটিং বইলো।

শেষে ঠিক হইলো সিলেটের এই খবরডা খবরের কাগজে ছাপাইতে হইবো; তবে একটুক এথি-উথি করণ লাগবো। ট্রাকের বদলে বাস কইতে হইবো, সোলজারের বদলে চা-শ্রমিক বইল্যা ছাপাইতে হইবো। আর বিচ্ছুগুলার কারবার না কইয়া হিন্দুস্থানী এজেন্টের ব্যাপার লিখতে হইবো। তা হইলেই তো বাঙালিগো ভোগ মারণের সুবিধা হইবো। নিজেগো বুদ্ধিতে নিজেরাই তাজ্জব বইন্যা গেল। যেইরকম বুদ্ধি হেইরকম কাম। ক্যামন আন্তাজ করতাছেন, হেগো কারবার সারবার?

এইদিকে কেইসটা কি? ঢাকা University র নয়া মাতব্বর বজ্জাত হোসেনের কোনো খবর পাওয়া যাইতাছে না ক্যান? এই বেডারে বিচ্ছুগুলা মেরামত করলো নাকি? নাকি Under Ground-এ ভাগলো?

এ্যার মাইদ্দে চুয়াডাঙ্গায় জেনারেল পিঁয়াজীর অর্ডারে আর একটা কারবার হইয়া গেছে। মছুয়াগুলার Morale এসট্রেং করণের লাইগ্যা ফল্‌সিং মাইর‌্যা ঢোল দিছে, 'বিচ্ছুগুলার কম্যান্ডার যে মেজর মঞ্জুরের ডরে আপনারা তাম্বু থাইক্যা বইরাইতে চাইতেন না, হেরে Arrest করা হইছে।' চুয়াডাঙ্গার মাইল কয়েক দূরে একদল বিচ্ছুর লগে মেজর মঞ্জুর বইস্যা, এই খবর পাইয়া হাইস্যা দিছে। এরপর বুঝতেই পারতাছেন মছুয়াগুলা হাঁটি হাঁটি পা পা কইরা তাম্বুর থনে বাইরাইনের লগে লগে গাবুর মাইর। চাঁই-ই। হেই কারবার হইয়া গেল।

আহ্ হাঃ! চিটাগাং পোর্টের মাইদ্দে একটা গ্রিক জাহাজ আবার মছুয়াগো লাইগ্যা তেল লইয়্যা আহনের লগে লগে বিচ্ছুগুলা ডাবিশ্ করছে। বঙ্গাল মুলুকের দখলীকৃত এলাকায় এখন একটা ক্যাডাভ্যারাস্ অবস্থা চলতাছে। পাট-চা-চামড়ার এক্সপোর্ট Stop. পাবলিকে মার্চ মাসের থনেই ট্যাক্স দেওন বন্ধ করছে। মফঃস্বলের টাউনগুলার মাইদ্দে কোনো ভদ্রলোক নাইক্যা। বিচ্ছুগুলা গেরামে দালাল দারোগাগো মাইর‌্যা ছাফ্ করছে। মুসলমান লীগ, জামাতে ইসলামী, পি.ডি.পির দালালরা ওয়াইফ-পোলাপান স-অব ঢাকায় পাডাইয়া মাল-পানি কামানের তাল করতাছে। এর মাইদ্দে মাসের পর মাস ধইরা কেদো আর প্যাকের মাইদ্দে বিচ্ছুরা অহন হেই দালালগো খুঁইজ্যা বেড়াইতাছে।

আহ্ হঃ! এই দিক্‌কার কেইস কওয়া হয় নাই, না? আমেরিকা Declare দিছে, ইসলামাবাদের সামরিক জান্তারে আর অস্ত্রপাতি দিব না। বৃটেনের লেবার পার্টি অক্করে সাফ্ জবানে সেনাপতি ইয়াহিয়ার গতরে থুক্ মাইরা বাঙালিগো দিকে রায় দিছে। সোভিয়েত রাশিয়াতে বাঙালিগো সমর্থনে জনসভা হইতাছে। পশ্চিম জার্মানি, ফ্রান্স, জাপান, পাকিস্তানকে এক পহাও দিব না বইল্যা ঠিক করছে। একদিকে বাঙালি Marder আর একদিকে বাকীর কিস্তি শোধ না দেওনেই এইসব দেশ মাল-পানি বন্ধ করছে। বাঙ্গাল মুলুকের খতর্‌নাক খবর আর লন্ডন, নিউইর্য়ক, প্যারিস থাইক্যা এইসব খবর পাইয়া সদর ইয়াহিয়া রাগে অগ্নিশর্মা হইছেন।

নদীর চরে বক্, চখা এইসব পাখি ফান্দের মাইদ্দে পইড়্যা যেম্‌তে চিল্লায় মওলবী সা'বে হেম্‌তেই চিল্লাইয়া উঠছে, 'হে আমেরিকা, হে নিকসন, হে আব্বাজান আর মাইর সহ্য করতে পারতাছি না। হে নতুন মামু, আমি কিন্তুক ইন্ডিয়ার লগে লাড়াই লাগাইয়া দিমু।' আমাগো ছক্কু মিয়া একটা গুয়ামুরি হাসি দিয়া কইলো, 'বেডা মাইর খাইতাছোস্ বাঙালি বিচ্ছুর হাতে– আর লাড়াই করতে চাস্ ইন্ডিয়ার লগে। হেই-ই পুরানা ট্রিক্‌স। তা'এইবার তো ফায়দা হওনের কোনো চান্সিং নাইক্যা। যতই ট্রিক্‌স করো, 'তোমারে বধিবে যে বাংলাদেশে বাড়িছে সে।' ভাসুরের নাম মুখে লও আর না লও, মাইর যহন শুরু হইছে, তহন এই হাটুরিয়া মাইর দিয়াই তগো ভাগোয়াট্ করমু।

এই দিকে এক মেমসা'বের হাসব্যান্ড কুষ্টের ঠ্যাটা মালেক্যারে হফতা দুই গরু

খোঁজা কইর‍্যা আরও তিনডা কড়া কিসিমের ভেড়ুয়া মালের খবর বাইর করছে। আবার রেডিও গায়েবী আওয়াজ এইগুলার আসল খবর চাপিস্ করছে। এই তিনডা মন্ত্রীর লম্বর হইতাছে একের পিটে এক এগার এ.কে.এম. মুশাররফ। একের পিঠে দুই বারো পাউট্টা জসিম। একের পিঠে তিন তেরো পাগলা রহমান।

ছক্কু অক্করে ফাল্ পাইড়্যা উঠ্‌লো– 'ঠ্যাটা মালেক্যার যেমন লাগে Brain খেলতাই হইতাছে? বেডায় কি সোন্দর সোন্দর মাল বাইর করতাছে। এইগুলারে চিনলো কেম্‌তে? হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, চিনলো কেম্‌তে? রাওয়ালপিন্ডিতে গাবুর গখ্‌খুর সাপগুলা সেনাপতি ইয়াহিয়া খানরে চিনলো কেমনে?

# ১১১

**নভেম্বর ১৯৭১**

কাউয়া ডাকে কা-কা– আগে অ, পরে আ। খোকা হাসে হি-হি–হ্রস-ই, দীর্ঘ-ঈ। কি হইলো মেরহামত্ মিয়া? এইডা কি করতাছো? এই বুড়া বয়সে আবার লেখাপড়া হিকতাছো নাকি? খয়েরী রং-এর দাঁতগুলা বাইর কইর‍্যা আমাগো মেরহামত্ মিয়া কইলো, 'ভাইসা'ব একটা নতুন কিসিমের কেতাব [illegible]তে আইছে। এই দেখেন, এই দেখেন? এইডার মাইদ্দে লেখা রইছে ক-তে কেচকা মাইর, খ-তে খাজা খয়ের, গ-তে গাবুর বাড়ি, ঘতে ঘাউয়া। এই যে আরো লেখছে চ-তে চান্দি গরম, ছ-তে ছ্যাল কুত্ কুত্, ঠ-তে ঠতে কি? ঠ্যাটা মালেক্যা। ব-তে বাঘইর, ম-তে মছুয়া।' আমি অক্করে থ'।

গ্যান্দা পোলাপানরা মিল্ল্যা এইডা কি করছে? এগো কি ডার ভয় নাইক্যা? মের্‌হামত মিয়া আমার হাত ধইর‍্যা একটা চিমটি দিলো। 'ভাই সা'ব অখন উল্ডা কারবার শুরু হইছে– এদ্দিন ধইর‍্যা পোলাপানরা মছুয়া ডরাইতো আর অখন মছুয়ারাই পোলাপানরে ডরাইতাছে। বিচ্ছুগো গাবুর বাড়ির চোটে মছুয়ারা অখন চোখে মুখে আন্ধার দেখতাছে। এ্যার মাইদ্দে আবার খবর পাইতাছি মছুয়া জেনারেলরা পাকিস্তানে ভাগোয়াট্ হওনের লাইগ্যা স্যুটকেস গোছাইতাছে। কখন ফুইট্ট্যা পড়ে তার ঠিক্ নাইক্যা।

কিন্তুক বিচ্ছুগো যেইরকম কুইক কারবার চলতাছে, তাতে মনে হয়, মছুয়া জেনারেলরা ফুইট্ট্যা পড়নের টাইম পাইবো না। ভিয়েতনামের দিয়েন বিয়েন ফু'তে যেইরকম হেইখানকার বিচ্ছুরা জেনারেল গিয়াপের অর্ডারে হানাদার ফরাসিগো এমন মাইর দিছিলো যে, এক বাড়ির চোটে ফরাসি সোলজাররা 'ও মাই গড' কইয়া ভাইগ্যা গেছিল। হের পর ফরাসি গবর্ণমেন্ট জেনিভাতে বইস্যা খস্ খস্ কইর‍্যা সমস্ত দলিলপত্রে দস্তখত কইর‍্যা দিলে। মনে লয় বঙ্গাল মুলুকে হেইরকম কারবার হইবো।

আরে এইটা কি? এইটা কী? অংপুরের ভুরুঙ্গামারী-পাটেশ্বরীতে ছ্যাল কুত্ কুত্ খেলা চলতাছে কির লাইগ্যা? একদিকে বিচ্ছু– একদিকে মছুয়া। ছ্যাল কুত্ কুত্, ছ্যাল কুত্ কুত, ছ্যাল কুত্ কুত– চাঁই-ই-ই-ই। হইলো? কি হইলো? আরে ইটি না, বেবাক মছুয়াক্ গুড়া কইর‍্যা ফেলছে রে? একশ'র মতো ভোমা ভোমা সাইজের লাশ ফালাইয়া

বাকী মছুয়ারা ঝাইড়্যা দৌড়।

কই যাও? কই যাও? ওই দিকেও বিচ্ছু আছে। ডাইনে বিচ্ছু, বাঁয়ে বিচ্ছু, ওরা কোবানি ছাড়া জানে না কিচ্ছু। হ-অ-অ-অ জগন্নাথগঞ্জ ঘাটে হেইদিন বাবা জগন্নাথের কারবার হইছে। রিয়ার এডমিরাল শরীফ সা'বের পেয়ারা জাহাজ 'শের আফগান' ঘাটের মাইদ্দে ঝিমাইতাছিল। দক্ষিণে কাদেরিয়া বাহিনী, উত্তরে বাহে বিচ্ছু, এলায় করি কি? এরপর ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্। আরে বাড়ি রে বাড়ি। গাবুর বাড়ির চোটে খেইল খতম মছুয়া হজম।

হ-অ-অ-অ নোয়াখালীর কেইসডা কি? এরি ও ছইরুদ্দির বাপ, গাড়ি হুঁইত্ কইচ্চে। নোয়াখালীতে আচম্বত্ ইয়া আলীর কারবার হইছে। জাঁতি কারে কয়? পরশুরাম-বেলোনিয়োর থাইক্যা মছুয়া অক্করে Clear.

এইদিকে ঠ্যাটা মালেক্যার কারবার হুনছেন নি? বিচ্ছুগুলার কামানের খোরাকির জন্যি মুছলমানী নাম দিয়া যে রাজাকার বাহিনী বানাইছিল, হেইডাতে কাম হইতাছে না দেইখ্যা, ঠাটা মালেইক্যায় পাবলিকগো নতুন কিসিমের ভোগা মারনের টেরাই নিছে। হেতনে কয়েক হাজার গুণ্ডা যোগাড় কইর‍্যা এটা অশান্তি বাহিনী বানাইবার বুদ্ধি করছে। পাঞ্জাব থাইক্যা যে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আমদানী করছিল, হেগো আর্ধেকের মতো বঙ্গাল মুলুকের ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে গাইড়া যাওনের পরকে বাকীগুলা টাইম থাকতে দেশে ফেরত যাইতছে বইল্যাই ঠ্যাটা মালেইক্যায় এই বুদ্ধি করছে।

এই খবর না পাইয়া বিচ্ছুগো মুখ দিয়া খালি লালা পড়তে শুরু করছে। কোরবানীর আগে দুর্ব্বা ঘাস খাওয়াইয়া খাসী যেম্‌তে কইর‍্যা তেল্‌তেলা করে– ঠ্যাটা মালেইক্যায় হেইরকম তেলতেলা খাসী বাহিনী থুক্কু অশান্তি বাহিনী তৈরী করতাছে।

এ্যাঃ এ্যাঃ-এ! কক্‌সবাজরের বিচ্ছুরা মারি তো হাতি–লুটি তো ভাণ্ডারের কারবার কইর‍্যা বইছে। টাঁটিগা থাইক্যা এক্কুই মাইল দক্ষিণে সমুন্দর পাড়ে কক্‌সবাজার। যেইখানে কাথাবার্তা হয়, 'তুমুই ছারেলা– ছারেলা। কি ছাম্মাদারে? হ্যাংলে ছারে, লারে ছার।' হেই কক্‌সবাজারে জাঙ্গালিয়া বিচ্ছুরা হেইদিন অক্করে হাত পাইটের কারবার কইর‍্যা বইছে। গুড্ডি যেম্‌তে গোত্তা খায়, বিচ্ছুগো ফুট্‌ফাটে মছুয়া এয়ার ফোর্সের একটা পেলেন হেইরকম গোত্তা খাইয়া বইলো।

জেনারেল পিঁয়াজী কি রাগ? ঘাড় তাড়া কইর‍্যা দ্যাহে কি? টেবিলের উপর Wireless-এর অক্করে পাহাড় হইয়া রইছে। ময়নামতী Cantonment কা খবর বহুত খতর্‌নাক হ্যায়। চিটাগাং পোর্টে বিচ্ছুগো ফুটফাট কারবার চলতাছে। সিলেট-সুনামগঞ্জের কথা হুনলেই World-এর বেস্ট পাইটিং ফোর্সরা থর্ থর্ কইর‍্যা কাঁপতে শুরু করতাছে। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, ধলেশ্বরী নদীর পাড়ের এলাকা বাঙালিগো কজায় গ্যাছেগা। কুড়িগ্রামে বাংলাদেশ সরকারের কাজ কাম শুরু হইয়া গেছে। পঁচাগড় তেতুলিয়া, রুহিয়ার আশেপাশে যাওন সম্ভব হইতাছে না। হিলি-ফুলবাড়ী, চরকাইতে তুফান বাইড়া-বাইড়ি শুরু হইছে। চাপাইনবাবগঞ্জে গেরামের পর গেরাম মুক্ত হইতাছে। দর্শনায় বিচ্ছুরা মছুয়া বোঝাই টেরেন ডাবিশ করছে। কুষ্টিয়াতে শও মাইল এলাকা হাতছাড়া হইছে। যশোরে সামনে বিচ্ছু-পিছনে বিচ্ছু। সাতক্ষীরায় মছুয়ারা ভাগোয়াট্ হইছে। সুন্দরবনের মুহি সোলজারগো যাওয়া সম্ভব হয় নাইক্যা। বরিশাল-

পাউট্টাখালি, গোপালগঞ্জে চুবানির কারবার চলতাছে। টাঙ্গাইলে কাদেরিয়া বাহিনী পাগলা হইয়া বাইড়াইয়া কিছু থুইতাছে না– বেবাক মছুয়া গায়েব হইয়া গেছে।

নারায়ণগঞ্জের চরে Silent কাম চলতাছে। কাজলা-ডেমরায় দিনে মছুয়া, রাইতে বিচ্ছু। মানিকগঞ্জের খবর নাইক্যা। জেনারেল পিঁয়াজী আর একটা ফাইলের মাইন্দে দেখলো লেখা রইছে 'যেভাবে বিচ্ছুরা আমার দেশ, তোমার দেশ– দালালমুক্ত বাংলাদেশ করতাছে' তাতে কইর্যা খতম্ হওয়া দালালগো নাম-ঠিকানা আর রেকর্ড করা সম্ভব হইতাছে না। আত্‌কা ঢাকার সেকেন্ড ক্যাপিটালের ইস্টার্ন কম্যান্ডের হেড কোয়ার্টার্সে একটা বোমা ফাটনের আওয়াজ হইলো। লগে লগে পিঁয়াজী সা'বে জেনারেল ফরমানরে ডাইক্যা পাঠাইলো। ব্যস্ বুধবার সকাল থাইক্যা ঢাকায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারফিউ জারী হইলো। রেডিও গায়েবী আওয়াজ কি খুশী! এলান কইর্যা বইলো, আইজ সকাল থাইক্যা সোলজাররা বাড়ি বাড়ি সার্চিং কইর্যা দুষ্কৃতিকারী পাকড়াও করবো। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল। দৈনিক আজাদ পত্রিকার হরলিকসের বোতল ছৈয়দ শাহাদৎ হোসেন, মর্নিং নিউজের এস.জি. বদরুদ্দিন, দৈনিক পাকিস্তানের আহসান আহমদ আশ্‌ক, বিলেক মেইলের আজিজুর রহমান বিহারী, সংগ্রামের কাউঠ্যা মাওলানা আকতার ফারুক্যা আর পাকিস্তান অবজার্ভারের খাসীর গুর্দার শুরুয়া খাওইন্যা মাহবুবুল হাক্ মছুয়া জেনারেলগো Support দিলো।

কাম শুরু হইলো। ছেহেরী থনে এফতার পর্যন্ত বহু নিরীহ বাঙালি মার্ডার আর arrest করলো। কিন্তু আন্ধার হওনের লগে লগে জেনারেল পিঁয়াজীর কাছে খবর আইলো, জনা ছয়েক মছুয়া সোলজার কেম্‌তে জানি গায়েব হইয়া গ্যাছেগা। বাকী মছুয়ারা রাইতের বেলায় আর Action চালাইতে নারাজ। কি করি? অখন তো Prestige ঢিলা হইয়া যাইবো। আন্ধারের মাইন্দে পাইয়া বিচ্ছুরা আমার সোলজারগো তো শেষ কইর্যা ফেলাইতাছে। যেমন মনে লইতাছে বিচ্ছুরাই কারবার করনের লাইগ্যা রাইতের কারফিউ চাইতাছে। ব্যস্ মওলবী সা'বে অনির্দিষ্টকালের কারফিউ রাইত আটটার সময় তুইল্যা ফেলাইল।

এইডরেই কয় ঠ্যালার নাম জশ্‌মত আলী মোল্লা। হবায় তো ঢাকায় ছয় থানায় ছয়জন ব্রিগেডিয়ার বহাইছে। কিন্তুক তবু কইতে হইবো এইটাই হইতাছে ঠ্যাটা মালেইক্যা-নুরুল আমীনের Civil Administration-এর নমুনা। মনে লয় দিনা কয়েকের মাইন্দে ঢাকা টাউনের মেসিন গান কাঁধে মছুয়া জেনারেলরা রাস্তা পাহারা দিতে নাম্‌বো।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম, কাউয়া ডাকে কা-কা, আগে অ পরে আ।

ঠ্যাটা-ভুট্টো-ইয়াহিয়া

ইয় তুমনে কেয়া কিয়া।

**ডিসেম্বর ১৯৭১**

ছেরাবেরা। অক্করে ছেরাবেরা। বঙ্গাল মুলুকে হানাদার সোলজারগো অবস্থা অক্করে ছেরাবেরা হইয়া গ্যাছে। এক রামে রক্ষা নাই, সুগ্রিব দোসর। হাজারে হাজার বাঙালি

বিচ্ছুগো গাবুর মাইরের চোটে যখন সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগো হালুয়া অক্করে টাইট্ হয়া গ্যাছে, ঠিক হেই টাইমে মিত্র বাহিনী আইস্যা, আরে মাইর রে মাইর! ওয়ার্ল্ড-এর বেষ্ট মছুয়া এয়ার ফোর্স পয়লা দিনা দুই কুচকাচ্ কইর‍্যা অক্করে জমিনের মাইদ্দে হমান হয়া গ্যাছে। এ্যার মাইদ্দে আবার বিচ্ছুগো এয়ার ফোর্স চিটাগাং, ভৈরব আর নারায়ণগঞ্জের মাইদ্দে কড়া কিছিমের কারবার কইর‍্যা হানাদার সোলজারগো মেরামত করছে।

গরিবের কাথা বাসী হইলে ফলে। এতো কইর‍্যা কইলাম, হে ইয়াহিয়া-নিয়াজ-ঠ্যাটা মালেক্যা তোমাগো যে চুলকানি উঠছে, হেই চুলকানি খুইব শীঘ্রি মাইর‍্যা দেয়া হইতাছে। এখনও টাইম আছে। কিন্তু নাহ্– মওলবী সা'বগো তখন কী চোট্পাট্! আমাগো লগে শ্যাম চাচা রইছে নতুন মামু আছে– আরও কত কী!

কি হইলো তোমাগো? হগ্গল চাচা-মামুর দল যে খালি চাপাবাজী কইর‍্যা অখন আস্তে কইর‍্যা খামুশ হইয়া যাইতাছে বুঝছি, বুঝছি। সোভিয়েট রাশিয়া বুঝি কইছে 'চা-আ-প'। ইসলামাবাদের সামরিক জান্তা বঙ্গাল মুলুকে যে গেনজাম করছে, হেইডার মাইদ্দে কোনো বেডায় যেনো আর মাথা না ঘামায়। ব্যাস, সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের দোস্তরা অক্করে Deaf & Dump স্কুলের হেড মাস্টার হইয়া গেছে। আর জাতিসংঘের স্টেজের মাইদ্দে এইসব দোস্তরা 'ধা-ধিন-ধিন-না-না-তিন-তিন না, ধায় ধিনা ধা', কইর‍্যা নাচতাছিল, সব খামুশ হইয়া গেছে। ওইখানেই ফুলস্টপ– নট্ নড়ন-চড়ন। আর বাড়াবাড়ি করণের ক্ষেমতা নাইক্যা।

এই দিক্কার কারবার হুনছেন নি? নুরুল আমীন, মাহমুদ আলী, গোলাম আজমের মতো মালগুলা তাগো বঙ্গাল মুলুকের 'সাপোর্টারগো' পথে বহাইয়া, হেই যে পাকিস্তানে পাড়ি জমাইছে, আর তো আহনের নাম করে না। সেনাপাতি ইয়াহিয়া খান এইসব মওলবী সাবগো অক্করে কোলের মাইদ্দে লইয়্যা বইয়া আছে আর ঠ্যাটা মালেক্যায় এর মাইদ্দে আবার টিরিক্স্ করছে। হেতনে গবর্ণর হাউসে বইস্যা একটা লেকচার রেকর্ড কইর‍্যা ঢাকা রেডিওর দালাল মহারাজ জিল্লুর সা'বের কাছে পাঠাইছে। আর জিল্লুর মিয়া ঠ্যাটা মালেক্যার হেই রেকর্ড করা লেকচার রেডিও গায়েবী আওয়াজের মাইদ্দে বাজাইছে। দালাল, রাজাকার আর মছুয়াগো দিলের মাইদ্দে হিম্মত পয়দা করণের লাইগ্যাই নাকি মাঝে মধ্যে এরকম লেকচার কামে দেয়। কিন্তুক হেই গুড়ে বালি। হগ্গল মিয়াই অখন বিচ্ছুগো ডরে অক্করে লেড়ুলেড়ু করতাছে।

এইদিকে 'ছত্রিশা মহাশক্তি জীবন রক্ষক বটিকা' আর কুয়াতে-হালুয়া খাইয়া ছিয়াত্তর বচ্ছরের বুড়া বিল্লী বেতো রুগী খুনী নুরুল আমীন আবার সিনা টান কইর‍্যা খাড়াইছে। বেডা একখান! সেনাপতি ইয়াহিয়া খান লগে লগে তারে মরা পাকিস্তানের নয়া পেরধান মন্ত্রী প্রস্তাব কইর‍্যা ওয়ার্ল্ড রেকর্ড বানাইছে। বঙ্গাল মুলুকের ১৬৯ টা সিটের মাইদ্দে নুরুল আমীনের পি.ডি.পি. মানে কিনা পাঞ্জাব ডেমোক্র্যাটিক পার্ট্টি অউগ্যা মাত্র সিট পাইছিলো। ব্যাস, ছুন্দর ইয়াহিয়া হেই 'ওয়ান ম্যান' পার্ট্টির নেতা নুরুল আমীনরে নয়া পেরধান মন্ত্রীর প্রস্তাব করছে।

আরে এইডা কি? এইডা কি? ফরিন মিনিস্টার হওনের শপথ না লইয়াই স্যার শাহনেওয়াজ ভুট্টোর Doubtful পোলা পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টো 'মামু আগে আইল' কইয়্যা রাওয়ালপিন্ডির থনে কাবুল হইয়া ভাগোয়াট্ হইছে।

এইরকম একটা ক্যাডাভেরাস্ অবস্থার মাইদ্দে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান একটা জব্বর কাম কইর‍্যা বইছে। মওলবী সা'বে মছুয়া সোলজারগো Morale Strong করণের লাইগ্যা, বঙ্গাল মুলুক থাইক্যা ৯৯ জন ভাগোয়াট্ মছুয়া অফিসার আর জেনারেল 'খামুখায়ে পাকিস্তান', 'বিল্লীয়ে পাকিস্তান', 'চুটিয়ায়ে পাকিস্তান' 'লেড়ুলেড়া-এ পাকিস্তান', 'কাউলায়ে পাকিস্তান', 'ঘাউয়ায়ে পাকিস্তান'– এইসব তমঘা দিয়া বইছে।

আরে এই মেরহামত মিয়া, হা কইর‍্যা রইছো কার লাইগ্যা? মুখের মাইদ্দে মাছি হান্দাইবো কিন্তুক! কী হইলো। কী হইলো? মনে লইতাছে আমাগো মেরহামত মিয়া কিছু কাথা কইবার চাইতাছে?

ভাইসাব, আমি ভাবতাছি, যখন কড়া কিছিমের মাইরের মুখে মছুয়ারা খালি ঝাইড়া দৌড়াইতাছে, আর তাগো জেনারেলরা ট্রিক্স্ কইর‍্যা পাকিস্তানে ফুইট্যা পড়তাছে; তখন সেনাপাতি ইয়াহিয়া কী সোন্দর ভাগোয়াট্ জেনারেলগো তমঘা দিতাছে। হেইর লাইগ্যাই তো হা কইর‍্যা রইছি। ইলেকশনে হারলে মিনিস্টার হওন যায়; জংগের ময়দানে থাইক্যা ভাগোয়াট্ হইলে তমঘা পাওন যায়; মাইয়া মানুষের ইজ্জত নষ্ট আর মসজিদ নাপাক করলে মসল্লী হওন যায়? কেইসডা কী?

তমঘা পাউয়াইন্যা মওলবী সা'বগো পেহেলা লম্বরে রইছে বঙ্গাল মুলুক থাকা ভাগোয়াট্ জেনারেল টিক্কা খান। হেতোনে পাইছুইন 'শয়তানে পাকিস্তান'। দুশরা লম্বরে জেনারেল পিঁয়াজী। বেডার কপালে জুটছে 'লেড়ুলেড়া-এ পাকিস্তান'। তিসরা লম্বরে জেনারেল মিঠ্ঠা। মওলবী সা'বের বুকে ঝুলতাছে 'ঘাউয়ায়ে পাকিস্তান'।

এইডা কী? এইডা কি? পাইবান্ধার এইমুড়া এই লুকগুলা প্যান্ট আর গেঞ্জি পিন্ধ্যা দৌড়াইতেছেন ক্যান? এইগুলার সাইজ তো বাঙালি না? এইগুলা তো উল্ডা-পাল্ডা সাইজ বইল্যা মনে হইতাছে। কী খবর বাল্যবন্ধু? কই যাও? এইতো আমরা বইস্যা রইছি। আইস্যো, তোমাগো উপর ঘষাঘষি কারবার করণের লাইগ্যাই তো' আমরা Wait করতাছি। তোমাগো অন্যান্য দোস্তরা কী সোন্দর, এ্যার আগেই 'হ্যালো, আজরাইল' কইয়া আসল কারবার কইর‍্যা বইছে। রাওয়ালপিন্ডি হনুস্ দুর আস্ত্। বঙ্গাল মুলুকের কেদো আর প্যাক বহুত নজদিগ্।

এ্যাঃ এ্যাঃ। সামরিক জান্তার ৯১ নম্বর ট্রিকস্ ধরা খাইছে। আটটা জাহাজ কী সোন্দর 'জাতিসংঘের উদ্যোগে 'ত্রাণ সামগ্রী' এই সাইন বোর্ড লাগাইয়া বঙ্গোপসাগর থনে দুই ভাগ হইয়া চিটাগাং আর চালনার দিকে আগুয়াইতাছিল। কিন্তুক হেই জাহাজগুলার মাইদ্দে রইছে অস্ত্রপাতি। আবার ফেরত যাইবার টাইম-এ বলে ভাগোয়াট্ মছুয়া সোলজারগো লইয়া যাইবো। ব্যাস্, হিন্দুস্থানের নৌ বাহিনী হেইগুলার ঘেটি ধইর‍্যা কইলকাত্তায় লইয়া গেল।

দম্ মওলা-কাদের মওলা। ঢাকার রেডিও গায়েবী আওয়াজ গায়েব হইয়া গেছে

গা। বোমার ঠেলায় দাঁড়ি নাই মওলানা ডঃ হাসান জামান, হরলিকস-এর বোতল আজাদ সম্পাদক ছৈয়দ ছাহাদত হোসেন, সংগ্রামের মওলানা অখতার ফারুক্যা, মর্নিং নিউজের এস.জি.এম. বদরুদ্দন-ছালাউদ্দিন মাহমুদ আর বিলেক মেইলের আজিজুর রহমান বিহ্হারীর চাপাবাজী বন্ধ হইছে।

এতো কইর‍্যা না করলাম, হে মছুয়া মালেরা তোমরা বঙ্গাল মুলুকের গাংয়ের পাড়ে যাইয়ো না। হেইখানে আজরাইল ফেরেশতা Short Hand-এর খাতা আর পিন্সিল লইয়া বইয়া আছে। নাহ্, আমার কথা হুনলো না! ঘুইর‍্যা ফিইর‍্যা হেই চুবানী খাওনের লাইগ্যা খুনীর দল কী সোন্দর পদ্মা-মেঘনা, যমুনা-ধলেশ্বরী, বুড়ীগঙ্গা-শীতলক্ষ্যার গাঙ-এর পাড় ধইর‍্যা দৌড়াইতাছে। আর বিচ্ছুরা আরামসে দে বাড়ি, দে বাড়ি। বহুত গেন্জাম করছিলা। এলায় বিচ্ছুগো চুবানী আর কোবানী কারে কয় হেইডা বুইঝা লও।

History-তে লেখা থাকবো বঙ্গাল মুলুকের পোলাপান বিচ্ছুরা ১৯৭১ সালের নয় মাসে World-এর Best পাইটিং পোর্স-এর হাজার হাজার মছুয়ারে কেদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে হাড্ডি কইর‍্যা থুইছে। অবশ্যি হাড্ডি করনের আগে মওলবী বাজারে কসাইরা যেম্তে কইর‍্যা খাসীর গোসের কিমা বানায়, ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়াগুলারে হেইরকম কিমা বানাইছে।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, ছেরাবেরা। অক্করে ছেরাবেরা। বঙ্গাল মুলুকে হানাদার সোলজারগো অবস্থা অক্করে ছেরাবেরা হয়া গ্যাছে।



## ১১৩

**৬ ডিসেম্বর ১৯৭১**

ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বিচ্ছুগো গাবুর মাইর আর ঠ্যালার চোটে হাতে শরাবন তহুরার গিলাস লইয়া সমানে আল্লাহ্-বিল্লাহ্ 'আর নারা-এ তকবির আল্লাহু-আকবর' কইতে শুরু করছে। হারাজীবন ধইর‍্যা খাড়াইয়া পেসাব আর বাইশ হাজার গ্যালন Born in 1820 খাওনের পর বঙ্গাল মুলুকের হাজার হাজার মসজিদ না পাকের অর্ডার দিয়া মওলবী সা'বে অখন আরবীতে কাঁদতে শুরু করছে। শয়তানে আজম ছদর ইয়াহিয়া জীবনে এক ওয়াক্ত নামাজ না পইড়্যা দশ লাখ বাঙালি মার্ডার কইর‍্যা অখন কি সোন্দর মুছল্লীর ভ্যাশ ধরছে।

আবার লারকানার লাডুকা জুলফিকার আলী ভুট্টোরে কইতাছে, 'হে আমার গিলাসের দোস্ত ভুট্টো, আর লাল পানি খাইওনা ভুট্টো— তোমারে আমি ঝাপ্সা দেখতাছি।' সেনাপতি ইয়াহিয়া অখন কোদালিয়া মাইর খাইয়্যা তামাম দুনিয়ারে ঝাপ্সা দেখতাছে।

আমাগো বক্শি বাজারের ছক্কু মিয়া আত্কা ফাল্ পাইড়্যা উঠলো, 'ভাইসব আইজ একটা কড়া কিসিমের মেছালের কথা মনে পড়ছে। আমাগো কাউলাগো গেরামে দাড়ি নাই মাওলানা ডা. হাসান জামানের মতো একজন মহা ত্যাঁদোড় আদমি আছিলো। মাইনষে বেডারে ঘাউয়া জামান কইয়া ডাক্তো। বিধবার জমি গ্যাঁড়া মারা, গৃহস্থের গরু

চুরি, সুন্দরী মাইয়ারে নিকাহ্, ডাকাতি মামলার মিথ্যা সাক্ষী, এইসব কারবারের মাইদ্দে ঘাউয়া জামান Expert আছিলো। কিন্তু বেডায় সব সময় তস্‌বি টিপ্‌তো। এই ঘাউয়া জামান বুড়া বয়সে শূলের ব্যারাম আর বাতের বিষে বিছানায় কাইত্ হইয়া পড়লো। তখন একদিন পোলাগো ডাইক্যা কইলো, 'দ্যাখ, হারা জীবন আমি মাইনিষের ক্ষেতি করছি। দুনিয়ার এমন খারাপ কাম নাই, যা করি নাইক্যা। এলায় আমি তওবা কইর‍্যা কাফ্‌ফারা দিতে চাই।' পোলারা একজনে আরেকজনের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। কেইসডা কি? তয় কি আব্বাজান ভুল বুঝতে পারছে? গলার মাইদ্দে একটা জোর খ্যাঁকরানি মাইর‍্যা হামান দিস্তা দিয়া থ্যাত্‌লা করুন্যা একটা পান ঘাউয়া জামানের মুখের মাইদ্দে ফালাইয়া কইলো, 'দ্যাখ আমি যখন মইর‍্যা যামু তখন আমার পিছন মুড়ায় জায়গামতো একটা বাঁশ দিয়া চৌরাস্তায় খাড়া কইর‍্যা থুইব্যা। মাইনষে বুঝবো জীবনভর খারাপ কাম্ করলে এইরকমই নতিজা হয়।'

দিন কয়েক বাদ ঘাউয়া জামান আখেরী দম ছাড়লে হের পোলাগুলা আব্বাজানের কথামতো কাম্ কইর‍্যা বইলো। গেরামের রাস্তার চৌমাথায় আব্বার লাশ খাড়া কইর‍্যা থুইলো। খালি পিছন মুড়া কয়েকটা তল্লা বাঁশের ঠ্যাকা রইছে। হেরপর এই খবর যখন থানায় গেল দারোগা পুলিশ আইস্যা হগ্‌গল কিছু হুইন্যা ঘাউয়া জামানের পোলাগুলারে কোমরে দড়ি লাগাইয়া বাইন্ধ্যা লইয়া গেল। গেরামের লোকজন অক্করে থ'। খালি ঘাউয়া জামানের বড় পোলায় চিল্লায়া কইলো, 'ভাইসব, আমার আব্বা হইলে কি হইবো, হারা জীবন মাইনষের সর্বনাশ কইর‍্যা অখন পটল তোলনের পর পোলাগো সর্বনাশ কইরা থুইলো।' এলায় বুঝছেন, সেনাপতি ইয়াহিয়া খান হেই ঘাউয়া জামান হইছে। ব্যাডারে মরণে Call করলে কি হইবো, জেনারেল হামিদ-ভুট্টো-কাইউম-মওদুদী, নুরুল আমীন-ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজীর কোমরে দড়ি লাগাইবার ব্যবস্থা কইর‍্যা থুইয়া যাইতাছে।

হ-অ-অ-অ এই দিককার কারবার হুনছেন নি? সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হানাদার সোলজাররা বঙ্গাল মুলুকের প্যাক আর ক্যাদোর মাইদ্দে গাইড়্যা যাওনের গতিকে শ্যাম চাচা, নতুন মামু আর চাচাতো-ফুফাতো ভাই বেরাদরের দল, মওলবী সা'বরে টিরিক্‌সের পর টিরিক্‌স হিকাইতাছে। কিন্তু কিছুই আর কামে আইতাছে না। খুটির জোরে মেড়া কোঁদে। তবুও খুনী ইয়াহিয়া তার কথামতো তিস্‌রা ডিসেম্বর যা' আছে ভুঙ্গির কপালে কইয়া ভীমরুলের চাকে হাত দিয়া বইছে– মানে কিনা India Attack কইরা বইছে।

আবার রেডিও গায়েবী আওয়াজ থনে সেনাপতি আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান গলার মাইদ্দে হলকুম লাগাইয়া ডাইনের মুড়া দিয়া লেখইন্যা জবানে লেকচার দিছে। হেতনে কইছুন, 'ইয়ে হামারা আখেরী লাড়াই হ্যায়।' বেডা একখান। কিসে নাই চাম্ রাধা কৃষ্ণ নাম।

পচ্চৎ কইর‍্যা একগাদা পানের পিক্ ফালাইয়া মেরহামত মিয়া আত্‌কা চিল্লাইয়া উঠলো, 'বুঝছি, বুঝছি সেনাপতি ইয়াহিয়া কড়া কিসিমের ট্রিক্‌স করছে। সারেন্ডার যখন করতেই হইবো, তখন বঙ্গাল মুলুকের পোলাপান বিচ্ছুগো কাছে সারেন্ডার করতে কি লজ্জা, কি লজ্জা! India Attack কইর‍্যা হেগো কাছে সারেন্ডার করলে Prestige ঢিলা হওনের হাত থাইক্যা কিছুটা রক্ষা পাওন যাইবো।'

ব্যাস্, যেমন চিন্তা হেইরকম কাম। মওলবী সা'বে অজু না কইর‍্যাই 'নারা-এ-তকবির আল্লাহু-আকবর' কইয়া নয়া কিসিমের ধোকা দেওনের লাইগ্যা India Attack করছে। আর হুড়মুড়ু কইর‍্যা জাতিসংঘের Security council- এর হাটু চাইপ্যা ধরছে Help, Help, শ্যামচাচা, নতুন মামু, খুনী ইয়াহিয়ারে কান্ধে কইর‍্যা Security কাউন্সিলে হুলাহুপ্ ড্যান্সিং শুরু করছে। ঠাস্ কইর‍্যা একটা আওয়াজ হইলো। কি হইলো? কি হইলো? এই রকম আওয়াজ হইলো কির লাইগ্যা?

ও-অ-অ-অ– সোভিয়েত রাশিয়া হগ্গল কয়টারে এক লগে তাপড়া মারছে। ফাইজ্লামি করার আর জায়গা পাও না, না? নয় মাস ধইর‍্যা বঙ্গাল মুলুকে বহুত গেন্জাম করছো। ইলেকশনে জেতইন্যা শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগরে ক্ষ্যামতা দেও নাই, বেসুমার মানুষ Murder করছো, মাইয়া মাইনষের ইজ্জত নষ্ট করছো, ঘর-বাড়ি সম্পত্তি গুড়া করছো, এক কোটি বাঙালিরে ঘরছাড়া কইর‍্যা অহন India Attack কইর‍্যা ভ্যাশ ধরছো। আমি Warning দিতাছি, কেউ যেনো হেইখানে তেড়ি-বেড়ি করতে না যায়। হগ্গলরেই কইয়া দিতাছি, 'যদি শান্তি চাও, তয় স্বাধীন বাংলাদেশ স্বীকার কইর‍্যা পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির ব্যবস্থা করো।'

এঃ হেঃ! এইদিকে বঙ্গাল মুলুকের বিচ্চুরা ধনাধ্বন্ কারবার কইর‍্যা যাইতাছে। ঠাকুরগাঁও দখল কইর‍্যা মুক্তি বাহিনী সৈয়দপুরের দিকে আগ্গুয়াইয়া যাইতাছে। ফরিদপুর, বরিশাল, পট্টাখালি থনে বিচ্চুগো কোদাইল্যা মাইরের মুখে হানাদার মছুয়ারা Competition কইর‍্যা আজরাইল ফেরেশতার লগে হাত ধইর‍্যা 'মোহ্সাবা' করতাছে।

আরে এইডা কি? এইডা কি? টাঙ্গাইল, সাতক্ষীরা, সুনামগঞ্জ, কুড়িগ্রাম, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ– এইসব জায়গায় মছুয়া পাওয়া যাইতাছে না কিসের লাইগ্যা? ও-অ-অ হগ্গলেই বুঝি How to Surrender আর How to ভাগোয়াটের কারবার করছে না? সার্ছে রে সার্ছে। সোনারের ঠুকঠাক্ কামারের এক ঘা। ঢাঁই-ই-ই।

বঙ্গাল মুলুকের আস্মানে India আর মছুয়া Airfoce-এর পাইট হইছিল ব্যস্, খেইল খতম পয়সা হজম। মছুয়া Air পোর্সের আর কোনো আওয়াজ পাওয়া যাইতাছে না।

এতো কইর‍্যা কইলাম, যাইস্ না যাইস্ না। হে সাদা চামড়ার মালেরা Situation Normal কইয়্যা ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী যতই চাপাবাজি করুক, তোমরা ঢাকায় প্যাঁচ মারবার বুদ্ধিতে যাইও না– যাইও না। বিচ্চুরা অক্করে পাগ্লা হইয়া রইছে। নাঃ আমার কাথা হুনলো না। অখন কেমন লাগে? টেরেঞ্জের মাইদ্দে হান্দাইয়্যা খালি যিশু খ্রিস্টের নাম লইতাছো ক্যান? বুঝ্ছি, বুঝছি, জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট সাবের ঘুম ভাঙ্গছে। বেডায় অখন ভেউ ভেউ কইর‍্যা কাইন্দা কইতাছে, মাত্রক্ দুই ঘণ্টার টাইম দাও। আমার সাদা মালগুলারে ব্যাংককে ভাগোয়াট্ হওনের চান্স দাও।

এই দিককার কারবার হুনছেন নি? হাতি যেমতে কইর‍্যা খেদার মাইদ্দে আটকা পড়ে, হেইরকম ভোমা ভোমা সাইজের হানাদার মছুয়াগুলা অখন বঙ্গাল মুলুকে কেদোর মাইদ্দে আটকা পড়ছে। কেইসটা কি?

হগ্গল এয়ারপোর্ট ডাবিশ হইছে, চালনা বন্দর বিচ্চুগো দখলে, চিটাগাং পোর্ট-এ

হেই কারবার চলতাছে। এই রকম একটা অবস্থায় পোলাপানে চিনি ছিটাইয়া যেমৃতে কইর‍্যা চিঁউটি মানে কিনা পিপড়া হাত দিয়া ডইল্যা মারে, হেই রকম মছুয়া ডইল্যা মারছে। হাঁই-ই রে ইডা কিরে? বিচ্ছুরা মছুয়া কোবাইয়্যা সুখ করলো রে, বিচ্ছুরা মছুয়া কোবাইয়্যা সুখ করলো! খুন্‌কা বদলা খুনের কারবার চলতাছে।

হেইর লাইগ্যাই কইছিলাম ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা।' বিচ্ গলেমে আট্‌কি হ্যায় দম, নাই ইধার্‌কা রহে, না উধার্‌কা রহে।'

# ১১৪

## ডিসেম্বর ১৯৭১

খাইছে রে খাইছে। আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া একটা জব্বর কাথা কইছে। হেরে জিগাইলাম, 'আবে এই ছক্কু মিয়া, একদিন না একদিন তোমারে মরতে হইবোই। তা আমারে কইবার পারো মরণের পর তুমি কি বেহেশতে যাইবার চাও, না দোজখে যাইবার চাও?

ছক্কু একটা ম্যাচ বাত্তির কাঠি দিয়া দাঁত খোঁচাইতে খোঁচাইতে কইলো, 'ভাইসা'ব আপনার কথার জওয়াব দেওনের আগে আমার একটা কথা আছিলো। আচ্ছা কইবার পারেন মরনের পর লাহোরের ফিলিম ইষ্টার নূরজাহান বেগম কোন্‌হানে যাইবো?

আমি কাইলাম, 'কীর লাইগ্যা– দোজখেই যাইবো।'

'ছবিহা কোন হানে যাইবো?'

'মনে লয় এইডাও দোজখেই যাইবো।'

ছক্কু আমার দিকে Angle মাইর‍্যা জিগাইলো, 'ভাইছা'ব এলায় কন্ দেহি আমাগো ঢাকার ডট্ ডট্ ডট্ বেগম কোন্‌হানে যাইবো?'

এইডায় যেইরকম ইথি ওথি কারবার করতাছে আর মহব্বতের গান গাইতাছে তাতে আন্দাজ করণ যায় যে, দোজখের মাইদ্দে বেগমের সিট্ অক্করে রিজার্ভ হইয়া আছে।'

ছক্কু মিয়া আমার জবাব হোননের পর একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিলো, 'ভাইসা'ব লাহোরের নূরজাহান-ছবিহা আর ঢাকার বেগম যখন দোজখে যাইবো তখন দোজখই তো বেহেশ্‌ত হইবো– আর বেহেশ্‌ত তো পরহেজগার মানুষে ভইর‍্যা যাইবো– কেমন কিনা? তা হইলে আল্লায় দিলে আমিও দোজখে যামু। নূরজাহান-ছাবিহা-শাহনাজ ছাড়া আমি থাকতে পারুম না।' ছক্কুর কথা হুইন্যা আমি অক্করে থ'। সেনাপতি ইয়াহিয়ার কথাবার্তার লগে অক্করে 'কাপে-কাপ'– কি সোন্দর মিল খাইছে।

আমাগো মের্‌হামত মিয়া গালার মাইদ্দে একটা খ্যাঁকরানি মাইর‍্যা কইলো, 'মনে লইতাছে মছুয়া সম্রাট ইয়াহিয়ার খুব খায়েশ হইছে হেতনে দোজখে যাইবো। চেঙ্গিস খান-তৈমুর লঙ্গ, নাদির শাহ্-হিটলার-মুসোলিনী-তোজের মতো মালগুলা যখন মানুষের রক্তের শরবত খাইয়া দোজখে যাইয়্যা বইয়া আছে; তখন সেনাপতি ইয়াহিয়া খানও

হাবিয়া দোজখে যাইবো।'

হ্-অ-অ-অ আপনাগো লগে গল্প করতাছি আর এইদিক্কার কাবার হুনছেন নি? ছালার মাইদ্দে থনে আটাত্তর বছর বয়সের বুড়া বিল্লি বাইরাইছে। আহ্হা, খুনী নুরুল আমীন সা'বের কথা কইতাছি। মওলবী আইস্যা পড়ছে। আইজ ঢাকা, কাইল করাচী, পরশু লাহোর এই কারবার শুরু করছে। বেডায় করাচীতে বয়ান দিছে, 'ঠ্যাটা মালেক্যার রাজত্ব বঙ্গাল মুলুকে আনন্দের হিল্লোল চলতাছে– ঢাকা অক্করে Normal.'

টাই-ই-ই কি হইলো? কি হইলো? ঢাকা-তেজগাঁ, ডেমরা-কাজলা, পাগলা-নারায়ণগঞ্জ এইসব এলাকায় বিচ্চুগুলার বেশুমার কারবার শুরু হইয়া গেছে। করাচীর ডন, জঙ্গ প্রভৃতি খবরের কাগজওয়ালারা অখন চরকি বাজীর মাইদ্দে পড়ছে। নুরুল আমীন সা'বে যখন করাচীতে লেকচার দিতাছে– 'ঢাকা অক্করে Normal,' ঠিক এই টাইমে টেলিপ্রিন্টারের মাইদ্দে খালি খটাখট্ খটাখট্ আওয়াজ কইর‌্যা খবর আইতাছে, ঢাকায় হেই কারবার Begin হইয়া গেছে তিন হপ্তা ধইর‌্যা বিচ্চুরা আর দম লইতাছে না– ইচ্ছামতো বোমাবাজী চালাইতাছে।

ঢাকা-নারায়ণগঞ্জের রেললাইন গড়বড় হইয়া গেছে। খোদ ঢাকা টাউনে একটা দালাল ফ্যামিলি খতম– ঠ্যাটা মালেক্যার দোস্ত চিরকুমার খান ছবুর খানের বাড়িতে বোমা ফাটাইছে। University তে টাইম বোমা Burst করছে। তেজগাঁও-এ পাঁচ মছুয়া খতম্ হইছে। সিদ্ধিরগঞ্জের Electric Supply-এর মাইদ্দে একটা বিতিকিচ্ছি কারবার হইছে।

এঃ হেঃ! আবার পীলখানায় বিচ্চুরা আরামসে চাইরজন মছুয়ারে একটুক ঘইষ্যা দিছে। অবশ্যি অসুবিধা হয় নাইক্যা। এই ব্যাডাগুলা আজিমপুর গোরস্তানের লগে লাগা পীলখানায় খাটিয়ার মাইদ্দে হুইত্তো, আর অখন একশ' হাত দূরে খোদ গোরস্তানের মাইদ্দে হুইত্যা আছে। আগে ডাক দিলে ঘুম ভাঙ্গতো। অহন আর হেই কারবার নাইক্যা। হাজার ডাকলেও আওয়াজ দেয় না। এইসব খবর দেইখ্যা করাচীর ডন-জঙ্গ কাগজওয়ালারা এদ্দিনে বুঝতে পারছে বুড়া নুরুল আমীন কীর লাইগ্যা কইতাছে যে, ঢাকা অক্করে Normal.' বিচ্চুগুলার বোমাবাজী, মছুয়াগুলার মরণ, মিল-ফ্যাক্টরি ডাবিশ, রেললাইন গায়েব– এইগুলাই হইতাছে ঢাকা শহর Normal থাকনের নমুনা। ঢাকার মাইনষে কইতাছে, 'রাইতের বেলায় ফুটফাট্ আওয়াজ না হুনলে খুবই খারাপ লাগে। মনে হয় এই রকম তো কথা আছিলো না।

এইদিক্কার কারবার হুনছেন নি? সকাল-দুপুর-বিকাল-রাইত। রেডিও গায়েবী আওয়াজ খালি দলে দলে হারু মালগো Elect হওনের খবর দিতাছে। সা'বে কইছে কিসের ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই। পালের গোদা সেনাপতি ইয়াহিয়া কলমের এক খোঁচায় ৭৮ জনের Election বাতিল করণের লগে লগে হারু মালপত্রের মাইদ্দে কি দৌড়াদৌড়ি। ক্যানভসিং-এর দরকার নাই, ভোটারগো তোষামুদীর প্রয়োজন নাই। গেরামে গেরামে ঘোরণের কষ্ট নাই। খালি একটুক্ মাল-পানি ঠ্যাটা মলেক্যারে দিয়া ছিলিপটা খুনী নুরুল আমীনরে দেখাইলেই কেল্লা ফতেহ্। কি হইলো? আপনেই তো

ঢাকা টাউনের হারু মাল? কই ছিলিপ কই? এ্যাঃ এ্যাঃ! সিলেট, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, কিশোরগঞ্জ এই যে পাইছি! টাঙ্গাইলে খালি আছে একটা। আপনার টুপী, দাড়ি সবই আছে যখন তখন আপনারে টাঙ্গাইল থনে Elect হওনের ব্যবস্থা কইর্‌য়া দিলাম। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানার বীরগাঁও গেরমের গোলাম কবীর-এর পোলা জামাতে ইসলামীর অধ্যাপক গোলাম আজম কী সুন্দর টাঙ্গাইল আসন থাইক্যা Elect হইলেন।

এলায় ক্যামন বুঝতাছেন? ঠ্যাটা মালেইক্যার তেলেসমাতি-মার্কা গণতন্ত্রের মাজ্‌মাডা? এইডারেই কয়– 'ঘরের মাইদ্দে ঘর, চিত্তর হইয়া পড়।' নিউইয়র্ক টাইম্‌স কাগজের মাইদ্দে ইয়াহিয়া-ঠেটার এই ভোগচ্‌ Elecion রে অক্করে তুলাধূনা কইর্‌য়া ফেলাইছে। কিন্তুক মালেক্যার কাথা হইতাছে, আমাগো 'মেলেটারি গণতন্ত্রে' কোনোই ভেজাল নাইক্যা। আব্বাজান ইয়াহিয়া যেইরকম কইছে, আমরা হেই রকম কাম করতাছি।

আরে অই ছইরুদ্দির বাপ গাড়ি হুইত করছে। কি হইলো? ভুট্টো আবার তার বোতলের দোস্ত ইয়াহিয়া খানের নেক নজরে পড়ছে। মছুয়া সম্রাট গাড়ার মাইদ্দে আটকা পইড়া, তু কইর্‌য়া ডাকনের লগে লগে বেডায় খুশিতে গুলগুল্ল্যা হইয়া ইসলামাবাদে যাইয়া হাজির হইছে। শরাবের গেলাসে গেলাসে ঠোকাঠুকি কইর্‌য়া সেনাপতি ইয়াহিয়ার পয়লা অর্ডার 'আয় মেরে লাল্‌ তুম্‌ কায়রো-প্যারিস-জেনিভামে যাও।' ডাইল গল্‌লো না। ভুট্টো সা'বে হগ্‌গল জায়গা থনে ধাওয়া খাইয়া আস্তে কইর্‌য়া ফেরত আইলো। এইদিকে 'হো গিয়া ভাই এক' কারবার হয়ে গেছে। ছদর ইয়াহিয়া এলায় নিজেই ময়দানে নামছে। বেডায় বর্ডার থনে খবরের পর খবর পাইয়া লাহোরে আইস্যা আস্তানা গাড়ছে।

অখন বঙ্গাল মুলুকের কেইসডা জাঙ্গে উঠছে। মাতব্বরী মাইরা পাকিস্তানের বর্ডারে সোলজার নামাইয়াই মওলবী সাব বুদ্ধু বনছে। এলায় করি কি? এলায় করি কি? 'হামার ইডা কি চিরকিৎ হছ্‌লো রে? হামি ক্যা যুদ্ধের ভয় দেখাছ্নুরে? উঃ হুঃ ইডা কি গ্যাঁড়াকলের মাইদ্দে পড়নু রে?'

সেনাপতি ইয়াহিয়া খান আসল কাম শুরু হওনের আগে অখন নিজের গতরের কাপড় বাসন্তী Colour কইর্‌য়া পাকিস্তানের বর্ডারে ঘুইর্‌য়া বেড়াইতাছে। মছুয়া সোলজারগো Morale Strong করণের লাইগ্যা বেডায় একটা আখেরী চান্সিং করতাছে। আর এইদিকে লারকানার লাড়কা ভুট্টোরে পিকিং রওনা করছে। লগে লেঃ জেনারেল গুল হাছন, এয়ার পোর্সের রহিম খান, রিয়ার এডমিরাল রইস্যা আর মস্কো থাইক্যা ধাওয়া খাওইন্যা ফরিন সেক্রেটারি সুলতাইনারে পাডাইছে। কেইসডা কি? পিকিং, এয়ারপোর্টে লাখ লাখ লোকের Reception নাইক্যা। মাত্রক দুই হাজার স্কুলের পোলাপান খাড়াইয়া আছে।

হ-অ-অ-অ। এইদিকে বঙ্গাল মুলুকে ফাটাফাটির কারবার শুরু হইয়া গেছে। এইবার কিশোরগঞ্জের পালা। হোসেনপুর, কাটিয়াদী, ইটনা, অষ্টগ্রাম, করিমগঞ্জ, বাজিতপুর– এইসব এলাকা থনে মছুয়ারা অক্করে Clear হইয়া গেছে। আরে বাড়িরে

বাড়ি। গাবুর বাড়ির চোটে মছুয়াগো লগে রাজাকার বাহিনী অক্করে Massacre বাহিনী হইয়া গেছে। কিশোরগঞ্জে হাওর কারে কয় হানাদার সোলজাররা হাড়ে হাড়ে টের পাইতাছে। রাস্তাঘাট, রেল লাইন স-অব ছেরাবেরা।

মছুয়াগো উপর হাবিয়া দোজখ নাইম্যা আইছে। আজরাইল ফেরেশতা আইজ-কাইল Short-hand-এ নাম-দাম লিখ্‌তে শুরু করছে। এইদিকে সাতক্ষীরা-সুন্দরবন, গোপালগঞ্জ-পঊট্যাখালী, ঠাকুরগাঁ-কুড়িগ্রাম, সুনামগঞ্জ-জামালপুর, কুষ্টিয়া-চাপাইনবাবগঞ্জ এলাকায় বিচ্ছুগুলা মছুয়াগো গরু খোঁজা কইরা বেড়াইতাছে। বাংকার শূন্য, ট্রেঞ্চ ধলী। স-অব ভাগোয়াটের মাইদ্দে রইছে।

জেনারেল পিঁয়াজী ভাগোয়াট বন্ধ করণের লাইগ্যা মছুয়া অফিসারগো পাসপোর্ট কেনচেল কইর‍্যা দিছে। কিন্তু নিজে বাঁচলে বাপের নাম। এর মাইদ্দে রাও ফরমান আলী আর একটা টিরিক্‌স কইর‍্যা বইছে। বেডায় রেডিও গায়েবী আওয়াজরে অর্ডার দিছে মাঝে-সাজে ভোগাচ্‌ এলান দিবা; দুশ্‌মনরা তারাবীর নামাজের টাইমে মসজিদ Attack করতাছে। ব্যাস্‌ আম্‌তেই রেডিও গায়েবী আওয়াজ ঘেউ ঘেউ কইর‍্যা উঠছে। কিন্তুক ফরমান আলী সা'ব কইয়া দেই, বঙ্গাল মুলুকের মসজিদের কাছ দিয়া যাওনের টাইমে একটু হিসাব কইর‍্যা যাইয়েন। বিচ্ছুগুলা কিন্তু মছুয়া মারণের আগে নামাজ পইড়া কাম করে। হেইগুলা আইজ-কাইল পাগলা হইয়া উঠছে। আর হেগো নম্বর দিন দিনই বাইড়াই চলতাছে।

হের লাইগ্যাই কইছিলাম, খাইছে রে খাইছে আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া একটা জব্বর কাথা কইছে।

# ১১৫

**৪ ডিসেম্বর ১৯৭১**

দম্‌ মাওলা, কাদের মাওলা!

ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না। এম্‌তেই একটা আওয়াজ করলাম, আর কি!

এতো কইরা না কইছিলাম– চেতাইস্‌ না, চেতাইস্‌ না– বঙ্গবন্ধুর বাঙালিগো চেতাইস্‌ না। বাংলাদেশের কেঁদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে হাঁটু হান্দাইস্‌ না। নাহ্‌। আমার কাথা হুন্‌লো না। তহন কী চিরকীৎ? ৭২ ঘণ্টার মাইদ্দে সব ঠাণ্ডা কইরা দিমু। কি হইলো, ঠ্যাটা মালেক্যা-পিঁয়াজী-ইয়াহিয়া সা'ব? অহন হেই সব চোট্‌পাট্‌ গেল কই? ৭২ ঘণ্টার জায়গায় ২১০ দিন পার হইছে– গেন্‌জাম্‌ তো' শ্যাষ হইল না। আইজ-কাইল তো' কারবার উল্টা কিছিমের দেখ্‌তাছি। হানাদার মছুয়াগো অবস্থা দিন্‌কা দিন তুর্‌হান্দ খরতনাক্‌ হইয়া উঠতাছে। সাতক্ষীরা-খুলনা, যশোর-কুষ্টিয়া, রাজশাহী-চাপাইনবাবগঞ্জ, রংপুর-দিনাজপুর, সিলেট-ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল-মধুপুর, কুমিল্লা-চিটাগাং, মাদারীপুর-পালং আর ঢাকা-মুন্সীগঞ্জ-হগ্‌গল জায়গা থনে World-এর Best-পাইটিং ফোর্সরা খালি ঝাইড়া দৌড়াইতাছে।

জেনারেল পিঁয়াজী অক্করে থঃ।

এইডা কি? এইডা কি?

মেজর শের মোহাম্মদ। তোমারে না সাতক্ষীরায় Duty দিছিলাম? তুমি ঢাকার Second capital-এ আইলা কেম্‌তে? তোমার মুখে এতো বড় দাঁড়ি গজাইলো কেম্‌তে? তোমার সোলজারগো' খবর কি? তোমার পরনে তপহন্ দেখতাছি কীর লাগইগ্যা?

ছ্যার কইতাছি, কইতাছি। পহেলা একটুক দম লইতে দেন। সাতক্ষীরা যাওনের আগে ব্রিগেডিয়ার ফকির মোহাম্মদ নে বোলা থা– 'পহেলা আপ, দুস্‌রা বাপ্, উস্‌কো বাদ দুনিয়া।' সাতক্ষীরায় যাইয়া দেখি কি, পাকিস্তানী আর্মীর বহুত খতর্‌নাক অবস্থা।

ঈদের নামাজের পর থাইক্যাই বাঙালি বিচ্চুগুলা অক্করে পাগ্‌লা হইয়া উঠছে। হাজার হাজার বিচ্চু তিন দিক থাইক্যা আইস্যা– আরে বাড়ি রে বাড়ি! সাতক্ষীরায় আমাগো মর্টার, মেসিনগান, গ্রেনেড, বাংকার-ট্রেঞ্চ– কিছুই কুলাইলো না। আমাগো সোলজারগো লাশ অক্করে পাহাড়। বেগতিক দেইখ্যা একটা মরা রাজাকারের লুঙ্গি পিনদ্যা– হেই কাম করলাম। দিলাম দৌড়। যে রাস্তা দিয়া ভাগছি– দেখি খালি মেজিক কারবার। হগ্‌গল জায়গায় বিচ্চুরা ওঁৎ পাইতা রইছে। এক ঝাপট্ মাইর্‌যা হেরা কালীগঞ্জ থানা দখল কইর‍্যা লইলো। হেরপর আরামসে নদী পার হইয়া বিচ্চুরা অহন খুলনা টাউনের দিকে যাইতাছে।

মুক্তিবাহিনীর আরো দুইটা দল যশোর থেকে ৭ মাইল দূরে চৌগাছায় আস্তানা গাড়ছে। হেই জায়গায় আমাগো পাকিস্তানী সোলজাররা যেম্‌তে কইর‍্যা গরুর গোসের কাবাব খাইছিল– এইবার বিচ্চুরা কয়েক ঘণ্টার মাইদ্দে আমাগো হেইসব সোল্‌জারগো কাবাব বানাইল। গেরামের বাঙালিরা খুশিখুশি। হেরা গামছা উড়াইয়া বিচ্চুগো খোস্ আমদেদ্ জানাইতাছে।

ছ্যার, সত্যি কথা কইতে কি, রাজাকারগো কাছে অহন দুইটা মাত্র রাস্তা খোলা রইছে। হয়, একটা রাইফেল আর ৩০ রাউণ্ড গুলি লইয়া Surreder করা– আর না হয়, 'মউত তেরা পুকার তা'। দুই কিছিমের কারবারই চলতাছে। পাকিস্তানী সোলজারগো আঃ বাঃ ফ্রি। মানে কিনা আহার ও বাসস্থান ফ্রি হইয়া গেছে। হগ্‌গল সোলজারই আজরাইল ফেরেশতার খাতায় নাম লিখাইতাছে। এই রিপোর্ট পাইয়া লেঃ জেনারেল আমীর আব্দুল্লাহ্ খান নিয়াজী কি রাগ? আত্‌কা ঘাড় তেড়া কইর‍্যা দেখে কি, সিলেট সেক্টরের লেঃ কর্ণেল জান মোহাম্মদ, মেহেরপুরের মেজর বসির খান, রংপুরের কর্ণেল অম্বর খান আর মাদারীপুর-বরিশালের মেজর মাহবুব মোহাম্মদ মাথা নিচু কইর‍্যা খাড়াইয়া রইছে। হগ্‌গল জায়গায় রিপোর্ট খুবই খতর্‌নাক্। পিপ্-পিপ্। পিপ্-পিপ্। জেনারেল পিঁয়াজী সা'বে রেডিওগ্রামে মছুয়া সম্রাট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে রিপোর্ট পাঠাইলো। "আমগো অহন কুফা টাইম শুরু হইছে। আরো সোলজার পাঠান বঙ্গাল মুলুকে।"

ব্যাস্। খুনী ইয়াহিয়া খান হুইস্কির গ্লাস হাতে শিয়ালকোট থাইক্যা জল্‌দি ইসলামাবাদে ওয়াপস্ আইলো। অ্যাডভাইসারগো লগে গুফ্‌তাগু করণের পর, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নয়া কিসিমের ট্রিকস্ করনের লাইগ্যা দোস্তগো কাছে খবর

পাঠাইলো। ফরিন সেক্রেটারি সোলতাইন্যা নিউইয়র্ক-প্যারিস-বন থাইক্যা ধাওয়া খাইয়া ফেরত আইলো আর বঙ্গাল মুলুকের গবর্ণর ঠ্যাটা মালেক্যা ঢাকার থনে পিন্ডি যাইয়া হাজির হইলো। বুড্ডা বিল্লী নূরুল আমীন আগের থনেই পাকিস্তানে রইছে। ইসলামের যম, গোলাম আজম আর খুলনার খবরের কাগজের হকার এজেন্ট-মন্ত্রী মওলানা ইউসুইপ্যা ইসলামাবাদে যাইয়া "ইয়েচ ছ্যার" কইলো। আর লারকানার পোংটা পোলা জুলফিকার আলী ভুট্টো মদের গিলাস হাতে "তু, মেরী মন্‌কি মোতি হ্যায়" গান গাইতে গাইতে চাকলালা বিমানবন্দরে উপস্থিত হইলো। টেলিগ্রাম পাইয়া নতুন মামু, পুরানা চাচা, পরাণের দোস্ত– হগ্‌গলে আইস্যা হাজির হইলো।

এদিকে ঢাকার কারবার হুন্‌ছেন নি? হেই দিন আত্‌কা কই থনে আমাগো কাল্লু মিয়া, যারে মহল্লার মাইনষে আদর কইর‍্যা কাল্লু কইয়া ডাকে– হেই কাল্লু আইস্যা হাজির। বেডায় চিৎকার করতাছিল। ভাইসা'বরা, কারবার হুন্‌ছেন নি? পিআইএ প্লেন সার্ভিস নাইক্যা। দুই চাইর খান যে টেরেন চলতাছিল, হেইগুলার চাক্কা বন্ধ। বাস সার্ভিস তো' আগেই ইস্তফা। ঢাকা থাইক্যা বাইরাইনের হগ্‌গল রাস্তা বন্দ্‌।

চিল্লানী থামাইয়া, কাল্লু আমাগো কাছে আগ্‌গুইয়া আইলো। আস্তে কইর‍্যা জিগাইলো, "আচ্ছা, ভাইসা'ব, বিচ্ছু কারে কয়? হেরা দেখতে কেমন? হেগো 'ডেরেশ' কি রকমের?

আত্‌কা আমোগা বক্‌শি বাজারের ছক্কু মিয়া একটা বাইশ হাজার টাকা দামের হাসি দিয়া গলাটার মাইদ্দে জোর খাক্‌রানি মাইর‍্যা কইলো, "আমাগো কাউলা, একটা আহম্মক। যুদ্ধের শুরু হওয়ার সাড়ে আট মাস বাদে হালায় জিগাইতেছে বিচ্ছুগো ডেরেশ কি রকমের? তয় হোন্‌। এরা হইতাছে দিন্‌কা মোহিনী, রাতকা বাঘিনী– পলক্‌ পলকে মছুয়া ঘষে।' হেই দিন যারা বনানীতে প্রাক্তন গবর্ণর মোনেম খাঁরে Marder কইর‍্যা হের লাস গায়েব কইর‍্যা ফালাইলো– হেগো বিচ্ছু কয়। এগো কোনো ডেরেশ নাই।

হ্‌-অ-অ-অ। হেই দিক্কার কারবার হুন্‌ছেন নি? লেংড়া, কানা, খোঁড়া, বোঁচা– যেই সব বুড়াবুড়া পাঞ্জাবি মছুয়া আর্মি থনে চাকরিতে রিটায়ার করণের পর 'স্মাগলিং'আর 'বিলেক মার্কেটের' Business করতাছিল, জঙ্গী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান হগ্‌গলরেই লাড়াই করণের লাইগ্যা Call করছে। রিপোর্ট না করলে ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এইগুলারেই কয় কামানের খোরাক। এই খবর শুইন্যা বিচ্ছুগো মুখ দিয়া অক্করে লালা পড়তে শুরু করছে। মছুয়া কোবায়ে কি আরাম ভাই, মছুয়া কোবায়ে কি আরাম!

যেই রকম খবর পাইতাছি, তা'তে মন হয়, রোজার ঈদের পর থাইক্যাই বাঙালি গেরিলারা পাগলা হয়ে উঠছে। হাতের কাছে দালাল, রাজাকার আর মছুয়া সোলজার পাইলেই বাড়ি– আরে বাড়ি রে বাড়ি! পাকিস্তান বাহিনীর অবস্থা অক্করে ছেরাবেরা।

এই দিকে জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ারে Support দেওনের লাইগ্যা যে ট্রিক্‌স করছিল, হেইটা ভি গড়বড় হইয়া গেল। উথান্ট সা'বে ঢাকায় জাতিসংঘের ৩৫ জন সাদা চামড়ার অফিসার পোস্টিং-এর পর হেগো হাত দিয়া দিব্বি পাকিস্তানী আর্মিরে মালপানি আর রসদ জোগাইতেছিল। হেরাই অহন

মুক্তিবাহিনীর মাইরের চোটে ঝাইড়া বাংকারে দৌড়াইতাছে। বাংকারে বইস্যা বিদেশী সাংবাদিকগো কইছে যে "ঢাকার অবস্থা খুবই খারাপ। সমস্ত ফরেনাররা ভাগনের লাইগ্যা সুটকেস গুছাইতাছে। যেকোনো Time-এ আসল কারবার হয়ে যেতে পারে। আসলে বাঙ্গালি গেরিলারা ডেইনজারাস্।

এ্যাঃ এ্যাঃ। চাইরো মুড়া পানি পাইয়া মুন্সীগঞ্জের বিচ্চুরা একটা জব্বর কাম কইর‍্যা বইছে। তাগো কাথাবার্তার ধরণটাই আলাদা।

কই না তো? আমাগো মুন্সীগঞ্জে কোনো টাইমেই মছুয়া আছিলো না তো? আমরা কোনোদিন পাকিস্তানী কোনো সোলজারই দেখি নাইক্যা?

কয় কি? হাড্ডির হিসাব পর্যন্ত নাই। সব লাশ গায়েব। আজরাইল ফেরেশতা পর্যন্ত মাথা খুজ্যাইতাছে। কেইসটা কি? জান কবজ করলাম ঠিকই। কিন্তু লাস নাইক্যা। অক্করে ভানুমতির খেইল।

এইদিকে সিলেট টাউন আন্দার, রংপুরে কোদালিয়া মাইর, মেহেরপুরে ঘেরাও, ঈশ্বরদি Airport ডাবিশ, কুষ্টিয়ায় মছুয়ারা 'মউত কা সামান লে চলে'; কিশোরগঞ্জে Silent বাইস্কোপ, চাঁদপুর-বরিশাল-মাদারীপুরে দরিয়ার মাইদ্দে চুবানী, যশোরে গেনজাম আর বগুড়ায়- 'ইডা কেংকা কইর‍্যা হলো রে'।

ঢাকা Airport-এর কন্ট্রোল টাওয়ার গুড়া, রানওয়েতে অনেকগুলা পুকুর, কংক্রিটের বাংকারে শ'য়ে শ'য়ে পাকিস্তানী সোলজারগো লাশ। আজরাইল ফেরেস্তা Overtime কইর‍্যাও হিসাব মিলাইতে পারতাছে না। খালি Note করতাছে, শের মোহাম্মদ খান-ল্যাহোর এবং গয়রহ। এই গয়রহের মধ্যে কিন্তু শও তিনেক মছুয়া সোলজারের নাম রইছে।

এই দিকে একদল মুক্তিবাহিনী আবার মেহেরপুরে হাজির হইয়া আরে ধাওয়ানী রে ধাওয়ানী। একই সঙ্গে মর্টার আর মেশিনগানের গুলি।

কইছিলাম না, আমাগো Time আইবো- এক মাঘে শীত যাইবো না। ভোমা ভোমা সাইজের পাকিস্তানী সোলজাররা একদিনের যুদ্ধে গোটা কয়েক ট্যাংক ফালাইয়া চোঁ দৌড়। খানিক দূর যাইতেই দেহে কি? আর একদল বিচ্চু খালি ডাকতাছে, আ-টি-টি-টি। গেরামের গৃহস্থের বউরা যেমন কইরা মুরগিরে আধার খাওয়ানের লাইগ্যা ডাক দেয়। ঠিক হেমতে কইর‍্যা বাঙালি গোন্দা পোলাগুলা- কী সোন্দর ডাক দিতাছে 'আ-টি-টি-টি'।

হেরপর-বুঝতেই পারতাছেন। ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্। কয়েক শ'মছুয়া হালাক হইলো। এই খবর না পাইয়া, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সেনাপতি ইয়াহিয়া খান অক্করে ঘং ঘং কইর‍্যা কাইন্দা ভরাইছে। হালাকু খান-তৈমুর লঙ-নাদির শাহ-হিটলার-মুসোলিনী তোজো আর আব্বাজান আইয়ুব খানের নামে কসম খাইয়া সমানে খালি বিদেশী রাষ্ট্রগুলারে টেলিগ্রাম করতাছে। 'Help, Help'।

কিন্তুক মওলবী সা'বে বহুত Late কইয়া ফেলাইছেন। অখন বাংলাদেশের লড়াই-এর ময়দানে শুধু "খুন্কা বদলা খুনের কারবার চলতাছে। মুক্তিবাহিনীর বিচ্চুরা হইতাছে, "দিন্কা মোহিনী, রাত্কা বাঘিনী পলক পলকে মছুয়া ঘষে"।

হেইর লাইগ্যা শুরুতেই কইছিলাম, 'দম্ মাওলা-কাদের মাওলা'।

মেজিক কারবার। ঢাকায় অখন মেজিক কারবার চলতাছে। চাইরো মুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর কেচ্‌কা ম্যাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগুলা তেজগা-কুর্মিটোলায় আইস্যা- আ-আ-আ দম ফালাইতাছে। আর সমানে হিসাবপত্র তৈরী হইতাছে। তোমরা কেডা? ও-অ-অ টাঙ্গাইল থাইক্যা আইছো বুঝি? কতজন ফেরত আইছো? অ্যাঃ ৭২ জন। কেতাবের মাইদে তো দেখতাছি লেখা রইছে টাঙ্গাইলে দেড় হাজার পোস্টিং আছিলো। ব্যাস্‌ ব্যাস্‌ আর কইতে হইবো না- বুইজ্যা ফালাইছি। কাদেরিয়া বাহিনী বুঝি বাকীগুলার হেই কারবার কইর‍্যা ফালাইছে। এইডা কি? তোমরা মাত্র ১১০ জন কীর লাইগ্যা? তোমরা কতজন আছলা? খাড়াও খাড়াও- এই যে পাইছি। ভৈরব- ১২৫০ জন। তা হইলে ১১৪০ জনের ইন্না লিল্লাহে ডট্‌ ডট্‌ ডট্‌ রাজেউন হইয়া গেছে। হউক কোনো ক্ষেতি নাই। কামানের খোরাকের লাইগ্যাই এইগুলারে বঙ্গাল মুলুকে আনা হইছিল। রংপুর-দিনাজপুর, বগড়া-পাবনা মানে কিনা বড় গাং-এর উত্তর মুড়ার মছুয়া মহারাজগো কোনো খবর নাইক্যা। হেই সব এলাকায় একশোতে একশোর কারবার হইছে। আজরাইল ফেরেশতা খালি কোম্পানির হিসাবে নাম লিখ্যা থুইছে।

আরে এইগুলা কারা? যশুরা কই মাছের মতো চেহারা হইছে কীর লাইগ্যা? ও-অ-অ তোমরা বুঝি যশোর থাইক্যা ১৫৬ মাইল দৌড়াইয়া ভাগোয়াট্‌ হওনের গতিকে এই রকম লেড়-লেড়া হইয়া গেছো।

আহ্‌ হাঃ! তুমি একা খাড়াইয়া আছো কীর লাইগ্যা? কী কইল্যা? তুমি বুঝি মীরকাদিমের মাল? ও-অ-অ-অ বাকি হগ্‌গলগুলারে বুঝি বিচ্চুরা মেরামত করছে? গ্যাং-এর পাড়ে আলাদা না পাইয়া আরামসে বুঝি চুবানী মারছে।

কেইসডা কী? আমাগো বকশি বাজারের ছক্কু মিয়া কান্দে কীর লাইগ্যা? ছক্কু-উ, ও ছক্কু! কান্দিস না ছক্কু, কান্দিস্‌ না! কইছিলাম না, 'বঙ্গাল মুলুকের কোদো আর প্যাঁকের মাইদ্দে মছুয়াগো 'মউত তেরা পুকর তা হ্যায়'।

নাঃ- তখন কী চোট্‌পাট! হ্যান করেংগা, ত্যান করেংগা। আর অহন? অহন তো মওলবী সাবরা কপিকলের মাইদ্দে পড়ছে। সামনে বিচ্চু, পিছনে বিচ্চু, ডাইনে বিচ্চু, বায়ে বিচ্চু। অখন খালি মছুয়ারা চিল্লাইতাছে, 'ইডা হামি কী করছুনুরে! হামি ক্যা নানীর বাড়িত আচ্ছিনু রে! হামি ইয়া কী করনু রে!

আত্‌কা আমাগো ছক্কু মিয়া কইলো, ভাইসা'ব আমার বুকটা ফাইট্যা খালি কান্দন আইতাছে। ডাইনা মুড়া চাইয়া দেহেন। ওইগুলা কী খাড়াইয়া রইছে। কী লজ্জা! কী লজ্জা! মাথাডা এ্যাংগেল কইরা তেরছী নজর মারতে দেহীকী, শও কয়েক মছুয়া অক্করে চাউয়ার বাপ- মানে কিনা দিগম্বর সাধু হইয়া খাড়াইয়া রইছে। ব্রিগেডিয়া বশীর জিগাইলো, 'তুম লোগ্‌কো কাপড়া কিধার গিয়া?' জবাব আইলো-যশোরে সার্ট, মাগুরায় গেঞ্জী, গোয়ালন্দে ফুলপ্যান্ট আর আরিচায় আন্ডার ওয়ার থুইয়া বাকী রাস্তা খালি

চিল্লাইতে চিল্লাইতে আইছি– 'হায় ইয়াহিয়া, ইয়ে তুমনে কেয়া কিয়া?– হামলোগ তো আভি নাংগা মছুয়া বন গিয়া।'

আত্‌কা ঠাস্ ঠাস্ কইরা আওয়াজ হইলো। ডরাইয়েন না, ডরাইয়েন না! মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী চুলে ভর্তি সিনা চাবৃড়াইতে শুরু করছে। 'পদ্মা নদীর কূলে আমার নানা মরেছে, পদ্মা নদীর কূলে আমার নানী মরেছে– গাবুর বাড়ির চোটে আমার কাম সেরেছে।' ব্যাস, মওলবী রাও ফরমান আলী জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উথান্টের কাছে খবর পাডাইলো, 'হে প্রভু, তোমার দিলে যদি আমাগো লাইগ্যা কোনো রকম মহব্বৎ থাইক্যা থাকে, তা' হইলে তুরন্‌দ আমাগো কইয়া দাও; কিভাবে বিচ্ছু আর হিন্দুস্তানী ফোর্সের পা জাপটাইয়া ধরলে আমার লেড়ুলেড়া আর ধ্বজ-ভংগ মার্কা বাকী সোলজারগো জানডা বাঁচানো সম্ভব হইবো।'

এই খবর না পাইয়া একদিকে জেনারেল পিঁয়াজী আর একদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া কী রাগ? সেনাপতি ইয়াহিয়া লগে লগে উথান্টের কাছে টেলিগ্রাম করালো, 'ভাই উথান্ট, ফরমাইন্যার মাথা খারাপ হওনের গতিকেই এই রকম কারবার করছে। হের টেলিগ্রামটা চাপিশ কইর‌্যা ফালাও।' এইদিকে আমি ছ্যার শাহ্ নেওয়াজ ভুট্টোর 'ডাউটফুল' পোলা, পোংটা সরদার জুলফিকার আলী ভুট্টোরে মিছা কথা কওনের ওয়ার্ল্ড রেকর্ড করণের লাইগ্যা জাতিসংঘে পাডাইতাছি। পোলডারে একটুক নজরে রাখ্‌বা। বেডার আবার সাদা চামড়ার কসবীগো লগে এথি-ওথি কারবার করনের খুবই খায়েশ রইছে।

সা'বে কইছে কীসের ভাই, আহ্লাদের আর সীমা নাই। সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হবু ফরিন মিনিস্টার জুলফিকার আলী ভুট্টো ব্রাকেটে শপথ লওনের টাইম হয় নাইক্যা– ব্রাকেট শেষ। জাতিসংঘে যাইয়া পয়লা রিপোর্টারগো লগে বেশ কায়দা কইর‌্যা লুকোচুরি খেলতে শুরু করলো। তার-পর। জাতিসংঘের ডায়াসে আত্‌কা কয়েক দফায় কান ধইর‌্যা 'উঠ-বস', 'উঠ্-বস্' কইর‌্যা ভুট্টো সা'বে ছিল্লাইয়া কইলো, 'আর লাইফের এই রকম কাম করুম না। বঙ্গাল মুলুকে আমরা গেন্‌জাম কইর‌্যা খুবই ভুল করছি। আমরা মাফ চাইতাছি, তোওবা করতাছি, কান ডলা খাইতাছি। আমাগো এইবারের মতো ক্ষেমা কইর‌্যা দেন।'

কিন্তু ভুট্টো সা'ব। বহুত্ লেইট কইর‌্যা ফালাইছেন। এইসব ভোগাচ্ কাথাবার্তায় আর কাম হইবো না। আত্‌কা ঠাস্ ঠাস্ কইর‌্যা আওয়াজ হইল। কী হইলো? কী হইলো? জাতিসংঘে ভেটো মাইর‌্যা সোভিয়েত রাশিয়া হগ্‌গল মিচ্‌কী শয়তানরে চীৎ কইর‌্যা ফালাইছে। কইছে, ফাইজলামীর আর জায়গা পাও না? বাঙালি পোলাপান বিচ্ছুরা যহন লাড়াইতে ধনা-ধন্ জিত্‌তাছে, তহন বুঝি লাড়াই বন্ধ করণের নানা কিসিমের ট্রিক্‌স হইতাছে–না?

এইদিকে সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের পরানের পরাণ জানের জান চাচা নিক্‌সন, কড়া কিসিমের ট্রিক্‌স করণের লাইগ্যা সপ্তম নৌ-বহররে সিংগাপুরে আনছে। লগে লগে ক্রেমলিন থাইক্যা হোয়াইট হাউসরে এ্যাডভাইসিং করছে– একটুক হিসাব কইর‌্যা কাজ-কারবার কইরেন। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগর্নী কইছে, ভারত উপমহাদেশে বাইরের কেউ নাক না গলালেই ভালো হয়। ব্যা-স্-স, আমেরিকার সপ্তম নৌবহর সিংগাপুরে আইস্যা নিল-ডাউন হইয়া রইলো।

এ্যাঁ এ্যাঁঃ! এই দিক্‌কার কারবার হুনছেন নি? হারাধনের একটা ছেলে কান্দে ভেউ ভেউ, হেইডা গেল গাথার মাইন্দে রইলো না আর কেউ। জেনারেল পিঁয়াজী সা'বে সরাবন তহুরা দিয়া গোসল কইর‍্যা ঢাকার ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের মাইন্দে হান্দাইয়া এখনও চ্যাঁ চ্যাঁ করতাছে– 'আমার ফোর্স ছেরাবেরা হইলে কী হইবো, আমি পাইট্ করুম– আমি পাইট্ করুম।'

আমাগো মেরহামত মিয়া আতকা চিল্লাইয়া উঠলো। এইডা কী? এইডা কী? জেনারেল পিঁয়াজী সাবের ফুল প্যান্টের দুইরকম রং দেখতাছি কীর লাইগ্যা? সামনের দিকে খাকী রং, পিছনের মুড়া বাসন্তী রং– কেইসডা কী? অনেক দেমাক লাগাইলে এর মাজমাড়া বোঝন যায়।

হেইর লাইগ্যা কইছিলাম। মেজিক কারবার। ঢাকায় অহন মেজিক কারবার চলতাছে। চাইরো মুড়ার থনে গাবুর বাড়ি আর কেচ্‌কা মাইর খাইয়া ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়া সোলজারগুলা তেজগাঁ-কুর্মিটোলায় আইস্যা– আঁ-আঁ-আঁ, দম ফালাইতাছে।

# ১১৭

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১

কি পোলারে বাঘে খাইলো? শ্যাষ। আইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে মছুয়াগো রাজত্ব শ্যাষ। ঠাস্ কইয়্যা একটা আওয়াজ হইলো। কি হইলো? কি হইলো? ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে পিঁয়াজী সা'বে চেয়ার থনে চিত্তর হইয়া পইড়া গেছিলো। আট হাজার আষ্টশ' চুরাশি দিন আগে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট তারিখে মুছলমান-মুছলমান ভাই-ভাই কইয়া, করাচী-লাহুর-পিন্ডির মছুয়া মহারাজরা বঙ্গাল মুলুকে যে রাজত্ব কায়েম করছিল, আইজ তার খতম্ তারাবী হইয়া গেল।

বাঙ্গালি পোলাপান বিচ্ছুরা দুইশ পঁয়ষট্টি দিন ধইর‍্যা বাঙ্গাল মুলুকের ক্যাদো আর প্যাঁকের মাইন্দে World-এর Best পাইটিং ফোর্সগো পাইয়া, আরে বাড়িরে বাড়ি। ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়াগুলা ঘঁৎ ঘঁৎ কইরা দম ফ্যালাইলো। 'ইরাবতীতে জনম যার ইছামতীতে মরণ।' আত্‌কা আমাগো চক বাজারের ছক্কু মিয়া ফাল্ পাইড়্যা উডলো, 'ভাইসা'ব, আমাগো চক বাজারের চৌ-রাস্তার মাইন্দে পাথর দিয়া একটা সাইনবোর্ড বানামু। হেইডার মাইন্দে কাউলারে দিয়া লেখাইয়া লমু, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বঙ্গাল মুলুকে মছুয়া নামে এক কিছিমের মাল আছিলো। হেগো চোট্‌পাট্ বাইড়া যাওনের গতিকে হাজারে হাজার বাঙ্গালি বিচ্ছু হেগো চুটিয়া–মানে কিনা পিঁপড়ার মতো ডইল্যা শেষ করছিল। এই কিছিমের গেনজামরেই কেতাবের মাইন্দে লিইখ্যা থুইছে 'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।' টিক্কা-মালেক্যা গেল তল, পিঁয়াজ বলে কত জল?

২৫ শা মার্চ তারিখে সেনাপতি ইয়াহিয়া খান বাঙ্গালিগো বেশুমার মার্ডার করনের আর্ডার দিয়া কি চোট্‌পাট্। জেনারেল টিক্কা খান হেই আর্ডার পাইয়া ৩০ লাখ বাঙ্গালির খুন দিয়া গোসল করলো। তারপর, বঙ্গাল মুলুকের খাল-খন্দক, দরিয়া-পাহাড়, গেরাম-বন্দরের মাইন্দে তৈরী হইলো বিচ্ছু। 'যেই রকম বুনোওল, সেইরকম বাঘা তেঁতুল।'

গেরামের পোলাপান যেমতে কইর‍্যা বদমাইশ লোকের গতরের মাইদ্দে চোত্‌রা পাতা ঘইস্যা দেয়, বিচ্ছুগো হেই রকম কাম শুরু হইয়া গেল। হেই কাম Begin. ঢাঁই-ই-ই-ই। কি হইলো কি হইলো? ঢাকার মতিঝিলে বিচ্ছুগো কারাবর হইলো।

ঘেটাঘ্যাট্, ঘেটাঘ্যাট্। কি হইলো? কি হইলো? অংপুরের ভুরুঙ্গামারীতে ভোমা ভোমা সাইজের মছুয়ারা হালাক হইলো। কেইসটা কি? কই নাতো।' আমাগো মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জে কোনো টাইমেই মছুয়া আছিলো না তো? মেরহামত মিয়া অক্করে চিক্কুর পাইড়া উঠলো, 'বুঝছি, বুঝছি, পুরা মছুয়া রেজিমেন্টরে আলাদা না পাইয়া প্যাঁক আর দরিয়ার মাইদ্দে গায়েব কইরা, কী সোন্দর দুই হাত ঝাইড়া বিচ্ছুরা কইতাছে, কই না তো? এইদিকে কোনোদিন মছুয়ারা আহে নাই তো?

ব্যাস, মেসিন গানের লগে মেসিন গান; মর্টারের লগে মর্টারের বাইড়া-বাইড়ি শুরু হইয়া গেল। গাবুর বাড়ির চোটে জেনারেল টিক্কা খান পাকিস্তানে ভাগোয়াট্ হইলেন। লগে লগে আবার ছদর ইয়াহিয়া নতুন ট্রিক্‌স কইর‍্যা কয়েকটা বাঙ্গালি হারু মালের মুখে লাগাল লাগাইয়া 'ক্ষেমতা হস্তান্তর করছি', বইল্যা চিল্লাইতে শুরু করলো। ঠ্যাটা মালেক্যা গবর্ণর, One Man পার্টির ছল্লু মিয়া, মাইনকার চরের আবুল কাসেম, খুলনার খবরের কাগজের হকার মাওলানা ইউসুপ্যা, জয়পুরহাটের মাওলানা আব্বাস, ফেনীর ওবায়দুল্লা মজুমদার আর বরিশালের আখতারউদ্দিন মিনিস্টার হইলেন। হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী। পালের গোদা ছিয়াত্তর বচ্ছর বয়সের বুড়া বিল্লি আস্তে কইর‍্যা ছালার মাইদ্দে তনে বারাইলো। স-অ-ব কামই হিসাব মতো চলতাছে। সাতডা হারু পাট্টিরে এক গোয়ালে তুইল্যা মওলবী সা'বের পেরধান মন্ত্রী হওনের চিরকিৎ হইলো। পুরানা তপনের ন্যাকড়া দিয়া উরা বাইনদ্যা বেড়ায় হাওয়াই জাহাজে পিন্ডি যাইয়া ছদর ইয়াহিয়া খানের অক্করে কোলের মাইদ্দে বইয়া পড়লো।

সেনাপতি ইয়াহিয়া খান যখন আন্তাজ করতে পারলো যে, কোনো ট্রিক্‌সেই আর কাম হইতাছে না, তখন পাকিস্তান আর বঙ্গাল মুলুকের লাড়াইডারে ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের গেনজম বইল্যা চালু করণের লাইগ্যা ভট্ কইরা কইয়া বইলো, 'আমি কিন্তু আর নিজেরে আটকাইয়া রাখতে পারতাছি না, আমার লগে নতুন মামু রইছে, বুড়া চাচা রইছে। আমি ইন্ডিয়া Attack করমু।' দিনা দশেকের মাইদ্দে আমি এই কারবার করমু। এইবার আমি নিজেই পিন্ডির থনে বর্ডারে যামুগা।' যেই কাথা, হেই কাম। মাথার Upper Chamber খালি ছদর ইয়াহিয়া— যা থাকে ডুঙ্গির কপালে কইয়া কারবার কইর‍্যা বইলো। কিন্তু মওলবী সা'বরে আর Border-এ যাইতে হইলো না। আত্‌কা শরাবন তহুরার গিলাস টেবিলের উপর ঠক্ কইরা থুইয়া দ্যাহে কী? লাড়াই রাওয়ালপিন্ডির দরজায় আইস্যা হাজির হইছে। পাশে আজরাইল ফেরেশ্‌তা খাতা হাতে খাড়াইয়া রইছে। খাতায় লেখা সাদাপাকা মোটা মোটা ভুরু-ওয়ালা আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, পিতা Unknown.

হ-অ-অ-অ এইদিকার খবর হুনছেন নি? সবই হবুর কারবার। হবু পেরধান মন্ত্রী চুরুল আমীন, হবু দেশরক্ষা মন্ত্রী মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ দৌলতানা, হবু যোগাযোগমন্ত্রী আগায় খান পাছায় খান খান আব্দুল কাইয়ুম খান, হবু পোস্টপিসের মন্ত্রী ইসলামের যম গোলাম আজম আর হবু ফরিন মিনিস্টার মদারু ভুট্টো। কেউই শপথ লইতে পারে নাইকা—

টাইম শর্ট। বঙ্গাল মুলুকের বিচ্চুগো গাজুরিয়া মাইর শুরু হইয়া গেছে। ঠ্যাটা ম্যালেক্যার কী কাঁপন! মওলবী সা'বে বাংকারের মাইদ্দে বইস্যা বল পয়েন্ট কলম দিয়া গবর্ণরের পদ থাইক্যা ইস্‌তফা দিছে। এরেই কয় ঠ্যালার নাম জশমত আলী মোল্লা। বেডায় তার স্যাঙ্গাৎগো লইয়া কী সোন্দর হোটেল Intercontinenral-এর মাইদ্দে হান্দাইছে। কিন্তু মওলবী সা'ব বহুত লেটই কইর‌্যা ফেলাইছে। আপনার ঘেটুগো খবর কি?

ছহি আজাদ পত্রিকার হরলিকের বোতল ছৈয়দ ছাহাদৎ হোসেন, মর্নিং নিউজের এসজিএম বদরুদ্দিন, ছালাউদ্দিন মোহাম্মদ, সংগ্রাম পত্রিকার মাওলানা আখতার ফারুক্যা, দৈনিক পাকিস্তানের আহসান আহম্মদ আশ্‌ক, পাকিস্তান অবজার্ভারের খাসির গুর্দার শুরুয়া খাওইন্যা মাহবুবুল হাক, নেশন্যাল ব্যুরোর দাড়ি নাই মাওলানা ডাঃ হাসান জামান-খোন্দকার আবুল হামিদ এসব মালেরা অখন কি করবো? প্রাক্তন ফরিন মিনিস্টার হরিবল হাক্ চৌধুরীর কোনো খবর নাইক্যা– সিলেটের হারু মাল চুষ পাজামা মাহমুদ আলীর কোনো আও-শব্দ পাওয়া যাইতাছে না। কি হইলো? এদ্দিন তো শাহ মোহাম্মদ আজিজুর রহমান আর দরদী সংঘের দালাল সম্রাট এ.টি. সাদ'দীরে লইয়া খুবই তো ফাল্ পাড়াতাছিলা–মাল-পানি জিন্দাবাদ। এলায় হের করবা কি?

আমার সাজানো বাগান হুকায়া গেল। অ্যাঃ এ্যাঃ একটিং জাতিসংঘে মদারু ভুট্টো জেনারেল পিঁয়াজীর ছারেন্ডারের খবর পাইয়া একটিং করছে। পয়লা গরম, তারপর নরম হেরপর আরে কান্দনরে কান্দন! পকেটের রুমাল বাইর কইর‌্যা চোখ মুইচ্ছ্যা নাক Clear কইরা লইলো। চিল্লাইয়া কইলো, 'ছ্যারেন্ডার–ছারেন্ডার তো' Impos-অসম্ভব। আমরা ছারেন্ডার করমু না। আমি পাইট করমু, আমি পাইট করমু। এই না কইয়া মদারু মহারাজ আত্‌কা গতরের জামাকাপড় খুইলা– ফ্রান্স-বৃটেনের খসড়া প্রস্তাব টুকরা টুকরা কইর‌্যা ছিইড়্যা ফেলাইয়া ঘেট্‌মেট্ কইর‌্যা বাইরাইয়া গেল। বাইরাইনের টাইমে ইন্ডিয়া-রাশিয়ার লগে ফ্রান্স-বৃটেনরে তুইল্যা গাইল। সাদা চামড়ার জেন্টেলম্যানরা খালি কইলো, 'যার লাইগ্যা চুরি করি, হেই কয় চুর।'

জাতিসংঘ থাইক্যা আগাশাহীর রুমে আহনের লগে লগে 'মওলবী সা'ব খবর পাইলো, 'খেইল খতম, পয়সা হজম।' আট হাজার আষ্টশ চুরাশী দিনের সোনার হাঁস, মানে কিনা বঙ্গাল মুলুকসহ পাকিস্তান নামে দেশটা শ্যাষ হইয়া গেছে। আমগো ছক্কু মিয়া একটা শুয়ামরি হাসি দিয়া গালটার মাইদ্দে খ্যাকরানি মারলো। কইলো, 'ভাই সা'ব ২৬শে মার্চ এই মদারু ভুট্টো ঢাকার থনে করাচীতে ভাগোয়াট্ হইয়া এলান করছিল, 'আল্লায় সারাইছে, ছদর ইয়াহিয়া বেশুমার বাঙ্গালি মার্ডারের অর্ডার দেওনের গতিকে পাকিস্তানডা বাঁইচ্যা গেল।

এলায় কেমন বুঝতাছেন? বিচ্চুগো বাড়ির চোটে হেই পাকিস্তান কেমতে কইর‌্যা ফাঁকিস্তান হইয়া গেল? হেইর লাইগ্যা কইছিলাম, কি পোলারে বাঘে খাইলো? শ্যাষে। অইজ থাইক্যা বঙ্গাল মুলুকে মছুয়াগো রাজত্ব শ্যাষ।

আইজ ১৬ই ডিসেম্বর। চরমপত্রের শ্যাষের দিন আপনাগো বান্দার নামটা কইয়া যাই। বান্দার নাম এম আর আখতার মুকুল।

# পরিশিষ্ট

## ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস রচনার লক্ষ্যে কিছু প্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান তথ্য ও উপকরণ

ক. ডাঃ মালেক মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ

খ. পাকিস্তানের সমর্থক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

গ. নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে যাঁরা মুজিবনগর যান নি

ঘ. পূর্ব পাকিস্তানে যে সব বেসামরিক অফিসার চাকুরি করেছেন

ঙ. পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পুলিশ বাহিনীর অফিসারবৃন্দ

চ. পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বাঙালি কর্মচারীবৃন্দ

ছ. বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত সিনিয়র অধ্যাপকবৃন্দ

জ. বিভিন্ন সেনা ইউনিটে যেসব বাঙালি অফিসার কর্মরত ছিলেন

### স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় দখলীকৃত পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সামরিক জান্তার শিখণ্ডী গভর্ণর ডাঃ মালেক মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ

### (৩রা সেপ্টেম্বর, '৭১ থেকে ১৪ই ডিসেম্বর '৭১)

| নাম | রাজনৈতিক পরিচয় | সর্বশেষ অবস্থা | ঠিকানা |
|---|---|---|---|
| আবুল কাশেম (অর্থ দপ্তর) | সাধারণ সম্পাদক মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) | মরহুম | উলিপুর, কুড়িগ্রাম |
| নওয়াজেশ আহমদ (খাদ্য ও কৃষি দপ্তর) | সদস্য, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) | মরহুম | কুষ্টিয়া |
| এ.এস.এম. সোলায়মান (শ্রম ও সমাজকল্যাণ দপ্তর) | সভাপতি, কৃষক ও শ্রমিক পার্টি | মরহুম | ঢাকা |
| ওবায়দুল্লাহ্ মজুমদার (স্বাস্থ্য দপ্তর) | জাতীয় সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ (দলছুট) | কেন্দ্রীয় সদস্য, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন | গ্রাম-দক্ষিণ মাতারা, থানা ছাগলনাইয়া, জেলা-ফেনী |
| আব্বাস আলী খান (শিক্ষা দপ্তর) | জামাতে ইসলামী, পূর্ব পাকিস্তান | মরহুম | বড় মগবাজার, ঢাকা |
| মওলানা এ.কে.এম. ইউসুফ (রাজস্ব দপ্তর) | পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি | জামাতে ইসলাম | ৪৩৫, এলিফ্যান্ট রোড বড় মগবাজার, ঢাকা |
| মওলানা মোহাম্মদ ইসহাক (স্থানীয় সরকার দপ্তর) | কর্মকর্তা, নেজামী ইসলামী | কেন্দ্রীয় সদস্য, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন | – |
| শামসুল হক (সাহায্য ও পুনর্বাসন দপ্তর) | প্রাদেশিক সংসদ সদস্য আওয়ামী লীগ (দলছুট) | - | গ্রাম-পশ্চিম সৈয়দপুর, থানা সীতাকুণ্ড, জেলা–চট্টগ্রাম |
| জসিম উদ্দিন আহমদ | পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি | - | সিলেট |
| আখতার উদ্দিন আহমদ (রাজস্ব দপ্তর) | মুসলিম লীগ (কনভেনশন) | আইন উপদেষ্টা, সৌদিয়া ইন্টারন্যাশনাল (সৌদি আরবে অবস্থানরত) | বরিশাল |
| অংশু প্রু চৌধুরী (সংখ্যালঘু বিষয়ক দপ্তর) | প্রাদেশিক সংসদ সদস্য, পি.ই-৩০০ | পাহাড়ি নেতা, বান্দরবান | গ্রাম ও থানা-বান্দরবান, জেলা-পার্বত্য চট্টগ্রাম |
| এ.কে.এম. মোশারফ হোসেন (বিদ্যুৎ ও সেচ দপ্তর) | পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি | সাধারণ সম্পাদক ইসলামিক ডেমোক্রেটিক পার্টি | গ্রাম-রুখী, থানা–নান্দাইল জেলা-ময়মনসিংহ |
| এডভোকেট মুজিবুর রহমান (রাজস্ব দপ্তর) | মুসলিম লীগ, (কাইয়ুম) | সভাপতি, সৌদি-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি | বাগান লেন, ঢাকা |

**পাকিস্তান সামরিক সরকারের মুখপাত্র হয়ে যেসব বাঙালি বহির্বিশ্বে বাংলাদেশবিরোধী কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করেন**

| নাম | পরিচয় | মুক্তিযুদ্ধকালীন কার্যক্রম | সর্বশেষ অবস্থান |
|---|---|---|---|
| হামিদুল হক চৌধুরী | মালিক, পাকিস্তান অবজার্ভার | দলনেতা, পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দল | (মরহুম) পাকিস্তানের নাগরিক |
| মাহমুদ আলী | ভাইস প্রেসিডেন্ট, পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি | সহকারী দলনেতা, পাকিস্তান সরকার প্রতিনিধি দল এবং বিশেষ দূত হিসাবে ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করেন | |
| শাহ্ আজিজুর রহমান | রাজনীতিবিদ, মুসলিম লীগ | সদস্য, পাকিস্তান সরকার প্রতিনিধিদল | প্রধানমন্ত্রী, বিএনপি সরকার ১৯৭৮ (মরহুম) |
| জুলমত আলী খান | রাজনীতিবদ, মুসলিম লীগ | সদস্য, পকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দল | প্রাক্তন মন্ত্রী, বিএনপি সরকার ও সহ-সভাপতি বিএনপি |
| মিসেস রাজিয়া ফয়েজ | রাজনীতিবিদ, মুসলিম লীগ | সদস্য, পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দল | প্রাক্তন মন্ত্রী, জাতীয় পার্টি সরকার |
| ড. ফাতিমা সাদিক | অধ্যাপিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | সদস্য, পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দল | অধ্যাপিকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| এডভোকেট এ.টি. সাদী | আইনজীবী, ঢাকা হাইকোর্ট | সদস্য, পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধি দল | আইনজীবী, লাহোর হাইকোর্ট |
| মৌলভী ফরিদ আহমেদ | সহ-সভাপদি, পাকিস্তানন ডেমোক্রেটিক পার্টি | বিশেষ দূত, সৌদী আরব ও মিশর | নিহত |
| তবারক হোসেন | পরিচালক, পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় | সদস্য, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সরকারি দলের চীন সফর | প্রাক্তন পররাষ্ট্র সচিব, বাংলাদেশ সরকার |
| বিচারপতি নূরুল ইসলাম | চেয়ারম্যান, পূর্ব পাকিস্তান রেডক্রস | বিশেষ দূত, জেনেভায় বাংলাদেশ বিরোধী প্রতিনিধি দলের সদস্য | প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ সরকার '৮৬ |
| ড. সাজ্জাদ হোসাইন | উপচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | বিশেষ দূত, মধ্যপ্রাচ্য ও ইসলামী দেশ | প্রবাসী |
| মুজিবুর রহমান | নেতা, মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) | সদস্য ৮ই ডিসেম্বর '৭১ নিউ ইয়র্ক প্রতিনিধি দল | - |

## ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে নি

১৯৭০-এর নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সম্মিলিত সিদ্ধান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে ১০ই এপ্রিল '৭১ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলেও পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত কিছু সংখ্যক জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন নি। তাঁদের তালিকা ও কার্যক্রম।

| নির্বাচন এলাকা | নাম | আত্মসমর্পণের তারিখ | কার্যক্রম | সর্বশেষ অবস্থান |
|---|---|---|---|---|
| এন.ই-৬ | ড. আবু সোলায়মান মণ্ডল | ১৯.৫.৭১ | সামরিক সরকারের পক্ষে জনমত গঠন | - |
| এন.ই-৭ | আজিজুর রহমান | ১৯.৫.৭১ | ঐ | - |
| এন.ই-৮ | নূরুল হক | ১৯.৫.৭১ | রাজনৈতিক সমন্বয়কারী | - |
| এন.ই-২২ | হাবিবুর রহমান | ৮.৬.৭১ | - | - |
| এন.ই.২৭ | সৈয়দ হোসেন মুনসুর | - | ঐ | - |
| এন.ই-৫৬ | আব্দুল গফ্‌ফার | ৪.৭.৭১ | ঐ | - |
| এন.ই-৬৪ | ডা. আজাহার উদ্দিন | ২৬.৩.৭১ | - | - |
| এন.ই-৬৫ | এ.কে.ফয়জুল হক | ২৬.৩.৭১ | বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন | প্রতিমন্ত্রী, বিএনপি, ১৯৮০ ও প্রতিমন্ত্রী, আ. লীগ, ১৯৯৬ |
| এন.ই-৮৩ | নূরুল আমিন | ২৬.৩.৭১ | শান্তি কমিটি গঠন | প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান, '৭১--'৭২ |
| এন.ই-৯৪ | এ.বি.এম. নূরুল ইসলাম | ৩০.৫.৭১ | - | - |
| এন.ই-১১০ | জহির উদ্দিন | - | পাক সামরিক সরকারের পক্ষে জনমত গঠন করেন | - |
| এন.ই-১৪৫ | ওবায়দুল্লাহ মজুমদার | ২৬.৩.৭১ | মন্ত্রী পরিষদ সদস্য পূর্ব পাকিস্তান সরকার | - |

| নির্বাচন এলাকা | নাম | আত্মসমর্পণের তারিখ | কার্যক্রম | সর্বশেষ অবস্থান |
|---|---|---|---|---|
| এন.ই-১৬২ | রাজা ত্রিদিব রায় | ২৫.৫.৭১ | পাকিস্তান সরকারের পক্ষে উপজাতিদের সংগঠিত করেন | মন্ত্রী, পাকিস্তান সরকার'৭২ |
| পি.ই-৪০ | আব্দুর রহমান ফকির | ২৬.৩.৭১ | রাজনৈতিক সমন্বয়কারী ও রাজাকার সংগঠক | কর্মকর্তা জামাত ইসলামী |
| পি.ই.৬৪ | এ.কে.এম. মাহবুবুল ইসলাম | ২৬.৩.৭১ | পাকিস্তান সরকারের পক্ষে জনমত গঠন | |
| পি.ই-৮১ | মঈনুদ্দিন মিয়াজী | ১৫.৫.৭১ | - | - |
| পি.ই-৯৬ | হাবিবুর রহমান খান | ১৫.৫.৭১ | আটক অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন | - |
| পি.ই-১০০ | পীরজাদা মোঃ সাঈদ | ৮.৫.৭১ | আটক অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ করে পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন ও অন্যান্য সহযোগিতা | |
| পি.ই-১১২ | মোশারাফ হোসেন শাহজাহান | ২৫.৫.৭১ | পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন | মন্ত্রী, বিএনপি সরকার '৯২ |
| পি.ই-১৩৪ | ইনসান আলী মোক্তার | ২০.৫.৭১ | - | - |
| পি.ই-১৫০ | আব্দুল মতিন ভূঁইয়া | ২৬.৩.৭১ | - | - |
| পি.ই-১৫১ | এ.কে.মোশাররাফ হোসেন | ২৫.৫.৭১ | - | - |
| পি.ই-১৭০ | এস.বি, জামান | ১.৫.৭১ | পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন ও অন্যান্য সহযোগিতা | ব্যবসায়ী, ঢাকা |
| পি.ই-১৯৯ | আফজাল হোসেন | ২০.৫.৭১ | - | - |
| পি.ই-২৮২ | অধ্যাপক শামছুল হক | ২৬.৩.৭১ | মন্ত্রী পূর্ব পাকিস্তান সরকার (১৯৭১) | - |
| পি.ই-২৯৪ | সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী | ১.৭.৭১ | পাকিস্তানের পক্ষে জনমত গঠন | - |
| পি.ই-২৯৫ | আহমেদ সগীর শাহজাদা | ২৬.৩.৭১ | ঐ | - |
| পি.ই-৩০০ | অংশু-প্রু-চৌধুরী | ২৬.৩.৭১ | ঐ | - |

২৬ শে মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত উর্ধ্বতন বেসামরিক কর্মকর্তা

অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করা সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যক বাঙালি সামরিক ও বেসামরিক সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারী ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক দপ্তরগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ পদে কর্মরত ছিলেন। প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের বারংবার ঘোষণা সত্ত্বেও 'ডিফেক্ট' করা তো' দূরের কথা, এঁরা পাকিস্তান সরকারের প্রতি মদত্ জুগিয়েছিল। সংশ্লিষ্ট তালিকাটি পূর্ব পাকিস্তানের তৎকালীন গেজেট অনুযায়ী প্রণীত। (প্রাদেশিক সরকারের উল্লেখিত পদবী কেন্দ্রীয় পদবীর এক স্তর নিচে ছিল)।

| নাম | পদবী | কর্মস্থান | সর্বশেষ/পদবী |
|---|---|---|---|
| শফিউল আজম | চিফ সেক্রেটারি | প্রাদেশিক সরকার পূর্ব পাকিস্তান | চিফ সেক্রেটারি |
| কফিল উদ্দিন মাহমুদ | চিফ সেক্রেটারি | প্রাদেশিক সরকার পূর্ব পাকিস্তন | অবসরপ্রাপ্ত |
| এম.মজিবুল হক | সচিব | স্বরাষ্ট্র বিভাগ | সচিব |
| কাজী আজাহার আলী | সচিব | শ্রম বিভাগ | সচিব |
| মোহাম্মদ আলী | সচিব | শিল্প বিভাগ | সচিব |
| কিউ.এ. রহিম | সচিব | অর্থ/সংস্থাপন বিভাগ | |
| মোহাম্মদ খোরশেদ আলম | সচিব | যোগাযোগ বিভাগ | সচিব |
| এম.এ. সালাম | সচিব | রাজস্ব বিভাগ | সচিব |
| ডা. এ.কে.এম. গোলাম রব্বানী | সচিব | পরিকল্পনা বিভাগ | সচিব |
| সিদ্দিকুর রহমান | সচিব | শ্রম বিভাগ | সচিব |
| মোজাফফর আহমেদ | সচিব | স্থানীয় সরকার বিভাগ | |
| এম.এ. হাসান | সচিব | প্রাদেশিক সরকার | সচিব |
| মুফতি মাছুদুর রহমান | সচিব | শিক্ষা বিভাগ | - |
| মাহাবুবুল ইসলাম | সচিব | ওয়ার হাউজ কর্পোরেশন | - |
| এ.এইচ.এফ.কে. সাদেক | যুগ্ম সচিব | লোক প্রশাসন ইন্সটিটিউট | সচিব |
| হাবিবুর রহমান | যুগ্ম সচিব | আইন বিভাগ | অতিরিক্ত সচিব |
| আব্দুল হাই | যুগ্ম সচিব | অর্থ বিভাগ | |
| এ.এ. নাছিম উদ্দিন | যুগ্ম সচিব | যোগাযোগ বিভাগ | সচিব |
| সামছুদ্দিন মিয়া | যুগ্ম সচিব | গৃহ নির্মাণ বিভাগ | - |
| ইনাম আহমেদ চৌধুরী | যুগ্ম সচিব | শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ | সচিব |
| সৈয়দ হাসান আহমেদ | যুগ্ম সচিব | যোগাযোগ বিভাগ | সচিব |
| এ.হেনা | ডেপুটি সেক্রেটারি | স্বরাষ্ট্র বিভাগ | সচিব |
| এ.জেড.এম. শামসুল আলম | ডেপুটি সেক্রেটারি | সংস্থাপন বিভাগ | সচিব |

২৬ শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্য সময়ে

| নাম | পদবী | কর্মস্থান | সর্বশেষ/পদবী |
|---|---|---|---|
| কে.এ. কবির | ডেপুটি সেক্রেটারি | স্বরাষ্ট্র বিভাগ | সচিব |
| এ.এইচ.এম. আব্দুল হাই | ডেপুটি সেক্রেটারি | সংস্থাপন বিভাগ | সচিব |
| গোলাম মাহবুব | ডেপুটি সেক্রেটারি | যোগাযোগ বিভাগ | - |
| এফ. আহমেদ | ডেপুটি সেক্রেটারি | খাদ্য বিভাগ | - |
| এম.আর. ওসমানী | ডেপুটি সেক্রেটারি | স্বরাষ্ট্র বিভাগ | সচিব |

| | | | |
|---|---|---|---|
| শাহেদ লতিফ | ডেপুটি সেক্রেটারি | পরিকল্পনা বিভাগ | - |
| কাজী জাহেদুর রহমান | ডেপুটি সেক্রেটারি | অর্থ বিভাগ | - |
| এ.রহিম | ডেপুটি সেক্রেটারি | শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ | - |
| এম.এরফান আলী | ডেপুটি সেক্রেটারি | পৃহনির্মাণ বিভাগ | - |
| ২ মোকাম্মেল হক | ডেপুটি সেক্রেটারি | কর বিভাগ | সচিব |
| লুৎফুল্লাহিল মজিদ | ডেপুটি সেক্রেটারি | বিদ্যুৎ ও সেচ বিভাগ | সচিব |
| ছলিম উদ্দিন আহমেদ | ডেপুটি সেক্রেটারি | প্রশিক্ষণ একাডেমী | যুগ্ম সচিব |
| ইমদাদ হোসেন | সেকশন অফিসার | কৃষি বিভাগ | - |
| এম. ওসমান | সেকশন অফিসার | খাদ্য বিভাগ | - |
| জয়নুল আবেদীন | সেকশন অফিসার | শিক্ষা বিভাগ | - |
| হিমাংশু রঞ্জন দত্ত | সেকশন অফিসার | শিক্ষা বিভাগ | - |
| নূরুল ইসলাম | সেকশন অফিসার | খাদ্য বিভাগ | চেয়ারম্যান সেরিকালচার বোর্ড |
| এস.এম. ফজলুল হক চৌধুরী | সেকশন অফিসার | বিদ্যুৎ ও সেচ বিভাগ | |
| এ.কে.এম. নূরুল ইসলাম | সেকশন অফিসার | স্বরাষ্ট্র বিভাগ | উপ-সচিব |
| শেখ সদর উদ্দিন মুন্সী | সেকশন অফিসার | খাদ্য বিভাগ | - |
| এম.এ. কুদ্দুস | সেকশন অফিসার | সংস্থাপন বিভাগ | উপ-সচিব |
| আব্দুল হাকিম | সেকশন অফিসার | খাদ্য বিভাগ | যুগ্ম সচিব |
| আবুল হোসেন | সেকশন অফিসার | সংস্থাপন বিভাগ | সচিব |
| লুৎফুল্লাহ্হিল মজিদ | সেকশন অফিসার | বিদ্যুৎ ও সেচ বিভাগ | সচিব |
| এ.মান্নান | সেকশন অফিসার | শিক্ষা বিভাগ | - |
| এ.জেড.এম. শামছুল হক | সেকশন অফিসার | সংস্থাপন বিভাগ | সচিব |
| সেলিমউদ্দিন আহমেদ | সেকশন অফিসার | - | - |
| নওয়াব আলী | সেকশন অফিসার | | |
| মাহবুব আলী খান | সেকশন অফিসার | সংস্থাপন বিভাগ | |
| আনিছ উদ্দিন আহমেদ | সেকশন অফিসার | বাণিজ্য বিভাগ | |
| এ.কে. কবির উদ্দিন | সেকশন অফিসার | কর বিভাগ | |
| কেরামত আলী | চেয়ারম্যান | কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন | সচিব |
| ৩ এ.এম.আনিসুজ্জামান* | চেয়ারম্যান | ওয়্যার হাউজ কর্পোরেশন | |
| আব্দুর রব চৌধুরী | চেয়ারম্যান | ওয়্যার হাউজ কর্পোরেশন | সচিব |
| সুলতানুজ্জামান খান | চেয়ারম্যান | জুট মিল কর্পোরেশন | সচিব |
| মনওয়ারুল ইসলাম | চেয়ারম্যান | বন উন্নয়ন কর্পোরেশন | |
| এম.আবুল খায়ের | - | ইপিআইডিসি | সচিব |
| আখতার আলী | পরিচালক | ইপিআইডিসি | সচিব |
| সফিউদ্দিন আহমেদ | পরিচালক | কর বিভাগ | |
| বদিউল আলম | পরিচালক | সমাজ কল্যাণ | - |
| ফরিদ উদ্দিন | পরিচালক | সরবরাহ বিভাগ | সচিব |
| মোহাম্মদ আশরাফ | পরিচালক | দূর্নীতি দমন বিভাগ | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| সুলতান মোহাম্মদ চৌধুরী | পরিচালক | সশস্ত্র বাহিনী বোর্ড | |
| এ.কে.এম. জালাল উদ্দিন | প্রশাসক | খুলনা পৌরসভা | সচিব |
| কাজী মনজুর-এ-মাওলা | প্রশাসক | খুলনা পৌরসভা | সচিব |
| মোজাম্মেল হক | প্রশাসক | নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা | - |
| রফিক আহমেদ | সচিব | জেলা বোর্ড, খুলনা | - |
| আব্দুল কাইয়ুম | সচিব | জেলা বোর্ড, পাবনা | - |
| হোসেন আহমেদ | সচিব | জেলা বোর্ড, রাঙ্গামাটি | - |
| সৈয়দ আহমেদ | জেলা প্রশাসক | সিলেট | সচিব |
| হাসান আহমেদ | জেলা প্রশাসক | ময়মনসিংহ | সচিব |
| ৪ এ.টি.এম. সামছুল হক* | জেলা প্রশাসক | ঢাকা/কুষ্টিয়া | সচিব |
| ইনাম আহমেদ চৌধুরী | জেলা প্রশাসক | খুলনা | সচিব |
| নূরুল ইসলাম | জেলা প্রশাসক | খুলনা/রাজশাহী | সচিব |
| রশীদুল হাসান | জেলা প্রশাসক | রাজশাহী/খুলনা | যুগ্ম সচিব |
| আমিনুল ইসলাম | জেলা প্রশাসক | চট্টগ্রাম | সচিব |
| খান-ই-আলম খান | জেলা প্রশাসক | বগুড়া/নোয়াখালী | অতিরিক্ত সচিব |
| মনজুরুল করীম | জেলা প্রশাসক | নোয়াখালী/বগুড়া | সচিব |
| কাজী জাহেদুর রহমান | জেলা প্রশাসক | কুষ্টিয়া | যুগ্ম সচিব |
| আনিসুজ্জামান খান | জেলা প্রশাসক | ফরিদপুর | সচিব |
| আব্দুল আওয়াল | জেলা প্রশাসক | পটুয়াখালী | সচিব |
| জালাল উদ্দিন আহমেদ | জেলা প্রশাসক | টাঙ্গাইল | সচিব |
| নূরুন নবী চৌধুরী | জেলা প্রশাসক | কুমিল্লা | সচিব |
| শামীম আহসান | জেলা প্রশাসক | রংপুর | সচিব |
| শামসুদ্দিন মিয়া | জেলা প্রশাসক | নোয়াখালী | যুগ্ম সচিব |
| হাবিবুল ইসলাম | জেলা প্রশাসক | দিনাজপুর | যুগ্ম সচিব |
| নাজমুল আবেদিন খান | জেলা প্রশাসক | পাবনা | যুগ্ম সচিব |
| আবদুল ফজল চৌধুরী | জেলা প্রশাসক | যশোর | সচিব |
| মোস্তাফিজুর রহমান | জেলা প্রশাসক | চট্টগ্রাম | |
| আনোয়ার মাসুদ | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | টাঙ্গাইল | - |
| শাহেদ লতিফ | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | কুমিল্লা | - |
| ৫ ফরাস উদ্দিন* | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | ময়মনসিংহ | - |
| এইচ.এন. আশিকুর রহমান | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | টাঙ্গাইল | উপ-সচিব (পদত্যাগী) |
| এ.এইচ.মোফাজ্জল করিম | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | কুমিল্লা | সচিব |
| আব্দুর রশীদ | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | সিলেট | সচিব |
| ৬ মহিউদ্দিন খান আলমগীর* | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | ময়মনসিংহ | সচিব |
| আব্দুল হাকিম | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | পাবনা | সচিব |
| আবুল হাসেম | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | ঢাকা | সচিব |
| মোহাম্মদ ফয়েজ উল্লাহ্ | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | ঢাকা | সচিব |

| মশিউর রহমান | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | চট্টগ্রাম | সচিব |
|---|---|---|---|
| ইকরামুল হক | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | বরিশাল | - |
| মাহে আলম | আতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | চট্টাম | সচিব |
| শফিউর রহমান | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | বরিশাল | সচিব |
| শফি সামী | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | খুলনা | সচিব |
| শহীদ হোসেন | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | খুলনা | সচিব |
| শহীদ হোসেন | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | খুলনা | - |
| এম. শামসুদ্দিন | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | খুলনা | উপ-সচিব |
| মোশারফ হোসেন তালুকদার | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | নোয়াখালী | - |
| এম.আর. চৌধুরী | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | পাবনা | - |
| মোজাম্মেল হক | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | রাজশাহী | - |
| ইনামুল হক | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | যশোর | সচিব |
| শওকত আলী | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক | সিলেট | সচিব |
| এম. আলিমুজ্জামান | মহকুমা প্রশাসক | সিরাজগঞ্জ | যুগ্ম সচিব |
| আব্দুল হামিদ চৌধুরী | মহকুমা প্রশাসক | নেত্রকোণা, ময়মনসিংহ | অতিরিক্ত সচিব |
| আব্দুল হালিম | মহকুমা প্রশাসক | দিনাজপুর | - |
| আব্দুস সাত্তার | মহকুমা প্রশাসক | ঠাকুরগাঁও | - |
| ফারুক আহমেদ | মহকুমা প্রশাসক | ঠাকুরগাঁও | - |
| আমিন উদ্দিন চৌধুরী | মহকুমা প্রশাসক | নীলফামারী | সচিব |
| এম.মাগরোব মোর্শেদ | মহকুমা প্রশাসক | নওগাঁ | সচিব |
| আব্দুল আজিজ | মহকুমা প্রশাসক | নওগাঁ | উপ-সচিব |
| সামছুল হুদা | মহকুমা প্রশাসক | রংপুর সদর | - |
| আব্দুর রহিম (২) | মহকুমা প্রশাসক | রংপুর সদর | উপ-সচিব |
| আব্দুর রহিম চৌধুরী | মহকুমা প্রশাসক | কুড়িগ্রাম | যুগ্ম সচিব |
| নজরুল ইসলাম | মহকুমা প্রশাসক | পাবনা সদর | উপ-সচিব |
| সিদ্দিকুর রহমান | মহকুমা প্রশাসক | সিরাজগঞ্জ | উপ-সচিব |
| আব্দুল জব্বার | মহকুমা প্রশাসক | নাটোর | উপ-সচিব |
| খান গোলাম বাকী | মহকুমা প্রশাসক | কুষ্টিয়া সদর | উপ-সচিব |
| এম.এম. আবু বকর | মহকুমা প্রশাসক | রাজশাহী সদর | - |
| এ.বি.এম. আব্দুস শকুর | মহকুমা প্রশাসক | বান্দরবন/রাঙ্গামাটি | অতিরিক্ত সচিব |
| মাহবুব হোসেন খান | মহকুমা প্রশাসক | গাইবান্ধা | যুগ্ম সচিব |
| জিয়াউদ্দিন মোঃ চৌধুরী | মহকুমা প্রশাসক | চাঁদপুর | যুগ্ম সচিব |
| এম.এইচ. খান | মহকুমা প্রশাসক | রাজশাহী সদর | - |
| আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী | মহকুমা প্রশাসক | নীলফামারী | অতিরিক্ত সচিব |
| কে.এম. ইজাজুল হক | মহকুমা প্রশাসক | বাগেরহাট | অতিরিক্ত সচিব |
| আকমল হোসেন | মহকুমা প্রশাসক | মেহেরপুর | অতিরিক্ত সচিব |
| বজলুর রহমান চৌধুরী | মহকুমা প্রশাসক | চুয়াডাংগা | অতিরিক্ত সচিব |
| এ.কে.এম. রুহুল আমীন | মহকুমা প্রশাসক | পার্বত্য চট্টগ্রাম | উপ-সচিব |

| | | | |
|---|---|---|---|
| খোরশেদ আলম | মহকুমা প্রশাসক | ফরিদপুর | উপ-সচিব |
| আব্দুল হাই খন্দকার | মহকুমা প্রশাসক | নারায়ণগঞ্জ | যুগ্ম সচিব |
| মোহাম্মদ নাসিম | মহকুমা প্রশাসক | বাগের হাট | যুগ্ম সচিব |
| ইসমাইল হোসেন | মহকুমা প্রশাসক | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | অতিরিক্ত সচিব |
| এম. সিরাজুল ইসলাম | মহকুমা প্রশাসক | মেহেরপুর | যুগ্ম সচিব |
| সাইফুল হক | মহকুমা প্রশাসক | চুয়াডাংগা | - |
| এম. মুছা | মহকুমা প্রশাসক | যশোর সদর | - |
| আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী | মহকুমা প্রশাসক | ঝিনাইদহ | যুগ্ম সচিব |
| মতিউর রহমান | মহকুমা প্রশাসক | মাগুরা | যুগ্ম সচিব |
| আব্দুল করিম | মহকুমা প্রশাসক | নড়াইল | - |
| আবদুল হালিম | মহকুমা প্রশাসক | নড়াইল | - |
| খন্দকার সাইফুল ইসলাম | মহকুমা প্রশাসক | খুলনা সদর | - |
| কাজী শামছুল হুদা | মহকুমা প্রশাসক | খুলনা সদর | - |
| শাহাজাহান আলী | মহকুমা প্রশাসক | সাতক্ষীরা | - |
| এনায়েত হোসেন | মহকুমা প্রশাসক | ফরিদপুর | - |
| খুরশীদ আলম | মহকুমা প্রশাসক | ফরিদপুর সদর | - |
| এ. রাজ্জাক মজুমদার | মহকুমা প্রশাসক | মাদারীপুর | - |
| আব্দুল মতিন | মহকুমা প্রশাসক | মাদারীপুর | - |
| হাবিবুদ্দিন আহমেদ | মহকুমা প্রশাসক | গোয়ালন্দ | - |
| ফজলুল ওয়াহেদ | মহকুমা প্রশাসক | গোয়ালন্দ | - |
| এস.খাজা আহমেদ | মহকুমা প্রশাসক | বরিশাল সদর (উ.) | - |
| আব্দুর রহীম | মহকুমা প্রশাসক | বরিশাল সদর (উ.) | - |
| আব্দুল হাই | মহকুমা প্রশাসক | পটুয়াখালী | - |
| এম. আনোয়ার হোসেন | মহকুমা প্রশাসক | বরগুনা | - |
| আব্দুল হাই | মহকুমা প্রশাসক | ঢাকা সদর (দ.) | - |
| নূরুজ্জামান | মহকুমা প্রশাসক | ঢকা সদর(উ.) | - |
| বাহাদুর মুন্সী | মহকুমা প্রশাসক | মানিকগঞ্জ | যুগ্ম সচিব |
| দেওয়ান আবদুল কাদির | মহকুমা প্রশাসক | টাঙ্গাইল | - |
| জি.এম. মাওলা | মহকুমা প্রশাসক | ময়মনসিংহ (দ.) | - |
| এমএন. আনোয়ার | মহকুমা প্রশাসক | ময়মনসিংহ (উ.) | - |
| এম. মুনিরুজ্জামান | মহকুমা প্রশাসক | ময়মনসিংহ (উ.) | - |
| এম.এ. কাশেম | মহকুমা প্রশাসক | কুমিল্লা সদর (দ.) | - |
| মঈনউদ্দিন আহমেদ | মহকুমা প্রশাসক | কুমিল্লা সদর (দ.) | - |
| এম. ইসলাম চৌধুরী | মহকুমা প্রশাসক | কুমিল্লা সদর (উ.) | - |
| মোহাম্মদ হোসেন | মহকুমা প্রশাসক | সিলেট সদর | - |
| এ.জেড.এম. ওয়াহিদুজ্জামান | মহকুমা প্রশাসক | হবিগঞ্জ | - |
| সুলতান আহমেদ | মহকুমা প্রশাসক | যশোর সদর | - |
| হারুনুর রশীদ | ডেপুটি ডাইরেক্টর | রাজশাহী | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| নজরুল ইসলাম | ডেপুটি ডাইরেক্টর | খুলনা | - |
| সাদাত হোসেন | অতিরিক্ত কমিশনার | রাজশাহী বিভাগ | অতিরিক্ত সচিব |
| আব্দুল মুয়ীদ চৌধুরী | সহকারী কমিশনার | নীলফামারী/চট্টগ্রাম | অতিরিক্ত সচিব |
| আইয়ুব কাদরী | সহকারী কমিশনার | পটুয়াখালী | অতিরিক্ত সচিব |
| ফয়সাল মফিজুর রহমান | সহকারী কমিশনার | ঢাকা | - |
| সাইফুল ইসলাম | সহকারী কমিশনার | বগুড়া | যুগ্ম সচিব |
| এ.বি.এম. হক | সহকারী কমিশনার | - | - |
| ফজলুর রহমান | সহকারী কমিশনার | রংপুর | যুগ্ম সচিব |
| আজাদ রুহুল আমীন | সহকারী কমিশনার | সিলেট | অতিরিক্ত সচিব |
| আমিনুর রহমান | সহকারী কমিশনার | নোয়াখালী | - |
| আকমল হোসেন | সহকারী কমিশনার | গাইবান্ধা | যুগ্ম সচিব |
| ওমর ফারুক | সহকারী কমিশনার | চট্টগ্রাম | বিভাগীয় কমিশনার |
| বদিউর রহমান | সহকারী কমিশনার | রংপুর | বিভাগীয় কমিশনার |
| কে.এম. আশফাকুর রহমান | সহকারী কমিশনার | ঢাকা | কাউন্সিলর |
| মাহফুজুল ইসলাম | সহকারী কমিশনার | ফরিদপুর | যুগ্ম সচিব |
| মাহবুব কবির | সহকারী কমিশনার | চট্টগ্রাম | কাউন্সিলর |
| শহীদুল আলম | সহকারী কমিশনার | যশোর | অতিরিক্ত সচিব |
| মাহবুব হোসেন খান | সহকারী কমিশনার | রাজশাহী | যুগ্ম সচিব |
| মোঃ আলাউদ্দীন | সহকারী কমিশনার | ঢাকা | প্রবাসী |
| ইকবাল সোবহান | সহকারী কমিশনার | নোয়াখালী | প্রবাসী |
| সৈয়দ আমিনুর রহমান | সহকারী কমিশনার | নোয়াখালী | কাউন্সিলর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় |
| এম. আহমেদ | - | সিলেট | - |
| হাবিবুর রহমান | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ঢাকা | যুগ্ম সচিব |
| কে.ফজলুর রহমান | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | কুমিল্লা | উপ-সচিব |
| এ.জেড.এম. রফিক ভুইয়া | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | সিলেট | উপ-সচিব |
| আব্দুল মতিন আকন্দ | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ময়মনসিংহ | - |
| এ.জে. শামসুল হক | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ফরিদপুর | অতিরিক্ত কমিশনার |
| গোলাম মুর্তজা | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | পটুয়াখালী | যুগ্ম সচিব |
| এস.এম. শামসুল আলম | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | পাবনা | যুগ্ম সচিব |
| জামাল উদ্দিন আহমেদ | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | সিলেট | উপ-সচিব |
| দাউদ উজ জামান চৌধুরী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | নোয়াখালী | যুগ্ম সচিব |
| এ.এইচ. এম. সাদেকুল হক | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | টাঙ্গাইল | যুগ্ম সচিব |
| মোশারফ হোসেন | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | বরিশাল | ব্যক্তিগত সচিব |
| এ.এস.এম. আব্দুল হালিম | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | বগুড়া | যুগ্ম সচিব |
| আবু আব্দুল্লাহ | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | কুষ্টিয়া | - |
| আব্দুর রাজ্জাক | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | টাঙ্গাইল | উপ-সচিব |
| আব্দুর রব খান | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | পটুয়াখালী | যুগ্ম সচিব |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এ.এস.এম. রেজা-ই-রাব্বী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | চট্টগ্রাম | যুগ্ম সচিব |
| সাইফুদ্দিন | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | কুমিল্লা | যুগ্ম সচিব |
| নজরুল ইসলাম | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ফরিদপুর | যুগ্ম সচিব |
| কে.এম. শহীদুল ইসলাম | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ঢাকা | পরিচালক |
| নাজমুল আলম সিদ্দিকী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | যশোর | যুগ্ম সচিব |
| এম আশরাফ | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | নোয়াখালী | যুগ্ম সচিব |
| আব্দুর রশীদ | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | রাজশাহী | যুগ্ম সচিব |
| মোস্তাফিজুর রহমান | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ফরিদপুর | উপ-সচিব |
| বদরে আলম খান | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | রংপুর | যুগ্ম সচিব |
| আবুল হাশেম খান | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | খুলনা | |
| লুৎফুর রহমান চৌধুরী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | পাবনা | যুগ্ম সচিব |
| জুলফিকার হায়দার চৌধুরী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ময়মনসিংহ | উপ-সচিব |
| তারাচাঁদ চাকমা | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | চট্টগ্রাম | ডেপুটি ডাইরেক্টর |
| এম. আব্দুল লতিফ | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | বরিশাল | জেলা প্রশাসক |
| খান সাহেব উদ্দিন | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | যশোর | অতিরিক্ত কমিশনার |
| ইয়াকুব আলী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | পাবনা | অতিরিক্ত কমিশনার |
| এম.কামাল উদ্দিন | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | রংপুর [illegible] | উপ-সচিব |
| এম.আব্দুস সাত্তার | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | রাজশাহী | অতিরিক্ত কমিশনার |
| এ.রশীদ খান | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | কুমিল্লা | পরিচালক |
| রুস্তম আলী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | | বগুড়া - |
| নূরুল আমীন পাটোয়ারী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ময়মনসিংহ | পরিচালক |
| মোদাচ্ছের আলী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | নোয়াখালী | উপ-সচিব |
| এম.নূরুন নবী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | পটুয়াখালী | ডাইরেক্টর জেনারেল |
| এম.আবুল কাসেম | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | রংপুর | যুগ্ম সচিব |
| | | | পরিচালক |
| আব্দুল হালিম | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | খুলনা | যুগ্ম সচিব |
| কে. এম. মহিউদ্দিন | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | কুমিল্লা | - |
| মনুসুরুদ্দীন আহমেদ | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | দিনাজপুর | - |
| নুরুজ্জামান মিয়া | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | দিনাজপুর | - |
| আজমল চৌধুরী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ঢাকা | যুগ্ম সচিব |
| জালালউদ্দীন | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | রাজশাহী | উপ-সচিব |
| আহ্বাব আহমেদ | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ঢাকা | যুগ্ম সচিব |
| আনোয়ারুল হক | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | রাজশাহী | যুগ্ম সচিব |
| সিরাজুল হক | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | নওগাঁ | যুগ্ম সচিব |
| এ.এন.এম হাফিজুল ইসলাম | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ফরিদপুর | যুগ্ম সচিব |
| আজিজ আহমেদ | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | কুষ্টিয়া | যুগ্ম সচিব |
| হুমায়ুন কবির | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ঢাকা | উপ-সচিব কেন্দ্র |
| ওবায়দুল হক | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | পাবনা | যুগ্ম সচিব |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এ.এফ.এম. ইমাম হোসেন | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ময়মনসিংহ | যুগ্ম সচিব |
| রফিকুল ইসলাম ভুঁইয়া | - | - | - |
| সৈয়দ খায়রুল ইসলাম | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | নাটোর | যুগ্ম সচিব |
| নুরুজ্জামান মিয়া | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | দিনাজপুর | যুগ্ম সচিব |
| মোশাররফ হোসেন | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | বরিশাল | উপ-সচিব |
| খাদেমুল ইসলাম | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | রাজশাহী/দিনাজপুর | |
| আজিজুল ইসলাম | ডেপুটি মাজিস্ট্রেট | ফরিদপুর | যুগ্ম সচিব |
| তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ফরিদপুর | যুগ্ম সচিব |
| একরামুল্লাহ্ চৌধুরী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ফরিদপুর | যুগ্ম সচিব |
| খোরশেদ আনসার খান | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | চট্টগ্রাম | যুগ্ম সচিব |
| মোহাম্মদ নুরুল নবী | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | পটুয়াখালী | যুগ্ম সচিব |
| শরদিন্দু শংকর চাকমা | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | চট্টগ্রাম | যুগ্ম সচিব |
| রফিকুল ইসলাম | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | পাবনা | যুগ্ম সচিব |
| সৈয়দ মুনির উদ্দিন | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট | ঢাকা | যুগ্ম সচিব |

## ২৫ শে মার্চ '৭১ হতে ১৬ই ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে কর্মরত পুলিশ কর্মকর্তা

| নাম | পদবী | কর্মস্থান | সর্বশেষ/পদবী |
|---|---|---|---|
| টি. আহমেদ | আই.জি | পুলিশ সদর দপ্তর | স্বরাষ্ট্র সচিব |
| আহমেদ ইব্রাহিম | অতিরিক্ত আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তার | অতিরিক্ত সচিব |
| এ. রহিম | ডি.আই.জি | অধ্যক্ষ, সারদা পুলিশ একাডেমী | আই.জি.ও স্বরাষ্ট্র সচিব |
| সৈয়দ ফজলুল কবির | ডি.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | সচিব |
| এ.বি.এম. সফদর | ডি.আই.জি. | গোয়েন্দা বিভাগ | সচিব |
| এস.মান্নান বক্স | ডি.আই.জি. | ঢাকা | সচিব |
| হোসেন আহমেদ | ডি.আই.জি. | খুলনা | আই.জি.ও সচিব |
| কে.জি. মহিউদ্দিন | ডি.আই.জি. | রাজশাহী/খুলনা | অতিরিক্ত সচিব |
| সৈয়দ আনিসুজ্জামান | ডি.আই.জি. | সদর দপ্তর | ডি.অই.জি. |
| এ.এস.মেজবাহ্উদ্দিন | ডি.আই.জি. | এস.বি. | সচিব |
| সালাউদ্দিন আহমেদ | ডি.আই.জি | সি.আই.ডি. | সচিব |
| এ.এইচ.নূরুল ইসলাম | ডি.আই.জি. | চট্টগ্রাম | আই.জি. |
| এম.এম. আহসান | ডি.আই.জি. | চট্টগ্রাম (রেলওয়ে) | আই.জি.ও সচিব |
| এম.এ. আওয়াল | ডাইরেক্টর | সিভিল এভিয়েশন | ডি.আই.জি. |
| মহিউদ্দিন আহমেদ | চেয়ারম্যান | ই.পি.আই.ডি.সি | |
| এস.এম. আবু তালেব | এস.পি. | দুর্নীতি দমন বিভাগ | এস.পি. |
| আমিনুল হক বিশ্বাস | এস.পি. | রেলওয়ে | এস.পি. |
| এ ওয়াই নুরুন্নবী | এস.পি. | এডিসি. গভর্নর | এস.পি.'৭৩ |
| গোলাম কিবরিয়া | এস.পি. | এস.বি. | আই.জি. |
| এনামূল হক | এস.পি. | যশোর | আই.জি. |
| ই.এ. চৌধুরী | এস.পি. | ঢাকা | আই.জি. |
| গোলাম মোরশেদ | এস.পি. | রাজশাহী | অতিরিক্ত আই.জি.পি. |
| এম.এ. হাকিম | এস.পি. | সদর দপ্তর | ডি.জি. এন, এস, আই |
| এ.এইচ.এম. বদিউজ্জামান | এস.পি. | রংপুর/টাঙ্গাইল | অতিরিক্ত আই. জি. |
| আব্দুল বারেক | এস.পি. | রংপুর | চেয়ারম্যান |
| হাবিবুর রহমান | এস.পি. | দিনাজপুর | আই.জি. |
| আজিজুল হক | এস.পি. | পাবনা | অতিরিক্ত আই.জি. |
| আবদুল খালেক খান | এস.পি. | কুষ্টিয়া | পুলিশ সুপার |
| জাকির হোসেন | এস.পি. | যশোর | ডি.আই.জি. |
| তৈয়ব উদ্দিন আহমেদ | এস.পি. | যশোর | আই.জি. '৯২ |
| জালালউদ্দিন মিয়া | এস.পি. | রংপুর | এ.আই.জি. |
| সিরাজুল হক | এস.পি. | ময়মনসিংহ | অতিরিক্ত আই.জি. |
| এম.এ. মাহমুদ | এস.পি. | টাঙ্গাইল | সচিব |
| আব্দুল জলিল খান | এস.পি. | পার্বত্য চট্টগ্রাম | এস.পি. |
| এ.এস.এম. শাহজাহান | এস.পি. | কুমিল্লা | আই.জি. |
| এম.এ. কুদ্দুস | এস.পি. | সিলেট | এ.আই.জি. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এ.কে.এম. সিরাজুল ইসলাম | এস.পি. | এস.বি. | এস.পি. |
| এম.এ. হাকিম | এস.পি. | নোয়াখালী | এস.পি. |
| কে.এম. মাহবুবুল হক | এস.পি. | রাজশাহী/যশোর | অতিরিক্ত আই.জি. |
| সিদ্দিকুর রহমান | ডি.এস.পি. | বিশেষ পুলিশ বাহিনী পূর্ব পাকিস্তান | |
| জয়নুল আবেদিন | এ.আই.জি. | সদর দপ্তর | ডি.আই.জি. |
| আওলাদ হোসেন | এস.পি. | বগুড়া | এস.পি. |
| গোলাম আহমেদ | এস.পি. | পটুয়াখালী | ডেপুটি ডাইরেক্টর |
| সোলায়মান আলী চৌধুরী | এস.পি. | সিলেট | এস.পি. |
| এম.আর. মুসা | এস.পি. | নোয়াখালী | এস.পি. |
| আলতাফ হোসনে সিদকার | এস.পি. | নোয়াখালী | ডেপুটি ডাইরেক্টর |
| আব্দুস শুকুর | ডি.এস.পি. | দুর্নীতি দমন বিভাগ | এস.পি. |
| এম.এ. মান্নাফ | এ.এস.পি. | ঢাকা/রাজশাহী | এস.পি.সি.আই.ডি. |
| এ.এস.এম. শাহজাহান | এ.এস.পি. | ঢাকা | আই.জি. |
| মোহাম্মদ ইয়াসিন | এ.এস.পি. | ঢাকা | এস.পি. |
| জামশেদ আলী | এ.এস.পি. | ঢাকা | এস.পি. |
| মাকসুদুল করিম | এ.এসপি. | ঢাকা | এস.পি. |
| আনসার আলী | এ.এস.পি. | চট্টগ্রাম | এস.পি. |
| আমিনুর হক বিশ্বাস | এ.এস.পি. | পার্বত্য চট্টগ্রাম | - |
| ফাতেউর রহমান | এ.এস.পি. | চট্টগ্রাম/বরিশাল | এ.এস.পি. |
| মেছের উদ্দিন আহ্‌মেদ | এ.এস.পি. | চট্টগ্রাম | এস.পি. |
| মোজাম্মেল হক | এ.এস.পি. | রাজশাহী | এ.আই.জি. |
| আব্দুল হামিদ (২) | এ.এসপি. | খুলনা/যশোর | - |
| ওয়ালিউর রহমান গাজী | এ.এস.পি. | খুলনা | এ.আই.জি. |
| আব্দুল খালেক খান | এ.এস.পি. | খুলনা/কুষ্টিয়া | - |
| এ.এফ.এম. শফিকুল হক | এস.পি. | দিনাজপুর | এস.পি.সিলেট |
| আশমত উল্লাহ মিয়া | এ.এসপি. | রংপুর | এস.পি. |
| আবুল হাশেম খন্দকার | এ.এস.পি. | যশোর | এস.পি. রংপুর |
| আব্দুল ওয়াদুদ | এ.এস.পি. | বরিশাল | - |
| চাঁন মিয়া | এ.এসপি. | বরিশাল/ময়মনসিংহ/কুমিল্লা | এ.আই.জি. |
| আব্দুস সামাদ (২) | এ.এস.পি. | ময়মনসিংহ/কুমিল্লা | পুলিশ সুপার |
| আজিজুল ইসলাম দেওয়ান | এ.এস.পি. | সিলেট | এ.এস.পি. |
| মুসা মিয়া চৌধুরী | এ.এস.পি. | নোয়াখালী | এস.পি. |
| ইসমাইল হোসেন | এ.এস.পি. | খুলনা | অতিরিক্ত আই.জি. |
| এ.টি.এম. মাহবুবুর রহমান | এ.এস.পি. | ফরিদপুর | এস.পি. |
| বাহাউদ্দিন আহ্‌মেদ | এ.এস.পি. | সিলেট | এ.এস.পি. |
| মোহাম্মদ আলী | এস.ডি.পি.ও. | রংপুর | এস.পি |
| আবদুল কাদের | এস.ডি.পি.ও. | পাবনা | এ.এস.পি. |
| জব্বার তালুকদার | এস.ডি.পি.ও. | সিরাজগঞ্জ | পুলিশ সুপার |

| | | | |
|---|---|---|---|
| এ.কে.এম. বদিউজ্জামান | এস.ডি.পি.ও. | কুষ্টিয়া | - |
| এস.এম. মুকিত | এসডি.পি.ও. | চুয়াডাঙ্গা | - |
| নুরুজ্জামান | এস.ডি.পি.ও | ঝিনাইদহ | এ.আই.জি. |
| ফজলুল করিম | এস.ডি.পি.ও. | পিরোজপুর | এস.পি. |
| মোহাম্মদ ইসরাইল | এস.ডি.পি.ও. | পটুয়াখালী | এ.এস.পি. |
| গোলাম মোস্তফা | এস.ডি.পি.ও. | ময়মনসিংহ | - |
| কায়সার আলী সরকার | এস.ডি.পি.ও. | ময়মনসিংহ | - |
| খলিলুর রহমান | এস.ডি.পি.ও. | মৌলবী বাজার | - |
| আব্দুল হামিদ | এস.ডি.পি.ও. | ফেনী | - |
| ইসমাইল হোসেন | এস.ডি.পি.. | নারায়ণগঞ্জ | এস.পি. |
| নূরুল হক চৌধুরী | এস.ডি.পি.ও. | রাঙ্গামাটি | এস.পি. |
| জালালউদ্দিন আহমেদ | এস.ডি.পি.ও. | কুড়িগ্রাম/ফরিদপুর | এস.পি. |
| আবদুল্লাহ চৌধুরী | এস.ডি.পি.ও. | চুয়াডাঙ্গা | এসপি. |
| মুসলিম মিয়া চৌধুরী | এস.ডি.পি.ও. | ফেনী | - |
| সাজ্জাদ আলী | এস.ডি.পি.ও. | মাদারীপুর | এস.পি. |
| মোঃ ইসহাক | এস.ডি.পি.ও. | নেত্রকোনা | - |
| মীর ফেরদৌস খান | এস.ডি.পি.ও. | ব্রাহ্মণবাড়িয়া | এ.এস.পি. |
| লোকমান হাকিম | এস.ডি.পি.ও. | বগুড়া | এ.এস.পি |
| আনোয়ারুল হক | এস.ডি.পি.ও. | ফরিদপুর/দিনাজপুর | |
| মহিউদ্দিন খান | ডি.এস.পি. | টাস্ক ফোর্স | এস.পি. |
| আমিনুল ইসলাম চৌধুরী | ডি.এস.পি. | এস.বি. | এস.পি. |
| এ.কে.এম আব্দুল আওয়াল মিয়া | ডি.এস.পি. | এস.বি. | এস.পি.এস.বি. |
| এম.এ. শহীদ | ডি.এস.পি. | সদস্য, গভর্ণর পরিদর্শক দল | এ.এস.পি. |
| মোজাফ্ফর হোসেন | ডি.এস.পি. | যোগাযোগ | এ.এস.পি. |
| মকসুদ আলী মণ্ডল | ডি.এস.পি. | বেতার যোগাযোগ | এ.এস.পি. |
| হেদায়েত হোসেন | ডি.এস.পি. | এস.বি. | এ.এস.পি. |
| আব্দুল হাফিজ | ডি.এস.পি. | শিল্প এলাকা, খুলনা | এ.এস.পি. |
| এ. রউফ | ডি.এস.পি. | সদস্য, গভর্ণর পরিদর্শক দল | - |

## পাকিস্তান সরকারের পক্ষে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মরত অফিসার

২৫শে মার্চের পর পাকিস্তানের বৈদেশিক মিশনসমূহের কর্মরত বেশ কিছু কর্মকতা ও কর্মচারী ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তান মিশন ত্যাগ করেন এবং মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন। তবে সকল বৈদেশিক মিশনে এ ঘটনা ঘটেনি।

এ' সময়ে বিভিন্ন দূতাবাসে কর্মরত বেশ কিছু কর্মকর্তা ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ এবং তার পরবর্তী সময় পর্যন্ত পাকিস্তান সামরিক সরকারের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।

| নাম | ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্য সময়ে | | |
|---|---|---|---|
| | পদবী | অবস্থান | সর্বশেষ/পদবী |
| মনজুর আহমেদ চৌধুরী | মিনিস্টার | প্যারিস (ফ্রান্স) | অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব |
| এ.এইচ.এস. আতাউল করিম | প্রথম সচিব | রোম (ইতালি) | সচিব |
| ফারুক আহমেদ চৌধুরী | ডাইরেক্টর | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা | পররাষ্ট্র সচিব |
| এ.কে.এইচ. মোরশেদ | প্রথম সচিব | [illegible] | চেয়ারম্যান বি.আই.এস.এস. |
| রিয়াজ রহমান | প্রথম সচিব | নতুন দিল্লী | পররাষ্ট্র সচিব |
| ৭ ফারুক সোবহান* | প্রথম সচিব | প্যারিস (ফ্রান্স) | রাষ্ট্রদূত |
| আবদুল মোমেন চৌধুরী | ৩য় সচিব | দারেস-সালাম | রাষ্ট্রদূত |
| খুরশীদ হামিদ | ৩য় সচিব | বেইজিং (চীন) | রাষ্ট্রদূত |
| মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ | ৩য় সচিব | জাকার্তা | রাষ্ট্রদূত |
| এ.কে.এম. ফারুক | ৩য় সচিব | ব্যাংকক | রাষ্ট্রদূত |
| আহমেদ তারেক করিম | ৩য় সচিব | তেহরান (ইরান) | রাষ্ট্রদূত |
| জিয়াউস সামাদ চৌধুরী | ৩য় সচিব | ক্যানবেরা | রাষ্ট্রদূত |

| নাঃ | ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্য সময়ে | | |
|---|---|---|---|
| | পদবী | অবস্থান | সর্বশেষ/পদবী |
| এস.এম. রাশেদ আহমেদ | ৩য় সচিব | বেলগ্রেড | ডাইরেক্টর জেনারেল |
| মোহাম্মদ জমির | ৩য় সচিব | কায়রো | ডাইরেক্টর |
| আজিজুল হক চৌধুরী | ৩য় সচিব | লন্ডন | কাউন্সিলর |
| মাহাবুব আলম | ৩য় সচিব | রোম (ইতালি) | রাষ্ট্রদূত |
| তোফায়েল করিম হায়দার | ৩য় সচিব | বন (জার্মানি) | রাষ্ট্রদূত |
| রেয়াজুল হোসেন | ৩য় সচিব | মস্কো | যুগ্ম সচিব |
| মোতাহার হোসেন | ৩য় সচিব | প্যারিস (ফ্রান্স) | ডেপুটি হাই কমিশনার |
| জামিল মজিদ | ৩য় সচিব | প্যারিস (ফ্রান্স) | উপস্থায়ী |
| কামাল উদ্দিন আহমেদ | রাষ্ট্রদূত | প্রাগ | পাকিস্তানে অবস্থানরত |
| এস. মোতাহার হোসেন | রাষ্ট্রদূত | টোকিও (জাপান) | পাকিস্তান অবস্থানরত |
| সলিমুজ্জামান | ডেপুটি হাই কমিশনার | লন্ডন | পাকিস্তানে অবস্থানরত |
| আজাহারুল ইসলাম চৌধুরী | ট্রেড কমিশনার | হংকং | - |
| এল. মাসুদ | রাষ্ট্রদূত | ব্রাসেল্‌স্ | অবসরপ্রাপ্ত |
| হুমায়ুন খান পন্নী | রাষ্ট্রদূত | ইরাক | ডেপুটি স্পিকার জাতীয় সংসদ |
| নাছের আহমেদ | তৃতীয় সচিব | জাপান | - |
| মুফলেহ আর. ওসমান | কর্মকর্তা | পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ঢাকা, পূর্ব পাকিস্তান | সচিব পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (অবসরপ্রাপ্ত) |
| আমিনুল ইসলাম | দ্বিতীয় সচিব | কুয়ালালামপুর | রাষ্ট্রদূত |

## পূর্ব পাকিস্তানে সমরিক সরকারকে সাহায্যকারী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবৃন্দ

| নাম | ২৫ শে মার্চ '৭১ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় পরিচয় | সর্বশেষ অবস্থান |
|---|---|---|
| ড. সাজ্জাদ হোসেন | উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, কিং আব্দুল আজি বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব |
| ড. মোহর আলী | প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় | কর্মকর্তা, ইসলামিক ইন্সটিটিউট, লন্ডন |
| ড. ফাতিমা সাদিক | প্রভাষক, বিশ্ববিদ্যালয় | অবসরপ্রাপ্ত, ঢাকায় অবস্থান |
| আতিকুজ্জামান খান | প্রভাষক, গণ সংযোগ বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (মরহুম) |
| ড. মোস্তাফিজুর রহমান | প্রভাষক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, আরবি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| এ.কে.এম. আব্দুর রহমান | প্রভাষক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, গণিত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| ড. আব্দুর বারী | উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন |
| ড. সাইফউদ্দিন জোয়ার্দার | - | মরহুম |
| ড. মকবুল হোসেন | চেয়ারম্যান, বাণিজ্য বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, বাণিজ্য অনুষদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| ড. কাজী দীন মুহাম্মদ | অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| ড. গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী | অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | শিল্পপতি |
| ড. রশিদুজ্জামান | অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী |
| ড. এ.কে.এম. শহিদুল্লাহ | প্রভাষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ |
| ড. শামছুল ইসলাম | প্রভাষক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| ড. আব্দুল জব্বার | প্রভাষক, ফার্মেসি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় |
| ড. মাহবুব উদ্দিন আহমেদ | প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ | লন্ডন প্রবাসী |
| ওবায়দুল্লাহ আশকার ইবনে (শাইখ) | প্রভাষক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | নাট্যাকর টেলিভিশন ও বেতার |

| নাম | ২৫ শে মার্চ '৭১ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় পরিচয় | সর্বশেষ অবস্থান |
|---|---|---|
| হাবিবুল্লাহ | প্রভাষক, শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট | লন্ডন প্রবাসী |
| ড. শাফিয়া খাতুন | প্রভাষক, শিক্ষা গবেষণা ইন্সটিটিউট | মরহুম |
| ড. এস.এম. ইমামুদ্দিন | অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় | পাকিস্তান প্রবাসী |
| ড. গোলাম সাকলায়েন | রিডার, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| আজিজুল হক | প্রভাষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| শেখ আতাউর রহমান | প্রভাষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, অর্থনীতি বিভাগ | অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| সোলায়মান মণ্ডল | চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| জিল্লুর রহমান | রিডার, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, আইন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| কলিম এ. সাবারাসী | সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ | সহযোগী অধ্যাপক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| আহমেদ উল্লাহ্ খান | সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় |
| ৮ অধ্যাপক কবীর চৌধুরী* | ডিরেক্টর, বাংলা একাডেমী | অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাতীয় অধ্যাপক |

## ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময়ে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত সেনা ইউনিটে কর্মরত ও ছুটি ভোগকারী বাঙালি অফিসারবৃন্দ

| নাম | ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | বর্তমান/সর্বশেষ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | নিযুক্তি | কর্মস্থান | পদবী | কর্মস্থান | মন্তব্য |
| মো. রেজাউল জলিল | লে. কর্নেল | অধিনায়ক ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট | যশোর সেনানিবাস | লে. কর্নেল '৭৩ | শুটিং ফেডারেশন | |
| মোঃ এ.এফ.এম. আব্দুর রকিব | লে. কর্নেল | অধিনায়ক ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট | জয়দেবপুর সেনানিবাস | লে. কর্নেল '৭২ | ব্যবসা | |
| মোঃ মাসুদুল হাসান খান | লে. কর্নেল | অধিনায়ক (অপসারিত) ২ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট | ঢাকা সেনানিবাস | লে. কর্নেল'৭৩ | ম্যানেজিং ডাইরেক্টর সেনা কল্যাণ সংস্থা | রাস্তা-৬ ডি.ও. এইচ.এস |
| খন্দকার মাহবুবুর রহমান | লে. কর্নেল | জি-১ গভর্ণরের পরিদর্শন টিম | ঢাকা সেনানিবাস | সদস্য | পাবলিক সার্ভিস কমিশন | একই সাথে তিনি সামরিক আদালতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন |
| ফিরোজ সালাউদ্দীন | লে. কর্নেল | পরিচালক আর্মস সার্ভিসের রোড, ঢাকা | ঢাকা সেনানিবাস | ব্রিগেডিয়ার | সামরিক সচিব রাষ্ট্রপতি '৭৩ | |
| মোঃ মঈন উদ্দীন | লে. কর্নেল | অধিনায়ক ১০ম ইস্ট বেঙ্গল (ছাত্র রেজি) | ঢাকা সেনানিবাস | লে. কর্নেল '৭২ | জেনারেল ম্যানেজার ফাইজার বাংলাদেশ লি. | |

| নাম | ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | বর্তমান/সর্বশেষ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | নিযুক্তি | কর্মস্থান | পদবী | কর্মস্থান | মন্তব্য |
| মোঃ আমজাদ আহমেদ চৌধুরী | মেজর | বি.এম.২৩ বিগ্রেড | রংপুর সেনানিবাস | মেজর জেনারেল | ব্যবসা | চেয়ারম্যান, প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লি. |
| মোঃ আলী আহমেদ খান | মেজর | জি.সে.ও ২ সদর দপ্তর পূর্বাঞ্চল | ঢাকা সেনানিবাস | জয়েন্ট সেক্রেটারি | সংস্থাপন মন্ত্রণালয় | |
| মোঃ মশিউদ্দৌলা | মেজর | স্টাফ অফিসার সদর দপ্তর, পূর্বাঞ্চল | [illegible] সেনানিবাস | ব্রিগেডিয়ার | অবসরপ্রাপ্ত | |
| মোঃ শরিফুল ইসলাম | মেজর | অধিনায়ক, ইঞ্জিনিয়ার কোম্পানি | রংপুর সেনানিবাস | ব্রিগেডিয়ার | চেয়ারম্যান, ওয়াসা ঢাকা | |
| মোঃ মাহতাবউদ্দিন | মেজর | অধিনায়ক, সিগনাল কোম্পানি | রংপুর সেনানিবাস | লে. কর্নেল '৭৪ | ব্যবসা, প্রপার্টি ডেভেলপমেন্ট লি. | |
| মোহাম্মদ হোসেন | মেজর | সামরিক হাসপাতাল | কুমিল্লা সেনানিবাস | | | |
| মোঃ আবেদীন জয়নাল | মেজর | সামরিক হাসপাতাল | কুমিল্লা সেনানিবাস | - | - | |
| মোঃ আব্দুল কুদ্দুস | মেজর | - | ঢাকা সেনানিবাস | - | বাংলাদেশ সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ | |
| মোঃ সৈয়দ আহমেদ | মেজর | সদর দপ্তর ১৪ ডিভিশন | ঢাকা সেনানিবাস | মেজর | জেনারেল ম্যানেজার আদমজী জুট মিল | |

| নাম | ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | বর্তমান/সর্বশেষ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | নিযুক্তি | কর্মস্থান | পদবী | কর্মস্থান | মন্তব্য |
| আবু লায়েস আহমেদুজ্জামান | মেজর | ৩, ফিল্ড রেজিমেন্ট যশোর সেনানিবাস | কুমিল্লা পর্যন্ত যুদ্ধরত সেনানিবাস ১৬ই ডিসেম্বর | ব্রিগেডিয়ার | পাক-সেনাবাহিনীতে কর্মরত | |
| আব্দুল মান্নান | মেজর | ৩, কমান্ডো ব্যাটেলিয়ান | চট্টগ্রাম সেনানিবাস | মেজর'৭৩ | রাজনীতি,বিএনপি | মন্ত্রী '৯২ |
| এস.এ. কাজী | মেজর | সামরিক হাসপাতাল | কুমিল্লা সেনানিবাস | - | - | |
| গোলাম মাওলা | মেজর | অধিনায়ক, পদাতিক ওয়ার্কশপ | ঢাকা সেনানিবাস | মেজর জেনারেল | সেনা সদর | |
| হামিদুর রহমান | মেজর | স্টাফ সার্জন সামরিক হাসপাতাল | ঢাকা সেনানিবাস | - | হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল, ঢাকা | |
| কাসেদুল ইসলাম চৌধুরী | মেজর | ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি | কুমিল্লা সেনানিবাস | ডি.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর অবসরপ্রাপ্ত | কুমিল্লায় মিত্র বাহিনীর কাছে ১৬ই ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ |
| ফরিদউদ্দীন | মেজর | ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি | কুমিল্লা সেনানিবাস | মরহুম | - | ডিসেম্বরে যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর হাতে মারা যান |

| নাম | ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | বর্তমান/সর্বশেষ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | নিযুক্তি | কর্মস্থান | পদবী | কর্মস্থান | মন্তব্য |
| আমজাদ হোসেন | মেজর | সহ-অধিনায়ক-২৪ এফ.এফ.রেজিমেন্ট | কুমিল্লা সেনানিবাস | লে. কর্ণেল '৭৪ | ব্যবসা | কুমিল্লা যুদ্ধে পাক বাহিনীর নেতৃত্ব দেন |
| ইউসুফ হায়দার | মেজর | ডি.এ.এ.জি | ঢাকা সেনানিবাস | ব্রিগেডিয়ার অতিরিক্ত সচিব | বাংলাদেশ সরকার | কর্নেল তাহের মামলার জন্য |
| মোঃ আবুল কাশেম (ই.বি.) | মেজর | এস.এম.ও | ঢাকা সেনানিবাস | জেনারেল ম্যানেজার | সি.এস.ডি. | - |
| মোঃ আব্দুল হামিদ | মেজর | অধিনায়ক | ঢাকা সেনানিবাস | লে. কর্নেল | - | অবসরপ্রাপ্ত মিরপুর, ঢাকা |
| এ.বি.এম. রহমতুল্লা | মেজর | কোয়ার্টার মাস্টার ১০ইস্ট বেঙ্গল | ঢাকা সেনানিবাস | প্রিন্সিপাল অফিসার | টি.সি.বি. | ১৬ই ডিসেম্বর'৭১ পর্যন্ত ঢাকায় কর্মরত ছিলেন |
| মির্জা রকিবুল হুদা | মেজর | আর্টিলারি রেজিমেন্ট | যশোর সেনানিবাস | অতিরিক্ত আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | অবসরপ্রাপ্ত |
| হেসাম উদ্দিন আহমেদ | মেজর | সহ-অধিনায়ক ২২ এফ.এফ.রেজিমেন্ট | যশোর সেনানিবাস | সচিব | সংস্থাপন মন্ত্রণালয় | |
| আজগর আলী খান | মেজর | সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট | ঢাকা সেনানিবাস | সংসদ সদস্য (প্রাক্তন) | জাতীয় পার্টি, গাইবান্ধা | |
| আব্দুল হাকিম খান | মেজর | ২০ বেলুচ রেজিমেন্ট | চট্টগ্রাম সেনানিবাস | ডি.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | অবসরপ্রাপ্ত |

| নাম | ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | বর্তমান/সর্বশেষ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | নিযুক্তি | কর্মস্থান | পদবী | কর্মস্থান | মন্তব্য |
| আব্দুস সাত্তার | মেজর | সরবরাহ দপ্তর | কুমিল্লা সেনানিবাস | ডাইরেক্টর | - | |
| আব্দুস সাত্তার | মেজর | - | | যুগ্ম সচিব | পাট মন্ত্রণালয় | |
| রুহুল কুদ্দুস | মেজর | ৬ পাঞ্জাব রেজিমেন্ট | যশোর সেনানিবাস | - | - | - |
| মমতাজউদ্দিন আহমদ | মেজর | - | - | যুগ্ম সচিব | চেয়ারম্যান, বি.জে.সি. | |
| শহীদুল ইসলাম চৌধুরী | মেজর | ৫৭ বিগ্রেড | কুমিল্লা সেনানিবাস | ডি.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | অবসরপ্রাপ্ত |
| আব্দুল খালেক | মেজর | সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ | | ডি.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | অবসরপ্রাপ্ত |
| আহমেদ ফজলুল কবির | মেজর | সামরিক গোয়েন্দা ইউনিট | ঢাকা সেনানিবাস | ডি.আই.জি | পুলিশ সদর দপ্তর | অবসরপ্রাপ্ত |
| শামসুর রহমান খান | মেজর | ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান | - | - | - | |
| সৈয়দ আব্দুল মান্নান | মেজর | এ্যাডজুটেন্ট মুজাহিদ | ময়মনসিংহ | ব্যবসা | ঢাকা | |
| মোঃ শহীদুল্লাহ | ক্যাপ্টেন | জি-৩,৫৭ ব্রিগেড | ঢাকা সেনানিবাস | - | - | |
| মোঃ আব্দুস সালাম | ক্যাপ্টেন | ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি | সৈয়দপুর সেনানিবাস | ডি.আই.জি | পুলিশ সদর দপ্তর | অবসরপ্রাপ্ত |

| নাম | ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | বর্তমান/সর্বশেষ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | নিযুক্তি | কর্মস্থান | পদবী | কর্মস্থান | মন্তব্য |
| মোঃ আব্দুল্লাহ আল আজাদ | ক্যাপ্টেন | ই.পি.আর. সদর দপ্তর | ঢাকা | কর্ণেল | সেনা সদর | |
| মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন | ক্যাপ্টেন | ২৩ ব্রিগেড সদর দপ্তর | রংপুর সেনানিবাস | অতিরিক্ত আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | অবসরপ্রাপ্ত |
| এম.এ. সাঈদ | ক্যাপ্টেন | ২৩ ব্রিগেড সদর দপ্তর | রংপুর সেনানিবাস | - | ব্যবসা | |
| অহিদুল হক | ক্যাপ্টেন | ২৯ ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট | রংপুর সেনানিবাস | ডি.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | অবসরপ্রাপ্ত |
| মোঃ শহদুল হক | ক্যাপ্টেন | ২৯ ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট | রংপুর সেনানিবাস | ডি.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | অবসরপ্রাপ্ত |
| মো : সাইদ আহমেদ | ক্যাপ্টেন | ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স | রংপুর সেনানিবাস | কর্ণেল | সেনা সদর | রাষ্ট্রপতির ব্যক্তিগত চিকিৎসক '৮৮ |
| মোঃ এমদাদ হোসেন | ক্যাপ্টেন | ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্স | ঐ | | | |
| মোঃ হাসমতুল্লাহ | ক্যাপ্টেন | ই.পি.আর. | সেক্টর সদর দপ্তর যশোর | ডি.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | তিনি মে '৭১ থেকে ভারতের আসামে শরণার্থী হিসাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। |
| মো : মোসলেম আলী হাওলাদার | ক্যাপ্টেন | ১০ম ইস্ট বেঙ্গল (ছাত্র রেজিমেন্ট) | ঢাকা সেনানিবাস | ডেপুটি ডাইরেক্টর | আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী | |
| মো : মোখলেছুর রহমান | ক্যাপ্টেন | ৩য় কমান্ডো ইউনিট | কুমিল্লা সেনানিবাস | ব্রিগেডিয়ার | সেনা সদর | |

| নাম | ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | বর্তমান/সর্বশেষ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | নিযুক্তি | কর্মস্থান | পদবী | কর্মস্থান | মন্তব্য |
| মোঃ মুরাদ আলী খান | ক্যাপ্টেন | কোয়ার্টার মাষ্টার সি.এম.এইচ | কুমিল্লা সেনানিবাস | ডাইরেক্টর | বন উন্নয়ন শিল্প সংস্থা | |
| মোঃ আব্দুল হাকিম | ক্যাপ্টেন | ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি | ঢাকা সেনানিবাস | ক্যাপ্টেন | ব্যবসা | ১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর সাথে আত্মসমর্পণ করেন। |
| মোঃ আব্দুস সালাম | ক্যাপ্টেন | ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান | ঢাকা সেনানিবাস | ডি.আই.জি | পুলিশ সদর দপ্তর | |
| মোঃ খুরশিদ আহমেদ | ক্যাপ্টেন | ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি | ঢাকা সেনানিবাস | মেজর | অবসর প্রাপ্ত | |
| আব্দুস সালাম | ক্যাপ্টেন | জি.এস.ও.৩ পূর্বাঞ্চল কমান্ড | ঢাকা সেনানিবাস | মেজর জেনারেল | সেনা সদর, ঢাকা | |
| শাহেদুর আনাম খান | ক্যাপ্টেন | এ.ডি.সি.জি.ও.সি. ১৪ ডিভিশন | ঢাকা সেনানিবাস | ব্রিগেডিয়ার | সেনা সদর, ঢাকা | |
| ওবায়েছ তারেক | ক্যাপ্টেন | ৫৫ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি | সেনানিবাস যশোর | ব্রিগেডিয়ার | পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত | |
| এ.এল.এ. জামান | ক্যাপ্টেন | ৫৩ ফিল্ড আর্টিলারি | কুমিল্লা সেনানিবাস | ব্রিগেডিয়ার | পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত | |
| এম.আই. তালুকদার | ক্যাপ্টেন | সি.এম.এইচ | কুমিল্লা সেনানিবাস | কর্নেল | সামরিক হাসপাতাল, ঢাকা | |
| ডানিয়েল ইসলাম | ক্যাপ্টেন | ই.পি.আর. পিলখানা, | সদর দপ্তর | ব্রিগেডিয়ার | সেনা সদর, ঢাকা | |

| নাম | ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | বর্তমান/সর্বশেষ | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | নিযুক্তি | কর্মস্থান | পদবী | কর্মস্থান | |
| ফজলুর রহমান ভুঁইয়া | ক্যাপ্টেন | ৮৮ মর্টার রেজিমেন্ট | কুমিল্লা সেনানিবাস পিলখানা, ঢাকা | - | - | - |
| ফখরুল আহসান | ক্যাপ্টেন | ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্ট | কুমিল্লা | - | ডিসেম্বর পাকবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধে মারা যান। | |
| এস.এম. মাহবুবুর রহমান | ক্যাপ্টেন | সরবরাহ অফিসার | কুমিল্লা সেনানিবাস | জেনারেল ম্যানেজার | বাংলাদেশ বিমান | |
| মোহাম্মদ ফিরোজ | ক্যাপ্টেন | সি.ও.ডি. | ঢাকা সেনানিবাস | ডাইরেক্টর | যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর | |
| মোঃ আশরাফুল হুদা | ক্যাপ্টেন | ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান | ডি.আই.জি | পুলিশ সদর দপ্তর | | |
| রফিকুল আলম | ক্যাপ্টেন | ১৯ সিগনাল রেজিমেন্ট | ঢাকা সেনানিবাস | ডি.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | |
| এসএ.এন.এম ওকরা | ক্যাপ্টেন | ১৯ সিগনাল রেজিমেন্ট | ঢাকা | জেনারেল ম্যানেজার | বিমান | |
| এ.টি.এম. মনসুরুল আজিজ | ক্যাপ্টেন | ১৯ সিগন্যাল রেজিমেন্ট | সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত | ডি.আই.জি | পুলিশ সদর দপ্তর | অবসরপ্রাপ্ত |
| জামিলুর রহমান খান | ক্যাপ্টেন | ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান | ঢাকা | উপ-সচিব | সংস্থাপন মন্ত্রণালয় | |
| আব্দুল কুদ্দুস | ক্যাপ্টেন | ২৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট | সৈয়দপুর সেনানিবাস | - | কাসেম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ | |
| মাজহরুল করিম | ক্যাপ্টেন | এ.ডি.ডি. জেনারেল ইয়াকুব | জি.ও.সি. পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড | যুগ্ম সচিব | সংস্থাপন মন্ত্রণালয় | |
| ওসমান আলী খান | ক্যাপ্টেন | ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান | ঢাকা | ডি.আই.জি | পুলিশ সদর দপ্তর | |

| নাম | ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | বর্তমান/সর্বশেষ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | নিযুক্তি | কর্মস্থান | পদবী | কর্মস্থান | মন্তব্য |
| গিয়াস উদ্দীন | ক্যাপ্টেন | ছুটিতে ঢাকায় অবস্থান | - | এস.পি | পুলিশ সদর দপ্তর | |
| মোতাহার হোসেন | ক্যাপ্টেন | প্রশাসনিক অফিসার | ঢাকা সেনানিবাস | লে. কর্নেল | সেনা সদর | |
| মাহমুদ আল ফরিদ | লেফটেন্যান্ট | সি.ও.ডি.ঢাকা | ঢাকা সেনানিবাস | ডি.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | |
| মোদাব্বের চৌধুরী | লেফটেন্যান্ট | সি.ও.ডি.ঢাকা | ঢাকা সেনানিবাস | এ.আই.জি. | পুলিশ সদর দপ্তর | |
| শফি ওয়াসিউদ্দিন | লেফটেন্যান্ট | ১ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট | যশোর সেনানিবাস | ব্রিগেডিয়ার | পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে কর্মরত | লে. জেনারেল ওয়াসি উদ্দিনের পুত্র |
| ইরফান | ফ্লাইং অফিসার | সি.এন্ড আর ঢাকা | সামরিক বিমান ঘাঁটি | এয়ার কমোডোর | সামরিক এ্যাটাচী মস্কো | ১৬ ডিসেম্বর '৭১ পর্যন্ত ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। |
| কামাল উদ্দিন | স্কোয়াড্রন লিডার | আবহাওয়া বিভাগ | সামরিক বিমান ঘাঁটি | উইং কমান্ডার | - | অবসরপ্রাপ্ত, ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় কর্মরত ছিলেন। |
| মনজুরুল হক | ফ্লাইট লেফটেনান্ট | ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রাডার বিভাগ | সামরিক বিমান ঘাঁটি যশোর | উইং কমান্ডার | - | অবসরপ্রাপ্ত, কানাডা প্রবাসী |
| আব্দুল আজিজ | ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট | - | সামিরক বিমান ঘাঁটি | উইং কমান্ডার | - | অবসরপ্রাপ্ত |
| মোশাররফ হোসেন | ফ্লাইং অফিসার | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি ঢাকা | ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট | এ.ডি.সি. প্রেসিডেন্ট ৭২/৭৩ | কানাডা প্রবাসী |
| ইশফাক এলাহী | ফ্লাইং অফিসার | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি | উইং কমান্ডার | স্টাফ কলেজ, ঢাকা | - |
| কামাল উদ্দিন | ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি ঢাকা | গ্রুপ ক্যাপ্টেন | - | অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী |
| হাবিবুর রহমান | স্কোয়াড্রন লিডার | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি | উইং কমান্ডার | - | অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী |

| নাম | ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | বর্তমান/সর্বশেষ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | নিযুক্তি | কর্মস্থান | পদবী | কর্মস্থান | মন্তব্য |
| আইয়ুব আলী | ফ্লাইং অফিসার | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি | গ্রুপ ক্যাপ্টেন | - | অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী |
| জাহিদুল হক | স্কোয়াড্রন লিডার | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি | গ্রুপ ক্যাপ্টেন | - | অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী |
| হাসানুজ্জামান | স্কোয়াড্রন লিডার | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি ঢাকা | স্কোয়াড্রন লিডার | মরহুম | - |
| খলিলুর রহমান | ফ্লাইং অফিসার | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি ঢাকা | গ্রুপ ক্যাপ্টেন '৮৮ | - | অবসরপ্রাপ্ত প্রবাসী |
| রব্বানী | স্কোয়াড্রন লিডার | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি ঢাকা | ১৫ই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর বিমান হামলায় কর্তব্যরত অবস্থায় ঢাকায় মৃত্যুবরণ | | মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষ কর্মরত ছিলেন। |
| ইমদাদ হোসেন | ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি ঢাকা | ১৫ই ডিসেম্বর মিত্র বাহিনীর বিমান হামলায় কর্তব্যরত অবস্থায় ঢাকায় মৃত্যুবরণ | | মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষ কর্মরত ছিলেন। |
| সাকলাইন | ফ্লাইট লেফটেন্যানটট | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি ঢাকা | ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকা বিজয়ের পর মুক্তি বাহিনীর হাতে মারা যান বলে জানা যায়। | - | ১৬ই ডি. পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষে কর্মরত ছিলেন। |
| সাব্বির উদ্দিন | ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট | - | সামরিক বিমান ঘাঁটি ঢাকা | বিজয়ের পর মুক্তি বাহিনীর হাতে মারা যান বলে জানা যায় | - | ১৬ই ডি. পর্যন্ত পাকিস্তানের পক্ষে কর্মরত ছিলেন। |

| নাম | ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | | বর্তমান/সর্বশেষ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | দায়িত্ব | কোর্ট | এলাকা | পদবী | কর্মস্থান |
| কে.এম. রহমান (এ.এম.সি.) | লে. কর্নেল | সভাপতি | বিশেষ সামরিক আদালত | ঢাকা অঞ্চল | সদস্য | পাবলিক সার্ভিস কমিশন |
| খুরশীদ আহমেদ | মেজর | সদস্য | সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত-৯ | ঢাকা এলাকা | - | মরহুম |
| আব্দুল আজিজ (ইঞ্জি.) | মেজর | সভাপতি | সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত-১ | চট্টগ্রাম অঞ্চল | - | - |
| আব্দুল হামিদ (অর্ড.) | মেজর | সদস্য | সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত | ঢাকা এলাকা | - | - |
| মির্জা মোহাম্মদ ইস্পাহানী | মেজর | আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসক | - | ময়মনসিংহ এলাকা | - | - |
| আব্দুল কুদ্দুস (বেলুচ) | ক্যাপ্টেন | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত | টাংগাইল | - | - |
| মুশফিকুর রহমান ভুঁইয়া | ক্যাপ্টেন | সদস্য | সংক্ষিপ্ত সামরিক | | - | - |
| এ.টি.এম. মনসুরুল আজিজ | ক্যাপ্টেন | সদস্য | সদস্যবিশেষ সামরিক আদালত | ঢাকা অঞ্চল | ডিআইজি | পুলিশ সদর দপ্তর অবসরপ্রাপ্ত |
| মাহবুবুর রহমান | লেফটেন্যান্ট | সদস্য | সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত-৫ | কুমিল্লা এলাকা | জেনারেল ম্যানেজার | বিমান বাংলাদেশ |

## পূর্ব পাকিস্তানে গঠিত সামরিক আদালতে কর্মরত বেসরকারী অফিসার

| | ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | | বর্তমান/সর্বশেষ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| নাম | পদবী | দায়িত্ব | কোর্ট | এলাকা | পদবী | কর্মস্থান |
| শফিক উদ্দিন | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত-৪ | ময়মনসিংহ | - | - |
| এম.এ. মালেক | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত | চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম | ভাইস চেয়ারম্যান | চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড |
| এম.জেড.আর. ইকবাল | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত | ময়মনসিংহ, টাংগাইল কুমিল্লা ও সিলেট | যুগ্ম সচিব | সংস্থাপন মন্ত্রণালয় |
| এ.কে.এম. রেহমান খান | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত-১ | যশোর ও খুলনা | - | - |
| মসলেহউদ্দিন চৌধুরী | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত-১ | যশোর ও খুলনা | - | - |
| আজিজুর রহমান | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত-২ | ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া | সদস্য | ভূমি আপিল বোর্ড |
| আমিনুর রহমান | ২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | দোভাষী | বিশেষ সামরিক আদালত-৩ | ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া | - | - |
| এইচ.রহমান | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত-৩ | বরিশাল ও পটুয়াখালী | - | - |
| এইচ. এ. রহমান ভূইয়া | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | দোভাষী | বিশেষ সামরিক আদালত | বরিশাল ও পটুয়াখালী | পরিচালক | বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন |

| নাম | ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | | বর্তমান/সর্বশেষ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | দায়িত্ব | কোর্ট | এলাকা | পদবী | কর্মস্থান |
| কলিমুল্লাহ্ ভূঁইয়া | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত-২ | সিলেট জেলা | উপ-সচিব | অবসরপ্রাপ্ত |
| তোফায়েল আহমেদ চৌধুরী | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত-৩ | কুমিল্লা জেলা | যুগ্ম সচিব | সংস্থাপন মন্ত্রণালয় |
| এস.এম. রহমান | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত-১ | চট্টগ্রাম ও বান্দরবান এলাকা | - | - |
| সুলতান মাহমুদ চৌধুরী | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত | ময়মনসিংহ, টাংগাইল কুমিল্লা ও সিলেট | - | - |
| শেখ মুজিবর রহমান | ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (রাজশাহী) | সদস্য | বিশেষ সামরিক আদালত | রাজশাহী বিভাগ | যুগ্ম সচিব | স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় |
| জালাল উদ্দিন আহমেদ | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | ১ | রাজশাহী বিভাগ | যুগ্ম সচিব | সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় |
| আফসার উদ্দিন আহমেদ | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | ১ | ঢাকা | - | - |
| সিরাজউদ্দিন চৌধুরী | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | ৩ | কুমিল্লা | - | - |
| খুরশীদ আলম | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | ৩ | যশোর | - | - |

| না | ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | | বর্তমান/সর্বশেষ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | দায়িত্ব | কোর্ট | এলাকা | পদবী | কর্মস্থান |
| ই. দুল হক চৌধুরী | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | ১ | ঢাকা | - | - |
| নুর মোহাম্মদ | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য সংস্থাপন মন্ত্রণালয় | ৫ | কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম | যুগ্ম সচিব | |
| আব্দুল আজিজ | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | [illegible] | ঢাকা | যুগ্ম সচিব | পূর্ত মন্ত্রণালয় |
| আজিজুল হক | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | ৫ | টাংগাইল | পরিচালক | রসায়ন শিল্প সংস্থা |
| এ.এ. মালেক | ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট | সদস্য | | পার্বত্য চট্টগ্রাম | উপ-সচিব | স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় |
| এম এ. জব্বার | ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | বিশেষ আদালত-১ | যশোর ও খুলনা | - | - |
| এসএ.কে.এম জালাল ফিরোজ | ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | বিশেষ আদালত-২ | ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া | - | - |
| হেমায়েত | ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | বিশেষ আদালত-২ | ফরিদপুর ও কুষ্টিয়া | - | - |
| মাহমুদ খান | ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | বিশেষ আদালত-৩ | পটুয়াখালী | - | - |

| নাম | ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ হতে ১৬ই ডিসেম্বর মধ্যসময় | | | | বর্তমান/সর্বশেষ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | পদবী | দায়িত্ব | কোর্ট | এলাকা | পদবী | কর্মস্থান |
| আব্দুর রশীদ খান | ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | বিশেষ সামরিক আদালত-৩ | বরিশাল পটুয়াখালী | - | - |
| এ.কে.এম. নুরুজ্জামান | ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | সামরিক আদালত-৩ | যশোর | - | - |
| আমিনুল ইসলাম | ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | | - | - | - |
| আমিনুর রহমান | ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | সামরিক আদালত-৩ | ফরিদপুর | - | - |
| এ.এ. রহমান ভূঁইয়া | ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | সামরিক আদালত-৩ | বরিশাল | - | - |
| শেখ সামাদ আলী | সাব-ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | বিশেষ আদালত | রাজশাহী বিভাগ | - | - |
| আব্দুল হামিদ | কোর্ট ইন্সপেক্টর | সহকারী উকিল (পুলিশ) | বিশেষ সামরিক আদালত | রাজশাহী বিভাগ | - | - |

## তথ্যসূত্র

১. দি ঢাকা গেজেট এক্সট্রা অর্ডিনারি ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১
২. স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস ও দলিলপত্র ৭ম খণ্ড
৩. এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন কৃত পুস্তক 'মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান (১৯৯৫)
সংগৃহীত তথ্য ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত। কিন্তু [illegible] সালের আগস্ট নাগাদ প্রাপ্য তথ্য মোতাবেক (★) তারকা চিহ্নিত ব্যক্তিরা ঐক্যমত সরকারে নিম্নে বর্ণিত অবস্থানে রয়েছেন।

★১ প্রতিমন্ত্রী পাট মন্ত্রণালয়
★২ মন্ত্রী পদমর্যাদায় বিনিয়োগ বোর্ডের চেয়ারম্যান
★৩ মন্ত্রী পদ মর্যাদায় কৃষি উপদেষ্টা
★৪ মন্ত্রী পদ মর্যাদায় প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান
★৫ গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক
★৬ প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
★৭ কমনওয়েলথ সচিবালয়ে সেক্রেটারি জেনারেল পদে পরাজিত বাংলাদেশের নমিনী
★৮ জাতীয় অধ্যাপক।

জয় বাংলা

তথ্য, প্রচার ও বেতার দফতর
গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মুজিবনগর

# 'চরমপত্র' কথিকার মূল পাণ্ডুলিপির অংশ বিশেষ